

With the financial assistance of the Ministry  
of Education, Government of India.

---

# **S R I S R I**

## **RAMAKRISHNA BHAGABATAM**

A poetical work in Sanskrit-with English  
and Bengali Translations

*By*

Gitacharyadhyapaka **Ramendra Sunder**  
**Bhattacharya**, Bhaktitirtha of Bagri  
Krishna-nagar.

*Reviewed by*

Mahamahopadhyaya **Kalipada Tarkacharya**,<sup>u</sup>  
Seniormost Mahacharya of the Sanskrit  
College, Government of West Bengal,  
Calcutta.

**Dr. Suniti Kumar Chattopadhyaya**, National Pro-  
fessor of India in Humanities.

**Dr. Gouri. Nath Shastri**, Vice-Chancellor, Banaras  
Sanskrit University.

**Swami Vireswarananda Maharaj**, President,  
Ramakrishna Math, Belur.

*Edited by*

**Pandit Kashi Nath Shastri**, Vedantatirtha, M. A.,  
Professor, Hatibagan Chatuspathi ( Govt.  
Registered ), Calcutta.

---

Printed at the IDEAL PRESS. Calcutta-6.

**Publisher :**  
**Sree Kashinath Sastri Bhattacharya**  
**56/4, Grey Street ( Arabindra Sarani )**  
**Calcutta-6**

**All right Reserved by Publisher.**

**15'00**

**Price Rs. 25'00 each in advance**

**V. P. P. charge & Packing extra.**

ইংরাজী ও বাংলাভাষা সহ সংস্কৃত গ্রন্থ

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্

বগড়ী কৃষ্ণনগর নিবাসী গীতাচাৰ্য্যাধ্যাপক প্রবর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র  
সুন্দর ভক্তিতীর্থ ভট্টাচার্য্য বিরচিত ।

গভৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সৰ্ব্বপ্রধান মহাচাৰ্য্য মহামহোপাধ্যায়  
পণ্ডিতবৰ্য্য শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কচাৰ্য্য কর্তৃক সম্যক্ পরিদৃষ্ট  
ও প্রশংসিত।

মানবিক বিভাগ ভারতরাষ্ট্র জাতীয়াচাৰ্য্য ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার  
চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুমোদিত ।

কাশী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাৰ্য্য ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রি এবং  
বেলুড়, স্বামকৃষ্ণ মঠাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ  
কর্তৃক প্রশংসিত ।

গভৰ্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুপাঠীর প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিত  
প্রবর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ শাস্ত্রি, বেদান্ততীর্থ এম. এ.,  
ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

প্রাপ্তিস্থান—


শ্রীকাশীনাথ শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্য

৫৬৪, মেট্রীট ( অরবিন্দ সরণী )

কলিকাতা-৬

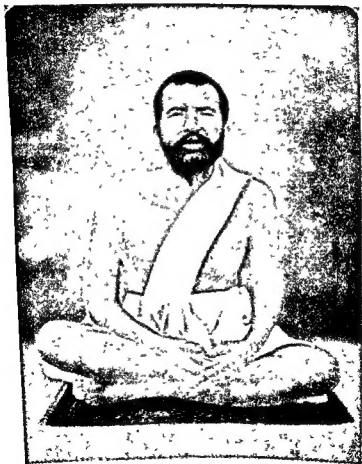
প্রকাশক কর্তৃক সর্বসময় সংরক্ষিত ।

১৫১

মূল্য— টাকা, অগ্রিম দেয় ।

ডি, পি, চার্লস প্রভৃতি ।





SRI RAMAKRISHNA PARAMAHANSA

# श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम्

( इङ्ग-वङ्ग भाषानुवादसमलङ्कृत मूल संस्कृतमयम् )

वकटोप निशामि गीताचार्याध्यापकप्रवर  
श्रीयुक्त रामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ भट्टाचार्य्येण विरचितम्

महामहोपाध्याय महाचार्य्य श्रीयुक्त कालीपद तर्काचार्य्येण  
सर्वतः परिदृष्टम्

मानविक विद्यासु भारतराष्ट्र जातीयोचार्य्येण  
उत्तर श्रीयुक्त सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय महोदयेनानुमोदितम्

गभर्णमेण्डरेजिद्रीकृतहस्तुराद्यान चतुष्पाठी बास्तव्य पण्डितप्रवर  
श्रीयुक्त काशीनाथ शास्त्रि वेदान्ततीर्थ एम, ए  
भट्टाचार्य्येण सम्पादितम्

भारत सर्वकार सहाय्येन कलिकाता राजधान्या आदित्योक्त प्रेस्  
इत्याख्य मुद्रायन्त्रालये मुद्रितम्

Published by—

Kashi Nath Bhattacharjee  
56/4, Grey Street,  
Calcutta-6.

All rights reserved.

Price—Rs. 15.00



Printed by B. N. Ghosh at Ideal Press.  
12/1, Hemendra Sen Street,  
Calcutta-6.



SWAMI VIVEKANANDA

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य

नारायणतार नरेन्द्र खोमिजी विवेकानन्द महाराजमुद्दिश्य

उत्सर्ग लिपिरियं ।

- १ । यो देशेऽत्र तथा विदेशनिवहे श्रीरामकृष्णं गुरुं  
चक्रो गौरवितं जनोत्तरं गुणैर्गीतो महीमण्यले ।  
यो नेष्टुं परिहाय वीरतरुणः सत्रयासमाश्रित्यिये  
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥
- २ । गत्वा धर्मसभां विदेश धरनौ लोकोत्तर व्याप्यया  
वेदान्तान्वित धर्ममधमं प्राचारयद् यः स्फुटं ।  
येनाकृष्टमना विदेश जनता जप्ते महद् भारतम्  
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते स्वामी विवेकाभिधः ॥
- ३ । प्रत्याहृत्य ततः स्वदेश धरनौ लोकैः समर्थोचितः  
सेवाधर्मं विभूतये वस्तुमठान् स्थापयद् यः कृतो ।  
श्रित्या यस्य निवेदिता प्रविदधे साहाय्य मस्थां कृतौ  
सोऽसौ भारत भास्करो विजयते योऽसौ नरेन्द्रः पुरा ॥
- ४ । श्रीरामकृष्णं वरगतिं मयाय तन्मै  
श्रीरामकृष्णं चरितानुगतं निबन्धं ।  
भक्त्या समुत्सृजति तत् कविराट्टताय  
रामेन्द्रसुन्दर पदाभिधं भक्तितौर्यः ॥

## उत्सर्ग विविरिय

All glory to Swami Vivekananda who was a great eye-opener to the Indians, who embraced asceticism by renouncing all earthly comforts and pleasures, who won world-wide fame for his uncommon merits, and who glorified his preceptor, Sri Ramakrishna, by preaching his message all over the world. 1.

All glory to Swami Vivekananda, who travelled far to the country of Western Hemisphere to establish the unique greatness of the Vedic religion of India among the religions of the world, in the great congress of Religions, by lucid exposition of its transcending sublimity which was hitherto not known to the people of the Western countries. 2.

All glory to Swami Vivekananda, formerly Narendranath, who was greatly honoured by his own countrymen on his return from foreign land, and who founded many charitable religious institutions, called Maths, with the help of his disciple, Nivedita, to preach the motto promulgated by Sri Ramakrishna, "Service is worship." 3

With all my humility and devotion, I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, who have become a poet

by the grace of Sri Ramakrishna, dedicate my poetical work on the life and teachings of Sri Ramakrishna to Swami Vivekananda who was honoured and adored by the world for his uncommon spiritual and intellectual power bestowed upon him by his great preceptor, Sri Ramakrishna. 4,

বঙ্গানুবাদ :—

যে মহামানব এই ভারতবর্ষে এবং ইয়োরোপে বা পাশ্চাত্য প্রদেশে দেবতাদিগের মত অসাধারণ গুণে তৃপ্তিজনিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গৌরবাবিত্ত করিয়াছেন। এবং যে বীর যুবাবস্থায় সর্বদ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইয়াছেন। সেই সর্ব ভগতে প্রসিদ্ধ ভারতের চন্দ্রদানকারী সূর্য্য-মন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দ জন্মযুক্ত হউন। ১

যে মহামানব পাশ্চাত্য দেশে পদার্পণ করিয়া ধর্ম্মসভার প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন শাস্ত্রের অসমোক্ষ সিদ্ধান্ত প্রদর্শনে অতুলনীয় সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যেসকল শাস্ত্র ব্যাখ্যায় আবৃষ্ট হইয়া সেই পাশ্চাত্যসভায় অধিষ্ঠিত পৃথিবীর ধর্ম্মবাক্কগণ ভারতীয় আর্গ্য ধর্ম্ম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা গ্রাহ্য করণায় অবগত হইয়াছেন সেই ভারতসূর্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জয়। ২

এবং যে দ্বিতীপুরুষ পাশ্চাত্য দেশ হইতে পুনরায় নিঃক্ষেপ ভারত-বর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ভারতীয় মহাজনগণের দ্বারা পূজিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেবের অন্তর্নিহিত দ্বিহ্রদনারায়ণ সেবার্থ প্রচারার্থে বহু

## উৎসর্গ লিপিবিধি

মঠাদি স্থাপন করিয়াছেন। এবং মঠাদি স্থাপনে যে মহাপুরুষের  
অগদ্বিখ্যাতা শিষ্যা নিবেদিতা বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছেন সেই  
পৃথিবী বিজ্ঞতা ভারতসূর্য্য নরাবতার নরেন্দ্র অর্য্যবৃন্দ হউন। ৩

যিনি ভগমান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় অলৌকিক শক্তিমান  
বলিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত সেই স্বামিজী বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে  
এই স্বামকৃষ্ণ চরিত্র সম্বলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক মহাকাব্য  
তদীয় প্রিয় কবি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ ভক্তিপূর্ব্বক উৎসর্গ  
করিলেন। ৪

---





*Author*—PANDIT RAMENDRA SUNDAR  
BHAKTITIRTHA

লেখক—বগড়ী কাননগর নিবাসী  
পণ্ডিত ভিরাবেন্দ্র হন্দর ভক্তিতীর্থ

SABHAPATI  
VIDHANA-PARISAD  
PASCIMA VANGA  
KALIKATA

CHAIRMAN  
LEGISLATIVE COUNCIL  
WEST BENGAL  
CALCUTTA.

July 6, 1961.

Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha is an eminent Sanskrit scholar of West Bengal, who has spent a life time in cultivating and teaching Sanskrit language and literature and philosophy in its various branches. He has been running a Sanskrit school of his own with Government assistance for over 60 years. Now at the age of 84 he has completed, after infinite labour, a fairly big Sanskrit work consisting of over 5000 verses on the life and teachings of Ramkrishna Paramhansa, including also the achievements of his disciples, Swami Vivekananda and others. This work has been composed in very fine style and is to be regarded as an outstanding original work in Sanskrit at the present day. Being a scholar and a teacher, Pandit Sri Bhaktitirtha is not in a position to print and publish it. The Sahitya Academy, among other things, also helps the publication of original Sanskrit works. Experts in Sanskrit, eminent teachers and professors of the subject have all spoken very highly of this work, and as far as I can judge from certain portions which have been read to me, I am also of the same opinion.

I shall indeed be very happy if the Sahitya Academy or some other Institution Governmental or otherwise, can sponsor the printing and publication of this work; and since the Government of India has declared its policy to help the propagation of Sanskrit, it would be only proper to support a book of this character with adequate financial assistance.

I trust the application forwarded by Pandit Sri Bhaktutirtha will receive sympathetic consideration.

Sd/- Suniti Kumar Chatterji  
Emeritus Professor of Comparative  
Philology, University of Calcutta,  
and Chairman, West Bengal Legis-  
lative Council.

Chairman  
West Bengal Legislative Council.

বঙ্গানুবাদ:—

সভাপতি,

বিধান পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

কলিকাতা

মাননিক বিশ্ভাস ভারত রাষ্ট্র জাতীয়সচিব  
ডাঃ শ্রীমুক্ত সুব্রতীকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের  
মস্তব্যের বঙ্গানুবাদ  
জুলাই - ১৯৬১

পণ্ডিত শ্রীমহেশচন্দ্রের ভক্তিতীর্থ পশ্চিমবঙ্গের একজন অত্যন্ত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্র অহুতি বিষয়ে পরিণীলন ও অধ্যাপনা কার্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং বাট বংসর ধরিয়া সরকারের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া একটা সংস্কৃত চতুর্থাঙ্গী চালাইতেছেন। বর্তমানে

## ॐ हरिरोम्

विद्वत् कविधर श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितोर्थं कृत श्रीश्रीरामकृष्णभागवतस्य  
महामहोपाध्याय श्रीकालौपद तर्काचार्यं प्रदत्त प्रशस्तिपत्रम् ।

भाषासुदेवतगवो किल भारतस्य, सर्वार्थबोधनविधो शरणं पुरासीत् ।  
वेदास्तथास्मृति समूह मुखानि शास्त्रानेतां गिरं

समुपजोष्य चरन्ति लोके ॥ १

अद्यापि भारतपदे विषये पवित्रे पूजादिके शरणतामियमेव याति ।

स्तोत्रानि देवकवचानि च मङ्गलानि नाद्यापि किं

सुरगिरैव पठन्ति सन्तः ॥ २

राष्ट्रेऽपि सम्प्रति विशेषविधि प्रवृत्तौ

दैव्या गिरैव मनुजाः शुभमाचरन्ति ।

भाषान्तरादिद्विगुणो यदि नास्ति कश्चिद्

विज्ञान निष्ठित युगेऽपि कथं तदेवम् ॥ ३

अस्तौव शक्तिरसमा सुरवाचि सिद्धा

सन्नादयः क्लृप्तयैव ततो निवहाः ।

तत् प्रत्ययादमरवाङ्मय मेव कान्धं

रामेन्द्रसुन्दर कविः किमपि प्रचक्रे ॥ ४

श्रीमद्भागवतं व्यधत्त भगवान् व्यासः पवित्रं यथा

श्रीकृष्णस्य चरित्रमुक्त्वन्तरं संश्लिष्य चित्रक्रमम् ।

तद्ददृष्टुमुपाश्रितः परतरं श्रीरामकृष्णाश्रयं

नय्यं भागवतं व्यधात् सुमधुरं रामेन्द्र विद्वत् कविः ॥ ५

सम्पूर्णं तदिदं मया रसमयं संयौचितं सादरं

येनान्तःकरणेऽजनिष्ट परमानन्दः सतां वाञ्छितः ।

सत्काव्यं नियतं मतं मतिमतां तच्चेन्महामानवः

किञ्चित्संभ्रयते तदाहि परमं तत् कोविदैरुच्यते ॥ ६

Felicitation on Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, from Mahamahopadyaya Sri Kalipada Tarkacharya. In ancient times, of all the languages, Sanskrit was the shelter of all knowledge and learning. The Vedas, the Smriti and all others shastras are propagated through the medium of Sanskrit. Even to-day, all holy rites and worship of gods are performed by using Sanskrit. Do not the devotees chant and recite hymns to gods in Sanskrit, even to-day? Even now, all inaugural ceremonies sponsored by Government are started with recital of hymns in Sanskrit. Why should it be so in this age of science, if Sanskrit do not command superiority to all other languages? It is, therefore a self-evident truth that Sanskrit has some inherent uncommon qualities. That is why all incantations have been formed and embodied in Sanskrit. With this confidence in the force of Sanskrit language, Sri Ramendra Sunder has composed a poetical work in Sanskrit. Just as His Holiness Vyasdev composed Srimadbhagabatam with the brilliant and wonderful episodes of life and character of Shri Krishna, so also poet Ramendra Sunder has composed a wonderful epic poem on the life of Sri Ramakrishna Paramahansa. I, Kalipada Tarkacharya, have gone through this book and thereby my heart has been filled with divine joy which is longed for by all pious men. Good poetical works are always welcomed

by all wise and learned men. And if these are based on the life and character of a great man, scholars find greatest satisfaction in them, 1 to 6

### বঙ্গানুবাদ :—

পণ্ডিত কবি চূড়ামণি রামেন্দ্র সেনের ভক্তিভীৰ্হ বিরচিত শ্রীশ্রীরামহরক ভাগবতের মহামাহোপাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ কালীপদ তর্কচাৰ্য্য প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের বঙ্গানুবাদ। পূর্বকালে সমগ্র ভাষার মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই সমগ্রবিশ্বের জ্ঞানের পক্ষে আশ্রয়স্থানীয় ছিল। বেদ এবং দ্বিতী প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া প্রচারিত হয়। ১

, আজ ও ভয়েতবার্বে পবিত্র দেব পূজাদি কার্য্যে এই সংস্কৃত ভাষাই অবলম্বন। সেবতা প্রভৃতির মঙ্গলময় তোত্র কবচাদি আজ ও কি সাধুগণ সংস্কৃত ভাষায়ই পাঠ করেন না। ২

, সম্প্রতি রাষ্ট্র ও বিশেষ কোনও উৎসবাবিকার্য্যের প্রারম্ভে সংস্কৃত ভাষাতেই জনগণ মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। অপর ভাষা অপেক্ষা যদি এই সংস্কৃত ভাষায় কোনও বিশেষত্ব না থাকে তবে এই বিজ্ঞানের যুগে ও এরূপ হইবে কেন? ১৩

অতএব সংস্কৃত ভাষার যে অতুলনীয় শক্তি আছে ইহা প্রসিদ্ধ। সেই কারণে মহাদি সকল ঐ ভাষায়ই লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার সেই শক্তিতে লিখিত হইয়াই কবি শ্রীরামেন্দ্র সেনের সংস্কৃত ভাষায়ই একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ৪

ভগবান ব্যাসদেব যেমন শ্রীকৃষ্ণের উদ্ভাস রসময় আশ্চর্য্যজনক ক্রমদুস্ত চরিত্র অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছেন। সেইরূপ শ্রীশ্রীরামহরক পরমহংস দেবের উদ্ভট চরিত্র অবলম্বন করিয়া কবিরাম রামেন্দ্র সেনের স্মৃতির অভিন্ন ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ৫

এই বঙ্গাল কাব্যগ্রন্থখানি আমি শ্রীকালীপদ তর্কচাৰ্য্য অতি আশ্রয়ের সহিত সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করিয়াছি। বাহ্যতে আশ্রয় অঙ্গকরণে সাধুজনকাম্য

অপূর্ণ আনন্দের স্রষ্টি হইয়াছে। সংকাব্যনিষ্ঠই সুবীণপের আদরের বহু, তারপর যদি ঐ কাব্য কোনও মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া প্রণীত হয়, তবে তাহা পুরষ উণাদেয় বলিয়া মনে করেন। ৬

কে বা নেব বিদন্তি চিত্রচরিত' শ্রীরামকৃষ্ণ' গুরু  
সংসিদ্ধি' কিন দক্ষিণেশ্বরপদ শ্রীভারতান্তর্গতে ।  
আত্মাসিদ্ধিমুদেয়ুপো ভগবতস্তম্ব্যতি চিত্রক্লমা  
সর্বত্রৈব বস্তুস্বরা পরিসরে কৌন্তি: প্রতিষ্ঠা গতা ॥ ৩  
সর্ব' তদ্বরিত' মহত্বকলিত' মনুষ্য যস্মৈ রসৌ  
রামেন্দ্র: কবিশেখর: স্থান্ধিতা যাতৌপ্যমীর্নদ্যম: ।  
কৃতা সংকৃত ভারতাময় মিদ্' কাব্য' সমা মেদিনৌ  
সংজ্ঞ্যে কৃত বদিতাং মুরগদা সর্বত্র লব্ধোদয়া ॥ ৮  
কাব্যৌপনি কথিতা যিতাতিমুগমা ভাষা সুরম্য ক্লমা  
স্বল্পপদা যপি যেন কাব্য বিদ্যমান্ব বোধু' ভবেয়ু: চমা: ।  
সর্ব' বস্তু বিবচিত' স্পৃষ্টমভূদ বস্তুবচ: কৌগলাত  
সংস্কারো বচসাং তথা ন পচিতগ্জন্দ: স্থিতি: স,থবা ॥ ৮  
শ্রীমদ্রেন্দ্র প্রসুখা মহান্ত শ্রীরামকৃষ্ণস্য গুরৌচি শিষ্যা:  
সুবিদ্বত' তদ্বরিত' কাব্যে নিবহমস্মিন্ কথিতাতি যদ্বাত ॥ ১০

Is there anyone in India, who has not heard of Sri Ramakrishna's achievements at Dakshineswar, which have received wide appreciation all over the world. With undaunted energy, even though bent with age, the eminent poet, Ramendra Sunder, has obliged mankind by composing a great poem in Sanskrit by compiling with great care the facts of the holy life of Sri Ramakrishna, for the influence of Sanskrit prevails evenly everywhere. 7 to 8

The language of this poem is lucid and simple. It does not fail to appeal even to people having most ordinary knowledge of this language. By very skilful use of words the author has been successful in expressing fully and clearly what he has to say. Correctness of expression has not been impaired anywhere. Versification is also very nice. This book also depicts the life and character of Sri Narendra (Swami Vivekananda) and other renowned disciples of Sri Ramakrishna.

9 to 10

### বঙ্গানুবাদ :—

যে ঐশ্বর্যময় পদ্যসংলগ্ন গুরু চরিত্র অতি বিস্ময়কর, 'যনি ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকলিগণের পুণ্যস্থানে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আত্মশক্তির সাধনার সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ভগবান ঐশ্বর্যময়কণ্ঠের বিস্ময়করী অপূর্ণকীর্তি সমগ্র বহুধরায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ৭

বৃদ্ধাবস্থায় ও অতি উচ্চমৌ উত্তম কবি ঐশ্বর্যময় পদ্যের বহুসংখ্যায় সেই ঐশ্বর্যময় পদ্যসংলগ্নের মহিমার সমগ্র চরিত্র সংগ্রহ করিয়া এই সংকলিত ভাষা-ময় কাব্যরচনাপূর্ণক সমগ্র পৃথিবীকে হতভম্বতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ সংকলিত ভাষার প্রভাব সর্বত্র সমভাবে বর্তমান। ৮

এই কাব্যে কবি অতি সরল সুস্বাদুভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। বাহ্যতে অতি অল্পই ব্যক্তিগণ ও কাব্যের বিষয়বস্তু অন্যায়সে বৃদ্ধিতে পাবেন। কবির বচন কোণে তিনি বাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ শূন্য ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও বাক্যের বিভক্ততা নষ্ট হয় নাই। ইহার ছন্দঃ সম্ভূত সুশ্রাব্য। ৯

ঐমান নরেন্দ্র (বিরেকানন্দ) প্রেরিত বাহায়া গুরু ঐশ্বর্যময়কণ্ঠের মহান শিষ্য ওহায়েও সুবিস্তৃত চরিত্র এই কাব্যে কবি অতি বহুদর সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ১০



गत्वा विदेशं निपुणो नरेन्द्रः श्रीरामकृष्णस्य महोपिभूत्या ।  
 वेदान्तधर्मं सदसि प्रचार्य चक्रे यथा भारतकोटि मिदाम् ॥ ११  
 तत्सर्वमप्यत्र परं प्रकाशं गीर्वाण वाण्या सरल प्रकारम् ।  
 भाषान्तरेणाविदतां तदेतद् विज्ञाप्य भयं कविरप्य चक्रे ॥ १२

काव्यव्याम्य पवित्रहृत्तगरणव्यानीचना शान्तिदा  
 सृते भक्तिमनाविनां तनुभृतां स'भारतापापहाम् ।  
 कालेद्यत्रकनो तथा मु'महतां हतं परं दुर्लभं  
 यस्याकर्णनमात्रमेव शिवदं तत् संधितेः का कथा ॥ १३  
 तदप्य काव्यम्य कविः प्रशस्यो यस्मिन्मो यून् इव प्रभूतः  
 हृदयं बुद्धो गुरु मान्यभाजो व्याख्यानं कृत्यादि विचक्षणस्य ॥ १४  
 ये स'रुहं बोद्धुमन् न लोका दिग्भाः परस्त्वाङ्गन वाङ्मयेषु ।  
 तेषां विबोधाय कृतोऽनुवादः पाद्यान्व वाचोय परं प्रशस्य ॥ १५

The way in which wise Narendra with the help of the divine power of Sri Ramakrishna added to the glory of India by preaching the Vedanta philosophy in the assembly of the great scholars of the world, has been described in very simple and lucid Sanskrit in this book. Those who are unable to understand the theme through the medium of other languages have been benefited by the poet in the presentation of the subject in Sanskrit. The study of the holy theme of this great poem brings peace, undiverted devotion and relief from the worries of the world. In these troubled days of Kali yuga, the life and character of such a great man are most rare. It is needless to say what good may

be derived by following the foot-steps of that great man; when the very act of hearing his life and character makes us blessed. The author of this book, therefore, commands all praise, because of his youthful energy in his old age, his likeness to Jupiter in wisdom and efficient exposition of the meaning of the Sashtas. The rendering of English version for them who does not know Sanskrit but understand English is also very commendable. 11 to 15

বঙ্গানুবাদ :—

নিম্নে যুক্তি নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) বিবেশে বাইরা ত্রীরামস্বরের মহা বিভূতিবলে সভ্যর বেদান্ত ধর্ম প্রচার পূর্বক বেদান্তে ভারতবর্ষের কীর্তিকে উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত বৃত্তান্তও ইহাতে সংযুক্ত ভাষার অতি সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়া বাঁহারা ভাষাতত্ত্বের সাহায্যে উহা বুঝিতে অক্ষম সেই সকল ব্যক্তিকে সংযুক্ত ভাষার ঐ সকল বস্তু জানাইয়া এই কবি তাঁহাদের অত্যন্ত কল্যাণ লাভন করিয়াছেন। ১১।১২

এই পবিত্র বৃত্তান্তময় কাব্যের শাস্তিপ্রদ আলোচনা জনগণেরচিত্তে সংসার জ্ঞাপনানিনী অনাবিল ভক্তিদান করে। এই সুবস্তু কলিকালে ঐকম মহাভারতের চরিত্র অতি দুর্লভ। যে চরিত্রের প্রবণমাত্রের কল্যাণ দান করে, ঐ চরিত্র আশ্রয় করার আর কথা কি? ১৩

অতএব এই কাব্যের কবি অতি প্রশংসনীয়। যে কবির বৃদ্ধাবস্থায়ও যুবকের স্তায় প্রবৃত্ত উদয়, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য, শাস্ত্রব্যাক্য্যানাদি কাব্যে তিনি অতি বিচক্ষণ। ১৪

এ সকল ব্যক্তি সংযুক্ত বুদ্ধিতে অক্ষম, কিন্তু ইংরেজী ভাষার অভিজ্ঞ, প্রাচ্যের বোধ্যার্থে এতৎসকল পাশ্চাত্য ভাষার অদ্ব্যবহাও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৫

तदस्य काव्यस्य पवित्रं वस्तुनः कापि प्रचारे नहि विघ्नः सम्भवः ।  
 सर्वे ततो विश्वजना निवेदितं वृत्तं विदित्वास्य भजन्तु सम्यदम् ॥ १६  
 नैव पुरा संस्कृत भाषायान्यः श्रीराम कृष्णस्य पवित्रं वृत्तम् ।  
 काव्ये समारोप्यदिदेश कश्चित् कविस्ततोऽसौ नव मार्गदेष्टा ॥ १७  
 तेन प्रणीतस्य गुणैर्दरस्य काव्यरय भूयाद् बहुलः प्रचारः ।  
 कवेः यमो येन फलं प्रायायाद् दिव्यं च भव्यं वृणुयाद् धरित्री ॥ १८  
 अस्य प्रकाशाय कृतोपकारं प्रशस्तिभाग् भारतवर्षं राष्ट्रम् ।  
 राष्ट्रस्य याति गणतन्त्रभावे तस्यैव तादृग् विषयेऽधिकारः ॥ १९

देहं निगमयमयं कविरत्नं विन्दन्  
 दोर्घायुषा परिहृतः स्वजनेः समितः ।  
 नित्यं परेश कृपया सुखितां दधानः  
 कृत्यं तथैव वचयन्नुपयातुं हृदि ॥ २०

इति महामहोपाध्याय श्रीकाशीपद तर्काचार्यस्य ।

Hence, any impediment in the wide publicity of this holy book is not possible anywhere. Men all over the world therefore, may get the invaluable treasure by virtue of their knowledge of holy matters laid down in this book. The author of this epic poem is a pioneer in a sense that he is the first to venture to write a book in Sanskrit verses on the holy life of Sri Ramakrishna. May this holy book receive wide publication so that the perseverance of the poet may be fruitful and the world benefitted with heavenly bliss. The Government of India who have helped publication of this book are worth all praise. When a country becomes Republic, it acquires such rights. May the

poet flourish in composing such poems by the grace of God with his body free from all ailments and a long prosperous life enjoying all comforts with all his friends and relatives. 16 to 20

### বক্তাবাদ : —

অতএব এই পবিত্র বস্তুর কাব্যের প্রচারে কোথাও বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে সমগ্র জনসমাজ এই কাব্যের বর্ণিত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কল্যাণময় সম্পদের অধিকারী হউন। ১৬

ইতিপূর্বে কেহ এইরূপ সংকল্প ভাবায় ত্রিমানন্তরের চরিত্রের কাব্যাক্রম করিয়া প্রচার করেন নাই। অতএব এই কবি উক্ত বিষয়ে নূতন পথিকৃৎ। ১৭

উক্ত কবির রচিত গুণ গম্ভীৰ্ণ এই কাব্যের বহুল প্রচার হউক। বাহ্যতে কবির শ্রম সফল হইবে এবং পৃথিবী দিব্য কল্যাণের অধিকারী হইবে। ১৮

এই কাব্যের প্রকাশার্থ যে ভারত রাষ্ট্র উপকার করিয়াছেন সেই ভারত রাষ্ট্র প্রশংসাই।

রাষ্ট্রগণতন্ত্র হইলে তাহারই ঐ জাতীয় বিষয়ে অধিকার। ১৯

এই কবি স্বজনগণের লিখিত সুখভোগকরতঃ নিরাবর দেহ ও সুসৌখ্য আনুলাভ করিয়া প্রেতিদিন পরমেশ্বরানুগ্রহে ঐরূপ কাব্যের রচনাধিকারসাধন পূর্বক অভ্যাস লাভ করিতে থাকুন। ২০

এইটো মহামহোপাধ্যায় ত্রিপুর কালীন্দ তর্কচাৰ্য্যের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ॥

परम माननीय महामहोपाध्याय योगुक्त कान्दीपद तर्कचार्थ

महोदयस्य सविधे चम्यकारस्य कृतज्ञता प्रकाशः ।

तर्कचार्थ महामहोपाध्यायः पण्डितोमहान् ।

योकान्दीपद नामासौ महाचार्य गिरीमणिः ॥ १

वहवः पण्डितास्तेन स्वपाण्डित्येन निर्मिताः ।

पण्डितेषु च वात्सल्ये साक्षादेव गुरोः समः ॥ २

মমাস্য কাব্যস্য বিলোকনে সুদা

সুদীর্ঘকালঃ চপিতো মহাত্মনা ।

বিশুদয়ে চাস্য মহান্ পরিশ্রমঃ

কৃতোऽনুকম্পাসচিবেন মাং প্রতি । ৩

বৃহৎ কষ্টং মনুজমুপেত্য কাব্যং মন্যেতৎ কৃতমাদরেণ ।

পরং তদোযৈব কৃপাবলং মে পুং প্রচারে সুধিয়ামসুখ ॥ ৪

কাব্যং তদেতৎ কৃতমাত্রমেব কৃপাং তদোয়াং যদি নাগমিষ্যৎ ।

তদা সমীপে বিদুষাং কদাপি প্রচারযোগ্যং ন কিতা ভবিষ্যৎ ॥ ৫

Author's gratefulness to the most respected Mahamahopadhyaya Kalipada Tarkacharya, who is the greatest of Sanskrit scholars of modern times. His own scholarship has helped many to become great scholars. His affection towards scholars are like that of Brihaspati, the preceptor of the gods. He has gladly spent much of his valuable time in going through my book and laboured hard to weed out all errors. I have taken great pains to compose this poem at this good old age, But it is solely due to his untiring benevolent assistance that my book has got appreciation from scholars. 1 to 6.

**বঙ্গানুবাদ :—**

পরম মাননীয় বিখ্যাত বর্ধমানপ্রাচ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কালীপদ তর্কচাৰ্য্য মহাপণ্ডিতের নিকটে শ্রীশ্রীব্রহ্মকৃতগবত এই লেখক বাসেন্দ্রচন্দ্র ভক্তিতীর্থের বৃত্তভক্তা পরিচয় । মহাচাৰ্য্যনিরোয়পি মহামহোপাধ্যায় তর্কচাৰ্য্য কালীপদ নামধারী হৈনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত । ১

হৈনি পাণ্ডিত্য বলে বহুতর পণ্ডিতের সৃষ্টি করিয়াছেন । হৈঁহার পণ্ডিত বাৎসল্য সাক্ষাৎ দেবভক্ত বৃহৎপতির সঙ্গ ।

এই মহাত্মা আবার ঐশ্বর্য পদবির্দান অত্র তাঁহার অনুগত সুদীর্ঘ সময়

আনন্দের সহিত নষ্টে করিয়াছেন। এবং কৃপাবিস্তার পূর্বক গ্রন্থটির বিস্তৃতি বিষয়ে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। ৩

আমি (১৮) অতি বৃদ্ধ বয়সে বহুতর কষ্টে এই গ্রন্থটি তাঁহাদের আদেশ বা কৃপায় আনন্দের সহিত রচনা করিয়াছি। : কিন্তু পণ্ডিত বর্ণের সমীপে প্রচারের জন্য এই তর্কীচর্য্যই আমার একমাত্র সঞ্চল হইয়াছেন। ৪

কাহাটি আমি লিখিয়াছি যাক্ কিন্তু তর্কীচর্য্যের কৃপা যদি না হইত তবে পণ্ডিতবর্ণের সমীপে প্রচারের যোগ্য কখনই হইতে পারিত না ইহা অব নিশ্চিত। ৫

সম্পূর্ণ্যং সন্তোঃস্মি ভয়াদিদানোমাচার্য্য বন্দ্যোরনুকম্পয়াহম্ ।

জ্ঞতঃস্মিতা তেন নিবেদয়ামি মস্তোপকারিণ বিনম্রচেতাঃ ॥ ৬

জানন্তি যে পণ্ডিতবর্য্যমেন' ন এব তস্মাসি গুণৈর্দিসুবধাঃ ।

জ্ঞানিন শীলেন চ ত' বরেষু' ব্রহ্মোঃমিনন্দামি শুভাগ্রিধাতঃ ॥ ৭

মৈতাঃশ' ভাগতবর্ষ' ভূমাষাচার্য্য মন্য' পরিলোজয়ামি ।

যৌ দেব বাণ্য' নিপুণঃ প্রযক্তা তর্কাদিশাস্ত্রেষ্বপি লব্ধকৌত্তিঃ ॥ ৮

অতোঃস্মমাষে বয়সা পবীনস্টোনাধিকারিণ সুদা বদামি ।

বির' স জীব্যাৎ স্বজনৈঃ সমিতঃ সখী' চ ভূয়াৎ যশসা সমৃদ্ধঃ ॥ ৯

নিরাময়' তস্য শরীরমাঙ্গা বিদ্যা তদীয়াস্তু পরীপকৃত্যে ।

তস্ম কৌত্তিমান্নাধবলাধিরায় গৌড়োদিদামন্তুত প্রটিষ্ঠা ॥ ১০

Now, by the unbounded kindness of Tarkacharya, I venture to give wide publicity to my book. I, therefore, give expression to my thankful gratitude with all the sincerity of my heart to him. Those who know him are charmed with his goodly and godly qualities. But I who am a good o'd man, adore him with all my blessings. In the whole of India I have not come across

any scholar who could be equal to him in profound erudition and efficiency in speaking Sanskrit. Older as I am in age, I wish him a long happy and prosperous life. Be his body free from all ailments and let his knowledge and learning flourish for the welfare of mankind. And let his achievements remain ever unimpaired in the assembly of scholars. 6 to 10.

**বঙ্গানুবাদ :—**

সম্রাট আমি তর্কচাৰ্য্য বহুরূপ নিৰ্ভীক চিত্তে প্রচার কার্যে ব্রতী হইয়াছি। অতএব এই মহান উপকারের জন্য আমি তর্কচাৰ্য্যের নিকটে নতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ৬

অতীত পণ্ডিতসকল ইংরাজ এইরূপ সদৃশে হুঙ্কার হইয়া তর্কচাৰ্য্য মহাশয়কে পণ্ডিত বলিয়াই জানিতোছেন। কিন্তু এই অতি হৃদয় আমি আমার জ্ঞানতঃ ও স্বচক্ষুতঃ এই ভগবৎপ্রদ মহাপুৰুষকে আত্মহিত আশীর্বাদেব সহিত অভিনন্দিত করিতেছি। ৭

আমি ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশের ধর্মশাস্ত্রবিদগণ পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্য পরিদর্শন করিয়াছি কিন্তু তর্কচাৰ্য্যের প্রবোচক সদৃশ পণ্ডিত তর্কচাৰ্য্যের মত কোথাও দেখি নাই। ৮

**Pandit Ramchhabila Shastri**  
Sankhya-Vyakaran Tirth,  
Lecturer, Calcutta University.

6, Mandir Street,  
Calcutta-7  
Date 10-7-61

पण्डित श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ ( हातीबागान निवासी ) को मैं बहुतदिनों से जानता हूँ। इनका पाण्डित्य सराइनोय है। इन्होंने श्रीश्रीरामकृष्णभागत नाम का ग्रन्थ रचना किया है। इस ग्रन्थकी पेज संख्या ( ५०० ) पासो है। ग्रन्थ अत्यन्त सुमनोहर है। मेरा अनुरोध है कि अधिकारीवर्ग इस ग्रन्थ को प्रकाशि कर राष्ट्र को एक अमूल्य रत्न भेह करेंगे। भक्तितीर्थ गरीब है। अतः इस आपने में समर्थ नहीं है। यह संस्कृत ग्रन्थ प्रकाशित कर मेरो आशा पूर्ण करेंगी।

आपका—

श्रीरामकृष्ण शास्त्री





MINISTER OF STATE  
In Charge  
Department of Health  
Government of West Bengal  
The 7th July, 1961

Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha of 56/4, Grey Street, Calcutta has been running Hatibagan Chatuspathi with Government aid for a very long time,

His reputation as a Sanskrit Scholar has reached far and wide in this country.

I have known him intimately for the last four years and very much impressed with his erudition and scholarship.

He has composed 5000 (Five thousand) slokas in Sanskrit on Shri Shri Rama Krishna Bhagbat. This composition is really a master piece of its kind,

Scholars like Pandit Ramendra Sundar preeminently deserves recognition and if his work on Rama Krishna Bhagbat can see the light of the day through Private or public charities, I am sure, it will be a great boon to the literary world.

( A. B. Ray )

June, 5, 1957.



Sri Ramakrishna Bhagavatam, a poetical composition on the life of the saint of Dakshineswar, from the pen of the octogenarian Sanskrit scholar Pandit Ramendra Sundar Bhaktiratha justifies in an abundant measure the appreciation and admiration of the academic world. The writer has not spared himself in unfolding the spiritual career of Paramahansa in a style which is lucid and intelligible. The various aspects of the divine life has been delineated with much ease. The cultural upliftment of Bengal during the last half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth cannot be properly understood without a consummate study of the career of this illustrious personality, and as such Sanskrit scholars all over India and outside will ever remain grateful to Pandit Bhaktiratha for affording them an opportunity for studying a most outstanding event of modern times.

Sd/- G. Sastri,  
Principal,  
Sanskrit College, Calcutta.



কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ও কালী বিদ্য-  
বিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার পণ্ডিত চূড়ামণি  
ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য।

অষ্টতিবর্ষের অধিক বৃদ্ধ সংস্কৃতে মহাপণ্ডিত পণ্ডিত ব্রাহ্মেন্দ্র শুল্কর ভক্তি-  
ভীর্ষের লেখনী নিঃসৃত সংস্কৃত কাব্যে রচিত শ্রীশ্রীরামদেব ভাগবত নামক গ্রন্থ  
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের জীবনী শিক্ষাজগতে বর্ধাই অহুতির ও প্রশংসার  
প্রবৃত্তি পরিচয় দিরাছেন। পরবর্ত্তমানকালের আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণরূপে

প্রকাশ করিতে লেখক তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পরিচয় দিতে নিজেকে কার্পণ্য করেন নাই। এই দেব চরিত্র নানা দিক দিয়া অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষার্ধ্বে ও বিংশ শতাব্দির প্রথমে বঙ্গদেশের স্বাধীন উন্নতি কিরূপ ছিল তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে এই উজ্জল ব্যক্তিত্বের চরিত্র বধ্যার্থরূপে অনুশীলন ব্যতীত হয় না। স্মৃত্যুঃ স্মরণ্যঃ ভরত ও বহির্ভারতের সকল সংস্কৃত পণ্ডিত আধুনিক জগতের এই অভ্যস্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনাবলির পাঠের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ভক্তিকীর্ত্তীর নিকট ঠিক কাল কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইতি—

ডাঃ গোবীন্দাধ শাস্ত্রী, প্রিন্সিপাল  
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।



RAMAKRISHNA MATH  
P.O. Belur Math, Dt Howrah  
8-6-1967.

Sri Ramendra Sunder Bhaktituriha has written a life of Sri Ramakrishna in Sanskrit verses which is very melodious and can be easily understood by all who have a little knowledge of this language. His attempt is a success both as a biography of a great spiritual personality and also as a means for the spread of Sanskrit language and culture. I pray that the book, Vol. I of which is ready for circulation in its entirety sees the light of day before long.

Sd/- Swami Vireswarananda  
President,

Dated the 13th August, 1968



D.-O. No.

Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, a work based on the life and achievements of Sri Sri Ramakrishna Deva is a valuable composition in Sanskrit. Pandit Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha, the author of this book is an eminent scholar in Sanskrit. He has worked hard to represent the details in a very lucid style. English and Bengali reading of the Sanskrit verses will be helpful to readers who are not proficient in Sanskrit. This book will be much appreciated by those who want to be acquainted with the spiritual life and teachings of Sri Sri Ramakrishna Dev. Sanskrit scholars will ever remain grateful to Pandit Bhaktitirtha for his enterprise.

N. L. Sen Gupta

Secretary,

Vangiya Sanskrita Siksha Parishat.

125, Rashbehari Avenue

Calcutta-29

September 24, 1968



From

Hon'ble Mr. Justice

Alak Ch. Gupta,

I have read portions of the book "Shri Shri Ramakrishna Bhagbat" which describes in melodious Sanskrit verses the events in the life of the saint and his teachings including episodes of his association with other

famous figures. One does not have to be a devotee of Shri Ramakrishna to appreciate the moving faith expressed through the verses. The volume which contains both Bengali and English Readings of the original Sanskrit text is valuable and in many respects a unique contribution. Without adequate financial assistance, however, it would not have been possible for the author to arrange for the printing and publication of the book but I am glad to learn that the Government of India has promised all help in this regard. This will enable the book to reach a wider reading public which is the only reward the author who now at the age of 91 still retains the energy and enthusiasm of a young man expects for his labour.

Sd/- Alak C. Gupta.

### ঐশ্বর্য্যমঃ পরমং

পদ্ম ভাগবত মাননীয় পণ্ডিতবর্ষ ঐশ্বর্য্যমেজ্জ্বলম্বর ভক্তিভীর্ষ বিরচিতং ঐশ্বর্য্যমঃ ভাগবতং নাম ঐশ্বর্য্যমঃ চরিতমঃ শতঃ সম্যক্ পরমানন্দ সন্দোহ-  
 ভাগতোহপি গ্রন্থোৎসবম্ভব হৃতঃ সরলতয়া মধুরতয়া স্বাভাবিক গতিবিশিষ্টতয়া  
 চ নিষ্ট জনসুখ পাঠ্যঃ সমলনি। অস্ত গ্রন্থ্য প্রকাশনেন ন কেবলং গ্রন্থতঃ  
 শ্রমসার্থক্যমপিহু ঐশ্বর্য্যমঃ সম্প্রদায়স্য বহানভ্যুদয়ো ভবিষ্য জনসুখচর্মিব  
 সম্ভাব্যতে। সৎ অপি বঙ্গভাষা বিবক্তেবু বহু গ্রন্থেবু ঐশ্বর্য্যমঃ কথা মধলিতেষু  
 দেবভাষায়া গৌরব বিশেষেণ সর্ব্ভারতীয় বিবজ্জন বোধসৌকর্য্যেণ ঐশ্বর্য্যমঃ  
 ভাগবত গ্রন্থ্য বহানু সমাদরঃ সর্ব্ভাশাস্যতে। পণ্ডিত বর্ষ্য্যনাং গ্রন্থোৎসবঃ  
 চিরকীর্ত্তিবর তথা ভারত গৌরব ভারবহো ভবেদিত্যত্র নান্তি সন্দেহ শেশো মে।

ভট্টপন্নী বাস্তব্য ঐশ্বর্য্যমঃ ন্যায়ভীর্ষ দেবশর্পণঃ।

সম্মতিরেখা। ৪১৬৫২

Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha, Pradhan Adhyapak, Hatibagan Chatuspathi, has been a pioneer in the academic world by his venture to write a book on the life and teachings of Sri Ramakrishna in lucid Sanskrit verses in the face of so many illustrious books on the subject in other languages. This book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been composed in a manner similar to our holy book Srimath-Bhagabatam by Vyas Dev. The author is now above ninety years of age. He started to compose this book at the age of eighty years. That he has been able to complete this book is solely due to the grace of Thakur. The language of this book is very simple and the verses are admirably lucid and intelligible. I strongly hope that this Sanskrit book with translations in Bengali and English will receive wide publicity.

24-A, Hemendra Sen  
Street, Calcutta-6  
Date—7-12-53

Sd/-  
Chapala Kanta Bhattacharyya  
M. P.

**কেন্দ্রীয় রাজ্যসভার সদন্ত মহামানবীয় ত্রীচণলাকান্ত ভট্টাচার্য্য  
মহাশয়ের অভিমত ।**

ভগবান ত্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও জীলা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । কিন্তু এপর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় ইহা রচিত হয় নাই । হাতীবাগান : চতুঃপাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত ত্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সে কার্য্যে অগ্রণী হইয়াছেন । সুশ্লীলিত সংস্কৃত ভাষা ও ছন্দে ত্রীরামকৃষ্ণ জীলা কীর্তন করিয়া তিনি “ত্রীত্রীরামকৃষ্ণভাগবতম্” নামে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশ করিয়াছেন । ব্যাসদেবের রচিত ত্রীমদ্-ভাগবতে ত্রীকৃষ্ণ জীলার কীর্তন সুপ্রতিষ্ঠিত । সেইরূপ ত্রীরামকৃষ্ণ জীলার কীর্তন ও ত্রীরামকৃষ্ণভাগবতে বর্ণিত হইবে ইহা সকল দিক দিয়া উপযুক্ত হইয়াছে ।

পণ্ডিত মহাশয়ের বয়স এখন নব্বুই অতিক্রান্ত হইয়াছে । অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পর তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তিনি যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ত্রীশ্রীঠাকুরের অনুগ্রহের ফল বলিতেই হইবে । গ্রন্থের ভাষা এমন সরল এবং রচনার ভঙ্গি এমন চিত্তাকর্ষক যে বাহারা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ মহেন তাঁহাদেরও পাঠ এবং অর্থ গ্রহণ করিতে কোনও অসুবিধা হইবে না । গ্রন্থটি সংস্কৃতে রচিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারের সহায়ক হইবে ।

২৪এ, হোমেন্স সেন ষ্ট্রীট,  
কলিকাতা-৬  
৭-১২-৬৮

ত্রীচণলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

বেলুড় রামকৃষ্ণমঠের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের  
অভিমত

ভগবান ত্রীত্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে এইরূপ অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য পণ্ডিত ত্রীশ্রীমতী রামেন্দ্রসুন্দর ভট্টাচার্য্য মহোদয়কে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি । ২৫।১।৬৮

শ্রীশিবকৃষ্ণ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার শাস্ত্রী, বগড়ী কৃষ্ণনগরের  
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানকীনাথ স্মৃতিরত্ন, গভর্ণমেন্ট টোল পরিদর্শক  
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বলিনীকান্ত তর্কতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত  
তর্কবেদতীর্থ, সংস্কৃতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক পণ্ডিত রত্নদত্ত  
পাঠক, শ্রীঅজিতকুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখার্জী, এম, পি,  
পণ্ডিত ত্রাণক কুমার মিত্র পঞ্চতীর্থ, হাণীসাহী প্রেসচতুষ্পাঠী, শ্রীভবেন্দ্র  
নাথ ভট্টাচার্য্য, উকিল জিতেন্দ্র নাথ চাটার্জি ঠাকুরের পরম ভক্ত  
শ্রীনরেন্দ্র নাথ পাল, গভর্ণমেন্ট রেজিষ্ট্রীকৃত হাতীবাগান চতুষ্পাঠীর  
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কানকীনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ এম, এ।

'I owe my gratitude to the following person-  
alities for their kind and valuable assistance :—

World renowned Mahamahopadhyaya Kali-  
pada Tarkacharya, Dr. Suniti Kumar Chatto-  
padhyaya, Dr. Gourinath Shastri, Mahamaho-  
padhyaya, Jogendranath Tarka-Vedantatirtha,  
Swami Bireswarananda Maharaj, Principal, Belur  
Ramakrishna Math, Chief Minister Dr. Bidhan  
Chandra Roy, Dr. Anathbandhu Roy, Minister  
for Health, Sri Susil Ch. Datta, Advocate. Sri  
Bhupendranath Roy, Sri Snehash Sur, Councillor,  
Professor Rama Sur, Dr. Jalindra Bimal Chou-  
dhuri, Dr. Rama Choudhuri, Principal Kalicharan  
Shastri, Sri Nani Gopal Sen Gupta, Secretary



Calcutta Govt. Sanskrit Shiksha Parisad, Pandit Siva Nandan Panday, Pt. Rudra Dutta Pathak, Pt. Ramesh Saptatirtha. Pt. Sriji Nyayatirtha, M.A. Mahacharya Nrityagopal Panchatirtha, Mahacharya Charukrishna Darsanacharya, Sm. Suvadra Devi, daughter of late Kailashnath Katju. Dr. Bhavanicharan Bhattacharya, Sri Govin Chanda Mullick, Pt. Abodh Behari Tripathi, Sri Naresh Chandra Banik, Head Assistant Administration Branch, Directorate of Health Services, Writers Buildings, Sri Paresh Nath Roy, Anchal Pradhan Govt. of West Bengal, and Pradhan Sevajit, Sri Sri Krishnaroy Jiu Estate, Bagri Krishnanagar, Garbeta, Pt. Amulyacharan Tarkatirtha, Adhyapak Aligunj Chatuspathi, Medinipur, Pt. Rajendranath Tarkatirtha, Adhyapak, Govt. Sanskrit College, Navadwip, Pt. Achintapada Shastri, Pt. Sitaram Kavyatirtha, Pt. Anathbandhu Smrititirtha, Pt. Banikantha Kavyatirtha, Adhyapak Sudarsan chatuspathi, Bishnupur, Bankura, Pt. Siva Krishna Kavyatirtha, Pt. Amiya Kumar Shastri, Pt. Janakinath Smritiratna, Adhyapak, Bagri Krishnanagar, Pt. Nalinikanta Tarkatirtha, Inspector of Tols, Govt. of West Bengal, Pt.

Lakshmikanta Tarka Vedatirtha, Sri Ajit Kumar Biswas, Sri Gangadhar Mukherjee, S.P. Pandit Trambak Kumar Panchatirtha, Adhyapak, Rantsahi, Chatuspathi, Sri Bhabendranath Bhattacharya, Sri Jitendranath Chatterjee, Pleader, Sri Narendranath Pal a great devotee of Thakur.

---

## PREFACE

The Absolute Being manifested Himself in human form as Sri Ramakrishna, to solve the problem of reconciliation of divergent religions of the world, to reform the prevailing mode of Vedic religion, and to save the non-believers and so-called religious leaders who were self-centred and addicted to luxury and lust. He blessed the Goddess Earth, the consort of Lord Vishnu, in remodelling the structure of the Vedic religion to achieve the end of realising God through the stages of penance traditionally followed by his predecessors by showing His Divine self to others. It is at the behest of Sri Ramakrishna Himself that this holy book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, has been written. 1,

This book not only depicts the life and character of Sri Ramakrishna, Sarada Devi, Narendranath (Swami Vivekananda) and Rani Rasmani, but also is conducive to divine joy as it has been enriched with the divine grace of Thakur which leads to intuitive devotion and relief from all worldly sufferings. It is why this book has become worth reading for people all over the world and specially for the educated men and women.

2.

Ascetics known as Giri, Puri, Bharati, Swami, Acharya and others attained salvation through penance performed in their own respective ways. But the ways of Thakur in regard to his study, training, penance, france and achievement were quite different from others. He never thought of any benefit for himself. He liked that everybody should be prosperous, free from all ailments, fortunate and happy. He liked nothing for himself. He not only did forego the divine merits, acquired by him through his life-long penance, for the well-fare of the suffering humanity, but also dedicated his corporal body as well for completion of the mission of his life. 3.

The worldly-minded people, with the development of their sense of earthly pleasure and comfort, become victims of Mammon and Cupid and madly strive for sexual pleasure and riches, till death. Sri Ramakrishna discarded them as abominable and untouchable things. He has opened up a new avenue for realisation of Divinity by lucid exposition of axiomatic truth and inferences of the Vedas and Purans in easy and simple mother tongue. 4.

Thakur advised an intellectual turn of our mind. He meant that in all our services and dealings with our friends and relatives we should always bear in mind that our relationship with them is most transient even when we behave as their nearest and dearest.

This is also enjoined in the Vedas, the Purans, and is the essence of all religions. Mind is the root cause of bondage and salvation. So long mind is bent on earthly enjoyment, we feel ourselves tied. When earthly things cease to prevail on our mind, we become free from all bondages and realize Divinity. So a wise man should restrain his mind, 5.

The instructions of Thakur were the same as were imparted by Lord Krishna to Uddhav. "Those who avoid company with women and even men attached to women and renounce the world with a view to attain salvation, are regarded as the best of men and worshipped as a god." 6.

In the Brihadaranyak Upanishad, the great saint Yagnabalka said to Garqi that a holy man should avoid riches which were the root cause of all evils, and that the grace of God could not be purchased by money. It is why Thakur restrained his mind and discarded women and money. 7

The immortal sayings of Thakur will be the source of divine joy for all times. The significance of his utterings cannot be fully understood in spite of efforts for hundreds of years. It is understood only by him who dedicates himself to Thakur. 8

births. Yet, I think, it is due to my father having been very close friend of Thakur in his boyhood that Thakur became so kind to give his blessings and also his behest to write this book. At the age of eight years I had been to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar with my father, who bowed down to Thakur with great devotion and also placed my head at his feet. Thakur touched my head with his hand and said, "May you live long and be a good scholar." On hearing this I remained senseless for some time, but the words of Thakur rang in my ears many times thereafter. 9.

It was four years after I had seen Thakur that he passed away from this mortal world. Thereafter at intervals of one or two years he used to pay visit to me at night in my sleep and say, "My boy, I hope all is well with you. I now retire." Such visits in my dream would cause a very awful sensation in me and make me groan in fear. Thus, when I became fifty years old, I established myself as one of the renowned scholars and speakers of the times. Some ten to fifteen students having free food and lodging in my Chatuspathi were being taught various subjects by me. After examinations the students had gone home, I was the only one left to guard my library at night. Once just after mid-night when I was fast asleep. Thakur appeared before me in my sleep and said, "My

boy, it is all well with you, I think. Listen to what I say. You write a book about myself in Sanskrit. I shall guide you. Don't lose your nerve. You are a good scholar," He repeated this thrice so that I could remember it ever after. Then he disappeared. 10.

On waking from my sleep I lost no time to light a lantern and note down what I was told. After thinking over the matter for some time I realised that it was the command of Thakur to write in Sanskrit a book on his life and teachings. Could it be possible for me who had seen him once only, and had no occasion to know anything about him all those years during which I was busy in study, teaching and maintaining my family? The answer was that it quite possible as I was a scholar. Poets like Kalidas could depict the character of hills, mountains, the sky, the wind and birds and beasts.

of the chiefs of Ramakrishna Institution, and completed my book which was highly appreciated by great scholars and educationists of our times. The book has been printed and published mainly with the financial assistance of the Govt. of India. 11.

Some of the topics which I have collected and written, such as famous tours of Swami Vivekananda in western countries, his speeches at Chicago, the life of Balaram Basu, Kalpataru, the considered views of Girish Chandra Ghosh, etc. have not been incorporated in this book. It is due to my extreme old age, about 93 years at present, that I have not ventured to complete the book in all respects and went ahead to finish the book hurriedly for its printing and publication during my life time. 12.

I leave it to my only son, Sri Kashi Nath Shastri Vedantatirtha, M.A., who is entitled to perform my last rites after my death, to complete the book by an appendix containing the omitted subjects. On the other hand, if I live for some more years, I can do what has not been possible so far. 13.

#### **The author and his ancestors.**

We are Western Vedic Bramhins, descended of Goutam, who hailed from Kanya-Kubja. I have little house in the village of Khunbera in the neighbourhood of Bagri Krishnanagar at Garbeta in the district of



Medinipur. There is the famous temple of Sri Sri Krishna Roy Jiu, at Bagri Krishnanagar. A chronological account of our family is recorded in the Royal Asiatic Society at Calcutta because my learned ancestors had written many religious books. Among them, Mahamahopadhyaya Govindananda, the son of world-renowned Ganapati Bhatta, had written twenty-eight books on Smriti, explanatory notes on Astrological works and Vedanta philosophy and thereby established his reputation as one of the great scholars of the world. 14.

My great grand father, Ramchandra Siromoni, was one of the outstanding Logicians of the times. My grand father Nilmoni Vidyaratna was well-versed in all branches of shastras. My father Jadunath Sarbabhauma was a great scholar in Smriti. Some other members of our family viz. Haradhan Tarkabagish, Ramamrita Smrititirtha, Jogendranath Smrititirtha, Achintapada Shastri, etc. were the court pandits of the kings of Ramagarh, Simlapal and Manglapata etc. 15.

I, Ramendra Sunder Bhaktitirtha, son of Sri Jadunath Sarbabhauma, stood first in the degree Examinations of Vaishnab Philosophy and was awarded the title of Bhaktitirtha with Gold medal. I have been running the Govt. aided Hatibagan Chatuspathi and teaching various subjects for about seventy years, as Pradhan Adhyapak of the Chatuspathi. 16.

It is a great satisfaction to me that I have been able to write this book, Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam, in Sanskrit with translation in Bengali and English to improve the study and culture of Sanskrit language and literature, and to add to the glorious tradition of Bengal in this regard. I cannot express the unbounded joy that I shall have if this book brings joy and satisfaction to a reader. 17.

বঙ্গানুবাদ :—

### পাঠকবর্গের প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন

পৃথিবীর ধর্মবিবোধ সমস্তা সমাধানার্থে ঐত্বাক্ত সনাতন ধর্মের সংস্কারার্থে ভগবদ্বিষ্ম কামকিন্তর ধর্মফলজী ভোগবিলাসী যথেষ্টাচারী নাস্তিক জনগণের উদ্ধারার্থে নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপে যে ঠাকুরের পূর্ণতম আবির্ভাব। যিনি স্বকীয় পূর্বজগণের সনাতন পন্থায় অমুত্তিত তপস্তার ক্রমবর্দ্ধমান ধর্মভাবের পরাকর্ষী বা শেষপর্যাপ্তি ভগবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অজ্ঞকেও ভগবদর্শন করাইয়া বেদোক্ত ধর্মের নব কলেবর নির্মাণে বিষ্ণু পত্নী ধরিত্রী দেবীকে অর্থাৎ পৃথিবীকে ধন্য করিয়াছেন। এতাদৃশ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত নামক গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে। ১

এই গ্রন্থটিতে ঠাকুরের অগম্যতা সারদা দেবীর নরবস্তার নরেন্দ্র নাথের অর্থাৎ স্বামিজী বিবেকানন্দের বাণী রাসমণি প্রভৃতির শিক্ষণীয় মহনীয় আদর্শচরিত্র এবং ঠাকুরের অহৈতুকী অনাবিলা সংসার তাপনানিনী ভক্তিপ্রদায়িনী অজ্ঞানান্ধকারমোচনী অলৌকিকী কৃপা-সম্বলিত বশতঃ পৃথিবীর জনসাধারণের বিশেষতঃ শিক্ষিত নরনারী

সমূহের পঠনীয় সমাদরনীয় উপদেশাদি বৈশিষ্ট্যে ত্রজ্ঞানন্দগ্রন্থ  
হইতেছে। ২

গিরী পুরী ভারতী আচার্য্য প্রভৃতি সন্ন্যাসী সাধকসকল নিজ  
নিজ সাধনে সিক্ত হইয়া সংসার মুক্ত হইয়াছেন ইহা ঐক্য সত্য, কিন্তু  
আমাদের যুগাবতার ঠাকুরের শিক্ষা দীক্ষা সাধন সমাধি অশ্লীল  
অর্থাৎ স্বার্থানুসন্ধান শুল্ক বা এইরূপ—সর্ববিধাৎ মঙ্গলং তুয়াৎ সর্ববিশেষ  
নিবাহনঃ। সর্বৈ ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কচ্চিদদুঃখভাগ্ ভবেৎ ॥

পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের অর্থাৎ স্বাবর জন্ম যত কিছু জীব  
আছে তাহাদের সকলের মঙ্গল বা শুভ হোক। সকলে বোগশূন্য  
হোক। সকলে শুভ দর্শন করুক। কেহ যেন দুঃখ ভোগ না করে।  
আমার নিতের জন্ত কিছুই আবশ্যক নাই। কেবলমাত্র যে তপস্তার  
ফলই জীব জগৎকে অর্পণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা  
নয়। নিতের দেহটি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া প্রবট লীলার পরিসমাপ্তি  
করিয়াছেন। ৩

জাগতিক জনগণ জ্ঞানোদয়েব সঙ্গে সঙ্গে আমরণান্ত যে দুইটি  
বস্তু পাইবার জন্ত আশ্রয় চেষ্টা করেন। ঠাকুর সেই দুইটি বস্তু  
কামিনী আর কাকনকে অভোগ্যা ও অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করিয়া বেদ  
পুরাণাদি সমস্ত বাক্যসকল অতি সরল ভাবে মাতৃভাষায় সমলঙ্কৃত  
করিয়া সাধারণ কথায় অনায়াসে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের নূতন পথ  
প্রদর্শন করাইয়াছেন। ৪

ঠাকুরের যেসকল বাণীর অনুশীলন মাত্র সাধকগণের অতি কঠোরতর  
আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ ছাই ভস্ম মাখা বৃকতলে  
বাস, ঝটাছুটে ধারণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম  
প্রত্যাহার, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বা সর্বত্যাগ কিছুই আবশ্যক হয় না।

ঠাকুরের আদেশ বা উপদেশ মোড় ফিরাণ অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন  
 স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত  
 আপনার লোক কিস্তি মনে জানবে যে এরা তোমার কেও নয়। এই  
 কথাটি বেদ পুরাণ সম্রত কথা বা যত বৃকম ধর্মের মত আছে সকলেরই  
 সার কথা। যদি শাস্ত্র দেখা যায় তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়।  
 মন এষ মনুষ্যাণাং কারণং বদ্ধ মোক্ষয়োঃ। এক্ষায় বিঘ্না সন্তাং  
 মুক্ত্যৈ নির্বিঘ্নম্ মনঃ ॥ নাস্ত্যঃ জনো মে সুখ দুখঃ হেতুঃ। মনঃ পরং  
 কারণ মা মনস্তি। তস্মাৎ সর্বাক্সনা তাত নিগৃহান মনো বিয়া।  
 ভাগবতে ১১ স্কঃ ২৩ অঃ। অর্থাৎ মনই বন্ধন বা মুক্তির কারণ  
 বিষয়ে মন নিলে বন্ধন হয় মনকে বিষয় শূন্য করাতে পারিলেই মুক্তির  
 বা ভগবৎ প্রাপ্তির কারণ হয়। অতএব মনকে সংযত করাই বুদ্ধিমান  
 ব্যক্তির কর্তব্য। ৫

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবকে যাহা বলিয়াছেন ঠাকুরেরও মত তাহাই।  
 স্ত্রীনাং স্ত্রী সঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্য দূরত আত্মবান্। যদি কৃষ্ণা হরিং  
 সেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ ॥ অর্থাৎ সাধকগণ বা মোক্ষকামী  
 সম্যাসীসকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গকারী ব্যক্তির সঙ্গ  
 দূর হতে পরিত্যাগপূর্বক ভগবানকে বা ব্রহ্মবস্তুরূপে রূপে ধারণ পূর্বক  
 গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যদি সম্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন তবে তিনি  
 নরোত্তম বা দেবতার মত সকলের পূজ্য হন। ৬

এবং বৃহৎসংখ্যক উপনিষদে যোগীশ্বর রাজ্যবল্লভ সংবাদে গান্ধীকে  
 বলিয়াছেন—অমৃতমশ্বত নাশাস্তি বিস্তেব ॥ অর্থাৎ অর্থের দ্বারা ভগবানকে  
 পাইবার আশা পর্যাস্ত নাই। তস্মাদনর্থমর্থীভ্যাং শ্রেয়োহর্থা দূরত  
 স্ত্যজেৎ ॥ ভঃ ১১। অর্থাৎ অর্থকণ ॥ অনর্থ তাহাকে মুক্তিকামী  
 ব্যক্তি দূর হতে ত্যাগ করিবে। তাই আমাদের বেশ পুরাণের প্রতীক  
 ঠাকুর মনকে সংযত ও কামিনীকামন ত্যাগ করিয়াছেন। ৭

ঠাকুরের অমৃতময় বাণী যথার্থই অমৃত দান করেন। এক একটি কথাই ভাবার্থ যে কি তাহা বহু জন্ম চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু যমেরই বশুতে তেন লভ্যঃ। যশ্চ তৎ শরণং গতঃ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়া একান্ত মনে শরণাপন্ন হন তিনিই তাঁহার ভাষা বুঝিতে পারেন। ৮

যদিও আমি বহুতর জন্ম জন্মান্তরের বহুতর পুণ্য বশ্যের ফলে একদিন একবার মাত্র ঠাকুরকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করিয়াছি তাহাতেই আমি যে কি হইয়াছি তাহা অবক্তব্য বা মুখে বলা যায় না। তথাপি আমার মনে হয় আমার জন্মদাতা পিতা ঠাকুরের বাল্যলীলার সহচর বা বন্ধু ছিলেন তজ্জন্তই আমার প্রতি এত দয়া এত অনুগ্রহ এত আগ্রহ এবং গ্রন্থরচনার আদেশ। আমি অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত যেদিন রাণী বাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের সান্নিধ্যে পঞ্চবটীর তলায় বাইরাছিলাম তখন আমার পিতা সমস্ত্রম কাতরভাবে সাক্ষাৎ ভগবৎ বুদ্ধিতে ঠাকুরের পদপ্রান্তে সাক্ষাৎ প্রণামপূর্বক পুনঃ পুনর্বার পদধূলি মন্তকে ধারণ করিয়া আমার মন্তকেও পদধূলি দিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া ঠাকুরের পদ্যুগলের মধ্যে মন্তকটি নত করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমিও একপ্রকার সাক্ষাৎভাবে ঠাকুরের পদতলে পড়িয়া থাকিলে ঠাকুরও আমার মন্তকে করপন্ন অর্পণ করিয়া বলিলেন “তুই দীর্ঘ জীবী ও পণ্ডিত হবি।” এই কথা শুনিয়া আমি কিছুকণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তথাপি ঐ আশীর্বাদ বাক্যটি খেন আমার কর্ণে বহবার প্রতিধ্বনি হইতেছিল। ৯

ঠাকুর দর্শনের প্রায় ৪৫২সং পরে ঠাকুর লীলা অপ্রকট করিলেও প্রায় ২১ বৎসর পরে পরে রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় পূর্বোক্ত মন্তকে দর্শন দিয়া বলিতেন “ওহে ছেলে ভাগ আছিল ত আমি চন্দ্রসাম”। সেই রূপ স্বপ্নে দর্শন করিয়া নিহরিয়া উঠিতাম এবং আঁ দাঁ শয়

করিতাম এইরূপ ভাবে যখন আমার ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়স তখন আমি একজন ধুবন্ধর পণ্ডিত ও বক্তা হইয়াছি। আমার চতুপ্ঠীতে ১০।১৫টি ছাত্র আবাসিক ভাবে থাকিয়া নানাবিধে অধ্যয়ন করিতেছে। পরীক্ষার পর ছাত্রসকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে আমি একা গ্রন্থাদি রক্ষার্থ চতুপ্ঠীতে রাত্রে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন। প্রায় রাত্রি ২ টার সময় ঠাকুর পূর্বর মত আসিয়া বলিলেন ভাল আহিস ত আজ ভাল করে শোন এই বলিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন শ্লোকটি এইরূপ—“মল্লীলাং বিলিখ ঞ্চ ভো দেব ভাষা যুতাং হৃদীঃ। স্বামহং সংবদিত্বামি মাউষীঃ পণ্ডিতো ভবান্। এই শ্লোকটি আমাকে আন্তে আন্তে তিনবার বলিয়া মুখস্থ করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। ১০

তৎপরে সন্ধ্যান্তে আগ্রত হইয়া ছাত্রিক্যান ছালিয়া শ্লোকটি লিখিয়া কিছুক্ষণ চিন্তার পর বুঝিলাম ঠাকুর বলিলেন ওহে পণ্ডিত তুমি আমার লীলা সংস্কৃত ভাষায় লিখ। যদি বল বালাবস্থায় এক বার মাত্র আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি তৎপরে পাঠ্যাবস্থা, অধ্যাপনা, সংসার, আপনার লীলার কণামাত্রও অনুশীলন করিনাই, জানি নাই, যাই নাই, দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, অতএব কিভাবে কি লিখিব? তদন্তরে বলিলেন তুমি পণ্ডিত অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাহাড় পর্বত আকাশ বাতাস এমনকি পশু পক্ষী প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন আর আমি মানুষ আমার বর্ণনা তুমি বিচর্য করিতে পারিবে। ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই। তদানি সন্দেশ হইলে আমি আমার লীলা তোমাকে বলিয়া দিব। এইরূপ ঠাকুরের উক্তিগণ চিন্তা করিয়া চোখের ভলে বক্ষ ভাসাটয়া বলিলাম। “অপার ককণা তব” আমার প্রতি আপন-নির দ্বন্দ্ব শেষ নাই। আমার মত লীন দ্বিগত সংসারী মোহরূপে প্রতিষ্ঠিতানী নবাধম পণ্ডিতগণের প্রতি অসংখ্য কৃণা। অগত্যা ভীতমনে কাঁচের গায়ে

দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধ ঠাকুরের পাদপদ্মে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিন্দু দিয়া শরণাপন্ন হইয়া ঠাকুরের জন্মভূমি কামারগুবুরে ও দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথ্য সংগ্রহ পূর্বক মহারাজগণের উপদেশে গ্রন্থটি লিখিয়া পণ্ডিত সভায় পণ্ডিতবর্গকে পরিদর্শন করাইলে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্রে বেলুড়মঠ উদ্বোধন অর্ঘ্যেত আশ্রমের মহারাজগণের উৎসাহ-দানে চরিতার্থ হইয়া সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাহায্যে বহু কষ্টে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ১১

আমার সংগৃহীত লিখিত ঠাকুরের বহুবিষয়, স্বামিভী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় চিকাগো বক্তৃতা, বলরাম বহুর জীবনী, কল্পতরু কথা, গিরীশ ঘোষের সিদ্ধান্ত বাক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে নিবেশিত না হইবার কারণ আমি একপ্রকার মুমূর্ষু; অর্থাৎ আমি বয়ঃক্রমে প্রায় ২৩ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছি অতএব বৃহৎ সন্নিহিত বশতঃই আমার জীবনে সর্বদা সুন্দরভাবে গ্রন্থটির সংকলন অসম্ভব মনে করিয়াই কোন প্রকারে অর্থাভাবে বহু কষ্টে উক্ত বিষয় সকল বাচ দিয়া তাড়াতাড়ি শেষ করিলাম। ১২

যদি ২য় সংস্করণ সম্ভব হয় তবে আমার শেষকৃত্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর কান্দিনাথ শাস্ত্রি বেদান্ততীর্থ এম. এ., ইনিই পরিলিখনে নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটি শেষ করিবেন। অথবা ঠাকুরের কৃপায় যদি আরও কিছুদিন জীবিত থাকি তবে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। ১৩

এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগারে আমাদের বংশপরিচয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের পূর্বজ পণ্ডিতবর্গ বলতর ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে পৃথিবী বিখ্যাত গণপতি ভট্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দানন্দ ২৮ খানি তিথি কোমুদী প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থরচনা করেন ভাস্করী প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের টীকা ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৪

আমার প্রপিতামহ রামচন্দ্র শিরোমণি তৎকালে বঙ্গদেশে এমত নৈয়ায়িক পণ্ডিত অতি বিরল ছিলেন। পিতামহ নীলমণি বিচারক্স ইনি সর্ব শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। আমার জন্মদাতা পিতা যদুনাথ সার্বভৌম। ইনি কৃত্যতত্ত্ববিদ ছিলেন। এবং আমাদের বংশের হারাধন তর্কবাগীশ রামায়ুত স্মৃতিতীর্থ বোগেন্দ্র নাথ স্মৃতি-রত্ন অচিন্ত্য পদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ রামগড় লালগড় সিমলাপাল ও মংলাপাতা প্রভৃতি রাজবাড়ীর সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৫

যদুনাথ সার্বভৌমের পুত্র আমি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ গভর্নমেন্ট বৈষ্ণব দর্শনের উপাধি পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক সহ ভক্তিতীর্থ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গভঃ বেজিষ্ট্রীকৃত এডিয়েড হাতিবাগান চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ৭০ বৎসর দর্শনাদি শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছি। ১৬

উগবান রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদে আদেশে অনুগ্রহে বাংলা ও উপদেশে রামকৃষ্ণভাগবত নামক তদীয় চরিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া পূর্বজগণের দেশের দেশের সংস্কৃত শাস্ত্রের এবং বঙ্গদেশের গৌরব স্বার্থে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ইত্যাদি শিকিত মহোদয়গণের সুবিধার জন্য ইংরাজী ভাষায় অনুবাদসহ রচনা করিয়া দ্রষ্ট হইবাছি। যদি কেহ গ্রন্থটি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট বা আনন্দিত হন তবে যে কত সৌভাগ্য তাহা অনুমানেরও অগোচর। ১৭



# সূচীপত্রম্

পৃষ্ঠা

## আদিলীলায়াঃ—

|   |        |
|---|--------|
| ১ম অঃ—হুদিরামবার্তা তথা গদাধরবিভীষাতাসক্ত | ১- ৩০  |
| ২য় অঃ—গদাধরস্ত বামলীলাবর্ণনম্            | ৩১- ৬৬ |
| ৩য় অঃ—ব্রাহ্মণ সিন্ধান্তঃ                | ৬৭- ৯৯ |

## মধালীলায়াঃ—

|   |         |
|---|---------|
| ১ম অঃ—গদাধরস্ত কলিকাতাসমাপ্তঃ রাণ্যা রাসমণ্ডে পরিচর্যাদি  | ৯১-১১৬  |
| ২য় অঃ—রাজ্যে রাসমণ্ডে কান্নিকেন্দ্রে গমন কালে স্বপ্নে<br>সাক্ষাৎপূর্ণায়া আবেশতঃ ভ্রমস্থির প্রকৃষ্টাভি | ১১৭-১৪৬ |
| ৩য় অঃ—রামকুমার পণ্ডিতেন কালিকাপূজকপদ গ্রহণং গদাধরস্য<br>কোভঃ দৈবাবেশপ্রাপ্তিঃ, হুদররামাগমনঞ্চ          | ১৪৭-১৬৯ |
| ৪র্থ অঃ—গদাধরস্য শিবপূজন দেব্যাবেশকণ্ডগ্রহণ গোবিন্দসেবাধি   | ১৭০-১৯৪ |
| ৫ম অঃ—গদাধরস্য কালিকাপূজকপদগ্রহণং হুদররামস্য গোবিন্দসেবা<br>রামকুমার পণ্ডিতস্ত মহাপ্রদানং               | ১৯৫-২০৮ |
| ৬ষ্ঠ অঃ—গদাধরস্ত দেবীপূজাসময়ে মধুরানাপ্ত শ্যে<br>জীবিতরূপেণ বর্ণনম্                                    | ২০৯-২৩৫ |
| ৭ম অঃ—রাজ্যে গদাধরস্য চণ্ডেষ্ঠাবাতঃ   | ২৩৬-২৫২ |
| ৮ম অঃ—গদাধরস্য সর্বজীবে শিবজ্ঞান লাভনম্   | ২৫৩-২৬৬ |
| ৯ম অঃ—গদাধরস্য জয়ভূমৌ স্নানমধ্যে কালিকা প্রত্যক্ষকরণম্   | ২৬৭-২৮০ |
| ১০ম অঃ—গদাধরস্য চৈরদী বর্ণনম্   | ২৮১-৩০৫ |
| ১১ম অঃ—গদাধরস্য রামহৃদয় নামকরণাদি  | ৩০৬-৩১৭ |
| ১২ম অঃ—রামচন্দ্রাসেবী জটাবারী সন্ন্যাসী সমাপ্তঃ   | ৩১৮-৩৪৬ |
| ১৩ম অঃ—জটাবারী সন্ন্যাসি সমাপ্তঃ  | ৩৪৭-৩৭৫ |
| ১৪ম অঃ—জটাবারী প্রতি কালিকাপ্রদানং পরং অস্তম্ গদনম্   | ৩৭৬-৪০৭ |

|  |         |
|--|---------|
| ১৭৫ অঃ—গদাধরস্য বহুবিশ বাধনসিদ্ধি তথা মথুরস্য<br>ভূমিধানপ্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞানলাভলভ | ৪০৮-৪২৭ |
| ১৮৭ অঃ—গদাধরস্য কামারপুকুর গমনানন্তরং তৈরবীধেব্যাঃ<br>কাশ্মিকেন্দ্ৰ গমনম্        | ৪২৮-৪৩৭ |

### অষ্টাঙ্গীলায়াঃ—

|  |         |
|--|---------|
| ১ম অঃ—গদাধরস্য বোড়শীপূজানন্তরং সারবাহেব্যাঃ<br>কামারপুকুরে প্রত্যাগমনম্   | ৪৩৮-৪৪৮ |
| ২য় অঃ—ঠাকুরস্য নবমীশ তীর্থগমনাদি  | ৪৪৯-৪৭৯ |
| ৩য় অঃ—বিরোগ বর্ণনম্   | ৪৮০-৪৮৯ |
| ৪র্থ অঃ—বিভাসাগরাদি সন্দেহনম্  | ৪৯০-৫১৯ |
| ৫ম অঃ—ঠাকুরস্য ক্রতিবরবাদি পরিচয়ঃ   | ৫২০-৫৩৬ |
| ৬ষ্ঠ অঃ—ঠাকুরস্য যোগারম্ভঃ চিকিৎসার্থং বাগবান্ধারাদিগমনম্  | ৫৩৭-৫৯২ |
| ৭ম অঃ—সিদ্ধ তন্তু নরেন্দ্রস্য হর্গাপূজা নরেন্দ্রস্য সন্মানগ্রহণাদি   | ৫৯৩-৬১৫ |
| ৮ম অঃ—নরেন্দ্রস্য হকিণেবরে সাধনাসিদ্ধিঃ কাশ্মীপুরে<br>যেতাদ্ কৃতার্থীকরণাদি  | ৬১৬-৬৫৪ |
| ৯ম অঃ—ঠাকুরস্য যোগবুদ্ধিঃ পরবারগ্রহণে শূদ্রনিবদ বর্জনং<br>খেচরার গ্রহণাদি  | ৬৫৫-৬৮৪ |
| ১০ম অঃ—ভগবতো নিত্যবাস প্রবেশ তথাবিস্থাপনাদি  | ৬৮৫-৭৪০ |
| ১১ম অঃ—নরেন্দ্রস্য শুক্লরূপাপ্রাপ্তিঃ  | ৭৪১-৭৪৬ |
| ১২ম অঃ—নরেন্দ্রস্য আদিভাব কথাদিতঃ কঙ্কাকুমারীকেন্দ্ৰে বহুত্<br>মধ্যে প্রদাল পর্বতোপরি তপস্যানন্তরং পুনস্তীর্থ প্রাপ্তিঃ<br>ততঃসত্যার্থ্য পরিশিষ্টার্থ্যারনন্তরং প্রস্থানম্ | ৭৪৭-৮৪২ |

## श्रीश्रीरामकृष्णभगवत्स

### सुखवन्दः

श्रीरामकृष्णदेवाय सच्चिदानन्द भूतये ।  
ब्रह्मवंगवितायाय जगद्धिताय ते नमः ॥ १  
निखिल गुणगभौरो रामकृष्णो दयालुः  
सकुल कुमुदचन्द्रो दोनवन्दुः शरण्यः ।  
कलिहृत जनमुक्तो कर्मकाराख्य सिन्धोः  
समुदयदतिशब्दो ब्रह्मचन्द्रः सुपूर्णः ॥ २  
सप्तदश गते शक्रे सप्तपञ्चाशदुत्तरे ।  
सौम्यवारे शुक्लपक्षे द्वितीयायां तपस्यके ॥ ३  
आबोरासौत् पूर्णब्रह्म श्रीरामकृष्णविग्रहः ।  
कलेर्जीवान् समुदत्तुं कामारपुकुरोदधौ ॥ ४

For the good of humanity God himself appeared as Sri Ramakrishna in a brahmin family. All obeisance to him. To bring redemption to humanity afflicted with the evils of Kali Yuga, Lord Sri Ramakrishna appeared in the sea, called Karmakar. In the second phase of the waxing moon, Wednesday, Falgun 6, in the saka year 1757, Sri Ramakrishna was born in the village of Kamarpukur. 1 to 4.

**प्रथमोऽङ्कः**

দ্বান্বপকুলোজস সকলসদৃশগাগর দীনবন্ধু দয়ালু শরণীয় ভগবান প্রীতাবহুতবেশ  
কালদোষে নষ্টপ্রায় জীবনপথের মুক্তির জন্য কর্তব্যের নাবক সমুদ্রে অতি  
বিশুক পূর্বব্রহ্ম রূপে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন। ২

গত সতের শত ১৭৫৭ শকালার এই কান্তন বুধবারে গুরু পক্ষের দ্বিতীয়  
 তিথিতে পুত্রিক শ্রীমাদভক্তদেব, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠদেব  
 উদ্ধারার্থে কামারগুরু। ৩৪

विषट् शत गते शान्ते वसुसंख्याधिके रणे ।

नृसिंहः सिंहसंक्रान्तिर्गो स्वधामि समपद्यत ॥ ५

श्रीरामकृष्ण वचनसंग्रह लिखित मेतत्

श्रीरामकृत कपयाधिगत पुराण ।

श्रीरामकृष्णचरित' कलिकल्पवृक्ष'

श्रीरामकण्ठदयित प्रियमस्तु नित्यं ॥ ६

श्रीरामकृष्ण शिरसा नमामि श्रीरामकृष्ण वचसां गमामि ।

श्रीरामकृष्ण मनसा खरामि श्रीरामकृष्ण शरणं प्रपद्ये । ७

श्रीरामकृष्ण मठ, बनारस, भारत  
 वैराग्यविद्या। निज भक्तियोगः शिष्यार्थमेक पुरुषपुराणः।

श्रीरामकृष्णकृतः शरीरो कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये । ८

Shri Ramakrishna left this mortal world on Sunday, 30th day of the month of Sravana in the Saka year 1808. Be this book which contains the divine revelations and immortal utterings of Sri Ramakrishna, an object of endearment to His devotees. I pay obeisance to Him with my head, I utter his name with my lips. I meditate upon him with my mind. I dedicate myself to him. To teach and preach divine knowledge, renunciation and devotion, Rama of Treta yuga and

প্রথমোঃ

Krishna of Dwapar yuga became united in Sri Rama-krishna. 5 to 8.

বিশ্বানুবাদ :-

১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে আশ্বিন মংকাতিথে দিনে রবিবারে সুনিঃস্বার্থে অর্থাৎ  
ঈশ্বরকৃষ্ণদেব নিঃস্বার্থে গমন করিয়াছিলেন । ৫

ভগবান ঈশ্বরকৃষ্ণদেবের কৃপার প্রাপ্ত রামকৃষ্ণকথাবৃত্ত নিম্ন কনির পাপ-  
নাশক এই রামকৃষ্ণ এই তাঁহার ভক্তবর্গের প্রিয় হৃদয় । ৬

আমি মন্তক দ্বারা ঈশ্বরকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করি বাক্য দ্বারা তাঁহার নাম  
সর্বদা উচ্চারণ করি মনের দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করি এবং আমার মস্তকবিন্দু  
পাশির অঙ্গ তাঁহারই স্মরণ নহেলাম । ৭

যে অিকালগত্য নিত্য পূর্ণাপূর্ণব অগতের জীবনমুহুর্তে জ্ঞান বৈরাগ্য, ও  
নিজ ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ ভক্তি শিক্ষা দ্বিবার ভক্ত ব্রহ্ম ও জ্ঞানর যুগে রাম  
ও কৃষ্ণরূপে অবিকৃত হইয়াছিলেন সেই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়া  
রামকৃষ্ণমূর্তিতে এই কনিয়ুগে অবিকৃত হইয়াছেন আমি সেই সম্মান সাগর  
ভগবান ঈশ্বরকৃষ্ণদেবেরই স্মরণ নহেলাম । -৮

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সহস্রঃ পরমার্থদানে

শ্রীগীরসুন্দর গুরুঃ পরিপূর্ণ শক্তিঃ ।

নত্বা তদঙ্ঘ্রিযামন জনকাঙ্ক্ষা যুগ্ম

শ্রীরামকৃষ্ণভগবতঃ পরমার্থদানে ॥ ৮

যৌসৌদেত্যপতের্ভগবৎ ভগবতঃ পরমার্থদানে

ধৃত্বা যৌনরসিংহ মূর্তি মমনা সত্যাতারো যমৌ ।

মৈতর্যা দমকম্বর সহস্রন রসঃ কুম্ভধামধীত

যৌরো দামর্যিঃ সুখেভনিত্যঃ শ্রীরামচন্দ্রোহুচি ॥ ১০

## प्रवर्णनः

Paying my homage to my preceptor, Sri Gour Sundar, I endeavour to compose this epic poem on the life and teachings of Sri Ramakrishna, "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam." He who assumed the shape of Narasingha to kill the king of demons in Satya Yuga, the avatara of Ramachandra to kill the ten-headed Ravana in Treta Yuga, the appearance of Sri Krishna to teach love and devotion in the Dwapar Yuga, manifested himself as Sri Ramakrishna to purge mankind of their sins in the Kali Yuga. 9 to 11.

প্রথমীঃ—

শ্রীরামকৃষ্ণ, বচসাং নহি তুল্যমস্মি

শ্রীরামকৃষ্ণ মনসামময়' সদৈব ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানখিলার্থ দাতা

শ্রীরামকৃষ্ণপদমেব গতির্মমাস্তু ॥ ১১

The wisest of men attains salvation by worshipping the feet of Sri Ramakrishna, I bow down to him. The words that came out of the lips of Sri Ramakrishna are unparalleled. To call up the name of Sri Ramakrishna is sufficient to remove all fears. He brings fulfilment of desire to all. I submit myself at his feet. 12 to 13.

বদ্রানুবাদঃ—

এবং ষাণের দূরে রামকৃষ্ণদেবই ব্রহ্মবধূর্বের পতি হইয়া পরম পুত্রার্থ প্রেম দানের জন্ত প্রেমের ভূক্তি পরিগ্রহপূর্বক কৃপাবতার হইয়াছিলেন। সেই রামকৃষ্ণই এই শেষ যুগ কনিদুগের ভক্তের মনে আবির্ভূত হইয়া জীবনকালের অশেষ পাপ নাপ করিয়া ভাষাশিখের পবিত্রাণকারী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবতাপে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। ১১

বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্বাধার চরণ সেবার মতে হৃৎসল পবিত্রাণপূর্বক বিশুদ্ধ অঙ্ককরণ হইয়া প্রস্তুত ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন সেই গুরুদেবই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। ১২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথানুষ্ঠের তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণে যোনিনিবেশকারী জনগণের কোনরূপ ভয় নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত সর্বার্থ দাতা অর্থাৎ যে যাহা চাহিলে সে তাহা পাইবে এইরূপ বিস্তার আর কেহই নাই। অতএব আমার প্রার্থনা এই যে যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপদ্মে সর্বদা ভক্তি থাকে বা তিনিই আমার একমাত্র পতি হউন। ১৩

## প্রথমোঃ

শ্রীরামকৃষ্ণচরিতং রামকৃষ্ণানুকম্পয়া ।

যদ্যসাধ্যং প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ মনোযিসু ॥ ৭৪

দোষা মে বহবঃ সন্তি স্তুটিবস্তি পদে পদে ।

সম্যক্ কথয়া সৰ্ব্বং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকৈঃ ॥ ৭৫

পরমহংসরূপেণ দক্ষিণেশ্বরধামনি ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন যা লোকাঃ প্রকटीকৃতাঃ ॥ ৭৬

ভক্তিতীর্থোপাধিকেন বকত্বোপনিবাসিনা ।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরেষ বর্য্যম্লে তা যদ্যামতি ॥ ৭৭

ইতি শ্রীভক্তিতীর্থ বিরচিতৈ রামকৃষ্ণভাগবতৈ পারমহংস্যাং সংহিতায়া  
ভাগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্ব প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমোঃ ॥ ৭

I endeavour to write in this book the brief history of the life of Sri Ramakrishna for the satisfaction of the learned scholars. My failings are many but I hope the devotees of Sri Ramakrishna will very kindly forgive them. The revelations of Sri Ramakrishna in Dakshineswar are being narrated by Ramendra Sunder Bhakti-tirtha who hails from Bagri Khunbera in the District of Midnapur.

## বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরাধকৃষ্ণদেবের কথায় এই রামকৃষ্ণভাগবত এই পণ্ডিতগণের  
নিকটে সংক্ষেপে বর্ণনামাত্রা বলিতেছি । ৭৪

আবার এই নিবানে বহু দোষ নানাধকার অনবধানতা আছে ভগবান  
শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন । ৭৫



প্রথমোঃ

হৃদিনেবদধায়ে পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব যে সকল আনৌকিক নীলা  
অঙ্কন করিয়াছেন। ১৬

বগড়োখুবোড়া নিগাণ্ডী শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব ভক্তিভীর্য ভাষায় বুদ্ধি অশ্রুনারে  
বর্ণন করিতেছেন। ১৭

ভগবান রামকৃষ্ণের অণাবাদি এই অর্থ অঙ্কন বলা হইল।

স্বত্বকর্তৃঃ পরিচয়ঃ শ্রীঃ ২

গোবিন্দানন্দনাংমা গণপতিতনয়ঃ সর্বশাস্ত্রার্থ কর্তা  
প্রাজ্ঞাচার্য্যঃ সদাশৌ হরিপদকমলেন্যস্তবিত্তো বিবেকী।  
শ্রীগোবিন্দে তথাসৌত্ সকলজনগণান্ দত্তবান্ ভক্তিদূত  
স্তহ'শ্রীভক্তিভীর্য্যেণ গুণগণরহিতো রামকৃষ্ণাশ্রয়াহ' ॥ ১

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য প্রীতয়ে বিদুযামপি।

রামকৃষ্ণভাগবত' বচিম তদ্বক্তিতদায়ক' ॥ ২

বহাগতাঃ কান্যকুম্ভাহেদ্রাঃ সাক্ষণীতমাঃ।

গৌতমান্বয়শাস্ত্রোঃ সপাশায়াবেডিকাঃ স্থতাঃ ॥ ৩

I, the descendent of Govindananda Bhattacharyya, who was the son of Mahamahopadhyaya Ganapati Bhatta, well renowned for his knowledge in all branches of Sanskrita Shastra, and who dedicated his life and all to the services of Shri Govinda, set myself to write this book, entitled "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" to preach devotion to Sri Ramakrishna and to bring pleasure to learned Pandits. Some high ranking bramhins of Goutam race who were well-versed in the Vedas, hailed from Kanya Kubja and settled in Bengal. They are now known as Western Vedic Bramhins of Bengal.

इयः अः

वक्रानुवादः —

महारहोपाध्याय सर्वनाथ पारमर्णी परमपति गणपति भट्टर पुत्र गोविन्दा-  
नंज' भट्टाचार्य सर्वनाथ भगवत् पदं मनोनिवेशकारी एवं टीगोविन्दे एवं  
जनादि समर्पण पूर्वक पवित्र मेधारी अहेतुग्न महापुरुषगणेश वंशसूक्त  
भक्तिदोष'नकल,समस्तपर्वजित हहेनेउ भगवान् श्रीरामकृष्णदेवैर साक्षात् आसीत्  
उ आदेशानुसारं श्रीरामकृष्णदेवैर उ पतिभगणेश आनन्दवर्द्धन अत्र श्रीरामकृष्ण  
देवैर पदार्थविन्दे भक्तिदोष श्रीरामकृष्णतागत नामक ग्रंथ बलिष्ठेहि । ३।२

काष्ठकुल आदेश हहेते गोठव गोठौर वेदक सर्वोत्तम आश्रमगण वससेने  
समागत हहेरा पाण्डिता वैदिक आश्रम नामे विख्यात हहेराहेन । ३

बह्वेद्योत्तमेदेरी मेदिनीपुर मध्यतः ।

शिलावती नदीतीरे कृष्ण नगर पत्तने ॥ ४

यत्र विराजितः साक्षात् श्रीकृष्णोभगवान् स्वयं ।

राधया सङ्गितः कृष्णरायजीति सुविश्रुतः ॥ ५

प्रसादात्तस्य कृष्णस्य तदास्मत् पूर्वजा जनाः ।

कृतवासा गीतमासी ज्ञतं सुद्रीढजं मया ॥ ६

तस्यां स्वजन्मभूम्यां श्रीकृष्णराय समाश्रयात् ।

स्वर्गादप्यधिका प्रीतिर्जाता मे भक्तियोगतः ॥ ७

A holy place, called Krishnanagar, is situated on the northern bank of the river Shilavati in the district of Medinipur. There is a temple of Shri Radha and Krishnarayji by whose grace our great forefathers lived in a neighbouring village called Khunbera, and I have also built an humble dwelling there. It is due to close proximity to Shri Krishna-rayji that we prefer to live in that village to a life in heaven, as we are

২য়ঃ অঃ ২

blessed by the sight and touch of Krishna-ray-ji and also by taking share of eatables offered to Him.

Here ends the second chapter showing the details of the race and ancestors of the writer.

বঙ্গানুবাদ :—

বঙ্গদেশের মধ্যে সর্কোত্তর প্রদেশ বেদিনীপুর নামক প্রদেশের অন্তর্গত শিলালতী নদীর উত্তর তীরে ককনগর নামে একটি বিশিষ্ট লোকালয় অস্থানি বর্তমান আছে । ৪

সেই ককনগরে শ্রীশ্রী-ককরাহজী-নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ দীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীমতী বাধিকার সহিত বিরাজিত আছেন । ৫

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণহারজীর কৃপায় ঠাছাবই সারিখে খুববেড়া নামক গ্রামে আমাদের পূর্বপুরুষ পণ্ডিতগণ বাস করেন এবং আমিও সেই গ্রামে ১টি ক্ষুদ্র কুঠীর নির্মাণ করি । ৬

শ্রীভগবান ককরাহজীর সর্গন স্পর্শন ও প্রসাদীয় জ্বা ভোজনাদি দ্বারা পবিত্রাক্ষরকরণ আরাধনের সেই সমুদ্রস্থিতে সর্গবাস অশেষকণ্ডে সুখবাস বসিয়া মনে হয় । ইহার কারণ একবার ভগবৎ সারিখে । ৭

এইটি এই লেখকের পরিচয় । ৮

অন্যোক্তিঃ

কলিমাগতমাগ্নায় নৈমিত্তি সুনিপুত্বতঃ ।

যস্যৈব কথ্যকর্মণ্যবশ্য সমাপ্রতিতাঃ ॥ ৭

সাক্ষী জঙ্ঘেতি নামাত্ম মুনিঃ শ্রীমকুমারদত্ত ।

সাম্প্রত কলিযুগজিন্ কী জনানুদ্রবিত্তি ॥ ২

ক্রিমাচারে যস্য কথ্য কৃত্য বাবির্ভবিত্তি ।

আ বা তজ সাধনা য কথ্যদেব মহামুনি । ৩

শ্রুতীর্ষ শ্রীমজ্জীর্ষেব সর্গময়ঃ সাধুগতময়ঃ ।

অন্যো মাগাভ্যমবতঃ শ্রীশ্রীমকুমার যোগিনঃ ॥ ৪

ইয়ঃ অঃ

## CHAPTER—III

The advent of Sri Ramkrishna as indicated in mythology. While the sages in the forest called Naimisha were engaged in a discourse on the manifestation of the Supreme Being, in the beginning of Kali yuga, Nadijangha asked Sounak, "Please tell us who will appear in this Kali yuga to bring redemption to mankind. Where will he be born? What will be his appearance and activities? What also will be his merit?" At this, Saunaka told him very kindly all about the appearance of Sri Ramakrishna, the incarnation of God in the Kali yuga. ১ to ৪।

## বঙ্গানুবাদ :—

বহু পূর্বে নৈমিষারণ্যে ভগবদ্রত্নবী ঋষিগণ কলিযুগে আসিরাহে জানিরা  
পুরুষের ভগবানের কথায় রত হইলে তন্মধ্যে নাড়ীমজ্জা নামক কোন একটি ঋষি  
মহামুনি শৌরক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন। ১

হে মহামুনি সন্তোষি এই কলিযুগে কলিগ্রস্ত জীবগণকে কে উদ্ধার করিবে।  
অর্থাৎ কলির জীবগণের কাহার নাম উচ্চারণ হায়ে উৎকর্ষাৎ পাশ্চাত্য  
হইবে। ২

উহার স্বরূপ কি, আচরণই বা কেমন, কোথায় আবির্ভূত হইবে, উহার  
সাধনা কি! ভাষা আশাকে বলুন। এই কথা শুনিরা সর্বস্ব সাধুবৎসল  
শৌরকসেব বলিরাছিলেন এই কলিযুগে ৥ ৩৥

স্বরূপং তস্য সৌম্যং চ ক্রপযোবাচ তং বদ।

শৃণু যত্বেষু বদিষ্যামি সর্বস্বলোকমনায়েষু ॥ ১

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিতং যং ন জানন্তি যোগিনঃ।

পুরাহ ব্রহ্মণঃ সবে ব্রহ্মকৃষ্ণে যদামম ॥ ৬

ইয়: অ:

যত্র স্বয়ং যশস্ক্যোনৌ রাজর্জিমমিতমম ।

ভগৌরঘং মহাভাগং গচ্ছানয়নতত্পরং ॥ ৩

ত্রেতাছাপর মাছাছারামকৃষ্ণ কথাময় ।

তয়োস্চরিতং সম্যগুচ্ছাস্তে কলিকালজ ॥ ৫

"Dear child, listen to what I say about Sri Ramkrishna who is beyond the reach of knowledge of the greatest of sages. Once in Treta Yuga I had been to Haridwar where I found Bhagiratha, who had come up to bring the Ganga down to the earth to bring salvation to the souls of the sixty thousand sons of the king Sagar. There I also heard Lotus-born Brahma describing the glory of Rama of Treta yuga and Krishna of Dwapur yuga to the king Bhagiratha. ॥ 5 to 8 ॥

বক্তাবাদ :-

ভগবান শ্রীহামকৃষ্ণদেবের বরণ ও শীলা বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন ।  
জিলোকের পাশপাশক শ্রীহামকৃষ্ণদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে তুমি শোন যে চরিত্র-  
বর্ণনামণ্ডল সম্পূর্ণ অবিস্মৃত । ৫

আদি ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার বাক্যেই হরিবারে ব্রহ্মকৃষ্ণে যে সব বর্ণনা-  
হিন্দার । সেই সব বর্ণনা সেই স্থানে পিতামহ বসি মহত্ব নগর নন্দনগরের উচ্চাচারে  
নন্দনগর ভবনর স্বর্গবংশীয় মহাভাগ্যবান রাজর্জি ওজীবধকে । ৬

যহ পদবোনি ব্রহ্মা ত্রেতা ও ছাপর যুগের অবতার শ্রীহাম ও শ্রীকৃষ্ণ  
বরণ মহাত্মা ও চরিত্র বরণ করাইয়া । ৮

জীব দুঃখং হৃদি স্মৃত্বা যথং বাক্যশূন্যতাং গতঃ ।

ততঃ ধরমমানন্দং প্রাপ্যাসৌ বিশ্বজ্ঞতদা ॥ ৫

ভগৌরঘমুশাচৈতদ শৃণু রাজর্জি সত্তম ।

কশ্চৈর্বোপনিষদায়াস্তাবদেবোর্বিতাধুবা ॥ ১০

২য়ঃ অঃ

যাবদেব মবিশ্বন্তি শ্রীরামলঙ্ঘন নাম ধৃক্ ।

নাবির্মূতঃ সঃ ভগবান চিন্ত্যমানস্যজ্ঞানিকঃ ॥ ৭৭

রাঢ়ে ব্রহ্মকুলে চন্দ্রোদরে প্রাদুর্ভবিস্থতি ।

সীলস্য ত্রিবিধাস্তস্য আদিমধ্যান্তরূপজাঃ ॥ ৭৮

In the end, remembering the untold of hardship of the people of Kali Yuga Brahma remained speechless for a while. Then he told Bhagiratha in great joy, 'Oh king, the people of Kali Yuga will continue to be afflicted with the sufferings till the appearance of Sri Ramkrishna. He will be born in a brahmin family in Bengal. His activities will be threefold,—early, middle, last.

॥ 9 to 12 ॥

ককানুবাচঃ—

শেষে কলিকালজাত জীবের দুঃখ দূরণ করিয়া কণকাল বাকুপুত্র অবস্থায় অবস্থিত, হইয়া পরে পরমানন্দে ভগীরথকে বলিয়াছিলেন । ৯

এহে নরকশেষে রাজর্ষি তুমি শ্রবণ কর । মোহযুক্ত কলির তত্ত্বকণই মোহ সকল প্রাগৈগণকে প্রবলভাবে শীড়ন করিয়া থাকে । বহুদিন পর্যন্ত অনন্ত শক্তি ভগবান ঈশ্বরামকালোবের আবির্ভাব না হয় । ১০।১১

কলিযুগের প্রায় ৫ হাজার বৎসর গত হইলে কালের ষাট দোশে বিতুষ্ট ব্রাহ্মণগণে চলাকবীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন । এবং তাঁহার নীলানকল ও ভগবান ঈশ্বরের সত আধিনীলা বসনগীলা এবং অস্ত্র নীলানকল ত্রিবিধ । ১২

মবিশ্বন্ত্যমৃত্যুত্যাগায়া মধ্যা মন্বন্তরদায়িকা ।

অময়াস্ত্যান্তরূপা য় যাম্যৌ যমময়ং মতম্ ॥ ১৩

মবিশ্বন্ত্যেবজীবানামাবির্ভাব স্তদা ভবেত্ ।

প্রাচীন পঞ্চমাহসে কল্যুশ্চে বিমতে সতি ॥ ১৪

इयः अः ।

रामकृष्ण सुखोद्गीर्णं यन् सर्वोद्गुणसुन्दरम् ।

सुन्दरो ब्राह्मणः कश्चिद्वर्णयिष्यति पण्डितः ॥ १५

मङ्गलाचरणश्चादौ कृपाप्राप्तिस्ततः परः ।

प्रवृत्तिः श्रीभागवतो रामकृष्णस्य योगिनः ॥ १६

His early life will be called Amrita (Immortal), the middle 'Mangala' (Blissful) and the last, 'Abhaya' (Free from fear). By compiling the utterings of Sri Ramakrishna one Sundara (beautiful) brahmin will write a book, in which there will be first obeisance to gods, then meeting with Sri Ramakrishna and his blessing; hymn to Sri Ramakrishna. "13 to 16"

ইয়: অ: ।

ততস্তস্যাপরোক্ষেণ ত্রিসত্যং প্রতিপাদিতম্ ।

ভগবদ্ভ্রামকৃষ্ণস্য মন্ত্রবর্গস্য পাদযো: ৷ ১৮

সমা সামার্য্য মন্বর্য্য যাক্ষ্মা তস্য বিশেষত: ।

পিতামহঃ স্বর্গং নম্রং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ১৯

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য যোগক্ষেপে পুষ্পবাসরে ।

বহুপুষ্পফলাদস্য শ্রীরামকৃষ্ণস্য পাদযো: ॥ ২০

The detailed account of the family of the writer, and the devotees of Sri Ramkrishna ; His transcendentalism ; obeisance to his devotees ; meeting with Sri Ramkrishna and his blessing. "17 to 20"

বঙ্গানুবাদ :—

এই ১৫৩৩৩৩৩৩ বংশ পরিচয় । ভগবানের পার্শ্ব নির্ণয় । ১৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জৈকালিক মতায় বা জিনতা অধিগাথন । শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও ভক্তবর্গদ্বারা গণ্যের কৃপালাভের জন্য এইকারের তাঁহারের পাদপদ্মে নুনঃপুনঃ আর্চন । ১৮

এই৩৩৩৩৩৩৩৩ অষ্টম বর্ষবরণে পিতার সহিত পক্ষিগণেরে বাসননির মন্দিরে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন এবং বহু জগতের বহু পুণ্ড্র সঞ্চিত বসন্তঃ এইকারের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদপুগলে বসন্তক মুক্তি হইলে ভগবানও নিজ গুণের বসন্ত বসন্তক হস্ত দিয়া আশীর্বাদ করেন । ১৯ (২০/২১)

মম্বতক' লুপ্তিতয়াসৌত্তেন তস্য ক্তার্য্যতৌ ।

তন্মম্বতকে ন্যস্তহস্তৌ ভগবান্ করুণানিধি: ॥ ২১

আমোন্বাৎ দদৌ তস্মৈ বালকায় স্বপুত্রবৎ ।

প্রাণাবির্ভাবিতস্তস্য শ্রীরামকৃষ্ণস্য যোগিন: ॥ ২২



इयं अः

पितुः पञ्चाशमस्यास्य वर्णनं दुःखसूचकं ।  
दुष्ट भूस्वामिनः पापाचरणाद् गृहविध्युतिः ॥ २३  
यस्य दशं नवस्तस्य सुखनानस्य धीमतः ।  
साक्षतः सुदिगस्य कामाङ्गपुरे स्थितिः ॥ २४

An account of Khudiram's original habitation ; his departure from his native place in destitute condition ; his meeting with an old friend, named Sukhalal Goswami and settling at Kamarpukur. "21 to 24"

वदन्नुवादः—

उपवान् श्रीरामकृष्णदेवस्य आविर्भावस्य बहू पूर्वे निजं कृषिबाल्येन  
पूर्वजस्येन परिचरन् । इष्टे क्षमिणादेव चक्रात्ते कृषिबाल्येन नर्त्तयाम् चरदारं  
गृहं हृष्टेन बहिर्गतेन परं पवित्रयोः पूर्ववत् सुखान् गोदाधारे नर्त्तनं एक  
गोदाधारे गच्छाम् । कृषिबाल्येन कामाङ्गपुरे वागङ्गहृष्टान् । २२।२०।२४

रघुदेवो गिस्ताप्राप्तिं गैयायां गमन् तथा ।  
सुदिरामं गयाक्षेत्रे स्वप्ने साक्षात् गदाधरः ॥ २५  
एवाचावतरिष्यामि भवतु क्षेत्रे न समयः ।  
गया प्रत्यागतो विप्रो भगवद्भावभावितः ॥ २६  
गर्भोऽभवच्चन्द्रादेव्या स्तत्र यो भगवान् रूप्यः ।  
आविर्भूतो गर्भमध्ये देवानां मागमादिकः ॥ २७  
ततो गते कियत्काले भगवान् श्रीगदाधरः ।  
आविर्भूतः सृष्टिसृष्टे जन्मास्थानं मुवाच सः ॥ २८

Getting the holy stone of Raghuvir ; Journey to  
Gaya ; His dream in Gaya about the birth of Gadadhar ;

অঃ অঃ

Return to Kamarpukur; Holy conception of Chandra Devi; Visit of the gods; the birth of God in His own Self. "25 to 28"

বক্তাবাদ :-

ব্রহ্মীর নারক নামগ্রাম শিলা গ্রামের পূর্ব কুদিরামের গয়াধারে গরুর  
ভগবান গদাধর যখন কুদিরামকে আনি নীলই ভোমার পত্নীর গর্ভে  
আবিস্কৃত হইল। ২৫

এইরূপে অশ্রমেণ গ্রাম কুদিরাম গয়াধার হইতে নিজগৃহে প্রত্যাপনান্তে  
ভগবতাবে ভাবিত হইলে পত্নী চন্দ্রাঙ্গীর পঞ্চাষাটবৎ বর্ষ বয়সে গর্ভলক্ষণ  
হইয়াছিল। এবং সেই গর্ভে ভগবান আবিস্কৃত হইলে ত্রিদাদি দেবগণ  
কুদিরামের গৃহে যাতায়াত করিতেন। ২৬২৭

এইরূপভাবে প্রলম্বকালীন ভগবান আবিস্কৃত হইয়া তাঁহার বরণ তাঁহার  
পিতামহাকে নিজ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তিও দেখাইয়াছিলেন। ২৮

স্ব চতুর্ভুজমূর্তিঞ্চ পিতরী সমদর্শয়ত্ ।  
ততস্তদ্বাস্থ্য সৌভাগ্যং বিজ্ঞান মত্বলৌকিক' ॥ ২৮  
অশ্রামেন' পাঠশালা প্রবেশঃ পাঠহীনত্বৈ ।  
তত্র কীৰ্ত্তয়রীচায়ং মাগতে রাজপুত্রিতৈ ॥ ২৯  
স্বরূপ' দর্শয়ামাস নবদুর্ভাবদলদুগতি ।  
সর্ব্বেভাবস্থ্যবির্ম্মলৌ সালুগে তস্য নিরুপিতঃ ॥ ৩০  
ততো মাগিনেয় মেহে পিতৃমৃত্যোরনন্তর' ।  
মদাধরোপনয়ন' সর্ব্বেযানৌকিক' মতম্ ॥ ৩১

Gadadhar's revelation of his appearance with four  
hands; his uncommon activities in his boyhood; his  
rice taking ceremony; initiation to the study and

इयः अः

learning ; revelation of his own divine self to the visiting Government officer ; soaring up to higher spiritual plane at times even in his boyhood ; death of Khudiram in his nephew's house ; performance of the sacred-thread ceremony of Gadadhar in a very uncommon way. 29 to 32

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপর বাণ্যলীলা অনৌকিকভাবে হইয়াছিল। অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ এবং পাঠশালার যাত্রাপ্রসঙ্গে অর্থাৎ লিখাবিত্তাগীর ইন্সপেক্টরকে স্বকীয় ভগবৎ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। এবং বাণ্যকাল হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত।

২২/৬/০১

ভারপর ঠাকুরের লিখা কুশিরামের ভাগিনের বানটাকের গৃহে মৃত্যু হইলে কিছুদিন পরে গদাধরের উপনয়ন কার্য অনৌকিকভাবে সূক্ষ্মরূপে হয়। ০২

धार्त्रीमातुर्धनोन्मात्मनः प्राग्भिचा ग्रहण' तथा ।

पूजन' रघुवोरादेर्भावाविष्टस्य चेतसः ॥ ३३

एवं ब्राह्मण सिद्धान्त पथ्यन्तमादिकाण्डक' ।

मध्यकाण्डस्य प्रागस्य कसिकाता समागमः ॥ ३४

भ्रातृविद्यालय' प्राप्य तत्र शास्त्रानुशीलन' ।

अत्रान्तरे रासमनिः प्रजारघण कौमलम् ॥ ३५

राश्यास्तোर्धगतैः काले दक्षिणेऽग्नौ संस्थितिः ।

रात्रौ कानী क्षপাতাभा क्षत्रदेवालयः क्षतः ॥ ३६

Taking alms from a mid-wife named Dhani ; worship of Raghur in a mood of deep meditation ; a kramhin's recovery from illness ; here ends the first part of the

इय. अ:

book. The Middle part begins with Thakur's arrival in Calcutta ; then his study of shastras under the tutorship of his elder brother ; the stratagey of Rani Rasmoni to protect her subjects ; on the eve of pilgrimage her stay at Dakshineswar ; Kali's blessing on her ; establishment of temples at Dakshineswar. 33 to 36

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ধনী নামে কৰ্মকাণ্ডের পত্নী ধাত্রীমাতার নিকটে উপনয়নের সময়ে ব্রহ্মচারী অবস্থার সর্কী প্রথমে ভিক্ষাগ্ৰহণ করেন। তৎপরে গৃহদেবতা রঘুবীরাদি দেবতার পূজা করিতেন ভাবাবিষ্ট হইয়া। ৩০

এইরূপভাবে ব্রাহ্মণের যোগযুক্তিপূর্বক আধিনীলা সমাধি হয়। মধ্যমীয়ার প্রাচীরে ঠাকুরের কলিকাভায় আগমন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকৃষ্ণাবের বিদ্যালয়ে শাস্ত্র চর্চা ইহার মধ্যে রাণী হাসমণির প্রজাদিগের রক্ষা কোশল রাণী হাসমণির তীর্থসমনের সহায় কক্ষিণেববে অবস্থান এবং নিমিত্তাধিকার রাজিকালে অগস্ত্যায় কপালান্ত ও মন্দির নির্মাণাদি। ৩১/৩২/৩৩

ভোগদানবিধৌ তত্র বিধিপত্র প্রসঙ্কতঃ ।

পণ্ডিতমবরৈষ্যাদি শ্রীরামকুমারৈঃ ৪ ২০.

ভবদ্বিষ্টা তদা রাষ্ট্রৌ কৃত্যার্থাভূত সুনিযিতা ।

তন্মন্দির প্রতিষ্ঠায়া পূজাকার্য্যে বিশেষতঃ ৪ ২৮

পণ্ডিতঃ সুহৃ, লিমৌঃমুদ্রাশ্রয়ঃস্তত্র মমাদরাৎ ।

দৃষ্টা তস্মিন্দিত কাম্য ক্রোধ লিমৌ গদাধরঃ ॥ ২৫

দৈবানুষ্ঠান তস্তস্য ক্রোধো নির্বাপিতা গতঃ ।

হৃদয়গমনাত্তত্র কৃতং তেন শ্রিয়াশ্রয়ঃ ॥ ৪০

২য়. অঃ

Counsel of Pandit Ramkumar regarding distribution of the rice ; services of Ramkumar in the foundation ceremony of the temples ; Gadadhar's resentment ; his appeasement by holy rites ; Hridaya's arrival ; worship of Lord Shiva. 37 to 40

বঙ্গানুবাদ :—

রাণী রাসমণির মন্দির নির্মাণ ও দেবদাসকন্দের সংগ্রহ হইলেন। ভোগদান বিষয়ে পণ্ডিতগণের মত না হওয়ায় একমাত্র রামকুমার পণ্ডিতই ভোগদান সম্বন্ধে দায়িত্ব আশ্রয় করেন এবং রাণীও রামকুমারের উপদেশে কৃতকার্য হন। রামকুমার পণ্ডিতই প্রতিষ্ঠাদি কার্য সম্পাদন করেন এবং রাণীর আগ্রহবশতঃ রামকুমার পণ্ডিতই পূজাকার্যে দ্রষ্টা হন। তাহা দেখিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু দৈবানুষ্ঠান বশতঃ কোথ দ্রষ্টা হইত হয়। এবং সেই সময়ে ভাগিনের চন্দ্রহাস মন্দিরদ্বারা আনিলে ঠাঁদুর প্রদত্ত শিবমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০

সাক্ষান্মাতুঃ কৃপান্নাভৌ জন্মভূদর্শন' ততঃ ।

তত্রীহাঃ সারদয়া পুনঃ স্বস্থানদর্শন' ॥ ৪৭

রাম্য রাসমণি মৃত্যু ভৈরব্যা গমন' শুম' ।

পূর্ণামিপিভৌ ভৈরব্যা সাধনাসিদ্ধি বর্ণন' ॥ ৪২

গদাধর স্বরূপশ্চ নিবিকল্প-মমাধিনা ।

দৃষ্টা শ্রীভৈরবীদেবী চক্রার নাম পাশনম্ ॥ ৪৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেবেতি রামকৃষ্ণৈকরূপক' ।

সাধন' বহু দেবানাং তয়া প্রকৃতি মাধনম্ ॥ ৪৪

Appearance of the Goddess before Gadadhar and Her blessing on him ; his visit to his native village and

ইয়: অ:

his marriage with Sarada ; his return to Dakshineswar ; death of Rani Rashmoni ; Bhairabi's arrival ; Initiation by Bhairabi and attainment of success ; her realisation of the true self of Gadadhar as one unified entity of Sri Ramachandra and Sri Krishna ; the naming of Sri Ramakrishna by Bhairabi ; his worship of various gods and attainment of divine power. 41 to 44

**বক্তাবাদ :—**

তৎপরে ডগবড়ীর কৃপালাভ, কাহারুকূরে গমন, সারদার সহিত বিবাহের পর পুনর্বার ঠাকুরের দক্ষিণেধারে আগমন । ৪১.

রাণী দামমণির মৃত্যু, ভৈরবীর আগমন । ভৈরবী ঠাকুরকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন এবং ঠাকুরের সাধনার সিদ্ধিলাভ । ৪২

তৎপরে শ্রীভৈরবীদেবী নির্বিকল্প সর্বাঙ্গি অবস্থার প্রদর্শনের বদার্থ স্বল্প জ্ঞানিতে পারিয়া: ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অর্বাং শ্রীধামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের একত্ব রূপ নাম করণ করেন । পরে বহু দেবতার সাধনা ও প্রার্থনা বা শক্তি সাধন করেন । ৪৩/৪৪

মুদ্রাণা মৃত্তিকাভূতৈঃ সাধনং কৃত্বান্ প্রভু: ।

জটাধারী প্রসঙ্গত্ব তোতাপুরী সমাগম: ॥ ৪৫

ইসলামাদি ধর্মো সিদ্ধি মেরব্যা সন্তিস্তায়া ।

অজগাম পিতুর্গেহে মেরব্যাচ পলায়নং ॥ ৪৬

তদ্বীপিত্বা ক্রিয়ত্ কালং কামারপকুরাৎ পুন: ।

আমতস্তত্ প্রিয় স্থানি দক্ষিণেশ্বর ধামনি ॥ ৪৭

এবমন্তর সীলৈয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিন: ।

যস্থাং বৈ শ্রুয়মানায়াং রামকৃষ্ণে রতির্মবেত্ ॥ ৪৮

२४: अ:

His realisation of oneness between earth and coins ; the story about Jatadhari ; the appearance of Totapuri at Dakshineswar ; his practice as an Islam ; his visit to Kamarpukur with Bhairabi ; Bhairabi's escape ; his return to Dakshineswar ; Here ends the Middle Part.

40 to 48

वज्रानुवाद :-

तत्परे ठाकुर दुष्टिकादुल्लभ नृत्तागधन गन्धर्व कथन । अठ्ठाधारी गायत्र  
अनन्त टोतापुरी गन्धर्वी आगमन । ३६

हेम्लामानि वायनिक धर्म निधिलाङ्घर पत्र पुनराय डैववीदेवीर सहित  
कामारपुङ्गवे गमन । एवं ईशान हरेष्टेष्टे डैववीदेवीर पलाइन । ३७

किङ्काल उधाय अवहान पूर्णक कामारपुङ्गव हरेष्टेष्टे पुनराय उधाय अति  
प्रिय मणिगेषवे आगमन । ३८

एहैरपडावे डगवान ईशानकथनेवेर मथनीला हरेष्टाहिन । ये नीला  
प्रवण करिले डगवान ईशानकथनेवेर वति जग्ये । ३९

अम्लनीला प्रारम्भे च नानाजनसमागमः ।

तत्र तस्य पार्श्वे दाना नामान्यत्र प्रणोयते ॥ ४०

निजधामागतैर्येहि मीमात्र प्रकटीकृता ।

नरेन्द्रनाथ राखाल योगीन्द्रनाथ तारक ॥ ४१

गङ्गाधर बाबुराम गिरीशचन्द्र सारदाः ।

वन्दरामोदन्द्रनाथो शशिभूषण भूषता ॥ ४२

कान्ता मादह रिताय शरच्चन्द्र निरञ्जनाः ।

नामका रामकृष्ण्य सिद्धमन्त्रा भवन्तारामौ ॥ ४३

শ্রী: অ:

In the beginning of the Last Part, many people gathered around him. Of them, the names of his followers worth mention are as follow: Narendra Nath Rakhal, Jogindra Nath, Taraka, Gangadhara, Baburam, Girishchandra, Sarada, Balaram, Upendra Nath, Sashibhushan, Bhupati, Kali, Latu, Harinath, Saratchandra, Niranjan. These are the constantly attached followers of Sri Ramakrishna. 49 to 52

বঙ্গানুবাদ : —

ভগবানের শেষ জীবনের প্রধান বহু ব্যক্তির সমাগম হইল। তন্মধ্যে বেশকল ভক্ত তাঁহার নিজ নাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিত্য জীনা প্রচারার্থে আগিয়াছেন তাঁহাদের কিসি নাম বলা হইতেছে। যথা নরেন্দ্রনাথ হাথালরাজ, বোক্ষিজননাথ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, গিরিশচন্দ্র, সারদা, বলরাম, উপেন্দ্রনাথ, শশিভূষণ, ভূপতি, কালী লাতু হরিনাথ শরচ্চন্দ্র নিরঞ্জন এই সকল ভক্তই ভগবান জীবামহাশয়দের নিত্যগিদ্ধ গিদ্ধ ভক্ত। ৪৯।৫০।৫১।৫২

एतद्रूपाः सन्ति चान्ये तदा यतः सहस्रशः।

अथ वसन्तले मर्त्ये स्वर्गे च दृश्यते स्फुटम् ॥ ५३

अनन्त भक्त प्रवरा विद्यन्ते च जले स्थले।

एवन्तद् भक्तवर्गाणामन्येषां विदुषामपि ॥ ५४

मेसनं बहुधा ह्यासीत् श्रीरामकृष्ण योगिना।

तन्नामान्यत्र संक्षेपात् कथ्यते कौतুকাत् किञ्च ॥ ५५

श्रीतर्करज वेदान्तवागीश पद्मलोचन।

महর্षि देवेन्द्रनाथ গৌরী পরিহৃত সংস্কৃতিঃ ॥ ৫৬



১য়ঃ অঃ

Such devotees are seen in the heaven, the earth and the lower regions even to-day. Beside these, there are also innumerable devotees in land and water. They meet Sri Ramakrishna in various ways. To cite a few examples, we may mention Sri Padma Lochan Tarkaratna Vedantabagish, Maharshi Devendra Nath Pandit Gouri. 53 to 56

বঙ্গানুবাদঃ—

আমি পর্যন্ত এইরূপ অসংখ্য ভক্ত বর্গে ও মর্ত্য ও পাতালে প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হই। ৫৩

এবং ইহা ছাড়াও অনেক স্থানে অনেক ভক্ত আছে। এইরূপভাবে ভগবানের অনেক ভক্তবর্গ এবং অল্প পণ্ডিতবর্গেরও ভগবানের সহিত বহু প্রকারে মিলন হয় কোহলবশতঃ এইস্থলে তাঁহাদের নামও বলিতেছি। তঁহঁদের বেদান্তবাগীশ পদ্মলোচন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতি। ৫৪।৫৫।৫৬

বিদ্যাসাগর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি পণ্ডিতৌ ।

কেশবচন্দ্র সেন চ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকঃ ॥ ৫৩

শ্রীরামকৃষ্ণদেবিন চৈবামাসৌ সন্মিলনমঃ ।

যেন তে পণ্ডিতাঃ সর্ব্বং হ্যস্মৈ দর্শনমাপ্নতঃ ॥ ৫৪

জীবন সফল হইয়া গিয়াছিল তঁহঁদের : কিনা ভবন ।

ততঃ শ্রীসারদাদেবী গঙ্গাস্নানায় তস্য চ ॥ ৫৫

দর্শনাথে গতা মধ্যে পথি সঙ্গবিবর্জিতা ।

দস্যুহস্তাদিমুক্তা সা দক্ষিণেশ্বর সঙ্গতা ॥ ৫৬

Vidyasagar, Vidyakrishna Goswami, Keshab Chandra Sen, the preacher of Brahma religion. Such great scholars became blessed even at the very sight of

ইয়ঃ অঃ

Sri Ramakrishna. Then while proceeding on her journey with a view to taking a bath in the holy Ganga and also paying a visit to her husband, without any companion she fell into the hands of robbers but she reached Dakshineswar without any harm. 57 to 60

বঙ্গানুবাদ :—

পণ্ডিত বিহাঙ্গর বিজয়কৃষ্ণ গোবিন্দী এবং আশ্বখের প্রতীষ্ঠাতা বৈশব চন্দ্র সেন । ৫৭

এই সকল পণ্ডিতগণের সহিত যগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন হয় । এবং তাহার জন্ত সেই সকল পণ্ডিতগণ ঠাকুরের দর্শনবাজে নিজ নিজ 'জীবনকে' ধন্য মনে করিয়া দূতার্থ হইয়াছিলেন । ৫৮

তৎপরে শ্রীমতী সাবদাদেবী গঙ্গাভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের দর্শন জন্য কানারপুকুর হইতে বাইতে বাইতে পবিত্রার্থে লক্ষণীয় হইয়া দৃশ্য হস্তে পণ্ডিতা হন তৎপরে দক্ষিণেবরে ঠাকুরের সহিত মিলিত হন । ৫৯

মথুরিণ ভগবত স্তীর্থযাত্রা সমাগমঃ ।

তীর্থ প্রত্যাগতম্বাসী স্বকাম্ভা সারদা তদা ॥ ৬১

স্বরূপ জ্ঞানদানিন কৃতার্যামকরীষ তা ।

রামেশ্বরস্য নির্যাস তত্পুত্রঃ পূজকৌমবত্ ॥ ৬২

কেশবচন্দ্র সেনস্য ঠাকুরিণ সমাগমঃ ।

বিজয়কৃষ্ণ যোগেশ্বামো যদনুপ্রদতঃ প্রভুঃ ॥ ৬৩

মহাদ্বৈতধর্ম পরিব্রজ্য কৃষ্ণসেবাং চকার হ ।

স্বমাতৃমরণ প্রেতকল্যে সর্বমকারয়ত্ ॥ ৬৪

Then Thakur's pilgrimage to various holy places with Mathur ; On his return, revelation of his real self

ইতঃ অ:

to Sarada ; after the death of Rameswar appointment of son as the priest; Keshab Chandra Sen's visit to Thakur ; by grace of Thakur, conversion of Vijoy Krishna Goswami from Bramha religion and his initiation to the holy services of Lord Krishna ; after the death of Chandra Devi, performance of her last rites by Thakur's nephew.

61 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মধুরের সহিত ঠাকুর ভীর্থ যাত্রা করেন এবং ভীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্নী গারদাসেবীকে তাঁহার বখাৰ্থ খবরটি কি জাহা জানাইয়াছেন ।  
ব্রাহ্মধর্মের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বারলাল ভবতারিণীর পূজক হন । ৬১।৬২

কেশবচন্দ্র সেনের সহিত মিলিত হন । এবং প্রকৃ বিজয়হক গোবামী ঠাকুরের রূপায় আকুলমাজ পদিত্যাগ করিয়া কুলদেবতা ভগবান হকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন ।  
তৎপরে ঠাকুরের মাভা চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মপুত্রের দ্বারা তাঁহার ঐকটমহিক কার্য করা হইয়াছিল । ৬৩।৬৪

তত্র কীলাহস্তো জালা নানাভাসসমাগমাৎ ।

শিষ্যাঙ্গান' নিৰ্ব্ব্যানস্ব নরেন্দ্রস্য ক্তার্যতাং ॥ ৬৫

ঠাকুরস্যন্তলীলৈব' বর্ণিতাস্তজ্ঞনৈঃ পুরা ।

নিবেশিতা মহাভাগা স্তদু' মস্তাঃ'চন্তমর্হ'থ ॥ ৬৬

এবন্তদুগ্ৰন্থ সম্পূর্ণ' ক্ততবান্' অন্যক্ৰত' স্বয়' ।

যুগাধতার' চরিত' যদুক্ত' পদ্যযোনিনা । ৬৭

তদেবোক্ত' ময়াপ্যত্রনৈমিষে' সবিধে' চ ব' ।

তমেব পুরুষ' জ্যেয' কালী' নিত্য' মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৮

इयः चः

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Bramha about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে যহ ব্যক্তিঃ সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কোলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর নিষ্কণ্টকে আহ্বান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিম্নধামে গমন করেন। ঠাকুরের চক্ৰবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসবল মহাভাগ্যবান মহাত্মা জন আবার ক্বনা করিবেন। ৬৫/৬৬

এককর্তা এইরূপ ভাবেই গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন। স্বয়ং পরমেশ্বান ব্রহ্মা ব্রহ্মবৃণ্ডে রাজর্ষি ভগীরথকে বৃণ্ডাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা বাহ্য বলিয়াছেন আনি অর্থাৎ শ্রীমদেব জীব এই নৈমিত্ত্যবশ্য আপনাদেব নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিকৃষ্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যই ধ্যান করিবে।

‘श्रीरामकृष्णदेव’ हि भगवन्त’ जनार्दन’ ।

ऐश्वर्य माधुर्य’ रसाधाररूप’ सनातिनम् ॥ ६८

कामिनोकाञ्चनत्यागाद्वর্ণोत्तिम समुद्भवात् ।

पाङ्गुण्य परिपूर्णञ्च भजित’ मधुसूदनम् ॥ ७०

इति श्रीभक्तितीर्थ’ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमह’स्यां  
संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य महाजन वार्त्तारूपो लीला-  
विलासाख्यखंडतोयोऽङ्कः । ३

इयः अः २

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam, describing a brief sketch of his life.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কামিনীকাকন ভাগী ভক্তিগুণে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ণ হেতু প্রার্থ্য ও মাধুর্য রসের আধার সনাতন জনার্দন যদুদমন ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবই বলিদুগে ভজনীয় । ৩২৭০

ভক্তিভীরুবিব্রিষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজনবাচী রূপ তৃতীয় অঙ্কে লীলাবিলাস বর্ণিত হইল ।

चतुर्थोऽङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथा प्रजल्पितः  
स्वामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः ।

तदोय पादाम्बुज धूलिघुसर  
कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १

धूमप्रहाधिक द्विपश्यत बह्वाब्द माधवे ।  
पितृसहागम स्तस्मिन्दक्षिणेश्वरधामनि ॥ २

तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथ रामकृष्णं पिता मम ।  
दण्डवत्तत् पादतले पतित्वा प्रणिपत्य त ॥ ३  
पुनः पुनः पादधूलिं पानिभ्यां प्रतिगृह्य सः ।

स्वमस्तকে सुविन्यस्य धन্যोऽहमिति चৌक्तवान् ॥ ४

I look forward to that day when I shall be blessed with the dust of the feet of those great men who treasure the uttering of Sri Ramkrishna in their heart Once early in the month of Vaisakh in the Bengali

ইয়ঃ শ্চ:

Then due to a very noisy and tumultuous atmosphere consequent on the gathering of people in large numbers Thakur's call to his followers, his blessing on Narendra Nath and lastly his intimate followers. I pray for their forgiveness if I have gone astray anywhere. Thus the book has been completed. I have said what had been told by Pdmayoni Brahma about the Avatar of Kali Yuga, who is to be worshipped by all who seek salvation. 65 to 68

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে বহু ব্যক্তিই সমাগমবশতঃ নানাপ্রকার কৌলাহল উপস্থিত হইলে ঠাকুর নিম্নবর্ণকে আস্থান করেন। নরেন্দ্রকে স্বরূপ দেখাইয়া নিম্নধামে গমন করেন। ঠাকুরের ভক্তবর্গ প্রায় এইরূপভাবেই তাঁহার বর্ণন করিয়াছেন অতএব সেইসকল মহাজাগ্রদান মহাজ্ঞান আবার কহা করিবেন। ৬৫/৬৬

এরূপতঃ এইরূপ ভাবেই এর সমাপ্তি করিয়াছেন। পরঃ পদ্যবোনি ব্রহ্ম ভক্তবৃণ্ডে বাজি ভগীরথকে দুর্গাবতার ভগবান শ্রীরাধকৃষ্ণদেবের নীলা বাহা বলিয়াছেন আমি অর্থাৎ শৌনক ঋষি এই নৈমিষারণ্যে আপনাতন্ত্র নিকট তাহাই বলিলাম। অতএব মুক্তিকামী জনগণ কলিযুগে ভগবান শ্রীরাধ-কৃষ্ণদেবের নিকটই ধ্যান করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবঃ হি ভগবন্তঃ জনার্দনঃ ।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রম্যধাররূপঃ সনাতনম্ ॥ ৬৫

কামিনোকাঞ্ছনত্যাগাহুর্নীতিমঃ সমুদ্রবাত্ ।

ঘাটগুপ্ত্য পরিপূর্ণাচ্চ ভজেতঃ মধুসূদনম্ ॥ ৬৬

इति श्रीभक्तितोर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितार्था भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य महाजनः वार्त्तारूपो लोला-  
विलासाख्यस्ततोयोऽङ्कः । ३

इयः अः -

We should worship Sri Ramkrishna in order to attain salvation in this Kali yuga.

Here ends the third chapter of Sri Sri Ramkrishna Bhagavatam, describing a brief sketch of his life.

दशानुवाच :-

अहं एव कविनीकाकन उग्राग्री शक्रपराजने अरुणोर्ध्वं च बाहु-शुभ्रं भक्तिपूर्णं  
हेतुं देवर्षी च माधुर्यं वनेन आचारं मनाहनं जनार्दनं मधुसूदनं उग्ररानं श्रीश्रीश-  
ङ्करदेवदेवं कनिष्ठं च त्रयमोद । ७३१०

अलिङ्गीर्यविरचितं श्रीश्रीशङ्कराङ्कडागवते श्रीश्रीशङ्कराङ्कदेवेन महाजनवातां  
रुपं कृतीर अहं नीलाविनागं वन्दितं हरेण ।

चतुर्वीङ्कः

श्रीरामकृष्णस्य कथां प्रजल्पितः

स्मामि प्रधाना जन दुःख मोचकाः ।

तदोद्य पादाम्बुजं धूमिधूसरं

कदाभवेदस्य शिरोऽधमस्य मे ॥ १

धूमिधूसराधिकं द्विपटगतं वदाम्भ माधवे ।

पित्रासहागमं स्तस्मिन्दक्षिणेऽधममनि ॥ २

तत्र दृष्ट्वा जगन्नाथं रामकृष्णं पिता मम ।

दण्डवत्तत् पादनले पतित्वा पतिपत्य तं ॥ ३

पुनः पुनः पादधुनिं पानिभ्यां पतिगृह्य मः ।

समस्तां सुबिन्दुस्य धन्योऽहमिति शीतशान् ॥ ४

৪র্থঃ অঃ

year 1290. I had been to Dakshineswar with my father. As soon as my father met Sri Ramakrishna, he fell at his feet, took the dust of his feet on his head and felt blessed. 1 to 4

দক্ষিণেশ্বর :-

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথানুসারে বারানসির কথা জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা বৈদ্যনাথ মহারাজগণ আছেন। তাঁহাদের পদধূলি দ্বারা কতদিনে আমার মস্তক ধুয়ে বর্ণে রঞ্জিত হবে। ১

১ বঙ্গীয় সন ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসের ঐশ্বরে আমি শিষ্টদেবের সহিত দক্ষিণেশ্বরে গাণী রামমণির মন্দিরে বাইরাহিলাম। ২

সেই স্থানে আমার শিষ্টদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বর্ণনা করিবারাজ মগধের তাঁহা পদতলে পদতলে পতিত হইয়া প্রণামপূর্বক হইতে হইতে তাঁহাদের পদধূলি পুনঃপুনঃস্বীয় নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া আনিতে হইলাম এই কথা বলিয়াছিলেন। ৩।

ततस्तयोः पूर्ववत्त संवादानन्तरं पिता ।

पुनर्भगवतस्तस्य पादधूलिं प्रगृह्य सः ॥ ५

मम मूर्ध्नि, ददौ भक्त्या वसुवर्षं दयःक्रमे ।

पानिभ्यामपि तत्पादौ विधृत्य जगती पतिः ॥ ६

तत्र स्वमस्तকं न্যस्तं पुস্তপুস্ত বলেন হি ।

তদা ন চালনেশক্ত স্তত্ পাদপদ্মমন্তুভিঃ ॥ ৭

ततः स्वहस्तं मम मूर्ध्नि, दत्वा

प्रीत्याच यत्तत्र मया विबोद्धं ।

शक्यं मुहूर्त्तं गतं चेतनं हि

रूपाकणा तेन विस्मृता मे ॥ ८



৪র্থঃ অঃ

After they had exchanged greetings and talked on matters relating to friends and relatives, my father bent my head down to his feet. By virtue of merits acquired in my previous births, I had been fortunate enough to have the feet of Sri Ramkrishna placed on my head. He blessed me with his hand on my head. I was then a boy of eight years and so I could not understand what he said, nor could wash his feet with my tears. I remember to have lost my sense for a while. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ :

ঠাকুর এবং নিজা উভয়ের পূর্ব কথা অর্থাৎ কেমন আছে ইত্যাদি সামান্যিক বৃত্তান্ত আলাচনার পর আবার নিজা আবার মন্তকে ঠাকুরের পদধূলি দিয়া ভগবানের পাদদুগলের মধ্যে আবার মন্তকও মত করাইয়াছিলেন। তখন আবার বয়স ৮ বৎসর আমিও পূর্ব-পূর্বজন্মের গুণগুণবশতঃ সেইটি হস্তে ঠাকুরের হুইটি পাদপদ্ম মন্তকে ধারণ করিয়াছিলাম কিংবা তখন আমি বালক বশতঃ তাঁহার পাদপদ্ম অঙ্গ বিধোক্ত করিতে পারি নাই। ৫।৬।৭

তৎপরে ঠাকুর আবার মন্তকে করণ দিয়া কি বলিলেন তাহা বুঝিতে না পারিলেও তিনি যে আমাকে কৃপা করিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। এবং অনেককণ লজ্জাহীন হইয়াছিলাম।

নয়া জ্ঞানং ময়া কিন্তু ইত্যাশীর্ষাদ শ্রুতম্।

পণ্ডিতৌহুঃ মবিধ্যামি দীর্ঘায়ুয় ন সংযয়ঃ ॥ ৭

সমাশ্রীতি বয়োবর্ধং গতঃ প্রায়ৌধুনা মম।

পণ্ডিতৌহুঃ প্রত্যশ্যামিঃ পদংগিতা ॥ ১০

নতঃ প্রসাদীয় সুমিষ্ট মিষ্ট দ্রব্যানি পিত্তে মম দেবদেবঃ।

দত্তা মহাভয়ং যুতো মহাত্মা বিসর্জয়ামাস শুভচিত্তঃ ॥ ১১

৪র্থঃ অঃ

ততঃ পিতা তব সরিহরায়া ঘটে সমানোয় হি তত্ প্রদত্ত ।

ভোজ্যং ময়াসিদ্ধি মছৌপবিত্রং সংমেজয়ামাস জলস্ব মাঙ্গ্ ॥ ১২

Afterwards I understood that he had blessed me to the effect that I should be a scholar and live a long life. Now at this age of eighty seven years, admired as I am by many a great scholar, I feel to day the infallible effect of his blessing. He gave us sweets and felt sorry that we could not stay longer that day. We then, went to the river and shared the sweets and quenched our thirst with the holy water of the Ganga. 9 to 12.

বিশ্বানুবাদ :-

তৎপরে বৃদ্ধিলাব ঠাকুরের আশীর্বাদ আমি বীৰ্য্যঃ ও পণ্ডিত হইব ।  
সতএব উপস্থিত আমার বয়স আর ৮৭ মণ্ডাবিতি ইহা বীৰ্য্যদূর পূর্ণ লক্ষণ এবং  
পণ্ডিতবর্গ আমাকে প্রভা করেন ইহাও পণ্ডিতের লক্ষণ সতএব ঠাকুরের  
আশীর্বাদ অকরে অকরে প্রত্যক্ষ হইতেছে । ১১০

তৎপরে ঠাকুর এসাদীর সিঠার আমার পিতাকে আনন্দের সহিত দিলেন  
কিন্তু পিতা সেদিন সেখানে না থাকায় ঈশ্বরের সহিত আরাধনাকে বিদায়  
দিলেন । ১১

তৎপরে পিতা গঙ্গার কাটে বসিয়া আমার সহিত ঠাকুরের প্রদত্ত সিদ্ধি  
ভোজন ও গঙ্গামল পান করিয়াছিলেন । ১২

ততস্তম্বা রামমণে মন্দিরাহুহিরামতঃ ।

বাল্যচাপনতযাছ পিতর সৃষ্টবাম্বুতা ॥ ১৩

ননামদয়ডবহুতাশ মবান্ য মন্দিরান্মরি ।

কৌণ্ড্য জনঃ পিতৃব্যঃ কিং ভবতঃ কথ্যতাং মম ॥ ১৪

४थः अः

श्रुत्वेव मुक्तं भी पुत्र सर्वेषां नः पिताद्ययः ।  
यद्यीकाममित्यन्तः सर्वेषां मातुली भवेत् ॥ १५  
तया श्रीरामकृष्णोऽयं भगवान् जगतः पिता ।  
वैकुण्ठादवतोर्लोचनमद्वयं हृत्तये ॥ १६ ॥

On coming out of the temple premises, "Who is he whom you so honoured in the temple? Is he your father or so?" At this my father replied, "Dear son, he is father to all, just as the moon is everybody's uncle. He is God Himself descended from heaven to the earth for the good of humanity, and is known as Sri Ramakrishna." 13 to 16

৪র্থঃ অঃ

एव' शेषवतस्तस्य भगवद्भाव चिन्तनात् ।  
नान्य देवे दृढा भक्तिर्भवेन्मेऽत्र कदाचन ॥ १८  
सचन प्राण संयुक्त दिव्यमूर्त्तः समीचणात् ।  
परन्तु स्वापकाले मां प्रायगो निजमूर्त्ति धृक् ॥ १९  
पुरुषः सुसमायातः सहास्यमवदध सः ।  
कुमलं तव भो पुत्र गमिष्यामि यथागतम् ॥ २०

Those who do not see Sri Ramkrishna and who are not seen by him live a miserable life. From that time onwards to this ripe old age no other gods save Sri Ramkrishna can command my devotion so profoundly. From time to time in my sleep, I often would see him standing before me and saying, "Dear son, I think all is well with you. I now go off to the place from where I had come." Yet I thought that it was a dream and might be an effect of constant thinking. 16 to 20

বঙ্গানুবাদ :-

অতএব যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন না করেন এবং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহাকে না দেখেন সেই সকল লোক জিলোক নিম্নিত অর্থাৎ তাহাদের দেহ হৃৎকোষস্থ । ১৭

এইরূপভাবে বাল্যকাল হতে আজ পর্যন্ত সেই ভীষণ ভগবদ্ভিগ্রহ চিত্ত করিয়া অত কোন সেবতাতেই ভ্রষ্ট ভক্তি কখনও হয় না এবং সেই বাল্যকাল হতে অভাববি আবার নিদ্রিতা অবস্থায় প্রায়ই ঠাকুর সেই হৃৎকোষে আসিয়া সহস্র বদনে বলেন শুধু গুরু তুমি ভাল আছত আমি চলিলাম যেখান হতে আসিয়াছি সেইখানে এইরূপভাবে মধ্যে মধ্যে ঠাকুর আমারকে দেখা দিলেও আমি ভাবিতাম ইহা আমার মনের বিকার । ১৮।২০

४थः अः

पूर्व्ववन्निद्रितावस्थां गतं प्रत्यक्षतां गतः ।  
 एव' बहु तिथे वर्षे' गते देवोऽवदच्च मां ॥ २१  
 मञ्जीली विलिख त्व' भो देवभाषायुतां सुधीः ।  
 त्वामह' संवदिष्यामि माभैषीः पण्डितो भवान् ॥ २२  
 तदादेशमिमं प्राप्य समाय' परमोद्यमः ।  
 धन्योऽहमिति मत्वा तच्चरित' रचित' मया ॥ २३  
 अतोऽत्र यः प्रमादी मे स्रुतिं वा या भविष्यति ।  
 ते चन्तव्ये महाभागेस्तद्गतैः कथथापरैः ॥ २४

When I was about fifty years old, one night he appeared before me and said, "Oh scholar, write a book on my life in Sanskrit. I shall guide you. Don't fear. You are a scholar." It is at his behest that I have lunched upon this venture. I consider myself to have been blessed by him and accordingly I have ventured to compose this book. Hence I hope to be excused for any omission or commission by his most kind-hearted and benevolent devotees.

21 to 24

वदन्निद्रितः—

रदन आशय वदन पञ्चान्नं वर्षं एवम एकस्मिन् पञ्चरात्रे आशय  
 चतुर्मासोऽत्र एका विविध आशय पञ्चरात्रं यत् आशय पुनः पुनः बलिनेन  
 त्वमि आशय नीला देव आशय अर्थात् गङ्गायाः आशय निव । त्वमि पठित  
 अट्टमं च पाहोराय कारण किञ्चात् नहि । यदि वन आशि आशय नीला आशि  
 नहि आशि । हरेण आशि टोयाक आशय नीला आशि नहि निव । २३।२२

श्रीश्रीराम कृष्ण आशय पाहोराय आशय उडय मास हरेण च आशय फल  
 आशि आशय वद वन कश्चि । आशय नीला वदने अट्टमं हरेण निव । २०

৪র্থঃ অঃ

অতএব আমার এই লেখার মধ্যে বহুপ্রকার ভুলত্রুটিগুলি ঠাকুরের  
দশানীল চন্দ্রবর্মা মহাশয়জগৎ কৃপা করিবেন হেঁশেই আমার একান্ত প্রার্থনা । ২৪

অধুনা ধন্যরূপস্য রূপস্য পরমাত্মনঃ ।

তত্ পাদমশুমিঃ সিক্তা ধন্যোঃ স্তি তত্ জপাসিতঃ ॥ ২৫

প্রাক প্রত্যক্ষোক্তং যদি ভগবত্ পাদপদ্মজং ।

তচ্ছিন্তয়া যাতু কালং বাসনেয়ং সদা মম ॥ ২৬

इति श्रीधन्यकृतुं भगवद्भक्त्यनुपरिचय रूपं चतुर्थं बल्लौ ॥ ॥

I wash his feet with tears of gratitude as I have been blessed by his grace and see him enshrined in my book. I long for the day when I shall breathe my last meditating on those feet which I had seen in my childhood. 25 to 26

Here ends the Fourth chapter describing the writer's personal experience and meeting with Sri Ramakrishna.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্প্রতি প্রদ্রাণে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার পাদপদ্ম অঙ্গজলে অভিষিক্ত  
করিয়া তাঁহার কৃপালাভ বস্তু হইতেছি । ২৫

পূর্বে অর্থাৎ বাগাবদ্বার্য বে পাদপদ্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই পাদপদ্ম  
হুটি আমার জীবনান্ত কালের শেষ নিঃশ্বাস জ্যামের সময়ে চিন্তা করিতে সমর্থ  
হই হেঁশেই আমার একান্ত প্রার্থনা । ২৬

এইট লেখকের ভগবানের বর্ণনের পরিচয় । চতুর্থ বল্লী ।

अथ स्वर्ण निर्देशरूपा पञ्चमावल्लौ ॥ ५

• त्रेतायुगे दाशरथिः श्रीरामो भगवान् स्वयं ।

वैकुण्ठं सम्प्रतित्य जायोऽध्यायां मुक्तिधामनि ॥ ५

৫ম: অ:

আবিরাসৌদধায়েব রাজসানাং দুরাকনাং ।  
 সহস্রসংরচণায় প্রজানাং রত্ননাথ চ ॥ ২  
 আবিরাসৌ কলৌ তদ্বৎ কামারপুকুরে প্রমু: ।  
 গদাধর ইতি খ্যাতি লোলার্থ্য রঘুনন্দন: ॥ ৩  
 প্রসৌত দ্বাপরযুগে যথা শ্রীভগবান্ স্বয়ং ।  
 গোলোকাদাম্রজত্ কৃষ্ণ: স্বধাম ব্রজমণ্ডলং ॥ ৪

In the Treta Yuga God manifested Himself as Ramchandra, son of King Dasarath of Ayodhya to kill demons, uphold religion and make the people rich and prosperous. In the same way, God appeared as Gadadhar at Kamarpukur in this Kali Yuga to do His own will. In the Dwapar Yuga God appeared as Sri Krishna and did all he intended to do in Brajadhama and Dwaraka. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এবং তাঁহার বহনরূপের পরিচয় বলা হইতেছে ।

সনাতন ধর্মসংরক্ষণ ভারতীয় প্রজাবর্গের আনন্দদান এবং হুই দাক্ষসকুল ,নির্মূল করিবার জন্য ত্রেতা যুগে বহু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নিজধাম বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক বর্তমানলোকে নৃত্তিকোন্ডে অবোধাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

সেই রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্রই কলিযুগে লীলার জন্য কামারপুকুরে গদাধর নামে আবির্ভূত হইয়াছেন । ১২৮০

তৎপরে দ্বাপরযুগে সক্তিবানন্দ নৃত্তিতে বহু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজধাম গোলাক হইতে প্রত্যর্জনে । ৪

५मः अः

पित्रादिस्वर्गयुक्ताः सच्चिदानन्द विग्रहाः ।

या या लोलायकारासौ व्रजे मधुपुरे तथा ॥ ५

द्वोरकायां विजयेण सच्चिदोद्भूत संवृतः ।

वङ्गदेशान्तरेचात्र कामारपुकुरे प्रभुः ॥ ६

कलिकाता नगर्याश्च तथा यो दक्षिण खरे ।

आदि मध्यान्तर लोलायतद्रूपा. कृतवान् स्वयं ॥ ७

भगवान् रामकृष्णस्तु पूर्वैः परिकरेः सह ।

खुदिरामः पिताचाप्य वसुदेवोऽस्य देवकी ॥ ८

In the same way God appeared as Sri Ramkrishna at Kamarpukur in Bengal and performed his activities in three stages, early, middle and late, in the city of Calcutta and at Dakshineswar. Here again he was accompanied with his previous associates. Basudev who was father of Krishna in the Dwapar Yuga appeared as Khudiram, so also Devaki as Chandra Devi.



৫মঃ অঃ

চন্দ্রাভ্যস্য জননী জ্যেষ্ঠ স্নাতা মহাশলঃ ।

শ্রীরাংকুমারস্যাত্র বলভদ্রো ন সংযতঃ ॥ ৫

রাংেশ্বরো মহাভেবঃ শ্রীগোপেশ্বর সংশকঃ ।

ব্রজে নিত্যা স্থিতির্যস্য কৃষ্ণলীলেচনায চ ॥ ১০

কাভ্যায়নী মহামায়া শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী চ যা ।

শ্রীমতী জানকী দেবী শ্রীমতী যা চ রাধিকা ॥ ১৭

ত এষ সারদাভেবো কীলাসম্পূর্ত্তিকারিণী ।

যগোদা ভৈরবীভেবো দাতৃসল্যাধাররূপিণী ॥ ১২

Balavadra as Ramkumar, Sri Gopeswara as Rameswara, Katyayani, sister of Sri Krishna, as Janaki Devi, Radhika as Sarada Devi, Jasoda as Bhairabi.

9 to 12

বদ্রানুবাদ :-

শ্রীকৃষ্ণজন্মের নিতা বহুদেবীই গদাধরের নিতা কুশিরাব । এবং স্নাতা চন্দ্রাভেবীই বহুদেব পত্নী দেবকী । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হুগণ্ডিত শ্রীরাংকুমার পণ্ডিতই মহাবল বলভদ্র বা বলরাম । ইহা নিঃসন্দেহ । ৮/১০

ঠাকুরের বধ্যম ভ্রাতা রাংেশ্বরই ভগবান গোপেশ্বর মহােশব যিনি কৃষ্ণগৌল্য দর্শনার্থে নিতা অশ্বধামে বাস করেন ॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী যোগবাসীই ঠাকুরের ভগিনী কাত্যায়নী । জনকনন্দিনী সীতা ও বৃন্দাশ্রনন্দিনী রাধা এই দুইটি শক্তির একাধারে একাধ লীলানুপূর্ত্তিকারিণী সাক্ষাৎ গদাধর কান্তা মহাভাব বরুণিণী ভগবতী শ্রীমতী সারদাভেবী এবং বাৎসল্যভাবের আধার স্থানীয়া ভৈরবী দেবীই বর্ণোদা । ১১/১২

ভগিনী রাংকৃষ্ণস্য সাচাত্ শ্রীঃ সর্বমঙ্গলা ।

জটধারো রাংলান্যাবিগ্রহস্য সুসিদ্ধিঃ ॥ ১২

५मः अः

श्रीरामचन्द्रमन्त्रन्तुयस्माच्चग्राह मे प्रभुः ।

ब्रह्मर्षिः श्रीवशिष्ठस्तु तोतापुरीति नामकः ॥ १४

श्रीरामलक्ष्मणदेवस्य गुरुर्योऽद्वैत साधकः ।

हृदयो हलधारी च मुख्यभावेन सङ्गतौ ॥ १५

श्रीदामः श्रीलक्ष्मणश्च मिलितौ तत्सहायकौ ।

यथा श्रीरामलीलायां सागरं गतं योजनम् ॥ १६

Lakshmi as Sarbamangala, sister of Sri Ramkrishna  
Sage Agasta as Jatadhari; Vashistha as Totapuri, Sri  
Dama and Sri Lakshmana as Hridaya and Haladhari  
respectively. 13 to 16

दशानुवादः

एवं श्रीरामकृष्णदेवश्च कनिष्ठं भक्तिनी सर्वभक्ता लेशोहे सर्वभक्तमहादिनी  
नक्षीवकृता । दावलागा दिग्रह लेशो जटाधारी गायुहे अगस्त्य मुनि । विनि  
ठाकुरके दामद्वे श्रीलक्ष्मण कविता निश्चिन्तन करान् । १०

जोटापूरी लग्नालीहे गायान् दक्षर्षि बनिष्ठं । विनि जगवान् श्रीरामकृष्णदेवश्च  
अद्वैत दक्ष गायनाश्च ॥ ११

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्यमकरोत् स महाकपिः ।

महाबोरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिष्टक् ॥ १७

तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।

श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ १८

गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकयामृतं ।

ददौ तज्जङ्गवादिभ्यो येन ते नरतां गताः ॥ १९

स्वयंरूपिनावतीर्य श्रीरामकृष्णं नामधृक् ।

अभवद्भारचार्यं जीवानां भुक्तिहेतवे ॥ २०

कलौ पीतावनारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।

यन्नामतो ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वर्ण निर्देशरूपा पद्मना-  
बल्लो ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name man can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

४र्थः अः

लङ्घयित्वा राम कार्यमकरोत् स महाकपिः ।

महाबोरो रामदासः श्रीरामादपि शक्तिष्टक् ॥ ८०

तथात्र श्रीनरेन्द्रस्तु श्रीरामकृष्णसेवकः ।

श्रीरामकृष्णदेवस्य कृपया करुणा निधिः ॥ ९८

गत्वा सिन्धोः पारमपि रामकृष्णकयामृतं ।

ददौ तज्जङ्घादिभ्यो येन ते नस्तां गताः ॥ १८

स्वयंरूपेनावतीर्णः श्रीरामकृष्ण नामधृक् ।

अभवद्गङ्गाचार्यः जीवानां भुक्तिरहितवे ॥ २०

कनौ पीतावनारोऽयं ऋषिवाक्यानुसारतः ।

यत्नामती ध्रुवामुक्तिर्भविष्यति न संशयः ॥ २१

इति श्रीभगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य स्वमण निर्देशरूपा पञ्चमा-  
वहन्ती ॥ ५

Just as the mighty Hanuman served the will of Ramchandra by crossing over the sea, so also Sri Narendra crossed the seas to preach the message of Sri Ramkrishna among people who were spiritually blind. God Himself appeared as Sri Ramkrishna to the suffering humanity. According to the predication of the ancient sages, He is the Pita Avatara of Kali Yuga, by enchanting whose name men can undoubtedly attain salvation. 17 to 21

Here ends the Fifth Chapter enumerating the followers and associates of Sri Ramakrishna.

৪র্থঃ অঃ

বদ্রানুবাদঃ—

ভগবান শ্রীশ্রীমদ্রামকৃষ্ণদেবর্ষে স্বরূপে আবিস্কৃত হইয়া কলিহত জীবনকালের  
সনাতন ধর্মের রক্ষা ও মুক্তিলাভের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন । ৩০

বাহির নাম লইবামাত্র মুক্তি হয় ইহা বোধ গুরাগাদি গুরু শাস্ত্রের শিক্ষা  
মত বা সর্বোত্তম সাধন বলিয়া বহাগুরুবগণ বলিয়াছেন । ২১

ইহাই শ্রীভগবান শ্রীশ্রীমদ্রামকৃষ্ণদেবের স্বগণ নির্দেশরূপ নক্সবস্ত্রী সমাপ্ত  
হইল । ৬১

চন্দ্রার্শে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য প্রণামাদিনা মঙ্গলাচরণরূপা

পদ বহুলী । ৬

প্রণম্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব' বাচামগোচর' ।

বুধে মন্দিরাশ্রয়া ভক্ত্যা স চ বাগ্‌বিপয়ী হতঃ ॥ ৭

বিগত বহুসমাগ্রে ঘোরসিঁদ্বী যশস্বত্

অজনপুর নিবাসী যেষাংবীরাঙ্গসিঁহঃ ।

অকৃত পরম ভক্ত্যা যস্য মূর্খোঃ প্রতিষ্ঠা

নিখিল জনশরণ্যো রামকৃষ্ণঃ স জীযাত্ । ২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মাহাত্ম্যামুনাপি চ ।

দৃশ্যতে মদ্বদাশ্রয়' তত্‌স্ব্যেব'বুভির্জনৈঃ ॥ ৩

আকাশচার বেলায়াং শ্রীমন্দির বিলঙ্ঘনে ।

প্রাণাত্যয়ঃ পতাঙ্কানাম্‌ ভবেদেব ন সংশয় ॥ ৪

I bow down to Sri Ramakrishna. It is due to my folly that I try to catch Him in the net of letters even though no words can reach Him Some.

৬৪: অ:

eight hundred years ago. Birsinha, King of Bishnupur, founded the stony image of Sri Sri Ramakrishna. Occasionally the glory of His divine presence is felt even now by the people of the locality. Any bird that attempts to fly over the temple falls down and dies. 1 to 4

বঙ্গানুবাদ :-

অনন্তর ঐশ্বর্যের প্রদত্তে বংশীতে ঐহিক প্রতিষ্ঠাতা দেবতা ভগবান ঐরামকৃষ্ণের প্রণাম ও কিঞ্চিৎ সাহায্য বর্ণিত হইতেছে। বাক্যাতীত ভগবান ঐরামকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্বক আমার অনবুজ্জিতাবশতঃ আমি তাঁহাকে বাক্যের বিবরীকৃত করিতেছি। ১

এই আট শত বৎসর পূর্বে বাঁকুড়া প্রদেশের অন্তর্গত এসিদ্ধ বিষ্ণুপুর নামক রাজধানী নিবাসী যশোবন্ত পরম বৈষ্ণবানুসঙ্গদ্বন্দ্বিতা বীরসিংহ নামক বিগড় ভক্তিপূর্বক ঐশ্রী-রামকৃষ্ণের একটি শিলাবদী জীবন্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সমগ্র জনগণের মহনমস্কা ঐশ্রী-রামকৃষ্ণের অধুনা হউন। ৩

এই রামকৃষ্ণ বিগ্রহের মহিমা অতীব আশ্চর্য। অত্র পর্যন্ত সেই স্থানের সংবাদটি আর জ্ঞান করেন। শক্তিগণের আকাশ পথে গমন সময়ে মন্দিরের চূড়া বা চক্র লক্ষিত হইলে তৎক্ষণে মন্দিরের সম্মুখে পতিত হইয়া পূজ্য। ৪৪ যদি সেই সময়ে পূজারী প্রাণে বেদিত্য পক্ষীর দ্বাৰে চরণানুত যেন তবে তৎক্ষণে সেই পক্ষী জীবিত হইল উড়িয়া যায়। ৫৪

স্বৰ্ণামূল মংগল্যাম্বুধন- প্রাপ্তবলি ন।

কবাক্ত নিমগ্নবিহ্বল- ভোগ্যে দৃশ্যতে মৃত্যুং ॥ ৫

৬৪: অ:

অতস্মিকালসত্যত্বাতিবসত্যমभिधीयते ।

रमन्ते योगिनोयत्र निर्विकल्प समाधिना ॥ ৬

সৌন্দর্য শ্রীরামকৃষ্ণস্তু বিষহান্তর ধারকঃ ।

নরাকৃতি পরমদ্বন্দ্বরূপো নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ৭

যা লীলাচরিতাস্তে নাব্যচিন্ত্যানন্তশক্তিকাঃ ।

অতঃ শ্রীরামকৃষ্ণোদ্যং পূর্ণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং ॥ ৮

But if the holy water of Sri Ramakrishna is sprinkled on its body, it comes back to life. Again on the rice offered to the God, marks of fingers are distinctly seen. God Ramakrishna manifested Himself in human form at Kamarpukur. So our Sri Ramakrishna is undoubtedly God's own Self. 5 to 8

বঙ্গানুবাদ:—

এক বিগ্রহের অঙ্গভোগবান সময়ে অঙ্গের উপবিভাগে পাঁচটি অঙ্গুলির চিহ্ন দেখা যায় । ৫

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের তৈকালিক সঙ্গী বশতঃ ইহার নাম শ্রিত্য বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে । যে দ্বাবহকে যোগিগণ নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা অঙ্গানন্দ প্রাপ্ত হন । ৬

এবং ঠাকুর যে সকল দীনা করিয়াছেন সেই সকল অতিথ্য ও অনগ্রশক্তি প্রকাশক বশতঃ এই ঠাকুর দ্বাবহকে বহই পূর্ণ বরূপ স্বয়ং ভগবান ॥ ৮

गिब्रह्मादयो यै च मन्त्र वेद प्रवर्तकाः ।

श्रीरामकृष्ण माहात्म्य वर्णने तेऽपि न चमाः ॥ ৮

६४: अ:

तत् कृपालेश प्राप्तार्थं तदादेशादिलिख्यते ।

तद्वक्तैः श्रीमहाभागैः चन्तव्यं स्खलनं मम ॥ १०

नाहं कवियः प्रार्थी न मे चार्थागमे स्पृहा ।

आत्म संशोधनार्थाय ममायं परमोद्यमः ॥ ११

घुणाक्षरमिधै तेन यदि कस्यापि वा भवेत् ।

खल्वानन्दो ममैवासौ सौभाग्योदय उत्तमः ॥ १२

Lord Shiva and Bramha who are the makers of Tantra and Vedas are not capable of describing the glory of Sri Ramakrishna, I endeavour to scribble a sketch of his life at his behest that I may be favoured with a bit of his grace. Hence I hope that his kind-hearted devotees will graciously forgive me for my faults. I have no ambition for fame or fortune, It is all for self-purification that I have laboured on this book. I shall deem it a great fortune of mine if any words of this book are found to be worth appreciation by anybody, just as one gets delighted to see the shape of a letter among the innumerable dots on a piece of wood caused by wood worm.

9 to 12

वदन्नुवाच :-

एव एव वेदनाश्रय प्रकाशक वेदकल निव ददाति वेदता आह्वन  
तादात्म्यं विवाहक बहिर्वा वर्तते नमो ह्येव न । २



৬ষ্ঠ অঃ

ঠাকুরের কৃপাকণা পাঁহবার স্তম্ভ তাঁহারই আদেশে এই রামকৃষ্ণ ভাগবত সংকলিত হইয়াছে। মহাভাগ্যবান ঠাকুরের চকুবল মহারাঙ্গণ আমার ভ্রমপ্রবাহে ক্ষমা করিবেন। ১০

আমি লেখকগণের মত লুপ্তাতি প্রার্থনা করি নাই। এবং এমন আমার অর্থীগমেও লুপ্তা নাই। আমি আমার অসুখকরনের বিভক্তি কামিনার এই এই নিশিতছি। ঘুণ নামক কৌটের কাঠ দরশন বিন্দুর মধ্যে ২১টি বর্ণবিজ্ঞানের মত আমারও নানাপ্রকার অসমস্ত কথার মধ্যে যদি একটিও ভাল কথা দেখিয়া ভগবদ্ভক্ত আনন্দ লাভ করেন হেঁহাই আমার উত্তম নৌভাগ্য মনে করিব। ১১১২

वाक्येषु यदि मालिन्यं वाक्यत्रैर्दृश्यते यदि ।

तन्माज्জনেन मन्दोऽहमनुयाह्नोमहात्मभिः ॥ ११

लाङ्गव्या विमलेतीरे ध्यानयोगाश्रिताय वै ।

विश्वपावनकर्त्रे श्रीरामकृष्णाय ते नमः ॥ १४

अवलां सवलां कर्तुं यय शक्तः सुसाधनेः ।

क्रीडापुत्तलिकां कालीं रामकृष्णं नमामि तं ॥ १५

दक्षिणा कालिकां देवीं दक्षिणेखर पत्तने ।

धकार जायतीं यो हि रामकृष्णं नमामि तं ॥ १६

I bow down to Sri Ramakrishna who seated himself on the bank of the holy Ganga with his spiritual self poised on profound meditation and thought. I prostrate myself with great reverence to Sri Ramakrishna who made the stony image move with life and

৬৮: অঃ

played with the Goddess Kali like boy with a doll.  
I bend my head down to the feet of Sri Ramakrishna  
who could make the stony image of Dakshina Kali throb  
with life and consciousness. 13 to 16.

বদ্যানুবাদ : —

বাঁক্যজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ আমার বাঁক্যের মধ্যে পোষধর্ষন করিলে অতীত  
পূর্বক করা করিবেন হেঁদাই আমার একান্ত প্রার্থনা। ১৩

ভাগীরথীর বিত্তর ভীরে ধ্যানযোগাবলম্বী অগন্তবিরজকারী ভগবান  
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। তিনি অতীতম সাধনবলে প্রেতরম্বী অচলা  
কালিকাদেবীকে লচলা ও ক্রীড়াপুতলিকার মত করিয়াছিলেন আমি লেই  
হাসকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি। এবং দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালিকাকে জাগ্রতা  
অর্থাৎ সাধারণ নারীমূর্তির মত ভোজনাদি কবাইরাছিলেন আমি লেই হাসকৃষ্ণ  
দেবকে নমস্কার করি। ১৩/১৪/১৫

স্বভগ্নগণ প্রত্যক্ষামপিচক্রে সন্মোদয়া ।

চিন্ময়ী মাষ্টরূপেণ যো দেব স্তামহং ভজে ॥ ১৩

শ্রীরামকৃষ্ণকৃপৌ যৌ সন্তিদানন্দ শিখরী ।

তযৌরেক্যমভূদয়ত্র রামকৃষ্ণং নমামি তং । ১৮

শ্রীরামেণ কৃতঃ সেতুর্দুস্মরে লবনানর্ঘধে ।

রাবণস্য বধার্যায় শতযোজন বিস্তৃতঃ ॥ ১৮

মবার্ণবীত্ভারণায়ত্ফয়ামৃত সেতুনা ।

মবান্ধকৃপ মননানাং মবপারং প্রদর্শিতং ॥ ২০

৫৪. অ:

I worship Sri Ramakrishna who could bring down the Divine Mother to this world of physical reality and show Her to his devotees. I pay my homage to Shri Ramakrishna who is the unified self of Sri Ramachandra and Sri Krishna. Shri Ramachandra made a bridge to cross the sea to kill Ravana. Sri Ramakrishna showed us by his divine knowledge the way to bridge over the sea of suffering and to reach the land of eternal bliss.

17 to 20

বঙ্গানুবাদঃ—

বে রামহৃদয় নিজ উচ্চস্থানকে ও স্বকীয় গর্ভধারিত্বের দ্বার তিষ্ঠায়ী জগদমাকে প্রত্যক্ষ করাইরাছেন আমি সেই রামহৃদয়কে ভজন করি। ১৭

জ্ঞানানন্দস্বরূপ রাম এবং হৃদয় এই দুইটি বিশেষ বে গদ্যধরে একতাপ্রাপ্ত হইয়া ভগবান শ্রীরামহৃদয়দেব রূপে সাধারণের প্রত্যক্ষ হইরাছেন আমি সেই রামহৃদয়কে নমস্কার করি। ১৮

শ্রীরামজ্ঞান সাধন বধেব জন্ত শত বোজন বিবৃ্ত্ত ইতিক্রমণীর লবন সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিরাছেন। ১৯

ভগবান শ্রীরামহৃদয়দেব সংসাররূপ অন্ধরূপে নিমজ্জিত জনগণের ভবসংস্র উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বাঁহার করারূপ অনুভবের সেতুঘাটা আনিব্রম্য ভগবৎ দাম প্রদর্শিত হইরাছে। ২০

ভূমারহরণার্য্য হৃন্দাবনবিহারিণী।

স্ববশস্যাপিবিচ্বংসঃ ক্রুতী ভগবতা স্বয়ং। ২১

६४: अ:

जीवन्म विनाशाय श्रीरामकृष्ण देहिना ।

संसारमार्गः सन्तप्रहो जगतः शान्तिहेतवे ॥ २२

वेदे पुराणे तन्त्रे च मन्त्रे च भारते तथा ।

श्रीरामकृष्ण नामैव गोतं सर्वत्र सर्वदा ॥ २३

वेदवदुत्तमा शिष्या भवेदेव सुनिश्चिता ।

यत् कथामृत शिष्यातो रामकृष्णं नतोऽस्मि तं ॥ २४

इति श्रीरामकृष्णभागवते प्रणत्यादिरूपां पष्ठवस्तुलो । ६

Sri Krishna annihilated his own race to relieve the earth of her miseries. Shri Ramakrishna avoided the way to family life for the peace of the world and to relieve humanity of bondage to this mortal world. The name of Sri Ramakrishna has been extolled in the Vedas, Tantra, Mantra, the Mahabharata and everywhere else. The utterings of Sri Ramakrishna are as good as the Vedas. I bow down to him. 21 to 24.

Here ends the Sixth Chapter of Sri Ramakrishna Bhagavatam expressing salutations to Him.

रत्नानुवाच :-

श्रीरामकृष्णविदासो ब्रह्म उग्रवान् इत्युक्तं पूर्वोक्तं द्वितीयं इति उक्तं  
निम्न रत्न अर्थीर इत्युक्तं भगवत् कथितं इति उक्तं द्वितीयं इति उक्तं  
अग्रपक्षे वाचि विवाह उक्तं उक्तं उक्तं उक्तं उक्तं उक्तं उक्तं उक्तं उक्तं

৬ষ্ঠ: অ:

বেদ পুরাণ ভয় সহ ও মহাভারত প্রভৃতি বাবতীর বর্ষাথ্যে রামকৃষ্ণ নামই  
গীত হইয়াছে। ২৩

যে রামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে বেদভূম্য শিফা হয় ইহা ঈশ্বর নিশ্চিত।  
আমি সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে কোটি কোটি নমস্কার করি। ২৪

• এইট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বননাদি ঘটনাবলী।



श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् ।

श्रीश्रीरामकृष्णभागवतम् ।

आग्निनीला

प्रथमोऽध्यायः

सत्यनिष्ठः सदाचारः सत्यवादी सदायचिः ।

जितक्रोधः स्तपस्वी च धार्मिकः प्रियदर्शनः ॥ १

भक्तो साक्षाद्रामदासः श्रीरामचन्द्रसेवकः ।

हरिचन्द्रसमस्त्यागी दाने दैत्यपतिर्यथा ॥ २

बुद्ध्या ब्रह्मस्पतेस्तुल्य आकाश ईश निर्मलः ।

स्वयम्भुसदृशः सृष्टौ ज्ञाने देवो महेश्वरः ॥ ३

श्रीकृदिरामनामैको ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणोत्तमः ।

स्वभावकुलीनयासीच्चट्टोपाध्यायवर्गजः ॥ ४

PART—1

Chapter—I

There was a bramhin, named Khudiram, who came of chattopadhyaya family. He ranked high among the bramhins. He possessed divine wisdom. He was as great as Lord Shiva in knowledge, and the Eternal Being in his creative ability. He was as pure as the sky, and as learned as Vrihaspati, the Instructor of the gods. He equalled the Lord of Demons in charitableness, Harishchandra in renunciation, and Hanuman,

devotee of Shri Ramchandra in his devotion. He was good-looking, pious, given to penance, self-controlled, purged of all impurity, truthful and adhering to truth and goodness. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী সত্যবাদী সর্বদা পবিত্র মধুর দৃশ্য ভাগশীল ধ্যানিক সর্বদা পবিত্র মহাবীর রামদাসসদৃশ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্রের সেবক ভ্যাগে রাস্তা হরিচন্দ্র দানে দৈত্যপতি বলিরাজ বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি নৃটিবিরয়ে ব্রহ্মা জ্ঞানে সাফাৎ শঙ্করের সদৃশ বর্ণোত্তম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ চটোপাধ্যায় বংশসম্মত অমাবসুত কুদীরাম নামে জগৎ পবিত্রকারী একটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ॥ ১১২০৪ ॥

### প্রথমোঃধ্যায় :

চন্দ্রা দেবী তস্য পত্নী সারথ্যপ্রতিমূর্তিকা ।

সহস্রাবদনা দেবী পত্যুরিকান্তবল্লভা ॥ ৫

গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে ভাগে হুগলীপ্রদেশসংক্রমে ।

তস্য প্রান্তে দেৱ্যামি পিষ্টপৈতামহী মহান্ ॥৬

বসতিঃশুদীরামস্য সম্পত্তিষ্যপি বিস্তরা ।

ভাসীদ্বিহালায়স্তত্র তথা দেবালয়ৌ মহান্ ॥৭

তত্রত্বমূপত্যিযৌঃসৌ পাপিষ্ঠৌ দস্যুহন্তিকঃ ।

রাজদ্বারা ভয়ুজ্ঞঃ স শুদীরামং সমম্বমম্ ॥ ৮

মিথ্যাসাচ্যপ্রদানার্থং প্রার্থয়ামাস তং স্বয়ম্ ।

প্রত্যাখ্যাতস্তু বিপ্রেন সত্যনিষ্ঠাচ্যুতের্মযাৎ ॥ ৯

Chandra Devi was his wife. She was the very embodiment of simplicity with her face always smiling. Her unflinching devotion to her husband

আদিলীলা ১ অঃ

was remarkable. In the district of Hooghly which is situated on the western side of the Ganga, there is a village named Derreh where lived the ancestors of Khudiram. They had there considerable property including a schcol and a temple. The Land-holder of the Place was notorious for his crimes and deeds of robbery. On being charged of misdeeds in the court of the king, he tried to persuade Khudiram to bear false witness in his favour. Khudiram, however, refused to do so lest he would lose his truthfulness.

॥ 5 to 9 ॥

বঙ্গানুবাদ । কুদিরামের সরলতার প্রতিষ্ঠি হস্তযুখী দেব-  
পত্নীতুল্যা চন্দ্রাদেবী নামে একটি অতিপ্রিয় পত্নী ছিলেন । ॥ ৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম দিকে হুগলী জেলার শেষভাগে দেরে গ্রামে  
পুরুষায়ুক্রমে বৃহৎ বসতবাড়ী সুবৃহৎ শিবালয় অত্যুচ্চ বিদ্যালয় ঃ  
বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল । ৬৭ সেই দেরে গ্রামের মহাপাণী  
দস্তাবুস্তি জমিদার কুদিরামকে বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্ত  
স্বয়ং অহুরোধ করিলে কুদিরাম সত্যজ্ঞেভাবে জমিদারকে প্রত্যাখ্যান  
করিয়াছিলেন । অর্থাৎ আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিব না এই কথা  
বলিয়াছিলেন । ॥ ৬৭ ॥

সৰ্ব্বস্মান্তঃ ক্রতস্কো ন ক্রোধান্নিদীপিতেন সঃ ।

পন্নৌশ্বত্ৰযুতস্তস্মাদ্ মৃদাদপি বড়িষ্কতঃ ॥ ১০

কেবল সম্বলং তেয়াং যস্ত্ৰ পরিহিতম্ যত্ ।

দিগ্‌ম্রান্তৌমগ্নদ্বয়ঃ সৰ্ব্বস্মান্তৌ দ্বিজৌত্তমঃ ॥ ১১



কিসিদূরং গতযাসী মেনে শূন্যমিদং জগৎ !

দুঃখাশুধারযাপ্যাদ্রীকৃতদ্বদবসনো হিজঃ ॥ ১২

হা রাম কুত্র যাस्याমি স্যাস্যামি কুত্র বা বদ ।

কুত্র 'চান্ন' গৃহ' কুত্র প্রাপ্স্যামি তদ বদ প্রভো ॥ ১৩ .

এবং সংকন্দতস্যস্য দিভ্যজ্ঞানমভূতদা ।

উক্তদ্বাত্র হি কস্যাপি দৌষো নাস্তি কথন্তন ॥ ১৪

At this, the land-lord flew into a rage and drove Khudiram with his son and wife out of their hearth and home after robbing them of their all. Deprived of all but the cloth in which they were clad, Khudiram went away from the village with a very sorrowful heart. The world appeared to him to be like an empty dream. His tears wetted the cloth which covered his breast. He cried, "Ha Rama ! where am I going ? Where shall I stay ? Oh tell me where I shall find a home and food." As he was crying so, divine wisdom dawned upon him ; and he said that none was to blame for this mishap. ॥ 10 to 14 ॥

বঙ্গানুবাদ । একজন জমিদার অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া পত্নী-পুত্রের সহিত খুদিরামকে সর্বস্বান্ত করতঃ গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়াছিল । ॥ ১০ ॥

পরিধানে বস্ত্র মাত্র সম্বল ভয়ঙ্কর দিগ্‌ভ্রাস্ত সর্বস্বান্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিছু দূরে যাইয়া পৃথিবীশূন্য মনে করিয়াছিলেন । এবং চক্ষুর জলে বক্ষঃ ও বস্ত্র প্রাণিত হইয়াছিল । ॥ ১১, ১২ ॥

আদিলীলা ১ অঃ ।

এবং বলিয়াছিলেন, “হে রাম, আমি এখন কোথায় যাইব কোথায় থাকিব, কোন স্থানে অন্ন পাইব গৃহই বা কোথায় মিলিবে । হে প্রভু, আপনি আমাকে তাহা বলিয়া দিন । ॥ ১৩ ॥

এইরূপ ভাবে ক্রন্দন করিয়া যাইতে যাইতে সেই সময় দ্বুদিরামের দিব্যজ্ঞান হইলে বলিয়াছিলেন এবিষয়ে কাহারও কিছু-মাত্র দোষ নাই । ॥ ১৪ ॥

ন কস্য দুঃখদঃ কৌণ্ডি সুখদৌ বা ন কখন ?  
ন তন্ন দৌপলৌগৌস্তি স্ন-কর্মফলভুকু পুমান্ ॥ ১৫  
অহৌ ব্রহ্মস্বদেবস্য রামস্যানুগ্রহৌ মদ্বান্ ।  
সর্ব্বতো মাং পরীক্ষ্যৈব পাদপদ্মং স দাস্যতি ॥ ১৬

বিপয়াবিষ্টচিত্তান্ রামচিন্তা সুদুর্লভা ।  
তস্মাৎমাং হুতসর্ব্বস্বং কৃতবান্ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ১৭  
এবং চিন্তয়তস্তস্য ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ।  
সুদিরামস্য রচার্যং বৈকুণ্ঠাদপি প্রস্থিতঃ ॥ ১৮  
আবির্ভূয়ান্তঃকরণে সংশয়মনসস্তদা ।  
দুর্জ্বাদলশ্যামরামৌ মা ভৈরিতি তসু কৃতবান্ ॥ ১৯

“None can be the cause of joy or sorrow of another. None is to praise or blame for that. Man reaps according as he sows. Oh, how blessed am I by the unbounding grace of Lord Ramchandra that I am destined to be led to His feet after I have passed through these ordeals. Lord Himself has relieved me from all earthly

আদিলীলা ১ অঃ ।

holdings, because one who has to think of wealth and earthly pleasure can hardly concentrate one's mind on God." When Khudiram was absorbed in such thoughts, Lord came down from His abode to save Khudiram, and appeared in his heart with the lustre of green grass, and said, "Don't be afraid." ॥ 15 to 19 ॥

বন্দানুবাদ। কেহ কাহাকেও দুঃখ বা সুখ দিতে পারে না। কারণ প্রতি জীবই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করেন। ॥১৫॥

বিষয়ী ব্যক্তির ভগবানের চিন্তা ছলভাঁ। এমনকি ভগবান আমাকে কৃপা করিয়া কপর্দকশূন্য করিয়াছেন। ॥১৬॥

ভ্রমণ্যদৈব ভগবান্ ঐরামচন্দ্রের আমার প্রতি অপার করুণা যেহেতু তিনি আমাকে সর্বতোভাবে পরীক্ষা করিয়া পাদপদ্ম দিলেন। ॥১৭॥

এইরূপ চিন্তায়ুক্ত ক্ষুদিরামের স্বকারণে ভগবান বৈকুণ্ঠ হইতে আনিয়াছিলেন। ॥১৮॥

সেই সময়ে নবদুর্বাদলশ্রাম ঐরামচন্দ্র বিগতমন ক্ষুদিরামের হৃৎপদ্ম মধ্যে আবির্ভূত হইয়া ক্ষুদিরামকে ভয় নাই এই কথা বলিয়াছিলেন। ॥১৯॥

## आदि कां७२

१३ अः ।

परन्तु मत्स्वरूपं ते सत्त्वरं दर्शयाम्यहम् ।  
एवं भगवतोवाक्यं श्रुत्वानन्दाश्रुसंभृतः ॥ २०  
गच्छन् पथि तदापश्यत् पूर्ववन्धुं दयापरम् ।  
कामारपुकरावासं शीघ्रं लालसंघ्नकम् ॥ २१

गोस्वामिप्रवरं वदमानं राजगुरुं द्विजे ।  
जिमिदमित्युक्तवति गोस्वामी विस्मितीभवत् ॥ २२  
परस्परं समालिङ्ग्य कुशलं परिपृच्छ च ।  
गतसर्वस्ववन्धुं ज्ञात्वा गोस्वामी दुःखितः ॥ २३  
बन्धुक्त्यावकाशोऽयमिति सन्निव्य धार्मिकः ।  
स्त्रीकन्यापुत्रसंयुक्तं क्षुदिरासं ससन्धमम् ॥ २४

ससन्धानं गृहं नीत्वा गुरुवत्तमपूजयत् ।  
वासगीहादियुक्तञ्च धान्यञ्चैवं ददौ मुदा ॥ २५  
कामारपुकुरे ग्रामे तच्च वासमकारयत् ।  
तत्र चैव जगत्स्थेन श्रीरामानुजह्ये च ॥ २६

सुसम्पदा जीविका च विस्तागून्योऽभवत्तया ।  
ततः कर्मानुरोधेन ग्रामान्तरगतो द्विजः ॥ २७

“Very soon I shall also show you my real self.” On hearing this divine message, he was all drenched with tears of joy. On his way he came across his old kind-hearted friend, named

୧୩: ୨୫ ।

Sri Sukhalal Goswami, who was an inhabitant of the village of Kamarpukur, and the religious preceptor of the King of Burdwan. When Goswami was addressed by Khudiram with the words "How is it", he became much surprised. They exchanged their greetings and embraced each other. When Goswami came to know of the most distressing condition of his friend, he became very sorry and made up his mind to take this opportunity for discharging his duties to a friend in distress. At once he took Khudiram with his wife and children to his home and treated him with great honour as his own respectable superior. ୧ 20 to 24 ୧

আদি কাণ্ডঃ ১মঃ অঃ ।

প্রত্যাগমনবেলায়াং হৃদমূলমুপাশ্রিতঃ ।

বিশ্রামসময়ে হৃদচ্ছায়ায়াঃ শৈত্যযোগতঃ ॥ ২৮

মলয়ানিলসম্পর্কাদিন্দ্রিয়োপরমাত্তয়া ।

তত্চক্ষণাষিদ্ধিতৌ ভূত্বা হৃদয়ং স্বপ্নমুত্তমম্ ॥ ২৯

Goswami gave him very gladly a dwelling house and also some cultivated land, and thus established his friend in Kamarpukur. Khudiram maintained himself and his family quite well with the corn of the field and by the grace of Lord Ramchandra. Once on his way back from a distant village where he had been on business, he took rest in the shade of a tree and felt greatly relieved and refreshed by the touch of cool breeze. Gradually he fell asleep and had a very good dream. ॥ 25 to 29 ॥

বঙ্গানুবাদ । খুদিরামকে নিজগৃহে আনিয়া তাঁহার দ্বী-পুত্র-কন্ডার সহিত সকলকে গুরুর মত পূজা করিয়াছিলেন এবং একটি বাসগৃহ ও কিছু ধানক্ষেত্র দিয়া কামারপুকুরে বসবাস করাইয়া-ছিলেন । ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের কৃপায় ক্ষেত্রজ ধান্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইত । অতএব খুদিরাম একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া-ছিলেন । ॥২৬॥

পরে খুদিরাম কোন একটি ধর্মকর্মে যোগদানের জন্য ভিন্ন গ্রামে যাইয়াছিলেন । ॥২৭॥

আদিকাণ্ডঃ ১মঃ অঃ ।

সেই স্থান হইতে পুনরায় স্বগৃহে আগমনের সময় একটি বৃক্ষের মূলদেশে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন । বিশ্রাম সময়ে বৃক্ষচ্ছায়ার নীতপতায় এবং মলয়মাকৃত সম্পর্কে ইন্দ্রিয় সকলের বাহ্যক্রিয়া উপশমিত হইবামাত্র কুদ্রিয়াম নিম্নিতাবস্থায় একটি উত্তম বর্ণ দর্শন করিয়াছিলেন । ২৮।২৯।

নবদুর্ভাদলশ্যামঃ শ্রীরামো ভগবান্ স্বয়ম্ ।

ধৃত্বা বালকবেশস্তু চম্ভুখে সমুপস্থিতঃ ॥ ২০

ভবাচ্চাচ্ছ বহুঃ কালাদনাহারপ্রযোজিতঃ ।

স্থানাদক্সাদৃ গৃহীত্বা মাং স্বগৃহং নয় মন্থিতঃ ॥ ২১

ত্বৎসেবায়হণার্থং মে ব্যগ্রায়া বর্হন্তে সদা ।

অদভূতস্বপ্ন সংদৃষ্টেঃ পরং নিদ্রা গতা চ সা ॥ ২২

জাগরিৎপি তদাদেগঃ কর্ণযোঃ প্রতিবাদিতঃ ।

বসুধীর্মাংসনং কৃৎবা ধান্যদীপ্য দদর্শ সঃ ॥

He dreamt that God Himself appeared before him in the guise of a boy and said, "I am continuing to be hungry for a very long time. Take me to your house with great care. My longing for your services is increasing more and more." After having dreamt this wonderful dream he woke up. Even though he was awake the divine words sounded in his ears. He rubbed his eyes and saw the paddy fields stretching before him. 30 to 33

বঙ্গাশুবাণ—

কেন নবদুর্ভাদলশ্যাম অং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র একটি বালকের

আদি কাণ্ডঃ ১মঃ অঃ

মূর্তি ধারণ পূর্বক ক্ষুদিরামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অতিকষ্টে বলিয়াছিলেন, আমি বহুকাল হইতে এইস্থানে অনাহারে আছি। তুমি আমাকে এইস্থান হইতে ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া চল। তোনার পূজা পাইবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা। ৩০।৩১

এইরূপ আশ্চর্য্য বস্তু দেখিবার পরই ক্ষুদিরামের নিদ্রাতন্ত্র হইলে জাগ্রত অবস্থায় ও ভগবানের আদেশ ক্ষুদিরামের কর্ণমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। তৎপরে চকুবর পরিহার পূর্বক সম্মুখে একটি ধান্য ক্ষেত্র দেখিয়াছিলেন। ৩২।৩৩

স্বপ্নে ধান্যক্ষেত্রমধ্যে শালকং দৃষ্টবান্ হিহঃ ।

স্বৈদৃদেধানুসন্ধিতৃষুঃ ক্ষেত্রমধ্যং গতস্তদা ॥ ১৪

দৃদর্শং ভীষণং সর্বং শালগ্রামমিশ্রোপরি ।

স্বপ্ননং বিস্মৃতং ক্রত্বা তাপহানিং করোতি হি ॥ ১৫

শিলাদয়ং নতঃ সাধুভূজদ্বন্দ্বয়মীতিহত্ ।

রামনাম সমুচ্চার্য্য দ্রুতং তত্র লগাম সঃ ॥ ১৬

শ্রুত্বা সর্বো রামনাম বিয়োগ গর্ত্তমভ্যতঃ ।

বিবরপাক্তদেহস্থা শালগ্রামমিশ্রা নতঃ ॥ ১৭

He went into the paddy-field in search of the boy whom he had seen in his dream. He found there a deadly snake standing with its hood spread out to protect "Salagram Shila" a divine stone from the scorching rays of the sun. On seeing the stone he lost all fear of snake-bite and hurried forward to it uttering the names of Rama.



আদিকাণ্ডঃ :মঃ অঃ

The snake entered into a hole' From the side of the hole he picked up the stone. ॥ 34-37 ॥

বঙ্গানুবাদ—

স্বপ্ন সময়ে কুদিরাম ধান্য ক্ষেত্র মধ্যেই বালক বেশধারী ভগবানকে দেখিয়াছিলেন তরুণ নিজ ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার অনু-  
সন্ধানার্থে ধান্য ক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলেন সেইস্থানে একটি ভয়ঙ্কর সর্প  
ফণা বিস্তার করিয়া বৃহদাকার শালগ্রাম শিলার রৌদ্ৰতাপ-দূরীভূত  
করিতেছে। ৩৪।৩৫

কুদিরাম শিলা দেখিয়া সর্প দংশন ভয় নাশক ঐশ্যনাম উচ্চারণ  
করতঃ দ্রুত পদে সেইস্থানে যাইয়াছিলেন। ৩৬

সর্পরাজ ঐশ্যনাম শুনিয়া গর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কুদিরাম  
গর্ভের উপরিভাগে অবস্থিত শালগ্রাম শিলাটিকে লইলেন। ৩৭

আন্যায় লক্ষণৈ স্নাত্বা রঘুবীর-শিলেতি তাম্।

রঘুবীর জয়েত্যুক্তা ব্রহ্মানন্দপ্রস্তুতঃ ॥ ৩৮

যিলাং স্বনীহি সংস্রাম্যা-ভিপেকং যদ্রতীজ্ঞধাত্।

তদারম্ভ্য ব্রাহ্মণস্যালয়ঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩৯

রঘুবীরস্য সান্নিধ্যাদ্রমাশ্রীড়ী ছামুতদা।

দরিদ্রাণামতিথ্যোনামান্বয়ঃ সুমহানভূত্ ॥ ৪০

ভোজ্যভোজ্যপ্রদানাচ্চ রঘুবীর-প্রসাদতঃ।

গোধূমবর্ণ্যপিষ্টাদি সুপাৰ্শ্বং পায়সান্নিকম্ ॥ ৪১

He noticed the signs of the stone carefully and recognised it to be a "Raghubir" stone. He was beside himself with joy as he uttered, "Glory to,

Raghubir." He placed the stone in his house after performing necessary rites. From that day onwards he began to prosper in every way and because of the presence of Ragubir, the Goddess of wealth and fortune also made his house her own abode. His house also became a great shelter for the poor and the weak, as they were well fed with the offering of Raghubir. ১ ৩৪ ৪১।

বদান্তবাদ—

এক জে শালগ্রাম শিলার চতুর্দশি চিহ্ন দ্বারা বহুবীর শিলা স্থির নিশ্চয় করিয়া নিম্নগৃহে সেই বহুবীর শিলাটিকে স্থাপন পূর্বক বদান্ত অতিবে কাঞ্চিকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতেই সুদিকারের গৃহ সর্বদা নানা দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৮৮৫০

বহুবীরের সারথী বশতঃ অগ্নঃ কন্যার বাসস্থান তুল্য হইয়াছিল বহুবীরের কপাল এবং ভদ্রা ভোজ্য এতদন বশতঃ সুদিকারের গৃহ পরিহৃত এবং অতিশি গণের বিশেষ ভাবে একটি আশ্রয় স্থান হইয়া ছিল। ৮৮৫১

সত্যযুগাদি চতুর্দশ ভীষ্মকং বিব্রীকতঃ ।

বহুবীর্য্যে ধিরাণী বন্দ্যদিগা মুণ্ডযুতা ॥ ৪২

লক্ষ্যে গর্ভাশ্রমায়ণে ব্যাঘ্রায়ণে সফলতঃ ।

মদন্তে সত্যযুগাদি চতুর্দশ ভীষ্মকং বিব্রীকতঃ ॥ ৪৩

কর্ম্মাশ্রমৈঃ পরিচর্য্যে ধিরাণী বন্দ্যদিগা মুণ্ডযুতা ॥ ৪৪

কামাশ্রমৈঃ পরিচর্য্যে ধিরাণী বন্দ্যদিগা মুণ্ডযুতা ॥ ৪৫

সত্যযুগাদি চতুর্দশ ভীষ্মকং বিব্রীকতঃ ॥ ৪৬

বহুবীর্য্যে ধিরাণী বন্দ্যদিগা মুণ্ডযুতা ॥ ৪৭

Chandra Devi presented with great care and devotion sandal paste, flowers, and varieties of delicious dishes before Raghubir by way of services to him. With undiverted mind she entirely dedicated herself to the service of Raghubir. Khudiram was adored like a saint by the people of Kamarpukur for his piety and spiritual power. His wife managed his household affairs. ৪২-৪৫।

বঙ্গানুবাদ—

কুদিরামের পত্নী চন্দ্রা দেবী বিশেষ ভাবে সংযত হইয়া রঘুবীরের সেবার উপযোগী গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ গোধূম চূর্ণ পিষ্টক পুপান্ন পায়সাদি ভোগদ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া নিৰ্মলানুভবকরণে রঘুবীরের কৃপালাভার্থে সৰ্ব্ব কৰ্ম পরিত্যাগ পূর্বক যথা সময়ে রঘুবীরের সমীপে প্রদান করিতেন। ৪২।৪৩

এবং কুদিরাম কামারপুকুর নিবাসী সকলেরই অতিশয় আদর পাত্র ও তপোবল সম্পন্ন মহর্ষি তুল্য পূজিত হইতেন। এবং কুদিরামের ধর্মপত্নী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা দেবীও সকলের গর্ভ-ধারিণী মাতার মত হইয়াছিলেন। ৪৪।৪৫

দেবী চন্দ্রমুখী চন্দ্রা সৰ্ব্বদা মাহাকৃপিণী ।

প্রসাদীযং স্বকীয়ান্নং দত্ত্বা চাতিথয়ে মুদা ॥ ৪২

ভগবান্নং স্বয়ং জ্ঞাত্বা পরমানন্দমাপ সা ।

অদ্বাগমনবৈল্যায় চ্যেষ্ঠো রামকুমারকঃ ॥ ৪৩

দগবর্ধযাঃ পুত্রঃ কন্যা কাत्याয়নী তথা ।

দ্বিবর্ষস্মিতা সা তু কাत्याয়নৌব সুন্দরী ॥ ৪৫

आदिदातुम् १२ः अः .

एवं पुत्रपत्नीकन्यायुतसुतावासदृष्टिजः ।

दिग्दर्शने तु गते तत्र पुनः पुत्रो व्यजायत ॥ ४८

Chandra Devi, whose face was like the full moon and was honoured by all as their mother, would have unbounded joy in distributing all the offered rice among the guests without leaving anything to eat for herself. When Khudiram came to Kamarpukur he had a ten-year old son named Ramkumar and a two-year old daughter, named Katyayani. After ten years another son was born to him. 46-49.

আদিলীয়া ১মঃ অঃ

कन्यादेहं परित्यज्य रघुवीरस्य शासनात् ।

कन्यामुखेन प्रस्तात्मा बाष्प गद्गदया गिरा । ५४

उवाच क्षदिरामन्तु यास्याम्येव न संशयः ।

किन्तु मत्प्रार्थनामेकां पूरय त्वं दिजोत्तम ॥ ५५

नारकीं मां नरयेष्ठ नरकादुद्धार प्रभो ।

गयापिण्डप्रदानेन प्रेतस्य मम मोक्षाय ॥ ५६

भवतः प्रादमूले मे भिद्येयं ब्राह्मणोत्तम ।

प्रेतस्य प्रार्थनां श्रुत्वा क्षुदिरामस्तु सन्मतः ॥ ५७

"It is the command of Raghubir that you should discard this body of the girl" The ghost spoke through the mouth of the girl with choked voice, "I will surely go away from here. But I have one prayer for you to accede to. Be kind enough to redeem me from this life of ghost by offering "Pindas" in the holy Gaya. This is what I must humbly beg of you" Khudiam acceded to the request of the ghost 54-57

बदलानुवाप—

এইরূপই ভগবান্ রঘুবীরের আদেশ। এই কথা শুনিয়া প্রেতাঙ্গ  
 বাপ গগ্গন্ স্বরে কন্যার মুখে ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিল আমি  
 নিশ্চয় যাইব এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ব্রহ্মজ  
 ত্রাঙ্গ, আমারি একটি মাত্র প্রার্থনা পূরণ করুন। ৫৪।৫৫

হে মহামানব, নরকগ্রস্ত আমাকে নরক যাতনা হইতে নিদ্ধতি করুন। গঙ্গাধামে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া আমাকে

আদিলীলা ১মঃ অঃ

প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করণ। আপনার পাদপদ্মে আমার এই  
ভিক্ষা। ৫৬।৫৭

প্রেতমাহ সত্বরং তে गयापिण्डं ददाम्यहम्।  
 क्षुदिरामस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा प्रेतोऽतिहर्षितः ॥ ५८  
 कन्याञ्च संपरित्यज्य स्वस्थानमगमत्तदा  
 तदा तोर्यगतेः क्लेशसाध्यत्वेऽपि हि स द्वিজः ॥ ५९  
 प्रेतप्रतिश्रुतिं श्रुत्वा गयायात्रां, चकार ह।  
 यथाकालं गयाधाम्नि प्रेतमुद्दिश्य यত্রतः ॥ ६०  
 पिण्डदानं कृतं तेन गदाधर-पदाब्जयोः।  
 ततः क्षपिण्डकृत्यन्तु कृतवान् सुमहामतिः ॥ ६१

He also said, "I shall do so very soon." At this the ghost became very glad and left the body of the girl. To keep his promise to the ghost, Khudiram set out on the long and tiresome journey to Gaya. In due course he reached Gaya, offered Pindas to the ghost and also performed rites to appease the spirits of his forefathers. 58-61

বঙ্গানুবাদ—

প্রেতের প্রার্থনা শুনিয়া ক্ষুদিরাম সম্মতি প্রদর্শনপূর্বক বলিয়া-  
 ছিলেন আমি শীঘ্রই তোমার উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মে  
 পিণ্ড দিব। ক্ষুদিরামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া প্রেতাশ্রা অত্যন্ত  
 আনন্দিত হইয়া কণ্ঠার দেহ পরিত্যাগপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান  
 করিয়াছিলেন। ৫৮

ওদানীন্তন ভীর্ণ গমনের পথ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও প্রেতের

আদিলীলাঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ—

এবং যেদিন ক্ষুদিরামের গয়ার কার্য শেষ হইয়াছিল সেই রাতে গয়া শানে একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন । ৬২

যেন গদাধরের মন্দির প্রাঙ্গণে ক্ষুদিরামের পূর্ব পুরুষ সকল দিব্য জ্যোতি পরিব্যাপ্ত দেবতার মত মূর্তি ধারণ করিয়া অবস্থিত সেই সকল পূর্ব পুরুষ গণের মধ্যে সিংহাসনে সমাক্রান্ত নব দূর্বাদল শ্রাম-বর্ণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ক্ষুদিরামের প্রতি দৃষ্টি পূর্বক সুপ্রসন্ন হইয়া বলিতেছেন । আপনি নিজ গৃহে গমন পূর্বক আমার এই মূর্তিটির দ্বারা চিন্তা করুন ॥ ৬৩।৬৪।৬৫

তথৈবপুত্ররূপেণাবতরিষ্যামি সত্বরম্ ।

গতেনিদ্রোঃপি স স্বপ্নো নৈবযোরথতঃ স্মিতঃ ॥ ৬৬

তদাৰুহুর্ষণং যাবন্নিবযোরথ্যু-বিন্দবঃ ।

পতিতাস্তস্য সীমাশ্চ স্বেদাঘাঃ স পরিপ্লুতঃ ॥ ৬৭

আনন্দমগ্নবে সৌমী যযাতৌ বৃহস্পতিতঃ ।

মুত্বগ্নস্তত্র যৌ দৃষ্টৌ ন কস্ম্যপি প্রকাশিতঃ ॥ ৬৮

চন্দ্রাদেব্যপি তত্কালৌ দিব্যদর্শন-বিধিতা ।

পশ্চচ্চারিগৃহপৈ পত্রায়া গমৌঃমবত্ পুনঃ ॥ ৬৯

"I shall soon manifest myself as your son."

He woke up and yet he could clearly visualise the dream before his eyes. Tears of joy came out of his eyes and he became quite wet with sweat. He returned home with great joy but never disclosed his dream to any body. At that

আদিগীতা ১নঃ অঃ

time Chandra Devi also had a wonderful divine vision. In the forty-fifth year she become pregnant again.

বরাহুবাণ :—

আমি আপনার পুত্র রূপে শীঘ্রই আবির্ভূত হইব। তৎক্ষণাৎ খুদিরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও, স্বপ্নটি যেন চকুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছিল। ৬৬

সেই সময় বহুক্ষণ যাবৎ নেত্র হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে ছিল। এবং যেন হোনাফ ও পুলকাদি দ্বারা আনন্দ-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া গঢ়াক্ষেত্র হইতে কানার পুঙ্খের পুনর্জীবন আসিয়াছিলেন খুদিরাম গম্ভীর ধামে যে স্বপ্নটি দেখিয়াছিলেন তাহা কাহারও নিকটে প্রকাশ করেন নাই। ৬৮

চন্দ্রাদেবীও সেই সময় বহু প্রকার নিদ্রা সর্জন করিয়াছিলেন। ৬৯

জ্ঞাতবান্ খুদিরামস্তু বাহ্যলক্ষণতদ্বাচ্য।

স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃ স্মৃত্বা পুরাণ পুৰুষস্য চ ॥ ৩।

জানিবার সুনিয়িত্য পরমানন্দ সন্মুখতঃ।

জ্ঞান মন্দমতিঃ স্তুত্ব জ্ঞানমিষ দয়া প্রভো ॥ ৩।

মামুদ্বিগ্ধাবলাবোধ্য সর্গমবলম্বাদবৎ।

পতিতযতি ভগবান্ সমাগাবসুশ্রাম্ ॥ ৩।

নমস্তুভ্য নমস্তুভ্য পুনস্তুভ্য নমো ভবঃ।

নবেদাপূর্নানীমেঘ রঘুবীর দয়ানিধি ॥ ৩।

Khudiram came to know of this from the outward symptoms. He was much delighted at the surer indications of the manifestation of the



আদিলীলা ১মঃ অঃ

Supreme Being. He mused in himself. "Oh Lord ! I am so mean and insignificant, whereas your kindness is so vast and great. I wonder how could you make me instrumental to your appearance which will purify the earth with its hills, forest and seas. Oh the ocean of kindness ! Inscrutable are your ways. I bow down to you again and again.

বঙ্গানুবাদ :—

পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ বয়সে পত্নী চন্দ্রাদেবী পুনর্বার গর্ভধারণ করিয়াছেন তাহার বাহ্য লক্ষণের দ্বারা কুদীরাম বুঝিয়াছিলেন । ৩০  
গয়া ধামের স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ স্মরণ পুরাণ পুরুষ ভগবানের আবির্ভাব নিশ্চয় করিয়া পরমানন্দে পরিব্যাগ্ত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন  
হে প্রভু দরিদ্র পাতকী আমিই বা কে এবং আপনার এইরূপ  
দয়াই বা কি ? । ৩১

আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া সাগর ভূধর বন ও উপবনাদি সহ  
সমগ্র পৃথিবী পবিত্র করিবেন । ৩২

আপনার এই লীলা অত্যাশ্চর্য্য অতএব হে দয়ালু নিধে ব্রহ্মবীর  
তোমাকে অসংখ্য নমস্কার করি । ৩২

বমুখ্যাত্মদম্বুতং হৃদয়ং চ্যোতীত্বাত্মপুত্রাপ্যমা তদা ।

তত্র মম্বর্জনাগাথ সিদ্ধাথ পরমর্থং ॥ ৬৪

যাতায়াতং প্রকুব্ধন্তি ব্রহ্মপুত্ৰাননাদয়ঃ ।

নিয়াগমনত-স্তেষাং গাথকান্তায়া সৃষ্টং মম ॥ ৩১

ভবত্যানুকীর্ণিতং সর্বং কাটিকন্দুকৈরিব ।

এব চিন্তয়তী পত্নী কুদীরামস্য ধীমতঃ ॥ ৩২

আদিলীলা ১মঃ অঃ

অপূৰ্ণরূপলাবণ্যা চন্দ্রা চন্দ্র-সমামবত্ ।

সৰ্ব্বাস্তুনার্য্যঃ যাং দৃষ্ট্বা চমত্কার্য্যুতামবন্ ॥ ৩৩

The wife of Khudiram thought in herself, "How strange that the sky is seen to be illuminated in the moon-less night. Gods like Bramha, Shiva, angels and unearthly beings are visiting my room at the fall of night and making it bright as if with the light of innumerable moons," All the women of the locality wondered at the development of divine beauty and complexion of Chandra Devi who glowed like the full moon.

॥ 74th 77 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় অমাবশ্যার রাত্রিতে জ্যোৎস্না বশতঃ অতিশয় অন্ধুত দৃশ্য হইয়াছিল। এবং সেই সময় খুদিরামের গৃহে হা হা হ হ প্রভৃতি গন্ধৰ্ব গণ বাসুকি আদি নাগ গণ ব্রহ্মর্ষি চতুরানন পঞ্চানন যাতায়াত করিতেন। ৭৪

রাত্রিকালে আগমন বশতঃ সেই সকল দেবতার গাত্র কাস্তি ধারা আমার সমস্ত গৃহ কোটি চন্দের কিরণের মত আলোকিত হয়। ৭৫

এই রূপে চিত্তিতা খুদিরামের পত্নী চন্দ্রাদেবী তৎকালে চন্দের মত অপূৰ্ণ রূপবতী হইয়াছিলেন ॥ ৭৬ ॥

পরন্তু চন্দ্রাদেবীকে দেখিয়া অশ্রু নারী সকল অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিতেন ॥ ৭৭ ॥

আদিলীলা ১ অঃ ।

চন্দ্রাদেব্যপি তাঃ প্রাহ কথং মেঃপূৰ্ব্বমৌচরাঃ ।

নানামূর্ত্তিধরা দেবা গৃহমাযান্তি যান্তি চ ॥ ৩৮

ভূতিমতা দেবতানাং স্বরূপং বা কদাচন ।

ন প্রত্যচোকৃতশ্চৈব বহুগর্ভাঢ়তা ময়া ॥ ৩৯

দিবসেবা নিয়ায়া বা সর্বদা ময়গচ্ছিতা ।

ততঃ স্বামি সকাশি সা দেববার্ত্তাব্য-চীকয়ত্ ॥ ৪০

প্রোক্তাশ্চ কিমিদং স্বামিন্ ভূতৈরৈব কৃতং মনঃ ।

ন কেবলং প্রপশ্যামি বার্ত্তামপি শৃণোম্যহং ॥ ৪১

Chandra Devi also said to them, "How is it that I am seeing wonderful visions. Gods of various appearances are visiting my chamber. During my previous conceptions I had never seen gods with such appearances. By day or by night I always feel very uneasy." She disclosed the facts of these unusual visitations of gods to her husband and said, "Oh Dear, am I possessed by spirits that I not only see these visions but also hear what they say. 78 to 81

বঙ্গাশুবাদ :—

চন্দ্রাদেবী তাঁহাদিগকে বলিতেন। সাধারণের অপ্রত্যক্ষ নানামূর্ত্তিধারী দেবতা সকল আহার ঘরে বাতায়ানত করেন আমি বহু গর্ভ ধারণ করিয়াছি কিন্তু কখনও এরূপভাবে কি দিবা কি রাত্রি সকল সময়েই ভয় শঙ্কিতা হইয়া দেবতাগণের প্রত্যক্ষ করি নাই।

৭৮।৭৯

উৎপত্তে চন্দ্রাদেবী স্বামীর নিকটে দেবতাদিগের বিষয় প্রকাশ

আদিমৌলি ১মঃ অঃ

প্রকাশ পূর্বক বলিয়া ছিলেন যে যিনি কোন একটি প্রেমমূর্তি  
আমার মনকে এইরূপ করিয়াছে কেবল মাত্র যে দেবমূর্তি দর্শন  
করি তাহা নয় পরন্তু সেই দেবতা সকলের কথাবার্তাও শুনিতে  
পাই।

॥ ৮০।৮১ ॥

তীর্থা' দিব্যসুগন্ধেন পূর্ণ'মুদ্রমৃচ্ছ' মম ।  
কি' মমেদ'রোগবিহ্ন-মথবা দ্রৈতদর্শনাৎ ॥ ৮২  
বিকারো জায়তে নিত্য' বদ ত্ব' ভোতিনাশক' ।  
যুত্বৈব' পল্লবোবাফল্যন্তু মনসৈব' প্রজলিপত' ॥ ৮৩  
স্বীয়া' বাচস্মতা' কঁস্তু'মবতীর্ণোঃসি মে মৃচ্ছৈ ।  
জনার্হনঃ স্বয়ংরূপঃ শৌচবিস্ত্ব' গদাধরঃ । ৮৪  
যান্যৈব' স্বাভিরূপাণি রূপাণি ভগব'স্তব ।  
তানি তানি দৃশ্যস্বৈব' স্বভক্তানাংরূপিণঃ ॥ ৮৫

"This small chamber of mine is filled with  
their divine fragrance. Do I see all these due  
to some disease or due to some unusual changes  
in me because of the adverse influence of ghosts ?  
Please tell me how it is and remove my fears."  
On hearing all these from his wife, Khudiram  
said to himself, God himself has appeared in  
my house to keep, "His own words. 'Oh God !  
Thou dost assume various appearances for the  
sake of Thy devotees, even though thou hast  
no shape.'"

॥ 82 to 85 ॥

বদানুবাদ :—

পরন্তু তৎকালে আমার এই ক্ষুদ্র গৃহ দিব্য সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয় ।

আদিলীলা ১ অঃ ।

ইহা কি আমার রোগটির অথবা প্রেত দৃষ্টি বশতঃ এইরূপ বিকৃত অবস্থা হয়। হে ভয়নাশকারী স্বামিন আপনি তাহা বলুন। ইহা কি ?

এইরূপে চন্দ্রাদেবীর কথা শুনিয়া ক্ষুদ্রিরাম এখন মনে চিন্তা করিয়াছিলেন । ৮৩

হে গদাধর আপনি স্বয়ং রূপ জনাৰ্দ্দিন শ্রীহরি। আপনি নিজ বাক্য সত্য করিবার জন্য আমার এই ক্ষুদ্র কুটীরে আবির্ভূত হইতেছেন। ৮৪ হে ভগবান আপনার অভিপ্রেত যে সকল রূপ আছে আপনি নিজে রূপ শূন্য হইলেও ভক্তের জন্য সেই সকল রূপ ধারণ করেন। ৮৫

ত্বা' জ্ঞানিমিস্তান্ন-বিশ্বীধনায়ৈ সদামিবা দাৰ্হণ্যপাদয়ন্ন' ।

বৈষ্ণবায় বৈরাগ্য যমোৎপবোধ বীৰ্য্যাদিভিঃ পূৰ্ণমহ' প্রদদ্যৈ ॥ ৮৬

এব' গৌপ্তং ন যাক্তোঃ সূদ্রসুখীর'স্মরন্ দ্বিজঃ ।

ভবান্ত স্বপ্নস্তান্ন'গয়ায়া দৃষ্টবান্ যদা ॥ ৮৭

প্রাণিম্যোঃপি প্রিয়তরো ভক্তি গদগদয়াগিরা ।

স্ব' দেবি পরমা ধন্যা সাধ্বী ত্ব' পতিব্রজমা ॥ ৮৮

"Oh Lord ! I dedicate myself to your feet which are covetable by those who seek truth and knowledge and which are full of divine brilliance, aversion to transient things, all prevailing glory and wisdom, and unlimited strength." He could not help narrating all about his dream in the holy Gaya, to his wife who was dearer than his life. He also said, "Oh Dear ! devoted as you are to your husband, you are blessed with divine grace."

আদিলীলা ১মঃ অঃ

বঙ্গানুবাদঃ—

জ্ঞানিগণ আপনার স্বরূপ জ্ঞানিবার জন্য সর্বদা বন্দনীয় আপনার  
পাদপদ্ম জ্ঞান বৈরাগ্য যশ ও শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ আপনার আমি  
শরণ লইলাম। ৮৬

কুদিরাম তখন আর গোপন করিতে না পারিয়া রঘুবীরকে  
স্মরণ করতঃ গয়া ক্ষেত্রে যে ভাবে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিলেন সেই  
স্বপ্ন বৃত্তান্ত চন্দ্রাদেবীকে সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন। ৮৭

প্রাণ হইতে প্রিয়তমা পত্নী চন্দ্রাদেবীকে আঁকা সহকারে গদগদ  
স্বরে কুদিরাম বলিলেন হে দেবি তুমি জাহ্নবী পতিব্রতা অতীত  
যুগ। ৮৮

কৃতানি যানি পুণ্যানি কৌটি জন্মসু বৈ ত্বয়া ।  
তত্ পুণ্যফল দানায়ং ত্বত্ কুচিমধ্যগোহরিঃ ॥ ৮৮

রঘুবীরো হি যঃ সাচ্চাত্ যয সাচ্চাদ্ গদাধরঃ ।  
কপযা ত্বদ্ গৰ্ভমধ্যী সাবুভা-বিকতাঙ্কতী ॥ ৮৯

অসৌ দেবাঃ সগন্ধর্বা ভক্তা রাজর্ষয় স্তথা ।  
যাতাযাত্ প্রকুব্বন্তি বৈকুণ্ঠপতি-দৃষ্টয়ে ॥ ৯০

অতস্তুমবধানেন গর্ভরচা কুরুধ্ব বৈ ।

নী চিন্তা না-পি শঙ্কা চ রঘুবীর প্রসাদতঃ ॥ ৯১

"The merits you have earned in your innumerable previous births have now been fruitful and caused the birth of God as your son. The child you have conceived is Raghubir and Gadadhar united together. So, the gods, Gandharvas,

আদিলীলা ১মঃ অঃ

devotees and the greatest of saints are visiting our house to have a look at the Lord of the universe. You, therefore, very carefully protect the growth of the child in you. By the grace of Raghubir you shall have no cause for fear or anxiety. ॥ 89 to 92 ॥

বন্দানুবাদ :-

ভূমি কোটি জন্মে যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ তাহার ফল জানের জন্য ভগবান তোমার গর্ভগত হইয়াছেন । ৮৯

অতএব আমার মনে হয় ভগবান রঘুবীর বা রামচন্দ্র এবং যিনি সাক্ষাৎ গদাধর ঐকৃষ্ণ এই দুইটি তবই তোমার গর্ভ মধ্যে একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৯০

এজন্যই বৃত্ত্য গীতাঙ্ক গজস্বর্গগণের সহিত দেবর্ষি প্রভৃতি ভক্তগণ শিবভক্তাদির সহিত দেবভাগ্য বৈকুণ্ঠ পতি ভগবান নারায়ণের মর্শন জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটীরে যাতায়াত করেন । ৯১

অতএব ভূমি সাবধানে গর্ভ রক্ষা কর ।, রঘুবীরের অনুগ্রহে কোনরূপ চিন্তা বা আশঙ্কার কারণ নাই । ৯২

সমুদ্রায়ে পতিপ্রাণা পতিবাক্ষ্যে যন্নিবৃত্তা ।

ভাবাবেশ বশাৎ যো স্বাৎমানং বিধারত্যসৌ ॥ ৮৯

সর্বানন্দ প্রদং দেবং স্বামিনং কুলদেবতম্ ।

রঘুবীরং সমুদ্রিগ্ম পূর্তা যাণীমুবাচ হ ॥

কিমিষ বদ মো স্বামিন্ জগন্মঙ্গলং হিতবে ।

মুরাণ্যে মুখ্যঃ সাধাণ্য্ প্রাদুর্ভূয় মমোদরে ॥ ৮৯

आश्रितोऽसौ १२: यः

त्वात् मात् जगत् भर्तुं स्यात् जगत् मया ।

एवमिति देवो मयात् पुरुषोत्तमः ॥

On hearing the words of her husband, Chandra Devi became beside herself with joy and said addressing Raghubir, the presiding deity of her family. "How is it that I have conceived the Lord of the universe for the welfare of the world and for the purification of the animate and inanimate objects of the world." ॥ 93 to 96 ॥



আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিভীষবিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণা ভাগবতৈ  
পারমহংসাং সंहিতায়াং ভগবতৌ গদাধরস্যা ।

বির্ভাবাম্বরূপঃ প্রথমোঃচায়াঃ ॥ ১

“All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine.” They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভিনি কৃপাপূর্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটির মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অমৌম দয়। কশ্যপতুল্য শ্রীশ্রীরাম ও অদিতি তুল্যা চন্দ্রাদেবো অতি বিগত ভক্ত এই হই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭৯৮

ভক্তিভীষ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতৌচ্চিমা-স্বয়ং যদাঙ্গি পূর্ণতা  
মাধুৰ্য্যযুক্তা মধুনা সুসিক্তা ।  
আম্বাদি চক্ষা মুকুলান্বিতাশ্চ  
প্রপাদি মত্তা ইব মত্তমূহুরাঃ ॥১

আমিলীলা ২য় অঃ ।

সদা সদা-নন্দ-ময়া মহোৎসবা:

পতন্তি সঁঘা মধুরং কুম্ভ- ।

যে কে-চন স্থাবরজঙ্গমায

প্রৌঢ়াশিতাস্তে মধুভাব মায়া ॥২

মধুর মধুর মূর্তি: সর্বদু:খা-পহারী

মধু-জলধিসুপৌত্রে মানুকোট-প্রকাশ: ।

জলধিশর সমুদ্রে চন্দ্র পূর্ণ শকান্দে

রসমিত বৃদ্ধবারে শুক্তপথে তপস্যে ॥৩

When the winter had run its course and the mango trees had become saturated with sweet liquor and; richly budded, the bees appeared to move like drunkards in the bar. The birds gave themselves up to revelry and continuous festivity and; resounded all directions with their sweet songs. All animate and inanimate objects were deeply seasoned with a delicate sweetness. On Wednesday, the 6th day of the month of Falguna in the Saka year, 1757, Almighty Himself was born in the house of Khudram.

॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যে সময় শীত ঋতুর শেষ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের আশ্বাদি বৃক্ষ-সকল মুকুলিত ও মধুসিক্ত হইয়া মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল এবং প্রপাণ শালায় অর্থাৎ মধুর দোকানে নত ব্যক্তির নত ভ্রমরগণ সর্বদা মধুপানে মত্ত হইয়াছিল। সেই সময় পক্ষি-সকল সদানন্দময়

আদিলীলা ১মঃ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থবিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে

পারমহংসাং সংহিতায়াং-ভগবতী গদাধরস্থা ।

বির্ভাবামাসরূপঃ প্রথমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১

“All glory to Sri Raghubir by whose unbounded grace He will be pleased to make his appearance in this humble cottage of mine.” They who were like Kasyapa and Aditi, continued to await with great joy the birth of the Supreme Being.

॥ 47 to 98 ॥

বক্তাবলি :—

ভিনি কৃপাপূর্বক আমার এই ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে কি অবতীর্ণ হইবেন। হে রঘুবীর আপনি ধন্য আপনার অসীম দয়া। কশ্যপতুল্য শ্রীশ্রীরাম ও অদিতি তুল্য। চন্দ্রাদেবী অতি বিশুদ্ধ ভক্ত এই দুই জনেই ভগবানের অবতরণ অপেক্ষা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৯৭/৯৮

ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভগবান গদাধরের আবির্ভাবের পূর্বাভাস এই প্রথম অধ্যায়ে বলা হইল। ১

আদিলীলা দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

ঋতৌহিমা-খ্যস্য যদাহি পূর্ণতা

মাধুর্য্যযুক্তা মধুনা সুসিক্তা ।

আম্বাদি হৃদ্বা মুকুলান্বিতাশ্চ

প্রদান মত্তা ইব মত্তমৃদ্ধাঃ ॥১



আদিলীলা ২য়: অঃ ।

মহোৎসবে নিমগ্ন হইয়া মধুরধ্বনি করতঃ স্বাবর জনম যে কেহ সকল  
প্রাণীকেই অত্যধিক উন্নতি করিয়া মধুভাবে লিপ্ত করিয়া ছিল ।

১৭৫৭ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের ষষ্ঠ দিবসে বুধবারে গুরুপক্ষে  
মধুর হৃতে ও মধুর মূর্তি জগতের জীবের হৃৎ নাশক ভবসমুদ্রে  
একমাত্র নোকা কোটি চন্দ্রতুলাকাণ্ডি । ৩

দ্বিতীয়ার্য সিদ্ধিযোগি চাবির্মূর্ত স্বয়ং হরি ।

সুদীরাম যজ্ঞে সাচ্চাদ্ভগবান্ ধর্মগুব্ধিমু ॥৪

চন্দ্রা দেবী নিশা জেদে প্রসূয়াশ্চর্য্য বালক ।

পতিমাহুয় সা সাখ্যৌ পুত্র ত সমদয়য়ত ॥৫

পুঙ্কলেন্দুর্য্যথা ভাতি প্রাচ্যা রাহুতিথৌ নিশি ।

আবিরাসোত্তমা দেবী ভগবান্ ভক্ত বৎসল ॥৬

তমদম্বত পদ্মদলায়তি চরণ

হাস্যাননং চারু বিশাল বচস ।

শ্রীমৎস চিহ্ন গল কৌস্তুভা ন্বিত

পৌতাঙ্গর সান্দ্র পয়োদ সৌভগম্ ॥

Chandra Devi gave birth to a wonderful child  
at the close of the night and called for her  
husband to show the child God manifested  
Himself like the full moon on the eastern horizon  
His eyes were as beautiful as lotuses His face  
was bright with a smile His wide chest had  
the mark of Sribatsa The Kaustava diamond  
hung round his neck Clad in blue skirt, He  
assumed—the hue of dense clouds ॥ 4 to 7 ॥

আদিলোলা রয়: অ: ।

দ্বিতীয়া তিথিতে সিদ্ধযোগে ধর্মরক্ষক সাধুগণ ভগবান শ্রীহরি কুদিরামের গৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৪

প্রভাত সময়ের কিছু পূর্বে চন্দ্রাদেবী একটি আশ্চর্য্য শিশু প্রসব করিয়া স্বামী কুদিরামকে ডাকিয়া সেই পুত্রটিকে দেখাইয়া-  
ছিলেন । ৫

পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্র পূর্ণিমা তিথিতে বেরূপ প্রকাশিত হন  
ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইরূপ আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৬

সেই সর্বশাস্ত্রার্থময় পরাশরামাশা নরন সহস্রা মুখারবিন্দ শ্রীবৎস  
চিহ্নিত স্তম্ভ ও বিস্তৃত বক্ষস্থল গলদেশে কৌন্তভমনি বিরাজিত  
পীতবস্ত্র পরিহিত নিবিড় মেঘতুল্য সৌন্দর্য্যধর । ৭

মহামনি মুহু কিরীট ক্রুযডল  
ত্রিধা পরিব্রাজ্য সহস্র ক্রুযডলং ।  
ভুজৈর্চতুর্ভি: সুবিরাজিতং প্রমু'  
হুতাঙ্গ শঙ্খাদি সমস্তি জায়ুধ' ॥৮

ইদা তদা তং সহসা হরি' সুত'  
ননাম বিপ্র: প্রথত: ক্রতাস্থনি: ।  
নদ্রোচিপা তত্র নিগা-পতির্যযা  
সহস্রকান্ত্যেব বিরাজিত: স্বয়ং ॥৯  
স ধৈ দ্বিজ স্তস্য হি রূপ দর্শনাৎ  
বিদ্বানজানন্দ মশ্যপ তত্ক্ষণাৎ ।  
মায়াময়া-হৃদরথাদি যশ্যনাৎ  
সদৌষিমুল্লী মগবত্ সমোদ্রুচাৎ ॥১০

He had the crown and other ornaments  
dubbed with great diamonds. He was also

আদিলীলা ২য় অ ।

holding conch wheel, club and lotus in his four hands On seeing this divine appearance of God Khudiram bowed down with great devotion and became beside himself with great joy He at once attained salvation and freedom from the bondages of this world because of his sight of God's self

॥ 8 to 10 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অপ্রাকৃত বহুতর মনিমানিক্য দ্বারা রচিত কিরীটি কুণ্ডলাদি শোভিত কুণ্ডলসমূহ চারিটি হস্তে শঙ্খ চক্রাদি নিজ অস্ত্রাদি শোভিত হঠাৎ এদন্তুত পুত্রকণী সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করিয়া কুদিরাম প্রণত পুরঃসর কৃতাজলি হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং ভগবানের দেহজ্যোতিতে সেইস্থানে চক্ষুদেব যেন সহস্র কাস্তিধারা স্বয়ং বিরাজিত হইয়াছিলেন। ৮৯

সেই কুদিরাম ভগবানের স্বরূপ দর্শন কর্ত্ত সেই সময়ে ভগবানের দর্শন জনিত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। এবং দ্বাদশময় অহঙ্কারাদি বন্ধন মুক্ত হইয়াছিলেন। ৯০

সর্ব্বগ্রহা স্তত্র সুদক্ষিণায়

কালয় লম্বয় সুদক্ষিণ স্তয়া ।

নমস্তুবাবৌ তিথি যুধ পদৌ

তদ্বানুকূলী যম যোগ যুক্তৌ ॥ ১১

দৃষ্টা শ্রীভগবানাহ বিধিতং পিতর তথা ।

ভবন্তৌ পিতব্যাবাস্তাং দাপরে মম জন্মনি ॥ ১২

আদিলীলা ২য়: অঃ ।

নাম্নানক দুন্দুভিস্ত্বং দেবকী গর্ভ ধারিণী ।

যুবা-ভ্রান্ত্যন্ত পুনর্জাতঃ প্রাগ্-জন্ম স্মরণাদহং ॥ ১০

পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপেণ ভগবত্যাং ব্রহ্ম জন্মনা ।

কলে জঁশান্ পরিচ্ছাতু' ধর্মসংরক্ষণায় চ ॥ ১৪

The planets, the stars and the moon combined to make the moment most auspicious and benedictory. On seeing the father wonder-struck, God, said, "In the Dwapara yuga you were my parents who were called Basudev and Devaki. I am born again as your son to purge mankind of their sin and to restore faith in religion. ॥ 11 to 14 ॥

বদান্তিবাণ—

সেই সময়ে গ্রহসকল কাল লগ্ন বারতিধি যোগ ও নক্ষত্রাদি সকলই অনুকূল হইয়াছিল । ১১

তৎপরে পিতা কুশিরামকে সেইরূপভাবে বিন্ধিত হইতে দেখিয়া ভগবান বলিয়াছিলেন । ছাপর যুগে আপনাবাই আমার জন্ম সময়ে পিতা বশুদেব ও মাতা দেবকী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । আপনাদের স্মরণার্থে আমি পুনর্বার বলিযুগের জীব সনুহের উদ্ধারার্থে এবং 'সনাতন ভগবত্ব' ব্রহ্মার্থে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হইলাম । ১২।১৩।১৪

হুত্ব মুকত্বা স ভগবাং হুত্ব্যমাসীৎ স্বমায়য়া ।

যস্ম্যতো স্নাতৃষত্বাৎ যিত্বী বঁমুং প্রাক্ততঃ শিষ্যঃ ॥ ১৫



আদিলীলা ২য়: অ. ।

কিন্তু দৃগ্গোচরত্বাচ্ছিশ্যো স্তৌ পিতরৌ তদা ।  
 হা হেতি সংবন্তৌ তৌ হতচিত্তৌ বমুহত ॥ ১৬  
 নিখিলজন শরণ্যো লোকহৃৎ স্বাপহারী  
 ন ভবতি হৃদ্যু বাসো লোকবন্দ্যেভ্য সত্য' ।  
 নিজমঘন বিশূন্য' কারয়িত্বা বিরাস  
 ইতি গিরিশ শরীর-লঙ্ঘতি স্বৌচকার ॥ ১৭  
 শুক্লিকাভ্যন্তরাহন্যা ধাত্রয়া স সুবহিষ্কৃতঃ ।  
 বিমূঢ়া লিপ্সসর্বাঙ্ক' বালকং হৃদিসংস্থিতম্ ॥ ১৮

On saying this, God ceased to speak and turned into an ordinary human child before the eyes of his parents. Next moment even the child could not be seen and the parents burst into tears. At last the attending nurse brought the child out of an oven, with its body all covered with ashes. ॥ 15 to 18 ॥

বঙ্গানুবাদ—

এইরূপ বলিয়া সেই ভগবান তুকীড্রাব অবলম্বন পূর্বক পিতা মাতা উভয়ের সাক্ষাতে দেখিতে দেখিতে তৎকণাৎ বৈকল্যী শক্তি প্রভাবে সন্তোষাত শিশু নুর্জি হইয়াছিলেন। ১৫

কিন্তু হঠাৎ পুত্রটি অন্তঃ হইলে পিতামাতা হাহাকার শব্দ করিয়া মুষ্টিভেদে মত হইলে অনন্ত বন্ধাওন্মিত জনগণের একমাত্র শ্রবণীয় শোক শ্রুংখ বিনাশকারী ভগবান সাধারণ ব্যক্তির মত আমার মর্ত্যধামে থাকি অসম্ভব এই জন্ত তিনি চুল্লিকা মধ্যে অর্থাৎ বাঁধিবার উনের মধ্যে এবিষ্ট হইয়া তন্দ্রলিপ্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন। ১৬

আদিলীলা ২য়: অ: ।

মেহে সময় শাজী মাতা ধনো উনোন হইতে ভগবানকে বহির্গত  
করিশ। উন্মলিগু সর্বাঙ্গ বালককে হৃদয়ে ধারণ পূর্বক । ১৮

কৃত্বা তৌ দর্শয়ামাস ধনো ধাত্রী মহাধনম্ ।

এবং স্বামির্ভাবকালে ন্যাসিনাং পরমাগতিঃ ॥ ১৫

লীলাতনু: স ভগবাং স্ত্রাগলীলা মদর্শয়ত্ ।

তত: শিশোজাতকর্ম চকার কর্ম বিতৃ পিতা ॥ ২০ ,

গয়ায়া: স্বপ্রবৃত্তান্তং কুদিরামোঽপি সংসরন্ ।

গদাধরেতি তন্মামকৃতদ্বান বালকস্য হি ॥ ২১

যদা গদাধরো জাত স্তদ্বিনাবধি নো মৃহং ।

ধনধান্যেন সম্পূর্ণং লভিতং সুবিশেষত: ॥ ২২

Thus even at the time of His birth His appearance in a body smeared with ashes signified His renunciation and aloofness from all earthly things. Khudiram then performed the birth ceremony of the child and named it Gadadhar in recollection of the dream in Gaya. From the day Gadadhar was born, the family of Khudiram began to grow rich and prosperous. 19 to 22

বক্তাবাদ :—

মহাধন অর্থাৎ লক্ষী পতি ভগবানকে পিতা কুদিরাম ও মাতা  
চন্দ্রাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন এইরূপভাবে সর্বস্বত্যাগী ভক্তগণের  
একমাত্র গতি ভগবান নিজেই আবির্ভাব সময়ে ভাগলীলা দেখাইয়া  
ছিলেন । ১৯

ଆଦିଲୀଲା ୨ୟ: ଅ: ।

ତତ୍ପରେ ଲିଜା କୁଦିରାମ ଖୁଦିର ସଂକୀର୍ତ୍ତ ଜାତକର୍ମ କରିବା  
ହିଲେନ ଏବଂ ଗୟା କେତେର ବସବୁତାନ୍ତ ନ୍ଦରଣ କରିବା ବାଳକେର  
ନାମ ଗଦାଧର ବାଲିଆ ନାମ କରଣ କରିବା ହିଲେନ । ୨୦।୨୧

ଆମି ବିଶେଷ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାହି ବେଦିନ ହଟେତେ ଗଦାଧର  
ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବାଛେ ନେହିଦିନ ହଟେତେ ଆମାଦେର ଗୃହ ଧନବାହେ  
ମନ୍ତ୍ରିପୂର୍ବ ହେଶାଛେ । ୨୨

ମନ୍ଧ୍ୟେ ଗଦାଧର: ସାକ୍ଷାତ୍ କ୍ରପୟାକ୍ଷଦ୍ ଗୃହାଗତ: ।

। ଇତ୍ୟ ପିତୁ: ସକାଶେ ସୋଽବଦଦ୍ରାମ କୁମାରକ: ॥ ୨୩

ଯୁତ୍ବୈଷଂ କୁଦିରାମସ୍ତୁ ପୁତ୍ରଂ ମିତ୍ରାସ୍ତ ନତୁଚ୍ଚିନାତ୍ ।

ନୈତତ୍ ପରକ୍ଷା ଆହୂୟୟଂ ତେନାଭଦ୍ରଂ ଭବିଷ୍ୟତି ॥ ୨୪

ବାଲମ୍ୟ ନାତ୍ମଗମେକଂ କୁଦୀର୍ଘପୁତ୍ରଂ କାଚିତ୍ ।

ହୃଦ୍ଧାତାର ସ୍ବରୈର୍ଯୁକ୍ତା ଚନ୍ଦ୍ରା ଭୀତି ମମାକୁଳା ॥ ୨୫

ଗୃହାଦହିଷିନିକ୍ରାନ୍ତା ଚ୍ଚାମିନ ମୟଦତ୍ ମତୀ ।

ଫତ୍ନଗ୍ରାସହ ଗୃହଂ ଗତ୍ବା ଗୟାପାଂ କେବଳଂ ସୁତମ୍ ॥ ୨୬

Ramkumar also realised that Lord Gadadhar Himself had appeared in their house. Khudiram however, advised him not to reveal the matter to any body else, as some mischief might come out of it. Once Chandra Devi got frightened at the sight of a very tall person by the side of the bed of the child. She called in her husband who found none but the child. 23 to 26

আদিলীলা ২য় অঃ ।

আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । এইরূপ ভাবে খুদিরামের কোষ্ঠ পুত্র রাম কুমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন ॥ ২০

খুদিরাম রাম কুমারের এইরূপ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন এই সকল কথা অশ্রুর নিকটে প্রকাশ করিওনা ইহাতে আমাদের ভাল হইবেনা ॥ ২৪

কোন সময়ে বালকের শয্যা মধ্যে একটি শূদীর্ঘ পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গৃহের বহির্ভাগে স্বামীকে বলিয়াছিলেন খুদিরাম অরণ্য মাঝে গৃহমধ্যে বাইরা কেবল মাত্র পুত্রকে শয্যাতে নিদ্রিত দেখিয়া পত্নীকে বলিয়াছিলেন কিছু মাত্র ভয় নাই । ২৫।২৬

নিদ্রিতং বীক্ষ্য তামাহু ভয়ং কিञ্চিৎ বিদ্যতে ।

এবমদভূত দৃশ্যং হি নিত্যস্বাত ন নূতনম্ ॥ ২৩

অপ্রকাশ্যমিদং দেবি দেবগুহ্যং সুসংহতম্ ।

ভয়ং মা কুরু দেবি ত্বং বহুধৈব দৃশ্যতে ময়া ॥ ২৪

তথাপি মাতা পুত্রস্য প্রেতাগমনমদৃশয়া ।

শৌচং মানয় ভো স্বামিন্ গুণিন্ ভূত-ঘাতকং ॥ ২৫

ইতি গিরা মধুর্যো বাচ দেশীং দ্বিজোত্তমঃ ।

উত্তমস্বাত কথং দেবি স্মৃত-শব্দা প্রবর্ত্ততে ॥ ২৬

Khudirm said to his wife, "Don't fear. I have been seeing such things often and on." But his wife feared that their house must have been hunted by ghosts At this Khudiram said, "How can you be afraid of ghosts ?" 27 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেবি একথা প্রকাশ করা উচিত নয় কারণ শীঘ্রে দেখা

আদিলীলা ২য় অঃ ।

যায় দেবতাদিগের বিষয় সর্ব্বতো ভাবে গোপনীয় । অতএব তুমি  
ভয় করিও না এরূপ আশ্চর্য্য আমার গৃহে নিত্যই হয় । ইহা  
নূতন নয় আমি প্রায়ই এরূপ দেখি ৷২৭২৮

কুদিরাম, এই রূপ বলিলেও চন্দ্রাদেবী পুত্রের প্রেতাবেশ  
আশঙ্কা করিয়া বলিয়াছিলেন হে স্বামিন শীঘ্রই আপনি ভূত ঘাওক-  
শুনী বা রোজা আশুন ॥ ২৯

তখন কুদিরাম মধুর বাক্যে সাধনা করিয়া চন্দ্রাদেবীকে  
বলিয়াছিলেন হে দেবি আমাদের গৃহে ভূতের আশঙ্কা কি কখনও  
হইতে পারে ৷৩০

যস্মাম ধরনাত্ সর্ব্বং ভূত-প্রেতে পিশাচকাঃ ।

বিদ্রবন্তি ময্যাক্তাবৈ বিষ্ণুপত্নৈ রিবাশুরাঃ ॥ ২১

মৃত্যোরধ্যন্তকীয়ন্ত সাধাঃ দ্রঘবরঃ প্রমুঃ ।

তদডিগ্ন কমলং দেবি সর্ব্বাপদিনিবারকম্ ॥ ২২

রঘুবীরস্য সিবৈব সর্ব্বয়ান্তি ফলপ্রসূঃ ।

অন্যস্মৈ ন সমাখ্যেয় ভ্রমাৎপাণি কয়ঙ্কন ॥ ২৩

কস্যুগাচ পতিঃ পত্নী সান্ত্বয়িত্বা দ্বিজোত্তমঃ ।

ততঃ কানী গতস্তাৎ পঞ্চমাশাতকং শুভং ॥ ২৪

“So long Raghubir is in our house, no ghosts  
or evil spirits can hunt our house, since the  
name of Raghubir is sufficient to avert all evils.”  
Thus he consoled his wife. Thereafter five  
months passed peacefully. 31 to 34

জাদিলীলা ২য়: অ: ।

বন্দ্যবাস :—

বিষ্ণুপক্ষ দেবতাগণ দ্বারা অনুর পক্ষ যেমন নিত্য পরাজিত ওরূপ যে ভগবানের নাম শ্রবণ মাঝে ভূত প্রেত ও নিশাচাদি ভয়ে পীড়িত হইয়া ক্রম বেগে অন্যত্র পলায়ন করে । ৩১

যমেরও যম সাক্ষাৎ রঘুবীর যে স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানে ভয় ? হে' দেবি, রঘুবীরের পাদপদ্মই যাবদীয় বিপদ বিনাশক । ৩২

এক রঘুবীরের সেবাই সর্ব প্রকার শাস্তি দান করেন । এ সকল বিষয় অত্র কাহাকেও জানে ও বলিও না । ৩৩

কুদীরাম চন্দ্রাদেবীকে এই রূপ ভাবে সাধনা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিলেন । তৎপরে নকম নাম পর্য্যন্ত এই ভাবে আনন্দের সহিত অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ৩৪

পান্ধাসিকস্য ষালস্য ঝিঙ্গন মল্লনৌকিকম্ ।

অক্ষাদুদিতযাসীদ যস্য তস্য গৃহদ্বানে ॥ ৩৫

কলভাপণ পূর্ব্বন্তঃস্থমুত্তোল্য সংস্থিত: ।

অদুভূতাগমন' তস্য দৃষ্টা নারী সুবিস্মিতা ॥ ৩৬

পাদমিত ক্রীয়াট' লঙ্ঘয়িত্বা গত: কথ' ।

বাসক' ক্রীড় মারোপ্য ধুম্বনাদি স্ততোষিত' ॥ ৩৭

সুমিষ্ট লঙ্ঘক' দত্তা চন্দ্রায়া গৃহমাগতা ।

কর্ম্মান্তরে নিযুক্তা সা বালস্বি দৃক্‌দ্বিধা' গতি' ॥ ৩৮

When the child was only six month old, he crawled a distance of half a mile. A lady was surprised to see the child all alone. She

আদিলীলা ২য় অঃ ।

took the child to Chandra Devi who could not keep a watch on the child due to household work. 35 to 38

বঙ্গানুবাদ :—

ছয়মাসের বালক গদাঘরের হামাগুড়ি দিয়া বেখানে সেখানে যাওয়া অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল । অর্থাৎ বার তার ঘরের উঠানে যাইয়া অক্ষুট মধুর খনি সহকারে একটি হস্ত ভূমিতে রাখিয়া অল্প হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক সেই বাড়ীর ত্রীলোকের মুখের দিকে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক উৰ্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া থাকিত । সেই বালকের আশ্চর্য্য আগমন দেখিয়া অর্থাৎ প্রায় এক পোয়া পথ লঙ্ঘন করিয়া কি প্রকারে আমাদের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এই রূপে বিস্মিতা নারী বালকটিকে নিজ জোড়ে উত্তোলন পূর্ব্বক চুদানাদি দ্বারা, সন্তুষ্ট করতঃ সুমধুর লড্ডুকাদি খাওয়াইয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহে যাইয়া ছিলেন । ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

স্মাতু' ন যজ্ঞা শ্রুত্বৈবায়ম্য যুক্তা তদামবত ।

তযৌক্ত' বন্দন' কৃৎবা স্মৃত' রঘু গৃহী তব ॥ ৪৫

তদুমতির্নায়কস্য বন্দনে'পি স্মৃতি শিশো ।

ন স্মান্তন' যদ্বিহস্য তস্য কি' বন্দন' মধেত্ ।

প্রাগাভির্নামিত স্তস্য সর্ব্বালৌকিক ভাষতঃ ।

পুত্র' প্রতি মদা পিত্রোভগবদ্ভাব দর্শনাৎ ॥ ৪২

গদাঘর স্মৃতিশিশোর্ঘনানন্দ স্বরূপতঃ ।

তদৃ গ্রামবাসি লোকানা মসৌ প্রিয়তরো'ভবত্ ॥ ৪২

Chandra Devi was very much astonished to know this from the lady who advised her

আদিলীলা ২য় অঃ ।

to keep the child tied in her house. Due to divine indications prior to the birth of the child and divine joyousness of the child, he became an object of great endearment of the people of the locality. 39 to 42

বঙ্গানুবাদ—

অতঃ গৃহ কর্ণে ব্যস্তা চন্দ্রাদেবী সেই ত্রীলোকটির মুখে পুত্রের কথা শুনিয়াই বালকের এই রূপ আশ্চর্য্য ভাবে অস্তিত্ব গমন কি রূপে সম্ভব হয় তাহা জানিতে না পারিয়া চন্দ্রাদেবী অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন ।

পরে সেই ত্রীলোকটি বলিয়াছিলেন তোমার ছেলেকে ঘরের মধ্যে বন্ধন করিয়া রাখ । ২৯

যে ভগবানের বাহ্য বা অভ্যন্তর বলিয়া কিছু নাই বা সর্ব ব্যাপক বহু অপরিচ্ছিন্ন তাঁতার বন্ধন দ্বারা কি গতিরোধ করা যায় । ২০

গদাধরের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে অলৌকিক ভাবের প্রকাশ বশতঃ পিতামাতার সর্বদা ভগবন্তাব দর্শন জন্য এবং শিশু গদাধরের আনন্দ ঘন বিগ্রহ বশতঃ বালক গদাধর কামার পুত্র নিবাসী জন গণের অত্যন্ত প্রিয়তম হইয়াছিলেন । ৪১।৪২

অথরাঙ্কে গ্রামবাসি নরনারী সমাগমাৎ ।

তীর্থতুল্যং মহেশ্বামুদ্রঘুবীর প্রসাদতঃ ॥ ৪৩

পুণ্যস্থানপ্রায়নার্থং হুদিরামস্য ধীমতঃ ।

চিন্তা সমুদ্রতী জাতা গ্রামস্থামন্বণায় वै ॥ ৪৪



অদিলীলা রয় অঃ ।

গ্রাম্যান্না ভোজ্যদানার্থং তাড়মর্থো ন বিদ্যতে ।

প্রার্থনা পুরণ তেপা রঘুবীর কুরুষ্ব ভোঃ ॥ ৪৩

এব চিন্তয়ত স্তাস্য বন্ধু প্রবর আগতঃ ।

প্রেরিতো রঘুবীরেণ ভক্তামিষ্ট প্রপূরণাত্ ॥ ৪৪

Every evening the villagers used to crowd the premises of the house of Khudiram as pilgrims in a holy place. Khudiram was to perform the rice giving ceremony of the child, accompanied with a feast in which a very large number of people was to be invited. It would cost him a lot of money. He prayed to Raghubir for the fulfilment of his desire. To meet the requirement a friend of Khudiram's called at his house.

43 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

অতিদিন অপরাহ্নে আনবাসী নরনারী সকলের সমাগন হইল ভগবান রঘুবীরের অগ্রগৃহে কুদিরামের গৃহ একটি নুষ্টি ক্ষেত্র তীর্থ তুল্য হইয়াছিল । ৪৩

কুদিরাম গঙ্গাধরের ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবসের জন্য এবং তৎপলক্ষ্যে আনবাসি জনগণের নিমন্ত্রণ হইল বিশেষ ভাবে চিত্রাবিত হইয়াছিল । ৪৪

আদিলীলা ২য়: অ: ।

অসম্ভব অভাব হে রঘুবীর আপনিই তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ  
করুন । ৪৫

ভক্তবাঞ্ছা পূরণার্থে ভগবান রঘুবীরের দ্বারা প্রেরিত এইরূপ  
ভাবে চিন্তাযুক্ত কুদীরামের নিকটে তাঁহার পরম বন্ধু আসিয়া  
উপস্থিত হইয়াছিলেন । ৪৬

লাহাব'শাবত'স: স ধর্মদাসাभिषो महान् ।

सर्वत्र सदनुष्ठाने सहाय याति धार्मिक: ॥ ४७

राजतुल्य: सुविख्यातो देवनाग्नसेवक: ।

गुणग्राही गुणी मानी धनी सर्वजनादृत: ॥ ४८

श्रुत्वा बन्धु मुतयান्न प्राशन' सत्त्वर' भवेत् ।

भोज्याय' ग्राम वास्तव्य जनानां प्रार्थना मपि ॥ ४९

জ্ঞাত্বা পুন মৃৎ' গত্বা দ্রব্য সম্ভারজ' বহু ।

মৃদোত্বৈব মৃদে বন্দ্যোদরশ্রেণু সমার্পয়ত্ ॥ ৫০

He was Dharmadas Laha. famous for his riches  
as well as piety. On learning the ceremony  
to be performed very soon, he returned home  
and again went back to Khudiram's house with  
large quantities of things required on the occasion.  
He placed them at the feet of Khudiram. 47 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

এই বহুটি লাহা বংশের ব্রহ্ম বরুণ ইহার নাম ধর্মদাস ইনি  
সর্বত্র সমুষ্ঠানে সাহায্য করেন অতি ধার্মিক । ৪৭

আদিলীলা ২য় অঃ।

এবং ইনি রাজাদের মত প্রভাপশালী ও বিখ্যাত দেবতা এবং ব্রাহ্মণ গণের ভক্ত গুণ গ্রাহী গুণবান মাহুবান ধনবান ও সাধারণ জন গণের দ্বারা আদরনীয়। ৪৮

ধর্মদাসবাবু খুদিরামের পুত্রের ২১২ দিনের মধ্যেই অন্নপ্রাশন হইবে এবং উছপলক্ষ্যে গ্রামবাসি জন সাধারণের ভোজনাদি ব্যাপার এই সকল বৃহত্তর খুদিরামের নিকটে অবগত হইয়া পুনর্ব্বার নিম্নগৃহে আগমন পূর্ব্বক নানাবিধ জব্য সম্ভার বন্ধু-ভাবে খুদিরামের গৃহে আনিয়া খুদিরামের নিকটে সনর্পন করিয়া ছিলেন। ৪৯৫০

অযাচিতা 'হুত' 'হাভ্য' 'দ্রব্য' শাস্ত্রপ্রমাণতঃ।

'অন্নসাদ্রব্য সম্ভারী গৃহীত স্তনে সাদর' ॥ ৫১

কুলাচারংসাতৃ পিতা তদ্বিনে বালকস্য চ।

শ্রীমদগদাধর ইতি প্রদত্ত' পূর্ব্ব' নাম চ ॥ ৫২

অধিবাচাদিক' কৃৎবা পিতৃদেবাচ্চনাদিক'।

সমাপ্য বিধিবদ্ বিপ্রী রঘুবীর' সমাচ্চর্যয়ত ॥ ৫৩

তদ্বিনে রঘুবীরস্য পূজাদ্রব্য' বিশেষতঃ।

নানা অন্নন সংযুক্ত' সুপাক' পায়সান্নিক' ॥

As, such offerings were acceptable according to religious codes, Khudiram gladly accepted them. According to the prevailing usages all the rites were performed and Raghubir was also worshipped and offered well cooked rice with various dishes. 51 to 54

ব্রহ্মানুবাদ :-

যে কোনও জাতি যদি স্বেচ্ছায় উদ্যম বর্ণের গৃহে ভোজ্য

আদিলীলা ২য়: অ: ।

ভোজ্য আনয়ন করে তবে তাহা সাদরে গ্রহণ করা কঠব্য এইরূপ শাস্ত্রের প্রমাণ বশতঃ ক্ষুদ্রিরাম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন ভ্রাতৃগণ প্রতিগ্রহ পরাম্ভুখ নিষ্ঠাবান ভ্রাতৃগণ হইলেও সেই সকল ভব্য সম্ভার বন্ধু ধর্ম্মদাসের নিকটে হইতে মানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৫১

পুত্র গদাধরের অন্নপ্রাশনের দিনে ক্ষুদ্রিরাম কুলাচার বশতঃ অধিবাসাদিনান্দ্যুখ কার্য্য সমাধা করিয়া নাম করণ অর্থাৎ পূর্ব্ব প্রদত্ত গদাধর এই নাম করণ করিয়া অন্নপ্রাশনের হোমাদি কার্য্যান্তে রঘুবীরের অর্চনা বিশেষ ভাবে সমাপন পূর্ব্বক ভোগভব্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদিসংযুক্ত নৃপায় পাশ্যনাদি । ৫২৫৩৫৪

নিবেদ্য রঘুবীরায তত্ প্রসাদেন স হিজ: ।

পুত্রস্যাম্রায়ণ' দত্ত্বা মোদমান: স্ববন্ধু-মি: ॥ ৫৫

দত্ত্বা বন্ধোধ'ন্যবাদ' পুত্র-পত্নী যুতশ্চ ত' ।

প্রসাদ' প্রাপ্যামাস স্বকুটুম্ব' তথা হিজ: ॥ ৫৬

অহর্নিশ' ভোজনশ্চ সবপরদ্রামবাসিনা' ।

সমাপ্য কৃত কৃত্যোঃসু হুঃস্রাণ: সহ ভার্য্যক: ॥ ৫৭

সরস্বতুগদিতা হ্রাসোদ্র প্রায়নত: পরম্ ।

কৃত' বাধ্যো'ব্বারণন্তু মাৎকোড়স্থিতেন বৈ ॥ ৫৮

The child was fed with the offered rice of Raghubir. All the friends and relatives, the villagers and guests were well fed and entertained. Shortly after this ceremony the child, now named Gadadhar, started speaking. 55 to 58

বঙ্গানুবাদ :-

গোধূন চূর্ণ শিকটক ও মিষ্টান্নাদি রঘুবীরকে নিবেদন করিয়া

আদিলীলা ২য়: অঃ

প্রসাদীয় অন্নদ্বারা বালক গদাধরের অন্নপ্রাশন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া কুদিরাম আত্মীয় ও স্বজাতি ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত স্বয়ং ভোজন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৫৫

তৎপরে কুদিরাম অত্যাচ্ছন্নদয় পরম বদ্ধ ধর্ম্মদাস মহাত্মাকে সর্ব্বসমক্ষে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া ধর্ম্মদাস বাবুকে বুটুঘ বর্গ ও তাঁহার পুত্রকন্যাদির সহিত পরিভ্রম করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন । ৫৬

এইরূপ ভাবে স্বগ্রামবাসী ও ভিন্নগ্রাম বাসী জন সাধারণকে দিবারাত্র ভোজন করাইয়া পত্নী চন্দ্রাদেবীর সহিত কুদিরাম লোক সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন । ৫৭

অন্নপ্রাশনের পরই গদাধরের বাক্যকৃষ্টি হইয়াছিল । মাতার কোলে অবস্থান করিয়া গদাধর বানাকথা বলিতেন । ৫৮

দেবদেবো স্তব্য চ্যান নমস্কারাদিকঞ্চ যত্ ।

যতিনং মাভদেষ্যা তত্ যতিনং বামকেন তু ॥ ৫৯

দ্বিত্ববর্ষাভ্রান্তরে তু পুরাণাখ্যান মুত্তম' ।

শ্রুতিমাত্রণে দাম্যস্ত মায়হাতি-শয়েন চ ॥ ৬০

অহু ম'হ্যাদি শাস্ত্রাদিরভ্যাস' বিধবজ্জহৌ ।

কদাপি ন শৃণোত্যেব শ্রাম্যভাসী' গদাধরঃ ॥ ৬১

চতুঃপঞ্চবর্ষমিত গদাধর মুখোত্তদা ।

দেব ভাষায়ুতং স্তৌত্র' শ্রুত্বা সর্ব্বে সুবিচ্ছিতাঃ ॥ ৬২

Gadadhar could recite the hymns which his mother used to read out. At the age of two

আদিলোলা ২য় অঃ ।

to three yers he could commit to memory the stories of mythology at first hearing. He however, avoided arithmetic and local news. At the age of four to five years he could recite Sanskrit hymns and thereby commanded admiration of all. 59 to 62

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা চন্দ্রাদেবী যে সকল দেব দেবীর বান শুব এবং নমস্কারাদি পাঠ করিতেন বালক গদাধরও তৎক্ষণাৎ সেই সকল পাঠ করিতেন । ৫৯

গদাধর দুইতিন বৎসর বয়স্কসে উত্তম পৌরাণিক বার্তা শ্রবণ মাত্রে আশ্রয়শ্রীশ্রী শ্রীশ্রী করিয়া গাইতেন । গদাধর কড়া গুণা প্রভৃতি অঙ্ক শাস্ত্রের অভ্যাস কে বিষবৎস্যাগ করিতেন । এবং গ্রাম্য বার্তা কখনও শুনিতেন না । ৬০-৬১

চার পাঁচ বৎসরের গদাধরের মুখ হইতে দেব ভাবায় দেব দেবীর শুব ও স্তোত্রাদি শ্রবণ করিয়া কামার পুকুর নিবাসী জনগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন । ৬২

ততঃ পঞ্চম বর্ষে চ বালস্য বিধিবিহিঃ ।

বিদ্যারম্ভং কারয়িত্বা পাঠাগারে তমার্পয়ত ॥ ৬৩

তত্র তুল্যবয়সীপেতান্ বালকান্ প্রাপ্য বালকঃ ।

বিদ্যার্থিনঃ শিষ্যকাঁ য মাধুর্য্য গুণ তোষিতঃ ॥ ৬৪

লীলা প্রেমা সত্যনিষ্ঠা দয়াতুর জনৈশ্চ চ ।

সমতা সর্বভূতেষু গুণাঃ পঞ্চ গদাধরে ॥ ৬৫

আদিলীলা ২য় অঃ ।

অস্তি ভাতি প্রিয়ানাথ স্বরূপং শ্রীগদাধরঃ ।

নির্ভীকঃ সাহসী সত্যবাদী ধর্ম্মরতঃ শূচিঃ ॥ ৬৬

At the age of five he was initiated to study and sent to pathshala. By his sweet conduct he could please all the boys and teachers. The best of virtues began to find expression in him. He became uncommonly prominent for his piety, truthfulness and kindness. 63 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে কুদীরাম গদাধরের পঞ্চম বর্ষ বয়সে বিজ্ঞানার্হ করাইয়া পাঠশালায় প্রবেশ করাইয়াছিলেন । ৬৩

। পাঠশালায় সমবয়স্ক বালকগণকে পাইয়া এবং বয়োধিক শিক্ষক ও ছাত্র-দ্বন্দ্বকে গদাধর স্বকীয় মাধুর্য্য গুণে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ৬৪

। অস্তি ভাতি প্রিয় স্বরূপ গদাধরের সৌন্দর্য্য, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, আত্মরক্ষণে দয়া ও সর্ব্ব ছীবে সমবুদ্ধি এই পাঁচটি গুণ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত । ৬৫

এবং শ্রীযুক্তগদাধর সাহসী নির্ভীক সত্যবাদী শাস্তিক ও পবিত্র ছিলেন । ৬৬

ন বিমাতৃ গুণা স্তস্য শক্তা ব্রহ্মশিবাदয়ঃ ।

পরিপা-ভূপকারার্থং স্বপ্রাণানপি যচ্ছতি ॥ ৬৭

মাধাবিষ্টঃ সুকুমার এষ্যং বদতি সন্ততম্ ॥

নাথং কুমারঃ যৌগলী ন কিমোরো যুবাপি য়া ॥ ৬৮

আদিসৌভাগ্যঃ অঃ ।

সর্ব্বথা সুসমর্থোঽস্মি সর্ব্বং কৰ্ত্তুমসং শয়ম্ ।

দুঃখং হর্ষময়ক্রোধ লোভ মোহমদাদয়ঃ ॥ ৬৫

অজ্ঞানলিঙ্গান্যে তানি কুতঃ সন্তি চিদাত্মনি ।

জ্ঞানানন্দস্বরূপোঽহং সর্ব্বং জানামি সন্ততম্ ॥ ৬৬

Even Brahma and Shiva cannot describe his virtues. He would offer his own life for the benefit of others. In his divine mood he would give out that he was neither a child nor a boy nor a man but an embodiment of joy and knowledge, and that he was capable of knowing and doing everything. 67 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের গুণ সকলের সংখ্যা করিতে শিব ব্রহ্মাদি ও সমর্থ হইতেন না । গদাধর পরোপকারার্থে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন । ৬৭

সেই পঞ্চম বর্ষীয় গদাধর মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেন আমি কুমার পোগণ্ড কিশোর বা যুবানয় আমি সর্ব্বদা সকলকার সম্পাদন করিতে সুসমর্থ । অতাবজ্ঞানিত হ্রঃ বৈবয়িক আনন্দ ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ গর্ব্ব ও মাৎ সর্ঘ্যাদি ভাব অজ্ঞানের চিহ্ন । এইসকল বিলুপ্ত জ্ঞানস্বরূপ আমাতে থাকে কি সম্ভব হয় । আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ ইহা ক্রব নিশ্চিত । অতএব আমি সর্ব্বদা সমস্ত বিষয় অবগত আছি । ৬৮ । ৬৯ । ৭০



আদিনীলা ২য় অঃ।

তদ্যাম সন্নিধা যস্মিন্ কাচিদুদ্যান বাটিকা ।

তত্র প্রেতনিবাসাচ্চি নৈকলঃ কোঽপি গচ্ছতি ॥ ৩১

তত্র গদাধরঃ ক্রোড়াং কৰোতি বন্ধুভিঃ সহ ।

রাক্ষা বধ্যিকলৌ যাতি ভূতদর্শন হেতবে ॥ ৩২

পিষ্টস্বচ্ছরমাদেশ্য শীতলাবেশত স্তদা ।

দৃষ্টা তদ্বিক্রতাৰস্য্য প্রার্থনা মকরোচ্চ সঃ ॥ ৩৩

মম মূর্ছি, হি সা মাতা শীতলা প্রবিশেদু যদি ।

তদা পূর্ণসুখী ভূত্বা নৃত্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪

There was a garden near the village. It was a general belief in the locality that it was haunted by ghosts, and hence none would dare to go into it. Gadadhar with his friends used to go into it. Gadadhar with his friends used to play games in that garden and sometimes used to go there without any companion to see ghosts at night. On seeing the unbalanced condition of his aunt, Rama Devi, possessed by the Goddess, Sitala, he would say that he would dance in joy if the goddess entered his head. 71 to 74

বঙ্গানুবাদ—

সেই কামার পুরুরের প্রান্তভাগে একটি বাগানবাটি আছে সেখানে ছুতের বাসস্থান বলিয়া কেহ কখনও যায় নাই। সেই বাগানে বন্ধু গণের সহিত গদাধর খেলা খেলা করিতেন। এবং রাক্ষি

আটলীলা ২য় অঃ ।

কালে ভূত দেখিবার জন্য গদাধর একাই সেই বাগানে যাইতেন ।

৭১।৭২

সেই সময়ে গদাধরের পিসিমাতা রমাদেবীর হৃদয়ে শীতলা দেবীর আবেশ বশতঃ তাঁহার বিকৃতাবস্থা দেখিয়া গদাধর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যদি মা শীতলা আমার মৃতকে প্রবিষ্টা হন তাহা হইলে আমি পূর্ণসুখী হইয়া পরমানন্দে মৃত্যু করিব । ৭৩।৭৪।

एवं बहुविधं तस्य साहसं परिनिश्चितम् ।

यामवासिभि रत्यन्त' तथा स्वজন बान्धवैः ॥ ७५

बृहद्बिद्यालयस्तत्र भूस्वामिनो गृहान्तিকে ।

पाठार्थ मासोद्घातानां घण्टासन विभूषितः ॥ ७६

एकदा पाठशालाया मागतो राजपुरुषः ।

छात्रানাं सुपरीक्षायां दातुञ्च पाप्तिोषिकम् ॥ ७७

गुरुशिष्यादय स्तत्र लोकसंख्याः सहस्रशः ।

नानাग्रामागतान् छात्रान् परीक्षादानं हतবৈ ॥ ৭৮

Such were the instances of his courage witnessed by all his friends, relatives and others. There was a large school close to the house of the Zeminder. Once the Inspector of schools came there to examine the boys and also to award rewards. All the teachers, students and visitors gathered there. 75 to 78

বঙ্গানুবাদ :—

কামার পুত্র নিবাসী মাধারণ জনগণ এবং অন্ত্রীয় বঙ্গ

আদিলীলা ২য় অঃ ।

গদাধরের এই নানা প্রকার ভাবে অভ্যস্ত মাহসের বিষয় পরিদর্শন করিতেন । ৭৫

কামার গুহরের বিনিষ্ট জমিদার বাবুদের প্রায় গৃহ সংলগ্ন স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বহুতর কাষ্ঠাসন অর্থাৎ চেয়ার বেঞ্চি যুক্ত একটি বৃহৎ বিজ্ঞালয় বা পাঠশালা ছিল । কোনও একদিন সেই বিজ্ঞালয়ে ছাত্রবর্গের পরীক্ষাপূর্বক পারিতোষিক দিবসের জন্য রাজ পুরুষ বা স্কুল ইনস্পেক্টর আসিয়াছিলেন । এবং সেই বিজ্ঞালয়ে পরীক্ষা দিবসের জন্য বহুতর গ্রাম হইতে অসংখ্য ছাত্র তাহাদের শিক্ষক ও দর্শকাদি লোক সংখ্যা অসংখ্য হইয়াছিল । ৭৬।৭৭।৭৮

ক্লম পর্য্যায়ত স্তোঁধা পরীচা যদ্বণে জগে ।

পর্য্যয়িনাগতস্তত্র বালকঃ শ্রীগদাধরঃ ॥ ৩৫

সরাসপুরুষস্তস্য দৃষ্টা স্নেহপরিপ্লুতঃ ।

সুস্নিগ্ধঃ বালকঃ রম্য মাহাত্ম্যে বিনয়িন চ ॥ ৫০

যদ্রচ্ছ কথ্যতাং তদি যদধীতং গুরো স্ত্বয়া ।

বিদ্যাভ্যাস বিধৌ যত্নং কুরুষ্ব ভো গদাধরঃ ॥ ৫১

ত্বতু পিতা পণ্ডিতো মানী সৌদর্য্যাদ্যপি পণ্ডিতাঃ ।

সুখং নাস্তি ধনং নাস্তি বিদ্যাছোনজনস্য হি ॥ ৫২

The boys were being examined one after another. When Sri Gadadhar came up in his turn, the Inspector became very much charmed by his sweet appearance, and asked him to say something of what he had been taught. He also advised Gadadhar to get on with his

आदिलौला २५: अ: ।

studies well for his father and brothers were all great scholars and none without knowledge and learning could be happy and rich. 79 to 82

बङ्गानुवाद :-

पर्याय क्रमे एक एकटि छात्रेर पत्नीका काले गदाधर पर्याय क्रमे उपस्थित हईले आकृति ओ बिनयेर धारा सुकोमल रमणीय गदाधरके देखिया अत्यन्त नेहाज' छित्ते पत्नीकक जिज्ञासा करिलेन । ओहे गदाधर कुरुर निकटे बाहा शिका करियाह ताहा किछु बल ? एवः परम यत्नेर सहित विद्याअभ्यास कर देख तोमार पिता सर्वजनानृत श्रेष्ठ पण्डित । सहोदरगणओ सुपण्डित । विद्याशौन बाक्तिर सुख वा धन किछुई हर नाई । १२।७०।८।१।८२

गदाधरेण सोऽपुत्रो निभंयेनान्तरात्मना ।

तां शिषां साधु नो मन्ये भवन्ति शिषिता च या ॥ ८३

विषय विपनिताभिर्विद्याभिः किं प्रयोजनम् ।

परवच्चन हेतुर्या विद्या सर्वत्र गर्हिता ॥ ८४

तां शिषां न करिष्यामि यत्फलं कदलीफलम् ।

इह चात्मीपतापाय प्रेत्य वै नरकाय च ॥ ८५

यथैव विद्याया जीवोऽमृत मरणाति नित्यशः ।

सैव विद्या स धर्मश्च सा शान्तिः सा परा गतिः ८६

At this, Gadadhar fearlessly replied what he had been taught was not worth learning.

আদিলীনা ২য় অঃ

What was the necessity of that learning which was based on worldly affairs. That learning which would lead to deceiving others was abominable, as it would result in suffering in this world and in the Hell after death. The learning that would lead to the eternal truth and peace should be covetable. 83 to 86

গদাধর রাজপুরুষের কথা শুনিয়া নির্ভয়ে বলিয়াছিলেন  
আপনারা যে বিদ্যাশিক্ষা করেন আমি সে শিক্ষাকে উত্তম শিক্ষা  
বলিয়া মনে করি নাই। ৮৩

বিষয় নিব লিপ্ত বিদ্যায় প্রয়োজন নাই। কারণ আমি কি  
প্রকারে অন্ধকে ঠকাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিব এই রূপ বিদ্যা  
ইহলোকে ও পরলোকে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। ৮৪

সেৱণ বিদ্যা আমি শিক্ষা করিব না যে শিক্ষার ফল কহু আর  
কলা কারণ ইহলোকে আশপাতি পরিভ্রম। আর পরলোকে  
নরকে গমন। ৮৫

যে বিদ্যা দ্বারা জীবগণ মিথ্য অমৃত আশ্বাসন করেন সেই বিভ্রাই-  
বিভ্রা সেই ধর্মই ধর্ম তাহাই শান্তি এবং সেইটিই উত্তম গতি। ৮৬

वेदैरप्येव मुक्तन्तु त्यागेनामृतमश्नुते ।

धनेना धमतां याति स्नेहवान् दहतेऽनिशं ॥ ८३

अतः स्नेहं परित्यज्य पुत्रद्वारभट्टादिषु ।

तत्तत्तागे मतिमाधत्त यदि कल्याण मिच्छ्य ॥ ८८

भवद्भिलिख्यतां द्वारि जाम्बुनदरसेन वै ।

इयमष्टाधरो माया सा विद्या तन्मलियया ॥ ८८

আদিলীলা ২য় অঃ ।

কিমনেন বহুক্ৰমে সুঠু জানীত পণ্ডিতাঃ ।

বিদ্যাল্লাভস্য মূলং হি ভগবচ্চরণাৰ্চনম্ ॥ ৮০

"It is said in the Vedas that eternal bliss can be attained by renunciation, riches are the root of all evils and affection sets us on fire. We should, therefore, do away with our affection for family and bend our mind on renunciation, if we wish good to ourselves. Let these words be written in letters of gold, "That is real learning which turns our mind to God." Suffice it to say that learning is acquired through worship of God. ॥ 87 to 90 ॥

বদানুবাদ—

ধনের দ্বারাষ্ট মানুষের অধঃপতন হয় ত্যাগের দ্বারাষ্ট অমৃত উপভুক্ত হয় বা অমৃতই লাভ হয় এই কথা বেদে বলে । আসক্তিই মানুষকে দিবারাত্র তাপভোগ করায় । ৮৭

অতএব পত্নী পুত্র স্তেহ গেহাদিতে ভালবাসা পরিত্যাগ পূর্বক সেই সকলের ত্যাগে মনোনিবেশ সকল যদি নিষ্কের মঙ্গল চাও । ৮৮

এবং আপনারা স্বর্ণাকরে নিছ নিছ গৃহের দ্বারদেশে এই আটটি অক্ষর লিখিয়া রাখুন "সাবিত্র্যা তত্মতিৰ্য়্যা" অর্থাৎ সেই বিদ্যাই বিদ্যা যে বিদ্যাদ্বারা ভগবানে মতি হয় । ৮৯

মানুষ একপ বহু বিস্তর বলিবার আবশ্যক নাই । আপনারা ভালভাবে ইহাই মানুন বিদ্যালভ্যে নূন একমাত্র ভগবানের চরণ সেবাই । ৯০

আদিলীলা ২য়: অ: ।

শ্রুত্বা বেদান্তবেদান্তদ্বয়ো বাচামগোচরং ।

বাল সুখাদিনিষ্কান্তং কিমেতদ্রাণ বুধ্যতে ॥ ৮১

কিমসৌ ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্রোবা জানিনা বর: ।

কিম্বা চতুর্মুখ: সাচাঈদস্মর্তা পিতামহ: ॥ ৮২

এবং সংবদতাং তেযাং মধ্যৈ সাচাদ্ গদাধর: ।

স্বরূপং দর্শয়ামাস নবদুর্বাদল দুগতি ॥ ৮৩

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম হেমাম্বর বিভূষিত: ।

যাদাঙ্কুষ্ঠা দ্বিনিষ্কান্তা গঙ্গা হিমবত: সূতা ॥ ৮৪

All were astonished to hear these deeply significant utterings from a child. Was he Lord Vishnu Himself? Or Rudra, the wisest of all gods? Or, the four faced Bramha, the grandfather of all living beings, and the preacher of the Vedas? When all were musing thus, Gadadhar showed his divine self with four hands holding conch, wheel, club and lotus, with the lustre of new grass and with the Ganges, the daughter of the Himalayas, coming out of His toe.

॥ 91 to 94 ॥

বঙ্গানুবাদ—

বালক গদাধরের যুখনিঃসৃত সাধারণ বাক্যের অতীত বেদান্ত-বেদা সেইরূপ কথা তুলিয়া ইহা কি? এইরূপ বলিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন ইনি কি স্বয়ং ভগবান

জাদিলীলা ২য় অঃ ।

নারায়ণ অথবা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর কিংবা মাফাৎ বেদ স্মরণকারী  
পিতামহ চতুর্ভুজ ব্রহ্মা । ৯১

এইরূপ বলিতেছেন সেই সকল জনসাধারণের মধ্যে নব দুর্বাদল  
শ্রীমল মাফাৎ গদাধর অর্থাৎ নারায়ণ তাঁহার স্বরূপ দেখেছিলেন-  
ছিলেন । শয্যে চক্র গদা পদ্ম বিভূষিত চতুর্ভুজ এবং হিমালয়ে  
কচ্ছা গঙ্গা । ৯২

নুপুরৌ বিমলৌ মান্তৌ সমন্দৌ চরণাঙ্ঘরীঃ ।

চন্দন তুলসীগন্ধা কোটি চন্দ্র নন্দ্যুতি ॥ ৯৫

দৃষ্ট্বৈব ভগবদ্দৃপং পরমানন্দ নির্বৃত্তাঃ ।

প্রথম্য ভক্তিভাবেন তুষ্টিবুস্তা জনা মুদা ॥ ৯৬

দেব দেব জগন্নাথ পুরাণ পুরুষোত্তম ।

ব্রাহ্মণ্যে ঘোরান্ কলিজীবানবতীর্ণোঽসি মাযয়া ॥ ৯৭

মাহুর্দৈর্ঘ্যানভক্তিভ্যাং বিহীনৈঃ পুরুষাধমৈঃ ।

যত্ প্রত্যক্ষৌ কৃতং রূপং ত্বত্ জপেব হি কেবলম্ ॥ ৯৮

On seeing the appearance of the Divinity, all  
prayed for His grace and felt glad to have been  
blessed by Him. ॥ 95 to 98 ॥

ব্রাহ্মবাদ :—

পাদাদূর্ভুজ হইতে নির্গতা চরণদ্বয়ে শশঙ্কে নুপুর শোভিত সচন্দন  
তুলসীযুক্ত নখকাস্তি কোটিচন্দ্র কাস্তিসদৃশ এবমুত্তমগবৎস্বরূপ দর্শন  
পূর্বক জনসমূহ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ভক্তিভাবে অণামকরতঃ  
তাঁহারা আনন্দে গদাধরকে স্তব করিয়াছিলেন । ৯৫।৯৬



আদিলীলা ২য় অঃ ।

হে পুরাণ পুরুষোত্তম দেবদেব জগন্নাথ এই ভয়ঙ্কর কলিকালের  
জীবনকালের পরিভ্রাণের জন্য নাশাবল হয়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ৯৭

জ্ঞান ভক্তি শৃঙ্গ পুরুষাধম আমরা আপনার যে অপূর্ব রূপ  
প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা কেবলমাত্র আপনার কৃপায় । ৯৮

एव' स्तुवद्भिस्तत्रस्थैः प्राग्, दृष्टो यो गदाधरः ।

स एव पुरतो भाति परोचार्यो चখেন हि ॥ ९८

अपूर्व्वेय' हरेर्माया यां न जानन्ति योगिनः ।

एवमुक्त्वा ततः सर्व्वं स्व' स्व' धाम ययुर्मূঢ়ा ॥ १००

रोतिरासी 'तदानো' वै बालकानामिय' ধ্রুবা ।

লুণ নিৰ্ম্মিত পাত্রেষু কেচিৎস্বাস্থ্যলৈষু চ ॥ ১০১

गीत्वा भृष्ट तण्डुलाद्य धालाद्यानन्द सं श्रुताः ।

ग्रामाद् ग्रामान्तरं यान्ति खादन्तः पथिमध्यतः ॥ १०२

Soon Gadadhar withdrew his divine appearance and reverted back to his human form of the child. All were puzzled with these mysterious transformations of Gadadhar and dispersed. It was the habit in those days that the children while going from one village to another, used to eat fried rice which they used to carry in an earthen pot or the skrit of their cloth. ॥ 99 to 102 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইকণে সেইস্থানে স্তবকারী জনগন পূর্ব্বে যে গদাধরকে

আদিলোলা ২য় অঃ ।

পরীক্ষার্থীরূপে দেখিয়াছিলেন ঋণমাত্রে সেই গদাধরই তাঁহাদের নিকটে পরীক্ষার্থীরূপে প্রকাশিত হইলেন । ৯৯

ভগবানের মায়া অভ্যাস্চর্য যোগিগণও যে মায়ার স্বরূপ অবগত নহেন এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল লোক প্রত্যেকে নিজেকে ধন্য মনে করিয়া নিজ নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন । ১০০

তদানীন্তন বালকগণের এইরূপ অথবা প্রচলিত ছিল কোন কোন বালক তৃণ নির্মিত পাত্রে কেহ কেহ বা বস্ত্রাঞ্চলে মুড়ি লইয়া অতিশয় আনন্দের সহিত খাইতে খাইতে নিজ গ্রাম হইতে ভিন্ন-গ্রামে যাইত । ১০১/১০২

एकदा वामहसो न दृत्वा टोकीं मुदा युतः ।

दक्षेण पाणिना खादन् समिष्ट भृष्ट तण्डुलान् ॥ १०३

ग्रामाद्वहिः क्षेत्रमध्ये याति तत्र गदाधरः ।

प्रतीच्यामुदितो मेघ शब्दस्तुरण शब्दम् ॥ १०४

छादयित्वा महाकाशं मिथো यथा क्षম্পतिः ।

सौदामन्यम्बुद क्षৌড়ে सैन्यास्त्र ज्यোতিषা समा ॥ १०५

दृष्टাসৌ दूर्ध্বं दृष्टिः स भावा विशाद गतस्थितिः ।

वाह्यस'গ্রা বিহীনো'স্য' ন্যপতত্ চত্র মধ্য য় ॥ ১০৬

When, one day, Gadadhar was going through paddy fields away from the village, he beheld a great thundering cloud coming towards him, and fell there senseless. ॥ 103 to 106 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন আনন্দচিহ্নে বালকগণ ঢোকা অর্থাৎ তৃণ নির্মিত পাত্রে

জাদিলীলা ২য় অঃ ।

great appreciation from everybody. Once a class of beggars appeared in the locality. They had long matted hair and tall dark figures smeared with ashes. On seeing them, the women and children would run into houses with the thought that these must be demons who ate women and children. # 111 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

বা পৌরাণিক কথা শ্রবণমাত্রে অভ্যাস হইত। কেবল-মাত্র যে অভ্যাস হইত তাহা নয় শূর তাল ও লরাদিয়ুক্ত সেই সকল গান সুমধুরভাবে শ্রবণ করাইয়া জনগণকে মুগ্ধ করিতেন। এবং জনগণ ও বালকের অত্যাচ্ছ ভাব দেখিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন। ১১২

সেই সময় নাগা নামক সন্ন্যাসীগণের কামারপুকুরে আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহাদের সুদীর্ঘ জটামণ্ডিত ভগ্নলিখদৌর্ধাকার ও কৃষ্ণবর্ণ দেহ-সকল দেখিয়া স্ত্রী ও বালকগণ ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক বলিত ইহারা জীলোক ও বালকদিগকে দেখিবামাত্র থাইয়া ফেলে। অতএব এই সকল সন্ন্যাসী ব্রাহ্মস এ বিষয়ে অসুখ্যাত সন্দেহ নাই।

১১৩।১১৪

অজাতময় বালস্তু তন্মধে শ্রীগদাধরঃ ।

মিলিত্বা স্তোত্রগীতাদি তান্ বিপ্রাব্য সুহৃদস্যযুগ্ ॥ ১১৫

সম্ব্রাসিমিমো'গদ্রব্য' ভগবত্বর্পিতস্ত যত্ ।

মুক্তং তদ্ ভক্তিয়ুক্তেন গদাধরেণ তত্চক্ষণম্ ॥ ১১৬

আদিলীনা ২য় অঃ।

একদা নববস্ত্রস্ত্র কিত্বা সন্ন্যাসিসমিধৌ।

কৌপীনবন্ধনং কটয়াং যদ্বির্বাষা দৃষ্টা সুদা ১১১৩

ভস্মেনা স্তিত সর্বাঙ্কং সলাটে দৌর্ঘণ্ডকম্।

যশোঃসমানয়া যুক্তং দৃষ্টদণ্ডকমণ্ডলুং ১১১৮

The boy Gadadhar would sing songs and hymns to them without any fear. He would also partake of the eatables offered to the gods by the Sannyasis. Once he dressed himself like a Sannyasi with body smeared with ashes, clad with strips of cloth and holy marks on the forehead. He had also a stick, a Kamandalu and a garland made of holy nuts.

1151 to 1181

বদ্যানুবাদ :—

ভদ্রশূণ্ড বালক গদাধর সেটে সকল সন্ন্যাসীগণের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের পূজা ও গানাদিশ্রবণ করাইয়া দ্বাশ পরিহাস করিতেন। ১১৫

সন্ন্যাসীগণ ভগবদ্ভক্তিতে যে সকল ভোগ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন গদাধর সেসকল প্রসাদীয় দ্রব্য ভক্তিপূর্বক ভোজন করিতেন। ১১৬

একদিন গদাধর নিজ পরিধেয় নুতন বস্ত্রটি সন্ন্যাসী গণের নিকটে ছিন্ন করিয়া কঠিনে কোণিন বন্ধন এবং আনন্দের সহিত বহির্বাশ ধারণ করিয়াছিলেন। ১১৭

সন্ধ্যাবেলায় ভক্তলেপন সলাটে দৌর্ঘণ্ড বস্ত্রহীন কদ্রাক দালা ও রশ্মি বস্ত্রধারণ পূর্বক। ১১৮

হৃদা মুখিষ্মিতাঃ সর্বাঃ সন্ন্যাসীঃ স্বয়ংগদগদাঃ।

যদ্যদ্যদিস্তনোদৈবং ২য় অঃ ১১১৮

আদিলীলা ২য়: অ: ।

দৃষ্টা মাতার্তনাদেন বালক সমপৃচ্ছত ।

কথমবম্বিধৌ বৈশ: কৈন বা বৈশিতীঃসুনা ॥১২০

তেন চোক্তমুদা মাত: সাধুभि: সজ্জিতো জাহ' ।

বৈশীঃসু সাধুমক্কানাং সন্মার্গস্য প্রদর্শক: ॥১২১

তেন লীলাতনুর্বাচ্যে লীলার্যে প্রকটীকতা ।

যমুত্ব বিবিধা লীলা বহুনা দৃষ্টিগোচরা: ॥১২২

ইতি শ্রীরামেস্বন্দর ভক্তিভীষণ বিরচিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
পারমহংসার সংহিতায়ঃ গদাধরস্য বাল্যলীলা বর্ণনরূপে  
দ্বিতীয়াঃধ্যায়ঃ ॥২॥

He came home in great joy. It, however, greatly  
pained his mother to see him in that guise. On  
being asked by his mother he said that he was so  
dressed by the Sannyasis who were devotees to  
God and could guide men to Truth and eternal  
bliss. In this way he revealed his Divine Self in  
various ways in his childhood.

Thus, in the Sri Sri Ramakrishna, Bhagabatam  
depicting the life history of Sri Sri Ramakrishna,  
ends the second chapter entitled, "The mysterious  
revelations by Gadadhar in his childhood." 119:122  
বঙ্গানুবাদ :-

বহুবর্গবেষ্টিত হৃদয় গদগদ চিত্তে গৃহ গমন কারী গদাধরকে  
দেবিয়া জনগণ অভ্যস্ত বিন্মিত হইয়াছিলেন । ১১৯

মাতা চন্দ্রাদেবীও তদবস্থ বালককে দেবিয়া কাদিতে কাদিতে  
জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার এরূপ বেশ কেন । কে তোমাকে এরূপ  
বেশ করাইয়াছেন । ১২০

আনন্দের সহিত গদাধর বলিয়াছিলেন সাধুগণ আমাকে এইরূপ

আদিদীপ্তা ২য় অঃ ।

ভায়ে মাঝাইয়াছেন। মাধুগণেরই এইরূপ বেশ। এবং মাধুগণের সংগথে আমি অবলম্বন করিয়াছি। এইরূপে বালাকালে লীলার স্তম্ভ লীলাময় গদাধর বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইভাবেই বহু প্রকার লীলা উদানীশ্বন বহুলোকে বহুবার পরিদর্শন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ১২১।১২২

ইতি শ্রীরামেন্দ্রশ্রমের ভক্তিভীষণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পরমহংস সংহিতায় গদাধরের বালা লীলার দ্বিতীয় অধ্যায় বলা হইল। ২য়ঃ।

আদিদীপ্তা ২য় অঃ ।

অষ্টাশীতিলমে বর্ষে শারদীয় মহোৎসবে ।

গতঃ শ্রোত্ব খুদিরামস্তু ভাগিনেয় গৃহে গমম্ ॥১

যৌড়িতঃ খুদিরামস্তু তত্র যৌড়া ধ্যবহ্নত ।

মদৈক্যোদধিশ্চৈব যস্যাদৈর্ন ত্রুটিঃ ক্রতা ॥২

নাম্না শ্রীরামধর্মেণ ভাগিনেয়েন কেনবিত্ ।

মাতুলপ্যান্তিমা যাস্য মদগৌড়ে নাত্র সংঘঃ ॥৩

ভবেদেবঃ বিনিয়িত্য কামারপুকুরাস্তদা ।

অর্নাতৌ মাতুলসুতৌ তথৈবো রামকুমারকঃ ॥৪

On the occasion of Saradiya Puja Festival in the year when Khudiram attained the age of eighty years, he went to the house of his nephew. He fell ill there and his condition began to grow more and more serious in spite of every effort, and arrangements for treatment by good physicians and careful nursing. Thinking that his uncle would

আদিলীলা ইয়: অ: ।

surely breathe his last, his nephew. Ramachand by name, sent for his eldest son, Ramakumar, from Kamarpukur. 11 to 14

বশ্যান্তবাদ :—

শুভ শারদীয় মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টাশীতিবর্ষ বয়সে কুদিরাম তাঁহার রাম চাঁদ নামে ভাগিনার বাড়িতে গিয়া ছিলেন । ১

এবং সেই স্থানে কুদিরাম বিশেষ ভাবে শীড়িত হইলে পীড়ার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়াছিল । ভাগিনেয় রামচাঁদ মাতুল কুদিরামের পীড়ার উপশমের জন্য উত্তম বৈষ্ণব ঔষধ সেবা ও জ্ঞান ও পথ্যাদির কোনরূপ ত্রুটি করেন নাট । ২।৩

মাতুলের আমাব গ্রহে এই শেষ আগমন ওইরূপ ভাবিয়া কামার পুকুর হইতে মাতুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারকে আনা হইয়াছিলেন । ৪

एवं कृच्छ्रं गतो देव्याः पूजनं विदिनं कृतम् ।

दशम्यान्तु प्रातरिव कृतं देव्या विमर्जनम् ॥५॥

निमज्जयान्ममसि मध्याह्ने देव्यास्तां प्रतिमां शुभा ।

आगतं रामचान्दन्तु दृष्ट्वा कम्पस्त्वरणे च ॥६॥

उक्तं श्रीशुदिरामেন प्रतिमा किं विमर्जिता ।

विमर्जनं ममाप्येव शेषकृत्यं कुरुस्व मो ॥७॥

आशीर्वाद् प्रयच्छामि श्रीरामे मतिरस्तु ते ।

पुत्रानां यः कनिष्ठो मे तदर्थं चिन्तितोऽपुनः ॥८॥

Thus with a sorrowful heart, Ramchand performed three days' worship of the Goddess and in the noon of the fourth day immersed the image in

আদিলীলা ইয় অ: ।

the water. After the immersion ceremony when he returned home, Khudiram said to him. "Now that the image has been immersed, you shall have to perform my last rites. I bless you that you may have unflinching devotion to Shri Rama. I am now worried about my youngest son." 518

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ ভাবে রামচাঁদ তিন দিন দুঃখের সহিত তুর্গাপূজা করিয়া ৬বিজয়া দশমীর দিন প্রাতঃকালে দেবীর বিসর্জনের পর সেই সর্ব-মঙ্গলা যুগ্মযৌ তুর্গা প্রতিমা জলমগ্ন করিয়া মধ্যাহ্নে আগত রাম চাঁদকে দেখিয়া কুদিরাম কল্পিত স্বরে বলিয়া ছিলেন রামচাঁদ মা জগদম্বার প্রতিমা বিসর্জন করিলে ! এইবার আমার শেষকৃত্য বিসর্জন কর ৫১৮৭

আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার পূর্ণজ্ঞানাদায়ক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রে মতি হউক । উপস্থিত আমার কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মই বিশেষ চিন্তা । ৮

কুরু তস্য সুকল্যানং বসুবীর দয়ানিধে ।

ভবতঃ পাদযোগস্য তং যামি ভবদন্তিকে ।৫

কৃত্বা শ্রয়্যোহিত্যং মাম্মু সমুপ্তোল্ল্যাসি যন্নতঃ ।

শুভাশনে স্যাপয়িত্বা কুরু পদ্মাসনং মম ।১০

মতৃস্প্যাত্তত্কৃতং তেন ধোপকিঙ্গ্যাসি কচ্ছতঃ ।

অশ্রলিং মস্তকেবদা শ্রীরামং ধ্যাতবান্ দ্বিজঃ ।১১

অবময়হরমেজ মাণ্ডুকীটি প্রকাশং

করধৃত শরসাপং কালমেঘাবভাসম্ ।



আদিনীলা ১য় অ ।

কণকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎ কুঙ্কলাব্দ্যং

কমলবিশদনেত্রং জানকী রামমৌড়ি ॥১২

“Oh Raghubir, be pleased to protect him from all evils. Placing him at your feet, I leave this world. Please raise me up and make me seated in Padmasana.” When it was so done, Khudiram meditated upon Sri Ramāchandra with his folded hands placed on his forehead. “I pray to Sri Rama chandra, the consort of Janaki, having wide lotus like eyes, ear-ring studded with jewels, clothes emitting golden lustre, complexion of black clouds, hands holding bow and arrows and brilliance of million suns.” ১২ to ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ :-

হে রঘুবীর তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরের সর্বতোভাবে মঙ্গল বিধান কর । হে দয়ানিধি আপনার পাদপদ্মে আমার গদাধরকে সমর্পণ করিয়া আমি আপনার নিকটেই বাইতেছি ।

১২ ॥

রামচাঁদ ; আমাকে শব্দ্য হইতে উঠাইয়া অতি সাবধানে ধারণ পূর্বক অস্ত্র একটি পবিত্র আসনে গদ্যাসন করিয়া বসাইয়া দাও । ১০

রামচাঁদ তৎক্ষণাৎ সেইরূপে মাড়ুলকে বসাইলে খুদিরাম বহু কষ্টে বসিয়া মস্তকে অঙ্গলিবন্ধ করিয়া ভগবান রামচন্দ্রকে এইরূপ ভাবে ধ্যান করিয়াছিলেন । ১১

হে ভবভয় নাশক কোটি সূর্য্যতুলা জ্যোতিঃপুত্র কর ধূজ ধনুর্বাণ নুতন মেঘের মত দেহ বর্ণ মনোহর স্বর্নবস্ত্র পরিধান কর্তব্য বহু

আদিলোনা ইয়: অ:

ব্রহ্মবিদিত্তে কুন্তলশোভিত শ্রী জ্ঞানকীর সহিত একাসনে উপবিষ্টে  
পদ্ম পলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রের শেখ যাত্রাকালে শরণ লইলাম । ১২

রাম' রামানুজ' সীতা' মরত' মরতানুজ' ।

সুগ্রীব' বাবুসুপ্তুচ প্রণমামি পুন: পুন: ॥১২

এব' ধ্যাৎবা গদগদেণ স্বরেণ নেত্রবারিণা ।

আর্দ্রীভূতো রাম নাম রঘুবীরস্য মঙ্গলম্ ॥১৪

বদনু প্রারব্ধজ' দেহ' তত্বাজ পাশ্চাত্তিক' ।

তত: শ্রুত্বা ভাগবতী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥১৫

তনু' লম্বা মতী বিপ্র স্তম্ভিণী: পরম' পদ' ।

বৈকুণ্ঠাখ্য' পূর্ণাঙ্গ শ্রীরাম: সীতয়া সহ ॥১৬

"I bow down to Rama. Lakshmana, Sita  
Bharat, Satrughna, Sugriba, and Hanuman."  
Thus meditating on Sri Rama and Raghunath, he,  
left this mortal world. ॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

রামলক্ষণ, সীতা, ভরত শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও বাবুপুত্র হুমানকে পুনঃ  
পুনর্বার প্রণাম করি ॥ ১৩

এইরূপভাবে কুদিরাম শ্রীরাম চন্দ্রের ধ্যান ও প্রণামাদি করিয়া  
চন্দ্রের জলে বক্ষ ভাগাইয়া গদগদ স্বরে ভগবান রামচন্দ্রের তারক  
ত্রক্ষনাম রাম নাম বলিতে বলিতে প্রারব্ধ কর্তব্য ছনিত এই পাণ্ডব  
দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদেহ লাভ করিয়া সেই শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময়  
দেহে কুদিরাম বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া ছিলেন ।

আদিলীলা ইয় অ.

যে বৈকুণ্ঠে পূর্বতঃ স্রীরামচন্দ্র সীতার সহিত নিত্য বিরাজিত  
সেই স্থানে যাইয়া সীতা রামের সেবা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ  
ভাবে ক্ষুদ্রিরামের অত্যাশ্রম আশ্চর্যরূপে মহাশ্রয়ণ হইয়াছিল।

॥ ১৪--১৭

বিরাজিতো যত্র তত্র সত্বসেবা প্রাপ্তবান্ দ্বিজ ।  
এবমদ্ভুত সংযানমভূতস্যোত্তমোত্তম' ॥১৩  
নিগ্রীথে শবদেহন্তু সঙ্কীর্ণন পুরসর ।  
নীত্বানঘ্যাস্তীরভূমি মন্স্ত্যেষ্টি সুসমাংঘ্য চ ॥১৮  
পর্যহি শোকসন্তপ্ত পুত্রী রামকুমারক ।  
স্বগীহে পুনরাগম্য পিতুঃ স্বর্গতি সুক্লবান্ ॥১৮  
হাহারবৈঃ পূর্ণমাসোত্ কামার পুকুরস্তদা ।  
তদ্ গ্রামবাসিনঃ সৰ্ব্বং শোক-সংবিন্ধমানসঃ ॥২০

His dead body accompanied with the chanting  
of holy names was taken to the bank of the river  
and his last rites were performed. Next day Ram-  
kumar returned home and gave out the news of his  
father's death. The people of the village of Kamar-  
pukur became very sad and lamented the death  
of Khudiram.

॥ 17 to 20 ॥

বঙ্গানুবাদ :

ক্ষুদ্রিরামের মৃত দেহ অন্ধরাত্রের সঙ্কীর্ণন সহকারে নদী তীরে  
লইয়া যাইয়া শ্রশানক্রিয়া অর্থাৎ চিত্তাগিণ্ড ও দাহাদি করিয়া পর  
দিনে শোক সন্তপ্ত রামকুমার কামারপুকুরে পিতার স্বর্গলাভ  
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮ ॥ ১৯

आदिलीला इयः अः

कानां प्रकृति निवासो जनगण क्षुद्रिवायेर मृत्वा अवगत इहेरा  
शोक निमग्न पूर्वक ज्ञान आश्रय परित्राग करिग्रा केवल मात्र  
दाशकाद दवे एवम परिपूर्ण करिग्राश्चिनेन । २०

वानहृदयवानस्य भ्रानाहार विवोज्जिताः ।

पितुः प्रेतत्वमुत्तमं स्वर्गोक्तममनाय च ॥२१

हृयोत्तमः कृतो रामचन्द्रस्य सहयोगतः ।

येदं बहुविप्राणां दानमानादिभिस्तथा ॥२२

पूजनं भोजनं तत्र कारयामास सुव्रतः ।

पितृकृत्ये सुसम्पन्नं श्रीरामकुमारोपरि ॥२३

ममभारः पतितः कुलधर्मोनुवारतः ।

तदा तन्मध्यम भ्राता श्रीरामेश्वर नामकः ॥२४

With the help of Ramachand, the Sradh ceremony was performed under guidance and supervision of many bramhins well versed in the Vedas Thereafter Sri Ramkumar had to shoulder the burden of the family.

॥ 21 to 24 ॥

ଆଦିନୀନା ଚ୍ୟଃ ଅ ।

ଜାତା ବ୍ରାହ୍ମକୂଳାଦି ଉପରହି ମନ୍ତ୍ରାର ବ୍ରହ୍ମାର ତାର ସମାବହାନ ପଡ଼ିଯା  
 ହିଲ । ସେହି ସମୟେ ଅଷ୍ଟାଦଶବର୍ଷ ବୟସ କ୍ଷୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାତ୍ତ  
 ପାଞ୍ଚଦଶି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମେଶ୍ଵର ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମକୂଳାଦିର ମହ୍ୟମ ଜାତା ଏବଂ ଘାଟ  
 ବଂଶରେର ଦକ୍ଷିଣ ଜାତା ଗଦାଧର ନାମେ ବ୍ରାହ୍ମକୂଳାଦିର ୨ଟି ଜାତା ଓ  
 ଗାତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେନ ॥ ୨୧/୨୧

ଅଷ୍ଟାଦଶବର୍ଷପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଵଚ୍ଛାନ୍ଦ୍ୟୋତିଷପାଠା ।

ପିତୃବିଷୟୋଗସନ୍ତମଦାହପର୍ଯ୍ୟା ଗଦାଧର ॥୨୨

ପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମ୍ୟେ କିନ୍ତୁ ବିଶୌକୀୟ ଗଦାଧର ।

ବିଦ୍ୟାମୟାମେ ତଦାବସ୍ୟ ପାପିନ ଯତ୍ନଶୃଙ୍ଖଳା ॥୨୩

ନିର୍ଜନପ୍ରିୟତା ଚିନ୍ତାଶୃଙ୍ଖଳା ପରିଚ୍ଛିନ୍ତା ।

ବାସୋଦାନି ଭୂତି ଶାସ୍ତ୍ର ମୋହନସ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାପି ॥୨୪

ଉପବିଷୟୋଽହଃସି ମ ମଦାଚିନ୍ତାପରୋଭବତ୍ ।

ଶୃଙ୍ଖଳାପିରିଭିର୍ବାନୋ ନ ଶ୍ଚିନ୍ତିତପି ଶାନ୍ତିନ ॥୨୫

আদিলোনা ইয়: অ: ।

বঙ্গানুবাদ :--

পিতার মৃত্যুর লক্ষ শোকাতুর গদাধরকে সাধারণ লোক সকল শোক মুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। সেই সময় গদাধরের বিজ্ঞা শিক্ষায় যত্ব হীনতা নির্জন প্রিয়তা ও চিন্তা শীলতা পরিলক্ষিত হইয়া ছিল। ২৬

রাজার বাগানে ভূতির খালে মোড়লের মহা শ্রমানে বসিয়া গদাধর উর্জ দৃষ্টি হইয়া সর্বদা চিন্তাবৃত্ত থাকিতেন।

শীত বর্ষা বা প্রথরতর রৌদ্র হইলেও গদাধর কিছু মাত্র বিচলিত হইতেন না। ২৭।২৮

দিবা কিম্বা নিশীথস্বা ন জানাতি গদাধর: ।

ধর্মদাসমুতো বাল: শ্রীগদ্যবিষ্ণু নামক: ॥২৫

বন্ধুত্ব সুময়োরাসীমাম সাহস্রতস্রাযো: ।

প্রাপ্তমাত্র' ভোজ্যদ্রব্য' মিষ্টাভ' বা ফলাদিকা' ॥২৬

অকৃত্বা বন্ধুসাত্বাপি ন তদাস্বাদন' কৃতম্ ।

পূর্ণে তু নবমে বর্ষে অপনোত্যর্থ'মুদ্যম: ॥২৭

কৃতো রামকুমারেণ ভ্রাতৃগদাধরস্য দ্বি ।

গ্রত্বৈব' স্বোপনয়ন' প্রীত্বা মাতা প্রতিধুতি: ॥২৮

Gadadhar had no sense of day and night. Gayavishnu, son of Dharmadas was his fast friend. Neither of them would eat anything without sharing it with the other. When Gadadhar became nine years old, Ramkumar began to make preparation for the sacred thread ceremony.

আদিনীলা ইয়ঃ অঃ ।

When he came to know of this he reminded his mother of his promise. 29 to 32

বন্দানুবাদ :-

পরন্তু এইটি দিন কি রাত্রি কিছুই জ্ঞান থাকিত না । পিতৃ বন্ধু ধর্মদাসের গয়া বিষ্ণু নামে একটি নাবালক পুত্র ছিল, গদাধর ও গয়া বিষ্ণুর নামের প্রায় সমতা বলতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিল । ৩১

খাওয়া মিষ্টান্ন বা ফলমূলাদি পাইলে কেহ কখনও বন্ধুকে না দিয়া থাইত না । গদাধরের নবম বর্ষ পূর্ণ হইলে রামকুমার গদাধরের পৈতা বা উপনয়ন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন ৩০/৩১

গদাধর উপনয়ন হইবে শুনিয়া স্বামীমাতা ধনীকে যাহা পূর্বে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মাতা চন্দ্রাদেবীকে বলিয়াছিলেন । ৩২

যা দত্তা ম্যুদমাংসে স্ব দালগদাধরেণ ধৈ ।

ধনীলাম্যুদমাংসা মে মিচ্চাময়ে প্রদাষ্যতি ॥৩৩

নৌবীদহং ন গৃহ্ণামি যন্নস্বং কদাচন ।

শ্রুত্বারামকুমারস্ত হুঃখিতোমুদগিপতঃ ॥৩৪

বেদাম্ভাত্ পরং সূর্য্যং শূদ্রং সাধারণস্ত্রিয়ং ।

দিনবয়ং ন দ্রষ্টব্যমিতি শাস্ত্রস্য শাসনম্ ॥৩৫

শাস্ত্রাচার পরিত্যাগে স্বজনৈর্নিন্দিতো भवेत् ।

নতু কর্ম্মদিন পূর্বাঙ্গে ধর্মদাসে গৃহাগতে ॥৩৬

He said, "I will not take the sacred thread, if I am not allowed to take alms first from my midwife

আদিসৌতা ইয়: অ:।

named Dhani. At this Ramakumar became very sorry because after initiation to the Vedas a bramhin should not see the non-bramhins for three days, and any disregard of this rule would be condemned by all friends and relatives. When Dharmadas came up on the day previous to the day of ceremony, Ramakumar represented the matter before him for his decision. 33 to 36

বন্দানুবাদ :-

ধনী নামে ধাজীমাতা আনার উপনয়নের সময় সর্ব প্রথমে আমাকে ডিকা দিবেন। ৩৩

তাহা না হইলে আমি কখনও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিব না।  
রামকুমার গদাধরের এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত হুঃবিত  
হইয়াছিলেন। ৩৪

কারণ অম্ভচারী বেদাদ্বয়ের পর সূর্য্য শূন্য এবং সাধারণ প্রীলোক  
কে নানকমে তিন দিন দেখিবে না এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ। ৩৫

শাস্ত্রোক্ত সবাচার না মানিলে সকলের নিকট নিন্দিত হইতে  
হয়। পরন্তু গাপ হয়। ৩৬

রাক্ষসস্যৈ বিদ্বদ্যমী মীর্মানাভার আদিত:।

শ্রুতং রামকুমারেন শূদ্রকন্যা ধনী কথং ॥৩৩

মিত্বা দাধ্যতি সর্মাঘে ধুতং মাতৃসমীপত:।

অতীত্ব সুবিধেয যত্ন তদুপাদিম নী বুধ: ॥৩৮

মাধীন: কর্মকুগমনো ভবান্ সর্বোতি ধর্ম্মমক:।

ধৃত্বৈষ মকুলং রামকুমারমবদন্তদা ॥৩৮



আদিলীলা ইয়: স্ব: ।

যদ্যপ্যস্মিন্‌কুলেনাস্তি শূদ্রমিষা কদাচন ।

কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্রস্য বালকপ্রদ্বাচারিণ: ॥৪১

Ramakumar said, "It is learnt from my mother that Dhoni, a nonbromhin woman, will be the first to give alms to Gadahar. I place the matter before you for decision. At this Dharmadas said, "Even though this goes against the custom of of your family, it obtains very often elsewhere."

37 to 40

বঙ্গানুবাদ :-

গদাধরের উপনয়নের পূর্বদিনে মহাধনী গিড়বন্ধু ধর্মদাস রাম-  
কুমারের গৃহে উপস্থিত হইলে তাঁহার উপর এই বিষয়টির সীমাংসার  
ভার দিয়া রামকুমার বলিয়াছিলেন শূদ্রকন্যা ধনী সর্বত্রাণে ব্রাহ্মচারীকে  
ভিক্ষা দিবেন ইহা আমি মায়ের কাছে শুনিয়াছি অতএব এক্ষণ  
অবস্থায় আমাদের বাধা কর্তব্য তাহা আপনি উপদেশ দিন ।

৩৭।৩৮

যেহেতু আপনি ধার্মিক ব্যোবুদ্ধ কর্মকুশল ও গিড়বন্ধু । ধর্মদাস  
রামকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া, বলিয়াছিলেন যত্নপি  
আপনাদের বংশে কখনও শূদ্রভিক্ষা হয় নাই । ৩৯

তথাপি ব্রাহ্মণ পুত্র বালক ব্রাহ্মচারী বহুস্থলে শূদ্র ভিক্ষা গ্রহণ  
করেন ইহা আমি বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি । ৪০

বহুত্র শূদ্রমিষায়া দ্বদ্বণ্যং দৃশ্যতে ময়া ।

প্রতিশ্রুতিঃপালনার্যং বালৈশ্চাপূর্ণায় চ ॥৪১

অতোব্রশূদ্রমিষায়া ন তাদৃশু দীপ উচ্যতে ।

তস্মতেনৈব সা সাধ্বী ধনো শ্রোবদ্বাচারিণি ॥৪২

আদিনীলা ইয়: অ: ।

মেখলাজিন স যুক্ত যন্ত্রসূত্র ধরায় চ ।

বিল্বদণ্ড বংশদণ্ড কাষ্ঠ পাটুকা ধারিণে ॥৪৩

মার্তমিচাং প্রযচ্ছতি মিচার্যমুদ্যতায় চ ।

দত্ত্বা মিচাং ধনো মাতা প্রণম্য শ্রীগদাধরম্ ॥৪৪

“In this act of taking alms from a non-bramhin the question of any grave concern cannot arise specially when it is so done to keep a promise and also to fulfil the desire of a young boy. Accordingly Dhani, the mid-wife was allowed to give alms to Gadadhar on the day of the ceremony. ॥ 41 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

অতএব এখানে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন ও বালকের ইচ্ছা পূরণ জন্য শূত্র ভিক্ষায় সেরূপ দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না । ৪১।৪২  
সেই ধর্মদাস বাবুর মতামুসারে গদাধরের উপনয়নের সময় সাক্ষী ধনী নাম্নী ধাত্রীমাতা যুক্তিত মন্ত্রক মেখলাজিন যুক্ত কাষ্ঠ পাটুকা যুগল ও গৈরিক বসন পরিহিত ব্রহ্মচারী গদাধর মাতা আমাকে ভিক্ষাদান করুন এইরূপ ভাবে ভিক্ষার ঝুলি উন্মুক্ত করিলে ধনীমাতা সর্বপ্রায়ে গদাধরকে ভিক্ষা দান করিয়া এইরূপ ভাবে বলিয়াছিলেন।

৪৩।৪৪

আহ চেব ক্তার্যাহং লুপয়া তব হে প্রভো ।

ত্বমেব জমতাং ত্রাতা মগবান্ বিষ্ণুরখ্যয়: ॥৪৫

অতো হে ত্বাং নমস্যামি ভূয়োভূয়ো নমস্যহং ।

সাবিত্রীযদ্বন্দ্বৈব সুসম্যস্ব মনৌকিক ॥৪৬

আদিলীলা ইয়: অ: ।

শ্রীরামকুমার এব বেদারম্ম মকারয়ত্ ।

তত: শ্রীরঘুরস্য শ্রীতলায়া ঘটস্য চ । ৪৩

পূজনং সুদৃভাভেন কৃতং মদাধরেণ বে ।

পূজাকাশে ভক্তিনিষ্ঠাভাবাদ্ভদ্রদয়ৈম তু ॥৪৮

After performance of the sacred thread ceremony, Ramkumar initiated Gadahar to the study of the Vedas, and made him worship Sri Raghubir and Goddess Sitala. 45 to 48

বঙ্গানুবাদ :-

হে ঐভো আপনার কৃপায় আমি ধন্য হইলাম । তুমিই জগতের জীবের পরিজ্ঞাপকাত্মী সনাতন ভগবান নারায়ণ । ৪৫

অতএব তোমাকে নমস্কার করি পুনঃ পুনর্ববার তোমার চরণে অনন্ত কোটী নমস্কার করি । এই ঐক্যে অলৌকিক ভাবে গদাধরের সাবিত্রী ঐহগ বা উপনয়ন কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল ।

৪৬

গদাধরের ষোষ্ঠ জাভা রামকুমারই বেদারম্ম গাঙ্গুলী দানাদি বাবদীয় কার্য করিয়াছিলেন । উপনয়নের পর গদাধর কুলদেবতা রঘুর ও শীতলা ঘটের স্মরণ ভাবে পূজা করিতেছেন । ৪৭।৪৮

মাস্ত্রাত্মকত. সমাধিনা সম্বিদানন্দ ঐশ্বহ: ।

মাবমামিতবিত্তেন যদুচ্চং সত্যমেবতত্ ॥৪৮

তত্শ্রুণোতব্রহ্মবত্যেব হৃদ্বা সম্যং সুবিম্বিতা: ।

একদা রাজনুল্যানাং বহুমানবতাং সতাং ॥৫০

आदिलीला इयः अः ।

तेजो-बल-समृद्धानां विप्रदेयत-मानिनां ।

प्रायेण गृह-संलग्न सुदीर्घ मण्डपे शुभे ॥ ५१ ॥

दानसागर आह्वये सभा-शोभा-समायुते ।

स्वर्णरीप्य मयेदीन द्रव्यैस्तु बहु-विस्तरे ॥ ५२ ॥

Whatever he would say in his divine mood, came to be true. All were surprised to witness this. Once, on the occasion of Dan-sagar (i.e. the sea of gifts) Sradh ceremony to be performed by a very rich man, great scholars and respectable guests gathered together and huge quantities of costly gifts were kept ready for distribution.

॥ 49 to 52 ॥

वदन्नुवाच :-

पूजाकालीन उक्ति निष्ठा ७ भाव विगलित हृदय वक्षतः—सक्तिना-  
नम् भगवद्विग्रह साक्षात् करितेन । उद्भूत पूजाकालीन याहाके  
याहा बलितेन सेहे सकल विषय उन्मत्ताः कार्यो परिगत हईत ।  
ताहा मेविया सकले आश्चर्यायित हईत ॥ ४९ ॥

कोनठ समये राज छुग्य शनी अद्भुत सम्मान समधित हेमो  
बल समृद्धि सम्पन्न देव-दास्य-तत्त अमिदारगणेर प्राय गृह संलग्न  
सुदीर्घ मण्डपे दानसागर नामक आश्चर्य दिदसे बहुविध स्वर्णरूप्यादि  
दानिय अथ विनिष्ठे ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

पर्युष कनको रत्नपात्रैश्च परिपुरिते ।

बह्वः पण्डिताम्ना समासीना महागयाः ॥ ५३ ॥

আদিতীনা ইয়: অ:।

মৌমাংসাদ্যায় রম্ভত্যাদি ঘর্মগাঙ্গ বিমারদা:।

নানা দেমাগতাস্তেতু সগিন্দ্য মৃত্য বাহনা: ॥ ৫৫ ॥

ততশ্চাস্ত্র বিচারিষু নিবিষ্টা: যুধ-দুহয়:।

তত্র কচিদ্ ব্রাহ্মণস্তু কুলোনী যষ্টিধারক: ॥ ৫৬ ॥

বংহাল মাত্র সারস্তু কম্পাগ্বিত-কলেবর:।

যলব্যাদি-সমায়ুক্ত: সৌণক্যতলস্বরী যুদা ॥ ৫৬ ॥

In that meeting, a young bramhin, who had been very much emaciated due to some incurable chronic disease, stood up supporting on a stick with a trembling body, and addressed the great pandits and said, with folded hands placed on his head.

৥ 53 to 56 ॥

বক্তাব্যবঃ :-

অতি উচ্চ কলস ও অন্নপাত্রাদি বহুতর ভব্য শোভিত সভা মধ্যে জাগ্রদ্বতি মৌমাংসাদি ঘর্মগাঙ্গবিচারক পণ্ডিতগণ শিষ্ট ভূত্য যানবাহনাদিসহ এবং বহু দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত বহুতর সঙ্ঘাস্ত মহোদয়গণ সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলে নির্মলাস্ত্রকরণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিচারে নিমগ্ন থাকিলে ৥৫৩৫৪

সেই সভা মধ্যে কোন একটি কহাল মাত্র সার কম্পাগ্বিত কলেবর শূল ব্যাধিগ্রস্ত সৌণ কঠোর যষ্টিধারী যুবা কুলোনি আকর্ষণ মস্তকে অঙ্গলিবন্ধপূর্বক সভাস্থ পণ্ডিতবর্গকে বলিয়াছিলেন ৥৫৬৫৭

মূর্ছন্যশ্চলি' সমারোপ্য পশ্চিতানবদন্ত তান্।

মৌ মৌ ব্রহ্মবিদৌ বিপ্রা: শৃণুর্জ্ব লপযা বচ: ॥ ৫৬ ॥

আদিকাণ্ডে শ্য: অ: ।

বিশল্যধিক-বর্ষাণি শূলরোগ-প্রদীড়িত: ।

রোগমুক্তি ন মে জাতা সত্বে-শ্রৌষধি সেবনাত্ ॥ ৫৮ ॥

পুত্র-পত্ন্যুপদেশেন সর্বরোগ-বিসুক্তিদম্ ।

দেব-দেবং সমাসাদ্য তারকেশ্বরমৌশ্বরম্ ॥ ৫৯ ॥

স্নান-পূজাদিকাং কৃत्वा মন্দিরে পতিতোছ্যদম্ ।

মরণং রোগমুক্তি' বা দেহি মে তারকেশ্বর ॥ ৬০ ॥

“Oh bramhins, please listen to what I have to say. I have been suffering from some incurable disease for the last twenty years. No medicine could cure me. At last according to the advice of my son and wife I went to the temple of Tarakeswar and lay there praying to Him for his grace.

। 57 to 60 ।

ব্রাহ্মবাদ :—

হে ব্রহ্মগণ জ্ঞানগগন কৃপাপূর্বক আমার বলব্য বিষয় শুনুন । ৫৭  
আমি প্রায় বিশ বৎসরের অধিক কাল শূল রোগে বিশেষভাবে  
প্রদীড়িত হইতেছি । এখন এখন বৈভাগপের ঔষধ সেবনেও আমার  
রোগ মুক্তি হয় নাই । ৫৭।৫৮

সম্প্রতি পত্নীপুত্রাদির উপদেশ মত সর্ব রোগ বিনাশক দেবাদি-  
দেব ভগবান তারকেশ্বর মধ্যমেবের নিদণ্টে যাইয়া আন ও পূজাদি  
করিয়া তাঁহার মন্দিরে আমি ভক্তিপূর্বক পতিত হইয়া বলিয়াছিলাম  
হে তারকেশ্বর আমার রোগ-মুক্তি অথবা মৃত্যু দেন । ৫৯।৬০

নিষিত্যৈব তদা ক্ৰিষ্ট্বিত্ মুস্ত্যতামুপশম্যদান্ ।

নিদ্রাবোগ মনুপ্রাপ্তো দৃষ্টবান্ স্বপ্নমুত্তমম্ ॥ ৬১ ॥

আদিকাণ্ডে ধ্য: ৫৮।

যযা মত্সন্নিধৌ কথিদায়াতি পুরুষোত্তম:।  
 তস্মৈ পাদুকাণ্যনি শ্রুত্বা নেত্রসুগমীলয় দৃষ্টবান্ ॥ ৬২ ॥  
 সুবর্ণং পাদুকা যুক্তো তস্যৈব চরণে যমে।  
 ক্লাম্য চর্ম্মাঘ্রত কটি স্তুন্দিল: শূলহস্তক: ॥ ৬৩ ॥  
 অর্দ্ধচন্দ্রো ললাটে চ ত্রিনেত্র: সুবিরাজিত:।  
 সুদীর্ঘং বিপ্রহ যুতো মরুম লিস্তো জটান্বিত: ॥ ৬৪ ॥

As I lay there asleep. I had a wonderful dream. In my dream I saw a divine being with golden slippers, clad with tiger skin holding a javelin in his hand, half moon on his head, having three eyes on his forehead, body smeared with ashes and head covered with matted hair.

॥ 61 to 64 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ সেই সময় সুস্থিত। অমুভব করিয়াছিলাম। এবং নিজিতাবস্থায় একটি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।

৬১

আমার নিকটে যেন কোন একটি মহাপুরুষ আসিতেছেন

তাঁহার পাদুকার শব্দ শুনিয়া দুইটি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম। ৬২

তাঁহার মঙ্গলময় অঙ্গুষ্ঠ রক্তাভ দুইটি পাদপদ্মে দুইটি সুবর্ণ পাদুকা ছিল। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত বিশালোদর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত অতি মনোহর ত্রিনেত্র সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট জটালিগু জটাকারী। ৬৩৬৪

বিষয়-বস্তু দীর্ঘনিবন্ধ মল্ল-দুঃখেন দুঃখিত:।

দৃষ্টা মাঁ সমুদ্র-বেদং গচ্ছ বিপ্র নিজং মৃচ্ছম্ ॥ ৬৫ ॥

আদিকাণ্ডে শ্লোকঃ ৫৮ ।

भवद् ग्रामं ग्राम्त-भागे कश्चिद् गोमांस-भक्षकः ।  
युवा नाम्ना जटाधारी चर्म-पादुका-कारकः ॥ ६६ ॥  
स्नानाद्यन्ते भक्तियुतः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य तम् ।  
पीत्वा पादोदकं तस्य भक्ष्या प्रव्रूहि कातरम् ॥ ६७ ॥  
मित्रां मे देहि तात त्वं मदवाञ्छा पूर्णं कुरु ।  
भव दुच्छिष्ट भक्तां मे क्षपया देहि जीवनम् ॥ ६८ ॥

He said, "Oh bramhin, go back to your home. There is a cobbler named Jatadhari at the further end of your village. He takes beef. After taking your bath you approach him with great respect and pray for the remains of his meal. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

বিশ্বচক্ৰ দীনবন্ধু সর্বদা ভক্ত হুঃখে হুঃখী ভগবান তারকেশ্বর আমাকে দেখিয়া বলিলেন হে ব্রাহ্মণ আপনি নিজ গৃহে যান । ৬৫  
আপনার গ্রামের শেষভাগে কোনও যুবক চৰ্মপাদুকাকারী গোমাংসভোজী জাতিতে মুচি বা চামার জটাধারী নামে একটি লোক আছে । ৬৬

তুমি স্থান আহারিক ও পুষ্কাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্বক সেই জটাধারী মুচিকে প্রণাম করিয়া ভক্তির সহিত তাহার পাদোদক পান করিয়া বিনীতভাবে বলিবে । ৬৭

আমার জীবন রক্ষাকারী আপনার উজ্জিষ্ট ভাত আমাকে দিন । হে ব্রাহ্মণ ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্বক সেই ভাত খাইবে এইরূপ করিলে তুমি রোগ মুক্তি ও শতায়ুঃ হইবে ॥ ৬৮



.আদিলীলা ইয়: অ:

তদমক্ত মৌজন' বিপ্র নৈর্দৃন্যেন কুরুষ্ব মো ।  
 एवं কৃতে রোগমুক্তি: শ্রুতায়ুঃ মবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥  
 এবমুক্তা স ভগবাং স্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।  
 .অতোঽত্র যদ্বিধেয়ং মে বেদজ্ঞা স্তদৃ বদন্তু মো ॥ ৬০ ॥  
 যেন ॥ রোগ মুক্তিপ্রাপ্ত বা জাতি ক্ষুতির্ভবেত্ ।  
 শ্রুত্বৈব পণ্ডিতা স্তত্র কেচিদাঙ্কু স্তথা কুরু ॥ ৬১ ॥  
 প্রায়শ্চিত্তং তত: কৃत्वा ভক্ষ্যপার্যং অ্যপীহতু ।  
 কেচিদাঙ্কু যদিপুনর্য্যধি: সমুত্থিতো ভবেত্ ॥ ৬২ ॥

You eat it up without any scruple and you will be cured of your disease and live hundred years. "On saying this the divine presence disappeared. Oh learned pandits, please advise me as to how I may be cured without losing my status in society." Some one said, "Do so and then perform the rites for the atonement of the sin." Some other pandit argued, "Subsequent performance for the atonement has not been advised and may cause to revive the disease." ॥ 69 to 72 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ বলিয়া বাবা তারকেশ্বর মহাদেব সেইস্থানেই অদৃষ্ট হইলেন । অতএব হে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আপনারা আমাকে কি করা উচিত তাহা বলুন । ৭০

যাহাতে আমার রোগ-মুক্তি হয় অথচ জাতি-চ্যুতি না হয় । পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন তাহাই হোক অর্থাৎ চর্ম্মকারের উচ্ছিষ্ট ভাত খাও । ৭১

আদিলীলা ২য় অঃ ।

পরে রোগমুক্ত হইলে অভক্ত্য ভোজনজনিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া  
পাপ নাশ করিবেন। ইহা শুনিয়া কোন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন  
যদি পুনরায় ব্যাধি আক্রমণ করে ।৭২

কৌ জানাতি কিসুদ্বিষ্য ভগবদ্ বাক্য সুত্থিতম্ ।  
এবং বহুবিশেষে স্বকৈ ন সিদ্ধান্তঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৩২ ॥  
তদা কৌশোরকবয়ঃ খুদিরামাভ্যজ্ঞো দ্বিজঃ ।  
সান্না গদাধরঃ খ্যাতঃ সুবিল্লঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩৪ ॥  
বহুভিঃ পণ্ডিতৈর্যুক্তো সমামণ্যে সমুত্থিতঃ ।  
প্রণম্য পণ্ডিতান্ সর্বান্ কৃত্বাশ্চলিপুটঃ সুধীঃ ॥ ৩৫ ॥  
সদাচ তান্ মহাভাগান্ গিরো মধুরয়া নতঃ ।  
ভৌ ভৌ পণ্ডিত পদ্মাস্থা বিদ্যাধন-বিচারিণঃ ॥ ৩৬ ॥

Such arguments continued and no decision  
could be arrived at. At last Gadadhar, son of  
Khudiram, who was then a very young boy, stood  
up addressing the pandits with great respect.

॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

কারণ মহাশয়ের ও প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন নাই। অতএব  
কে জানে কি উদ্দেশ্যে তারকেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন। এইরূপ  
নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক দ্বারা যখন স্থির সিদ্ধান্ত না হইল ।৭৩

তখন কিশোর বয়স্ক খুদিরানের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়দর্শন অসাধারণ  
প্রতিভাশালী গদাধর বহুতর পণ্ডিতজনসমীপে গতিত সভামধ্যে উদ্ভিত  
হইয়া সেই সকল পণ্ডিতদর্শকে প্রণাম পূর্বক কৃত্বাশ্চলিপুটে বিনীত-

‘আদিলোলা ইয়ঃ অঃ ।

ভাবে মধুর বাক্যে সেই সকল বিষয় বরেন্দ্র পণ্ডিত বর্গকে বলিয়া-  
ছিলেন ১৭৪৭৭৭ . . . . .

অবিদ্যাহস্তি বিঘাতক বিঘাতিন বিচরণকারী সুবিচারক হে  
পণ্ডিত বাহ্য আগনারা এরূপ অবস্থায় আমার যাহা যাহা সিদ্ধান্ত  
বাক্য তাহা অবধান পূর্বক শ্রবণ করুন ১৭৬৭৭

অবিদ্যা-করবিগর্ভানাং নাযজ্ঞাঃ সুবিচারজ্ঞাঃ ।

মীমাংসা যাম্ মে সৈবাঃ শ্রুত্যা সুসমাহিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥

বিদ্যোঃ স্মর্মানকার্ণেণ সঙ্কিতঃ চৈত্র সুতমঃ ।

জগন্নাথস্য মত্বা হি প্রসাদান্নং প্রমদ্য চ ॥ ৩৮ ॥

স্মর্মান্ ভোজয়িত্বা তদুচ্ছিষ্টং স্বয়ং যদি ।

শুভং ত্বং বৈ ভক্তিভাবেন ন তত্র দোষ উচ্যতে ॥ ৩৯ ॥

জগন্নাথ প্রসাদান্ন সুচ্ছিষ্টং ক্লবকুরৈ যদি ।

কৃতং তদেব মদ্যং স্যাদিতি শাস্তিঃ বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮০ ॥

He said, “Here this is my humble suggestion. The cobbler may be taken to Puri, the holy place of Jagannath. There he may be well fed and the remains of his meal may be taken by the bramhin.

It is enjoined by the shastras that the offered rice of Lord Jagannath is eatable even though touched with the mouth of dogs.” ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এই আক্ষিপ চর্চাকারের সহিত পুণ্যযাত্রার ক্ষেত্রে গমন পূর্বক  
ভগবান জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন গ্রহণ পূর্বক ভোজন করাইয়া  
সেই উচ্ছিষ্টান্ন যদি আক্ষিপ স্বয়ং ভোজন করেন তাহা হইলে কোনরূপ  
দোষাবস্থা হইবে না ১৭৮৭৭

আদিলীলা ইয়: অ: ।

কারণ জগন্নাথ দেবের প্রসাদীয় অন্ন যদি কুকুরাদি ঘাৱাও উচ্ছিষ্ট হয় তবে সেই অন্ন দেবতাদিগেরও সাদরে ভোজনীয় হইয়া থাকে এইরূপই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও সদাচার প্রতিপালিত বাক্য । ৮০

পয়ঃ কৃতে রোগমুক্তি নবা জাতি চ্যুতি ভবেৎ ।

এতন্মম মতং পুণ্যা মহদম্বো যদি রোচতে ॥ ৮১ ॥

তচ্ছ্রীং তন্ন গত্যং করোত্বেব হিজোতম: ।

ধূত্বৈব' বহুসাদৃশ্য: সমাস্ত্য ব্রাহ্মণাদয়: ॥ ৮২ ॥

প্রধান পণ্ডিতাद्यापि स्वासनेभ्य: समुत्थिता: ।

बहुभ्यो धन्यवादश्च दत्त्वा गदाधराय वै ॥ ৮৩ ॥

আগৌর্বাদ: কৃতস্তেষ বিহঙ্গির্ব্রাহ্মণোত্তমৈ: ।

অয়ং গদাধর: শ্রীমান্ গদাধর সমৌগুণৈ: ॥ ৮৪ ॥

"If so done, there is hardly any fear of losing status in society". On hearing this, all the pandits showered all praises and blessings on Gadadhar who was possessed with the divine power of Lord Gadadhar Himself.

১৪১ to ৪৪ ॥

বন্দানুবাদ :-

এইরূপ করিলে আক্ষণ রোগমুক্ত হইবেন জাতিচ্যুতও হইবেন না । পরন্তু শিববাক্যও লব্ধিত হইবে না । হে পূজনীয় পণ্ডিতবর্গ হইয়াই আমার সমীচিন মত বলিয়া মনে হয় । যদি আমার বাক্য আপনাদের রুচিকর বলিয়া বোধ হয় । তবে এই আশ্রমোত্তম শীষ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া এইরূপ অর্হুঠান করুন । ৮১-৮২

বালক গদাধরের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুক্তিযুক্ত সুসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সভার মত মহত্ব দাশ্যাদি ভক্ত মহোদয়-

গাঢ়িলীলা ইয়: অ: ।

গণ এবং সর্বপ্রধান পণ্ডিতগণ নিম্ন নিম্ন আসন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া  
গদাধরকে বহুতর বক্তব্য প্রদান পূর্বক বৃদ্ধ আশ্রম পণ্ডিতগণ  
আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন । ৮৩৮

জগদ্বাসি জনানাম্ভু মুখতাং যাসি নিযিতম্ ।

পৃথিব্যা 'ভগবতুল্য: পূজিতঃ' ভবিষ্যতি ॥ ৮৫ ॥

স্বর্গে 'রৌপ্যাদিभिর্দানৈ' র্যজমানেন পূজিতা: ।

ভুদেবা: পণ্ডিতা: সর্বে 'স্ব' স্ব' ধাম যযুর্মুদা ।' ৮৬ ॥

ইতি শ্রী রামেন্দ্র সুন্দরভক্তিতোয় বিরচিত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণভাগবত  
পারমহংস্যা সঙ্কীর্ণায়া গদাধরস্থাদি লীলা সমাপ্তি রূপ তৃতীয়োধ্যায়:  
২ অঃ

They also predicted that Gadadhar would be  
adored as the wisest man of the world and also  
an incarnation of God. Then the pandits went  
to their respective places with the gifts of gold  
and silver. ॥ 85 to 86 ॥

Here ends the Third Chapter concluding the  
early life of Sri Ramakrishna in Sri Sri Rama-  
krishna Bhagabatam written by Sri Ramendra  
Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

এই ক্ষুদ্রায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র গদাধর সাৰ্দ্ধ  
নারায়ণ গদাধরের মত গুণবিশিষ্ট এই গদাধর ভবিষ্যতে সমগ্র  
জগদ্বাসি জন সমূহের গুরু হইবেন ইহা ক্রম নিশ্চিত ৮৫

তৎপরে রাজতুল্য ধনীগণ কর্তৃক স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা ও নানাবিধ

জ্বালাদি দ্বারা পুজিত হইয়া স্বরামর আকর্ষণ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ গৃহে আনন্দের সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন ৷৬

শ্রীদ্রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের আদি সীতার তৃতীয় অধ্যায়ে আকর্ষণ শিদ্ধাস্ত পর্য্যন্ত আদিসীলা সমাপ্ত হইল । আঃ ওয় অঃ ।

মধ্যসীতার্য্য প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

পিতৃমৃত্যোঃ পরং রামকুমারেণ বিপথিতা ।

নগর্যাঃ কলিকাতায়া কামাপুকুরকে পদে ॥ ১ ॥

চতুষ্পাঠী কৃতা নানাধার্মিকানাং সমীচয়্যা ।

তত্র স্বনাম প্রখ্যাতো রাজা মিত্রো দিগম্বরঃ ॥ ২ ॥

স প্রাতঃ স্মরণীয়াত্মা ছাত্রানাং পোষণাত্তয়া ।

পণ্ডিতানাং পালন্য রাজ্যং মিব তং বিদুঃ ॥ ৩ ॥

অধ্যাপকস্যাধ্যাপনাং শ্রীরামকুমারস্য হি ।

অধ্যয়ন্য ছাত্রানাং দৃষ্ট্বা রাজাতি শ্বেপিতঃ ॥ ৪ ॥

After the death of his father, Pandit Ramakumar founded a Sanskrit Institution at Jhamapukur in Calcutta. At that time there was Raja Digamber Mitra who was famous for his charities to students as well as Pandits. He was very glad to see the teaching of Ramakumar and also the studies of his pupils.

বদান্ত্বাঃ :-

পণ্ডিত রামকুমার নিজার মৃত্যুর পর কলিকাতা নগরীর কামাপুর্ পল্লীতে কয়েকটি ধনী ও ধার্মিকগণের সাহায্যে একটি চতুষ্পাঠী বা বর্ধনশ্রম অধ্যাপনার বিজালয় করিয়াছিলেন । সেই

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

আমাপুত্রের অনামধ্যম প্রাতঃস্মরণীয় রাজা দিগম্বর মিত্র ছাত্রগণের পোষণ ও অধ্যাপকগণের পালন জন্য তাঁহাকে পশ্চিমগঙ্গা রাজ্যে বসিয়া অতিষ্ঠ করিডেন । ১১২।৩

অধ্যাপক রামকুমারের অধ্যাপনা এক ছাত্র সকলের অধ্যয়ন জন্য রাজ্যে দিগম্বর মিত্র অতিশয় আনন্দিত হইডেন । ৪

যদীচ্ছান্তি কাম্ববর্গে স্ব স্বাশ্রয়গতে সতি ।

বিশ্রান্ত গৃহযাত্রাং প্রমত্তিত্যপি গৃহং গতঃ ॥ ৫ ॥

মিস্রাশ্রিতলতাং দৃষ্টা সত্ৰ গদাধরস্য তাম্ ।

সুগ্ধো রামকুমারস্তু দুঃখাক্রান্তো হ্যমুতদা ॥ ৬ ॥

পরন্তু নিভর্জনাগার প্রান্তরীদান-খাটকে ।

বয়সে বঁহুনিঃ সার্বং গীতাভিনয়কারিণাং ॥ ৭ ॥

তং তং গৃহং সমাগম্য স্থিয় আত্ময় যত্নতঃ ।

পুরাণাদীনি শাস্ত্রাণি যদ্যপ্যদিকানি চ ॥ ৮ ॥

When the pupils went home after their examinations Ramakumar also came home. He became very sorry to find Gadadhar neglecting his studies. He would indulge in dramatic performances with his companions in a solitary place, field or garden, and some times call out the women folk of the village and recite songs and poems from Indian mythologies to them.

6 to 8

বদান্তিবার :-

পরীক্ষার পর ছাত্র সকল নিজ নিজ গৃহে গমন করিলে পণ্ডিত

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

রামকুমারও শুভাশুভ জানিবার জন্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন ।৫

এবং সেইখানে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা শ্রুততা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন ।৬

পরন্তু নিজ গৃহে, খোলামাঠে, বাগান বাটীতে বহুসংখ্যক সমদয়ক্ বালকদিগের সহিত যাত্রাভিনয় করে । এবং বহু গৃহে যাইয়া যত্নপূর্বক ত্রীলোকগণকে ডাকিয়া গল্প পঞ্চ ও পুরাণাদিশাস্ত্র এবং নানাবিধ কাব্য দ্বিবারাত্র আবণ করাইয়া থাকে ।৭।৮।৯

নানা বিধানি বাধ্যাণি শ্রাবিতানি দিবানিশম্ ।

শিক্ষা বিদ্যাতকান্যেব' কৰোতি স গদাধর: ॥ ৫ ॥

নিয়ম্য সকলং রামকুমারো মাঠসমিধৌ ।

সমালোচ্য সুসিদ্ধান্ত মিদং চক্রে মহামতি: ॥ ১০ ॥

মদীয় কলিকাতাশ্রয় বিদ্যালয়ে গদাধরম্ ।

শিক্ষয়িষ্যামি যত্নেন যেন মানুপতাং ব্রজেত্ ॥ ১১ ॥

তস্য পণ্ডিত ধর্যস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতু: সুকল্পনম্ ।

এব' গদাধরোপি তন্মতসুররীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

Ramkumar learnt all these disheartening news about Gadadhar's delinquency from his mother and at last made up his mind to take him to his Institution in Calcutta and teach him there. Gadadhar also agreed to this proposal ॥ 9 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এই সকল আচরণ বিজ্ঞান্যাসের বিষয় ঘটায় এইরূপ মনে করিয়া মহামতি রামকুমার মাতার নিকটে এই সকল কথা শুনিয়া আলোচনা পূর্বক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ।৯।১০



মধ্যলীলায়াং প্রথমোধ্যায়ঃ । ৩ অঃ

যে আমার কলিকাতার চতুপাণ্ডিতে লইয়া যাইয়া গদাধরকে শিক্ষাদান করিব। তাহা হইলে গদাধর মানুষ হইবে। ১১

পণ্ডিত প্রবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের তাদৃশ ব্যবস্থায় গদাধর স্বীকৃত হইয়াছিলেন অর্থাৎ আমি ও দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইব বলিয়াছিলেন। ১২

ততঃ শুভে দিনে শুভলগ্নে সর্বগ্রহে শুভে ।  
 সুমেচখে তদা শুব্ধ বস্ত্রোত্তরোয় সংযুতঃ ॥ ১৩ ॥  
 সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাত্য ভাবাবেগ পুরঃসরম্ ।  
 বিধায় রঘুবীর্যে সৎকার্য্যমভক্তিমুত্তমাম্ ॥ ১৪ ॥  
 তত্‌পাদযুগলৌ সৰ্ব্বং সমর্প্য শ্রীগদাধরঃ ।  
 ধন্যোঽহমিতিচাপ্যুক্তা নন্দযুক্তাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১৫ ॥  
 ততঃ পাদযুগং মানুর্হুত্বা স্বমস্তকোপরি ।  
 বিধীতমন্তুভিঃ কৃত্বা স ক্রন্দনত্বরেণ চ ॥ ১৬ ॥

Then on an auspicious day with purified body and mind after due obeisance to Raghubir, Gadadhar bowed his head down to the feet of his mother and said with tearful eyes. 13 to 16

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে শুভদিনে শুভলগ্নে অনুকূল গ্রহে শুভলগ্নে শুভ বস্ত্র ও উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান পূর্বক কুলদেবতা রঘুবীরকে ভাবাবেগে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে উত্তমা ভক্তি প্রার্থনাপূর্বক শ্রীমান্ গদাধর রঘুবীরের পাদপদ্মে দেহ গেহাদি সর্বস্ব সমর্পণ

মণ্ডলীলায়াং ১৪: অ: ।

করিয়া আমি যথ্য হইলাম এইরূপ বলিয়া মানন্দে উজ্জিত হইয়া-  
ছিলেন । ১৩।১৪।১৫

পরে গর্ভধারিণী মাতার ছুইটি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ পূর্বক  
অশ্রুজলে মিশ্র করতঃ ক্রন্দন স্বরে বীরামনে উপবেশনপূর্বক কর-  
যোড়ে বলিয়াছিলেন । ১৬

বীরামনেচৌপবিষ্য ক্ত্বা চৈবান্মলিং ততঃ ।  
ভবাত্ব দেহি মে মাতস্ত্বত্পাদকমলৈ মতিম্ ॥ ১৩ ॥  
যস্যোঁ সমাধিতায়াঁ হি সর্বং দেবার্চনাম্ভবেত্ ।  
সর্বদেবস্বরূপায়ৈ তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ ॥ ১৮ ॥  
যা মতৃ পীড়া প্রমান্যর্যং সিপেধৈ স্বয়মৌষধম্ ।  
জ্ঞানায়নি পরিত্যজ্য তস্যৈ মাত্রে নমোনমঃ ॥ ১৯ ॥  
এবমগ্ৰজযোঃ পাদধূলিং ধৃত্বা স্বমস্তকে ।  
সহরামকুমারেণ সূর্য্যাত্মা কৃতবান্ সুধীঃ ॥ ২০ ॥

"Bless me with unflinching devotion to you, who are the very embodiment of all divine beings." Then he took the dust from the feet of Ramkumar and started on his journey. ১৭ to ২০

বঙ্গানুবাদ :-

হে মাতঃ! আপনার পাদপদ্মে আমার মতি দাও । ১৭

যে মাতাকে পূজা করিলে সকলদেবতার পূজা করা হয় সকলদেব  
স্বরূপিণী আমার সেই গর্ভধারিণী মাতাকে পুনঃ পুনর্বার নমস্কার  
করি । ১৮

তৎপরে গদাধর রামকুমার ও ব্রাহ্মবীরের পদধূলি গ্রহণপূর্বক

মধ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ ।-

চ্যেঠজাতা ব্রাহ্মকুমারের সহিত যাত্রা করিয়া তাঁহার পঞ্চাদশগমন করিয়াছিলাম ১২০

দিক্‌পতিং হৃদি সঙ্কিত্য মন্ত্রপাঠপুঃসরম্ ।

রঘুবীরস্য নির্মাণ্য ভক্তিপূর্বক মন্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে

বহির্গত হইয়া যাইতে যাঠিতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি

নমস্কারপূর্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম মন্দী ও চত্বর

অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে স্ত্রীসিদ্ধ চণ্ডিকা দেবীর

মন্দিরে রাজিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে ছই মাহাদেবে

উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান

আহ্নিক পূর্বক ১২১২২১২৩১২৪

He came out of the house with the offered flowers of Raghubir on his head. He offered obeisance to the gods of the village on his way. After passing many villages and towns he reached the village of Baroda in the evening. He left the village before daybreak and reached Ghatal where he performed his morning rites. ১২২ to ১২৪

বঙ্গানুবাদ :-

যাত্রাকালীন দিক্‌পতি দিনকরকে হৃদয়ে চিত্তা ও মহাপাঠ পুঃসর  
রঘুবীরের নির্মাণ্য ভক্তিপূর্বক মন্তকে ধারণ করতঃ গৃহ হইতে  
বহির্গত হইয়া যাইতে যাঠিতে নিজ গ্রাম্য দেবতাসকলকে যথাবিধি  
নমস্কারপূর্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ সমৃদ্ধশালী গ্রাম মন্দী ও চত্বর  
অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে বরদা গ্রামে স্ত্রীসিদ্ধ চণ্ডিকা দেবীর  
মন্দিরে রাজিকাল অতিবাহিত করিয়া রাত্রি শেষে ছই মাহাদেবে  
উঠিয়া ঘাঁটাল বন্দরে যাইয়া শিলাবতী নদীতে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান  
আহ্নিক পূর্বক ১২১২২১২৩১২৪

মধ্যলীলায়া ১ম: অ: ।

কৃৎবা শিলাবতো-নদ্যাং বাসীয-জলযানত: ।  
 সমারুহ্য প্রাতরেব গত্বা চাহর্নিশং তত: ॥ ২৫ ॥  
 পরাহি কলিকাতাশ্চ গঙ্গাতীরেঽবতোর্থে চ ।  
 প্রাত: কৃত্যস্থান-সংখ্যা জপপূজাদিকানি চ ॥ ২৬ ॥  
 কৃতানি তেন সর্বাণি সাগ্রেণ যথাবিধি ।  
 ততো গঙ্গাং নমস্কৃত্য প্রার্থনাং কৃত্বাণ্য স: ॥ ২৭ ॥  
 চমস্ব সঙ্কনং গঙ্গো-যাম্যহং শান্তি হেতবে ।  
 ততোই সততং বাচং দেহি মাতর্নমোস্তু তে ॥ ২৮ ॥

Then after a day's journey in a steamer he reached Calcutta next day and got down on the bank of the Ganges. Gadadhar with his elder brother bathed in the holy river and performed his morning rites. He worshipped the Ganges and prayed, "Oh Goddess, forgive me that I have dared to cross Thee. I have done so to attain bliss. Be pleased to grant me the boon of my ever dwelling on Thy bank." ১২৫ to ২৮১

বঙ্গানুবাদ :-

ভোদ্রবিলাস কোম্পানীর জলযানে যথাবিধি আরোহণ করিয়া নিবা-  
 রাত্রি গমন পূর্বক পরদিনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবতরণ করিয়া  
 গঙ্গাপ্রান পূজা রূপাদি কৃত্যসকল ঘোষ্ঠে জাতি ব্রাহ্মকুমারের সহিত  
 যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া গদাধর গঙ্গাকে পুন: পুনর্বার নন্দ্যার  
 পূর্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ২৫।২৬।২৭

হে মাত: গঙ্গে তোমার লগ্নন কৃত্ত আমাকে কমা করুন । আমি

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

শাস্তি কামনা যাইতেছি আপনাত্তর ভিত্তি আমাত্তর যেন মর্ষদা থাক  
হয় এইরূপ আশীর্বাদ করুন আপনাত্তর চরণে কোটি কোটি  
নমস্কার ১২৮

एवं पुनः पुनर्योक्ता प्रथम्य च पुनः पुनः ।  
धन्योऽहमिति चाप्युक्ता यजमन्त्र-गमत्तदा ॥ २८ ॥  
चतुष्पाठी समागम्य छात्रानां सहयोगतः ।  
गदाधरो मुदं स्तमे शास्त्र-चर्चा प्रसङ्गतः ॥ २९ ॥  
गर्गाचार्यो ज्योतिः शास्त्रे स्मृतौ साक्षात्प्रभुः स्वयम् ।  
कालिदासः कवित्वे च बुद्धौ साक्षाद् दृढस्थितिः ॥ ३० ॥  
विस्मृत्य स विश्व-वार्तामध्यापनमहर्निशम् ।  
छात्रान्तेवासि घोषण व्ययभार प्रपीडितः ॥ ३१ ॥

He felt himself greatly blessed at the sight of the Ganges. Then he followed his elder brother and reached his Institution. He became very glad to join other students in their study. His elder brother, Ramkumar had versatile genius—as great as Gargacharyya in Astrology, Manu in Smriti, Kalidas in poetry, Vrihaspati in intelligence. Disinterested as he was in the affairs of the world, he dedicated himself to the study and teaching of Sashttras. To cope with the heavy burden of expenditure incurred for the maintenance of the inmates of the Institution he himself endeavoured to earn money by performing holy services.

॥ 29 to 32 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপভাবে পুনঃ পুনর্বার প্রার্থনা করিয়া এবং পুনঃপুনর্বার

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

নমস্কারপূর্বক আমি যাহা হইলাম এই কথা বলিয়া ঘোষ্ঠ ভ্রাতা  
রামকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাইয়াছিলেন ।২৯

পরে চতুষ্পাঠিতে বাইয়া তথায় ছাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া  
পন্নমান্নিত হইয়াছিলেন ।৩০

পশ্চিভাগগণ্য মহাত্মা রামকুমার জ্যোতিবশান্ত্রে গর্গাচার্য শ্রুতি  
শাস্ত্রে মনু কবিশ্বে কালিদাস বুদ্ধিতে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ছিলেন ।৩১

জাগতিক ভাব ভুলিয়া দিবারাত্র অধ্যাপনা করিয়া ছাত্রবর্গের  
আহারাদি ব্যয়ভার শ্রীশ্রীভিত্ত হইয়া অর্থের জন্য অন্নং দেবতাদিগের  
নিত্য সেবা কার্যে ভ্রী হইয়াছিলেন ।৩২৩৩

দেবতানাং নিত্য সেবাং পণ্ডিতপ্রবরো মহান্ ।

শ্রীলরামকুমারস্তু বিস্তায ক্ষতযান্ স্বর্য ॥ ৩৩ ॥

পত্নী রামকুমারস্য পুত্র-প্রসবত: পরম্ ।

স্বর্গতাং শোকযুক্তস্য কেবলং শোকমুক্তয়ি ॥ ৩৪ ॥

গদাধর: সহায়োঽমুদয়জস্য শিশোরপি ।

সেবাকার্যং দেবতানাং যজমান গৃহিণু চ ॥ ৩৫ ॥

গদাধরে সুবিন্যস্য ছাত্রাণাং পাঠনে রত: । ,

যতশ্চাত্তাধ্যাপনঞ্চ পণ্ডিতানাং তপ:স্মৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

The wife of Ramkumar breathed her last after she had given birth to her son. There was none but Gadadhar to bring him comfort in his bereavement by performing holy services to various household gods and also by taking care of the child. Ramkumar devoted himself to advancement of knowledge and learning.

বঙ্গানুবাদ :—

রামকুমারের পত্নী একদিনাত্র পুত্র প্রসব করিয়া বর্গারোহণ করেন । লোকাত্তর রামকুমারের শোকযুক্তির জ্ঞাপ্ত এবং শিশুপুত্রের পালনার্থে গদাধরই একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন । বহুমান সকলের সেবাসিগের নিত্যসেবার ভার গদাধরে দিয়া রামকুমার অধ্যাপনায় রত থাকিতেন যেহেতু অধ্যাপনাই পণ্ডিতবর্গের তপস্বী ।

৩৪।৩৫।৩৬

গদাধরৌ দেবমিবা সমাখ্যাতঃ সন্নিধৌ ।

যাঠাভ্যাস বিধৌ যত্র' জ্ঞাতবান্ সুমহামতি ॥ ৩৩ ॥

কালীনাথদীপ্যমানোপযজমান প্রিয়োন্মবত্ ।

কামারপুকুরে পূর্বমাশালবনিতাদিক্ ॥ ৩২ ॥

যয়া যতয়া সৌভিনন্দ সঞ্জিবত্রাণি সামবত্ ।

সু'নির্গম্যন ঘরিত্রে অাকাশতঃ সিংহভাবয়া ॥ ৩৫ ॥

মরন্ অক্লান্তাণ মাধুর্য্য ভাব নিমিত্তা ।

জাহ্নতৌ যজ্ঞমানার্থে গদা ১২-মমৌ মূলৌ ॥ ৪০ ॥

After performing his daily rounds of holy services, Gadadhar would take great pains to get on with his studies. Within a very short time he became an object of endearment of the people of the locality by virtue of his stainless character, simplicity, sweet words and pleasing behaviour, in the same way as he was in Kamarpukur.

১ 37 to 40 :

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর বহুমানগণের অতি প্রিয় হইয়াছিলেন । পূর্বে কামারগুরু বালবনিত্যমি সকলকে যে শক্তিতে বশীভূত করিয়াছিলেন সেই শক্তি এখানেও প্রকাশিত হইয়াছিল অর্থাৎ কণ্ঠেতা শূণ্য নির্মল চরিত্র অত্যন্ত মধুরভাবী সারল্য ব্যবহার এবং মাধুর্য্যভাব নির্ভীক ভগবৎসূচ্য গদাধর বহুমামাদি সকলের নিকটেই সমাদৃত হইয়াছিলেন । ১৮, ১৯, ২০.

সুসম্মা গিচ্চিলা সাগ্নী কুমারী তদুণী তথা ।

হৃদা দ্রীড়া ধনবতঃ পরনী রাজমহিব্যপি ॥ ৪১

ধনাগ্নী মধ্যবিত্তস্য গৃহস্থী বালকী যুবা ।

যথিহঃ শুভ্রঃ হৃদী চ যি চান্যে পশ্যপশিণঃ ॥ ৪২

নবাগতঃ সুকুমারঃ তদুণ্য প্রাচ্যণস্য চ ।

দগ্নান্য জনাঃ সর্বে দ্যামচুত্কপিঠতা যুগ ॥ ৪৩

সর্বে যা ইনিকমলঃ হৃদমণৌব সস্থিতম্ ।

জানোদিত যথা নয়া মর্যধারা প্রপাতনে ॥ ৪৪

Everybody irrespective of the rich or poor, the young or old, the deaf or dumb, would be glad to meet him at any time. Just as showers of rain swell the heart of the river, so also he caused to grow the lotus-like affection in the heart of all.

। 41 to 44 ।



মধ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ :

বালক, যুবা, বধির, বধ, বৃদ্ধ এমন কি পশুপক্ষি পর্য্যন্ত নবাগত  
সুকুমার তরুণ উদার স্বভাব আশ্রমের দর্শন জ্ঞাত সকলেই সর্বদা  
অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেন । ৪১।৪২।৪৩

পূর্বোক্ত সকলের ছদ্ময় সরোবরে অবস্থিত স্নেহ কমল নদীতে  
বর্ষার ধারা পতনের মত উৎফুল্লিত হইত । ৪৪

ন বিজ্ঞাসো ন সন্দেহো ন সঙ্কোচো মনাগপি ।

যদ্যুচ্চং পরমং যস্য ততস্মৈ বিনিবিদিতম্ ॥ ৪৫

যুবকেন যুবত্যা বা বালীনাপদ্ধ-বুদ্ধিনা ।

হবে ন ব্রহ্মা বাপি যথা দিষ্টং যথা-করীত্ ॥ ৪৬

তথাকালোপ্যকালে বা যত্রতত্র যদা তদা ।

মাধুর্য্যামৃতকণ্ঠস্য কীর্ত্তনং শ্রুত্ব বুদ্ধনাঃ ॥ ৪৭

মাষ্টপিতৃপুত্রপত্নী দেহগেহাদিকিণু চ ।

ন তথা জায়তে প্রীতির্যথা প্রীতির্গদাধরে ॥ ৪৮

All would unhesitatingly confide their secrets  
to Gadadhar, who was obedient to all, young or  
old, men or women. Now and then, here and there  
he would often sing holy songs. The people liked  
Gadadhar more than their own kith and kin.

॥ 45 to 48 ॥

বক্তাব্যবহাঃ :-

গদাধরের প্রতি কোনও লোকের অবিশ্বাস, সন্দেহ বা সঙ্কোচ  
বুদ্ধি কিছু মাত্র ছিল না । যে ব্যক্তির যাহা অত্যন্ত গোপনীয় তাহা  
গদাধরকে জানাইয়া বৃত্তার্থ হইত । ৪৯

মণ্ড্যনোনায়া ১ম: অ: ।

যুবক, যুবতী, অজ্ঞ, বাগক, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বাহা বলিতেন গদাধর  
তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন ।৪৬

কখন তখন যেখানে সেখানে সময়ে অসময়ে অতি মধুর অমৃতময়  
কণ্ঠ গদাধরের কীর্তন জনগণ শুনিতেন ।৪৭

সেইস্থানের সকলের মাতা, পিতা, গদ্বী, পুত্র, দেহ গেহাদিতে  
ভাদ্রশ ভালবাসা ছিল না । গদাধরের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিক  
ভালবাসা হইয়াছিল ।৪৮

एव' दृष्ट्वा श्रीशरामकुमार. खेदम'युत ।

हा कटमितिचोक्ता च किमिदं दैर्घ्यकारणं ॥ ४८

अथवा मे ऽनुजस्थान्य गृह्णानसंगिका मतिः ।

ययामेष' पुमान् स्त्री च वचसा वय्यताद्वतो ॥ ५०

विमृशैष' सुविदुषारहस्युक्तो गदाधरः ।

अध्ययन' कात्रনপো বিদ্রেব' বিনিয়িতম্ ॥ ৫১

অধ্যয়নমুপকারেণ মনসী রক্ষনেন বা ।

एव दृष्ट्वाप्यै परित्यज्य हयाकालचयः कृतः ॥ ५२

This popularity of Gadaghar did not bring any pleasure to his elder brother Ramkumar, who mused in himself, "Alas ! Is it due to chance or natural open-heartedness of my brother !" With this thought in his mind, he called Gadadhar aside and said, "It is widely said that students should entirely devote themselves to studies. You are, however, wasting your time in serving the will of others"

মধ্যলীলায়াং ১ম: অ: ।

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তা কষ্ট বলিয়া ইহা কি দৈবই কারণ অথবা আমার কনিষ্ঠ ভাতার ইহা বিস্তৃত আভাবিক বৃদ্ধি যে বৃদ্ধি, বলে বহুতর নরনারী কেবলমাত্র কথা শুনিয়াই বশীভূত হয় । ৪৯।৫৩

এইরূপ চিন্তা করিয়া রামকুমার গদাধরকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন । দেখ ভাই পড়াশুনাই ছাত্রজীবনের তপস্বী । পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন । ৫১

অতএব পড়াশুনায়, ভাদৃশ মনোযোগ না দিয়া সাধারণের উপকার বা নোহুতনে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন ? । ৫২

হৃদ্যমীদং পরিত্যজ্য স্বাধ্যায়ি মমতি কুব ।

তিনা গীষজনানাম্ স্বস্ব্যপি মদ্বলং ভবেৎ ॥ ৫২

শ্রুত্বাশ্রমস্য তদ্বাক্যমবধান পুরঃসরম্ ।

তত্পাদকমলি নত্বা প্রত্যুবাচ গদাধর: ॥ ৫৪ .

কর্মময়ীতি যা বিদ্যা ভবদ্বিরনুশীলিতা ।

সাংসারিকী ত্বিযং বিদ্যা ত্রিধর্গস্যোপপাদিকা ॥ ৫৫

সত্যংগানমনন্তং যদৃ ব্রহ্মাত্মিকত্বদর্শনং ।

যৎ শুদ্ধাত্মবিদ্বানং স্বাধ্যায়ো বেদসম্মাত: ॥ ৫৬

You should avoid such useless pleasures and kind your studies, which will bring good to you as well as many others. At this Godadhar replied with due respect, "The knowledge and learning which you strive for, is conducive to benefits on this earth. It is by the study of the Vedas only that we realise oneness pervading this universe."

মহ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

বদ্যন্তুবাণ :-

নিরর্থক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া পড়াশুনায় মন দাও ।  
তাহাতে বহু লোকের ও তোমার কল্যাণ হইবে ইহাই ক্রম সত্য ।৫৩

নিবিষ্টচিত্তে অগ্রজের তানুশ কথা শুনিয়া তাঁহার পাদ যুগলে  
প্রণাম পূর্বক বলিয়াছিলেন ।৫৪

আপনারা যে বিত্তা অধ্যয়ন করেন তাহা কর্মময়ী বিত্তা অর্থাৎ  
সংসার ভার নাশক বিত্তা ইহা স্বর্গ স্বর্ষ কাম ত্রিবর্গের সাধক ।৫৫

সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মের আত্মিক দর্শন বা শুদ্ধাত্ম  
বিজ্ঞানই বৈদ্য সন্মত স্বাধ্যায় ।৫৬

শ্রুতিব্যাঘ্র তদ্বস্তু সচিदानन्दमद्वयं ।

त्यागीनेव तदाप्नोति कर्मणा न कदाचन ॥ ५३

नाहं स्पृशामि पश्यामि कामিনীकाञ्चनादिकं ।

त्यজামি दुरतः सर्वमेतन्मे व्रतमाहितम् ॥ ५८

नमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सचिधौ ।

शास्त्रज्ञानी सदाचारः सम पित्रापञ्जी मम ॥ ५८

শ্রুত্বানুজম্য তদ্বাক্যং সাধুभिः पर्युपासितं ।

गदाधरस्य मित्रायां मन्त्रेष्वा श्रुत्यतां गता ॥ ५०

"It is said in the Vedas that truth is attained by renunciation and sacrifice and never by work. I always keep myself aloof from women and money and never allow myself to be tempted by them. Kindly excuse me for what I have said. You are well-versed in the Sastras and of good

মধ্যলীলায়াঃ, ১ম অঃ ।

habits. You are also my elder brother and command my respect as my father." On hearing these wise sayings of Gadadhar, Ramkumar said to himself, "All my efforts to make Gadadhar well-educated have gone in vain." # 57 to 60 #

বঙ্গানুবাদ :-

বেদ বলিয়াছেন সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় স্বরূপ বস্তু ত্যাগ দ্বারাই অশুদ্ধ হয় । কর্মের দ্বারা কখনও জ্ঞান যায় না । ৫৭

আমি কামিনীকাকন স্পর্শ করি না দেখিও না দূর হইতে ঐ সকল ত্যাগ করি ইহাই আমার সঙ্গ বলত । ৫৮

আপনি শাস্ত্রজ্ঞানী সদাচারী আমার পিতৃভৃত্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । আপনার নিকটে যাহা বলিলাম কৃপা করুন । গদাধরের বেদাঙ্গ-মোদিত বাক্য শুনিয়া পণ্ডিত রামকুমার বলিয়াছিলেন গদাধরের শিক্ষা মত্রে আমার চেষ্ঠা বিফল হইল । ৫৯

কিঙ্করোমীতিসঙ্ঘিন্য রঘুবীরঃ স্মৃতস্তদা ।

ভক্তাশ্চ রঘুবীর ত্বং বিদ্যাং দেহি গদাধরি ॥ ৬১

ত্বৎ প্রসাদাদিদং সম্যং জগত্স্থাবর জঙ্গমং ।

দৃগ্গৌচরং ভবত্বেব ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ৬২

সমর্পিতোঽনুজঃ শ্রীমান্ ভবতঃ প্রাপদপ্রয়োঃ ।

বিপ্রমহা ন জানামি যথৈচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩

দুরদৃষ্টবশাদস্ব পণ্ডিতস্যায়ং কথং কৃত্য ।

ন যাতাচ্যাপনা কার্যমপি সন্তুষ্টিচেতসা ॥ ৬৪

‘What I can do.’ Ramkumar then prayed to Raghubir and said, “Oh Raghubir, be pleased to

मध्यलीलायां १मः अः ।

give knowledge and learning to Gadadhar. It is due to your kindness that all this physical world becomes visible to us. Our ultimate end rests in you. I do not know who is wise and who is unwise. I place my younger brother at your feet. Do as you please." Reputed as a scholar, Ramkumar could not tide over his financial stringency,  
॥ 61 to 64 ॥

बङ्गानुवादः—

किं करि । এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলসেবতা রঘুবীরকে ধ্যান করতঃ বলিয়াছিলেন হে রঘুবীর গদাধরের অন্তরে জ্ঞান দান করুন । ৬১

আপনারই একমাত্র অনুগ্রহে জীবন জন্ম সমস্ত বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইতেছে । আপনিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল । ৬২

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে আপনার পাদশুগলে সমর্পণ করিলান । পণ্ডিত কি অপণ্ডিত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন । ৬৩ .

এইরূপে শাস্ত্রচর্চা ও দেব-সেবা প্রসঙ্গ বশতঃ রামকুমার সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দূরদৃষ্ট বশতঃ অর্থ কষ্ট নষ্ট হয় নাই । ৬৪

স্বকারমতিমান্বিল্যমার্য্যभावपुरःसरं ।

एवं भ्रामापुष्करिण्या गतमन्दस्यं यदा ॥ ६५

तदैव रघुवीरस्य दृष्टिर्दुःख विनाशिनী ।

पतिता कुल देवस्य श्रीरामकुमारो परि ॥ ५६

‘মধ্যলীলায়া’ ১মঃ অঃ ।

এতচ্চিহ্নেব কালেষু বিধিপন্ন প্রসঙ্গতঃ ।

ম্ভাটদ্বয় কর্ম্মক্ষেত্রং রূপান্তরমশিশ্রিয়ত ॥ ৬৩

কলিকাতা নগর্যাঁস্তু জানবাজার মধ্যতঃ ।

মৃদুদহালিকায়াঁ যা স্ততবাসা মনস্বিনী ॥ ৬৫

When three years had passed in this way, Raghubir, the house-hold diety of Ramkumar, was pleased to relieve him of his distress. At this time, consequent upon a dispute over a religious matter, the two brothers turned to different ways. At Janbazar in Calcutta lived a great lady in a palatial building. ॥ 65 to 68 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে কামাপুকুরে যখন তিন বৎসর গত হইল । তখন কুলদেবতা রঘুবীরে দুঃখ বিমোচনকারী দৃষ্টি রামকুমার পণ্ডিতের উপর পতিত হইয়াছিল । ৬৫ । ৬৬

পরে ঘটনাক্রমে একটি শাস্ত্রীয় বিধিপত্রের প্রসঙ্গবশতঃ রামকুমার ও গঙ্গাধরের কর্ম্মস্থল অন্তরূপ হইয়াছিল । ৬৭

কলিকাতার জানবাজারস্থ রাজপ্রাসাদে অবস্থিতা কঙ্গদেবের অলকার স্বরূপা সর্ব্বজন বিদিতা অতি ধার্মিক। বুদ্ধিমতী রানী রামমণি নামে একটি রাজপত্নী ছিলেন । ৬৮

রানী রামমণিঃ সূচ্যাতা বহুদেশ বিভূষণা ।

নারী কুলোত্তমা রানী বিপুলৈশ্বৰ্য্যশালিনী ॥ ৬৯

কর্ণে ন সহস্রা দানে পাতিপ্রাত্যঃস্বপ্নমতী ।

মাতৃসুখ্যা পূজনীয়া সর্ব্বতো মহিমান্বিতা ॥ ৭০

মধ্যলীনায়াং ১ম: অ: ।

প্রজাবৎসলতায়ান্তু শ্রীরামসদৃশীমতা ।

কালান্নিসদৃশী ক্রোধে চমার্থা পৃথিবী সমা ॥ ৩১

সর্বভূতে তুল্য দৃষ্টি: সদৃশ্যা প্রিয়দর্শনা ।

ব্রাহ্মণ্যধর্মরক্ষায়ৈ বহু বেদস্ব পালিকা ॥ ৩২

She was known as Rani Rashmani. She was rich and famous. She was as charitable as Karna, and as devoted to her husband as Arundhati. She was respected by all as Mother. She looked after her subjects like Ramchandra. She was as cruel as death and as merciful as the Earth. She had a smiling face and pleasing appearance. She loved all equally, and maintained many bramhins well-versed in the Vedas to protect religion. ॥73 to 76॥

বঙ্গানুবাদ :-

নারীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা বিপুল ঐশ্বর্যের আশ্রয়রূপা সেই  
রানী দানে দাতাকর্ণের মত পবিত্রতায় অরুদ্ধতী তুল্যা মাতৃতুল্যা  
পূজনীয় সর্বসঙ্গুল্য বিভূষিতা ৬১।৭০

প্রজাবৎসলতায় ভগবান রামচন্দ্রের তুল্যা ক্রোধে কালান্নি সদৃশী  
সহগুণে পৃথিবীসমা সকলের প্রতি সমদৃষ্টি সদাশ্রয়বদনা সুন্দরাকৃতি  
বিশিষ্টা ভ্রাতৃগণা স্বর্গ স্বর্গার রক্ত বহুতর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের পোষণ-  
কারিণী ১৭১।৭২

দগ্ধিবিঘ্নঘাটীনা সাঘ, স্মাৎসমা চ সা ।

স্মরণীয়া-মিধাপ্রাতর্দেব-সেবাপরায়না ॥ ৩৩

জনানাং হিতকার্য্যার্থে মুক্তহস্তা সদা মবন্ ।

সন্তান প্রতিমাস্তুত্যা একদা ধীবর-প্রজা: ॥ ৩৪



মঘ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ।

ক্রন্দনেন সমায়ুক্তা উবুস্তে দুঃখকারণম্।

মাতস্তুম্য নমোঃস্মাকং রচা কুরু সুতাস্তব ॥ ৩৫

ইংরাজ রাজানুচরে বৈয়ং সম্ভৈ প্রণীড়িতাঃ।

তৈরুক্তং রাজন্যদ্যন্তু গঙ্গার্যা মতৃস্বমারণ ॥ ৩৬

She looked after the poor and the widows as thier own mother. She was famous for liberal contributions for the welfare of the people. Once her fishermen whom she looked upon as her own children approached her for redress of their grievance. They said, "Oh Mother! Save your children from the oppression of the Government officers." They have announced that anyone who will catch fish in the Ganges without paying taxes will be liable to severe punishment. ১৭৩ to ১৭৬।

বঙ্গানুবাদ :-

দরিদ্র ও অসহায় বিধবা জীলোকদিগের সাহায্যে গর্ভধারিণী মাতার মত দেব সেবাপরায়ণা প্রাতঃস্মরণীরা ১৭৩

এবং জনগণের কল্যাণকর কার্যে সর্বদা যুক্তহস্তা ছিলেন। কোনও এক সময়ে সেই রাণী রামমণির পুত্র তুলা ধীবর প্রভা সকল বঁাদিতে কঁাদিতে দুঃখ কারণ নিবেদন পূর্বক বলিয়াছিল মা আপনাকে আমরা নমস্কার করি। আমরা আপনার পুত্র আমাদিগকে আপনি রক্ষা করুন ১৭৪/৭৫

আমরা ইংরাজ রাজের কর্মচারি দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইতেছি। তাঁহারা বলেন রাজ নদী গঙ্গায় মৎস্যজীবীগণের নিত্য মৎস্য ধরা বেআইনি বা অতিশয় অশ্রায় কার্য্য ১৭৬

মধ্যলীলার্য্য ১মঃ অঃ।

মতস্যস্বীবিগণৌনিত্যমবিধেয়ং সুনিযিতম্ ।  
 রাষ্ট্রে করমদত্বাচেৎমতস্যানুধর্তুমিচ্ছত ॥ ৩৩  
 মবিধেয়ং বিশেষণ দণ্ডনৌয়া ন সংশয়ঃ ।  
 শ্রুত্বৈষাং ধীবরাণাং তাং বাণীং রাষ্ট্রী সুদুঃখিতা ॥ ৩৮  
 অপূর্ব কৌশলং কিঞ্চিচ্ছকার প্রতিभावলাত্ ।  
 কলিকাতাস্থ গঙ্গায়া জলাধিকারযোগ্যতা ॥ ৩৯  
 রাষ্ট্রে বহুতরাসুদ্রা দত্বা রাষ্ট্রমাক্রীতা তদা ।  
 গঙ্গাগর্ভে লৌহযন্ত্রে বহ্বাচায়সমৃদ্ধলান্ ॥ ৮০

On hearing this, Rani felt greatly troubled. However, she took recourse to a clever plan. She acquired the right of ownership of the water of the river extending the western side of Calcutta, by payment of a huge sum of money to the Government, and obstructed all movements of boats and steamers etc. in the area with the help of iron chains. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুগ :—

অতএব ৩৬হে অজ্ঞা ধীবরগণ রাজাকে বধাযোগ্য কর না দিয়া যদি  
 রাজ ধর তবে তোমরা বিশেষভাবে পণ্ডিত হইবে অর্থাৎ তোমাদের  
 জেল বাড়িতে হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৭৭

ধীবরগণের তাদৃশ কথা শুনিয়া মহারাজী অত্যন্ত হ্রঃবিত হইয়া  
 নিম্ন বুদ্ধিসত্তা বলে একটি অপূর্ব আশ্চর্য্য কৌশল অবগদন  
 করিয়াছিলেন । ৭৮

অর্থাৎ বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরকে বহুতর মুদ্রা দিয়া দণ্ডার  
 জলাধিকার যোগ্যতা ক্রয় করিয়াছিলেন । ৭৯

সম্মতানায়া ১ম: অ: ।

তৎপরে ধীরবরণ গঙ্গাগর্ভস্থ লৌহবস্ত্রে অর্থাৎ বরা নাশক লৌহ  
পিণ্ডে দৃঢ়তরভাবে লৌহ শৃঙ্খল আবদ্ধ করিয়াছিল ৷৮০

জলযান গতি রোধ চক্ৰুস্তা ধোবর-প্রজা: ।

বিদেশীয়া বণিক্‌বর্গা: ক্রোধান্নি দোষিতাস্তত: ॥ ৮১

রাজদ্বার' গতা: সর্ব রাজ্যাং দণ্ডার্থমুদ্যতা: ।

ভক্তাশ্চ কথমস্মামি: ক্রতা রাজ্যাং বিরোধিতা ॥ ৮২

এবম্ভৈরম্মি-যুক্তা সা রাজ্ঞী রাসমণিস্তদা ।

তত: সা বিদুষো রাজ্ঞো রাজনীত্বনুসারত: ॥ ৮৩

বিচারকান্ সমাহ্রয় স্বগেহে বিনয়ান্বিতা ।

উবাচ তান্ কথম্ভৈ বণিক্‌বর্গে: সুকোপিতৈ: ॥ ৮৪

At this the foreign merchants flew into a rage and lodged a complaint in the court against her. She invited the Judge to her house and said, "I wonder why these merchants have ventured to accuse me in the court. ॥ 81 to 83 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভক্তজ্ঞা ধীমার জল যানাদির গতি অবরোধ হইলে বিদেশীয়  
শ্রেষ্ঠাঙ্গ বণিক্‌বর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাণীর দণ্ডের জন্য বিচারালয়ে  
সকলে মিলিত হইয়া বিচারক বর্গকে বলিয়াছিলেন ।-রাণী আমাদের  
সহিত কেন এরূপ অশ্রায় আচরণ করেন ৷৮১৷৮২

এইভাবে রাণী রাসমণি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে বুদ্ধিমতী  
রাণী রাজার আইন অনুসারে নিজ গৃহে বিচারকবর্গকে আস্থান-  
পূর্বক বিনোদভাবে বলিয়াছিলেন । বিদেশীয় বণিক্‌বর্গ কি জন্য  
অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া ৷৮৩৷৮৪

মধ্যলীলায়াং ১মঃ অঃ ।

করিয়া দক্ষিণে গঙ্গাগাওর পর্য্যন্ত গঙ্গার জল বহু অর্থ ব্যয় করিয়া  
সরকার বাহাদুর বা গভর্নমেন্টের নিকটে হইতে ক্ষয় করিয়াছি । ১৮৭১০৮

মমাধিকারঃ সম্পূর্ণ স্তজ্জলে নান্ন সংশয়ঃ ।  
অত্র যজ্জলয়ানাং বর্জ্যে বর্জ্যে প্রিয়ং ॥ ৮৮  
স্বর্ণ্যাম্যধুনৈবাহ' মজ্জলস্যাবরোধতঃ ।  
সত্যং সত্যং ময়োক্তং যত্নত্বকরিষ্যামি সত্বরম্ ॥ ৮৯  
মতস্যগ্ধে ধৌবরাণাং যতী বিধঃ প্রজায়তে ।  
এষ' রাজ্যগাঃ সদর্পোক্তি' শ্রুত্বা তত্র বিচারকাঃ ॥ ৯০  
স্তম্বাদি মিষ্টবাক্যেণ রাজ্ঞী সন্তোষ্য যজ্ঞতঃ ।  
রাজ্যগাঃ প্রদত্ত বিন্ধ্যানি প্রত্যাগীতানি তানি নৈঃ ॥ ৯১

'Accordingly my sole right over the water cannot be questioned by anybody. I now intend to break down without delay all the boats and ships not yet removed by their owners from my area, as they are causing great hindrance to the fishing work.' The Judges took great pains to pacify the wrath of Rani. All the money was paid back to her. ১৮৭১ to ১৮৭২ ৷

বঙ্গানুবাদ :-

অতএব এই গঙ্গাজলে আমারই সম্পূর্ণ অধিকার ইহা নিঃসন্দেহ ।  
অতএব গঙ্গাগর্ভে বণিকবর্গের প্রিয় যে সকল জলযান আছে আমি  
সেই সকল জলযান এখনই চূর্ণ করিয়া দিব কেন তাঁহারা আমার  
জল অধিকার করেন । আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি তাহা

মধ্যলীলার্য্য ১ম; অ: ।

শীঘ্রই করিব । যেহেতু বোবরগণের মৎস্য গ্রহণে সেই সকল জন-  
যানই বাধা দিতেছে ৷৯৯০০

এখন বিচারকগণ মহারাণীর আইন সম্রত রাজনৌতি অনুসারে  
নির্ভীক বাক্য শুনিয়া রাণীকে ধন্যবাদ দিয়া স্তবস্ততি পূর্বক কোমল  
বাক্যে সমুদ্রে করিয়া রাণীর অনুগ্রহপ্রার্থী বিচারকগণ রাণীর প্রদত্ত  
অর্থ সকল দায় স্বদে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন ৷১০২২

বিনা করে ধীবরাণাং গঙ্গার্যা মতস্য সংঘঃ ।  
এব' মোমা সয়া রাজ্যো ত্বদোয়ে ধীর্ধরৈস্তদা ॥ ৮৩  
বচসো ভাগীরথ্যাস্তু কৃতং বন্দ্য বিমোচনম্ ।  
ধন্যা রাজ্যো রাসমণি চ'ন্যা তদুদ্ভিষাতুরী ॥ ৮৪  
ধন্যা প্রজাবত্সলতা ধন্যা দারিদ্র্য সাহ্যতা ।  
এব' রাজ্যায়তুর্দিশু বিখ্যাতা প্যাতি বিস্কৃতি ॥ ৮৫  
যদা-গেয নরা নার্য্যো বিস্ময়াধী নিমজ্জিতা: ।  
হৃদে গোষ্ঠে সমায়াস্ত রাজদ্বারে বিশিপত: ॥ ৮৬

It was also decided that the fishermen would  
be allowed to fish in the river without payment of  
any taxes. She ordered her men to take away  
the chains and allow navigation as before. Thus  
the fame and glory of Rani spread far and wide.

৷ 93 to 96 ৷

বদান্ত্বাব :—

এবং বোবরগণ গঙ্গার্নয়েটে বাহাদুরকে কিছুমাত্র কর না দিয়া  
গঙ্গায় ইচ্ছানুসৃত অবাধে মৎস্য ধরিতে পারিবে এই প্রতিশ্রুতি ও

আইনসহিত ব্যবস্থা করিয়া যীমানসা হইলেন তখনই রাণীর আদিক্তে ভৃত্যবর্গ লৌহশৃঙ্খলে ভাগীরথীর বক্ষের বন্ধন বিমুক্ত করিয়াছিল । ১৩

যজ্ঞা রাণী রাসমণি যজ্ঞ তাঁহার বুদ্ধি কৌশল যজ্ঞ তাঁহার প্রজা-বৎসলতা এবং অতি ধন্য দরিদ্রগণের সাহায্য । এইরূপভাবে রাণীর অপূর্ণ বুদ্ধি প্রতিভা চতুর্দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল । ১৪, ১৫

এমন কি নরনারী সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হষ্টেগোষ্ঠে সভায় বিশেষ ভাবে বিচারালয়ে রাণীর প্রশংসা সকলেই করিয়াছিলেন । ১৬

সর্বত্র বহুদেয়ে চ ঘনির্ঘ্যে স্যমুদা ।

প্রজা সঙ্ঘট যজ্ঞা চ সম্পূর্ণা' বিনিবর্তিতা ॥ ১৩

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते रामकृष्णभागवते पारमहংया' संहिताया' मध्यलीलायागदाधरस्य कलिकातायामागमः, राक्षसा रासमणौषपरिचयरूपः प्रथमोऽध्यायः ॥ १

The grievance of her subjects, was redressed.

॥ 97 ॥

Here depicting Gadadhar's arrival in Calcutta and Rani Rasmoni's character and fame ends first chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna-bhagabatam, written by Sri Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :-

প্রজাগণের বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিয়াছিলেন এইরূপে বঙ্গদেশের সর্বত্র রাণীকে যজ্ঞ যজ্ঞ শব্দে অনঙ্কিত করিয়া-ছিলেন । ১৭

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিतीर्थ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের গদাধরের মধ্য লীলায় কলিকাভায় আগমন এবং রাণী রাসমণির পরিচয়াদি প্রথমাধ্যায়ে বলা হইল । ১ মঃ অঃ সমাপ্ত ॥

मध्यलोचार्था २५ अः ।

अपुत्रवत्यास्तद्राज्ञा आसीत् कन्या-चतुष्टयं ।  
 सत्पात्रेभ्योऽर्पिता तिस्रः कनिष्ठा तु कुमारिका १  
 जगदम्बेति नाम्ना सा जगदम्बा समामवत् ।  
 चतुर्थत्वं शिंशुर्ध्वं राज्ञीयं विधवा भवत् ॥ २  
 बुद्धिमत्तावलेनैव वर्द्धिता राजसम्पदः ।  
 जामात्य उद्येष्ठ मथुरानाथ विष्णुसप्तपत्नकः ॥ ३  
 गुणवान् रूपवान् धीमान् सर्वकार्यं पटुर्महान् ।  
 तस्य प्रसूयैव सुतं स्वर्गता सहस्रिणिनी ॥ ४

Rani had four daughters and no s.n. Three of daughters were married and the youngest was yet to be married. Her name was Jagadamba. Rani became a widow at the age of forty-four. By virtue of her uncommon intelligence she made a great fortune. Her oldest son-in-law, was Mathuranath Biswas who was a man of parts. His wife expired after giving birth to a son.

॥ १ to ४ ॥

‘মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

সহস্রিংশী অর্থাৎ রাগমণির স্যোষ্ঠী কন্যা কেবলমাত্র একটি পুত্র  
প্রসব করিয়াই দেহলোক পরিত্যাগ করেন । ১১৩৪

দত্ত্বা রাজ্যো পুনঃ কন্যাং জগদম্বেতি নামিকাং ।

রাজ্যরক্ষা ভারমপি দদৌ তস্মৈ প্রযত্নতঃ ॥ ৫

পরন্তু নিজ সম্পত্তিভার ন্যস্ত সুধার্মিকা ।

ধর্মার্থ মকরোদ্ধারী তীর্থপর্যটনে মতিং ॥ ৬

গদাধরাগমাৎপূর্বং যাবদ্বর্গচতুষ্টয়ং ।

দ্বিপটশত বহ্নীযাজ্ঞে পশুপশ্যাদুত্তরং ॥ ৭

অদভ্রদ্রব্যসম্ভার সমস্ত সৈনিকান্ বহ্নন্ ।

প্রান্ত্য প্রজাপরিজন ধনরত্নাদিকাং স্থত্যা ॥ ৮

Rani married him with her youngest daughter.  
Jagadamba, and also gave him the charge of the  
management of her estate. There after she  
resolved to go on pilgrimage. In the Bengali year,  
1255, i.e. four years before Gadadhar came to  
Calcutta. ॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

রানী পুনরায় জগদম্বা নামে কনিষ্ঠা কন্যাকে মধুরানাতের সহিত  
বিবাহ দেন এবং রাজ্য রক্ষার ভারও মধুরানাতের উপরেই অর্পণ  
করেন । ৫

পরন্তু অত্যন্ত ধর্ম স্বভাবা মহারানী রামমণি নিজের যাবতীয় ধন  
সম্পত্তির রক্ষার ভারও মধুরানাতের উপরেই ন্যস্ত করিয়া তীর্থ  
গমনে প্রামদ্য করিয়াছিলেন ॥ ৬



মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

গদাধরের কলিকাতায় আসিবার ৪ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ বাংলা  
১২৫৫ মালে বহুতর অব্যয়স্বায় মশজ্ঞ মৈনিকগণ বহুতর পরিজন  
প্রজাবর্গ বহুমুখ্য ধন ব্রহ্মাদি অব্যয়কল ৷৮৮

নানা দেশাগতান্ পোতৈয়াতুর্ল্যপ্তান্ বহুন্ জনান্ ।  
স্বারামস্যামলপূর্ণা-শ্রোবিশ্বনাথ-দর্শনে ॥ ৮  
নরনারী জনাঃ সর্ব্বৈ শুভেঃসি সময়ে শুভে ।  
বৈশাখিঃস্বয়ং সন্তায়াং তিথৌ মাগীরথৌ জলে ॥ ৯  
আনন্দাস্থ-মৌকা-সু পুণ্যভাষণপরিপ্লুতাঃ ।  
সহস্রাশ্রয়া শ্রুভাং যাত্রা কৃৎবা সর্ব্বৈ যথাবিধি ॥ ১০  
বিশ্বনাথান্বপূর্ণাযোঃ কৃৎবা নান্দনা জয়ধ্বনি' ।  
মচ্ছন্ত্যৌ নরনার্য্যে কলিকাতাখণ্ডপতনাত্ ॥ ১২

In the month of Vaisakh on a very auspicious day Rani set out on her journey to Varanasi to offer holy services to Goddess Annapurna and Sri Viswanath. She was accompanied with a large number of men, women and armed guards, in innumerable boats. She also took with her large quantities of requisite things. The pilgrims shouted the names of Viswanath and Annapurna as they started along the river from Calcutta,  
॥ 8 to 12 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এবং বহু দেশ হইতে জনবানে আগত ব্রাহ্মণাদি চারিবেগের বহু  
শ্রী পুরুষ বাদাশ্রমী দ্বৈত্রে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনে সত্যযুগাজা

মণ্ডলীলায়াং ২য় অঃ ।

অফ্রাতৃতীয়া মহাপুণ্য দিনে বৈশাখ মাসে শুভ সময়ে পুণ্যভাবে  
পরিপ্লুত হইয়া সকলে অগংখ্য নৌকায় আরোহণ পূর্বক মহারাণীর  
সহিত যথা বিধি শুভ যাত্রা করিয়া জয় বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার  
জয় এইরূপভাবে জয়ধ্বনি করিয়া নরনারীগণ কলিকাতা নগরী  
হইতে ১২/১ ১১/১২

কলিকাতাং পরিত্যজ্য নৌকাগ্ৰেণী যদাগতা ।  
দক্ষিণেশ্বর গঙ্গায়াং তদা সন্ধ্যা সমাগতা ॥ ১১  
দক্ষিণেশ্বর ইত্যুক্ত্যা গ্রামস্য স্বৰ্ণদীপতটে ।  
নিত্য সন্নিহিতা যত্র দেবী দক্ষিণ কালিকা ॥ ১৪  
সেবয়ান সমাচ্ছন্ন তদৈবাকার্যমণ্ডলং ।  
ভক্তভাবাত পরিখ্যাত চঞ্চল তরিমন্ডলম্ ॥ ১৫  
তরণী-যাত্রিণাং তন্মাদন্তরি ভয়মুদ্ভিতম্ ।  
দুর্যোগ ভীষণং হৃদ্বা রান্নী চিন্তান্বিতান্রবীত ॥ ১৬

Evening came down when the fleet reached  
Dakshineswer, which is the abode of Goddess  
Dakshina [Kali]. The sky became cloudy and a  
furious storm caused a great panic among the  
passengers of the boats. Seeing that inclement  
weather Rani became much perturbed and said.

॥ 13 to 16 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

গঙ্গাগর্ভে গমন করিতে করিতে নৌকা সকল যে সময়ে কলিকাতা  
মহানগরী পরিভাগ পূর্বক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল তখন

মথ্যলীনাথ্য ২য় অঃ ।

সকাল হইয়াছিল । দক্ষিণেবদেব গঙ্গাটীরে মাভা দক্ষিণা কালিকা মর্দনদাই অবস্থান করেন । ১৩১১

সেই সময় আকাশনগল মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া বড়বড়িতে নৌকাসকল ঢকল হইয়াছিল । ১৫

তীর্থযাত্রী সকলের মনে ভয় হইয়াছিল । সেইরূপ ভীষণ দুর্গোগ দেখিয়া মহারানী চিন্তাবিতা হইয়া বলিয়াছিলেন । ১৬

লৌচালকান্ মমাল্লয় চিপতায়া-মকষ্টকম্ ।  
 গর্ভেরী চপয়িষ্যামি বয়ময়েব নিযিতম্ ॥ ১৩  
 পদন্তে নাভিকাঃ সর্গে অতিমাত্তেণ নতুতপাত্ ।  
 বিম্বনায়াচপূর্ণযৌনাঙ্গিনা লুত্বা লয়চ্যবিন্ ॥ ১৮  
 কল্লকান্ প্রোয়িতান্ লুত্বা ভোজনাদৌন্ মমাপ্য ন ।  
 শয়ন হ্য হ্য শয়্যার্থা লুত্বা নিদ্রাসুপাগমন্ ॥ ১৮  
 মহানিগ্রা সুতিমম্বা নিদ্রায়া দিগবেতনা ।  
 কেবল' ভাগীরথ্যাস্তু তরঙ্গমহিমা বহুঃ ॥ ২০

"Let the boatmen anchor their boats here and halt for the night." It was done and all lay down to sleep after they had taken their supper. It was the dead of the night. All were fast asleep. Profound calmness reigned everywhere. Only the water of the river were flowing in a turbulent and bolstercous way. 17 to 20 :

মধ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

"Dear Rasmoni ! you need not go to Varanasi. You build a temple here on the bank of the Ganges and place in it the image of your own deity, You try to propitiate the goddess by offering cooked rice. By doing so all of your desires will be fulfilled and you will have my blessings."  
# 25 to 28।

বক্তাবাদ :-

মা রাসমণি তোমার কাশীক্ষেত্রে ত্রিবিধনাথ ও অন্নপূর্ণার মর্দনে ঘাইবার প্রয়োজন নাই । ২৫

তুমি এই দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে আমার একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া সেই মন্দিরে তোমার ইষ্টদেবতা অর্থাৎ ভবতারণী কালী মন্দির স্থাপন কর । ২৬

তুমি সেই দেবীর নিত্য অন্ন ভোগ দিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর । আমি প্রতিদিন পূরমানন্দে সেই অন্নভোগ স্বঃ ভোজন করিয়া হে মূর্তিতে তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিব । হে মাতঃ রাসমণি তুমি আমার প্রসাদে নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে । ২৭-২৮

ভক্ত্যং মম্বাকি কৃপাং দত্ত্বাগ্নীর্মদ তত্পরা ।

যদ্বৈষ্ণবা গতাঃ দেবী তদ্যৈবান্তরধীয়ত ॥ ২৫

আদেশমিতং তং দেব্যানুদাদা দিব্যপ্রদর্শনং ।

মম্বৈব তত্পরাখাদ্যমা নিদ্রামহী ক্রমুখিমি ॥ ২৬

মম্বনিদ্রা য মা রাষ্ট্রো ময়্যাগো মমুখাভিমাত্ ।

তদ্যপি সা দিব্যশর্পী কণ্ঠ্যোঃ প্রতিমাদিনা ॥ ২৭

সীমান্ত ইবেদমগুহ্য সাশ্বমেভা সুকম্পিতা ।

মম্বদা প্রগাঢ়া দেবী মম্বম্ব্য জগদম্বিতা ॥ ২৮

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

On saying this the Goddess placed her hand on the head of Rani and disappeared. Rani woke up. The divine words were still ringing in her ears. She sweated and her eyes became wet with tears. With great devotion she bowed down to the mother of the universe. § 29 to 32 §

বন্দানুদঃ—

এই কথা বলিয়া রাণীর মস্তকে করণময় প্রদানপূর্বক আশীর্বাদ উৎপন্ন হইয়া রাণীর ভাগ্য বশতঃ আগমন করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিত হইলেন । ১২

এইরূপে নিজিতাবস্থায় সাক্ষাৎ ভগবতীর প্রত্যাদেশ এবং উক্তপে দেবীর দর্শন লাভ করিয়া রাত্রিকালে রাণীর তৎক্ষণাতঃ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল । ১৩

এবং জাগ্রতাবস্থায় রাণী শয্যাতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন । কিন্তু তখনও রাণীর কর্ণে সেট অলৌকিক স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল । ১৪

এখন স্বপ্ন পূর্ণকাদি বিশিষ্টা কল্পাবিত কলেবরা আনন্দাশ্রু-বিগলিতা রাণী প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে জগদম্বা দেবী কালিকাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন । ১৫

ভবান্ধং স্বপ্নোন্মেষায় সাধাদৃষ্টমিহানুতম্ ।

স্বপ্নে যদনুভূতম্ সৌরভং পারিজাতজং ॥ ২২

হৃদানীমপি শয্যায়াং সুগম্যঃ সুসমুত্থিনঃ ।

চন্দনে সমায়ুক্তং কুঙ্কুমেণ দিলিপিতম্ ॥ ২৪

কিমিদং লোহিতং দৃষ্টং মম বস্ত্রাশ্চলেষু চ ।

নয়া মে শুল্কং শয্যায়াং পাদাঙ্কুরাণ্যমমঃ ॥

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ।

एतेहि लघनैर्मता रुद्राणी वद्वरूपिनी ।

अत्रागता न सन्देहो नान्या कापि मतिर्मम ॥ ৩৬

She said, "It is a true fact and not a dream that the Goddess herself appeared here. I even now smell the divine fragrance of heavenly flowers. How is it that the skirts of my cloth are bearing red spot of sandal and kumkum paste? Whose may be these red foot-prints on my bed? It is evident from all these that Goddess Rudrani was here. It was none but she. There is no doubt about it." ॥ 33 to 36 ॥

বন্দানুবাদ :-

ইহা স্বপ্ন নয়। এই আশ্চর্য্য বিষয়টি সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বপ্ন সময়ে যে পারিজাত প্রসূনের সৌগন্ধ অনুভব করিয়াছি। এখনও সেই সঙ্গন্ধ আমার এই শয্যার সমাক্রমে অনুভব করিতেছি। ৩৩

কুমুম বিলেনিত হরিচন্দন যুক্ত রক্তবর্ণ আমার পরিবেশ বস্ত্রে ইহা কি দেখিতেছি। এবং ইহা কাহারই বা রক্তবর্ণ পদচিহ্ন আমার শুভ্র শয্যার সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা মাতা রুদ্রাণী ব্রহ্মময়ী যে এখানে আনিয়াছিলেন ইহা প্রব সত্য। তাছাড়া অশ্ব কিছুই নয়। ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত।

৩৪।৫৫।৫৬

नमस्तस्यै महादेव्यै तदीय प्रीति हेतवे ।

यतिष्वিह जगन्मातः कृपेन तव मे गतिः ॥ ৩৭

एवं सद्भावमाविन्याः गर्वरीजिपिता भवत् ।

कूजनैः कोकिलादीनां प्रभातं सूचितं तदा ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

পদ্মিনীপালকঃ প্রাচ্যামুদিতোঽরুণশর্ষণযুক্তঃ ।

শয্যোত্থিতা তদা রাজ্ঞী সমাঙ্ঘ্রয়াহতান্ জনান্ ॥ ৪৮

নাধুনা মে তীর্থগতেঃ শক্তিঃ কা চ ন বিদ্যতে ।

ভবন্তস্তত্র গচ্ছন্তু চমাং ক্লুবন্তু ঘার্ম্মিকাঃ ॥ ৪০

“Oh Goddess ! I bow down to you. I shall spare no pains to carry out thy command and to please you. I depend entirely on your kindness.” At day-break Rani got up from her bed and said to her companions, “I have become too weak to endure the hardship of the journey. You may proceed Be kind enough to excuse me.”

॥ 37 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাদেবি আপনাকে নমস্কার করি। আপনার আদেশানুসারে ও আপনার আনন্দবর্ধনের জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনার কৃপাই আমার একমাত্র ভরসা। ৩৭

এইরূপে দেবীভাবে বিভাবিতা রাণীর রাজি শেষ হইলে অর্থাৎ কোকিলাদির কুলনে ঐভাঙের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। ৩৮

পূর্বদিকে পদ্মিনী নামক উদ্ভিত হইলে রাণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই সকল তীর্থযাত্রিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। ৩৯

হে পবিত্র নরনারীগণ উপস্থিত আমার তীর্থগমনের শক্তি কিছু মাত্র নাই। আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনারা সকলে তীর্থে গমন করুন। ৪০

পুরোচিতামাত্য মৃত্যু ক্লদম্ব পাচকাদয়ঃ ।

মদৌষ দ্রব্যমম্বারান্ ধনরত্নাদিকাংস্তথা ॥ ৪১

মধ্যমীনায়াং ২য় অঃ ।

সৈনিকানস্তয়স্বাস্ত্রাদীন্ নীত্বা সৰ্ব্বে ব্রজন্তু তে ।

বিল্বপত্রৈঃ বিষ্ণুনাথং সহস্ৰেণৈশ্চ দ্বিঃসময়ে ॥ ৪২

যথাযথি সহস্রলক্ষ্যং পুরোধঃ পূজয়িষ্যতি ।

অন্নপূর্ণাং তথা দেবীং সমভ্যর্চয়্য প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩

ভোগদ্রব্যং বহুবিধং সুপান্যং পায়সান্নিকং ।

নিবেদ্য বহুভূদেবান্ দণ্ডিসংম্যাসি বেষণবান্ ॥

"Priest, minister, friends and relatives,—all of you along with servants, cooks and soldiers may proceed with all these goods and money. These thousand gold Bilwa leaves may be offered to Lord Viswanath. Goddess Annapurna may also be worshipped with great devotion and offered various dishes of rice and palatable things. Thereafter bramhins, Sannyasis, Vaisnabs, the poor and even the untouchables should be well fed and given cloth and utensils." # 41 to 44 #

বঙ্গানুবাদ :—

আমার পুরোহিত ২২ জনী ভৃত্য বৃদ্ধ পোচকাদি এবং ব্যবসায় ধন-  
রত্নাদি দ্রব্য সৈনিকগণ অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া আপনারা সকলে কাশী  
ক্ষেত্রে গমন করুন। সেই স্থানে আমার পুরোহিত স্বর্ণনির্মিত সহস্র  
বিধ পত্র দ্বারা যথা বিধি সকল পূর্বক বাবা বিষ্ণুনাথের পূজা  
করিবেন। তৎপরে মা অন্নপূর্ণা দেবীকেও আমার প্রদত্ত স্বর্ণ  
অলঙ্কারাদি দ্বারা বিশেষভাবে অর্চনা করতঃ সুপান্ন পায়স পর্য্যন্ত  
বহুবিধ ভোগদ্রব্য নিবেদন পূর্বক অষ্টোত্তর শত ব্রাহ্মণ বৈক্য  
দণ্ডি ও সন্ন্যাসি ১৪১৪২৪ ১৪৪



मध्यलोनायां श्यः अः ।

दरिद्रानाश्रपाकादीन् भोजयित्वा यथाविधि ।  
 यस्मान्नजनपादादीन् दत्त्वा तेभ्यः समादरात् ॥ ४५  
 आयास्य देवताः सर्वे विविधैः रूपचारकैः ।  
 सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या पुनः शीघ्रं समेष्वथ ॥ ४६  
 विधायैव तया राज्ञो सर्वान् सम्प्रेष्य यत्नतः ।  
 दक्षिणेश्वर गङ्गायां स्नतवान्मा मनस्विनो ॥ ४७  
 कस्यैव वा तौरमूमिः कथं क्रीता भविष्यति ।  
 एवं दिवानिशंरात्रौ चिन्ताक्रान्ताभवत्तदा ॥ ४८

"All other gods and goddesses of Varanasi should be also worshipped with great devotion and with requisite things. Then you should lose no time to come back and meet me." After settling them on their journey to Varanasi, Rani continued to stay on the bank of the Ganges at Dakshineswar. She began to enquire as to who was the owner of the bank at Dakshineswar, and how and at what cost this land could be purchased. She thought and thought and had no rest in the day or in the night.

। 45 to 48 ।

মধ্যলোলায়া' রয়: অ: :

শীঘ্রই এই দক্ষিণেশ্বরে পুনর্বার আগনার। আমার সহিত সম্মিলিত হইবেন ১৪৭১৪৬

এইরূপভাবে অতি উদারচেতা রানী রামমণি তীর্থযাত্রি সকলকে যত্নপূর্বক কানীধামে পাঠাইয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরেই বাস করিয়া এই ভীষণভূমি কিভাবেই বা ক্ষয় করা হইবে এইরূপভাবে দিবারাত্রি চিন্তাবিতা হইয়া মা ভগবতী দক্ষিণা কালিকার শরণ লইয়াছিলেন।

৪৭১৪৬

ততো মধুরানায়েন প্রয়াসৈর্বিপুলৈ স্তথা ।  
 তত্র ভাগীরথী তীরে ভূভাগী বহু বিস্তৃত: ॥ ৪৯  
 ক্রীতৌ দেবালয়স্থৌচ নির্মাণোদ্যোগ পর্য্যণ: ।  
 সমারম্ভ: ক্রান্তৌ রাজ্যয়া বহুবিস্তম্বয়ৈন দ্বি ॥ ৫০  
 মহারামায়ণমু: সৈব যন্ত্রিসাধনরূপিনৌ ।  
 যন্তি মন্দির নির্মাণে সুনির্হিষ্টা সুসাধকৈ: ॥ ৫১  
 সৌদানশ্চৈণ্ডিয়ুক্রচ্চ নির্মিত' স্নানঘটক' ।  
 শিবনিহ্ন সমাযুক্ত' সূর্যহৃদয়' শিধানয়' ॥ ৫২

At last she purchased the desired land with great efforts. She spent a very huge sum of money to build the temples. It was a burial place and she was advised to build a temple of Goddess Kali. She built a bathing ghat and twelve temples of Siva with Trisuls at the tops. ॥ 49 to 52 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে মধুরা নান বহু পরিশ্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর গঙ্গাতীরে বহু বিস্তৃত ভূভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ১৪৭

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

রাণীর বহুতর অর্থ ব্যয়ে দেবালয়ের নির্মাণ কার্য আরম্ভ  
করাইয়াছিলেন । ৫০

সেই মহাশয়ানকুমি শক্তিসাধনার সর্বোত্তম স্থান । তচ্ছ্রষ্ট  
শক্তি সাধকগণ শক্তি মন্দির নির্মাণে নির্দেশ দিয়াছিলেন । ৫১

সোপান জ্যেষ্ঠক্স দ্রানের ঘাট নির্মিত হইয়াছিল । সেই ঘাটের  
উত্তর দক্ষিণে শিবলিঙ্গযুক্ত ষাণ্ম সংখ্যক শিবালয় নির্মিত হইয়াছিল ।

৫২

লতা দ্বিশূন শীর্ষে ঘট্ম্যোত্তর দক্ষিণে ।

যত্র চিত্ত-চুড়-যোষিষ্টমন্দিরমুত্তম' ॥ ৫২

লত' যত্র লতাধন্দ্রো মৌদতে বাধয়া সহ ।

তদেবম্মতদিম্মাগে মৌরমণ্ডলবুম্বিত' ॥ ৫৪

লগদম্মামহাদেব্যা লবচুড়মিভূটিম্ ।

যুভট' ভবতারিযয়া মন্দিরস্থানিমৌমন' ॥ ৫৫

লগমধোঃধিষ্টিতা মালা কানী কৈবল্যদায়িনী ।

মহাকাল সমাকৃতা ত্রিনেত্রা পরদা যুধা ॥ ৫৬

She built the temple of Radhakrishna with the  
wheel at the top, and the temple of Goddess Kali  
with nine towers.

§ 53 to 56 §

মধ্যমীশ্রায়াং ২য়ঃ অঃ ।

চুড়া শোভিতঃ স্তম্ভশ্রায়াং বহাদেবী তবতারিত্রীঃ ৩৭ঃ ৩৮ঃ সূর্যম  
ত্রীনন্দিত নির্মিত ইত্যা অচ্চানি বিহমান আচে ১২ঃ ১৩ঃ ১৪ঃ

এই মন্দিরের অশ্রাব্যে মহাকাল সমারত। তিনয়না খড়্গধর  
বহাদর কটা বরণা নিবাসী ১৫ঃ

অঙ্কনমুখা দেবী বরাভয়ধরাক্ষরা ।

সমিধানন্দরূপা মা পরমায় স্বরূপিনী ॥ ৫০

যস্য দর্শনমাত্রেণ সন্ন্যাসন্দং গতা জনাঃ ।

এবং যোভবতারিষ্যা মন্দিরং নির্মিতং তথা ॥ ৫১

অর্থ সামর্থ্য প্রাপ্ত্যুখ্যামির্নির্নেষি সূর্যমন্দিরে ।

ভোগার্থং ভবতারিষ্যাঃ ধীরাধারজমস্য য ॥ ৫২

মহত্যাশীতদাচিন্তা বাক্যান্তরং সুদাষণা ।

দ্বিঘট্যর্থং পিতৃব্রাহ্মণভোগ প্রবর্তনে ॥ ৫৩

Goddess Kali having three eyes and four hands stands on the body of Lord Siva lying on his back. She is the embodiment of the powers of the supreme Being. To see Her image is a divine joy. Even though Rani could build beautiful temples because of her ability to spend as much as she liked, she became worried as to how to offer cooked rice to the gods and goddesses of the temples. ॥ 57 to 60 ॥

ব্রহ্মানুবাদ :-

সমিধানন্দরূপা পরব্রহ্ম স্বরূপিনী কানো মূর্তি অদ্বিষ্টা আছেন ।

মধ্যসোদায়াং যঃ অঃ ।

দোদার ধর্মে মাতা ছোব মকম উদ্যানমে নিবন্বন । এইরূপ  
মহারাগি মাতা উদভারিগৈ তামো নুর্ভি মন্দির নির্মাণ করেন । ১৫৮

দ্বাগৈ রাসমণ্ডির অর্ধনাক্তির আদিত্য বশতঃ সূক্ষ্মর ভাবে মন্দির  
নির্মাণ হইলোও কালিত। দেবোদ এবং রাধারমণ বিগ্রহের অগ্রভাগের  
চক্ষু রাগি বিশেষভাবে চিত্রাঙ্কিত। ১৫৯ ৬০

যিনাম্বসা ব্রাহ্মণানাং ভোজনং সমুদ্যতি ।

এবমান্নারিকীষায়াং প্রতুঃ সমজায়ত ॥ ৬১

জাতোনাং বেদ বাছানাং দেবদেবো সমস্ব নি ।

অস্ব ভোগী ন দাতব্য ইতি শাস্তানুগামনং ॥ ৬২

কিন্তু শাস্তাদসম্পূর্ণা সমুপযন্ত্রনাदिभिः ।

অস্বভোগ প্রদানার্থং স্বপ্নে মাং সমুপাदिगत् ॥ ৬৩

অতোক্ত কিং বিধেয়ং মে যিনাম্বাসুপমৌদতি ।

এবং শাস্তা মহাবিন্ধা ভোগার্থং চেতমি বমো ॥ ৬৪

Rani earnestly desired that brahmhins would be fed with that offered rice. But an obstacle stood on the way. According to the religious code she was debarred from offering cooked rice to the gods. She mused in herself, "I have been asked by Goddess Annapurna Herself to offer cooked rice with curries. So, what should be done to achieve my end". Thus, the thought made Rani restless.

॥ 61 to 64 ॥

মধ্যমীনায়াং ২য়: অ: ।

রাণীর ঐকান্তিক দোষা হইলেও তাহাতে বিদ্র উল্লিখিত হইয়াছিল । কারণ ভ্রান্ত্যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যস্বাভি ভিন্ন অস্ত্রভাতির দেবদেবীর পূজাতে অগ্রভোগ দেওয়া নিষিদ্ধ এইরূপ শাস্ত্রের আদেশ । ৬১ ৬২

কিন্তু স্বপ্ন সময়ে সাধাৎ অন্নপূর্ণা স্মরণ্যাদিগের সহিত অগ্রভোগ সিদ্ধার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন । ৬৩

অতএব এ বিষয়ে আমার কর্তব্য কি ? তাহাতে আমার মনের শান্তি হয় । রাণীর মনোমধ্যে ভোগ সিদ্ধার জন্য এইরূপ ভাবে মহাচিন্তা হইয়াছিল । ৬৪

কাম্যো কাম্যো নবদোষ মিথিলা দেয়ত স্বত: ।

ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপকানাং পণ্ডিতানাং সমীপত: ॥ ৬৫

জানীতা বহু যত্নেন রাজয়া যা বিধিপত্রিকা ।

অন্নভোগন্তু কুত্রাপি শূদ্রস্থাপিত বিঘড়ি ॥ ৬৬

একমতেন লিখিতং বিহর্জিতং ভবেদিতি ।

শ্রুত্বা রাজ্যো বৈধপত্র-ভাষণং মুচ্ছিতা ভবতু ॥ ৬৭

শাস্ত্রশাস্ত্রাণাং সমুল্লঙ্ঘনং ভোগদানে ন মে স্পৃহা ।

স্বৈচ্ছয়া যদি দাস্যামি তদসং গণ্ডিতং ভবেতু ॥ ৬৮

She called for a ruling from great pandits of Kasi, Kanchi, Nabadwip, Mithila and other places. But all of them unanimously declared that cooked rice could not be offered to gods placed in temples built by sudras. At this Rani became sorely aggrieved. She thought, "If I offer cooked rice to my gods, none will honour it".

মধ্যলীলায়াং ২য়ঃ অঃ ।

বদান্তবাদঃ—

এইরূপ অবস্থায় রাণী কান্দি, কাকী, জাবিড, নিখিলা ও নবদীপ ইহাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক জ্ঞানপন্থিতগণের নিকট ইহাতে বহু চেষ্টায় বহুতর ভাষণত্র অর্থাৎ পণ্ডিতগণের শাস্ত্রসম্মত বিধিপত্র সংগৃহীত হইলে সেই সকল পত্রে পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, যে শূত্রস্থাপিত বিগ্রহের অন্নভোগ ইহাতে পারেনা । ৬৫।৬৬

রাণী রাসমণি ভাষণত্রের ভাষা শুনিয়া মূচ্ছিতা হইয়াছিলেন । ৬৭

এবং বলিয়াছিলেন যদি শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমি ইচ্ছামত অন্নভোগ দান করি তবে সেই অন্নভোগ নিন্দিত হইবে । ইহা ঐশ নিশ্চিত । ৬৮

যথ' সচ্ছিন্য মা রান্নো মিহি দাদী' ভয়াপহা' ।

অন্বজনাভিপিকা মা মর্ব্বয়া শরণ' গতা ॥ ৬৫

স্বাচৈব' জগন্মাত দ্বাদেগাশ্রয়াহত' ।

দেবমন্দির নির্মাণ' তত্র মুক্তি' রধিষ্ঠিতা ॥ ৬৬

অন্নভোগ ব্যবস্থা চ সুনির্দিষ্টা ত্বয়েব হি ।

ত্বদিচ্ছা পূরণ' মাত স্বমৈব কুরু কানিকি ॥ ৬৭

অন্ন বহু কনিষ্ঠেভ্যো বিধানৈঃপি সমাহতৈ ।

অন্নভোগো ॥ দাতব্য ইতি পণ্ডিতভাষণ' ॥ ৬৮

Rani prayed to the Goddess for redress and said, "Oh Mother! it is at your behest that I have built the temples and placed your image, It is also thy desire that I should offer cooked rice. But the pundits do not approve it. So Thou shouldst find a way out to fulfil thy own will".

মধ্যলীলায়াঃ ২য় অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :—

সেই রাণী রাসমণি এইরূপভাবে চুশ্চিয়ার কাঁদিতে কাঁদিতে ভয়হাবিনী সিদ্ধিদাত্রী মা! অন্নপূর্ণার সর্বতোভাবে শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন । ৬৯

এবং বলিয়াছিলেন হে ভগবাতঃ আপনার আদেশেই মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার মূর্তি অধিষ্ঠিত করিয়াছি । ৭০

আপনিই আমাকে অন্নভোগ দিবার অনুমতি দিয়াছেন । অতএব আপনার ইচ্ছা আপনিই পূরণ করুন । ৭১

অন্নবদ্র কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে শাস্ত্রবিধি সংগৃহীত হইলে ও আমাদের অন্নভোগ সেওয়া শাস্ত্র নিষিদ্ধ । এইজন্যই পণ্ডিত বর্গের শাস্ত্রানুমোদিত মত । ৭২

কিঙ্করোমি ক্ল গচ্ছামি কীনাশা পুরিতা মবেত্ ।

ভূয়মিব' মহারাক্ষী সন্তপ্তা সা তদা ভবত্ ॥ ৩৩

কালিকায়া নগর্যাঁস্তু সর্বা ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতৈঃ ।

বিবিধত্ব' মহারাক্ষ্যা দৃষ্টসালোচিত' শ্রুতম্ ॥ ৩৪

এব' রামকুমারো'পি প্রবরঃ স্মার্তপণ্ডিতঃ ।

রাক্ষ্য্য ব'ধু' সমাহুয় কচ্ছিদেক' তদা সুধীঃ । ৩৫

প্রীতচেত' ভোগচিন্তা রাক্ষ্য্য কার্য্যা কদাপি ন ।

দদাম্যহ' বৈধপত্ন' নোত্বা রাক্ষ্য্য' প্রদর্শয় ॥ ৩৬

“What to do,” “Where should I go,” How can I achieve my object,” all these thoughts troubled her day and night. The decision of the learned pandits in the matter was widely circulated and discussed among the pandits of Calcutta. At



মহ্যলীলায়াং ২য়: অ: ।

last Ramkumar contacted a friend of Rani and gave him a letter conveying his instructions and said, "Rani need not worry in the matter of offering cooked rice to her gods. Take this letter to her and she will know what to do". ॥ 73 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এখন আমি কি করি কোথায় যাউ কোন মহাপুরুষই বা আমার এই বাসনা পূরণ করিবেন। এইরূপভাবে মহারানী সেই সময় অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন। ৭৩

কলিকাতা মহানগরীর পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারাও মহারানী রাসমণির বিধিপত্র দৃষ্ট আলোচিত ও শ্রুত হইয়াছিল। ৭৪

কলিকাতার সর্বোচ্চ স্মার্ত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় রামকুমারও রানীর বিধিপত্রের বিষয় জানিয়া রানীর কোন একটি বন্ধুকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন বাণী রাসমণি যেন অন্নভোগ পিবার লক্ষ চিত্রা না করেন। আমি একটি বিধিপত্র পিত্তেছি এটি লইয়া রানীকে দেখাও। ৭৫।৭৬

শ্রুত্বাচৈব তদা রানী সদ্যস্তত্রাগতা স্বয়ং ।

গললগ্নীকৃতবাসাঃ প্রাপ্তলিখিক্যমব্রবীত ॥ ৩৩

ব্রহ্মানু কেন বিধানেন যাচ্ছাসিদ্ধিৰ্ভবেন্মম ।

তত্ কুরুষ মহাভাগ ত্বমেটিকাগতির্ঘৃণা ॥ ৩৮

ততো রামকুমারিণ পূৰ্বে বিলিখিতম্ যত্ ।

তদেধপত্রং স রানী প্রাবয়ামাস যতনঃ ॥ ৩৯

সমন্দিরং বিঘ্নম্ দেববিত্তাদিকম্ যত্ ।

প্রাগ্ বিঘ্নং প্রতিষ্ঠায়া সৰ্ব্বশ্চেদে বিপ্রমাহবেত্ ॥ ৮০

মধ্যলোলায়াং ১ম: অ: ।

On hearing this, Rani herself appeared before Ramkumar and said with great humility and reverence, "Please tell me how my desire can be fulfilled. You alone can remove my difficulties" Ramkumar explained to her the meaning of his instructions. In brief, Rani should have to forego her right of ownership of the gods, the temples and the estate attached to them and make a deed of gift to a bramhin, before the foundation of the temples and the images. ॥ 77 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অনন্তর মহারানী বন্ধুর নিবটে বিবিগত গুনিয়া তৎক্ষণাৎ রাম-  
কুমার পণ্ডিতের টোলে আসিয়া গলবস্ত্র কৃতান্তলি হইয়া বলিয়াছিলেন  
হে পণ্ডিত কুলতিলক ব্রাহ্মণ বেকপ বিধানে আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ  
হয় তাহা করুন। হে মহাভাগ আপনিই আমার একমাত্র সখল।

৭৭/৭৮

তখন রামকুমার পণ্ডিত পূর্বে যাহা বিধি লিখিয়াছিলেন তাহা  
রানীকে যত্নপূর্বক শ্রবণ করাইলেন। ৭৯

বিধি পত্রের মর্ম্ম এই যে যদি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় পূর্বে  
মন্দিরের সহিত বিগ্রহ এবং দেবতার ধন সম্পত্তি যাহা কিছু আছে  
সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করা হয়। ৮০

তদ্বিগ্রহ প্রতিষ্ঠান্তে দ্বাচক্ষণঃ মবিধাস্যতি ।

নৈবমমদানি তু শাস্ত্রবাধা ভবিষ্যতি ॥ ৮১

তদবমোজনং বিদ্যা: কবিত্বন্ত্যক্তোময়া ।

সুদৃষ্টং যং ব্যবস্থা ন শাস্ত্রবাধ্যানুসারিণী ॥ ৮২

মধ্যলীলার্য্যং যঃ অঃ।

শ্রুত্বা গম্ভী পণ্ডিতস্য মাযপত্রমচিন্তয়ত্ ।

ব্যবস্যে যমিষ্টসিদ্ধে রনুকূলা মতা মম ॥ ৮৩

মদ্বাঙ্খা পূর্ণং মাতুরচদায়াঃ প্রসাদতঃ ।

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো হৈতুখ্যায় সুপণ্ডিতঃ ॥ ৮৪

The foundation ceremony should be performed by that bramhin. In this way the prohibitory rules could be avoided, and no bramhin would hesitate to accept the cooked rice. These instructions were strictly based on the codal rules of religion. At this, Rani thought that the instructions of Ramkumar were quite favourable to the fulfilment of her desire which would surely come about by the grace of Annapurna, and this learned Ramkumar was instrumental to it.

॥ 81 to 84 ॥

বদান্তবাদ :-

এবং সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা দি কার্য্য আশ্রমটে স্বয়ং সম্পাদন করেন ওবে বিগ্রহের অন্তর্ভোগ প্রদানে শাস্ত্র বাধা কিছুমাত্র হইবে না ৮১

পরন্তু সেটে অন্তর্ভোগ কুলীন আশ্রমণ ৩ নির্ভয়ে ভোজন করিবেন । ইহাই আমার শাস্ত্রানুমোদিত যত্ন ব্যবস্থা ৮২

রাণী রামকুমার পণ্ডিতের ভাষণত্র শুনিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন এইরূপ ব্যবস্থাই আমার ইষ্টে সিদ্ধির অশুকুল হইতেছে ৮৩

মাতা অন্নপূর্ণার কৃপায় আমার ইষ্টে সিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে । ইহা নিঃসন্দেহ । ইহাও দেখু একদায় অগতিত রামকুমার ৮৪

মহ্যলীনায়াং যঃ অঃ ।

প্ৰসুতপুল্ল হৃদয়াস্বানুকূলে শুভে দিনে ।

বিলস্বে মুদ্রা ক্রীতেন স্যানেন সচ্চ মন্দিরং ॥ ৮৫

যথা শাস্ত্রং তদা রাজ্ঞী গুরবে সম্প্রদায় চ ।

সেবাতত্ৰাবধানস্য ভারঃ স্বস্মৈ সমর্পিতঃ ॥ ৮৬

তথাপি তদনুষ্ঠানে নানা বিঘ্নঃ সমুৎথিতঃ ।

বিদ্বাংস কৰ্ম্মকুশলং প্রাপুস্মামি কুত্ৰ বা কৰ্য্যং ॥ ৮৭

বিদ্যাভীনো গুরোৰ্যং যৌ যৌ চাক্ষাত্ৰং পুরোহিতাঃ ।

নিত্যপূজাং ন জানন্তি প্রতিষ্ঠা তৈঃ কৰ্য্যং ভবেত্ ॥ ৮৮

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself. Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient brahmins to perform the foundation ceremonies be available. None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদঃ—

মহারাজ্ঞী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অমুকুল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ক্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের কুলাঙ্গ মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পরিচর্যাতির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন। ৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাজ্ঞী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে বর্ষ-কুশল সুপণ্ডিত জ্ঞান পাইব কারণ আমার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

মধ্যলীলায়াঃ ১মঃ অঃ ।

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিল্ল নয় তাহাদের দ্বারা কি সেবতা  
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় ৷ ৭৮৮

তীর্থা' প্রাপ্যানি দাস্যামি করিষ্যামি সুপণ্ডিতৈঃ ।

প্রতিষ্ঠা' ভবতারিণীয়াঃ শ্রীরাধাবল্লভস্য চ ॥ ৮৮

সহসা তন্মনোমধ্যে ভাস্যদীগাত্তদৌদিতা ।

বিধানদাতুঃ শ্রীরামকুমারস্য স্যুযোগ্যতা ॥ ৮৯

কালক্ষেপমকৃত্যেভ্য ভ্রামাপুষ্করিণী' গতা ।

বিদ্বান্ রামকুমারৌসৌ যত্রাভ্যয়নযুক্ত-সদা ॥ ৯০

কল্মষবিবন্দন' রাজৌ তত্পাদলুপ্তিতা সত্যৌ ।

তথাচ কুরু মে ব্রহ্মানু বাচ্য্য পূর্ণমায় ভৌ ॥ ৯১

Learned brahmins would be appointed on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ॥

ব্রহ্মানুবাচ :-

তুচ্ছ পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব । কিন্তু উদ্ভারিণী এবং  
রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত ভ্রাম্য দিয়া করা হবে ৷ ৮৯

সেই সময় ব্রহ্মার সৌভাগ্যবশতঃ বিদ্বান্ দাতা রামকুমার  
পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্যে বিশেষভাবে পুত্রে আছে এইরূপ হঠাৎ  
মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়া নান্য কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার  
যেখানে অবস্থান করেন সেই কামাপুষ্কর পুকুরে গমন করিয়া

মধ্যলোনায়াং ২য় অঃ ।

এবমুৎকুল হৃদয়াস্বানুকূলে শ্রুমে দিনে ।  
 ত্রিলোচন মুদ্রা দ্বীতিন স্বানেন সত্ৰ মন্দিরং ॥ ৮৫  
 যথা শাস্ত্রং তদা রাজ্ঞী গুরবে সম্প্রদায় চ ।  
 সেবাতত্তাবধানস্ব ভারঃ স্বস্ব সমর্পিতঃ ॥ ৮৬  
 তথাপি তদনুষ্ঠানে নানা বিঘ্নঃ সমুত্থিতঃ ।  
 বিদ্বাসং কর্মক্ষুদ্রম্নং প্রাপ্স্যামি কুত্র বা কথং ॥ ৮৭  
 বিদ্যাহীনো গুরোর্বশো য়ে চাক্ষাজং পুরোহিতাঃ ।  
 নিত্যপূজাং ন জানন্তি প্রতিষ্ঠা তৈঃ কথং ভবেৎ ॥ ৮৮

On an auspicious day she gave away the entire estate along with temples to her preceptor according to religious rules. The charge of supervision and management was retained by herself, Then cropped up other difficulties. How and where would learned and efficient brahmins to perform the foundation ceremonies be available None in the families of the preceptor and the priest had any knowledge or learning. ॥ 85 to 88

বঙ্গানুবাদঃ—

মহারানী এইরূপ ভাবে আনন্দ মনে নিজের অমুকুল শুভদিনে তিন লক্ষ টাকায় ত্রীত দেবোত্তর সম্পত্তি দক্ষিণেশ্বরের ভূতাম মন্দিরও অলঙ্কারাদির সহিত দেবতা সকল গুরুকে দান করিয়া কেবল মাত্র বিগ্রহাদির পবিত্র্যাদির ভার স্বয়ং রাখিয়াছিলেন। ৮৫।৮৬

এইরূপভাবে দানকার্য্য সমাধা হইলেও প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নানাভাবে বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থাৎ রাণী ভাবিয়াছিলেন কোথায় কি প্রকারে বর্ষ-বৃন্দল অগণিত ব্রাহ্মণ গাওঁব কারণ আহার গুরুবংশ তাদৃশ নয়

মধ্যনৌলার্য্য ১ম: অ: ।

পুরোহিতগণ নিত্য পূজাতে অভিল্ষ নয় তাহাদের দ্বারা কি দেবতা  
প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় । ৮৭৮৮

তৈষা' প্রাপ্যামি দাস্যামি করিষ্যামি সুপঙ্কিতে ।  
প্রতিষ্ঠা' ভবতারিষ্যা: যৌরধাবল্লভস্য চ ॥ ৮৮  
সহসা তন্মনোমধ্যে ভাগ্যযোগাত্তদোদিতা ।  
বিধানদাতু: শ্রীরামকুমারস্য সুযোগ্যতা ॥ ৮৯  
কালক্ষেপমহত্বৈব ভ্রামাপুষ্করিণী' মতা ।  
বিদ্বান্ রামকুমারোসৌ যত্রাধ্যয়নযুক্ত: সদা ॥ ৯০  
কৃত্বামি বন্দন' রাজৌ তত্পাদসুগুহিতা সত্যৌ ।  
উবাচ কুরু মে ব্রহ্মানু বাঙ্খ্য পূরণমায়ু ভৌ ॥ ৯১

Learned bramhins would be appointed on payment of proper remunerations. It struck her mind that Pandit Ramkumar would be the right person to perform the ceremony. At once she went to the place of Ramkumar and appealed to him to have the ceremony performed under his able guidance and leadership. ॥ 89 to 92 ।

ব্রহ্মানুবাদ :-

গুরু পুরোহিতের প্রাপ্য আমি দিব । কিন্তু ভবতারিণী এবং  
রাধাবল্লভের প্রতিষ্ঠা পণ্ডিত দ্বারা দিয়া করাইব ৮৯

সেই সময় রাজীন্দ্র সৌভাগ্যবশতঃ বিধান দাতা রামকুমার  
পণ্ডিতেরই প্রতিষ্ঠা কার্য্যে বিশেষভাবে পটুতা আছে এইরূপ হঠাৎ  
মনোমধ্যে উদিত হইয়া নাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া পণ্ডিত রামকুমার  
যেখানে অধাপনা করেন সেই ভ্রামাপুষ্কর পল্লিতে গমন করিয়া

মধ্যমীলায়াঃ ২য়ঃ অঃ।

রামকুমার পণ্ডিতের পাদসমীপে মাঠোদ্রে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন  
হে ভ্রাতুষণ আপনি অনুগ্রহ পূর্বক শীঘ্র আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ  
করুন। ১০১৯১১২২

সবিঘ্নঃ দেবঘৃহ প্রতিমায়া গনির্মহান্ ।  
মহতঃ পণ্ডিতঃ কোঽপি নাসমোদ্ধোঁ হি লক্ষ্যতে ॥ ৮৩  
দেব দেবী দেবভূমি বিত্ত মন্দির ভূষণ' ।  
ভবদ্ ভাষানুসারেণ ব্রাহ্মণায় সমর্পিতম্ ॥ ৮৪  
অতঃপর' প্রতিষ্ঠাদিকৃত্য' যদবশোবিত' ।  
ভবনাধ্যক্ষরূপেণ সম্রাট' শাস্ত্রচক্ষুযা ॥ ৮৫  
দৃষ্টাৎ পণ্ডিতোঽপি বাগ্মা আশঙ্কসুতম' ।  
মা মেঘো স্তব' মাষ্টতুল্যে 'রুচিথ্যামি তদ্রূপম্ ॥ ৮৬

Rani said, "According to your instructions I have made over my right of ownership of the temples and the estate to a bramhin. Now the foundation ceremonies may kindly be performed by you as the chief priest." Ramkumar was much pleased, by the eagerness of Rani and acceded to her request. ॥ 93 to 96 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

আপনিই আমার দেবগৃহের সহিত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার একমাত্র  
আশ্রয়স্থল ।

আপনার মত বা আপনার ইহাতে বড় পণ্ডিত কেহ আছেন,  
বলিয়া আমার মনে হয় না । ৯৩



মণ্ডলীলায়াং ২য়: অ: ।

আপনার বিধান মত দেব দেবী দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দেবতার  
অর্ধ মন্দির ও অলঙ্কারাদি সমস্ত লাক্ষণকে অর্পণ করিয়াছি।  
অতঃপর প্রতিষ্ঠাদি কার্য যাহা অবশিষ্ট আছে সেইসকল কার্য  
আপনি শাস্ত্রানুসারে অবশ্যক রূপে সুসম্পন্ন করুন। ৯৪ ৯৫

রাণীর এইরূপ অভ্যস্ত আগ্রহ দেখিয়া রামকুমার পণ্ডিত  
বলিয়াছিলেন হে মাতঃ মহারানী ভয় নাই আপনার সকল আশিষ্য  
শাস্ত্র পূরণ করিব। ৯৬

ইত্য' সা ময়বাণীষ্ট নম্রা পণ্ডিত বর্য'ত: ।

প্রতিষ্ঠোদযোগপূর্বাণ সমারম্ভে যথাবিধি ॥ ৯৩

দ্বিপট্ স্তম দ্বিপট্ঠিমে সাস্তি ভ্যেষ্ঠে রাক্ষাসিযৌ ।

শ্রীল রামকুমার: স স্মার্ত্তাচার্য্য শ্রীরোমণি: ॥ ৯৩

শ্রীমূর্ত্তে' মবতারিষ্য: শ্রীরাধাবল্লভমস্য চ ।

প্রতিষ্ঠা' ক্রা'য়ামাস বিহতিম ব্রাহ্মণৈ: সহ ॥ ৯৪

তস্মিন্ মুখ্য দিনে রাণী কল্যপাদপবত্ সদা ।

প্রার্থি'থা' প্রার্থনা' পূর্ত্তা'সীদাতাবলি'র্য'য়া ॥ ৯৫

Every thing was arranged according to rules and the foundation ceremonies of the images of Goddess Bhabatarini and Radha Vallava were performed by Ramkumar with the assistance of many able and learned pandits. Ram gave away freely on that day whatever was asked of her-

॥ 97 to 100 ॥

বদান্তবাদ :-

রামকুমারের এইরূপ অভয়বানী লাভ করিয়া যথান্যস্ত জবাবাদির  
আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৯৭

মধ্যনীলায়া ১ম: অ: ।

স্বর্গাচার্য্য নিরোহনি রামকৃষ্ণ পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অগ্র  
প্রাণ পণ্ডিত গণের সহিত ভবভাঙ্গিণী কানী ও রাধাবনত বিগ্রহের  
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন । ৯৮৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরামনি দানবীর দৈত্যপতি  
বলিরাবের মত আর্ধিগণের আর্থনাশ্রয় করতরুর মত অকাট্যের  
আনন্দের সহিত দানযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন । । ১০০

কানী কাঞ্চী নবদ্বীপ শ্রীহট্ট চট্টলাদিত: ।

কলিঙ্গ কান্যকুব্জাদি বিক্রমপুরত সূত্ৰা ॥ ১০১

পদ্মগতাধিকা স্তত্র পণ্ডিতা: সুসমাগতা: ।

পট্ৰক্স স্পর্শমুদ্রা বীক্ষ্যস্ত কলসানি চ ॥ ১০২

পণ্ডিতৈশ্চৈব দদৌ রাণী কাঞ্চীম্বোঃপি যথাবিধি ।

তদাঙ্গতানগাঙ্গতান্ জনান্ বহুসংসূত: ॥ ১০৩

ব্যয়চার্য্য বহু দ্রব্যদানেন পর্য্যতোপযত্ ।

পঞ্চমলৌকিকী রাক্ষস্য দানযজ্ঞ: স্বনুষ্ঠিত: ॥ ১০৪

Rani gave away costly clothes, gold coins and silver pots to five hundred pandits who hailed from Kasi, Kanchi and other places. Students were also given things adequately. Useful things were also distributed among thousands of invited and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এবং যথা বিধি নিমন্ত্রিত হইয়া নবদ্বীপ বিক্রমপুর শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম  
কানী কাঞ্চী দর্গাট ও কান্ধবুজাদি দেশ হইতে প্রায় পঞ্চ শতাব্দিক

মণ্ডলীনায়াং ২য়ঃ অঃ ।

পণ্ডিত রানী রামমণির সেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত বৌপ্য কনক স্বর্ণ মুদ্রা ও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহুত অনাহুত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য বস্ত্রদানে সম্বলিত করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর আলৌকিক দান যজ্ঞ স্থলরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল । ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূর্ব্বং যঃ সৃষ্টুঃ ধাম্বিতঃ ।

তত্ পুৰ্ণং তথা ভূতং বান্ধবানন্দ বিবৰ্দ্ধকং ॥ ১০৫

দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দৈরসংখ্যৈঃ পরিচারকৈঃ ।

সুখরোক্তমত্যন্তং বিশ্রামং মন্দিরাঙ্গনম্ ॥ ১০৬

অছীরাশ্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুৎসুকাঃ ।

স্বপাক্রান্ত্য দরিদ্রাশ্রয় প্রাম্যায় বিবিধা জনাঃ ॥ ১০৭

দেবালয় বিনির্মাণে তত্পতিষ্ঠাটিকর্ম্মণি ।

সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞো মুদ্রা হি নবলক্ষকাঃ ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বদ্যানুবাদ :-

এবং পূর্ব্বে রাণী যে ভোজন যজ্ঞকাননা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যর্নানায়া ১ম: অ: ।

স্বাৰ্ঠাচাৰ্য্য শিৱোন্নতি ৰামকুমাৰ পণ্ডিত ৰাণীৰ গুৰু ও অচ  
জ্ঞানপণ্ডিত গণেশ সহিত ভবভাৱিণী কানী ও ৰাধাবল্লভ বিদ্য.১৪  
অতিষ্ঠা কৰাইছাছিলেন । ২৮২২

সেই অতিপবিত্ৰ অতিষ্ঠা দিবসে ৰাণীৰামনি জ্ঞানবীৰ শৈল্যপাণ্ড  
বলিহাৰেৰ মত আৰ্হিগণেশ আৰ্হনাগৃহণ কৰুতৰুৰ মত অকাট্য  
জ্ঞানেন্দ্ৰ সহিত মানবজ্ঞান সন্ধান কৰিচাছিলেন । । ১০০

কাম্যো কাৰ্ষ্যো নবদ্বীপ ধৌহুদ চহনাচিত: ।

কলিত্ব কাম্যকুজাটিক বিক্রমপুরত স্মৃতা ॥ ১০১

যন্ত্ৰগতাধিকা স্তব পণ্ডিতা: সুমমাগতা: ।

যদ্বদা স্মৃৎসুদা বীৰ্য্যম্ কলমানি য ॥ ১০২

যদিত্যেবো দদৌ বাঁচী কাম্যেভ্যোঽপি যথাবিধি ।

নদ্যাস্তাননাহতান্ জমান্ বহুমহমুখ: ॥ ১০৩

যদ্বদা যঃ বহু চন্দ্রদানেন দৰ্শ্যতীযদন্ ।

এবমশ্লোকিকো বাচশা দানদত্ত: রত্নচিহ্ন: ॥ ১০৪

মণ্ডলীনায়াং ২য়: অ: ।

পণ্ডিত রাণী রামমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কনক সুবর্ণ মুদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০১১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহুত অনাহুত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বৌপ্য মুদ্রা ও ব্যবহার্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর আলৌকিক দান যজ্ঞ সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল । ১০৩১০৪

তথা ভোজন যজ্ঞস্তু পূৰ্ণং য: সৃষ্টু, দান্ধিত: ।

তত্ পরণং তথা ভূতং রাজ্যানন্দ বিবৰ্দ্ধকং ॥ ১০৫

দীযতাং ভুজ্যতাং শব্দে রসংস্থ্যৈ: পরিচারকৈ: ।

সুখরাজতমত্যন্তং বিশালং মন্দিরাদ্বনম্ ॥ ১০৬

অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুত্সুকা: ।

স্বপাকায় দরিদ্রাংচ শ্রাম্যায় বিবিধা জনা: ॥ ১০৭

দেবালয় বিনিৰ্ম্মাণ্যে তত্ প্রতিষ্ঠাদি কর্মণি ।

সানন্দং ব্যয়িতা রাজ্ঞো মুদ্রা হি নবলচকা: ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and fundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

এবং পূর্বের রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

মধ্যলীলায়া ১ম: অ: ।

স্বার্থীচাৰ্য্য শিরোমনি রামকুমার পণ্ডিত রাণীর গুরু ও অগ্র  
জ্ঞান পণ্ডিত গণের সহিত ভবতাদ্রিগৌ কানী ও বাধাবল্লভ দিগ্ৰহের  
প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন । ৯৯৯৯

সেই অতিপবিত্র প্রতিষ্ঠা দিবসে রাণীরামমনি দানবীর দৈত্যপতি  
বলিরাব্ধের মত আর্থিগণের প্রাধন্যগুরু কর্ত্তর মত অবাভ্রের  
আনন্দের সহিত দানবল্লভ সমপান করিয়াছিলেন । ১ ১০০

কাম্যে কাঙ্ক্ষী নবদ্বীপ গৌড় চত্বলাদিত: ।  
কলিঙ্গ কান্তকুজাদি বিক্রমপুরত স্থা ॥ ১০১  
যজ্ঞমতাধিকা স্তোত্র পণ্ডিতা: সুচমাগতা: ।  
যজ্ঞবল্ল স্বর্গমুদ্রা শৌর্য্যস্ব কলসানি চ ॥ ১০২  
পণ্ডিতৈর্যো দদৌ রাণী জ্ঞাতৈর্য্যোপি যথাবিধি ।  
তয়াহুতানগাহুতানু জনানু বহুসহস্রয়: ॥ ১০৩  
অবহার্য্য বহু দ্রব্যদানৈন পর্য্যতীপয়ত্ ।  
এবমলৌকিকী রাজ্যা দানযজ্ঞ: স্বনুষ্ঠিত: ॥ ১০৪

Rani gave away costly clothes, gold coins and  
silver pots to five hundred pandits who hailed  
from Kasi, Kanchi and other places. Students  
were also given things adequately. Useful things  
were also distributed among thousands of invited  
and uninvited persons. ॥ 101 to 104 ॥

বদ্রানুবাদ :-

এবং যথা বিধি নিষিদ্ধ হইয়া নবদ্বীপ বিক্রমপুর জিহ্মে চতুর্দান  
কাণ্ডে কাণ্ডে কর্ণটি ও কাণ্ডব্রহ্মাদি দেন হইতেও প্রায় গুরু মতান্তর

মণ্ডলীলায়াং ২য় অঃ ।

পণ্ডিত রাণী রাসমণির দেবতা প্রতিষ্ঠা দিবসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাণীর প্রদত্ত রৌপ্য কলস স্বর্ণ মূদ্রাও পট্ট বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১০১।১০২

পণ্ডিত বর্গের ছাত্র ভৃত্য এবং আহুত অনাহুত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে রৌপ্য মূদ্রা ও ব্যবহার্য্য বস্ত্রদানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এই রূপভাবে রাণীর আলৌকিক দান যজ্ঞ স্থলরভাবে স্থম্পন্ন হইয়াছিল । ১০৩।১০৪

তথা ভোজন যন্নস্তু পূৰ্ব্বং যঃ সৃষ্টুঃ দাঙ্কিতঃ ।

তত্ পুৰ্ণং তথা ভূতং রাস্তানন্দ বিবৰ্দ্ধকং ॥ ১০৫

দীযতাং ভুজ্যতাং শব্দৈরমল্ল্যৈঃ পরিচারকৈঃ ।

সুখরাজতমল্যন্তং বিশালং মন্দিরাদ্বয়ম্ ॥ ১০৬

অহোরাত্রং ন জানন্তি ভোজনার্থং সমুত্সুকাঃ ।

স্বপাকায় দরিদ্রায প্রাম্যায় বিবিধা জনাঃ ॥ ১০৭

দেবালয় বিনিৰ্ম্মাণে তত্প্রতিষ্ঠাতি কল্পিণি ।

সানন্দং ত্যযিতা রাস্তা মুদ্রা হি নবলক্ষকাঃ ॥ ১০৮

That long expected ceremony of feeding bramhins with cooked rice also took place on that day to the great joy of Rani. The feast with all its din and bustle continued day and night. Rani spent nine lakhs of money for the building and foundation of the temples. ॥ 105 to 108 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং পূর্বের রাণী যে ভোজন যজ্ঞকামনা করিয়াছিলেন মন্দির

ମଧ୍ୟଲୀଳାୟାଂ ୧୨ୟ ଖଂ ।

ଅତିଷ୍ଠା ଦିବସେ ଦ୍ରାଘିର ଆନନ୍ଦ ରକ୍ତମ୍ ମେଈ ଡୋଞ୍ଚନ ଯଜ୍ଞେ ମ.ମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ  
ସମାଧା ହୈଶାହିନ । ୧୦୫

ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାରକବର୍ଗ ଆନ ନାଓ ନାଓ ଖାଓ ଇତ୍ୟାଦି ଧନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା  
ବିରାଟେ ଗନ୍ଧିନୀ ଆଗ୍ରନ ଡୁଲୁଲକ୍ଷାନି ଯୁକ୍ତ କରିଦାହିଲ ଆମବାନ୍ତୀ ନରନାରୀ  
ମରିତ୍ର ଓ ଚଢ଼ାଳାଦି ବିବିଧ । ୧୦୬

ବାକ୍ତିର ଡୋଞ୍ଚନେ ବ୍ୟାପୁତ ଥାକାର କର୍ମଜାରୀଗଣେର ପରିଚାରକ  
ବର୍ଗେର ମିବାଦାଞ୍ଜି କିଛିହେ ଛାନ ହିଲ ନା । ୧୦୭

ମେବାଲୟ ନିର୍ମାଣେ ଏବଂ ମେବତା ମକଲେର ଅତିଷ୍ଠାନି କାର୍ଯ୍ୟେ ଦ୍ରାଘି  
ଅକାତରେ ନବ ଲକ୍ଷ ଦୁଆ ବାୟ କଢ଼ିଦାହିଲେନ । ୧୦୮

तथा त्रिलक्षं मुद्राभिः स्मृता या भूमिस्तदा॥

देवसेवासुरक्षां देवताभ्यः समर्पयत् ॥ १०८

एवं शोभयतां रिपुः स्वेष्टदेव्या यथाविधि ।

प्रतिष्ठां सुकृता राज्ञः स्वप्नः सख्योद्यमभूत्तदा ॥ ११०

इति शोभकृतोऽर्थ विरचिते श्रीश्रीରାମକୃଷ୍ଣଭାଗବତେ ପାରମହର୍ଷା  
ସଂହିତାୟାଂ ରାଜ୍ୟା ରାଜମନ୍ତ୍ରୋଃ ସାଚ୍ଚାଦନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣାୟା ଆଦିମତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର  
ମ୍ରତିଷ୍ଠାଦି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଲୀଳାୟା ଦ୍ୱିତୀୟୋଽଧ୍ୟାୟଃ ସମାପ୍ତଃ ॥ ଖଂ ୧

She purchased also landed property worth three lakhs and dedicated it to the service of the gods. Thus the dream of Rani was translated into reality when the foundation ceremony of Goddess Bhabatarini was completed.

Here ends the second chapter of Madhyahila in the Sri Rama'krishna Bhagabatam narrating the incidents leading to the foundation of temples at Dakshineswar.



মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :-

পরন্তু আরও তিনজনক মুজা জীত ভূসম্পত্তি দেবতাগণের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়াছিলেন । ১০৯

এই রূপে নিজ ইচ্ছাশক্তি ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাদিকার্য্য যথাসাধ সম্পাদন হইলে সেইদিন রাণীর স্বপ্নাদেশ সত্যে পরিণত হইয়াছিল । ১১০

রাণী রামানন্দির কান্ধী ক্ষেত্রে গমন সময়ে দক্ষিনেশ্বরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ কান্ধী না যাওয়া দক্ষিনেশ্বরে মন্দির নির্মাণ ভবতারিণী প্রভৃতি দেবতাগণের প্রতিষ্ঠাদি রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্য লীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলাইল । মধ্য ২য় সমাপ্ত ।

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

অপূৰ্ণং দেবালয় মন্দিরান্তরে শ্রীবিষ্ণু, কালীশিবসম্বন্ধিনামাৎ ।

যাক্ষাস্তথাবৈষ্ণবরুদ্রভক্তাঃ সৰ্ব্বং কৃতার্থাঃ সমুপাগতা য়ি ॥ ১

বারাণসী চৈত্র মতীর্যদা স্মাত্ স্নগ্নোৎসবপূর্ণা নিজসেবনার্থ' ।

তথাপিদেয়ৈব সুযান্তিদামা গান্ধী কৃপাবিন্দু বিসর্জনায ॥ ২

স্নগ্নোৎসব সত্যঃ স চ দিব্যদর্শন' সত্যস্ব রাজ্য্য বহুপুণ্যসম্বন্ধাৎ ।

তপঃ সুসিদ্ধ' বিমন' সুকীৰ্ত্তিত' বহুশ বহুশীয জনস্ব গৌরব' ॥ ৩

কৃপাপ্রসন্ন গদাধরো মহানত্যন্ত স্নিতোঽপি মহামহোৎসবে ।

স্বাঙ্গার নিষ্ঠা পরিরক্ষণার্থমুপোষ্য সায পথি মৃদতপ্শ্চুলাৎ ॥ ৪

Due to the presence of the images of Vishnu Kali, Shiva in the temples close to one another, the Vaishnavas the Shaktas and the Shaivas would come to meet together. What Goddess Annapurna had expressed to Rani in her dream on her way to Varanasi, had now been fulfilled and the achi-

মধ্যলীলায়াং ইয়: অ: ।

eventment of Rani brought glory to her country and country men. Even though Godadhar had been working hard all day long with his elder brother in that great festival, he observed fasting till evening. ॥ 1 to 4 ॥

বনানুবাদ :-

মধ্যরাণী রাসমণির অতুতপূর্ব দেবতা সকলের মন্দির মধ্যে কালী মূর্তি, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি ও শিব মূর্তির অধিষ্ঠান বশতঃ শান্ত শৈব ও বৈষ্ণবানি ভক্তহৃদয়ের মধ্যে যে কোনও ভক্ত মন্দির মধ্যে আসিবেন তিনিই কৃতার্থ হইবেন ।১

ঐহিক পারত্রিক শান্তিদাত্রী মা অন্নপূর্ণা রাণীর বারাগমী ক্ষেত্র গমন সময়ে স্বপ্ন সময়ে নিজ সেবার জন্য রাণীর প্রতি কৃপা বিতরণার্থে বাহা আদেশ করিয়াছিলেন ।২

আজ রাণীর বহু পুণ্য সঙ্ঘের ফলে পূর্বোক্ত স্বপ্ন ও দিব্য দর্শন সত্যে পরিণত হইল । অস্ত্র রাণীব সাধনার ফল সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং রাণীর অত্যাচ্ছ হুকৌত্তি বন্দীয়া জনগণের খাবচ্ছদ্রদিব্যাকর চিরকালের জন্য অত্যাচ্ছ পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া রহিল ।৩

সেইদিন গদাধর জ্যোতিঃসহোদরের সহিত রাণীর মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে অত্যাচ্ছ লিপ্ত হইলেও নিজ ভোজন বিষয়ে নিষ্ঠা রক্ষার জন্য সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ।৪

স্বাদনু স লাম্বান্ কলিম্বিরারটকো সানন্দচিত্তেন পদব্রজেন ।

ভূয়োপি তং পাঠয়হং সমেত্য সুত্বেন নিদ্রাং গনবান্ মহাত্মা ॥ ৫

প্ৰাতঃ পরিদুঃস্বপ্নে চ গতি শ্রীমান্ গদাধর: ।

শচ্ছনু পথি: পুন: পদ্মাং সন্দেয়ায়ায়জস্য চ ॥ ৬

मध्यलोलायां श्यः अः ।

दक्षिणेश्वरमागत्य स्नातवानिति निश्चितम् ॥ ।

पुनर्भामापुष्करिण्यां चतुष्पाद्यां समाश्रयः ॥ ७

अध्यापनार्थं छात्राणां देवसेवार्थमेव यः ।

न कश्चिन्नपि काले तु प्रतियास्यति पण्डितः ॥ ८

He purchased some fried rice and began to eat it as he proceeded on foot to his residence in Jhamapukur. After he had slept there in the night, he again walked down to Dakshineswar next morning. Soon he realised that his elder brother would not come back to Jhamapukur to teach his pupils and to resume his holy services.

॥ 5 to 8 ॥

वदन्नुवादः—

कयैकटि कड़ि दिश्या मुड़ि लईया थाईते थाईते सानन्द चित्ते पदत्रजे गमन करिते करिते पुनर्बवार बामापुकुरे रामकुमारें चतुष्पाठीते आसिया महापूकष गदाधर आनन्द मने निद्रित हईया-हिलेन ।५

रात्रि शेषे निद्रा डग्न हईले ज्योष्ठं भ्राता रामकुमारें मनोभाव जानिवार जग्न पुनर्बवार पदत्रजे दक्षिणेश्वरे थाईया निश्चित भावे ईहाई जानियाहिलेन ये आमार ज्योष्ठं भ्राता पण्डित रामकुमार बामापुकुर चतुष्पाठीते छात्रगणें पड़ाईवार जग्न एवं देव सेवा रत्नार्थे पुनराय कलिकाताय कथनं थाईबेन न । ७।१।८

रात्र्याग्रहातिशय्येन दक्षिणेश्वर मन्दिर ।

शोभवतारिणीदिव्या पूष्कस्य पदे व्रती ॥ ८

मध्यलीलायां इत्यः अः ।

भूत्वात्रैवाध्यापनञ्च करिष्यामौति तन्मतिः ।

प्रात्नेव मति बिन्दुष्यो जातस्तत्र गदाधरः ॥ १०

एकान्तोऽथनमाह्वय प्रीवाच ते मतिश्चमः ।

मञ्जातः स्वकुलाचारं स्वेच्छया नाशयिष्यति ॥ ११

वयं कौलीय धर्मराजः प्रतिग्रहपराङ्मुखाः ।

ऐदृशाः ब्राह्मणाः सन्तोऽधम शूद्रस्य पूजकाः ॥ १२

Ramkumar made up his mind to work as the priest of Goddess Bhavatarini in the temple of Dakshineswar and also carry on with his practice as teacher there. When Godadhar came to know of it, he became very sorry. He took his elder brother to a lonely place and said, "It is a matter of great regret that you now deliberately strike at the root of your family dignity and pedigree. We are the highest of bramhins in rank and cannot become so low as to serve the gods of the sudras.

॥ 9 to 12 ॥

मध्यलीलायां श्यः अः।

आमरा यज्ञव कुलीन यतएव आनादेर कोलोञ्च धर्म रक्षा  
कदाई वंशाशुभारे धर्म बनिया कथित श्य। आपनार पूर्वपुरुषगण  
एवं आमरा अज्ञावधि कथनउ काहारउ दान ग्रहण करि नाई।  
एहेकप निर्ठावान आगाव हठका अधम शूद्रर देवतार सेवा करिव ?

१२

भविष्यामोधिगत्ताकं कुलं विद्यां बहुश्रुतं ।  
सदाचारं क्रियादाद्यं वित्तलोभं विमुग्धनां ॥ १३  
तदन्तं त्वज्यतामिष निक्षयः पाप निक्षयः ।  
त्वाद्भिः पण्डितैः क्वापि नैव विधमनुष्ठितम् ॥ १४  
पयमुक्तोऽप्यत्रो धीमाश्वानागास्त्रविशारदः ।  
मोघाच्च पाप मो किञ्चिदत्र प्रयोजने कृते ॥ १५  
शूद्राश्च शूद्रसम्पर्कं त्यजन्ति हि सुपण्डिताः ।  
वदन्त्येव ब्राह्मणानां धर्मं धर्मप्रयोजकाः ॥ १६

Die on your family prestige, your scholarship  
and fame and your religious habits and efficiency  
Such greed for gold is surely a sin. No pandit  
like you has ever done so" At this Ramkumar  
replied, "In my doing services here. I have com-  
mitted no sin. Learned pandits always avoid  
rice offered by sudras. Such are the instructions  
of the religious authorities.

॥ 13 to 16 ॥

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

কর্মে প্রবৃতি অতএব আমাদের বংশ বিজ্ঞা সদাচার শিক্ষা ও ক্রিয়া পটুতা প্রভৃতিকে বিক । এইরূপ পাপাধারিত পাপ বিষয় শীঘ্র পরিত্যাগ করুন । আপনার মত পণ্ডিত কেহ কখনও এরূপ দেব সেবা করেন নাই । ১৩৭১৪

এইরূপ ভাবে গদাধর বলিলে বহুতর শাস্ত্র বিশারদ রামকুমার বলিয়াছিলেন পাপাশঙ্কা কিছুমাত্র নাই । এইস্থানে দেবদেবীর পূজা করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই কারণ শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন শূদ্রা বা শূদ্র সম্পর্ক বর্জনীয় । মন্দির বা দেবতা প্রতিষ্ঠা সময়ে রাণীর নাম গন্ধও ছিল না । ১৫৬১৬

দেবদেবী মন্দিরাণা' প্রতিষ্ঠাটিককর্মসু ।

ন রান্নী নামগন্ধো'পি সঙ্কল্যসময়ে শ্রুতঃ ॥ ১৩

প্রতিষ্ঠায়াঃ গূর্ভমিব দেবদেবী সুমন্দির' ।

দেবত্বমুবিভাগাদি গুণৈ তত্ সমর্পিতম্ ॥ ১৮

অতো দেবালয়ে রাজ্যস্বত্ব' কিস্তিবিদ্যতে ।

অগ্রজৈব সুক্লো'পি নানুজৈ নানুমোদিত' ॥ ১৮

এব' বিরহমুভয়োগ্নাত' জ্ঞাত্বা সুপণ্ডিতঃ ।

কনিষ্ঠ' প্রস্থবাচাস্য কুমীমাংসা তদা ভবেত্ ॥ ২০

Here, the name of the Rani was never uttered in the foundation ceremonies of the temples, because the right of ownership of the entire property attached with these temples, had already been duly passed on to the preceptor of the Rani. Hence the Rani has now no concern with any thing of these temples. But Gadadhar

মহ্যলীলায়া' ইয়: জ: ।

could not endorse the views of his elder brother. At last Ramkumar proposed the test of God's will according to the practice in vogue. 17 to 20

বস্তুবাদ :-

মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বেই দেবদেবী মন্দির সেবোত্তর ভূম্পতি প্রভৃতি সমস্তই গুরুকে দান করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই দেবালয়ে রাণীর কিছুমাত্র অধিকার নাই।

এইরূপভাবে রামকুমার গদাধরকে বলিলেও গদাধর সে কথায় সন্তুষ্ট হন নাট। ১৭।১৮।১৯

এইরূপ উত্তরের একমত না হইলে পণ্ডিত রামকুমার গদাধরকে বলিয়াছিলেন। আমাদের এ বিষয়ের সুসীমাংসা এখন হইবে। ২০

বস্তুদেব' সমুদ্রায় চান্দ্রাক' কুলদেবতম্ ।

ধর্মপত্র' করিষ্যামি পূর্বাচাৰ্য্যানুসারি চ ॥ ২১

জ্ঞাত্বা জনা: সমুদ্রীর্ণা বস্তুদেব'মহাদেব ।

প্রাপ্ত্যাম্যত্রয়দায়েগ' ধর্মপত্র পরোক্ষয়া ॥ ২২

তদহ' দেবমাশ্রিত্য করিষ্যে পূজন' ধর্ম' ।

দেবদেবী চান্দ্রাক' চ ন করিষ্যামি পূজনম্ ॥ ২৩

এব' যথামায়মতী মানদেব' মহাদেবী ।

নিখিত্বা ধর্ম' পত্রন্তী প্রচিপ্যকলমাস্তরে ॥ ২৪

Ramkumar said, 'This is the way by which people find the right thing in a doubtful issue. If I am favoured with divine orders I shall continue my services here either wise I shall leave this

মধ্যলোনায়া ইয়: অ: ।

place." Thus the two brothers wrote the Dharma patras ( holy writings ) and placed them in a jar.

॥ 21 to 24 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

যখন আমরা পূর্ব পূর্ব পণ্ডিতগণের মত অর্থাৎ এইরূপ ভাবে বহু বিষয়ে বহুতর পণ্ডিতগণ বর্জ্য হ্রিব করিতে না পারিয়া ধর্মশাস্ত্র পরীক্ষা দ্বারা বিশদ মুক্ত হইয়াছেন। অতএব আমরাও পূর্বাচার্য-গণের মতানুসারে কুলদেবতা রঘুবীরের উদ্দেশ্যে ধর্ম পত্র করিব যদি সেই ধর্ম পত্রে বিশেষ বাক্য উঠে তবে পূজা করিব না আর যদি আদেশ বাক্য উদ্ভূত হয় তবে পূজা করিব এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া একটি কলসের মধ্যে পারিবে পারিবে না এইরূপ প্রায় অসংখ্য পত্র লিখিয়া ১টি পঞ্চম বর্ষীয় বালককে সমাদর পূর্বক ডাকিয়া ১২১.২১২৩১২৪ .

পঞ্চবর্ষমিত' বাল' সমাহুয়াদরৈবৈ ।

তিনৈবীত্যাপিত' ধর্ম'পত্র' কলস' মধ্যত: ॥২৫

তত্র চৈবম্বিধ' বাক্য'মুস্থিত' রোমহর্ষণম্ ।

অত্র রামকুমারিণ স্বাক্ষরিত' বিগ্রহাচ্চর্চনে ॥ ২৬

অগহাসি জনানাং ধৈ মবিষ্যতি সুমঙ্গলম্ ।

তত্ পূর্বপুরুষা: সর্ব' স্বর্গ' নৃত্যন্তি নিশ্চিত' ॥২৭

দৃষ্টা গদাধর: সুখী ধর্মপত্রস্য ভাষণম্ ॥

দ্বৈধমাতো গতস্তস্য পরমানন্দমাপ স: ॥ ২৮

Then a boy of five years was invited to take out a letter from inside the jar. When it was so done, it was found to read to the effect that if



মধ্যলীলায়া ইয়: অ: ।

Ramkumar continued his servies here, the people of the world would be benefitted by it, and their forefathers would dance in joy in Heaven. With this Gadadhar became free from all doubts and also very glad. ॥ 25 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

সেই স্থানে আসিয়া সেই বালকের দ্বারা কলসের মধ্য হইতে ধর্মপত্র উত্থাপিত করাইলে সেই ধর্ম পত্রে এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বাক্য উক্তি হইয়াছিল যে এই দর্শিনেত্রবে পণ্ডিত রামকুমার বিগ্রহ পূজা স্বীকার করিলে জগদ্বাসি জনসাধারণের অতীব মঙ্গল হইবে । ২৫।২৬

পরন্তু রামকুমারের পূর্বপুরুষগণ স্বর্গে আনন্দে বৃত্তা করিবেন । ২৭  
ধর্মপত্রের ভাদৃশ উক্তি পাঠ করিয়া গদাধর মুগ্ধ হইয়াছিলেন ।  
বিধাতার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন । ২৮

ततोऽप्यजः प्राह गदाधरं मुदा शिवानयि पक्वमिदं शिवायुतैः ।

निवेदितं भागवतीयमोदनं सुखेन तत्तस्य कुरुष्व भोजनं ॥ २६

गदाधरस्तस्य सुयुक्तिपूर्णं वाक्यं निश्चयापि न साधु मेने ।

शूद्राप्रदत्तं भगवत् प्रसादं विशदमत्र न भवेत् कदापि ॥ २७

एवं स्वानुज सिद्धान्तं श्रुत्वा रामकुमारकः ।

उवाच शास्त्रीय वचः स्वसिद्धान्तं पुरःसरम् ॥ २८

गृह्यেত্বা তর্হি মদত্ত ভোজ্য পশ্চবটী গৃহ্যে ।

গদাতীরে হৃদস্বেন পাক সম্পাদ্য যত্নতঃ ॥ ২৯

Then Ramkumar asked Gadadhar to take cooked rice duly offered to the Goddess. But Gadadhar still held that rice offered by Sudras

মধ্যলীলায়াং শ্বঃ ৩: ।

could not be taken by Bramhins. So Ramkumar proposed to give Gadadhar rice with vegetables spices etc. for cooking them with his own hand in his cottage at panchabati. ॥ 29 to 31 ॥

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে রামকুমার আনন্দের সহিত গদাধরকে বলিয়াছিলেন এই দেবাগারে গঙ্গাজলে পাক করা ভগবৎ প্রসাদীয় অন্ন তুমি স্বচ্ছন্দে ভোজন করিতে পার ।২৯

গদাধর স্ফোষ্ঠ ভ্রাতার স্মৃতি পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা উত্তম বাক্য বলিয়া গনে করিয়াছিলেন না । কারণ শূদ্র প্রসাদ ভগবৎ প্রসাদ কখনও বিভক্ত হইতে পারে না ।৩০

এইরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সিদ্ধান্ত অনিয়া অসিদ্ধান্ত শাস্ত্রীয় বাক্য বলিয়াছিলেন ।৩১

তাহা হইলে আমি তোমাকে যাহা তুৎলাদি ভোজনীয় দ্রব্য দিব তাহা লইয়া গঙ্গাतीরে পকণ্ঠী গৃহে যত্রপূর্বক নিজ হস্তে পাক করিয়া ।৩২

ভোজনং কুরু নিঃশঙ্কং পবিত্রান্নমসংযমম্ ।

গঙ্গাজলৈঃ সুপাকান্নং দেবতানাং সুদুর্লভম্ ॥ ২৯

এবং গদাধরৈথাপি স্বীকৃতং শাস্ত্রম্ভাষিতম্ ।

ভক্তি বিশ্বামयोঃ চৈত্রং সর্বথা সাধু সম্মতম্ ॥ ৩০

সমায়িতঃ পঞ্চবটীং তত্র পঞ্চবটী তলে ।

তদ্দিনাবধি তত্রস্থোদ্যানে মাগোরথৌ সতঃ ॥ ৩১

সর্বসন্তাপহারিণ্য গঙ্গায়া রূপ মাধুরী ।

যোচ্যতস্যৈঃ স্বরূপশ্চ বিন্ধ্যামাস চিদৃঘনঃ ॥ ৩২

মধ্যলীলায়াং ২য় অঃ ।

All these combined together to make Dakshineswar as holy to Gadadhar as his own native place. In a very short time Gadadhar won over the hearts of the residents of the temples. Not to speak of others, even Rani and Mathuranath had great affection for him. He used to move in a thoughtful mood in the garden, the temples, Panchabati or on the bank of the Ganges.

॥ 41 to 44 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদাধর দেবালয়ের জন সমূহের মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ৪২

অন্য সাধারণ জন যে অভ্যাস আকৃষ্ট হইয়াছিল এ বিষয়ে আর কি বলিব । মথুরানাথ ও রাণী রাসমণির মন ও প্রায় গদাধরেই থাকিত । ৪৩

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গজাভীরে ও পঞ্চবটীতে বিচরণ সময়ে চিন্তাযুক্ত ভাব গদগদ চিত্ত আকাশের প্রান্তভাগে চালিত দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত স্বার্থশূন্য নিকাম বিভক্ত নির্জন প্রিয় নিলিপ্ত সঙ্গরহিত শান্ত দায় দৃঢ় জ্ঞাত দিবাতেও দীপহস্তে প্রচলিত । ৪৪।৪৫।৪৬

দিগন্তক্রৌড় বিচ্ছিন্নদৃষ্টিভঙ্গীযুতশ্চ তং ।

স্বার্থশূন্য সৃষ্টদ্বাদ্বীন বিশুদ্ধ নির্জন প্রিয় ॥ ৪৫

নিলিঙ্গ সঙ্গরহিত শান্ত দায় দৃঢ় ব্রতম্ ।

দিবাপি দীপহস্ত প্রচলন্ত গদাধর ॥ ৪৬

মধ্যলোলায়া ২য়: অ: :

দৃষ্টেব' মথুরানাথো ভাবুক' তমলৌকিক' ।

প্ৰাহ শ্ৰামকুমার' ভ্ৰাতা যোগীশ্বৰস্তব ॥ ৪৩

কিৰ্ণত্বস্মিন্ বয়সিস্বৰূপে যোগিভাবোঃশুভপ্ৰদ: ।

অসৌ কৰ্ম্মণি লিপ্যত্বেতদা শ্ৰেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৫

On seeing Gadadhar keeping himself aloof from every thing Mathuranath advised Ramkumar to give Gadadhar some duties to be performed so that he would not go astray at this tender age.  
॥ 45 to 48 ॥

বক্তাব্যবহাৰ :-

সেই সকল অলৌকিক ভাবনা বিশেষ ভাবুক গদাধৰকে দেখিয়া মথুরানাথ ৰামকুমার পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনাত জাতি যোগীশ্বৰ । ৪৩

কিন্তু এইৰূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাস ভাব ভাল নয় । অতএব ইনি যদি কৰ্ম্মে লিপ্ত হন তবে আপনাদেহ ভাঙতে মনজদে হইবে । ৪৫

মনেচ্ছা ভবতাবিষ্ণুৰ্ভাষ্য কাৰ্য্যে বৃতে মতি ।

অদামোন্মমপাস্তান্তুমবেদেব সুনিযিতম্ ॥ ৪৮

শূলক' পণ্ডিতস্তান্তু চিৰকাক্ষিত মাধণম্ ।

গদাধৰ' সমাধ্ৰুয় দেবাগাৰ্হতি নিজনে ॥ ৫০

উবাচ পরয়া পৌত্ৰা সুভদ্ৰ' ভ্ৰাতৰ' মদ: ।

ভ্ৰাতৃত্বযোজিতে বিত্তে সৰ্ব্ব'পাস্ফুট' ভবেৎ ॥ ৫১

কৰ্ম্ম'য হি দরিদ্রানামভাব মোচনে গতি ।

অত' স্তব কৰ্ম্ম'কুগণো ভবেতি মম বাসনা । ৫২

মধ্যলোভায়া' ইয: অ: ।

এবমুক্তাশ্রজ' নত্বা নীত্বা চরণজ' রজ: ।

পঞ্চবত্যা' শৃঙ্খ' গত্বা তাত' স্ফুত্বা পুন:পুন: ॥ ৫৫

শ্রাসত্যাগেন সুখো'হ' কিমদ্য সমুপস্থিত' ।

এবমুক্তা ততস্তত্র নি:শঙ্কমুপবিষ্টবান্ ॥ ৫৬

Gadadhar at once replied, "I am not capable of bringing such relief to you or any other. I shall not serve anybody but God." Saying this he took the dust from the feet of his elder brother and went to his cottage at the Panchabati. There he rested and felt relieved. ॥ 53 to 56 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত রামকুমারের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অতুলনীয় স্বাধীন চেতা গদাধর তৎক্ষণাৎ অতি নম্রভাবে অগ্রজকে বলিয়াছিলেন । ৫৩

আপনাদের অথবা আমার যে কোন আত্মীয় স্বজনদের আমার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ শান্তি অথবা বৈষয়িক সুখ শান্তির কোনরূপ আশা কিছুমাত্র নাই । আমি ভগবান ভিন্ন অল্প কাহারও দাসত্ব করিব না । ৫৪

এই কথা বলিয়া অগ্রজকে নমস্কার পূর্বক তাঁহার পদধূলি লইয়া পঞ্চবটি গৃহে গমনপূর্বক পুনঃ পুনর্বার বাপের বাপ এইরূপ বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন । এবং বলিয়াছিলেন আজ আমার একি অবস্থা হইয়াছিল । এই বলিয়া সেই পঞ্চবটি গৃহে নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন । ৫৫।৫৬

মধ্যলীলায়াং শ্যঃ অঃ ।

গত্বা রামকুমারস্তু মথুরানাথসুত্বান্ ।  
 ঈশ্বরস্যৈব দাসত্বং করিষ্যতি মমানুজঃ ॥ ৫৩  
 তচ্চক্ৰ্ব্বা মথুরানাথঃ পরং বিদ্যম্যমাস্বান্ ।  
 মিঃস্বেন নিরুপায়েন তরুণেন বিশেষতঃ ॥ ৫৮  
 কিমেতদ্বাঞ্ছিত পদং সন্ত্যক্তমবলীলয়া ।  
 পরন্তু বিত্তনির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণোপরি ॥ ৫৮  
 ব্রহ্মাধিক্যং মহজ্ঞাতং কর্ম্মণস্থাগকারণাত্ ।  
 ক্ৰিত্বেনাং কর্ম্মসংযুক্তং করিষ্যামীতি তন্মতিঃ ॥ ৬০  
 কালানুকূলতামিব তস্যৌ তত্ কার্য্য সাধনে ।  
 প্রতীক্ষমানৌ মথুরানাথ স্বৈর্পা মহাসুদৃঢ়ত্ ॥ ৬১

Ramkumar came back to Mathuranath and told him that Gadadhar was unwilling to serve anybody but God. Mathuranath became surprised to learn this. But he began to respect Gadadhar all the more for his ungreediness, and awaited an opportunity to engage him in some work.

॥ 57 to 61 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে রামকুমার মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন আমার জাতী ভগবানেরই দাসত্ব করিবেন । ৫৭

মথুরানাথ রামকুমার পণ্ডিতের নিকটে এইরূপ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন নিঃস্ব নিরুপায় তরুণ বালক ভ্রান্ত্যে ঘরা এইরূপ অভিলষিত পদ অবলীলা ক্রমে পরিত্যক্ত হইল । ইহাতে মথুরানাথের নির্লোভ যুবক ব্রাহ্মণ গদাধরের প্রতি অগাঢ়

মণ্ডলীনায়া ইয়ঃ মঃ ।

অঁকা ছদ্মিগাছিল । এদং গদাধরকে আনি কর্মলিপ্ত করিব এইরূপ ইচ্ছাও ইহঁতগাছিল । ৫৮.৫৯।৬০

গদাধরাদির পরমবন্ধু মথুরানাথ উক্ত কার্যের সাধন সম্বন্ধে সময়ের অসুকূলতা অপেক্ষা করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন । ৬১

ততঃ কতিপয়াহঃস্তু গতেষু কাল আগতঃ ।

পিতৃভগিনী কান্ধায়া হৈমাদ্বিন্যাঃ স্তত স্তদা ॥ ৬২

যদা শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় সঙ্কটঃ ।

গদাধর ভাগিন্যেয় আগতৌ দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৬৩

যস্মাসৌত্ যোগে পূৰ্ণে কামারপুকুরে মহান্ ।

অভিস্রুদ্যৌবন্ধুর্হৃদয়ো হৃদয় যথা ॥ ৬৪

প্রায়োগ্যুন্মকবর্ণন্তু হৃদয়ঃ শ্রোগদাধরাৎ ।

তদা গদাধর বয় একবিংশতি বৎসরম্ ॥ ৬৫

গদাধর শ্রীহৃদয় বিধৃত্য হৃদয়ে সদা ।

আনন্দান্বুধিমগ্নৌভূতহিনাবধি তস্য চ ॥ ৬৬

At last the much expected opportunity came when Sri Hridayram Mukhopadhyaya, the son of Gadadhar's aunt came to Dakshineswar. Gadadhar and Hridayram were very fast friends in their childhood at Kamarpukur. Hridayram was younger than Gadadhar by one year, the latter was then twenty one years of age. Their joy knew no bounds when they met together again at Dakshineswar.

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :-

অনন্তর কয়েকদিন মাত্র গত হইলেই শুভ সময় উপস্থিত হইয়াছিল যে সময়ে গদাধরের নিম্নত ভগিনী হেমাদ্রিনীর পুত্র গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রাপ্তির আশায় আনিয়াছিলেন । ৬২৭৩

পূর্বে বাল্যকালে কানারপুকুরে ঠাকুরের প্রাণের তুল্য অভিন্ন হৃদয় হৃদয়রাম সর্বোত্তম বন্ধু ছিলেন । ৬৪

এই হৃদয়রাম গদাধরের অপেক্ষা একবৎসরের ছোট ছিলেন । সেই সময় গদাধরের বয়স ২১ বৎসর হইয়াছিল । ৬৫

ঠাকুর হৃদয়রামকে ক্রমে ধারণ করিয়া সেই দিন হতে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন । ৬৬

দক্ষিণেশ্বরসংঘাসঃ মল্লিকা দক্ষিণীঃমবত্ ।  
 স্বসহায়ং মন্যমানো হৃদয়ং প্রাপ্য মাতুলঃ ॥ ৬৩  
 যাত্রাতিঃ স্বস্য যচ্ছিত্রমন্তরাবাদিকঞ্চ যত্ ।  
 তত্ সর্বং বিনয়ং প্রাপ্য হৃদয়াগমমাত্রতঃ ॥ ৬৮  
 হৃদয়োঃপি মহাত্মানং মাতুলং প্রাপ্য সর্বদা ।  
 অমৃতপূর্ব্বমানন্দং লেভে তত্ সঙ্গতঃ সুধোঃ ॥ ৬৯  
 মহতঃ শ্রোম.তুলস্য জায়িতানুগত স্তদা ।  
 অমথ্যে ভোজনে স্থানি যয়নে খোপবেগনে ॥ ৭০  
 সামিধ্যসুখয়োনিবল্য বিচ্ছদৌ ন কথঞ্চন ।  
 সঙ্গহীনো মুহুর্মানু ন কৌঃপি স্যাতুমিচ্ছতি ॥ ৭১

From that day onwards they began to live very happily at Dakshineswar. All sense of dis-



মণ্ডনীলায়া ইয়: অ:।

contentedness and uneasiness of Gadadhar vanished. Hridaya also became very glad and kept constant company with Gadadhar in walking, dining, bathing, sleeping and sitting. ॥ 67 to 71 ॥

দশানুবাদ :-

এবং সেই দিন হইতে গদাধরের মনিনেশ্বরের বাস বিশেষভাবে অস্থূল হইয়াছিল। এবং নিজের সংসার ভেদবুদ্ধি ও বিষাদি যাহা কিছু ছিল সেই সকল ছদ্ময়ের মনিনেশ্বর আগমন মাতেই ধূসীভূত হইয়াছিল। ৬৭৬৮

এবং মাতুল ডাগিনেরকে নিজের সহায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কলয়রামও মহাশয়া মাতুলকে পাইয়া তাঁহার সঙ্গবশতঃ সর্বতো ভাবে অপূৰ্ব আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ৬৯

ভ্রমণে ভোজনে শয়নে বা উপবেশনে সর্বদা দুই জনের একত্র অবস্থান হইত। কখনও বিচ্ছেদ হইত না। এবং সঙ্গরহিত অবস্থায় মুহূর্তকালও কেহ কোথায় থাকিতে পারিতেন না। ৭০/৭১

पाकद्वयं स्थालीं पुत्नीं काष्ठादि तण्डुलानि च ।

मातुलस्य स्वपाकार्यं हृदयेन व्यवसितम् ॥ ७२ ॥

एष स्वहस्त पाकाभोजनैःपि जते तदा ।

निष्ठा प्राबल्यतः शान्तिं नाप नैष्ठিক ठाकुरः ॥ ७३ ॥

रात्रौ श्रीमवतारिण्याः प्रसादीयं प्रगृह्य सः ।

अश्रुभिः प्लावितो भूत्वा स्मृत्या तां जगदम्बिकां ॥ ७४ ॥

उवाच मां जगन्मातः कैवर्त्तनं प्रयच्छसि ।

एवमाहारनिष्ठायाः प्राबल्यमभवत्तदा ॥ ७५ ॥

तद्দিনাবधि सुপ्रीतो यदল্লিহৃদয়াগমঃ ।

বমুখ সৰ্ব্বকাৰ্য্যেণু সযত্নঃ স গদাধরঃ ॥ ৭৬ ॥

মধ্যলীলায়াং দ্বয়ঃ অঃ ।

Hriday used to make all arrangements for cooking meals of Gadadhar, even then Gadadhar felt very uneasy due to his strong sense of austerity. When in the night he would be given the offered food of Bhabatarini he would take it with tearful eyes and say, "Oh Mother of the universe why dost thou give the food of Kaivartas"? From the day Hridayram came to Dakshineswar, Gadadhar felt much pleased and found interest in all his activities.

॥ 72 to 76 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের রন্ধন জন্য হাঁড়ি উমোন কাঠ অগ্নি চাউল তরকারি প্রভৃতি সমস্ত অথাই হৃদয়রাম ব্যবস্থা করিতেন । ৭২

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নিম্ন হস্তে পাক করিয়া ভোজন করিলেও নিষ্ঠাধিক্য বশতঃ নিষ্ঠাবান পুরুষ শান্তি পাইতেন না । ৭৩

রাত্রিকালে ভবতারিণী কালীর প্রসাদ লুচি তরকারিও মিষ্টান্নাদি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্বক ছাঃবাঃ প্রাণিত হইয়া জগজ্জননী কালিকাকে স্মরণ করিয়া বলিতেন যে জগন্নাথঃ তুমি আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়াইতেছ । সেই সময় গদাধরের আহাৰ নিষ্ঠার প্রাণল্য এইরূপ হইয়াছিল । ৭৪।৭৫

যে দিন হৃদয় পক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল সেই দিন হইতেই গদাধর পরম স্নীত হইয়া সর্বকাৰ্য্যে সচেষ্ট হইয়াছিলেন । ৭৬

যশোমতী মাতুলস্য হৃদয়োপরি সর্ষতঃ ।

স্নেহাধিক্যং মহত্জাতং স্নাতং মহদযেন দি ॥ ৩৩

মধ্যলীলায়াং ইয়ং অঃ ।

এবং কমপি নোক্তা চ সহসৈবাম্তরান্তরা ।  
 গুণোঃমুখি ত্রিযামাৰ্হ কুচ গাদাধরো স্থিতিঃ ॥ ৩৮  
 ক্তেঃপ্যম্বেষণে তত্র বুধৈরপি ন বুধ্যতে ।  
 এবমঙ্গুতরুণেণ দ্বাত্মগুণেয কারণ ॥ ৩৯  
 ন চ যোহু সমর্থঃ স হৃদয়ো বা পরোঃপি বা ।  
 প্রাতর্মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন সময়ে দেবমন্দির ॥ ৪০  
 সেবাসাধ্যায় হৃদয়ে জ্যৈষ্ঠস্য মাতুলস্য চ ।  
 যতি তততৃক্ষণে যাতয়াম্তর্দানং গদাধরঃ ॥ ৪১

Gadadhar became very fond of Hridayram. It was also known to Hriday. For some two or three hours Gadadhar would disappear, and none could find him out. Even Hriday also could not know the reasons for such disappearance. When Hriday was gone to the temples in the morning, noon and evening to render some services, Gadadhar used to disappear. ॥ 77 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের হৃদয়রামের উপর বিশেষ ভাবে স্নেহ হইয়াছিল । তাহা হৃদয়রামও জানিতে পারিয়াছিলেন । ৭৭

গদাধর মধ্যে মধ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইচ্ছা প্রায় তিন চার ঘণ্টা অদৃশ্য হইতেন । এবিষয়ে অল্পসন্ধান করিলে কোথায় গদাধর থাকিতেন তাহা বুঝিমানেরও বোধগম্য হইত না । এইরূপ গোপন ভাবে থাকিবার কারণ হৃদয়রামবা অল্প কেহই জানিতে পারিতেন না । জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকৃষ্ণের দেব সেবার সাহায্যার্থে

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নকালে মায়াহ্নে জময়ে দেব মন্দিরে হৃদয়গ্রাম  
যাইলে গদাধর সেই জময়ে অলুখান হইতেন । ৭৮৭৯৮০৮১

পুনঃ প্রত্যাগতে তত্র গতিং জিজ্ঞাসিতে সতি ।  
দদৌ প্রত্যুত্তরং তেভ্যঃ স্থিতির্যত্রৈবমামকৌ ॥ ৮২  
ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণো ভাতি বৃন্দাবনান্তরে ।  
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥ ৮৩  
তথা মে সর্বদা জ্ঞেয়া সস্থিতি দক্ষিণেশ্বরে ।  
যত্র তত্র ন যাस्याমি সন্তজ্য দক্ষিণেশ্বরম্ ॥ ৮৪

इति भक्तितीर्थं विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां  
संहितायां श्रीरामकुमार पण्डितस्य पूजकपदग्रहणान्तरं भागिन्यस्य  
हृदयरामस्य दक्षिणेश्वरागमनात् भगवतो गदाधरस्योत्त्लामरूप मध्य  
लीलायास्त्वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

When Gadadhar was asked of his disappearance he would say that he had not been elsewhere, nor did he intend to go away from Dakshineswar just as Krishna would never go a step beyond Brindavana. ॥ 82 to 84 ॥

Here ends the third chapter of Madhya'ilā in Sri Ramkrishna Bhagabatam narrating the appointment of Ramkumar as the priest and Gadadhar's joy due to arrival of Hriday at Dakshineswar. ॥ 3 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পুনর্ব্বার সেইখানে গদাধর ফিরিয়া আসিলে আপনি কোথায়  
যাইয়াছিলেন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বলিতেন আমি  
কোথাও যাই নাই এই বানেই ছিলাম । ৮২

মধ্যলীলায়াং ইয়ঃ অঃ ।

নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ কুন্দাবনেই অবস্থান করেন কুন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া তিনি কোথাও কখনও এক পাও যান না । ৮৩

সেইরূপ এই দক্ষিণেশ্বরেই সর্বদাই আমার অবস্থিতি জানিবে দক্ষিণেশ্বর পরিভ্রমণ করিয়া আমি কখনও কোথাও যাই না । ৮৪

এই কথা বলিলে তৃতীয় অধ্যায়ে পণ্ডিত প্রবর রামকুমারের ভবভারিণী কালীর পূজক পদ গ্রহণ । তৎক্ষণ ঠাকুরের কোন্ড হইলে দৈবামেধে শাস্তি । এবং হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের জন্ত ঠাকুরের উল্লাসাদি বলা হইল । মঃ ৩য়

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

কামারপুকুরে বাল্যে মূর্তি নির্মাণ যত্নতঃ ।

দেবতানাং বাহ্য পূজাং ভয়স্বয়ংকুম্ভিহঁতঃ ॥ ১

জ্ঞাতবান্ বহুয়স্মৈ হৃদয়েন গদাঘরঃ ।

অত্রাপি হৃদয়ং দাপ্য বাল্যলীলোদিতা স্মৃত্যৌ ॥ ২

হৃদয়ং প্রত্যুবাচিদং মৃন্ময়ং শিববিগ্ৰহং ।

নির্মায় পূজয়িত্বামি মম বাচ্ছাধুনোদিতা ॥ ৩

কামনান্তরং কার্য্যমুদিতং সাঙ্ঘর্ষ্যতঃ ।

হৃদয়স্য স্যুত্নেন গদাগর্ভাংমৃদাচৃতিঃ ॥ ৪

ততো গদাঘরেণাশু শিবমূর্তির্নির্মিতা ।

দ্বিষ্য হৃদম পৃষ্ঠে শ্রীশঙ্করঃ সুহৃদুঃ শোভিতঃ ॥ ৫

Gadadhar had made images many times and worshipped them with the assistance of Hriday and others in Kamarpukur. Remembering those activities of his early boyhood, Gadadhar expressed his desire to make an image of Shiva for worship,

मध्यनीलायां ४र्थ अः ।

Hriday gathered the required earth from the bed of the Ganges. Gadadhar made a beautiful image of Shiva mounted on an ox. ॥ १ to ५ ॥

बदनाब्जवादः—

गदाधर बाल्यकाले कानारपूकुरे बह बाल्यवधु परिवेष्टित हईया बह देवतार मूर्ति गडिया बह्मव द्दय्येर सहित पूजा करिया छिलेन । এই দক্ষিণেশ্বরে ছদয়কে পাইয়া সেই সকল বালা লীলা মন মধ্যে উদিত হইলে ছদয়কে বলিয়াছিলেন, মৃত্তিকা দ্বারা শিব বিগ্রহ গড়িয়া পূজা করিব এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে । ১।২।৩

সহায়তা বশতঃ ইচ্ছামাত্রে কার্যের প্রকাশ হৃদয়ের চেটায় গদা গর্ভ হইতে মৃত্তিকা আনিবে গদাধর তৎক্ষণাৎ শিবমূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন । অলৌকিক ব্যবহৃত পৃষ্ঠে সুন্দর শিবমূর্তি শোভিত ।

৪।৫

कोटिचन्द्र प्रतोकाशो देहो रजतसन्निभः ।  
अपूञ्जावृणकान्तिश्च विग्रहस्यपदा व्यजयोः ॥ १ ॥  
व्याघ्रचर्मोद्गत कटिस्तुन्दिलःकणिसंयुतः ।  
त्रिशूल उमरुभ्याश्च मण्डितोदचसन्धयोः ॥ २ ॥  
भालं चन्द्रार्ध युक्तञ्च वज्रोच्चमालयायुतं ।  
जटाकुटसमायुक्तं नयनवितयान्वितं ॥ ३ ॥  
भस्मलिप्तं कालसर्पवेष्टितं सुभयद्वरैः ।  
एकन्देवादिदेवन्तं निर्माय स गदाधरः ॥ ४ ॥  
पूजोपचारं संगृह्य भक्तिभावेन शङ्करं ।  
स्वयं सम्पूजयामास रम्ये पञ्चवटीतले ॥ ५ ॥

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

This image of Shiva had the lustre of innumerable moons and the feet had the hue of the rising sun. Shiva was clad with tiger's skin. His huge belly was girdled by a snake, He was holding Trisul in his right hand and Damaru (bugle) in his left. He was adorned with the half moon on his forehead, garland of akshas round his neck, matted hair on his head, three eyes, body besmeared with ashes and girdled with terrible poisonous snakes. Thus making the image Gadadhar worshipped it with great devotion at Panchabati.

১ 6 to 10 ১

বঙ্গানুবাদ :-

সুবিমার্জিত রজত তুল্য দেহ কোটি চন্দ্র সদৃশ দেহকাস্তি—  
বিগ্রহের দুইটি পাদপদ্মের অগ্নিবর্ণ অকণ বর্ণ রঞ্জিত সুবিশাল উদর  
সর্পবেষ্টিত বামহস্তে ত্রিশূল ও দক্ষিণ হস্তে ডমরু বিদ্বিষিত ললাটে  
অর্ধচন্দ্র বক্ষঃস্থলে ক্রয়াক মালা মস্তকে ছটাছুটে ত্রিনয়ন মুক্ত ভস্ম-  
লিপ্ত অতি ভয়ঙ্কর কালসর্প বেষ্টিত এইরূপ ভাবে বৃষোপরি বিরাজিত  
গদাধর শিবমূর্তি গঠন পূর্বক পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রমনীর  
পকবটী তলে স্বয়ং ভক্তিভাবে পূজার্থ্য আরম্ভ করিলেন ।

৬।৭।৮।৯।১০

यदृच्छया गतस्तत्र सेवको मथुरो महान् ।

अपूर्वं शिवमूर्तिं तां तस्य पूजामनोजिगी ॥ ११

अर्चकस्य तन्मयतां दृष्टা विस्मयमानतः ।

तद्भावेनैव तत्रस्थं हृदयं स्पृष्टवान् সুদা ॥ ১২

মধ্যলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ ।

কুবৈ পা প্রতিমা প্রাপ্তা কেন বা ঘটিতা বদ ।  
 হৃদয়োঃ হু লিমুত্তোল্য তন্তু তন্ময়তাং গত ॥ ১২  
 দর্শয়িত্বোক্তমেতেন ঘটিতা শিব মূর্তিকা ।  
 শ্রুত্বাতিষ্মিয়াবিষ্টো মথুরানাথ ভক্তবান্ ॥ ১৪  
 মহাচার্যস্বাবরজ এতাং ঘটয়িতুং অমঃ ।  
 শ্রুত্বা সমস্তমশ্বোক্তাং হৃদয়েন তদেব হি ॥ ১৫

Mathurnath happened to come to the spot and was astonished to see Gadadhar lost in divine mood. Mathuranath asked Hriday, "Where did you get this image from? who has made it?" Hriday pointed Gadadhar with his finger and said, "He has made it". Mathuranath was astonished to learn that the younger brother of the priest Ramkumar could make such an wonderful image. Hriday also said to him, ॥ 11 to 15 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এমন সময়ে হঠাৎ সেই পূজাশ্রমে ভক্ত মথুরানার্থ স্বয়ং আসিয়া ছিলেন। সেই অপূর্ব শিবমূর্তি পূজকের অসাধারণ পূজা ও ভক্ত্যভ্যাস দেখিয়া অতি বিস্মিত সহকারে সেইখানে অবস্থিত হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ১১।১১

এই শিব বিগ্রহ কোথায় পাইলে। কেবা এই শিব মূর্তি গঠন করিয়াছেন। মথুর বাবু এইরূপ বলিলে হৃদয় অঙ্গুলি উত্তোলন পূর্বক পূজাকালে ভক্ত্যভ্যাস বিশিষ্ট গদাধরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইনিই এই শিবমূর্তি গঠন করিয়াছেন। মথুরানাথ এই কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ১২।১৪



ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ জাতা এইরূপ ভাবে দেবতা সকলের  
মূর্তি গঠনে সমর্থ ? এই কথা তিনিই ছবয় সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা  
বলিয়াছিলেন । ১৫

অয়ন্তু সৰ্ব্বং দেবতা প্রতিমা চতনেপটুঃ ।

পরন্তু ভগ্ন প্রতিমাং সন্ধ্যাতু সৰ্ব্বথা চমঃ ॥ ১৬

যবং যস্য গুণগ্রাম ভগ্নাভ্যাং পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

তস্য সমাখ্যবস্থা সা ময়ুরেণ সুনীচিতঃ ॥ ১৭

একদৃষ্টাতিমুগ্ধঃ স তদাত্মানং নিয়ম্য চ ।

প্রোবাচ হৃদয়ং শুদ্ধভাবেন বিনয়ান্বিতা ॥ ১৮

দাস্যসীমা পূজান্তে মে প্রতিমাং শুভলক্ষণাং ।

শ্রুত্বা তাং প্রার্থনাং সাধর্ষ্যে হৃদয়েনোররোক্ততম্ ॥ ১৯

পূজ্যাস্থাঃ পূজাশ্রমে ততঃ সংগৃহ্য বিযচ্ছম্ ।

দদৌ মথুরানায়ায় গত্বা তদ্বনং সুপ্রীঃ ॥ ২০

He can not only prepare images of all gods and goddesses but also restore broken images to their original form of shape." While talking with Hriday, Mathuranath carefully watched the divine mood of Gadadhar who had lost all sense of physical reality. Mathuranath requested Hriday to let him have this image after the worship had been done. Hriday agreed and when the worship was done took it to the house of Mathuranath and duly handed it over to him. ॥ 16 to 20 ॥

বন্দানুবার :-

ইনি সর্বদেবতার মূর্তি কাল রূপ গড়তে পারেন পরন্তু ভগ্ন  
বিশদেও পূর্বরূপে কঠিতে পারেন । ১৬

মধ্যলীলার্য্য ষষ্ঠ অঃ ।

এইরূপ ভাবে ঠানুদের গুণগ্রাম হৃদয়ও মধুরানাথের আলোচিত হইতেছিল । সেই সময় গদাধরের নির্বিকল সনাধির অবস্থা মধুরানাথ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন । ১৭

তখন অত্যন্ত মুগ্ধ মধুরানাথ নিজেকে সংযত করিয়া বিনীত ও শুদ্ধভাবে হৃদয়কে বলিয়াছিলেন । ১৮

আপনাদের পূজা শেষ হইলে এই শুভ লক্ষণ শিব বিগ্রহটি আমাকে দিবেন । হৃদয় মধুরানাথের এইরূপ উত্তম প্রার্থনা শুনিয়া প্রতিমাটি শিব বলিয়া স্বাকার করিয়াছিলেন । ১৯

উৎপরে বিগ্রহের পূজা শেষ হইলে হৃদয়রাম সেই শিব বিগ্রহটি লইয়া মধুরানাথের গৃহে গমন পূর্বক সমাধর পূর্ব মধুরানাথকে দিয়াছিলেন । ২০

ভুগ্ধঃ শ্রীমদ্যুরানাথস্তন্মুর্তিং প্রাপ্য তত্চক্ষাৎ ।  
 যদ্বন্দ্বীদেয়া ষ্টম্ভং গত্বা তস্যে তাং সমদর্শয়ত ॥ ২১  
 ভক্তিমতী তদা রাগো বিশ্বামিহুপ্য দর্শনাৎ ।  
 চমত্কৃতা মুক্তকণ্ঠ'চকার সুপ্রশংসন' ॥ ২২  
 নির্মীঃতুর্ভগবদ্ধাব' বিশিষ্ট সমবর্ণয়ত ।  
 ওষাচ মদ্যুরানাথ যয' রাগীং সসন্মভ্রম' ॥ ২৩  
 মহাচার্য্য' কলিষ্টেন সছযঃ শিববিগ্রহঃ ।  
 চটিতোঃ্য' মহামায়াত্ সপ্রাণ ইব লচরতে ॥ ২৪  
 রাজ্যা গুণানুরাগিন্যাঃ শ্রীলগদাধরোপরি ।  
 যদ্বাপূর্ণ' মনস্তাস্যাঃ সজ্জাত' প্রথম' তদা ॥ ২৫

Mathuranath in great joy took it to his mother in-law. That pious lady highly praised the godly

মণ্ডলীলায়া' ৪র্থ অঃ ।

virtues of its maker, and remarked that the image appeared to be infused with life. When she was told that the younger brother of Ramkumar had made it, she became full of regard for Gadadhar, for the first time. ॥ 21 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মুখ মথুরানাথ সেই শিবমূর্তিটি প্রাপ্তি মাঝে খজ্ঞামাতা রামমণির গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সেই শিবমূর্তিটি দেখাইয়াছিলেন । ২১

ভক্তিমত্তা মহারাণী প্রতিমার সেই সর্বদ্বন্দ্ব হৃদয়ের মূর্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে গঠনকারীর প্রশংসা করিয়াছিলেন । ২২

পরন্তু নির্মাণকারীর ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং মথুরানাথ সেই সময়ে অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত বলিয়াছিলেন ।

২৩

কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য এই সপ্তম শিব বিগ্রহ গঠন করিয়াছেন । এই বিগ্রহের মহাভাব বশতঃ জীবন্তের মত । ২৪

গুণাগুণাগিণী মহারাণী রামমণির সেই দিন হইতে পরম প্রতাপন কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য গদাধরের উপর সর্ব প্রথম প্রতাপপূর্ণ মন বিশেষ ভাবে উদ্ভিত হইয়াছিল । ২৫

ইতঃ প্রাঙ মথুরানাথো দেবালয়ে গদাধর' ।

কর্মোযুক্তং কাংখিতুমাশ্রয়তিশয়ান্বিতঃ ॥ ২৬

তদুভায়মধুনা স্নাত্বা রাজ্যো সানন্দমব্রবীত ।

যদস্তনির্মিতা মূর্তির্মগদভাবমাদিকা ॥ ২৭

তদস্তাদ্ভাসমূপাদি মৃদীত্বা ভবতারিণী ।

সর্ব্বথা প্রীতিমায়ন্তা নিযিতেনি মতির্মম ॥ ২৮

মধ্যমীলার্য ঋষি অঃ ।

অতঃ সন্তোষ্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য' নিযোজয় ।

বেশশার্য্যে জগন্নাথস্তুনে মে মঙ্গলং ভবেত্ ॥ ২৫

তত্পরেহি পরাক্তে তু হৃদয়েন গদাধরঃ ।

পঞ্চবদ্যা ক্রীড়ে তিষ্ঠন্নাকুলো মথুরেণ হি ॥ ২৬

When Rani came to know that Mathuranath was eager to engage Gadadhar in the holy services, she gladly approved the appointment of Gadadhar as the dress maker of Bhabatarini, for she believed that by this appointment the Goddess would be pleased to bless her. Next day in the afternoon when Hriday and Gadadhar were at Panchavati, Mathuranath called for Gadadhar.

॥ 26 to 30 ॥

বদ্যানুবাদ :—

ইহার পূর্বে গদাধরকে দেবালয়ে কর্মলিপ্ত করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাণী মথুরানাথের তরুণ ইচ্ছা জানিয়া আনন্দেব সহিত বলিয়াছিলেন। যাঁহার হস্ত নির্মিত বিগ্রহ ভগবানের স্বরূপের একাশক তাঁহার হস্ত হইতে মা ভবতারিণী বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিয়া নিশ্চয় বিশেষ ভাবে প্রীতিলাভ করিবেন। ইহাই আমার স্নগ্ধ ধারণা। ২৬২৭।২৮

অতএব কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সম্বলিত করিয়া তাঁহাকে জগদম্বার বেশ কার্য্যে নিযুক্ত কর। তাহা হইলে আমাদের মঙ্গলই হইবে।

২৯

তৎপর দিবসে গদাধর অপরাক্তে হৃদয়ের সহিত পঞ্চবটির উতানে

मध्यमीसायां धर्मः ।

ये समये हिलेन । एतत् समये मधुरानाथ गदाधरके देखा करिबान  
रुग् अशुश्रोष खानिहोहिलेन । ८०

भृत्यं दृष्ट्वा सचकितं सगङ्गं प्राह ठाकुरः ।  
यत् पूर्वं चिन्तितं मिथ्य तत् साक्षात् समुपस्थितं ॥ ३१  
गच्छ भी हृदय त्वं हि यत्र नो परमगता ।  
तत्र नाहं गमिष्यामि मथुरानाथ सद्यनि ॥ ३२  
मथुरानाथ सविधे गन्तुं धीमातुलस्य तां ।  
कुण्ठां दृष्ट्वा हृदयेन जिघ्रासितो गदाधरः ॥ ३३  
ववावाप्यतिरुक्तेन फलं तत्र गतस्य मे ।  
दासत्वं गदितं लोके तत्र मां योजयिष्यति ॥ ३४  
युत्वेव हृदयः प्राह को दोषस्तत्र मातुलः ।  
ययन्तु ब्राह्मणस्यात देव मेवैव नो गतिः ॥ ३५

Seeing the messenger before him Gadadhar felt very uneasy and said, "This is what I was expecting. Hriday you may go to serve the will of others. I am not going to the place of Mathuranath." When Hriday wanted to know the reasons for it, Gadadhar said, "If I go there, I shall be yoked with a service which is an abominable thing. At this Hriday said, "There is no harm in it. We are brahmins and holy services should be our occupation." ॥ 31 to 35 ॥

दशानुदास :-

कृताहं लेखिता गदाधर कर, रुग् होरु हिलेन  
पूर्व जादि दास। दादिदाहिलाम रुग् दास। गदाधर देन दृष्ट हरेन।

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

ওরে দ্বন্দ্ব তুই আজ সেখানে বা যেখানে আমাদের পরাধীন বৃত্তি  
চাকুরি আছে । আমি সেই মথুরানাতথের গৃহে যাইব না । ৩২

পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের মথুরানাতথের নিকটে গমন দ্বন্দ্ব সেইরূপ  
জড়োচ দেখিয়া হৃদয় মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলে গদাধর অতিকষ্টের  
সহিত বলিয়াছিলেন । মথুরানাতথের নিকটে যাইবার ফল দামস্ব  
লাভ যাহা জগতে সর্বত্র নিম্নিত বলিয়া কথিত হয় । সেই দামস্ব  
কর্ম্ম আমাকে নিযুক্ত করিবে । ৩৩৩৪

মাতুলের কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বলিয়াছিলেন হে মাতুল তাহাতে  
দোষ কি ? আমরা ত্রাণকণ আমাণিগের সেব সেবাই অবলম্বনীয় ।

৩৫

অত্র ভাগৌর্থী তীরে মজ্জতি দেবমন্দির ।  
দেবতা পরিচর্যায়া সর্ব্বায়া মজ্জম্ ভবেত্ ॥ ৩৬  
ততো গদাধরীক্লমনিচ্ছা দাস কর্ম্মণি ।  
পরন্তু জগদম্বায়া মণিসুক্লাদি ভূষণ' ॥ ৩৭  
মন্ত্যত্র বহুশস্তেণা রক্ষণমতি দারুণম্ ।  
মাহুগ্নৈন রত্নরচা ॥ সম্ভাম্বা কদাচন ॥ ৩৮  
মাতুলৈনৈব সুক্লোপি হৃদয়ঃ পুনরবধৌত ।  
ন কাপি ভবতা' শিস্তা চিন্ময়া রত্নরক্ষণে ॥ ৩৯  
সদা পদতরায়াক্তিরস্তু তে কৃপয়া মম ।  
মদত্বে কৰ্ম্মান্তিস্যে সৰ্ব্বদা নঃ সুখ' মবেত্ ॥ ৪০

"It will surely bring us great merit to render  
holy services to the gods in these great temples  
on the bank of the Ganges. Gadadhar replied,  
"I do not like to be a servant. Moreover there

মধ্যলীলায়াঃ ৪র্থ অঃ।

are valuable ornaments of the Goddess. It is not possible for me to keep them under proper care." Hriday promptly said, "you should not bother about the ornaments. I am competent enough to take proper care of them. We shall be glad if you enter into a service." ॥ 36 to 40 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এই ভাগীরথীতীরে মহৎ ব্যক্তির দেবালয়ে দেবসেবা করিলে  
ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল হইবে ইহা অবশ্য। ৩৬

গদাধর বলিয়াছিলেন মানস কর্ণে আমার ইচ্ছা নাই। পরন্তু  
দেবীর মনিসুতার অলঙ্কার বহুতর আছে। সেহে সকল রত্ন রক্ষা  
অতি কষ্টের। বিশেষতঃ আমার মত লোকের রত্নরক্ষা কখনও সম্ভব  
হয় না। ৩৭।৫৮

গদাধর এইরূপ বলিলে স্বপ্নে পুনর্বার বলিয়াছিলেন। চিত্রদ্বীর  
অলঙ্কারাদি ভব্য রত্নগার্বে আপনাদের কোনরূপ চিন্তার কারণ নাই।  
আপনাদের কৃপায় আমার রত্নরক্ষা বিষয়ে নৃশক্তি সর্বদা বিচ্যমান  
আছে। আপনি কর্ণে লিখু হইলে আমাদের অতিশয় আনন্দ  
হইবে। ৩৯।৪০

হৃদয়াৎপ্ৰযাথ্যন্তচ্ছ্রুত্বা বাণ্যবিসারদঃ ।

প্রোবাচ হৃদয়ং প্রেম্ণা চেদেবং সম্মতির্মম ॥ ৪১

সর্ব্বদাত্ত যদি স্থিত্বা ভগদম্বাবনং মহত্ ।

রতিশ্যসি তদা বাধা নাশ্চি মে কার্য্যসাধনে ॥ ৪২

হৃদয়াগমনচ্ছাত্র কৰ্ম্মণ্যঃ প্রাপ্তি কাম্যয়া ।

অন্ত স্তন্মাতুলবধঃ শ্রুত্বা স নন্দিতোঃমবত্ ॥ ৪৩

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

ততো মথুরানাথস্তু সশ্রদ্ধং সমুপস্থিতং ।  
গদাধরং দেবদেবী বেষকাখ্যং ন্যযোজয়ন্ ॥ ৪৪  
তদ্দিনাবধি তত্রায়ং বাজ্ঞ্যাকল্পতরুঃ স্বয়ং ।  
ভক্তাভ্যোঃ পূরণার্থং ভবতারিণী মন্দিরে ॥ ৪৫

On seeing the eagerness of Hriday to take up a job, Gadadhar said, "If you take the charge of the safe keeping of the ornaments I have no objection to do the job." Hriday came to Dakshineswar on the look-out for a job. So he was glad that Gadadhar agreed. Soon Mathuranath appointed Gadadhar to do the dress work of the gods. ॥ 41 to 45 ॥

বদান্তবাদ :-

বাক্য কুশল ঠাকুর হৃদয়ের এইরূপ আগ্রহযুক্ত বাক্য শুনিয়া ব্রহ্মের সহিত হৃদয়কে বলিয়াছিলেন। যদি এরূপ ভাবে কর্ম করিতে হয় তাহাতে আমার সম্মতি আছে। ৪১

যদি তুমি দক্ষিণেশ্বরে সর্বদা থাকিয়া দেবতার বহু মূল্য রত্না লঙ্কারাদি রক্ষা কর তবে কর্ম করিতে কোন বাধা নাই। ৪২

হৃদয়ের কর্ম লাভের জন্যই দক্ষিণেশ্বরে আগমন। অতএব মাতুলের সেইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৪৩

অতঃপর গদাধর মথুরানাথের নিকটে উপস্থিত হইলে মথুরানাথ গদাধরকে দেবদেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৪

সেইদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ভক্তগণের বাহা পূরণার্থে ভবতারিণী মন্দিরে। ৪৫



মধ্যলীলায়া ঈর্ষ্য অঃ ।

সাত্বাদু গদাধর ইব বৈশ্বক্যৈর্ভবতুতী ।  
 হৃদয় স্তম্ভাতুলসযোঃ সাহায্যার্থং নিযোজিতঃ ॥ ৪৬  
 স্বেচ্ছা রামকুমারস্য তদেব পূর্ণতা গতা ।  
 কনিষ্ঠস্য কর্মযোগাত্ কিঞ্চিদ্দিত্তাগমাশ্রয়া ॥ ৪৭  
 নিষ্ঠাবত্যা রাসমণের্নাস্তি সেবাবিবৃদ্ধতা ।  
 শ্রীমভতারিণী দেব্যা যা সেবা তন্মহোৎসবে ॥ ৪৮  
 শ্রীমগোবিন্দস্য তদ্রূপং সেবাধিক্যং তদুৎসবে ।  
 দ্বিপঞ্চিদ্ভাদগম্যতে বর্ষে জন্মাষ্টমৌ তিথৌ ॥ ৪৯  
 শ্রীমগোবিন্দস্য তৎ কাল্যং বাহুল্যেন সমাপিতম্ ।  
 নন্দোৎসবে তৎ পটংগি সুহৃদ্বৈবমন্দিরে ॥ ৫০

Hriday was also appointed to assist his two uncles in performing their services. By this appointment of his younger brother and the consequent income Ramkumar's desire was fulfilled. Rani had no differential attitude in rendering services to the gods of the temples. The services in the festival of Sri Govinda were rendered in the same scale as in the festival of Bhabatarini. In the Bengali year 1262, the grand Janmastami festival of Sri Govinda was duly performed. Next day in the Nandotsava festival when the spacious compound of the temples

॥ 46 to 50 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অয়ং গদাধর ভূম্য গদাধর বৈশ্বক্যো গদে প্রতিষ্ঠিত ইহেয়াহিলেন

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ।

এরং হনুয়রাম ও ঘোষ্ঠ কনিষ্ঠ মাতৃগৃহের সাহায্যার্থে দেব সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৪৬

কনিষ্ঠের কর্মলিপ্ত ও উজ্জ্বল কিছু অর্থাগন জনিত রামকুমারের মনকামনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৪৭

নিষ্ঠাবতী মহারাণীর দেব সেবা সম্বন্ধে কোনরূপ বৈষম্য ছিলনা ভবতারিণী কালিকার মহোৎসব সময়ে যেরূপ বিশেষ পূজা হইত সেইরূপ রাধাগোবিন্দের মহোৎসব বিশেষ ভাবে হইত। বাংলা সন ১২৬২ সালে অশ্বাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বিশেষ ভাবে সমাপ্ত হইলে তৎ পর দিবসে হুবহু দেবালয়ের প্রাঙ্গনে।

৪৮।৪৯।৫০

গীত নৃত্যাদিবাদিত্তে হরি সঙ্কীর্তনাদিনা।

দক্ষিণেশ্বর পল্লী সা গোকুলীন সমাভবৎ ॥ ৫১

হরিদ্রা দধি মৈত্রাদিঃ সৈবন্য পরস্পর'।

দেবোদ্যান' প্রাঙ্গনস্ত তথা ভাগীরথী তট' ॥ ৫২

অমুহরিদ্রাতৈলাদি সিত ভাগীরথী জলম্।

সর্বত্র পীত বর্ণাভ' বিচ্ছিন্ন' দেবতাঙ্কন' ॥ ৫৩

মন্ড্যায় গোবিন্দ পূজা মধ্যাহ্ন ভোগমুত্তমম্।

দত্বা নাম্না সৈবন্য পূজকী ব্রাহ্মণ্যোত্তমঃ ॥ ৫৪

শ্রীরাধা গয়নে স্যম্য ততী গোবিন্দ বিদহ'।

নীত্বা গণ্ডান্ সতৈবত্বান্ শতলগান্ পয়ি পাদযোঃ ॥ ৫৫

was resounded with dance, song and music the village of Dakshineswar appeared to have been transformed into Gokul at the appearance

মধ্যলীলায়াঃ ২য় অঃ।

of Sri Krishna in the palace of Nanda. Due to throwing of yellow paste, oil and curd at one another the temple compound and the garden were all yellow and slippery. The bank as well as the water of the Ganges turned yellow. After performing mid-day worship, Kshetranath, the priest of Sri Govinda, took Sri Radha to her bed. Then as he was carrying Sri Govinda, he slipped on the oily floor. ॥ 51 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

নৃত্য গীত বাধ্য হরিসকীর্তনানিতে দক্ষিণেশ্বরের পরী গোবুলে  
ঐকৃষ্ণের আবির্ভাবের সদৃশ নন্দগোপের গৃহের মত হইয়াছিল। ৫১

হরিজ্ঞা দধি ও তৈলাদির পরম্পর পরম্পরের প্রতি ক্ষেপন বশতঃ  
দক্ষিণেশ্বরের বাগান মন্দির প্রাঙ্গন গঙ্গার জল ও গঙ্গার তীর ভূমি  
প্রভৃতি সর্বত্র স্নিগ্ধ ও দেবালয় বিশেষ ভাবে গিচ্ছিল হইয়াছিল।

৫২/৫৩

ক্ষেত্রনাথ নামক অত্যন্ত পূজক ভ্রাতৃপুত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের  
পূজা শেষ করিয়া মধ্যাহ্নে ভোগ দিয়া শ্রীমতী রাধাকে শয়ন দিয়া  
তৎপরে শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহকে দুইটি হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্বক যথা  
রীতি বক্ষে লইয়া পূজাস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গন  
পূর্বরূপে গিচ্ছিল বশতঃ পদাঙ্গলন হইয়া। ৫৪/৫৫

শ্রীগোবিন্দো হস্তাভ্যুতঃ পতিতো ধরণীমন্তে।

প্রাসাদাতো বিশেষণ পতিতঃ পূজকোহপি চ। ৫৬

মধ্যলীলায়া ঋত্ব জঃ ।

তদা সঙ্কীৰ্ত্তনরবঃ সহসা ক্লান্ততাং গতঃ ।  
 দ্রুতং তত্রাগতৈঃ সৰ্ব্বৈঃ জ্ঞানৈঃ সুপরিস্ফুটৈঃ ॥ ৫৩  
 শ্রীগোবিন্দস্য চরণং দক্ষিণং ভগ্নতাং গতং ।  
 মহান্ কীলাহ্ননো জাতো গোবিন্দ পাদভঙ্গতঃ ॥ ৫৪  
 মথুরস্ব্যাক্তনাদাশ্চ রাজ্ঞাঃ ক্রন্দনমব্যতনৈঃ ।  
 হাহারবো মহানাসী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৫৫  
 অর্থপ্রাপ্ত্যর্থত্যাগ বিধেয়স্য বিনিশ্চয়ে ।  
 শীঘ্রং মহানগর্যাশ্চ বৈধপত্যং সৃষ্টহীতম্ ॥ ৫৬

Sri Govinda fell from his hands. The priest also was wounded. Instantly the song and the dance stopped; and the people rushed to the spot and found that the right leg of Sri Govinda was broken. Shouts of lamentation spread all around. Mathuranath and Rani had no end of their tears. At once religious instructions as to what should be done were obtained from the pandits of the city. ॥ 56 to 60 ॥

বদান্তবাদ —:

বিগ্রহের সহিত কেন্দ্রনাথ পতিত হইলে হস্তচূড় হইয়া  
 ত্রীগোবিন্দ বিগ্রহও পতিত হইলেন পূজক আশ্রয় অত্যন্ত আশঙ্ক  
 প্রাপ্ত হইয়া মুগ্ধিত হইয়াছিলেন । ৫৩

তৎক্ষণ ঘটনা হইয়া নান্য হঠাৎ সঙ্কীৰ্ত্তনাদি সন্যস্ত বন্ধ হইয়াছিল ।  
 মন্দিরস্থ জন সমূহ ঘটনাবলে অত্যন্ত বেগে আগমন করিয়া  
 ত্রীগোবিন্দের ভান পাতি হইতেও বিচলিত হইয়াছে দেখিয়াছিল

મધ્યલીલાયાં ઈર્થ અઃ ।

મથુરાનાથેર આરંભાદે રાગેર રામચરિત્ર જન્મન ક્ષનિતે—  
મક્રિગેત્રરેર મગિરે અતિચર હાશકાર ક્ષનિ ઉચિત હરેયાહિન । ૬૦

એમત અવધાય કિ કરા કરવા રેશર નિષ્ઠચેર ક્ષના રાગેર અર્થ  
પ્રાપ્ત્યા રમતઃ ઉત્કળાં કલિકાતા મશનગરો હરેતે વિધિગત  
આનીત હરેયાહિન । ૬૦

સર્વઃ પશ્ચિત વયં સુદૈક મત્યેન ભાપિતં ।  
ગદ્ગામધ્યે વિનિઃસિપ્ય મમ્ન યોવિન્દ વિપ્રહઃ ॥ ૬૧  
અત્રાન્ય વિપ્રહઃ કયિત્ પ્રતિષ્ઠાપ્યો યથાવિધિ ।  
દૃષ્ટૈવં પશ્ચિત મતં મથુરાનાથ સેવકઃ ॥ ૬૨  
ક્ષયાર્યં નવ યોવિન્દ મૂર્તેંદિત્તાં દુરત્યયાં ।  
પ્રાપ્ય તત્ત્વણ એવેકં મૃત્યં પ્રેરિતવાન્ સ્વયં ॥ ૬૩  
કાલેઽક્ષિન્ મથુરાનાથ મનસૌદં સમુત્થિતં ।  
અત્રાસ્તિ ભગવત્તુલ્યો દિવ્યભાવો ગદાધરઃ ॥ ૬૪  
ન સ પૃષ્ઠો મયા કિંચિદસ્યાં ગુરુ પરિસ્થિતૌ ।  
વિપ્રહઃકરણે ભગ્ને મન્દિરે વહુ દૂરતઃ ॥ ૬૫

All the great pandits unanimously advised replacement of the broken image by another and throwing it into the water of the Gangas. Mathuranath sent one of his servants on the look-out for another image. Then it struck him that he had not asked any advice of Gadadhar in this grave situation. People had come from very far off places to discuss about this sad accident. But Gadadhar was not seen by him. ॥ 61 to 65 ॥

মধ্যলীলার্য ইয়: অঃ।

বন্ধানুবাদ :-

বিধি পত্রে সকল পণ্ডিতই একবাক্যে বলিয়াছেন যে ভগ্ন গোবিন্দ গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়া অন্য একটি নূতন গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া যথাযাজ্ঞ প্রতিষ্ঠা কর্তব্য। মথুরা নাথ পণ্ডিত গণের এইরূপ মত শুনিয়া পুনর্বার অন্য একটি গোবিন্দ মূর্তি সংগ্রহের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ একটি ভৃত্যকে গোবিন্দ বিগ্রহের অহ্নস্কানের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ৬১৬২১৬৩

এমত সময়ে মথুরা নাথের মনে হইল এখানে দিব্যস্তাব সম্পন্ন ভগবন্তুল্য কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য বিদ্যমান আছেন এইরূপ একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিলেও তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। মন্দিরে বিগ্রহের চরণ ভগ্ন হইলে ধর্মপ্রাণ জনগণ বহুদূর হইতে। ৬৪১৬৫

ধর্মী প্রাণা জনাঃ সর্ব্বং'প্যত্নাগত্যাতি দু:খিতাঃ ।  
 যুক্তিতর্কঃ' সমাকীর্ণ' দ্বিগ্নেশ্বর পতর্ণ' ॥ ৬৬  
 কিস্বিন্ন ন সমায়াতো মহাপ্রানৌ গদাধরঃ ।  
 एष' मथुरानाथस्य चिन्तमान्दोनिर्त' तदा ॥ ६७  
 तथा पूर्वं प्रतिष्ठित भग्न गोविन्द विग्रह' ।  
 गङ्गा गर्भे विनिःस्रेतु मिच्छा तस्य न जायते ॥ ६८  
 दुषिन्तया शङ्कया च व्यथया पीड़ितान्तरঃ ।  
 विद्युद्यৌ मथुरानाथৌ राज्ञाः माविध्यमागतः ॥ ६९  
 मातन्মুখ্য' नमस्यामि गृणु मे परम' वचः ।  
 सट्टे'स्मिन् महाघोरे वेशकारि महात्मनः ॥ ৭০

Mathuranath had not the heart to throw the broken image of Sri Govinda into the water of

the Ganges. With a mind agitated by anxiety fear and sorrow he came to Rani and said, "In this grave situation I have not yet asked for the opinion of the brahmin who is in charge of the dress work of the images of the temples. I don't find any harm in consulting him." || 66 to 70 ||

বঙ্গানুবাদ :—

এইস্থানে আসিয়া হুঃখিত হইয়া নানা প্রকার যুক্তি ওর্কদ্বারা পক্ষিগেথর পক্ষীর চতুর্দিকে চিন্তাঘটিত হইয়াছেন । ৬৬

কিন্তু ঘটনাতলে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য আসেন নাই । এইরূপ ভাবে সেই সময় মথুরা নাথের মন চঞ্চল হইয়াছিল । ৬৭

এক পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন গোবিন্দ বিগ্রহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা আমাদের নাই । ৬৮

এইরূপ ভয়ে হুঃখে হুঃখিত্যয় পীড়িতাস্তকঃরণ বিক্লক মথুরা-নাথ মহারানীর নিকটে যাইয়াছিলেন । ৬৯

বলিলেন, হে মাতঃ আপনাকে নমস্কার করি । আমার একটি কথা শুনুন । এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট সময়ে বেসকারী মহারানী কনিষ্ঠ ভট্টাচার্যের । ৭০

মতৌ জিহ্মাসিতায়াং নঃ কা ছানি স্ত্রাণ জায়তী ।

বান্ধ্যাপ্যুক্তমধুনৈব গত্বা তং পুচ্ছ যজ্ঞতঃ ॥ ৩১

প্রাপ্যাত্মা মথুরানাথঃ শ্রীগদাধরং দৃষ্ট্যে ।

গত্বা পশ্চবতী মধ্যৈ স্বগৃহাভ্যন্তরে স্থিতং ॥ ৩২

भावभावित भावेश भाधनासुविभावित ।

भावाविष्टं तथालोक्य तदैव श्रीगदाधरं ॥ ३३

মধ্যসীলার্য ঋত্ব অঃ ।

ধাওয়ামাস তদার্তা গোবিন্দ পাদ ভক্তজা ।  
পণ্ডিত প্রধরাণাশ্র বিধান শাস্ত্র সম্মতম্ ॥ ৮৪  
ভবতঃ কিং মতস্তত্র প্রকটী কুরু পাবন ।  
শ্রুত্বৈব তত্ক্ষণাদতং মাধুকেন সদুত্তর ॥ ৮৫

Rani agreed with him. Mathuranath went to Panchavati to meet Gadadhar. There he found Gadadhar absorbed in deep thought. He duly informed Gadadhar of the incident and also the instructions of the pandits, and solicited the favour of his opinion. At once Gadadhar replied.  
॥ 71 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মত জিজ্ঞাসা করিলে তাহাতে আমাদের কতি কি ? রানী বলিয়াছিলেন এখনই তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর । ৭১

মথুরানাথ রানীর অমুমতি পাইয়া কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য গদাধরের দর্শনার্থে ঠাকুরের পক্ষপাতি মধ্যে নিজ গৃহে ভক্তিলভ্য ভগবানের ভাবনা দ্বারা বিভাবিত ভাবাবিষ্ট গদাধরকে দর্শন করিয়া এখনই গোবিন্দের পদ ভয়ের বার্তা এবং এজন্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সমূহের শাস্ত্র সম্মত তাহাদের বিধান বলিয়াছিলেন । ৭২ ৭৩ ৭৪

এবং বলিলেন হে জগৎ পবিত্রকারী ভগবান আপনার এবিষয়ে মত কি তাহা প্রকাশ করিয়া অন্যদিগকে কৃতার্থ করুন । ভাবুক গদাধর এইরূপ শুনিবা মাত্র উৎকণ্ঠা উঠর দিয়াছিলেন । ৭৫



রাজ্ঞা জামাতৃষু গাত্রে কস্যচিৎ পাদে ভগ্নতঃ ।  
 কিং সদীয়স্য পাদস্য চিকিত্সাং ন বিধায়তি ॥ ৩৬  
 অথবা তং পরিত্যজ্য নূতনং ধরয়িষ্যতি ।  
 তদ্রূপায়াপি সা বার্তা সুহৃদা শাস্ত্রসম্মতা ॥ ৩৭  
 ভগ্নপাদে সুসম্ব্যক্তং ত্বয়স্যাং কুহ যদ্রতঃ ।  
 পূৰ্ব্বতুহ্যো ভবেদেবঃ সুসংহিত যদে সতিঃ ॥ ৩৮  
 যত্নে তে যাটুগী পূজা বিপ্রহস্য তদালম্বিকা ।  
 পূজা নিত্যং প্রচলতু ন ত্বাগৌ বিদুষ্যাম্যতঃ ॥ ৩৯  
 যবং তেজো হুত যবঃ স্যদমশ্রান্তমুত্তরং ।  
 শ্রুত্বা শ্রীমথুরানাথঃ পরং বিস্ময়মানস্বজান্ ॥ ৪০

"If one of the sons-in-law of Rani happens to break his leg, will not Rani arrange for his medical treatment or will she bring in a new son-in-law to replace the broken one? This is a similar case. You arrange for repairs to the broken image. It will be as good as the original, and its worship will continue as usual. It should not be discarded." Mathuranath was greatly astonished to hear this reply which was so forceful, straight, clear and infallible. ॥ 76 to 80 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

দেখ রাণীর জামাতাগণের মধ্যে যদি কাহারও পদ ভাঙিয়া যায় ।  
 তবে কি সেই পায়ের চিকিৎসা করাইবে না অথবা সেই জামাতাকে  
 পরিত্যাগপূর্বক একটি নূতন জামাতাকে বরণ করিবেন । সেইরূপ  
 এম্বলেও শাস্ত্র সম্মত মূর্ত্ত সিন্ধাস্ত । ৭৬৭৭

মণ্ডলীনায়া' ৪র্থ অঃ ।

বিগ্রহের ভগ্ন চরণটি যাহাতে পূর্বের মত হয় সেইরূপ ভাবে সজ্জিত হইলে বা ছোড়া লাগিলে দেবতা পূর্বের মতই হইবেন । ৭৮  
উপস্থিত দেবতার উদ্দেশে যে ভাবে পূজা চলিতেছে সেই ভাবেই হউক । বিগ্রহ পরিত্যাগ করা উচিত নয় । ৭৯

এইরূপ স্মৃষ্টি তেজোদৃষ্ট অজান্ত প্রতাপের বাক্য শ্রবণ করিয়া মথুরানাথ আশ্চর্য্যবিত্ত হইয়াছিলেন । ৮০

অলৌকিক জনস্বাস্থ্যাদৃ গোবিন্দ বিষয়ঃ স্বয়ং ।

অস্বৈবোক্তরূপা যো যাত্নেনৈব প্রকটী কৃতা ॥ ৮১

এব' মৌমা সাব্যাক্ষ্যেন রাজ্ঞী মথুর্য্যোস্তদা ।

হৃদয়াভ্যন্তরে'পূর্ব্ব আনন্দঃ সুপ্রবাহিতঃ ।

এক বা'য়েন তন্নস্যা জনাঃ সর্ব্ব' গদাধর' ।

অমর্ত্ত' দেবতা' মত্বা ধন্যবাদ' দদুস্তদা ॥ ৮২

ভগ্নপাদ স'স্কারার্থ' রাজ্ঞী চিন্তান্বিতা যদা ।

তদা মথুরানাথেন রাজ্যদু'ক্তা মা ভয়' ক্লুপ ॥ ৮৩

যৌ'নী বিধানদাতা তু স এব' স'স্কারিষ্যতি ।

তদা গদাধরেনৈব গোবিন্দ বিষয়স্য তু ॥

Mathuranath felt that Sri Govinda himself had given out his own message through the mouth of Gadadhar. This decision of Gadadhar brought great satisfaction and joy to Rani and Mathuranath, and all those who heard it regarded Gadadhar as a God and highly thanked him. When Rani became worried with the thought of repair work, Mathuranath assured her that the adviser himself would carry out the work.

বদন্তুতান :-

এবং বলিরাহিলেন স্বয়ং গোবিন্দ বিগ্রহই এই ভগবানের সনু  
ব্যক্তির মুখারবিন্দ হইতে এই প্রেমের উত্তর ইহাকে লক্ষ্য করিয়া  
প্রকাশ করিলেন । ৮১

এই প্রকার মীমাংসা বাক্য দ্বারা রানী 'এবং' মধুরানাথের হৃদয়  
মধ্যে অপরূপ আনন্দ প্রবাহিত হইয়াছিল । ৮২

এবং দক্ষিণেশ্বর নিবাসী জনগণ ঠাকুরকে বৈবুষ্ঠের ভগবান বলে  
জান করিয়া সকলে একবাক্যে বক্তবাদ দিয়াছিলেন । ৮৩

রানী গোবিন্দের ভগ্নাপদের সংস্কারের জন্য চিন্তাধিতা হইলে  
মধুরানাথ রানীকে বলিরাহিলেন ভয়ের কারণ নাই । ৮৪

যে মহাপুরুষ বিধান দিয়াছেন তিনি সংস্কার করিবেন ।  
পরে ঠাকুর গোবিন্দের ভগ্ন চরণটি এইরূপভাবে জোড়া লাগাইয়া-  
ছিলেন যেন অভগ্ন সনু হইয়াছিল । ৮৫ । ৮৬

ভগ্ন পাদস্য সন্ধানমভগ্নসাহসং কৃতং ।

তদ্বিমাশ্রয়ী শ্রীরাধাগোবিন্দ পূজকৌশলমত্ ॥ ৮৬

গদাধরঃ শ্রীমদ্যৌ বেগকারি পদে ব্রতী ।

এবং কৰ্ম্মণি নিহী তৌ পরমাং সুদমাপনু ॥ ৮৭

তস একস্মিন্দিবসে শ্রীগদাধর সাধকঃ ।

দংগমদ্বাবিদ্যা মুক্তির্দর্শনস্য কুণ্ডলনাৎ ॥ ৮৮

যদা হ নমস্ গত্বা ততঃ প্রত্যাগতৌ যদা ।

পথি কথিতু সুসম্ভ্রাম্তৌ রাজতুল্যৌ মহাধনৌ ॥ ৮৯

সাধক পূজকং দৃষ্টা কৌতূহল সমুত্থিতঃ ।

পৃষ্টবান্ কিং রামাণে গোবিন্দৌ ভগ্নবিবদঃ । ৯০

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

Then Gadadhar carried out the repairs and restored the original condition of the image. From that day onwards Gadadhar was appointed as the worshipper of Sri Radha Govinda, and Hriday as the dresser. At this both of them were very glad to be so engaged in the holy services, Once Gadadhar had been to Baranagar to see the images of ten Mahavidya, i.e, ten different manifestations of the Mother of the universe. On his way back ■ certain rich man asked him, "Is Rasmoni's Govinda a broken image ?" ॥ 86 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

সেইদিন হইতেই ঠাকুর রাধা গোবিন্দের পূজক হইয়াছিলেন এবং হৃদয়রাম বিগ্রহ সকলের বেশকারীর পদে ব্রতী হইয়াছিলেন । এইরূপ ভাবে গদাধর ও হৃদয় ইহারা দুইজনে কৰ্ম্মলিপ্ত হইয়া উভয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন । ৮৭

তৎপরে একদিন সাধক গদাধর কোতুহল বশতঃ দশমহাবিচার স্মৃতি দেখিবার জগু বরাহনগরে গিয়াছিলেন । এবং বরাহনগর হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথি মধ্যে কোন একটি রাজতুল্য সন্ধ্যাত্ত খনী ব্যক্তি রাণী রাসমনির গোবিন্দের পূজক গদাধরকে দেখিয়া কোতুহল পূৰ্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাণী রাসমনির গোবিন্দ বিগ্রহ কি ভায়া বিগ্রহ ? ৮৮৮৯১০

सद्यः प्रत्युत्तरं दत्तं साधकेन सयुक्तिम् ।

भयता मन्दबुद्धित्वादेवमत्र प्रजल्पितं । ८९

মধ্যলীলায়াং ঋত্ব অঃ।

অখণ্ড মণ্ডলাকারী বিগ্রহো ভগ্নবিগ্রহঃ।

এঃমন্ত্র প্রলাপোঃ্যং ন পঙ্কিত বচস্বিত্বিতি ॥ ৫২

ধৃত্বৈষং স মহামানী চমৎকার প্রদোত্তরং।

তত্ পাদৌ শিরসা চুত্বা ক্রপামিচ্ছা চকার চ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তি তীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত  
পারমহংসা সংহিতায়াং গদাধরস্য শিব পূজনং বৈশ্বকর্মে প্রদর্শন-  
গোবিন্দ সেবাদি রূপে মধ্যলীলায়াং চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ॥

At once Gadadhar replied, "It is certainly due to your ignorance that you think so. Govinda is an undivided whole. How can his image be broken. The wise can never think so." On hearing this wonderful reply that rich man fell at his feet and begged his forgiveness.

Here ends the fourth chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written by Sri Bhaktitirtha narrating Gadadhar's worship of Siva acceptance of the job of a dresser, and services to Govinda.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইকথা শুনিয়া সাধক গদাধর তৎক্ষণাৎ মুক্তির সহিত প্রহ্লাদর  
দিয়াছিলেন যে আপনি বুদ্ধিশূন্য বশতঃ এইরূপ বলিতেছেন অথও  
মণ্ডলাকার গোবিন্দ বিগ্রহের কি ভায়া বিগ্রহ হয় ? এইরূপ ভায়া  
অজ্ঞদিগেরই হয় পণ্ডিতগণ অর্থাৎ জ্ঞানীগণ এই ব্রকম বলেন নাই।

মধ্যলীলায়াং ৪র্থ অঃ ।

সেই সন্ধ্যাস্ত অম্বিদার এইরূপ চমৎকারপ্রদ উত্তর শুনিয়া ঠাদুরের হুইটি পাদ পদ্ম মন্তকে ধারণ পূর্বক তাঁহার নিকটে কৃপাভিক্ষা করিয়াছিলেন । ৯৩

এই মঃ ৮র্থ অধ্যায়ে গদাধরের নিবনুজা বেশকারি পদে ভ্রাতী হওয়া এবং রাধাগোবিন্দের পূজক পন গ্রহণাদি বলা হইল । মঃ ৪

মধ্যলীলায়াঃ পঞ্চমোऽধ্যায়ঃ ।

যদা গদাধরঃ সাচ্চাদ্গদাধরসমৌ মহান্ ।  
 শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবামকরোদ্ধতিভাবতঃ ॥ ১  
 রাক্ষস গতা তস্য পূজাং স'দ্রষ্টুং দেবমন্দিরে ।  
 অসমোহ'সাধকানাং ঘহনাং দেবতার্চনম্ ॥ ২  
 দৃষ্টা সুশিখিতা রাক্ষৌ দেবতানাং সমর্চনে ।  
 ক্রিত্ত্বন্ন সাধক পূজাং দৃষ্টা ঘাকশূন্যতাং গতা ॥ ৩  
 পূজাকালে পূজকস্য তীজোদ্যোত কলিবরাৎ ।  
 উদ্গম্য সুমহত্তেজো গোবিন্দে সমলীয়ত ॥ ৪  
 দৃষ্টে বন্তাং তদা রাক্ষৌ মনস্যেতদচিন্তয়ত্ ।  
 সাচ্চাদ্গুণ্যদেবোঃ পূজ্যং হুত্বা মানুষ্যবিঘ্নহ' ॥ ৫

When Gadadhar was performing his worship of Sri Radha Govinda, Rani came into the temple to see his performance, Rani had seen the worship by many able and learned worshippers and thus acquired much knowledge in the manner and method of worship. But she became spell bound to see the worship performed by Gadadhar. She saw Gadadhar emitting a fiery bri-

মধ্যলীলার ৫ম অঃ।

lliance from his body into the image of Govinda  
On seeing this Rani felt that Gadadhar was God  
Himself in the shape of a man. ॥ 1 to 5 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার পঞ্চম অধ্যায় বলা হইতেছে।

যে সময় সাক্ষাৎ গদাধরের মত মহাত্মা গদাধর ভক্তি ভাবে  
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতে ছিলেন সে সময়ে রাণী রাসমণি  
গোবিন্দ মন্দিরে গদাধরের পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাণী  
রাসমণির বড় বড় বহু সাধক সমূহের পূজা দেখিয়া সেবতাগণের  
পূজার বিশেষ ভাবে শিক্ষিতা হইয়া ছিলেন কিন্তু এই গোবিন্দ—  
মন্দিরে সাধক গদাধরের পূজা দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন। ১।২।৩

পূজার সময় পূজক গদাধরের তেজ পূজ কলেবর হইতে একটি  
মহান জ্যোতি উদগত হইয়া গোবিন্দ বিগ্রহে পতিত হইতেছে। ৪

এইরূপ দেখিয়া সেই মহারাণী মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন।  
এই পূজক কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব মহুশ্য সৃষ্টি পরিগ্রহ পূর্বক। ৫

মার্গতল্লোকমুপাশ্রিত্য পূজাকার্য্য কৰোতি হি।

জগদ্বাসি পূজকেণু কদাপি হৃৎ ন সম্ভবেৎ ॥ ৬

যদ্যস্মৈ সবিধে কল্পিত স্থিত্বা বাচ সুদিবীত।

তন্ময়ত্বান্নজানাসি গমনা-গমনেষ্যি বা ॥ ৭

অসাক্ষ্য দেবতায়াদারাধনা কার্য্য কারকাৎ।

ততোঃ কৌণ্ডি নাস্ত্যন্যৌমন্দিরাম্যন্তরে তদা ॥ ৮

অস্যাৎমুত পূজকস্য পূজার্য্যস্বীতমোত্তম।

প্রাণারাম সুকণ্ঠেন মধুর গানমুত্তম ॥ ৯

সুকণ্ঠ নিমৃত গান বারমেধ শ্রুত যদি।

পুণ্যবতা জননৈব জীবিতো নাস্তি বিস্মৃতিঃ ॥ ১০

মণ্ডলোলায়া ধ্রু অঃ ।

He had descended to the Earth and was performing the worship which was not possible for any human being. As he was lost in his divine mood, he could not hear any body speaking to him nor could know who came in and who went out. At that time the presence of any body other than the worshipper and the worshipped was not felt. He who had heard his sweet song would never forget it in his life. After hearing his sweet song and seeing his wonderful worship Rani returned home with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ :-

এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পূজা কার্য্য করিতেছেন। কারণ এরূপ পূজা জগৎধামী পূজকগণের মধ্যে কোন পূজকের এরূপ করা সম্ভব হয়না। ৬

যদি পূজকের নিকটে কোন লোক আসিয়া কথা বলে—পূজক তৎক্ষণাৎ বশতঃ সেই সকল কথা বা সেখানে কে আসিল কে যাইল কিছুই জানিতে পারিতেন না। ৭

সেই সময় মন্দির মধ্যে আরাধ্য দেবতা এবং আরাধনাকারী পূজক ভিন্ন তৃতীয় কেহ ছিল না। ৮

এইরূপ আশ্চর্য্য পূজকের অত্যন্তম পূজা এবং তৎসহ মধুর কণ্ঠে প্রাণারাম গান যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তি জীবনে একবার শ্রবণ করেন তবে তিনি কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ১০



मध्यलोलायां श्रम आः ।

अभूत पूर्वाच्च कं देवपूजां दृष्ट्वातिरम्यां मधुरां सुगीतिं ।

श्रुत्वाैव राज्ञो स चमत्कृता सती ह्यानन्दमग्ना स्वगृहं प्रधाता ॥ ११

परन्तु मा जानं विपश्यंगीहतः प्रायेण तत्कृतं पूजकस्य ।

दृष्ट्वा सुपूजां मधुकण्ठगीतिं श्रोतुं प्राप्ता निज देवमन्दिरं ॥ १२

धन्याद्य मे मन्दिरं सुपतिष्ठा धन्याहमद्याच्च कं सन्नियोगात् ।

धन्याद्य पृथ्वी भगवत् प्रसादात् धन्यातिधन्या महतोऽस्य पूजा ॥ १३

उवाचैव श्रीहृदयस्तदा तन्नाव भावितः ।

ठाकुरस्य हि पूज्यं सर्वेषां प्रीतिदायिका ॥ १४

दृष्टिमात्रेण सुग्धा वे नरनारीजना स्तदा ।

तथा पुजावकाशे च मधुरस्वर गीतितः ॥ १५

आत्मविस्मृत भावोऽयं न सुखाप्यसि गोधरः ।

नेयं पूजा पूजकस्य स्वरूपेन व्यवस्थितिः ॥ १६

Now Rani would often come to her temples in Dakshineswar from her palace in Janbazar to see the worship and hear the song of the new priest, Gadadhar. "Foundation of my temples has been well done. I also feel my self blessed due to my being so near to this uncommon worshipper. Earth has also become blessed by the grace of God. Above all the holy services of this great worshipper deserve all merits and praise." It was also said by Hridayram that it was the loss of all sense of duality between the worshipper and the worshipped that made his worship so very charming. ॥ 12 to 16 ॥

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

বদান্তবাদ :—

কখনও যাহা হয় নাই বা হইবে না এইরূপ অত্যশ্চর্যা দেবপূজা দেখিয়া এবং গান শুনিয়া রাণী আনন্দ ও আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া নিম্ন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । ১১

পরন্তু রাণী ব্রাহ্মগৃহ হইতে প্রায়ই নূতন পুষ্পকের পূজা ও সুমধুর কণ্ঠের গান শুনিবার জন্য নিম্নে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া এইরূপ ভাবিতেন । ১২

আমি আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা সার্থক । এতাদৃশ সাধকের সান্নিধ্য বশতঃ আমি ধন্য । অতঃপর ভগবানের প্রকাশ বশতঃ পৃথিবী ধন্যা । এবং এই মহতের পূজা ভগবদ্ভাবে ভাবিত । জনন্যরাম ও বলিতেন ঠাকুরের পূজা সাধারণের ঐতিহ্য সম্পাদন করেন । ১৩-১৪

পুষ্পক গদাধরের পূজাদর্শন ও মধুর কণ্ঠের গান শ্রবণ মাজে নরনারী সকল মুগ্ধ হইয়া পড়েন । ১৫

এবং পূজার পর মধুর স্বরে গানের সহিত এরূপ আত্ম বিম্বুতি ভাব অতঃকোন পূজকে দেবা যায় না । পুষ্পকের এই পূজা পূজা নয় ইহা য স্বরূপে অবস্থান মাত্র । ১৬

যদা গতো রামকৃষ্ণাৎ পণ্ডিতী দেবালয়ে সম্মলমুদ্রাধী সূচীঃ ।

তদাস্য সাংগারিক বিন্ধ্যভীষণা মাগীয্যোত্তীরা সমাধ্যাৎগতা ॥ ১০

কিন্ত্বিত্য সাধীষ নিজানুজ্ঞাতো কল্গিত্য ধিন্মা মনসি প্রজ্ঞাতা ।

হৃদ্যানুশ্লিষ্যন্ত বিরাগ ভাষাত্ স'মার দীপ্যন্ত য ন সারহৃদি ॥ ১৮

এব' মদৌদাস্যকমভ্যশুভ বিন্ধ্যস্য চান্দ্রস্য মতীষ লান' ।

সুচীষ্য বিন্ধ্যাস্যদ স্মারভাষ্যঃ সুনন্দিতম্ভো ন তদাস্যম্ভাষ্যঃ ॥ ১৫

মদ্যপি গম্ভীর্য্যুৎসব্য বান্ধবঃ ৫৫৫ মমোশমস্বলোহ বিদ্যান্ ।

এব' তদামা পরিসংহিতাভূদ্যমাদন'পাণ্যনি দৌদৌগ্য' ॥ ২০

মধ্যলীলায়াং ১ম অঃ ।

যযসঃ পরিণামেন চৈবস্য শক্তিহাসতঃ ।

দেব সেবাবিধৌ রামকুমারোঽপদুতাং গতঃ ॥ ২১

From that day when Ramkumar entered the temples on the bank of the Ganga at Dakshinashwar and came into contact with such respectable personalities as Mathuranath and others, he got relief from financial stringency. But the indifference of his younger brother to worldly affairs caused great anxiety for him. On seeing however the profound regard of the Rani and Mathuranath towards Gadadhar he was much comforted with the thought that Gadadhar would step into his position after his death. ॥ 17 to 21 ॥

বঙ্গানুবাদ —:

সে সময় হইতে রামকুমার পণ্ডিত মক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে মধুরা নাথ প্রভৃতি সজ্জনগণের নিকট আসিয়া ছিলেন সেই সময় হইতেই গঙ্গাতীরে আশ্রয় বশতঃ আর্থিক কষ্ট নষ্ট হইয়াছিল। ১৭

কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের সদৃশে কর্তব্য চিন্তা মনো মধ্যে এইরূপ ভাবে উদ্ভিত হইয়াছিল যে, সর্বদা নিজের বাস সংসার অসার বুদ্ধি এবং সর্বদা উদাসীনতা দেখিয়া রামকুমার অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮

এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা বশতঃ সর্বদা গদাধরের দেব সেবা লক্ষ্য করিতেন এইরূপ ভাবে গদাধরের বৈরাগ্য ভাব দেখিয়াও— ১৯

মধুরানথি এবং রাণীর গদাধরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখিয়া আশা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। অর্থাৎ আবার অবর্ত্তমানে গদাধরই আমার আসন অলঙ্কৃত করিবে। ২০

मध्यनोन्नायं ५म अः ।

ततः म ग्रीष्मन्त्वनुजं गदाधरं पुराणशास्त्र स्मृति संहितादिकं ।

अध्यापयामास सुधीः यत्नतः श्रीब्रह्मसूत्रस्य च भाष्यसङ्घातं ॥ २२

अत्यल्पकालेन तु मर्त्यशास्त्राधीतात्परं तस्य गुरोर्व्यवस्था ।

मता यतोऽदीक्षित विप्रजतेः शस्त्रार्थनायामधिकारहानिः । २३

अतोऽत्र देवालय सन्निधौ स्थितात्पूर्वाभिषिक्तान्महतः सुपण्डितात् ।

सुधृत्तमाद्रामकुमार मन्त्रते गंदाधरस्यापि तयानुमोदनात् ॥ २४

केनाराम भट्टाचार्यं शक्तिमाधकं वर्यतः ।

गृहीत दोष्टो भगवानामोददाधरः स्वयं ॥ २५

दीक्षा काले तस्य गुरोः सकागे शिष्यस्य कर्णे जगदम्बिकायाः ।

मन्त्रे प्रविष्टे सहसा मणिष्यः समार्धिता गोभित विप्रहोऽभूत् ॥ २६

Due to old age when Ramkumar began to grow more and more weak to discharge his duties, he taught Gadadhar Purans, Smriti, Kavya and theology. After completing his studies, Gadadhar had to be initiated to Saktimantra to make himself fit for the worship of Sakti. So Gadadhar was initiated by Kenaram Bhattacharya, a friend of Ramkumar. At the time of initiation as soon as the mantra was uttered into the ear of Gadadhar, he lost all sense of physical reality.

॥ 22 to 26 ॥

মধ্যলীলায়া' ৫ম অঃ ।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহুতর শাস্ত্র অধ্যয়নের পর গদাধরের শক্তি পূজায় অধিকার হয় । ২৩

অতএব পূর্ণাভিষিক্ত সুগণ্ডিত রামকুমারের পরম বন্ধু গদাধরের ও অশ্রুমোদন বশতঃ সর্বোচ্চ শক্তি সাধক কেমারাম ভট্টাচার্য্যের নিকিট এই দক্ষিণেশ্বরে দেবোত্তানে স্বয়ং গদাধরভূগ্য গদাধর দীক্ষিত হইয়াছিলেন । ২৪।২৫

দীক্ষাকালে শিষ্যের কর্ণে শক্তি মন্ত্র প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ সেই শিষ্য নির্বিকল্প জমাধি শোভিত দেখ হইয়াছিলেন । ২৬

প্রাণস্য ঘায়োচ্চালনং নিবৃত্তং মন্ত্রেণ সার্বং মিলিতং স্বচিত্তং ।  
 এবং মহাভাবযুতনুশিষ্যং দৃষ্ট্বা চমৎকারযুতো গুরুর্ময়ং ॥ ২৩  
 তন্মস্তাকৈ ন্যস্তাহস্তৌ জগাদ লমস্ব বত্সাচিরমিটসিবি' ।  
 সমাধ্যবস্বং সুখবোধরূপমাশৌৰ্য্যচৌমির্দুহুমিঃ স্বশিষ্যং ॥ ২৪  
 সম্বোধ্য শিষ্যেন প্রদত্ত দ্রব্যং তয়া তদৌঘাং মহতৌষ পূজাং ।  
 সংগৃহ্যমার্গানুগতৌ মহাত্মা মন্ত্রপ্রদাতা যতশ্চান্ স্বগীহ' ॥ ২৫  
 জতঃপরং ন্তন দীক্ষিতস্ব দিব্যেন ভাবেন যুতস্য তস্য ।  
 পূজাং প্রহীতুং ভবতারিণীচ্ছা জাতা তদা চিন্ময় বিপ্রহস্য ॥ ২৬  
 তদেব মথুরানাথ স্তব্ধাগত্যোক্তবান্ স্বয়ং ।

‘শৃণু ভবীষ্ট ভদ্রাচার্য্য মদৌষং পরমং বচঃ ॥ ২৭

The preceptor was very much astonished to see this dormant condition of his disciple. He blessed Gadadhar and brought him back to life and consciousness. Thereafter Goddess Bhavatarini desired to be worshipped by Gadadhar who has attained divine power by his initiation to the cult of Sakti. Mathuranath came to Ramkumar and said. ॥ 27 to 31 ॥

মধ্যলীলায়াঃ ৫ম অঃ ।

বদান্তবাদঃ—

সেই সমাধির অবস্থায় প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া ছিল না। মন্ত্র ময় দেবতার সহিত চিত্ত মিলিত হইয়াছিল। এইরূপ মহাভাব যুক্ত শিষ্যকে দেখিয়া গুরু অভিষম চমৎকৃত হইয়াছিলেন তখন গুরু মুগ্ধ চিত্তে শিষ্যের মন্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন । ২৭

হে বৎস তুমি অচিরে ইচ্ছ সিদ্ধিলাভ কর এইরূপ বক্তব্য আশীর্ব্বাদম বাক্যের দ্বারা জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সমাধি যুক্ত গদাধরকে সংজ্ঞাযুক্ত করিয়া শিষ্য প্রবৃত্ত অব্যক্ত মহতী পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্র প্রদাতা মহাত্মা কেনারাম ভট্টাচার্য্য নিজ গৃহে যাইয়াছিলেন । ২৮/২৯

অনন্তর শিষ্যভাব বিশিষ্ট চিত্তের বিগ্রহ নুতন দীক্ষিত সেই গদাধরের পূজা গ্রহণার্থ ভবতারিণী কালিকার ইচ্ছা হইয়াছিল । ৩০

সেই সময় মধুরানাথ সেই মন্দিরে আসিয়া রামকুমারকে বলিয়াছিলেন আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন । ৩১

ভবতঃ স্যবিরায়স্যা প্রায়েন সমুপাগতা ।

সম্মতং সুমহৎকটং হৃৎ শ্রীকানিকার্য্যম্ ॥ ৩২

অতীত্ব্যাকামিয়ং বাঙ্ক্ষা নীতিন্দম্যার্য্যম্ শুব ।

শক্তিয়ুক্তেন পদুনা দানিষ্টেনানুজেন চ ॥ ৩৩

জ্ঞতে শ্রীভবতারিণ্যাঃ পূজনে নঃ সুখং ভদেৎ ।

ভবতীঃপি লক্ষ্মারীঃ ভবিষ্যতি ॥ সংশয়ঃ ॥ ৩৪

নিগম্য মাথুর যচো মধুরং চিরজ্যোতিতং ।

আনন্দ সচ্চৈবীনঃ শ্রীশ্রীরামকুমারঃ মুখীঃ ॥ ৩৫

গদাধরাদিনামানি সর্ব্বাণি সৎপরিত্যজন্ ।

অদ্যারম্য শ্রীমদুরম্মাত নাম প্রদত্তদান্ ॥ ৩৬

যদাহনি জগন্মাতুঃ পূজকোঃসুখমদগুরুঃ।

তদিনি মথর স্বশ্রুতৌষানন্দিতা ভবেত্ ॥ ৩৩

"It seems that due to your old age the strain caused by the worship of Goddess Kali tells heavily upon you. So we propose that you may perform services to Sri Radha Govinda and Gadadhar worship the Goddess Bhavatarini. By this arrangement you will surely find some relief, and we also will feel very happy", Ramkumar became very glad to see his long expected desire fulfilled. From that day Mathuranath called Gadadhar "Baba". ॥ 32 to 37 ॥

**বঙ্গানুবাদ :-**

আপনার বৃদ্ধাবস্থায় কালী পূজা করা কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছি। ৩২

তজ্জন্য আমাদের ইচ্ছা আপনি নিজে রাধাগোবিন্দের সেবা করুন। শক্তিবৃন্দ আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর ভবতারিণীর পূজা করিলে আমাদের আনন্দ হইবে। এবং আপনার কার্যভার ও লঘু হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৩৩, ৩৪

স্থপতিত রামকুমার চিত্রাভিলষিত মধুরানাথের মধুর কথা শুনিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৩৫

অতঃ হইতে মধুরানাথ গদাধরের কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য, ভাবুক, যোগীশ্বর ইত্যাদি নাম সকল পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরের বাবা নাম দিয়াছিলেন। ৩৬

এবং যেদিন অগদগুরু গদাধর অগদস্থার পূজক হইয়াছিলেন সে দিন রাণী রাসমণি ও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৩৭

মণ্ডলোলায়া' ৫ম অ: ।

পূজায় নিযুক্ত করিয়া বয়ঃ নির্নিপু হইয়া কামার পুত্রে যাইবার  
অশ্রু অত্যন্ত আশ্রয়িত হইলেও অন্য ভূমির পুনর্ব্বার পরিদর্শন  
যোগ্যতা অদৃষ্টে না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা পূরণ হয় নাই । ৩৫৪•১১

অতঃপর পণ্ডিত রামকুমার কোনও একটি কার্যোপলক্ষ্যে নিকট  
বর্তী মূলাজোড় নামক গ্রামে গমন করিলে জন্মাস্থলের কৰ্ম  
বোগবশতঃ সেহে স্থানেই ভাগীরথী তীরে সমাধিত হইয়া যুত্বে  
পতিত হইয়াছিলেন । ৪২

অথাত্ বর্ষাবধি দক্ষিণেশ্বরে সমৰ্চনং শ্রীজগদম্বিকায়া: ।

জাতং যিপশুংস্কার সূর্য্যং স'খ্যকৈ গতে সাসৌ স্বপ্রগতো মহাত্মা ॥ ৪২

ততোঃপ্রজস্ব্যতি বিয়োগযোগাদত্যন্ত শোকান্বিত মানসস্য ।

হৃৎস্থস্য দারং বিমতস্য তস্য স্ববৎসু যুক্তস্য মদাধরস্য ॥ ৪৪

তথা চ রাজ্যম্ মহিমান্বিতায়া আকস্মিকাত্তদপি স'প্রযানাৎ ।

পরন্তু রাজ্যম্: স্বসুঁতোপমস্য জামাতুরেকস্য মহাশয়স্য ॥ ৪৫

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মং প্রতিপালকস্য প্রযানতঃ শোকযুক্তো মহাত্মা ।

হৃদয়নি মৈদাৎ সকলং বিশূন্যং মত্বাভবৎ প্রাণ বিহীন তুত্য: ॥ ৪৬

এবং রামকুমারস্য সদাচার যুতস্য চ ।

পণ্ডিতস্য প্রয়ানেন দক্ষিণেশ্বরে পতনে ॥ ৪৩

Ramkumar died in the Bengali year 1263 after he had done services to the Goddess Bhavatarini for about a year. Gadadhar was not moved by joy or sorrow. The great pious lady Rasmoni, Mathuranath and all the people at Dakshineswar were all beside themselves with grief at the death of Ramkumar. ॥ 43 to 47 ॥



মধ্যলীলায়া' ১ম অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :-

রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে ভবভারিণীর পূজা প্রায় এক বৎসক করিয়া সন ১৮৬২ সালের শেষভাগে স্বর্গত হইয়াছিলেন । ৪৩

সুখ দুঃখ অতীত হইলেও অগ্রজ রামকুমারের বিয়োগ বশতঃ শোক মগ্ন গদাধরের এবং মহিমাধিতা ধ্যান্তিকা মহারাণীর পরম মদ্রল দাতা রামকুমারের আকস্মিক মৃত্যু বশতঃ বিয়োগ সন্তপ্তারাণীর এবং নিজ পুত্রহৃত্যু জৈষ্ঠ্য জামাতা জ্ঞান্য ধর্ম্মরক্ষক রামকুমারের মহা প্রয়াণ বশতঃ শোকগ্রস্ত মথুরানাথের এবং দক্ষিণেশ্বর ধামে সদাচারী রামকুমারের মহা প্রয়াণে জন সমূহের চিত্ত শোক সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল । ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

স্থিতানাং সানস' তেপা' দুঃখমিন্দ্রী নিমজ্জিতম্ ।

এবমুক্তা' মহাপ্রাণে' গতা' পঙ্খিতমুণ্ডণম্ ॥ ৪৮

একমি মহর্পাধিকযোজ্যেতসদ্বীদঃ ।

গদাধরাত্তন স্তাস্মিন্ পিষ্টভক্তিঃ সুরংস্থিতা ॥ ৪৯

গদাধরী ভ্রাতৃস্নেহ' বহুকাল মধামবান ।

পিতৃর্মরণতঃ পশ্যাৎ পিষ্টতুল্যাঘজস্য চ ॥ ৫০

পরিবার পীড়ণার্থে সংসারামাব মোচনে ।

স্নেহধন্যানুজস্যস্য শিষ্যার্থ' চিন্তিতস্য চ ॥ ৫১

আদর্শ' পুরুষস্যস্য স্বসুখত্যাগ পূর্বিকা ।

সংসার সাধনা সা তু সর্ব্বত্যা লৌকিকো মতা ॥ ৫২

ইতি শ্রীমক্তিতোর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পারমহ স্যা' সহিতায়া' গদাধরস্য দোষান্তর' শ্রীমবতারিণী দেব্যাঃ পূজকপদ অদ্বয়' রামকুমারাদি মঙ্গাপ্রাণরূপ মধ্যলীলায়া' পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ । ৫৫

The great scholars of those days lamented the loss of the greatest of them all. Gadadhar had the fortune of enjoying the brotherly affection of Ramkumar who was older by thirty one years. Ramkumar's struggle to discharge his duties and responsibilities after the death of his father, his anxieties for the education of his youngest brother his unselfishness were exemplary. Here ends the fifth chapter of Madhyalila narrating the initiation of Gadadhar, his appointment as the priest of Goddess Bhavatarini and the death of Ramkumar.

**বঙ্গানুবাদ :—**

তৎকাল্য শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ সেই সময় বলিয়াছিলেন একটি পণ্ডিত চুড়ামণি গত হইলেন। রামকুমার গদাধর হতে একত্রিশ বৎসর বয়সে বড় অতএব পিতৃতুল্য ভক্তিযুক্ত গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বহুকাল ভ্রাতৃ স্নেহ পাইয়া ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃতুল্য অগ্রজের পরিবার বর্গের পোষণ জন্য সংসারের অভাব মোচনে স্নেহযুক্ত গদাধরের শিক্ষার্থে উদ্যোগ আদর্শ পুরুষ এই রাম কুমারের নিজ যুগ পরিত্যাগ পূর্বক সংসার পরিচালনা অত্যন্ত অনৌকিক ইহা ত্রণ নিশ্চিত। ৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

এই মধ্য লীলার পঞ্চম অধ্যায়ে গদাধরের ভবতারিণীর পূজক গদ গ্রহণ হৃদয় রামের দ্বাধাগোবিন্দ সেবায় যোগদান রামকুমার পণ্ডিতের মহাপ্রয়াণ বলা হইল। অঃ ৫ শেষ

মণ্ডলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

মৃত্যোঃ পরমযজস্য শ্রীমদগদাধরস্য হি ।

মনসোঃ পূৰ্ব্বং রূপঞ্চ ভাবান্তরমুপস্থিতম্ ॥ ১

তল্লভিতং হৃদয়েন সিদ্ধস্য সাতুলস্য চ ।

দৈনন্দিনস্তন্মনসো বহুগঃ পরিবর্তনং ১, ২

আহারে সা রুচির্নাस्ति মুখে মধুর হাস্যতা ।

মিষ্টালাপে মনির্নাस्ति কেবল পূজনে রতিঃ ॥ ৩

পূজাপি নো পূৰ্বেবিধাৎস্বনুষ্ঠিতা দেবার্চনা কাল বিবেক লোপতঃ ।

পূৰ্ব্বং যথাশাস্ত্রং বিনিয়তি স্বপ্নে কলুর্নিদেয়াৎ স্ততমর্ষনং যুগ্মং ॥ ৪

Since the death of Ramkumar, Gadadhar had a change of mind. Hridayram only perceived this change. He lost all relish in his food. He ceased to smile, and would not talk. He devoted himself entirely to worship. He failed to observe appointed time of worship, due to loss of his sense of physical reality. ॥ 1 to 4 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

রামকুমারের মৃত্যুর পর গদাধরের মনের অবস্থা আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল । ১

এবং সিদ্ধ নাভুলের সেই ভাবান্তর হ্রদয় রামই লক্ষ্য করিয়া ছিলেন । প্রায় দিন দিন নাভুলের মনের পরিবর্তন হইতেছিল । ২

আহারে তাদৃশ রুচি নাই মুখে হাসি নাই মিষ্টালাপে মতি নাই । কেবল দেবতার সেবার রতি । ৩

পূর্বের যেরূপ কর্তাদের আদেশ অনুসারে শাস্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে পূজা কার্য্য সুসম্পন্ন হইত তাহা হয় নাই । দেবতার পূজার সময়ে পূজকের চৈতন্য শূন্য হইলে পূর্বের মত পূজা কার্য্য হইত না । ৪

মধ্যশীলায়া ৬৪ অঃ।

পূজারম্বে শোণকে স্বস্য পুষ্পং  
 : দত্ত্বা দেবো মানসে দ্রব্যজাতৈঃ।  
 পূজাং কৃত্বা ন্যস্য হস্তৌ হৃদি স্বৈ  
 যোগী মম্বো লোচনে মুদ্রয়িত্বা ॥ ৫  
 সমাধি যোগেন ততঃ সুযোগিনো  
 বাহ্যার্চনা তত্র শিলোনতা গতা  
 পুষ্পস্য পূজা বিরমাত্তদৈব  
 কালস্য চিন্তাকথমস জ্ঞাতা ॥ ৬  
 মধ্যাহ্ন ভোগানয়নাবকাশি  
 সমাধিভঙ্গে বিনিবেদিতাস্তে।  
 সুভোজনং ত্বং কুরু দেবৌ মাং  
 ময়াতিহীনেন প্রদত্তমর্চনং ॥ ৭

Gadadhar started worship with a flower placed on his head, hands on his breast, eyes closed in profound meditation. At that stage he lost all sense of time and place, and the distinction between the worshipper and the worshipped. When cooked rice with dishes was brought at mid-day, he came to his senses, and said to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take this rice now being offered to you by my humble self."

॥ 5 to 7 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

পূজার প্রারম্ভে পুষ্পক নিঃস্রব মস্তকে পুষ্পদ্বারা মানসোপচারে দেবীর পূজা করিয়া উভয় করতল জনয়ে সংলগ্ন করতঃ এবং নেত্র

মঘলোল্লাস্যা ইষ্ট জা :

মুদ্রিত করিয়া পরম যোগবৃক্ষ সমাধি দ্বারা বাহ্য পূজা বিলুপ্ত হইত ।  
পূজনীয় দেবতারই যদি পূজা নিবৃত্তি হইল তখন আর সময়ের চিন্তা  
পূজকের চিন্তে কিরূপে উদ্ভিত হইবে । ৫৬

দেবীর মধ্যস্থ ভোগ আনন্দের সময়ে পূজকের সমাধি ভঙ্গ  
হইলে দেবীকে যথাবিধি অন্ন নিবেদন পূর্বক হে দেবী হে মাতঃ  
আমি আত্ম নোচ আপনাকে এই অন্ন দিতেছি আপনি আনন্দ চিন্তে  
আমার প্রদত্ত এই অন্ন ভোজন করুন । ৭

एवं गदित्वा पुनराप मुष्णो  
न्याव' मङ्गला सुवहुक्ष' तथा ।  
तथा पराङ्गे मधुरा स्मृतीति  
गीता हि तेन श्रवणाय देव्याः ॥ ८  
तद्रूप माधुर्यं विलीनं चित्त  
स्ताद् गाणत स्तान्मयतां गतः सः ।  
प्रेमान्धुणाप्लापितहृन्मुखोदय  
स्ताद् भावमग्नौ विलक्ष्य विस्मयन् ॥ ९  
दिवसे समतोति च योगौ तत्र गदाधरः ।  
गतेऽप्यारक्तिके काले निर्विकारः सुपूजकः ॥ १०  
भक्त रामप्रसादस्य सर्वं माधकं वर्म्यतः  
गायन् गीतिं सुमधुरा व्याकुलोऽभूद् गदाधरः । ११

On saying this he remained speechless for a long time. Then in the evening he sang sweet songs to the Goddess. Tears trickled down his cheeks as he sorely wailed for the grace of the Goddess. The day passed and the night came. He forgot all about evening services, and conti.

মণ্ডলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

nued to sing a song of Ramprasad in a sorrowful mood. ॥ 8 to 11 ॥

বক্তাব্যাসঃ—

এইরূপ বলিয়া মহাত্মা বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া ছিলেন । এইরূপভাবে দেবীকে শোনাইবার জন্য অপরাহ্নে মধুর অতুল্য গান করিয়াছিলেন ।

সেই গানের দ্বারা দেবীর রূপমার্ধ্যো গায়কের চিত্ত বিলীন হইলে তদুন্নত প্রাপ্ত গদাধর প্রেমাঙ্গ প্রাবিত ও দেবী ভাবে বিভাবিত হইয়া বিস্তর বিলাপ করিয়াছিলেন । ৯

এই অপরূপভাবে সমস্তদিন এবং সন্ধ্যায় আরত্বিকের সময় ও গত হইলে সর্ব শ্রেষ্ঠ সাধক নির্বিকার শূণ্ণক গদাধর ভক্ত রাম প্রসাদের একটি সুমধুর গান গাহিয়া ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন ।

১০। ১

সহসা দর্শনাংকাসী জগন্মাতুরুবাচ তাং ।

রামপ্রসাদস্য মাতঃ স্বরূপঃ প্রকটো জাতঃ ॥ ১২

কথং তংহি ত্বয়া দেবী ন মে রূপং প্রদর্শিতম্ ।

নৈব ধনং জনো ভোগঃ সুখং দান্যস্পৃহা তয়া ॥ ১২

সম্প্রার্থ্যতে ময়া মাতঃ প্রার্থ্যতে তব দর্শনং ।

ব্রুবত স্তাত্ সমুৎকণ্ঠা দর্শনার্থং বিবর্জিতা ॥ ১৪

অশ্রুণাং ধারয়া বচঃ প্রাবিতং তস্য রোদনাৎ ।

অর্যুচ্চ স্বর্যুক্তেনাপ্যুক্তং ত্বং শ্রুনোষি কিং ॥ ১৫

ন দাস্যসি দর্শনং কিং চিন্ময়ি ভবসুন্দরি ।

এবং শ্রীমদ্রামায়ণাঃ প্রত্যহং দর্শনেচ্ছয়া ॥ ১৬

যুক্তোপি সাত্ত্বিকোহ্যেব ন লেমে দর্শনং তদা ।

ভক্তস্ত জীবিতং ত্যাজ্যং জীবিতৈঃ কিং প্রযোজনং ॥ ১৭

মণ্ডলীলার্থা ইষ্ট অঃ ।

He lamented, "Oh Mother, you had revealed yourself to Ramprasad. Why do you not show yourself to me who am averse to all earthly pleasure, I desire only to see you." As he said this his eagerness grew more and more, and he began to cry bitterly, saying, "Oh Mother! do you hear? Will you not be pleased to appear before me?" In spite of his yearning and lamentations he received no response. At last he said, "My life is not worth living. I should cease to live." ॥ 12 to 17 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সহসা দেবীর প্রত্যক্ষ স্বরূপের দর্শন জন্ম দেবীকে বলিয়াছিলেন হে মাতঃ তুমি ভক্ত রামপ্রসাদকে তোমার স্বরূপ দেখাইয়াছিলে ওবে কিজনা আমাকে তোমার স্বরূপ দেখাইতেছ না। আমার ধন জন বা বিষয় ভোগে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। ১২।১৩

আমি অন্য কিছুই চাই না কেবল মাত্র তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। এইরূপ বলিতে বলিতে দেবীর দর্শন জন্য গদাধরের উৎকর্ষা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৪

এবং অতিশয় ক্রন্দন জন্য অশ্রু ধারার বন্যায় প্রাণিত হইয়া অতি উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন তুমি শুনিতে পাইতেছ না। ১৫

হে সচ্চিদ্রূপী ভবহৃৎসরী দেখা কি দিবে না? এইরূপে ভব-তারিণীর প্রত্যক্ষ দর্শন কামনায় সাধিক বিকার প্রাপ্ত হইলে ও প্রত্যক্ষ দর্শন হয় নাই এবং বলিয়াছিলেন এ জীবন ত্যাগ করিব বাচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? ১৬।১৭

মধ্যলোভায়া ঈহ অঃ ।

এবমুন্মত্ততাং প্রাপ্য মহসেব গদাধরঃ ।

দৃষ্ট্বা মাতৃ স্তীর্ণধারং খড়্গং মানন্দসম্প্রসূতঃ ॥ ১৮

অনুগ্রহং মন্যমানী মহাদেব্যা স্তদৈব হি ।

খড়্গেন জোবিতস্তান্ধ্যং করিষ্যাম্যদ্য নিশ্চিতং ॥ ১৯

এবমুন্মত্তভাবেন যদা খড়্গং সমস্পৃশত্ ।

তদা গদাধরো মাতৃস্বরূপং সন্দর্শয়ত ॥ ২০

এবং মহৎ মহাধারং মন্দিরং দেবতাদিকং ।

সর্ব্বেন্তদ্বিনিয়ং জাতং ন কিঞ্চিদবশাস্তে ॥ ২১

মাস্তি কুতাপি কিঞ্চিৎ সর্ব্বং শূন্যমিদং জগত্ ।

ঘটাকাশমঠাকাশৌ মহাকাশেন সংযুতৌ ॥ ২২

আনন্দঘন সামুদ্রতরঙ্গে নাভিঘাতিতঃ ।

তদৃ গাঢ় পরমানন্দ জ্যোতিঃ সিন্ধৌ নিমজ্জিতঃ । ২৩

He caught sight of the sharp sword of the Goddess. In his eagerness to make an end to his life, as he touched the holy sword Goddess revealed Herself to him. The physical world melted into nothingness. The world appeared to be a vast vacuum. He felt himself lost in the ocean of divine light and joy. ॥ 18 to 23 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে গদাধর হঠাৎ উন্মাদ ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালিকা দেবীর তীক্ষ্ণ ধার বর্জ্জগৎ দর্শন করিয়া মহাদেবীর অশ্রুগ্রহ মনে করিয়া পরমানন্দে বলিয়াছিলেন আজ এই বর্জ্জগৎ দ্বারা প্রাণ বিসর্জন করিব ।



মধ্যলোভায়া ৬৪ অঃ।

এইরূপে উদ্যাদেব অবস্থায় সে সময়ে দেবীর খড়্গ স্পর্শ করিয়া ছিলেন সেই সময় গদাধর মাতার স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। ২০

সেই সময় গদাধরের গৃহ দেবতা মন্দির প্রভৃতি কিছুই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল না। অর্থাৎ সমস্ত বিলীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২১

এমন কি ঘটাকান মঠাকান প্রভৃতি মহাকাশে মিলিত হইলে জগৎ শূণ্যময় দেখিয়াছিল। ২২

কেবল মাত্র আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাহার মধ্যে আনন্দ-অগ্নী কানিকার কৃপাকণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২৩

তন্মধ্যে জগদম্বায়াঃ স্তপামম্বায়াঃ স্তপাকণাঃ ।

স্বামাত্রস্তু ঘন্যঃ স পরমানন্দ নির্হতঃ ॥ ২৪

এব' মাতুঃ সস্বিদানন্দমম্বায়া নিত্য' শুব' বুধমুক্তস্বরূপ' ।

দৃষ্টা কিস্বিদ্ধাপিতু' নো সমর্থী' মামিত্যুক্তা' জ্ঞানশূন্যো বভূব ॥ ২৫

রূপং দেব্যা দশ নৈনাতিস্ব নাশাপূর্ণা' চেতসৌ ব্যাকুলস্ব ।

নৈরন্তর্যেণে' চন স্যৈবহঁতো' যিস্ত যক্ত নৈবচার্যে'ষু কিমিতু ॥ ২৬

ভাবেন ভক্ত্যা ব্যবহারতো'ম্য পূজাদিকা' প্রাপ্তান শাস্ত্ররীত্যা ।

সম্পূর্ণ' ভিক্ষা গিরিজা' প্রসাদাতু' গদাধরো'য়' ন স পূর্ব্বমানুপঃ ॥ ২৭

মাতুলস্বাদমূতা' শিষ্টা' কালো'ক্ষিতবলৌষ্য চ ।

অতাত্ৰ চিন্তয়া যুক্তো হৃদয়ো'ধীরতা' গতঃ ॥ ২৮

When Gadadhar attained the plane of spiritual reality he only uttered the words, "Mother," "Mother" and lost his sense. When he regained his sense, he lost all his relish for earthly things and longed for continuous sense of divine bliss. From that time onwards his habits changed and

মধ্যলীলায়াঃ ৬৪ অঃ ।

he could not perform his duties properly according to rules. He completely turned over a new leaf. Hriday also became very much perturbed and impatient at such unusual changes in the habits and conduct of his youngest uncle, Gadadhar. ॥ 24 to 28 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই জ্যোতি মध्ये কৃপাময়ী জগদম্বার কৃপাংগা পাইবা মাত্র  
গদাধর ধন্য ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ২৪

এইরূপভাবে সচ্চিদানন্দময়ী মাতার নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত  
স্বরূপটি দর্শন করিয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া কেবলমাত্র উচ্চৈঃ  
স্বরে কেবল মাত্র মা মা বলিয়া অজ্ঞান হইয়াছিলেন । ২৫

সেইরূপভাবে দেবীর স্বরূপের দর্শন করিলে ও তাঁহার ব্যাকুল  
মনের আশা পূর্ণ হয় নাট । কারণ কেবল মাত্র সর্বদা দর্শন করিব  
এইরূপ মনের অবস্থা হইলে তাঁহার আর কি বিষয়ে মন ধাবিত  
হয় । ২৬

এখন গদাধরের ভাব ভঙ্গী ও ব্যবহারাদি পূর্বের মত যথাশাস্ত্র  
পূজাদির নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকার হইয়াছিল । দেবীর  
কৃপায় গদাধর তখন একটি নুতন মানুষ হইয়াছিলেন । ২৭

এই সময়ে হৃদয় কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের অত্যন্ত কারিক  
ব্যাপার দর্শন করিয়া অভিষয় চিন্তাশ্রিত ও অধৈর্য হইয়া পড়িয়া  
ছিলেন । ২৮

স্বর্গতো মাতুলো জ্যেষ্ঠো তাহয়ান্য জনোঽপি বা ।

নাস্ত্যত্র স্বজনঃ কৌঽপি যঃ শূদ্রাঃ বিনিবেদয়ি ॥ ২৮

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ ।

মন্দির প্রাঙ্গণে গঙ্গা-গর্ভে কালোষ্ট্রদ্বান্তরে ।  
 যত্র কুব্ধোস্থিতো বাপি মিন্দ্ৰবিক্রম ঠাকুর ॥ ২০ ॥  
 অনির্ব্বাণ্য দিব্যমাধবোঃ দৃষ্টা ময়ৈবৈ ।  
 পুনর্দ্রষ্টুং ন শক্ণোমি তৈজঃপুঞ্জ ফলেবর ॥ ২১ ॥  
 পূজাকালে ঠাকুরস্য পূজাদর্শনজস্ফুট ।  
 প্রলোভয়তি মাং নিত্যং ত্বকুং ন পারয়ামি তাং ॥ ২২ ॥  
 ময়ি প্রবিষ্টে সহস্রা মন্দিরাম্বন্তরে ক্বচিৎ ।  
 তত্র দৃগজীচরং মে স্ম্যাক্তেনাসৌ বহুবিস্ময়ঃ ॥ ২৩ ॥

Hridaya thought and thought, but could not find anyone like his oldest uncle who was dead, whom he could confide in this matter. In the premises of the temple, in the water of the Ganges or inside the temple of the Goddess, everywhere Thakur (Gadadhar) moved like a lion in an inexpressible divine mood and with a body emitting divine lustre. Hridaya was so charmed with the worship of Thakur that he would not fail to see Thakur performing the worship. If he entered the temple on a sudden he would be wonder-struck with what he saw. ॥ 29 to 33 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং ভাবিয়া ছিলেন মোষ্ঠ নাতুল প'ণ্ডিত স্বামকুমার স্বর্গারোহণ  
 করিয়াছেন তাদৃশ অন্য কেহ নাই, কাহাকেই বা এই সকল গোপনীয়  
 বিষয় জানাইব । ২০

মধ্যলীলায়াং ৬ষ্ঠ অঃ।

মন্দির প্রাঙ্গনে গঙ্গা গর্ভে কালী গৃহে পঞ্চবটীতে অথবা যে কোন স্থানেই হউক ঠাকুর অবস্থান করুন না কেন সিংহবিক্রম বিশিষ্ট ঠাকুরের অনির্বচনীয় দিব্য ভাবাবেশ দর্শন করিচা ভয় বশতঃ পুনর্বার সেই তেজঃপূর্ণ দিব্য কলেবর দর্শন করিতে সমর্থ হইতে ছ না। ৩০।৩১

ঠাকুরের পূজার সময়ে পূজাদর্শন আশায় 'আমাকে' নিতাই প্রলোভিত করে অর্থাৎ ঠাকুরের পূজার আকর্ষণে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। ৩২

কোন সময়ে মন্দির মধ্যে ইঠাৎ যদি আমি প্রবেশ করি এবং সেই মন্দির মধ্যে যাহা দেখি তাহাতে বহুভয়ভাবে বিস্মিত হই। ৩৩

মন্দিরাগত্য তত্ সর্বং বিচর্য্য চ পুনঃ পুনঃ ।

হৃদমৈব স্তম্ভিত্ব পাগলী মাতুলী মম ॥ ৩৪

অন্যথা চরৎস্ব হৃক্ প্ৰজ্বালী কথঙ্কত ।

সরস্বতন্দন জগা বিল্বপত্রাশ্রিতাদিকং ॥ ৩৫

করে বিধৃত্য তমর্ঘ্যং দত্ত্বা স্বমুগ্ধং বচসি ।

তথা স্বপাদয়োর্মাস্য ভাষা বিষ্টঃ সুপূজকঃ ॥ ৩৬

ততো দেব্যাঃ শ্রীচরণে তদর্ঘ্যং ব্যতরচ্ছদা ।

এবমলৌকিকী পূজাং হৃদ্যা সোঃমুগ্ধমতৃকতঃ ॥ ৩৭

কদাপি মন্যপস্যেব নেত্রৈ হরে ক্তাং গতে ।

বেপমানঃ সুসম্বীকৃতঃ প্রায়েন পতিতঃ সঃ ॥ ৩৮

টলন পূজাসনং ত্বঙ্কা দেব্যাঃ সিংহাসনোপরি ।

উত্থিতঃ স্নেহতী মাতু বিধৃত্য চিবুকং তদা ॥ ৩৯

মধ্যলীলায়া ৬৪ অ: ১

On coming out of temple Hridaya thought over the matter and came to the conclusion that his uncle had become mad. Otherwise he would not have worshipped himself in stead of the Goddess, nor he would have stood upon the throne of the Goddess, leaving his own seat like a reeling drunkard with blood-shot eyes, and would chatter affectionately holding the chin of the Goddess. ॥ 34 to 39 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপর মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া সেই সকল অবস্থার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া শেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে আমার কনিষ্ঠ মাতুল গদাধর বিকৃত মস্তিষ্ক বা পাগল। ৩৪

যদি মাতুল পাগল না হয় তবে পূজার সময় এইরূপ আচরণ কি করিতে পারেন। অর্থাৎ রক্ত চন্দন মিশ্রিত জবা পুষ্প বিধপত্র আতপ চাউল ও ছুর্বাদি হস্তে ধারণ পূর্বক নিজ মস্তকেও বক্ষে ধারণ করিয়া সেই অর্ঘ্য নিজ পাদদ্বয়ে ফেপন পূর্বক ভাবাবিশিষ্ট সুপূজক মাতুল সেই অর্ঘ্য দেবীর পাদপাশে সমর্পণ করেন। এইরূপ অলৌকিক পূজা দেখিয়া হৃদয়রাম আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন।

৫৫।৩৬।৫৭

কখনও বা মন্যপাতী মত্তব্যক্তির মত চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ সর্বদা কম্পন অবস্থায় টলিতে টলিতে প্রায় পতনোন্মুখ অবস্থায় পূজার আসন ভ্যাগ করিয়া দেবীর সিংহাসনে উঠিয়া দেবীর চিবুক ধরিয়া মা মা এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া অর্থাৎ যেমন বিদেশাগত গৃহী

মঘলীলায়া' ৬৪ অঃ।

কুমারী কন্যাটক দেখিয়া স্নেহ সূচকাদি বাক্য বলিয়া চুশনাদি করেন  
ওজ্ঞপ ঠাকুর ■ কালী মাতাকে বহুতর বিস্তর ভাবে মধুরতর বাক্য  
বলিতেন । ৩৮।২৯।৪০

মামিতি মধুর' বাক্য মুক্তবাণ্ডাকুরী বহু ।

প্রাপ্য কুমারিকা কন্যা প্রীত্যাগত পিতা যথা ॥ ৪০

অন্যদুর্ভোগ বৈলায়া দেখ্য ভোগ' দদন্ সুদা ।

পাতাছাশ্রম মনস্ব গৃহীত্বৈবোস্থিতঃ সুখং ॥ ৪১

মাতুরাশ্রয়' বিদায়ৈব তদন তত্র দত্তবান্ ।

প্রীত্বাশ্রয়' মুক্ত' মাতৃস্ব' সুখ' মুক্ত' মদীয়ক' ॥ ৪২

অন্যস্ব' মদগদয়াবাল্যা তা' পরিত্যজ্য চ ।

পুনরুত' বদসি মা' ভোজনায়' জগন্ময়ি ॥ ৪৩

এব' ভবতু ভী মাতঃ শ্রাদ্ধামি পশ্য মে সুখ' ।

বদন্তেব' প্রসাদীয়' কিঞ্চিদ' মুক্তা স্বয়ং তদা ॥ ৪৪

মুক্তস্ব' তদন্ত' পুনর্মাতৃস্ব' দদৌ ।

মুক্তমখং ময়া দেবি মুক্ত' সর্ব' মতঃপর' ॥ ৪৫

On some other day, he would try to put rice and curry into the mouth of the Goddess saying, "Oh Mother, be pleased to take rice offered by me." After that he would say, "Oh Mother, do you ask me to take the rice ? Please look at my face." With this, he would take portion of the offered rice and put the remains into the mouth of the Goddess, saying, "Oh Mother I have taken and you may now take the rest." ॥ 40 to 45 ॥

মধ্যস্রোতায়াং ৬৪ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :-

এং অন্য একদিন দেবীর ভোগদানের সময়ে পরমানন্দে ভোগ দান করিতে করিতে অন্ন পাত্র হইতে কিছু অন্নব্যঞ্জন লইয়া উঠে দাঁড়াইয়া দেবীর মুখ বিবর বিদারিতের মত করিয়া সেই তরকারির সহিত ভাত দেবীর মুখের মধ্যে দিয়া বলিলেন হে মাতঃ তুমি প্রদত্ত অন্ন আনন্দের সহিত ভোজন কর । এইরূপ গদগদ বাক্যে দেবীকে পরিতুষ্ট করিয়া পুনর্ব্বার বলিয়াছিলেন হে জগন্নাথ হে দেবী তুমি আমাকে ভোজন করিতে বলিতেছ । ৪১।৪২।৪৩

হে দেবী তুমি আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখ । এইরূপ বলিয়া তখন কিছু প্রসাদীয় অন্ন নিজে খাইয়া সেই উচ্ছ্রিষ্ট শেব অন্ন দেবীর মুখে দিয়া বলিয়াছিলেন মা । আমি অন্ন খাইয়াছি অতঃপর যে সকল অন্ন আছে তাহা তুমি খাও । ৪৪।৪৫

এইরূপভাবে সাধারণ বালকের মত বলিতেন । হৃদয় রাম মাতুলের এই প্রকার দেব দেবী অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিতেন । ৪৬

एव' माकृतमहदेवौ मुवाच जगदम्बिका' ।

मातुलस्य देवसेवा दृष्ट्वा वाचाति विक्षिप्तः ॥ ४६

अर्चनैर्य कथञ्चुता स्नातुं निशै कथञ्चन ।

पुनरन्य दिनेऽप्यश्नद् भोगदानार्घमासने ॥ ४७

उपविश्य मातुलोऽयं मार्जारीं कृतं संख' ।

आह्वय भगवत्यम्ब भुङ्क्ष भुङ्क्ष चान्नवीहवः ॥ ४८

भोग द्रव्यं स्वहस्तेन मार्जारितमभोजयत् ।

एव' वाक्त्रাবिकदाहमपश्य मदभूतं महत् ॥ ४९

মণ্ড্যলোলায়াং ৬৪ অঃ ।

দেব্যাঃ শয়ন কালেষু ন দত্ত্বা শয়নং তদা ।

রৌপ্য নির্ম্মিত খট্টায়াং মাতুলঃ স্বয়মেব হি ॥ ৫০

শীতে তত্র সুখে নৈব গাঢ় নিদ্রা পুরঃসরং ।

গত নিদ্রোবেদমুচ্চৈর্দেবৌমুহিষ্য মাতুলঃ ৫১

Such a manner of worship caused a great surprise to Hridaya, who failed to understand how his uncle could behave in such a way. Another day when Thakur was seated to offer rice to the Goddess, a cat entered the temple and Thakur at once fed the cat with the rice intended for the Goddess, and said to it, "Oh Mother, please take as much as you like." Again in night he himself lay down on the bed of the Goddess and slept there soundly. When he woke up, he said loudly to the Goddess. ॥ 46 to 51 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

মাতুলের এই দেব পূজা কিরূপ ইহা আমি কিছু মাত্র বুঝিতে পারিতেছি না । অন্য আর একদিন মাতুল দেবীর ভোগদানের জন্য আসনে বসিয়া নেও মেও শব্দ করিতেছে একটি বিড়ালকে ডাকিয়া হে মাত ভগবতী খাও খাও বলিয়া ছিলেন । ৪৭।৪৮

পায়সাদি ভোগদ্রব্য সেই বিড়ালটিকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া ছিলেন । এদং এক দিন রাত্রি কালে অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া ছিলাম । শয়ন সময়ে দেবীকে শয়ন না দিয়া রূপার খাটে মাতুল নিজে



मध्यस्त्रीलायां ६४ अः ।

गाढं निद्राय चतुर्दश दृष्ट्वा श्वेते निद्रां याहेतेष्टेन । उदयेन निद्रां  
उदयेन नर उदयेन मेवोदयेन उदयेन बलिना हितेन । ४२।५०।५१

मयनायं सक्ताग्ने ते मां प्रवीषि जगन्मयि ।  
आदेमस्तथा भो मातः सर्वतः परिपालितः ॥ ५२  
मातुलस्य दग्धां दृष्ट्वा हृदयार्थान्ततो भृशं ।  
विषयस्यास्य जिज्ञासा रुयवास्य प्रतिक्रिया ॥ ५३  
असमर्थं संविधातुं यतो गुह्यतमस्त्वयं ।  
मत्तो वा मातुलादन्यो यदि जानाति कथम् ॥ ५४  
तद्वाञ्छाकं मन्ददुःखमयं प्राणसंगमम् ।  
भविष्यति न सन्देहः किं करिष्यामि साम्प्रतम् ॥ ५५  
विज्ञाते मन्दिराध्यक्षे शत्रुनी भविताधुवः ।  
एवं हृदयरागेन हते संगोपनेऽपि च ॥  
अज्ञाश्रीवाचं ना देव्यास्त्रास्य परिचारकैः ॥ ५६  
अविर्त्तये विज्ञाता दक्षिणेऽग्रं वामिभिः ॥ ५७

"Oh Mother, you asked me to lie down near you. I have obeyed you." Such a behaviour of his uncle caused great anxiety to Hridaya. He was at a loss to find the remedy. He was sure to be put into great troubles and even to run the risk of life, if such things were known to anyone else. However, in spite of every effort on the part of Hridaya, these acts of so called misconduct of Thakur became exposed to the inmates of the temples, as well as to the people of Dakshineswar.

মধ্যলীলায়াং ২৪ অঃ ।

বন্ধানুবাদঃ—

-হে জগন্নাথঃ আমাকে আপনার নিকটে শয়ন করিয়ার জন্য বলিতেছ। যা আপনার আদেশ আমি সর্বতোভাবে পালন করিয়াছি। ৫২

হৃদয় রাম মাতুলের অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা বা প্রতিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ এইরূপ ব্যাপার অতি গোপনীয় বিষয়; যদি আমি বা আমার মাতুল ভিন্ন অন্য তৃতীয় ব্যক্তি কেহ জানিতে পারে আমাদের ভয়কর হুঃখ, অথবা প্রাণ সংশয়, পর্যন্ত হইতে পারে ইহা নিঃসন্দেহে। অতঃপর এইরূপ অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য। ৫৩।৫৪।৫৫

মন্দিরাধ্যক্ষ এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলে মাতুলের ও আমার মৃত্যু ইহা প্রব নিশ্চিত। এইরূপ ভাবে মাতুলের অনাচার হৃদয় রাম গোপন করিলেও মন্দিরের পরিচারক বর্গ ও দক্ষিণেশ্বরের লোক সকল গদাধরের এইরূপ আশাত্মীয় পূজা ও অনাচারের বিষয় শীঘ্রই জানিতে পারিয়াছিলেন। ৫৬।৫৭

ভবুস্তিপি পূজকীয়্যমিত্যং প্রাপ্তবান্ ধ্রুবঃ ।  
 অথবীপদেবতাস্য স্কন্ধাচুড়ং তি নিযিতং ॥ ৫৮  
 অন্যথা ব্রাহ্মণ যুগাপ্যায়্যচারং বিলঙ্ঘ্য চ ।  
 চিদানন্দময়ী কালী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকাশী ॥ ৫৯  
 শিববচঃসমারুড়া মাतरं भवतारणी ।  
 ক্রীড়াপুতালিকা কৃৎবা যথেষ্টাচারমাশ্রিতঃ ॥ ৬০  
 एवं बहु विजल्पेन तत्रस्थाः कर्मचारिणः ।  
 स्वेच्छाचारमिमं रात्रौ विज्ञापयितुमुद्यताः ॥ ৬১

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ।

তদাসীম্মথুরানাথঃ শ্বশ্রু দেব্যা. সকাশে হি।

জানবাজার ভবনে নিত্যো বিপয়কর্মণি ॥ ৬২

কমপেক্ষক' বৈপথিক' ব্যাপারমবলম্ব্য চ।

রাজদ্বারে বিচারার্থ' তাবুভৌ চিস্তিতৌ মৃগম্ ॥ ৬৩

All were of the opinion that Thakur had gone mad or some ghost had possessed him. Otherwise this young bramin would have observed the approved manner and method of worship and would not behave with the Goddess like a doll in his hand. The employees of the temples decided to report the matter to Rani Rasmoni. At that time Rani along with Mathuranath was busy over a matter to be placed before the Court for judgment. ॥ 58 to 63 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সকলেই বলিয়াছিলেন এই পূজারী পাগল হইয়াছিলেন। অথবা কোনও ভূত বা অন্ধদৈত্যাদি পূজারীর স্বরূপে চাপিয়াছে ইহা সুনিশ্চিত। ৫৮

তাহা না হইলে এই যুবক জ্ঞানগণ সমাজের পরিত্যাগ পূর্বক চিন্তানন্দময়ী দৃষ্টিবিত্যন্তকারিণী শিববক্ষসমাক্রান্তা ভবদারিণী কালিকাকে খেলার পুতুলের মত মনে করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্টাচার করেন। ৫৯৬০

এইরূপে নানা জল্পনা করিয়াই মন্দিরস্থ কর্মচারীহীন সকলেই পূজারীর বিষয় রাণী রাসমণিকে জানাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ৬১

मध्यलोनाया' ६४ अः ।

मैत्रे समये खानवाचाररत्न दक्षिणेश्वर मन्दिरं ।  
प्राणीय महिम्नं कोन एकदिनैवत्रिक्रियाणां दक्षिणेश्वर विद्यालयं कन्या  
उत्तरेणैव चिह्नितं हिलेन । ७२।७७

तस्माद्वाचो जामाता च दक्षिणेश्वर मन्दिरं ।  
आगन्तुं न समर्थं तौ वदन्तः सुगतेषु च ॥ ६४  
अनाचारः पृथक्स्य द्वाध्यक्षस्यानुपस्थितिः ।  
सर्वेऽप्येव सुनिश्चित्य तत्तस्याः कर्मचारिणः ॥ ६५  
जामवाज्जामागत्य मथुराय न्यवेदयन् ।  
इमं हि पूजकं शीघ्रमनाचाररतं ध्रुवं ॥ ६६  
दूरमुत्सृज्य वातुन सदाचाररतं हिजं ।  
नूतनं पूजकं तत्र नियोजयतु भो भवान् ॥ ६७  
श्रुत्वा श्रीमथुरानाथ स्तेषां वाचः सशुक्लिकाः ।  
उवाचाहं तत्र गत्वा पूजां दृष्ट्वा विनियतः ॥ ६८  
करिष्यामि सुव्यवस्थामधुना यात तत्र हि ।  
परन्तु तत्र यावन्मो न गतिः सम्भविष्यति ॥ ६९

So, Rani and Mathuranath could not come to the temples at Dakshineswar for quite a long time. It was admitted on all hands that such misconduct on the part of Thakur was due to the absence of Rani and Mathuranath, the managing Director of the temples. The employees of the temples, therefore, approached Mathuranath and prayed that this mad and misbehaving pujari (worshipper) should be dismissed from service and another new pujari appointed in his place.

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

At this Mathuranath said "I myself will go there and personally enquire into the matter. You may go back to attend to your duties. But so long I do not go there, the youngest Bhattacharya may continue to do the services as he likes. None of you should interfere in the matter".

॥ 68 to 69 ॥

বক্তাবাদ :—

এই জন্য বহুদিন গত হইলেও রাণী রাসমণিও জামাতা মধুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিতে পারেন নাই । ৬৪

মন্দিরের অধ্যক্ষের অগুপস্থিতি বশতঃই পূজারীর এইরূপ অনাচার । মন্দিরস্থ কর্মচারী সকল এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জান বাছারে রাণীর ভবনে উপস্থিত হইয়া সর্বদয় কঠা মধুরানাথকে এইরূপভাবে নিবেদন করিয়া ছিল যে এই অনাচাররত পাগল পূজারীকে দূরীভূত করিয়া অগুগ্রহ পূর্বক শীঘ্র একটি সনাতনীয় সুতনু পুত্রক ভবতারিণীর মন্দিরে নিযুক্ত করুন ইহাই আবাদিগের ঐকান্তিক ভাবে বিনীত প্রার্থনা । ৬৫, ৬৬, ৬৭

মধুরানাথ সেই সকল কর্মচারি গণের যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন । আমি স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পূজারীর পূজা বিশেষভাবে সেবিয়া সুব্যবস্থা করিব । উপস্থিত আপনারা সেই স্থানে যান । কিন্তু আমার যতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সম্ভাবনা না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজা করিতেছেন সেই ভাবেই কখন তাহাতে কোনরূপ কেহ ব্যাঘাত দিবে নাই । ৬৮, ৬৯, ৭০

মধ্যসোনায়া' ইহ অঃ ।

করোতি ষাট্ঠর্গী পূজা' মহাচার্য্য মহোদয়ঃ ।  
 পূজা' করোতু তদ্রূপা' বাধা' তত্র ন দাপ্য ॥ ৩০  
 মহাচার্য্য' মতে নৈব পূজাকার্য্য' ধ্রুব' ভবেত্ ।  
 एवं শ্রীমদ্রামান্যনোক্তাস্তে কর্মচারিণঃ ॥ ৩১  
 পুনঃ প্রত্যাগতাঃ সূৰ্য্য' তস্যাগমনকালচয়া  
 কালক্ষেপ' প্রকুব্যস্তো দিমানি গণয়ন্তি তে ॥ ৩২  
 পরস্পর' প্রশল্যন্তি পূজক' প্রতি তে তদা ।  
 পাগল' পূজক' ত্যক্তা নুতনে পূজকে হৃদে । ৩৩  
 দেবমন্দিরমপ্যাদারচা তেন ভবিষ্যতি ।  
 সহস্রাঙ্গনি কক্ষি'যিচ্ছোক্তা কমপি কিঞ্চন ॥ ৩৪  
 ভাগতৌ মদ্রামান্যৌ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।  
 তদাশ্রয়প্রদায়াত্র তাতৌ গদাধরঃ স্বয়' ॥ ৩৫

The employees of the temples came back and counted their days awaiting the visit of Mathuranath to the temples, and indulging in talks about the appointment of a new pujari in place of the present one who was a confirmed lunatic. All on a sudden without any prior notice Mathuranath came to the temple. ॥ 70 to 75 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতেই পূজা কার্য্য হইবে এইরূপভাবে মধুরা-  
 নাথ বলিলে সেহে সকল কর্মচারীগণ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে অত্যা-  
 গমন পূর্বক তাহার। মধুরানাতের আগমন অতীকায় কালক্ষেপ  
 করতঃ দিন গণনা করিয়াছিলেন । ৭১/৭২

মধ্যলোভায়া ৬৪ অঃ।

সেই সময় কর্ণচারী সকল এইরূপ ঘননা কলনা করিত যে  
নাগল পূজকে পরিত্যাগ পূর্বক মূতন পূজক আনিলে তাঁহা ঘাড়াই  
দেব মন্দিরের মর্গাদা রক্ষা হইবে।

হঠাৎ কোনও একদিন কাশাকণ্ডে কিছু না বলিয়া মথুরানাথ  
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৭৩

মন্দিরাভ্যন্তরে পূজাসনে পদ্মাসনে স্যিতঃ ।  
নিত্রে নিমীল্য পদ্মানি বিষ্টল্য করপদ্ময়োঃ ॥ ৬৬  
অশ্রুভির্ষবুভিস্তস্য সিতা হৃদুদরং তথা  
হৃষ্টৈব মথুরানাথঃ সমযৌ দেবমন্দিরে ॥ ৬৭  
প্রবেশমাত্রতস্তস্য হৃৎকম্প সমুপস্থিতঃ ।  
ভবাস্ব বিষয়াবিষ্টৌ মথুরঃ সুলভে দ্বৈতাৎ ॥ ৬৮  
কৌণ্ডিন্যন্তু বিশ্রব্রহ্মাণ্ডস্তম্বকারৌ স্থিরস্থিতিঃ ।  
মহাভাবেন সম্যুর্ণ উজ্জ্বলোজ্জ্বল মন্দিরঃ ॥ ৬৯  
পাশাণ প্রতিময়ং কিং সত্যং সচেতনা সগৌ ।  
পূজকস্থাশ্রিতঃ সাদ্য স্বরূপেনাবভাষতে ॥ ৭০  
অসৌ বদনমণ্ডলস্যাৎকামধুর প্রভা ।  
ত্বিনয়ন প্রভা দেব্যাঃ কৌটিল্যস্য সমপ্রভা ॥ ৭১

At that time Gadadhar was sitting inside the temple with his eyes closed and hands on his breast. Tears were streaming down his cheeks. On seeing the worship Mathuranath was struck with awe and his heart began to palpitate very fast. He mused within himself, "Who may be this pujari who illuminates the temple with his

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

own brilliance, who appears to be so profound and solemn and capable of arresting the speed and progress of the universe. This stony image appears to be infused with life. Its face is unusually bright. ॥ 76 to 81 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে অসীম শ্রদ্ধা পাত্র পরম পুজনীয় গদাধর মন্দির মধ্যে পূজার আসনে উপবেশন পূর্বক নেত্রদ্বয় মুদ্রিত ও হৃইটি করণদ্বয়ে পদ্ম ধারণ করিয়া বহুতর নেত্রজলে জলদয় ও উদর প্রাণিত করিতেছেন । ৭৫।৭৬

পূজকের এইরূপ পূজা দর্শন করিয়া ভয়ে ভয়ে মধুরানাতের মন্দির মধ্যে প্রবেশ যাত্রে চক্ৰকম্প উপস্থিত হইয়াছিল । পূর্ব জন্মের পুণ্য বলে মধুরানাত বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিয়াছিলেন । বিশ্ব ত্রিকাণ্ডে তত্ত্বকারী সুগভীর বিরাটভাবে পরিপূর্ণ উজ্জলীকৃত মন্দির ইনি কে ? ৭৭।৭৮।৭৯

এবং এই প্রস্তর প্রতিমা কি যথার্থভাবে জীবিতা হইয়া চিহ্নগ্নী রূপে প্রত্যক্ষ হইতেছেন । ৮০

অহো অজ্ঞ মাতা ভবতারিণী কালিকার মুখমণ্ডলের কি অপকল্প মাধুরী । এবং তিনটি নয়নের কাস্তি কোটি সূর্য্যের কিরণের মত দেখা যাইতেছে । ৮১

যদুনার' বহুদিন' মন্দিরাভ্যন্তরে'ষ্যহ' ।

অদৃশ্যমম্বিকা মূর্ত্তি' সাধারণতয়া পুরা ॥ ৮২

কিন্তু নামে'ষ পশ্যামি জীবিতামধুনাস্কৃত' ।

জ্ঞানসম্পন্নাসমযুক্তা' কাম্যমান' স্বপ্ন-গম্যন্ত্যয়ী ॥ ৮৩



मण्डलोल्लायां ईष्ट अः ।

मन्दिराभ्यन्तरे कोऽपि को वातायाति याति वा ।

तत्रभु च पनद्यास्य नास्त्यन्तर्दृष्टि योगतः ॥ ८४

एवन्तत् शुद्धचैतन्यं मादृसायुज्यताङ्गतं ।

ईदृक् साधक वर्यस्य सन्भवत्येव लक्षणं । ८५

एवमारोधनाधारा प्रेमभक्ति प्रदायिका ।

यथाशेष साधकानां सुलभं साध्यवस्तु च ॥ ८६

एवं शोजगदम्बायाः सकाशे बालको यथा ।

परन्तु विगलिताद्बुधारयाकुलितो भूय ॥ ८७

'I have seen this image many times. But never before, I have seen it so alive. It appears to be breathing with life. I also can see the quivering head and the sword in her hand. The pujari is so absorbed in his meditation that he does not feel the presence of anybody here. He appears to have lost his own existence in the Goddess. Such is the way of profound devotion which leads to the attainment of divine grace.' Like a simple child Gadadhar offered handfuls of flowers to the Goddess with great eagerness and and tearful eyes and said, ॥ 82 to 88 ॥

बन्धानुवादः—

आनि मन्दिर मध्ये এই দেবী মূর্তি বহুদিন বহুবার দেখিরাছি  
তখন সাধারণ নিলামতী মূর্তিই দেখিরাছি । ৮২

কিন্তু অন্য সেই মূর্তিই জীবন্তের মত প্রতীয়মান হইতেছে ।  
খাস প্রার্থাসের ও বড়গ মুণ্ডের কাম্পন প্রত্যক্ষ হইতেছে । ৮৩

মহ্যস্ত্রীলায়াং ৬৪ অঃ।

এই পূজকের অন্তর্নিহিত বশতঃ মন্দির মধ্যে কে আসিতেছে  
যাইতেছে অথবা কে এখানে আছে পূজকের এই সকল জ্ঞান কিছু  
মাত্র নাই। ৮৪

এবং পূজকের শুদ্ধ চৈতন্য দেবীর সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে  
এতদ্বারা সাধকেরই এইরূপ লক্ষণ সম্ভব হয়। ৮৫

এইরূপ সাধন প্রাণালীষ্ট প্রেম ভক্তি প্রদান করেন। যে প্রেম  
ভক্তি দ্বারা সাধক সকলের সাধ্য বস্তু সুখলভ্য হয়। ৮৬

এইরূপভাবে জগন্মাতার সমীপে বালকের মত বিগলিত অঙ্গ  
ধারায় অত্যন্ত আকুলিত কখন ও বা অত্যন্ত উন্মাদিত হইয়া দেবীর  
চরণ কমলে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রেমার্জ হইয়া বলিতেছেন।

৮৭/৮৮

ওহামৌল্যামযুক্তোসৌ দেব্যক্তি কমলৈ বহু।

পুষ্পাঞ্জলি' মদায়ৈব' ব্রবীতি প্রেমবিন্ধলঃ ॥৮৮

হৃদাণে দ' যমং মাতস্যথা মে'প্যশুমং নয়।

জ্ঞানাজ্ঞান ধর্মাদধর্ম পুণ্যপাপাদিকাংস্তথা ॥ ৮৯

সর্ব' হৃদাণ মে দেবি ত্বয়ি ভক্তি' প্রযচ্ছ মে।

ব্রুবস্বৈব' মহাযোগী সমাধিমগমত্তদা ॥ ৯০

পূজকস্য তন্ময়তা' ভাবভঙ্গ্যাদিকচ্ছ ত'।

স্বাভ্যর্থ' ন' ব্যাকুলতামালোক্য মথুরো মহান্ ॥ ৯১

কন্টকীকৃত সর্ব'াঙ্কঃ সাধু'চক্রে' বিচক্রে'।

মন্যতে স্ম তদৈব' হি শ্রীজগজ্জননী' প্রতি ॥ ৯২

সুবিগৃহ মাতেমতে: প্রবল প্রে'ণা' বিনা।

বৈধিভক্তিমনিক্রম্য প্রেমভক্তি: কথং ভবেৎ ॥ ৯৩

"Oh Mother, loss or gain, ignorance or know-  
ledge, virtue or vice, merit or demerit, every

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

thing you take away from me. Give me only devotion to you." So saying he lost all sense of his physical existence. On seeing this divine mood of Gadadhar, Mathuranath thought, "Without such strong motherly devotion to the Goddess, how devotion which surpasses codal procedure can be possible." ॥ 88 to 93 ॥

বদান্তবাদ

হে মাতঃ তুমি আমার শুভ অশুভ জ্ঞান অজ্ঞান ধর্ম অধর্ম ও পুণ্য পাপাদি সকল গ্রহণ কর কেবল মাত্র তোমার চরণে ভক্তি দাও এইরূপ বলিতে মহাযোগী গদাধর নির্বিকল্প সমাধি মগ্ন হয়েই ছিলেন । ৮৯৯০

পূজকের আত্মনিবেন ব্যাকুলতা এবং ভাব ভগ্নী দেহিয়া রোমাঞ্চ অশ্রুচক্ষুঃ বিচক্ষণ মধুরানাদ সেই সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে জগদম্বার প্রতি বিচক্ষণ মাতৃচক্ষুর প্রেরণা ভিন্ন বৈধী ভক্তি অতিক্রম করিয়া প্রেমভক্তি কি হইতে পারে। ৯১৯২৯৩

নেদ্ব্যবিধি ভক্তিময়ী সূক্ষমার্গে সুদুর্লভে ।

সমর্থঃ সাধকঃ কৌণ্ডিন্যঃ প্রবেষ্টুং দুঃখকৌণ্ডিন্যি বা ॥ ৮৪

অপূর্বং দুঃখকণ্ঠস্যাকাপস্য প্রেমমার্গতঃ ।

স্বরূপং কিং বিজানন্তি মূঢ়াঃ সঙ্কোচচেতসঃ ॥ ৮৫

নাম্নৌদৃক্ সাধকঃ কৌণ্ডিন্যি তাতৌ মে পূর্বসাধকঃ ।

সিদ্ধিঃ পথি সাধনৈয়ং ধাবিতা দ্রুতবেগতঃ ॥ ৮৬

জগন্মাতুঃ লপামাতরা ধন্যৌঃস্মৃৎ সাধকৌত্তমঃ ।

এব ধীমতীরাণ্যো ভাবমানিত মানসঃ ॥ ৮৭

মধ্যলীলায়াং ৬৪ অঃ ।

সাধকস্য সাধনায়াং সন্তুষ্টোঃস্মৃৎ সুসজ্জনঃ ।

পরন্তু কথয়া তস্য মায়াভক্তির্দৃঢ়াভবৎ ॥ ৮৮

তদা সাধক বর্যয়োঃপি মাতরং সর্বসিদ্ধিদাং ।

সদূরাস্তাং নমস্কৃত্য তদ্রূপেনৈব ভাবিতঃ ॥ ৮৯

Such rare devotion is not attainable by ordinary pujaris. The sincerity and devotion of this pujari can hardly be appreciated by these narrow minded servants. He is moving fast towards attainment of success. This pujari has been blessed by the grace of the Goddess." Mathura-nath was greatly pleased and his devotion to the Goddess grew stronger. At that time Gadadhar prostrated himself before the Goddess and said. ॥ 94 to 99 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যুচ্চ স্তূহলভ ভক্তিগুণে এতাবশ সাধক ভিন্ন অন্য সাধক বা পূজক কে সমর্থ হয় ৯৪ ।

এই অপূর্ণ পূজকের অকৈতব প্রেমের স্বরূপ কি কুসংগৃহীত ভূতা বর্গ জানিতে সমর্থ হয় ৯৫

এমন সাধক আর দ্বিতীয় কেহ নাই বাবা আমার অপূর্ণ সাধক ইহার এই সাধনা সিদ্ধিলাভের পথে অত্যন্ত বেগে ধাবিত হইতেছে ।

৯৬

এই সাধকোত্তম অগম্যাতার দয়ায় বন্দ্য হইয়াছেন । এইরূপে মহাগতি যথুরানাথ পূজারী সাধক গদাধরের ভাবে বিভাবিত হইয়া সাধকের সাধনায় পরমানন্দিত হইয়াছিলেন । পরন্তু পূজকের কৃপায় যথুরানাথের ও দেবী ভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল । ৯৭-৯৮

মধ্যমীনার্যা ঐহ অঃ ।

তখন সাধক শ্রেষ্ঠ গন্যকর ও সন্তুষ্ট সেই অলংকৃত্তিমাজী  
ভগবত্বাদে সাঠোয়ে ননকাদ রহিতা দেবী ভাবে বিভাবিত চিত্তে  
বলিচাছিলেন । ২৯

প্রীতান্ধা ভী জগন্নাথ স্বত্বত্ প্রতিষ্ঠাত্য সাধিকা ।  
প্রতিষ্ঠাতুরচক্ষুঃ সাধনা গচ্ছিতী মম ॥ ১০০  
ভবত্ জগদভবৎবি ভূতং ভবগচ্ছিতী ।  
পূজ্যজ্ঞানী প্রভাবাদি পরজাঃ প্রভবন্তি হি ॥ ১০১  
পাশন্য পূজক্য নিগদ' দৃষ্টমোক্ষমঃ ।  
মর্ষ্য'ভূত্যাঃ প্রভোচনো মন্দির প্রাঙ্গণে স্থিতাঃ ॥ ১০২  
নিগদ' ময়ু' কিন্তু মন্দিরাদিরাগত' ।  
দৃষ্টা ভবত্ বিমলগাঃ প্রভোরাগে কচি ৷ ১০৩  
কর্মানু যমপি ক্রিয়সীতা রাজগৃহ' গনঃ ।  
তদীয় দানমাদ্য ব্যয়মাব পুরঃসরম্ ॥ ১০৪

হুতি ঐমজ্জিতোৎ বিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতৈ পারমর্ষ্য্য  
সংহিতায়া নদাধাণ্য দেবীপূজাকানি মদুরানাদ্য দেবী প্রত্যক্ষদর্শন  
৫মো মধ্যমঃনার্যা মনোজ্ঞায়াঃ ॥ ৬ ॥

মধ্যলীলায়াঃ ৬ষ্ঠ অঃ ।

Here ends the sixth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramkrishna Bhagavatam written by Sri Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ

হে জগন্নাথ: আজ তোমার প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল। হে ভবানুন্দরী প্রতিষ্ঠাকারী আমার অগ্রজের সাধনা শক্তি বশত: আমার মঙ্গলের জন্যই আপনার কৃপা হইয়াছে। যেহেতু পূর্বপূর্বজাত মহাজনের প্রভাবেই পরাজিত জনগণ প্রভাব বিনষ্ট হল। ১০০।১০১

এদিকে মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত ভূতাবর্গ পাগল পুজকের নিগ্রহ দেবিবার জন্য প্রতিশ্রুতি করিতেছিল। ১০২

কিন্তু নিঃশব্দে মধুরানাথ মন্দির বাহিরে আক্কেপন দেবিয়া প্রভুর অনুমতি প্রার্থী ভূত সকল বিন্মিত হইয়াছিলেন। ১০৩

কিন্তু মধুরানাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যানে আরোহন করিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাজ গৃহাভিমুখে গমন করিয়ালেন। ১০৪

পণ্ডিত শ্রীরাঘবেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীষণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে মধ্য লীলার ষষ্ঠ অধ্যায়ে গদাধরের দেবী পূজার সময়ে হঠাৎ মধুরাবাবু মন্দিরে আসিয়া ভবতারিণী কালিকাকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

মধ্যলীলায়াঃ সপ্তমোঃ অধ্যায়ঃ

दृष्ट्वैव राजमृत्यास्तु परस्पर मद्यामृतम्  
सुहृदादिभ्यो राजमृदादागमिष्यति निश्चितम् । १  
परैऽङ्कि मधुरानाथस्यादिभ्यो ह्यन्धरूपकः ।  
समायातः सुप्रधान कर्मचारिजनं प्रति ॥ २

मध्यमौनार्या ८म अः ।

स्नेच्छाचारं समाश्रित्य भद्राचार्यं महोदयः ।  
 मातुः श्रीभयतारिण्याः पूजाकार्यं करोत्विति ॥ ३  
 तत्रस्थाः केचन जना मा विघ्नं जनयन्तु हि ।  
 एवं दिव्यमादेशं प्राप्य ते कर्मचारिणः ॥ ४  
 विस्मितास्ते गर्हयन्तः प्रतिवक्तुं न सेहिरे ।  
 राक्षो राममणियापि वार्त्तां तां पूजकस्य च ॥ ५  
 श्रुत्वा शोमयुरानायं प्रपच्छ कौतुकाश्रिताः ।  
 किं तात पूजकश्चेष्टभाचार्यं कनिष्ठकः ॥ ६

On seeing this, the servants of the temples held that the orders would come from the palace. In fact the orders came next day. But it was not what they expected. The orders came to the managing staff to the effect that the youngest Bhattacharyya would carry on his duties as he would like ; none should interfere. All were much astonished at these adverse orders. They all blamed Mathuranath but could not disobey the orders, Rani Rasmoni also had heard the reports against Gadadhar. She, therefore, asked Mathuranath, "Is the youngest Bhattacharyya losing his sanity due to some disease ?" । 1 to 6 ॥

মধ্যলোলায়াং ওম অঃ ।

বসন্তঃ উৎপন্নঃ দিবসঃ প্রধানঃ প্রধানঃ কৰ্ম্মচারিগণের প্রতি মথুরাবাবুর অন্তরূপ আদেশ আসিয়া উপস্থিত হইল । ২

মথুরাবাবুর অনুমতি এই যে কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই ইচ্ছামিত পূজা কার্য্য করিবেন । ৩

মা ভবভারিণীর মন্দিরস্থ কোন ব্যক্তি যেন কোন একরকম বাধা বা কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করেন ।

এইরূপ প্রতিকূল আদেশ পাইয়া কৰ্ম্মচারিসকল আশ্চর্য্যাবিত হইয়া মথুরাবাবুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন । কিন্তু কাশ্যরও কিছু বলিবার ক্ষমতা ছিল না । ৪

রাণী রাসমণিও পূজকের সেইসকল পূজার বিষয় শুনিয়া কৌতূহল বশতঃ মথুরানামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পূজক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্য কি বায়ু রোগাক্রান্ত হইয়া বাতুলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৫

। বায়ু বৈষম্য দীর্ঘণাক্রান্তো বাতুলতাং গতঃ ।

শ্রুত্বা বাণ্য তদা বাগ্না মথুরো মহিমাম্বিতঃ ॥ ৩

তবাব পর্যা প্রীত্যা দিব্যমাব পরিদ্রুতঃ ।

প্রতিষ্ঠা ভবভারিণ্যাঃ শিলাময়্যা স্তব্যা স্ততা । ৮

সাম্প্রতং বাতুলস্যৈব পূজায়াঃ সুব্ধবস্ত্রয়া ।

বৈতন্যাপাদিতা সা তু সম্পূর্ণা জাগ্রতো দমো ॥ ৫

এতদ্রূপং ময়া মোতঃ কৃতং সাচ্চাত্ সুপুস্ততঃ ।

এতাৎস্মদধূনা পূজা ন কস্যাপ্যচ্চিগোচরা । ১০

ধন্যোঽয়ং পূজকস্যাদ্য ধন্যা ত্বং পৃথিবীতলে ।

কেনাম গিখরাহাযি বিন্দ্যাড্রে হিমপৰ্ব্বতাৎ ॥ ১২

আগত্যাধিরমুত্ সাধ্য দধিণেগ্বরমন্দিরে ।

অৰ্ছকস্য তপো যোগাৎ ভবত্যাঃ সুকৃতেন চ ॥ ১২



মণ্ডলীলায়াং ওম জঃ ।

At this Mathuranath replied, "You have founded the stony image of Bhavatarini. Now it is this madpujari that has made it alive. I have seen it throbbing with life. The way of worship is also wonderful. None has seen the like of it anywhere. Both you and the pujari are blessed. Goddess herself has come down from the Kailas mountain, or the Vindhya, or the Himalayas, and appeared in your temple at Dakshineswar."

॥ 7 to 12 ॥

বন্দানুবাদ :—

অতি সদাশয় মথুরানাথ মহারাণীর কথা শুনিয়া দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন । ৭

মা আপনি ভবতারিণী কালিকার শিলাময়ী মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । কিন্তু আজ বাতুলেরই পূজার শক্তিতে সেই শিলাময়ী ভবতারিণী মূর্তিই প্রাণবন্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে জাগ্রত হইয়াছেন । ৮৯

হে মাঃ আমার বহুতর গুণ্যবশতঃ আমি চিন্ময়ী মূর্তি সাক্ষাৎ করিয়াছি । এক্ষণ অত্যাশ্চর্য পূজা কখনও কাহারও মননগোচর হয় নাই । ১০

আজ পৃথিবীমধ্যে এই পূজক ও আপনি বহু হইলেন । পূজকের সাধনশক্তিতে এবং আপনার গুণ্যপ্রভাবে বিজ্ঞাচল, হিমাচল অথবা কৈলাস পর্বত হইতে সেই ভ্রম্মময়ী ভবগেহিনী ভবতারিণীরূপে আজ দক্ষিণেশ্বরের নন্দিরে আগমনপূর্বক সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়াছেন । ১১।১২

अत्वा राज्ञी मायुरी तां मनोज्ञां वाचं चिन्ताशून्यतां प्राप सद्यः ।  
द्रष्टुं पूजान्तम्य सत्पूजकस्य जातोत्कण्ठा मन्दिरं सा जगाम । १३

स्नात्वा राज्ञी जाह्नवी पुण्यतीये  
देव्यास्तस्या मन्दिरं सम्प्रविष्टा ।  
तस्मिन्नेव व्याकुलोके सुदुर्लभं  
देवीमूर्तिं भूयसा कम्पमाना ॥ १४

अस्तं चमत्कारयुता नमाम  
साष्टाङ्गरूपेण पुनः पुनः सा ।  
यद्दर्शनार्थं सुसमागताम्  
स पूजकस्तत् परिपूर्णीभूत् ॥ १५

समाप्य मातुः सुखबोधरूपिकां  
पूजां सुवेगादिक मध्यलौकिकं ।  
तद्वक्तिभावेन विभावितात्मना  
गानेन देव्याः प्रचकार तीक्ष्णं ॥ १६

On hearing this from Mathuranath, Rani got herself relieved from her worries, and went to Dakshineswar to see that wonderful worship. After taking her bath in the Ganges she entered the temple and found the image of the Goddess quaking. She felt blessed and bent down before the Goddess with great devotion. In the meantime Gadadhar had finished his worship and began to appease the Goddess with sweet songs.

মধ্যলীলার্থা ওম অঃ ।

বন্দনোদ্যমঃ—

রাণী মথুরানামের মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠা চিন্তা-  
শূন্য হইয়াছিলেন । এবং ভবতারিণীর উত্তম পূজা দেবিতার জন্ত  
উৎকণ্ঠিত হইয়া রাণী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন । ১৩

তৎপরে রাণী পাপনাশিনী পবিত্র জাহ্নবী জলে স্নান করিয়া  
ভবতারিণীর মন্দির মধ্যে প্রবেশমাত্রে দেবীকে দোহূল্যমানরূপে  
দর্শন করিয়াছিলেন । ১৪

তখন রাণী আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া দেবীকে পুনঃ পুনর্বার সাষ্টাঙ্গে  
প্রণাম করিয়াছিলেন ।

এবং যাহা দেখিতার জন্ত মন্দির মধ্যে আনিয়াছিলেন সেই  
পূজক তাহা তাহাকে দেখাইয়াছিল । তখন পূজাকার্য্য শেষ করিয়া  
এবং ভবতারিণীর বেশাদি কার্য্যও সমাধা পূর্ব্বক ভক্তিভাবে  
বিভাবিত অস্থঃকরণ স্তানানন্দ বিগ্রহ গদাধর গানের দ্বারা দেবীর  
ভূটিগাধন করিতেছিলেন । ১৫১৬

শ্রুত্বৈ রাণী তদপূর্ব্বগীতিং  
পূজাবিধাতুঃ স্তবিক শূন্যা ।  
দৃষ্ট্য চ ভাবঃ তদপূর্ব্বরূপং  
তদা কিনাভূত সুখ সিন্ধুমগ্না ॥ ১৩  
পূর্ব্বং বাগ্ম্য গায়কৈঃ সুপবিত্রৈঃ  
গীতং রম্যং রাজগেহে বিশালৈঃ  
গানং প্রীত্যাক্ষণিতং মূরিরূপং  
কানা বাগ্ম্যনিলালানুগতং ॥ ১৫  
এবম্বিধং কিস্তু কদাপি ন শ্রুতং  
সামান্যবান্যে উপনমিরূপং ।

মধ্যসীতায়া ওম জ: ।

গায়ন্তমুচ্চেষ্টদপূর্বগান

বিপ্রত্ব রান্নী সুবিমোহিতামূত্ ॥ ১৮

On seeing<sup>i</sup> the divine mood of Gadadhar and hearing such sweet songs Rani became beside herself with great joy. Rani had occasions to hear songs and music of veteran artists in her own palace. But such songs of Gadadhar as could open the gateway to Heaven, surpassed them all. ॥ 17 to 19 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

রানী পূজকের আকাজ্ঞান শৃঙ্খলারী মেহে অপরূপ গান শুনিয়া এবং পূজকের তাদৃশভাবে বর্ণন করিয়া অত্যন্ত রূপে মোহিতা রানীর মন আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল । ১৭

পূর্বের রানী নিজ রাজ প্রাসাদে অত্যাচ্ছন্নগীর গায়কগণ কর্তৃক নানাবিধ যন্ত্র বিশিষ্ট তাললয়াদি যুক্ত বহুবিধ গান শুনিয়াছেন কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীর উপলব্ধি-স্বরূপ এইরূপ গান কখনও শোনে নাই । গান যেন অক্ষাণ্ড কটাহ ভেদ করিয়া উর্কে উঠিতেছে । এইরূপ অপরূপ গান শুনিয়া রানী অত্যন্ত মোহিতা হইয়াছিলেন ।

১৮১৯

গায়কারব্য গানস্য সমাপ্তে: পরমেব সা ।

পুনর্যাপরগানস্য শ্রবণার্থ' সমুত্সুকা: ॥ ২০

পূজক গায়ক' রান্নী তসুপচ্ছন্দ্র যজ্ঞত: ।

গানস্য সুপ্রস'র্শা সা প্রভুরামকরোত্তরা ॥ ২১

তত:পর' বাহ্যদৃষ্টি: শঙ্করাভা গায়কস্য তু ।

পূজাধিনী জগন্নাথ রান্নী মন্দির জাগতা ॥ ২২

মধ্যলীলায়াং ওম অঃ ।

তদেতোষিত্তচাঞ্চল্যং ন জাতং পূজকস্য হি ।  
 কেবলং বারমেকন্তু দৃষ্টা রান্নীং সুপূজকঃ ॥ ২৩  
 তত্চক্ষণাত্ প্রতিমায়াং স দৃষ্টিং ন্যস্য সুমায়কঃ ।  
 হৃদয়গ্ৰাহি মাধুর্য্যস্বরং গীতমবত্ৰ্যত ॥ ২৪  
 মত্পিতুৰ্ব্বেষসি ত্বং হি দত্ত্বা পাদং জগন্ময়ি ।  
 দণ্ডায়মানা বৈ দেধি নান্ন সজ্জ্বা কথঞ্চন ॥ ২৫

When the song ended, Rani greatly admired the song and requested Gadadhar to sing another. The presence of Rani in the temple did not cause any change in Gadadhar. He turned his eyes to the Goddess and started to sing another song which meant to say, "Oh Goddess, standing as you are with your feet on the breast of Lord Siva, do you feel ashamed at all ?" ॥ 20 to 25 ॥

বঙ্গানুবাদ

গায়কের গান শেষ হইয়া মাত্র রাণী পুনর্বার অল্প আর একটি গান অন্তিমবার লগ্ন উৎকণ্ঠিত হইয়া গায়ক পূজক কে বিশেষ ভাবে অনুরোধ পূর্বক গানের ত্রুটিভ্রুতি প্রশংসা করিয়াছিলেন । ২০।২১

তখন গায়কের বাহ্যদৃষ্টি হইলে রাণী অগদম্বার মন্দিরে পূজা দিবার লগ্ন আসিয়াছেন ইহা জানিয়াও পূজকের কিছু মাত্র চিন্তা চাকলা হয় নাই । ২২

পূজক কেবল মাত্র একবার রাণীর দিকে চাহিয়া উৎকণ্ঠা প্রতিমার দৃষ্টি নিঃক্ষেপপূর্বক সুগায়ক মধুর কণ্ঠে মনোগ্রাহি গান করিয়াছিলেন । ২০।২৪

મધ્યલોનાયાં ઓમ જા :

ગાનેર મર્મીર્ષ એહે થે હે દેવિ જગન્નિ હૂમિ સર્વદાહે નિવેર ચન્દ્ર  
પદ દિગા ફાડાઈગા આહ એ કન્ય ટોનાર કિ કિહૂ માત્ર મજ્જા ॥  
ના ? ૨૯

જિહ્વા વ્યાદનરૂપેણ સન્નિવતેવ પ્રદૃશ્યતે ।  
જ્ઞાતમેવ' મયા દેવિ સમ્પૂર્ણા' જ્ઞાત મેવ હિ ॥ ૨૬  
ત્વત્ પિતુર્વચસિ તવ માતા પદાં જ્ઞાતાક્રમા ।  
ગલદન્તુ લોચનાભ્યાં ગાય' સ્તન્મયતાં ગતઃ ॥ ૨૭  
શોભયુગ્મં મહાદેવ્યા ગાનેષુ સન્નિવેશિતં ।  
ચિત્તન્તુ કલિકાતાસ્ય વિપયસ્યાન્તરે સ્થિતં ॥ ૨૮  
ધર્મ્યાધિકરણેષ્ઠાક' ફલ' કિમિતિ ચિન્તિતં ।  
તેનૈવ તદ્ ગાયકસ્ય કણ્ઠરોધો વમૂય હ ॥ ૨૯  
પરન્તુ તેન તદ્રાગ્રયાઃ કોમલાક્ષ્ણે સુયોગિના ।  
ભીષણાદ્ ભીષણતર' કરાઘાતઃ જ્ઞાત સ્તદા ॥ ૩૦  
જ્ઞાત્વાત્યન્ત દુઃખિનાત્રાપિ ચિન્તા મહીયસી ।  
રાજહાર ફલસ્યૈવ ક્રિયતે માતૃમન્દિરે ॥ ૩૧

"You have thrown out your tongue to show that you feel ashamed. I have also come to know with all certainty that your mother is also standing with her feet on the breast of your father." Even though Rani was hearing the song with her ears her mind became diverted with the thought of a court case. Instantly, Gadadhar got his voice choked and had to stop his song. Gadadhar became furious and giving a violent slap on the body of

মধ্যলীলায়াঃ ৩ম অঃ ।

Rani said, "How do you indulge in the thought of court case in the temple of the Goddess?"

॥ 26 to 31 ॥

বন্ধানুবাদ :-

জিহ্বাবাদন করিয়া তুমি যেন অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছ । অতএব হে দেবি আমি জানিয়াছি বা বিশেষ ভাবে জানিয়াছি তোমার মাতা কি তোমার পিতার বকে এইরূপ পা দিয়া ধাঁড়াইয়া আছেন । ২৬

এইরূপ ভাবে বিগলিত অশ্রু লোচনে গান করিতে করিতে পূজক সমাধিস্ত হইয়াছিলেন । ২৭

রাণীর কর্ণ যুগল গানে নিবিষ্ট ছিল কিন্তু মনটি কলিকাতার বিষয় কর্মে আকর্ষিত হইয়া বিচারালয়ে আমার মোকদ্দমার ফল কি হইল এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন । রাণীর সেইরূপ চিন্তার জন্য গায়ক পূজকের তৎক্ষণাৎ কণ্ঠবোধ হইলে গায়ক আর গান গাহিতে পারিয়াছিলেন না । ২৮২৯

পরন্তু পূজারী এ জন্য জ্ঞান শূন্য হইয়া মহারাণীর পৃষ্ঠদেশে ভরদ্বর ভাবে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন । ৩০

এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন এই মায়ের মন্দিরেও বিচারালয়ের ফলের জন্য গুরুতর ভাবে ভাবিতেছে । ৩১

মন্দির দ্বার দেহত্যাগায়িতায়া য়া পরিচারিকাঃ ।

না দৃষ্টাগোমরন' কর্ম্ম পূজকস্য তু তদ্বিধ' ॥ ৩২

মৰ্ম্মান্তা বস্তুনা ভূত্বা বসিভ্যয ন্যবেদয়ন্ ।

সদ্ব্যাসাধারিত্বী রায়য়া বসিণী চ মহাবল্যঃ । ৩৩

মণ্ডলীলায়া' ওম অঃ ।

পূজক' যৌচতে সৰ্ব্ব' ক্রোধ সংক্ৰ লোচনাঃ ।

দ্রুতবেগাগতাস্তত্র বম্বু' ত' লৌহশৃঙ্খলে ॥ ২৪

ব্রহ্মীতুমুদ্যতাস্তাস্তে তাহ্মগমপরাধিন' ।

সৰ্ব্ব' স'বিন্ন মনসস্তত্র যে কর্মচারিণঃ ॥ ২৫

কর্মণা বিপরীতেন চক্ৰুর্হিহুম'চারব' ।

হন্তুকামাঃ পূজক' ত' নানা বাদা.কৃতাস্তদা ॥ ২৬

মারয়েন' বধানেন' কুব্ধেন' মন্দিরাহুহিঃ ।

এব' নানা জনানাম্তু নানা সিদ্ধান্ত কারিণাম্ ॥ ২৭

On seeing this act of violence on the person of Rani, the attending maid servants raised an alarm and called for the body-guards of Rani. They came to the spot in great fury to get Gadadhar chained. The managing staff of the temples also were greatly perturbed. Hot-headed discussions over the matter caused a great tumult and such shouts as "shame", "shame". 'Fie on him', "Give him a good thrashing", "kill him", and "Turn him out of the temple". Everybody put forth his own decision over the matter.

॥ 32 to 37 ॥

বঙ্গানুবাদ :-

মন্দিরের ভাির দেশে দণ্ডাধমার রাণীর পরিচারিকা সকল পূজকের তাদৃশ অভ্যস্ত অশোভন ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলেই চকল হইয়া রাণীর পৃষ্ঠ বন্ধক সকলকে জানাইয়াছিল । ৩২



মণ্ডলীলার্য ঐম অঃ।

অক্লান্তপ্রার্থী মহাবল রক্ষী সকল শ্রুত মাত্রে দ্রুত বেগে ঘটনা স্থলে আসিয়া পূজককে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবার জন্য ক্রোধ সংরক্ত চতুর্দিকে সেইরূপ অপরাধীকে দেবিয়া ধরিবার জন্য উজ্জত হইয়াছিল। ৩৩৩৩

এবং সেইখানে যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং সাধারণ জনগণ ও তাদৃশ নিম্নিত ব্যাপারে চতুর্দিকে মহা কোলাহল করিয়াছিল। ৩৫

এবং তাদৃশ পূজককে বিশেষভাবে প্রহারের জন্য চেষ্টা হইতেছিল পূজককে বন্ধন করিয়া কারা গৃহে লইয়া যাও অথবা ঘেরে ফেল।

কিংবা মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দূর কর এই রূপভায়ে বহু প্রকার সিদ্ধান্তকারী বহুতর ব্যক্তির তর্ক বিতর্ক দ্বারা মন্দিরের চতুর্দিকে অত্যন্ত কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এবং বহুলোক পূজককে দ্বিচার দিয়াছিল। ৬৩৭।৩৮

মানাতকবিতর্কেন ধ্বনিত মন্দির ময়ম্।

পূজকস্যাপি দ্বিহার মদদুর্ব্ভুতা জনাঃ ॥ ৩৮

তয়োবিষয়মালম্ব্য নানা জল্পন কল্পনে।

তৌ স্তু মন্দির মণ্ডি দ্বি ধৈর্য গাম্ভীর্য সংযুতৌ ॥ ৩৯

পূজকস্য ন ভীতিষ ন বা চিন্তা কথঞ্চন।

তদৃতাশ্চ চ শাস্ত্রকথ্য নগস্য বাযুনা যয়া ॥ ৪০

অনাঘার রত শিথ্য গুবর্হণ্ডয়তি ধ্রুবম্।

অবশীভূত পুত্রস্য পিতা দ্বি কস্তাডনম্ ॥ ৪১

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

করোতি তন্মহালার্য নিঃশঙ্কেন যথা তথা ।

রাজ্যহ্নে করাঘাতঃ কৃতোঃনেন মহাত্মনা ॥ ৪২

চপেটাংঘাততথাপি পূজকস্য মুখোদিত ।

যাক্ষং রাজ্যমর্গ্যমেদ মত্থন্ত মকরোত্তরা ॥ ৪৩

But both of them about whom all these tumultuous discussions were being made were sitting in the temple with profound gravity. Gadadhar was not moved by any sense of fear or anxiety and remained firm. Just as a teacher punishes his pupil for misconduct or a father punishes his son for an act of disobedience, so also Gadadhar gave her the slap to prevent her mind going astray. The heart-rending words of Gadadhar caused more pains to her than his slap. [38 to 43]

বঙ্গানুবাদ :—

যেহুইজনের। ব্যাপার লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছিল। সেই দুইজন অর্থাৎ পূজক ও মহারানী ধীর ও গভীর ভাবে মন্দির মধ্যে বসিয়া ছিলেন। ৩৯

যেদ্রুপ বায়ুর প্রবল বেগ হইলেও উজ্জয় পর্বত বিচলিত হয় না তদ্রূপ অভ্যস্ত নিম্ননীয় ঘটনা ঘটিলেও পূজকের ভয় চিন্তা বা কিছু মাত্র ঢাকলা ঘটে নাই। ৪০

সদাচার বিহীন শিশুকে গুরু যে ভাবে শাসন করেন বা অবাধ্য পুত্রকে পিতা তাহার মঙ্গলার্থে যেদ্রুপ করাঘাত করেন সেইরূপ এই মহারাণীর মনঃ শুদ্ধির জন্য গৃহে করাঘাত করিয়াছিলেন। ৪১।৪২

मध्यलीलायां ७म अः ।

किञ्च उपेक्षायां अपेक्षां प्रकृत्तं भूय निःशब्दं वागी वागीर  
अत्यन्तं मर्माघातं करिष्यहिमेन । ४३

विचारालय चिन्तां मे कथं जानाति पूजकः ।  
दिव्यदृष्टि प्रभावेन ज्ञातमेतन्न संग्रहः ॥ ४४  
अतो मे मूषणं दण्डो दूषणं न कदाचन ।  
निर्दीपोऽयं सदोपाहं ततो दण्डः शुभावहः ॥ ४५  
अनुत्तमा महाराष्ट्री कठोर वचसा भृगं ।  
दूरीकृत भृत्यवर्गा पूजकं समपूजयत् ॥ ४६  
एवं श्रीमद्युराणाय श्रुत्वा तद्विषयं सुधैः ।  
द्रुतं मन्दिरमागत्य शत्रून् संस्पृष्टवान् स्वयं । ४७  
प्रत्युत्तरं तदा राज्ञा प्रदत्तं मन्दिरे च या ।  
घटना पूजक कृता सर्वोक्ता वर्णिता स्फुटं ॥ ४८  
ततोऽग्नवीक्षदा राज्ञो मधुरं गदगदैः स्वरैः ।  
मातुः श्रीभवतारिण्या गानप्रवणमावृतः ॥ ४९

She was convinced that due to some divine power Gadadhar could know of her thought about the Court case. She was guilty and was therefore, rightly punished. Rani who sorely repented for her fault, scared away the servants by her stern order. When the matter was reported to Mathuranath, he rushed into the temple and asked his mother-in-law to tell him how it happened. Rani narrated all about it and concluded saying, "As I was listening to the holy song, I was thinking of the Court case. ॥ 44 to 49 ॥

বস্ত্রানুবাধ :-

রাণী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে আমার বিচারালয়ের চিত্তা পূজক কি প্রকারে জানিতে পারিলেন বোধ হয় নিবা দৃষ্টি প্রভাবেই ইহা অবগত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহের কারণ কিছু মাত্র নাই । ৪৩

অতএব আমার এই দণ্ড অলঙ্কার স্বরূপ ইহা কখনই দূষিত হইতে পারে না পূজক নির্দোষ আমিই অত্যন্ত দূষিত। অতএব এই দণ্ড আমার শুভদায়ক ইহাতে সন্দেহ নাই । ৪৫

এইরূপ ভাবে সেই সময়ে অধুতারা রাণী অত্যন্ত কঠোর বাক্যে ভূত্যবর্গকে দুরীভূত করিয়া পূজকের বিশেষ ভাবে পূজা করিয়াছিলেন । ৪৬

তৎপরে মধুরানাথ পূজকের রাণীর প্রতি এতাদৃশ অস্বাভাবিক আচরণ শুনিয়া ক্রতবেগে সেই স্থানে আগমন করিয়া স্বশ্রমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তখন মহারাণীও মন্দির মধ্যে যে ব্যাপার ঘটয়াছিল তাহা আশ্চর্য্যাক্ষ মধুরানাথকে বলিয়াছিলেন । ৪৭।৪৮

অতঃপর মহারাণী কীদৃশে কীদৃশে মধুরানাথকে বলিলেন মাতা ভবতারিণীর গান শুনিবা মাত্র । ৪৯

কথং ধৈর্য্যিকী চিন্তা ক্রতা তত্র তদা ময়া ।

অতোঃহি মে মহান্ দোষঃ সঞ্চ্যাতঃ সত্যমেব হি ॥ ৫০

মী তাত মথুর ত্বন্তু পূজকং রথ সর্ব্বতঃ ।

ন পীড়িতো যেন কেন কদাপি স্যাৎ সুপূজকঃ ॥ ৫১

শ্রুত্বৈব মথুরানাথঃ সিদ্ধান্তঃ ক্রতবাস্তুদা ।

দিব্যোন্মাদদশেয়ং হি তাতস্য মম সঙ্কতা ॥ ৫২

মাবরাজ্যে হি কস্যাপি তু টিঃ স্বলপাপি চেদ্রবেৎ ।

দৃষ্টাতামগ্নিকল্যঃ স জ্বলিতো মথপি মূবং ॥ ৫৩

মধ্যলীলায়া' ওম অঃ :

বরাহনগরে পূৰ্ব্বগঙ্গাঘটেঽপ্যনেন হি ।

জাপক ব্রাহ্মণস্যান্যমনস্কস্য চ কৌপিণা ॥ ৫৪

কৃতদ্রুপেটাঘাতোঽপি মণ্ডদেশে মহাত্মনা ।

তাংস্য সুতরা মেতদ্বিহ্বাচরণং বহু ॥ ৫৫

“So I have committed a very sinful act, Dear son, take every step to protect Gadadhar from any pains from any source. On hearing this Mathura-nath came to the conclusion that it was a stage of divine madness which would cause great fury even for a very negligible offence. Some time back, on the bank of the Ganges at Baranagar, Gadadhar slapped on the cheek of a bramhin who became absent-minded in his act of counting holy names. Such feats of anger on the part of Gadadhar were seen on many other occasions.

॥ 50 to 55 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময়ে কেন আমি বৈষয়িক চিন্তা করিয়াছিলাম। অতএব এখানে আমার ভয়ঙ্কর দোষ হইয়াছে। ৫০

হে পুত্র মথুর! তুমি স্বয়ং পুঙ্খক কনিষ্ঠ ভট্টাচার্য্যকে সর্বতো-  
ভাবে রক্ষা কর। যেন তাঁহাকে কেহ কখনও কোনরূপ নিপীড়িত  
না করেন। ৫১

তখন মথুরানাম রাণীর কথা শুনিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির  
করিয়াছিলেন যে ইহা দিব্যোন্মাদের লক্ষণ আমার বাবাতে আছে  
এই লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। ৫২

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ।

যদি কাশরোগ ভাবাবস্থায় স্বল্পমাত্রাও ক্রটি হয় বাবা তাহা দেখিয়া অগ্নিতুল্য জ্বলিয়া উঠেন। ৫৩

ইতিপূর্বে বরাহনগরে গঙ্গার ঘাটে কোনও একটি জাপক ভ্রাম্মণের অন্তমনস্ক দেখিয়া তাঁহার গণ্ডস্থলে করাঘাত করিয়াছিলেন। সুতরাং বাবার এমন অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ বহুস্থলে দেখিয়াছিলেন।

৫৪।৫৫

বায়ুরোগ পূর্ন্বৈচ্ছিত্বং মত্বা শ্রীমথুরী মহান্।

কলিকাতাস্য বিখ্যাত বৈদ্যরাজ মহর্ষিণম্ ॥ ৫৬

কুমারদুলি বাস্তুথ্য বৈদ্যস্য বিষারদং।

গঙ্গাপ্রসাদমাশ্রয় চিকিত্সাং সমকারয়ত্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবত পারমহংস্যা সংহিতায়াং গদাধরস্য পূজানন্তরং গানং তচ্ছ্রবণেন রাজ্যমমনস্বলস্য দৃষ্ট্বা রাজমহর্ষে অপেড়াঘাতরূপী মধ্যলীলায়াং সতমৌ-  
চ্যায়ঃ ॥ ৩

Mathuranath thought that this might be due to some disease. So he got Gadadhar treated by Ganga Prasad, the best physician of the times.

॥ 56 to 57 ॥

Here ends the seventh Chapter of Madhyahla in the "Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam" written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

অতএব হেঁশ বায়ুরোগের পূর্বলক্ষণ। মথুরানাথ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যরাজমহর্ষি গঙ্গাপ্রসাদ সেন নামক কবিরায় দ্বারা চিকিৎসা করায়েছিলেন। ৫৬।৫৭

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

শ্রীরামেশ্বর সুন্দর ভক্তিভীর্ণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের  
মধ্যলীলার সপ্তম অধ্যায়ে রাণী অশ্রমনকা হইলে গদাধর রাণীর  
গালে ভয়ঙ্করভাবে করাঘাত করেন ইহাই বর্ণিত হইল । ( মঃ ৭ম  
অঃ সমাপ্ত )

মধ্যলীলায়াং ষষ্ঠোऽধ্যায়ঃ ।

ততো লগন্মলমঙ্গলাত্মনা বিধায় দেব্যাস্তদ পূর্ব্বসাধনং ।

দৈনন্দিনাধ্যাত্মিকভাবাহুতঃকর্তুং ন শক্তঃ ক্রতকৃত্যশীপতঃ ॥ ১

ভাবাবেশাত্ সর্ব্বদা তন্ময়ত্বাত্

বাধ্যা পূজা বর্জিতা বৈধরূপা ।

পূর্ব্বং ভোগং যত্নতঃ সন্মুদায়

তত্ পয়াসত্ পাচ্যদানং চকার ॥ ২

কদাপি বা ধ্যাননিমগ্ন চিত্তে

বিস্মৃত্য পূজাং লগদম্বিকায়াঃ ।

দেব্যাঃ স্মৃনৈঃ শিব বিলুপত্

গম্ভাদিभिঃ প্রাচর্য্য নিজাং হি মূর্ত্তি ॥ ৩

Goddess revealed her own divine self to  
Gadadhar. From now onwards Gadadhar failed  
to perform services in regular order due to his  
divine preoccupation. ॥ 1 to 3 ॥

বঙ্গানুবাদ

অতঃপর জগতের মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলময় গদাধর দেবীর অলৌকিক  
সাধনা করিয়া যে দেবীকে যোগিগণ সর্বদা ব্রহ্মায়ত্রী বলেন । সেই  
দেবীর অলৌকিক স্বরূপ গদাধর প্রত্যক্ষ করিয়া জীবমুক্ত  
হইয়াছিলেন । ১

মধ্যনীলায়াংম অঃ।

সর্বদা ভগবদ্ব্যবে বিভাবিত অস্ত্রঃকরণ গদাধরের প্রতিদিন আধ্যাত্মিকভাবেই বুদ্ধিবশতঃ এবং কৰ্মকাণ্ডের পরণামে অবস্থিত বশতঃ ভবতারিণীর পূজা করিতে সমর্থ হন নাই। সর্বদা ভাবাবেশে তন্ময় হইতে নিয়মিতভাবে সাধারণ পূজা হয় নাই অথো ভোগদান করিয়া উৎপরে পাশ্চ অর্থ্য দিতেন। ২

কোন সময়ে বা ধ্যান নিমগ্নচিত্তে ভগবতীর পূজা ভুলিয়া গিয়া দেবীর বিধপত্র পুণ্য ও চন্দনাদি দিয়া নিজের পূজা করিতেন। ৩

ভোগ্যদ্রব্যে ভীজিন' স্ববিধায়

স্বীচ্ছিত্যভোগদান' সমর্থ্য'।

বিস্মৃত্যসা বর্ষ'কাধর্গাদি ভাব'

তস্যৌ স্তম্বী বুদ্ধমুক্তস্বभावঃ ॥ ৪

দশায়ামস্যা' তাতস্য মহাদেব্যা.প্রপূজন'।

অসম্ভাষ্যমহ' মন্যে সেবায়া বাহ্যরূপতঃ ॥ ৫

তাতান্তঃকরণ' বাহ্য বিপর্যয়' দ্বিনির্বাসিত'।

অতোঃস্ব' পূজন' বাহ্য' বিপর্যয়' হি নিবাসিত' ॥ ৬

বিস্মৃত্যৈব শ্রীমধুরঃ পূজার্থ' প্রয়তমান'।

জপয়া ভবতারিণ্যাঃ পূজক' প্রায়তমুৎসৃণাত' ॥ ৭

গদাধরস্য কালোঃস্মিন্ পিতৃব্য তনয়ঃ সুধোঃ।

সুপশ্চিতঃ সদাচারঃ কর্মঠো রামতারকঃ ॥ ৮

Gadadhar himself would eat a portion of the cooked rice and dishes intended for the Goddess and offer the remaining portion to the Goddess. He lost all sense of the difference between the worshipper and the worshipped, and remained unconcerned with a vacant mind. Mathuranath mused in himself, "In this state of mind, I think, ॥



মধ্যলীলায়াং চম অঃ ।

is not possible for Gadadhar to perform the services to the Goddess which are, with him, as avoidable as poison.” So Mathuranath made up his mind to appoint another priest in the place of Gadadhar. Just at that time pandit Ramtarek, the son of Gadadhar's uncle, was available for the job. He was a good scholar and came to Dakshineswar on the look-out for a job. ॥ 4 to 8 ॥

বঙ্গানুবাদ :—

এবং দেবীর ভোগ্যজব্য স্বয়ং ভোজন করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট অমাদি দ্বারা দেবীর ভোগ দিয়া পূজ্য পূজকভাবে ভুলিয়া গিয়া বুদ্ধমুক্ত স্বভাব গদাধর শুদ্ধভাবে অবস্থান করিতেন । ৪

সেবার স্বরূপ সাধারণভাবে নিয়মিত থাকায় এমনত অবস্থায় বাবা গদাধরের মহাদেবীর পূজা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি বাবার অন্তকরণ সম্প্রতি বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ভাবে অবস্থিত । অতএব বাবার বাহ্য পুরী নিবতুল্য ইহা ঐব নিশ্চিত । ৫৬

এইপ্রকার আলোচনা করিয়া মধুরবাবু অত্ৰ একটি পূজকের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন । এমনত অবস্থায় গদাধরের পুত্রতাত গ্রামকানাইয়ের পুত্র জ্ঞানী সদাচারী কৰ্ম্মকুশল সুপণ্ডিত রামতারক কৰ্ম্মপ্রাপ্তির জন্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন । ৭৮

আগতঃ কৰ্ম্মলাভায় দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।

গদাধরস্য রোগীণ্য যাবন্ন যাতি নিখিতম্ ॥ ৮

তাবদৈপূজনং মাतুঃ কৰীতু রামতারকঃ ।

হনুধারীতিনামাস্য মদন্ত ঠাকুরেণ বৈ ॥ ১০

তেনাত্ব হলাধারীতি নাম্নৈব বিদিতো জনৈঃ ।

হলাধারী ব্রতী মৃত্বা পূজকস্য পদেপি তং ॥ ১১

স্বাছারার্থং শ্রীমদ্ব্যুর' বিজ্ঞাপিত মথাকরীত্ ।

স্বপাক' মদ্রয়িষ্যামি নান্যপাক' কদাচন ॥ ১২

শ্রুত্বাত্মমথুরানাত্যোঃপুত্রবাচ হলাধারিণ' ।

কথমেব' তথ স্নাতা ভাগিন্যেযোঃপি পড়িতঃ ॥ ১৩

At once Ramtarak was appointed to do the services to the Goddess till Gadadhar was cured of his disease. Previously Ramtarak was named as Haladhari by Gadadhar. Accordingly here also he was known as Haladhari. On his appointment he gave out to Mathuranath that he would prepare his own meal as he never took rice cooked by others. Mathuranath argued, "Why, then, do your brother and the learned nephew take the cooked rice offered to the Goddess".

বঙ্গানুবাদ :—

গদাধরের এষ্ট বাবুভোগ বতদিন পর্য্যন্ত আরোগ্য না হয় ততদিন রামতারকেই ভবতারিণীর পূজাকার্য্য করুন। এইরূপ নির্দ্ধারিত বা ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯

এই রামতারকের নাম পূর্বে কামারপুকুরেঠাকুর হলাধারী রাখিয়া ছিলেন। এই দক্ষিণেশ্বরেও রামতারকে হলাধারী নামেই পরিচিত হইতে হইয়াছিল। ১০

মণ্ডলীলায়াং দ্ম জঃ ।

হলধারী পৃথকের পক্ষে ততী ইহারা নিজেই আশীরের জন্য মধুরা নাথকে জানাইয়াছিলেন যে আমি অস্ত্রের পাককরা জব্য খাই নাই । অতএব আমি নিজে পাক করিয়া খাইব । ১১১২

মধুরবাবু হলধারীর কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন এক্ষণ কেন ? তোর ভাতা এবং পণ্ডিত ভাগিনের ইহারা দেবীর প্রসাদীয় অন্ন ভক্তিপূর্বক ভোজন করেন । ১৩

প্রসাদীয়াস্ব' দেব্যাঙ্গৌ ভক্তয়া ভক্ষয়তো ধ্ব' ।  
 মম্বুরনৈব সুক্টে'পি শ্রীরামতারকৌঃপ্রমৌত্ ॥ ১৪  
 ভ্রাতৃর্মে'ভেদ বুজিত্বাদুশ্চমার্গাবনম্বনাৎ ।  
 ন দৌপস্তাস্য তদ্রূপে প্রসাদীয়াস্ব ভোজনে ॥ ১৫  
 ভাগিনীদৌ'পি তস্যৈব ঘণ্যতাপা স্তি হিতুতঃ ।  
 গদাধরস্য মদু ভ্রাতৃর্মত' তন্মতমেব হি ॥ ১৬  
 কণ্ঠ' গতেষু প্রাণেষু তয়া ন করবাম ধৈ ।  
 ব্রহ্মণ্যধর্মনিষ্ঠায়াস্টোন মে স্বত্বনন' ভবেত্ ॥ ১৭  
 হলধারি মতেনৈবা ভবদেব্যাঃ প্রপূজনম্ ।  
 জিন্ত্বলৌকিক ভাষস্য ভ্রাতৃর্গদাধরস্য চ ॥ ১৮

Ramtarak replied, "As my brother has raised himself far above all such limitations he can do as he likes with impunity. My nephew is subservient to him and has no separate entity. As to myself I shall never do it to the last day of my life, as I believe that my religious austerity will be impaired if I do so." In absence of any other alternative, Haladhari was allowed to have his own way. He however, could not be free from all doubts as to the uncommon spiritual achievement of his brother, Gadadhar. ॥ 14 to 18 ॥

মধ্যলীলায়াং স্ম জঃ ।

বন্দানুবাদ

মধুরবাবু এই রূপ বলিলেও রামভারক বলিয়াছিলেন আমার জাত্যাদ্যের অতেন বুদ্ধি বশতঃ এবং উচ্চ মার্গ অবলম্বন বশতঃ তাঁহার পক্ষে এইরূপ প্রাসাদীর অন্ন ভোজন সম্ভব মোষ হয় না ।

১৪১৫

ভাগিনের হৃদয়ও আমার জাত্যাদ্য বশতঃ প্রাপ্তি হেতু তাঁহার যে রূপ মত হৃদয়রামেরও সেইরূপ মত । ১৬

কিন্তু আমাদের কঠাগত প্রাণ হইলেও আনন্ধ্যা একপ আচরণ করিব না তাহাতে আমার আনন্ধ্যা বর্ণ্য নির্ভার জানি হইবে । ১৭

এই রূপ ভাবে ভোজন নির্ভারক্ষা পূর্বক হৃদয়রামের দেবীর পূজায় ততী হইয়াছিলেন । কিন্তু হৃদয়রাম আনন্দিক ভাবে ভাবে অবস্থিত গদ্যধারের সাধনায় বিশেষ ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন না । ১৮

চাধমায়া সুবিগ্ৰামঃ কৰ্ণুং ন সৰ্ব্বথা স্মঃ ।

কদাপি বা তদাচারি সংগঃ প্রকটীকৃতঃ ॥ ১৯

একদা বা সুপগমা ভূরিরূপাময়াকরোত্ ।

এবমহনি কপি চিহ্নমিহ তন্ময়াত্মনা ॥ ২০

দেব্যা সহ মাষ্টমাতা কুৰ্ম্মতা ঠাকুরিণি হি ।

স্তন্যপানং কৃতং দেব্যা পুত্রেন গিগুসা যযা ॥ ২১

কদাপি বা পাদমূলে যত্নিতঃ কন্দলুধরৈঃ ।

কৌড়ি কুব্ধ মছাদেবি পুত্রং মা পুত্রবত্মনে ॥ ২২

এবমুক্তা মছাদেব্যা পদৌরুহা ব্যবস্জমা ।

অনুভিমিত্ত পাদৌ নী হৃদয়মধারয়ত্ ॥ ২৩

মণ্ডলীলায়াং দম অঃ ।

Some times the conduct of Gadadhar seemed to be quite unbecoming. At other times it appeared to be *deserving* unreserved praise. Some times again he was seen to behave like a son to his mother. He would suck the breast of the Goddess like an infant. Some times again he would fall at the feet of the Goddess and cry aloud saying, "Oh Mother, be kind to take me on your lap." He would wet the feet of the Goddess with his tears and hold them firmly. ॥ 19 to 23 ॥

বদান্তবাদ :—

কখনওবা গদাধরের সর্বাচারে সম্বেদ করিতেন কখনওবা ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন এবং কোনসময়ে দেখিতেন ঠাকুর ভগ্ন হইয়া ভাবে দেবীর সহিত গর্ভ ধারিণী মাতার মত ব্যবহার করিতেছেন কখন ও বা শিশু পুত্রবৎ দেবীর স্তনপান করিতেছেন ।

১৯।২০।২১

অন্য কোন সময়ে দেবীর পাদতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করে বলিতেছেন হে পুত্র বৎ স্নেহে মহাদেবি আমি তোমার পুত্র । আমাকে কোলে করুন । ২২

এই বলিয়া নিজ বক্ষস্থল দেবীর চরণে স্পর্শ করাইয়া অশ্রু সিক্ত পাদযুগল নৃত্যরূপে ধারণ করিতেন । ২৩

भावोच्छ्राममिमं दृष्ट्वा हनधारी सुविस्मितः ।

अवददुश्चकण्ठेन ठाकुरं भावविग्रहम् ॥ १४

अरे त्वामद्य ज्ञानामि ब्रह्मरूपिणमीश्वरं ।

श्रुत्वा प्रत्युवाचेदं ठाकुरो हनधारिणम् ॥ २५

মধ্যলীলায়াং ৩ম অঃ ।

সাবধানো ভব ত্ব' ভী ন পুন'বিষ্কৃতি ভব ।

যু'ত্বা গদাধরী বাচ' হৃদধার্য্যগ্রবীদ্বচঃ ॥ ২৬

ত্বত্'স্বরূপ' পুন'স্ব' মে গৌ' নালমসি ধ্রু'ব' ।

ঐশ্বরিকো মহাশক্তি স্ত্বয়ি নূন' সমাগতা ॥ ২৭

কৃপয়া করুণাময়্যা জ্ঞাতমদ্য ময়া দৃঢ়ম্ ।

ততো গদাধরীণোক্ত' বসাত্র দক্ষিণে শ্বরে ॥ ২৮

কচ্ছিত্'কাল' ময়া সাধ' ততো জ্ঞাস্যামি তে মত' ।

এবমুক্তা মহাতেজাস্থাশীশ্রাব' গতঃ স' হি ॥ ২৯

On seeing such outburst of spiritual exuberance Haladhari spoke out to Gadadhar, "I have realised to-day that you are none but God's own self." At this Gadadhar replied, "Be careful not to forget again." Haladhari said, "you shall not be able to conceal your true self from me. It is now beyond all doubt that you are now bestowed with the divine power. I have learnt this to-day by the grace of the Goddess." Then Gadadhar said, "Oh Haladhari, if you so please you may stay here for some time so that I may know of your views." On saying this Gadadhar kept silent. 28 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

হলধারী গদাধর এই রূপ মহাভাব দেখিয়া ভাব বিগ্রহ ঠাকুরকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন ওরে আফ আমি তোমাকে ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বলিয়া জানিলাম । ২৪

মধ্যনীলার্য্য ষ্ম অঃ ।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হলধারীকে বলিয়াছিলেন ওহে তুমি সাবধান হও পুনর্বার ভুলিয়া বাইও না। হলধারী গদাধরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন তুমি তোমার স্বরূপ আমার নিকটে পুনরায় গোপন করিতে পারিবে না। ইহা শ্রবণে সত্য যে ঐশ্বরিকী মহাশক্তি তোমার অন্তরে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

করণাময়ীর কৃপায় আমি আজ বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ২৬।২৭

তৎ পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে হলধারী কিছু কাল আমার সহিত দক্ষিণেগ্নরে অবস্থান কর তাহা হইলে তোমার বপার্শ্ব মত কি জানিতে পারিব। এই কথা বলিয়া ঠাকুর মৌনভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। ২৮।২৯

ততঃ কতিপয়াঙ্কঃসু গতিষু হ্রলধারিণ ।

ঠাকুরাচরণে দৃষ্টা ভাবান্তরমুপস্থিতং ॥ ২০

যৌঃসৌ গদাধরঃ পূর্ব্ব প্রসাধীয়ান্ন ভোজনে ।

কৃতবান্ বহুযস্তর্কং পিণ্ডিতেনাগ্রজেন হি ॥ ২১

দৌনত্বস্যৈব সংসিদ্ধে যধুনা দেব এব সঃ ।

সাধনার্থং সাধারণ স্যাস্তৃশ্যমশুমম্ভ যত্ ॥ ২২

স্থানং তদ্বৌতকরণং স্বহস্তেন ন কুণ্ঠিতঃ ।

বিধৃত্যোচ্ছিষ্টপত্রাণি মস্তর্কং যং গদাধরঃ ॥ ২৩

স্বচ্ছমিতি দরিদ্রাণাং গজাগর্ভে ন্যপাতয়ত্ ।

সম্মার্জনীং স্বয়ং নীত্বোচ্ছিষ্ট স্থানমমার্জয়ত্ ॥ ২৪

After some days, on seeing the peculiar conduct of Gadadhar, Haladhari revised his opinion about Gadadhar. He observed that

Gadadhar, who entered into unending arguments with his learned elder brother against accepting offered rice, could now wash with his own hand the place covered with the untouchable remains of meals, and carry them on his head to the Ganges. 30 to 34

বঙ্গানুবাদ :—

৩০ পরে কিছু দিন গত হইলে ঠাকুরের কার্য্য কলাপ দেখিয়া হলধারীর মনের অবস্থা অগুরূপ ইহঁতাহিল । ৩০

অর্থাৎ হলধারী ভাবিতাহিল যে গদাধর ভবতারিণীর শ্রমাসের গ্রহণ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের সহিত নানা ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতাহিলেন আজ সেই গদাধর ধীনতা সিদ্ধি লাভের জন্য সাধারণের । ৩১

অম্পৃশ্য অনিষ্ট কারক উচ্ছিষ্ট স্থান মার্জিত এবং উচ্ছিষ্ট পত্র মন্তকে লইয়া গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেছেন । ৩২ । ৩৩ । ৩৪

পুনরন্যদিনে সাধুঃ সমবুধিমদর্শয়ত্ ।

মর্শ্বজীবে জিবজ্ঞান সাধনসিদ্ধয়ি সুধঃ ॥ ১৫

দরিদ্রোচ্ছিষ্ট মল্লানামকরোত্তোজনং স্বয়ং ।

৩ মহাপ্রমাদ বোধেন মন্তকোপরিঘারয়ন্ ॥ ১৬

সত্যৈকমানন্দযুতো নৃত্যতিষ্ম গদাধর ।

যথা ধনো নব্যধনঃ পরমানন্দ নির্ভরতঃ ॥ ১৭

হৃদা ধৈর্য্যশ্চ্যুতিঃ প্রাপ্তো জনধারী গদাধরম্ ।

মক্খো ধম্মমুত্তমাস্তমু কিং জাতং ভোঃ কুপুহিমা ॥ ১৮



মধ্যলীলায়াং দম অঃ ।

জ্ঞানতঃ পতিতৌচ্ছিষ্ট গলাধঃকরণভূতম্ ।

তেন ত্ব পতিতৌ ভূত্বা চণ্ডালত্ব গতোঃপুনা ॥ ২৫

পরন্তু তে পুত্রকন্যা বিবাহৌ ন ভবিষ্যতি ।

সামাজিকজনৈ স্ত্বন্তু বর্জিতৌ নাত্ন সংযয়ঃ ॥ ৪০

On some other day Gadadhar showed his sense of equality in all beings disregarding all difference between himself and the poor lepers. He also ate the remains of meals left by the lowest classes of people, with great devotion as if these were the gifts of God. He also danced in joy like a poor man suddenly growing rich. At this Haladhart lost his patience and said, "Oh Gadadhar what a fool you are? Don't you see that you have lost your rank and status by deliberately taking the remains of meals of the untouchable classes of people. You and your posterity will surely be condemned by society."

35 to 40

বদ্রানুবাদ :—

ঠাকুর অষ্ট একদিন পরিভ্রম ও কুঠাদি রোগ গ্রস্ত ব্যক্তিদের সহিত নিম্নকে কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি না করিয়া সর্ব জীবের সমবুদ্ধি দেখাই তেছেন। এবং সর্ব জীবের শিবজ্ঞানে ঐক্য অত্যন্ত অপবিত্র মহাপাতকী গণের উচ্ছিষ্টাদি ভোজনেরও কিছুমাত্র কুঠাবোধ করিতেছেন না।

মঘ্যলীলায়াং স্ম অঃ ।

এবং মহাপ্রবীণ বোধে মন্তকে ধারণ করতঃ দরিদ্রের ধনস্বত্বের  
মত পরমানন্দ বোধে নৃত্য করিতেছেন । ৩৫ । ৩৬

ঠাকুরের এইরূপ বিকটাকরণ দেখিয়া হলধারী অধৈর্য্য হইয়া  
ক্রুদ্ধ ভাবে বলিয়াছিলেন তুমি কুবুদ্ধি বশতঃ এসকল কি করিতেছ ।

৩৭ । ৩৮

দেখ জ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালাদির অন্ন খাইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়  
এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অতএব তুমি চণ্ডাল হইয়াছ । ৩৯

নামাজিক ব্যক্তিগণ কর্তৃক তুমি পরিভ্যক্ত হইতেছ । তোমার  
পুত্রকন্যাদির বিবাহ হওয়া কঠিন । বা তুমি অজ্ঞ হইতে জ্ঞাতি  
চ্যুত হইলে । ৪০

সংসাঃক্লম মনস্য বাহ্যেন হনুধারিণঃ ।

অপারধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ধাররূপস্য যোগিনঃ ॥ ৪১

নিঃশ্রেণ্য' ভগ্নতামাপ ধৈর্য্য সেতুর্মহাত্মনঃ ।

সুতীন্দনস্বরস যুক্ত ক্রোধপ্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৪২

প্রীবাচ ঠাকুরস্তান্তু পণ্ডিত' হলধারিণম্ ।

ত্বয়া শ্রীভগবদ্গীতা ধীতাচাধ্যাপিতা ধ্রুব' ॥ ৪৩

বেদান্তবাক্য স্তৌমস্য বিচারীঃপি কৃত স্তবয়া ।

শাস্ত্রব্যাখ্যানকালে তু জগন্নিষ্য'তি মন্যতে ॥ ৪৪

সর্ব্ব' ব্রহ্মময়' জগদিতি কি' নামিভাষ্যতে ।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কৰ্ত্তব্যেতি সদোচ্যতে ॥ ৪৫

নারায়ণ স্বরূপস্য দ্বিদ্ৰস্যান্নভোজনাৎ ।

জাতায মে চিত্তশক্তিঃ সাধুনামুপদেশতঃ ॥ ৪৬

These words made Gadadhar furious. He at once replied, "You have not only read but

মধ্যশ্রীলায়াং স্ম অঃ ।

taught others that God is the only reality and every thing else that you see and feel is false. Today all impurities of my mind have been removed by taking the remains of meals left over by the poor untouchables who are but manifestations of the one and undivided" 41 to 46

বঙ্গানুবাদ :—

সংসার কূপে নিমগ্ন হনধারীর কথা শুনিয়া অশীম গাভীরী  
ও ধৈর্যের আধার হইলেও মহাযোগী গদাধর অধৈর্য্য হইয়া অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ বিকৃত করিয়া হলধারীকে বলিয়াছিলেন । ৪১৪২

তুমি নয় গীতা পাঠ কর ছাত্রগণকেও গীতা পড়াও বেদান্ত  
দর্শনের অমূল্যলভ্য কর শাস্ত্র বাখ্যার সময়ে অতি সূত্ৰভাবে বল  
এই পরিনৃপ্তমান জগৎ মিথ্যা ত্রকাই সত্যবস্ত সমস্ত জগৎ ত্রকময়  
সর্ব স্ত্রীবে ত্রক দৃষ্টি করাই কর্তব্য । এই সকল কথা পুনঃপুনর্বার  
বলিয়া থাক না । ৪৩।৪৪।৪৫

দ্বিতীয় নারায়ণরূপ এইরূপই সাধুগণের উপদেশ । অতএব  
দরিদ্রগণের প্রসাদীয়া অন্নভোজন করিয়া আশ্র আশ্র চিত্ত শুদ্ধি  
হইরাছে । ৪৬

অত্রৈতং ভগবদ্বাক্যং স্মার্ত্যং পণ্ডিতেঃ শ্রুতম্ ।

শুনিত্বৈব স্বপাকৈঃ স পণ্ডিতাঃ সমদগমিনঃ ॥ ৪৩

কিৎস্বয়া চিন্তিতম্বেতৎ তাহমোঃস্বঃশ্রুতম্ ।

প্রশ্ন মত্যাং যদিষ্যামি করিষ্যামি প্রিয়াপ্রিয় ॥ ৪৪

শাস্ত্রানুগোপিনং ত্বাং ধিঃশ্রুতং পণ্ডিতমানিনং ।

শাস্ত্রাধ্যায়ন মাফল্যং বিফলং প্রতিভাতি তে ॥ ৪৫

মধ্যলীলায়াং দ্বম অঃ ।

শ্রুত্বৈব হৃদধারী তু শাস্ত্রসিद्धान্ত মুত্তমং ।

স্বপাণ্ডিত্যস্বাভিমানং সৰ্বং সমজহাতদা ॥ ১০

স্থ্যুনাৎনেनावस्थितस्य विदुषो हृदधारिणः ।

जातयैव संसिद्धान्तो जीवन्मुक्तो गदाधरः ॥ ५१

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते  
मध्यलीलायां प्रारम्भसां संहितायां गदाधरस्य सर्वजीवे शिषज्ञान  
साधनरूपोऽष्टमीध्यायः ॥ ८

“Those who have realised the truth never find any difference between a dog and a man. All your studies have been in vain. There is a wide gulf between what you say and what You do.” On hearing this wise saying of Gadadhar, Haladhari ceased to boast of his erudition, and came to conclusion that Gadadhar had attained salvation even though he was alive. 47 to 51

Here ends the eighth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam composed by Pandit Ramendra Sunder Bhaktitirtha 8

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এইরূপ অবস্থায় ভগবানের বাক্যই প্রমাণ বা পণ্ডিত-  
গণের সর্ববদা মনে রাখা উচিত অর্থাৎ ভগবদাক্য এই যে বিদ্যা  
বিনয় সম্পন্নে আত্মগেগবিশ্ভিনি ।

মহ্যলীলায়াং অম জঃ ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীতা ৫অঃ ১৮ শ্লোক  
অর্থাৎ যদার্থ পণ্ডিত যিনি হবেন তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ও ধেরূপ  
দেখিবেন গরু, হাতী, কুকুর ও চণ্ডালকেও সেইরূপ দেখিবেন । তুমি  
আমাকে ভোমাদেব মতই ভাবিয়াছ । ভোমরা যেমন মুখে তোতা  
পাখীর মত অন্যই সভ্যবস্ত্র মুখে সর্বদা বল । আর কেবল মাত্র  
পত্নীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনেই সর্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাক । ৪৭/৪৮

ভোমাদেব মত শঠতা বুদ্ধি আমায় নর ? শাস্ত্রানুশীলনকারী  
পাণ্ডিত্যাস্তিম্যাতী মূর্খ ভোমাকে যিক ভোমার শাস্ত্র পড়া নিফল ইহা  
আমি দিবা চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছি । ৪৯

হলধারী ঠাকুরের এইরূপ সর্বোত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ও যুক্তি পূর্ণ  
কথা শুনিয়া নিম্নের পাণ্ডিত্যাস্তিম্যাতী পুরীকৃত হইয়াছিল । ৫০

এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত পণ্ডিত হলধারীর ইহাই সুসিদ্ধান্ত  
হইয়াছিল যে গঙ্গাধর জীবদুঃ পুরুষ । ৫১/৫২

ঐরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীষণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের  
মহ্যলীলায় অষ্টম অধ্যায়ে গঙ্গাধরের খুঁড়তত ভাই ব্রামচার্য্যক বা  
হলধারীর ভবতারিণী কালিকার পূজায় ত্রুতী হওয়া এবং গঙ্গাধরের  
সর্বভাবে শিবচ্ছান সাধনা বলা হইল । নঃ ৮মঃ সমাপ্ত

মহ্যলীলায়াং নবমোধ্যায়ঃ

মন্দিরস্য প্রতিষ্ঠাতো গতং বর্ষচতুদয়ং ।

কিন্তু গদাঘরম্বায়াং দিঘোন্মাদৌ গমৌ ন দ্বি ॥ ১

স্বাম্যবিদ্বি বিমোক্ষো বৈমুক্তং বিচক্ষণৈঃ ।

ন যাৎ প্রাচর্য্যস্য গুরুত্বং ভবতি ধ্রুবং ॥ ২

সামদুঃসাদভাবস্য ন কিস্বিন্ পবিত্রতমং ।

মহিষ্যনোতি নঃ সাক্ষ্যমম্বতাচার্য্য মতা ॥ ৩

মধ্যমোন্মাদ্য ৫ম অঃ।

উন্মাদরোগমুক্তার্থং মথুরো চিন্তিতো ময়ং।

দ্রব্ধেন সমানোষ্যাবৈধোপায়ঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ৪

চারোন্ম্য প্যানুরোধেন রূপেণা প্রতিমা ভুবিঃ।

যানোয তরুণী কাশি নস্য মম্মা সমীপতঃ ॥ ৫

অরব্দদুঃখমোগার্থং মৌঘন্তদ্রোগমুক্তার্থং।

তদা গদাধরোন্ম্যত্যা বহিষ্যতী প্যানমাশ্রিতঃ ॥ ৬

It was four years since the temples had been founded, but Gadadhar could not be cured of his divine madness. At last the physicians declared that he could be cured of his madness by sexual intercourse. Accordingly, in consultation with Hriday, Mathuranath managed one night to keep a beautiful women by the side of the bed of Gadadhar who happened to be away from his room. 1 to 6

বদ্রান্তিবাদ :—

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর আশ্রয় ৪ বৎসর গত হইলেও গদাধরের দিব্যোন্মাদ বা সাধারণ লোকের নিদটে পাগল ভাব নষ্ট হইয়াছিল না। ১

বহুতর চিকিৎসকগণ গদাধরকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়া ছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত গদাধরের স্ত্রী সংসর্গ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত উন্মাদরোগ আরোগ্য হইবে না ইহাই আশ্রয়ের শাস্ত্রাচার মত।

মধ্যলোলায়াং ৫ম অঃ ।

মধুরবাবু চিকিৎসকগণের অভিপ্রায় জানিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া হৃদয়রোগের সহিত যুক্তি করিয়া ঠাকুরের রোগ আবেগের জন্য একটি অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন । ৪

অর্থাৎ কোনও একটি পরমা স্মন্দরী যুবতী প্রীলোককে ঠাকুরের উপভোগের জন্য নক্ষার পর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন ।

৬

প্রবিষ্য তরুণীং হৃষ্টা সাযাহ্নে তাং গৃহস্থান্তরে ।

অপূর্ব্বলিলাসত্বে সূক্ষকণ্ঠং হৃদয়মাচ্ছয়ত ॥ ৩

অরি হৃদং হৃদং ইতি বারং বারং বদ'য় সঃ ।

যদ্যেহি পশ্য শ্রীম্না নো মেহি কেয় সমাগতা ॥ ৫

হৃদয়ো'সি তরাং ধাবন্তব্রাগত্য সবিধায়ঃ ।

স্তম্ভীভূত স্তাং তরুণীং দদর্শাচর্য্যবত্তদা ॥ ৬

মলদশুলোচনেভ্যোমুগ্ধমতীং মাতৃশ্রীং মহান্

প্রণম্য তরুণীং তান্মুগদগদেন স্বরেণ বৈ ॥ ১০

মা মা মেতি বদনমুরি বদাশ্চলি পুরঃসরং ।

যীরাসনেনোপবিষ্য প্রার্থনা মকরোত্তরা ॥ ১১

কপয়াশ্রদৃ গৃহে যস্মাদাগতা ভবসুন্দরি ।

অতস্তব দৌনহীন পুত্রায় দেহি শাশিপম্ ॥ ১২

At night on entering his room Gadadhar found the woman standing. He at once shouted in great joy and called in Hriday who feigned to be greatly surprised. Gadadhar knelt down with folded hands and prayed to her with tearful

মণ্ডলীনায়াং ৫ম অঃ।

eyes, "Oh Mother, if thou hast been pleased to come to my cottage, be pleased to give your blessing to my humble and wretched self."

7 to 12

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে বাজিতে ঠাকুর পঞ্চবটীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া তদ্বন্দ্যে সেই জীলোকটিকে দেখিয়াই আনন্দের সহিত অতি উচ্চ কণ্ঠে অর্থাৎ চিৎকার করিয়া ভাগিনেয় শ্রীমান্ হৃদয়রামকে ডাকিয়াছিলেন।

৭

অর্থাৎ বলিয়াছিলেন ওরে হুহু হুহু হুহু শীঘ্র এখানে আয়রে শীঘ্র আয়। আসিয়া দেখ, আমাদের কুঁড়ে ঘরে কে একটি অপূর্ব রূপ লাভগাবতী পরমা সুন্দরী জীলোক রাখিয়া গিয়াছে।

এইরূপ ভাবে বারংবার হৃদয়কে ডাকিবা মাত্র হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আসিয়া সেই জীলোকটিকে দেখিয়া যেন কিছুই জ্ঞানেন না অত্যন্ত আশ্চর্যের মত হইয়াছিলেন। ৮১০

তৎপরে দেখিলেন সেই পাগল মাতুল চক্রে জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া মা, মা, মা এইরূপ পুনঃ পুনর্বার গদ গদ স্বরে বলিয়া বীরাসনে উপবেশন পূর্বক করযোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৮১১

হে ভবসুন্দরি যদি কৃপাপূর্বক এই ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়াছ তবে তোমার এই দীন হীন পুত্রকে আশীর্বাদ কর। ১২

যিন মে মনসী যাক্ষাং পুরযিজগদম্বিকা।

নারীমাত্রো মাঋত্বুর্হিষ্টা সা সুঘৃতা যতা ॥ ১৩



মধ্যলীলায়া ৩ম অঃ।

ঠাকুরস্ব পরীচাযং বৈদ্যোপদেশতোঽথবা ।  
 রীণশূন্য কারয়িত্বা বিপদাংস্বাদসংযুত ॥ ১৪  
 কর্তুং তং মথুরেণেহগুণায়ত্নাবলম্বিতঃ ।  
 কিস্ত্বচ্ছাঙ্ক্য তচ্চর্যাং স দৃষ্টে মাং ভ্রাতবাস্তদা ॥ ১৫  
 স্পর্শমগ্নৈঃ স্পর্শহেতোরাযসংযাতি হেমতাং ।  
 আয়সস্য তু সংস্পর্শান্নমবে দায়সং মণিঃ ॥ ১৬  
 তথেষং সুস্থসংস্পর্শাং তরুণী কৌমল্যলিঙ্গা ।  
 অতোহ সৌন্দর্যায়ুতা কামুক প্রীতিদায়িকা ॥ ১৭  
 অসৌম সংযমপাত সাধনাসিদ্ধ যোগিনঃ ।  
 দগ্ধেনৈব নিধূত পাপারূপান্তরং গতা ॥ ১৮

“Bless me that the Mother of the universe fulfils my desire.” The woman became surprised to hear all this. Mathuranath took recourse to this plan to cure Gadadhar of his madness and to tempt him to family life, or it might be that he did so to test his holy innocence. When iron comes into contact with the magic stone it turns into gold but the magic stone dose not change into iron. The words of Gadadhar roused the holiness in the woman and she fell at the feet of Gadadhar. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ :—

যেন জগদম্বা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। তখন সেই যুবতী ঠাকুরের নারী মাত্রে মাতৃভাব দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। ১৩

ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য বৈদ্যবর্গের উপদেশ অনুসারে অথবা ঠাকুরের পরীক্ষার জন্যই বা হউক যে কোন ও প্রকারে ঠাকুরকে বিষয়ে প্রবেশ করাইবার জন্য মধুরবাবু এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪

কিন্তু এইরূপ অবস্থায় ঠাকুরের অলৌকিক আচরণ দেখিয়া মধুরবাবুর এইরূপ মনে হইয়াছিল যে স্পর্শমণির স্পর্শ বশতঃ লৌহ স্বর্ণ হয়। কিন্তু লৌহের স্পর্শে স্পর্শমণি লৌহ হয় নাই। ১৫।১৬

সেইরূপ এই কোমলাঙ্গিনী স্পর্শ মাঝে সুধদায়িনী কামুক ব্যক্তিগণেব অত্যন্ত প্রীতিদায়িকা সৰ্ব্ব সৌন্দর্য্য যুক্ত ওরুণী হইলে ও অসীম সংযমী সাধনা সিদ্ধ যোগীর স্পর্শন মাঝে সৰ্ব্বপাপ বিনিৰ্ম্মুক্তা হইয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে বিলুপ্তিভা হইয়া জন্মনশ্বরে বলিয়াছিলেন। ১৭।১৮

সা পদীর্লু গিহতা সখ্য ভবাচ্চ কৰুণস্বরৈঃ।

পিত স্তে বহুবী বিপ্রাঃ স্বরূপং ন বিদন্তি বৈ ॥ ১৮

অথ জ্ঞানামি তে রূপং সখ্যৈ র্যা নিন্দিতাছ্যহ'।

সমস্ব জপযা দেব মামুদ্র দয়ানিধি ॥ ২০

এবমুক্তা তদা নারী সৰ্ব্বস্ব' পরিহায় সা।

গললম্বনোক্তায়াসা তত্ পাদলুপিতা সতী ॥ ২১

প্রণম্য দেব দেবেশ' জ্ঞাত্বা নারাযণ' হরি'।

তদ্দিনাবধি তত্চৈব সাধনায়াং রতা ভবত্ ॥ ২২

তদা মধুরানায়েন মনস্বৈতদ্ বিচিন্তিত'।

ঠাকুরেণ সুবিজ্ঞাত' মমেদ' দুষ্টচেষ্টিত' ॥ ২৩

চৈতী বিকার ধার্চ্চৈ' দেবস্ব বহুভিজ্ঞনৈঃ।

কৃতা পল্ল'ঘিতা তত্র যত্র জাতো গদাধরঃ ॥ ২৪

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ ।

চন্দ্রাদেব্যপি পুত্রস্য চিন্তয়াকুলিতা মথঃ ।  
 সবিধে সঁরক্ষণায় শূশ্রূষা যত্র হৈতবে ॥ ১৫  
 মাতা সংপ্ৰে রিতঃ কথিত্ব কামারপুকুরাজনঃ ।  
 শীঘ্রং তত্র সমাগত্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ১৬  
 গদাধরং তত্র নেতুং মথুরায় ন্যবেদয়ত্ ।  
 আকর্ণ্য মথুরানাথঃ শুমং মত্বা ব্যচিন্তয়ত্ ॥ ১৭  
 সম্ভ্রাণনা রোগমুক্তেঃ স্থানস্য পরিবর্তনাৎ ।  
 স্নেহময্যা জনন্যাस्तু সর্বদা পরিচর্য্যয়া ॥ ১৮  
 এষ তুহ্যেন মনসা দাতুং মাত্রে ধনং বহু ।  
 বহুর্ঘ্য সদৃশ্যত্বযুতং গৌরানিন সমন্বিতং ॥ ১৯  
 অস্ত্রশস্ত্রদৃষ্ণঘারি সঁরক্ষক জনৈর্হৃতং ।  
 বাপ্য সংহৃদকণ্ঠস্থ মথুরঃ সাত্ত্বলোচনঃ ॥ ২০

On hearing the news, Chandra Devi became much perturbed and sent a man to Dakshineswar to bring Gadadhar to Kamarpukur. The man delivered the message to Mathuranath who was glad to receive it ; for he thought that the change of place and climate might be beneficial to Gadadhar. So he gave a very large sum of money and sent Gadadhar in a cart escorted by a large number of armed guards. He also said with tearful eyes. 25 to 30

বদান্ত্রবাদঃ—

এবং সেই লোকটিকে বনিগাছিলেন যে আমি আমার গদাধরকে কাছে রাখিচি। চিকিৎসা করাইব। মাতা চন্দ্রা দেবীর এইরূপ

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

আদেশ লইয়া সেই লোকটি দক্ষিণেথরে যাঁইয়া মধুরবাবুকে  
জানাঁইয়াছিলেন । মধুরবাবু ও ভাল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।

২৫।২৬।২৭

স্থান পরিবর্তনে এবং বাড়িয়েছে রোগমুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা  
অতএব জন্মভূমিতে 'যাইলে বাবার ভালই হইবে । ২৮

মধুরানাথ এইরূপ ভাবিয়া মাতা চন্দ্রাদেবীর উদ্দেশে বহুতর  
অর্থ ও নানা প্রকার বস্ত্র ঠৈজনাদি দিয়া বহু গোশকটে বহুতর  
প্রহরীর সহিত বাবা গদাধরকে পাঠাইবার সময় কানিতে কানিতে  
করঘোড়ে বলিয়াছিলেন । ২৯।৩০

ভ্রম্যচিদ' সতিনয়' গচ্ছন্ত' ত' গদাধর' ।

শ্রীম' মত্যাগম' যাবি তবাহ' শুদ্ধ কিঙ্করঃ ॥ ২১

তদর্চি' পুন্নি মাষ্ট্রা মণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।

সাধু' স' প্রেপয়ামাস জন্মভূদর্শ' নায় সঃ ॥ ২২

এব' পঞ্চপষ্ট্রাধিক দ্বাদশ শতসংখ্যকৈ ।

ব্রহ্মাণ্ডস্য মধ্যভাগে ত্রয়োবিংশ বয়ঃক্রমে ॥ ২৩

পৈত্রিকভবনে জন্মস্থানে দৌর্ঘদিনাত্ পর' ।

পুনঃ ৬' সমাগত্য সুস্থচিত্তো গদাধরঃ ॥ ২৪

গ্রামধামিজনে. সাহ' সুবাসানন্দযুক্ত' সদা ।

দক্ষিণেশ্বর' বাক্তাশ্রী বাচ সর্বান সুহৃজ্ঞানান্ ॥ ২৫

এব ক্রিয়দ্দিনে যাতে যো ভাষো দক্ষিণেশ্বরে ।

তদ্রাধঃ পুনরত্র' বাগতম্হাত্ পিতৃসন্ননি ॥ ২৬

"I, your humble servant, pray for your early  
return." With these words Mathuranath took

মধ্যলীলায়াং ৫ম অঃ ।

the dust from the feet of Gadadhar and sent him to his native place. In the Bengali year, 1265, at the age of twenty three, Gadadhar returned to his home in his native village and felt very happy. He enjoyed the company of the villagers very much and told his friends all about Dakshineswar. After some days he however, relapsed to the state of mind which he had at Dakshineswar.

31 to 36

**বঙ্গানুবাদ :—**

বাবা আপনার অতি অধম এই দাসানুদাস দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন প্রার্থনা করে । ৩১

এই বলিয়া তাঁহার পদধূলি মন্তকে পুনঃ পুনর্বার ধারণ পূর্বক জন্মভূমি পরিদর্শন জন্য বাংলা সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন মাসে গদাধরের তেইশ বৎসর বয়সে পাঠাইয়াছিলেন । ৩২।৩৩

নিজের জন্মভূমিতে গিতার গৃহে—বহু দিনের পর আনিয়া গদাধর বেশ সাধারণ লোকের মত হুত্ব অবস্থায় গ্রামবাসি লোক সকলের সহিত দক্ষিণেশ্বরের বৃন্দাস্ত আলাপ আলোচনার সর্বদাই আনন্দে থাকিতেন । ৪।৫৫

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে দক্ষিণেশ্বরে যেক্রপ দিব্যোদ্ভাস অবস্থা হইত সেইরূপ এই পিত্রালয়ে হইল । ৩৬

মামেতি সূচ্যচ্ছনিনা ব্যাকুলা ক্রন্দনেন চ ।

भावविश्रान्तदा ग्रामी बाह्यग्राम विलुप्ततां ॥ ৩৩

आतङ्कितः परिजना शान्तोऽपि भयविह्वलः ।

तत् पञ्चावाप्तिनद्यापि यभूतः शक्तिता मय ॥ ৩৮

মধ্যলীলায়াং ৮ম অঃ ।

যদা ব্যাকুলিতো মাভো নায়াত ঠাকুরস্য হি ।  
 তদা ভূতির্খাল ইতি বুধুঃ মৌড়ল ইত্যপি ॥ ৩৮  
 নাম্না মহা স্ময়ানি হে পল্লীপ্রান্তদ্যে স্থিতে ।  
 প্রত্যুচ্ছশক্তিমন্তোঃপি পুরুষা দিবসেঃপি চ ॥ ৪০  
 যাতু' পিষ্টবনে তেঃপি মৃগ' ভোতা ভবন্তি ধৈ ।  
 অমানিশান্ধকারে স একলঃ শ্রীগদাধরঃ ॥ ৪১  
 প্রোথ্য রাত্রি' প্রাতঃস্নাত্বা পুষ্প হস্তী গৃহেঃবিষত্ ।  
 কল্যাণদ্বিদি বা রাত্রাং তদৌয়ৌমধ্যমাগজঃ ॥ ৪২

Gadadhar would very often cry out, "Mother" and fall into a swoon. All his friends, relatives and also the villagers got frightened. When Gadadhar was not agitated by the stroke of divine madness he would go in the moonless night to the burning grounds of Budhui Mandal and Bhuti's canal and after passing the night there all alone he would return home in the morning with flowers in his hand. 37 to 42

বন্দানুবাদ

মা মা বলিয়া উঠে: শব্দে ব্যাবুলিত হইয়া ক্রন্দন । এবং  
 ভাবাবেশে উন্ময়তা বশতঃ বাস্তবজ্ঞান শূন্যতা এইরূপ দেখিয়া  
 পল্লীবাসী ও আত্মীয় স্বজন সকলেই নানা প্রকার ভাবে ভীত  
 হইয়াছিলেন । ৩৭৮৮

যে সময় গদাধরের ব্যাবুলিত ভাব না হইত তখন কানাদপুরুষে  
 দুই দিকের দুই স্থানে অর্থাৎ একটিকে বুকে বোড়লের স্থান ।

মহ্যলীলায়াৎম অঃ ।

অশ্রুদিকে ভূতির খাল বলিয়া শ্রীশ্রীরাণ এই দুইটি শ্রীশ্রীরাণে অশ্রাবসার  
অককার রাত্রিতে একা গদাধর সমস্ত রাত্রি থাকিয়া প্রাতঃকালে  
স্নান করিয়া পুষ্প হস্তে ঘরে আসিতেন । যে দুইটি শ্রীশ্রীরাণে অতি  
বলিষ্ঠ ব্যক্তি ও দিবাভাগেও একা যাঁহতে পারিতেন না ।

৩৯।৪০।৪১

রামেশ্বর স্তদশ্বেপী জপদীপযুতঃ সুধীঃ ।  
গদাধরেতিমাম্মনা চ শ্রমশ্রানস্থা বিদূরতঃ ॥ ৪২  
আহুতবান্ সাযহ' ত' ভ্রাতর' শ্রোগদাধর' ।  
শ্রুত্বৈব তত্ক্ষণাদূচে মচ্ছামি শ্রৌন্নমেব হি ॥ ৪৩  
ত্বমস্যাঁ দিশিমাগচ্ছ তবানিষ্ট' ভবিষ্যতি ।  
যব' ততদাচরণ' দৃষ্টা তত্স্থানবাসিনঃ ॥ ৪৪  
সৰ্ব্বৈ'পি মৈনিরে তত্র সাধনার্য' গদাধরঃ ।  
রাত্নী শ্রমশ্রানমভ্যেতি সাধনাসিদ্ধয়ে সুধীঃ ॥ ৪৫  
প্রায়েন প্রকৃতিস্ব' ত' গদাধর মতঃপর' ।  
পশ্যন্তি স্নেহসযুক্ত চক্ষুপা শ্রামবাসিনঃ ॥ ৪৬  
অপূৰ্ব্ব মানবস্ত্যাস্য যস্যার্ঘ্যে ব্যাকুল' মনঃ ।  
মৰ্ম্মসংঘর্ষী সদৌচ্ছ্বাসী রৌদ্রমুখ নিরন্তর' ॥ ৪৭

In some nights Rameswar, the elder brother of Gadadhar would go towards the burning grounds in search of Gadadhar and call him from a distance. At once Gadadhar would reply, "I am coming presently. Please do not come nearer, for mischief may come to you." Every body was convinced that Gadadhar went to the

মধ্যলীলার্য্য ৬ম অঃ।

burning place to attain the finale of his penance. Gadadhar became the object of affection of all. It was a general belief that Gadadhar must have already seen the Goddess for whom he cried with so much agony and ardour. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

কোনও একটি রাত্রে গদাধরের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর অনুসন্ধানে জানিলেন যে গদাধর শ্মশানে গিয়াছে। তখন ২১টি লোক এবং হ্যারিকেন আলোক সঙ্গে লইয়া শ্মশানের কিছু দূর হইতে গদাধর গদাধর বলিয়া ডাকিলে সমবাস্তে অতি উচ্চস্বরে গদাধর বলিলেন ওগো দাদা তুমি এদিকে এসো না তোমার অনিষ্ট হবে। আমি এখুনি যাচ্ছি। ৪২।৪৩।৪৪

গদাধরের এইরূপ কার্য্যকলাপ দেখিয়া কামরপুকুর নিবাসী লোক সকল মনে করিয়াছিলেন যে গদাধর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্তই শ্মশানে যার। ৪৫।৪৬

এবং যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হন তখন গ্রামবাসী সকলেই গদাধরকে স্নেহ করেন। ৪৭

এই অলৌকিক মানবের বাঁহার জন্ত সর্বদাই মন ব্যাকুলিত উচ্ছ্বসিত ও মর্ম্মস্পর্শকারী ক্রন্দন ইত্যাদি ভাব প্রবণতার লক্ষণ দেখিয়া লোক সকল মনে করিতেন বোধ হয় গদাধর সাধনমুত পানে সুতৃপ্ত হইয়াছেন। ৪৮।৪৯

दृष्ट्वा विलीनं तत् सर्वं विदुः सर्वं मुनिवित् ।

साधनामृतपानेन सुलसोऽयं गदाधरः ॥ ४८



मध्यलीलायां ६म अः ।

साधकानुग्रहायै भक्ताभिष्ट प्रदायिनी ।  
 चिदानन्दमयी काली स्वमूर्ति तमदर्शयत् ॥ ५०  
 यन्महासाधकानां हि काम्यमेकान्त दुर्लभं ।  
 तदायत्तमभूत्तस्य दुष्प्रापमपि दैवतैः ॥ ५१  
 साधकस्यैकनिष्ठस्य साधनाशक्तिशास्त्रिनः ।  
 सुधाफलं समुद्भूतं भविष्यति न संशयः ॥ ५२  
 पूर्वं साधनकाले तु दक्षिणेश्वर मन्दिर ।  
 जगन्मातुः स्वरूपस्य सल्लदृशं नतः परं ॥ ५३  
 याकाङ्क्षा साधकमनः करोत्युद्देजितं सदा ।  
 अत्र महाश्मशाने तां साधना समपूरयत् ॥ ५४

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीरामकृष्णभागवते  
 पारमहंसं संहितायां गदाधरस्य दक्षिणेश्वरात् जन्मस्थान प्राप्तानन्तरं  
 श्मशाने देव्याः साक्षाद्दर्शनरूपं मध्यलीलाया नवमोऽध्यायः । ६ सः ।

It was very probable that Goddess Kali had been pleased to show her real self to Gadadhar and to fulfil his desire. Having seen the Goddess once at Dakshineswar. Gadadhar went frequently to the burning place to pacify his mental agitation. 49 to 58

Here ends the ninth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Pandit Ramendra Sundar Bhaktitirtha.

वदन्नुवादः—

साधक गदाधरके उक्तवाक्यात्प्राप्ती ज्ञानान्तरं यदुक्तं कालिका  
 देवी निम्नमूर्ति अग्र्येह करिष्य देवादेष्टाह्येन । ६०

মধ্যলীলায়াঃ ৫ম অঃ।

যে দর্শন মহা মহা সাধকগণও নিত্য কামনা করেন। এবং অত্যন্ত স্থলভ দেবতাদিগেরও হুঃসাধ্য সেই ভগবতীর দর্শন তিনি করিয়াছিলেন। ৫১

একনিষ্ঠ গদাধরের সাধনা কপশক্তি বৃক্ষের বে শুধাকল সমুদভূত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ। ৫২

ইহার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনাকালে জগদম্বার একবার প্রত্যক্ষের পর বে আশা সাধকের মনকে উবেজিত করিয়াছিল এই কামারপুত্রের মহাশ্মশানে সাধনা দ্বারাই সেই আশা সম্যক রূপে পূরণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সর্বদাই জগদম্বা কে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ৫৩৫৪

শ্রীরামেন্দ্র শূন্যর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রী৮রামকৃষ্ণ ভাগবতের মধ্যলীলার নবম অধ্যায় গদাধরের দক্ষিণেশ্বর হইতে জন্মস্থান কামারপুত্রে আগমন এবং ঐ স্থানের শ্মশানে সিদ্ধিলাভ বলা হইল। মঃ ৯ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলীলায়াঃ দশমোঃধ্যায়ঃ

মান্তান্ধঃকরণং পুত্রং দৃষ্ট্বা মাতা ঘৃচ্চিন্তিত্যত্ ।  
 নৌমতেনাধুনা তুখ্যঃ সুতো মামেতি বোদিতি ॥ ১  
 নাতঃপরং শ্মশানং স যাতি রাত্রৌ যদা তদা ।  
 উত্তমঃ সহজোभावः सारल्यं प्रतिमूर्त्तिकः ॥ ২  
 মাত্রা জ্ঞাতং হি মত্ পুত্রৌ বোগমুক্তৌ ॥ মংগয়ঃ ।  
 পুত্রৌ মে যদি ভূয়োঽপি পোড়তে পরতোরুজা ॥ ৩  
 ইত্যাদিহা লোচনার্থং স্থিয়ঃ স্থিগ্ধা নিমন্তিতাঃ ।  
 গদাধরং বিদ্যাছাৰ্ঘ্যং মূচিরে তা বরাঙ্কনাঃ ॥ ৪

মধ্যলীলায়া' ১০ম অঃ ।

সদারমতিশীঘ্রং ত্বং কুরু দেবি গদাধর' ।

বিবাহযোগ্য বয়সঃ পুতস্য দারকর্মাণি ॥ ৭

নানিষ্যন্তে সাংসারিকী মতিঃ শুদ্ধা ভবিষ্যতি ।

যায়ুরোগেনাপি পুনরাক্রান্তো ন ভবেদিতি ॥ ৬

After some days it was observed by Gadadhar's mother that he did not lose his balance of mind any more, nor frequent the burning place as before. He was now quite easy-going and plain-living. So she was convinced that he was cured of his disease. But with the fear that Gadadhar might be attacked again with the disease, she held a meeting with the wise ladies of the village for a discussion in the matter. All of them opined that Gadadhar had attained marriageable age and it was high time that he should be married which would settle his mind and permanently cure him of the disease. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

দিন কয়েক পরে মাতা চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে শান্তভাবে স্বরূপ দেখিয়া ভাবিয়া ছিলেন সম্প্রতি গদাধর পাগলের মত আর মা মা বলে কাঁদে না। এবং যখন তখন রাত্রি কালে শয়ানে যায় না অতি উত্তম স্বাভাবিক ভাবে। সর্বদা সারল্য পূর্ণ দেহ। ১।২

অতএব গদাধর রোগমুক্ত ইহা নিঃসন্দেহ মাতা এইরূপ জানিয়া ও যদি পুনর্বার পীড়িত হয় এই রূপ ভাবিয়া কর্তব্য পটু স্ত্রীলোক সকলকে আলোচনার সম্মত ডাকিয়া ছিলেন। সেই বয়স্কাগণও গদাধরের বিবাহের সম্মত বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। ৩।৪

मध्यनीलायां १०म अः ।

गदाधरके भीष भीष गङ्गी यूक कर । विवाहवागा शूतेर  
विवाह न मिले मरणादिक बुद्धि जालजाले इय न । विवाह मिले  
वायुद्वारा ( जाल रहेवे ) । देशदे आयादिनेर बधार्थ उल्लासक  
मउ । ६।७

एवमन्मन्मतं देवि सुहृदं शुभदायकं ।  
तामामेव मनःपता वाचयन्मना मनस्विनी ॥ ७  
श्रुत्वा मध्यम पुत्रेण सङ्गोद्वाहे समुत्सुका ।  
गदाधरो यदि ज्ञात्वा च विवाहं विनिश्चय ॥ ८  
ज्ञात्वा मत्तान्तरं वाधां प्रदास्यतीति शङ्कया ।  
स्थिरोक्तं तु सम्यग्ये न किञ्चिद्वक्तुमर्हति ॥ ९  
यस्मात् संगोपनं मात्रा कृतं पुत्र विमर्शनं ।  
एकैव दिवसेनैव तदभूत् सुविनिश्चित ॥ १०  
तदा श्रीहृदयरामो दक्षिणेश्वर मन्दिरात् ।  
प्रत्यागतो मातुलस्य वार्त्तां विज्ञातुमात्मना ॥ ११  
सर्वाप्ये मातुलोद्वाहं हृदयं प्राह भग्नितं ।  
परं हृदु किं शृणोषि वार्त्तामतितरां गुमां ॥ १२

According to the advice of the wise ladies, Chandra Devi discussed the matter with her second son, and made up her mind to get Gadadhar married. She however, thought it wise not to disclose the matter to Gadadhar before the negotiation was finally settled. On that very day Hridayram came to Kamarpukur from Dakshineswar to see his uncle. He was first seen by Gadadhar who at once said to him with a

মণ্ডলীলায়াং ১০ম অঃ।

laugh, "Oh Hridu have you heard the good news? Every effort is being made to get me married." 7 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সকল স্ত্রীলোকের মন্তব্য শুনিয়া চন্দ্রাদেবী মধাম পুত্র রামেশ্বরের সহিত আলোচনা করিয়া গদাধরের বিবাহ দেওয়া কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ৭

কিন্তু গদাধর যদি নিজের বিবাহ জানিতে পারিয়া অসম্মতি প্রকাশ করে অথবা বাধা দেয় তজ্জন্তু আমরা এক প্রকার স্থির করিলে আর কিছু বলিতে পারিবে না। ৮।৯

এইরূপ জল্পনা করিয়া চন্দ্রাদেবী যে সকল পরামর্শ অত্যন্ত গোপন করিয়াছিলেন। গদাধরই সেই সকল যুক্তির স্রুমাংসা করিয়াছিলেন। ১০

অর্থাৎ এষ্ট সময়ে হৃদয়রাম মাতুলের শুভাশুভ সংবাদ লইবার জন্য কামারপুকুরে মাতুলের গৃহে আসিলে সর্ব্বাশ্রেয় গদাধর হৃদয়রাম ভাগনেয়কে দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

ওরে স্বহৃদু তুই কি শুনিয়াছিস একটি অতিশয় শুভাবহ কথা।

১১।১০

সর্ব্বমম বিবাহার্থ মদৌরাত্র' বিচেতিত'।

एकामपि मुकन्यान्तु प्राप्नुवन्ति न ते क्वचित् ॥ ১১

माध्या वा कथमेतै हि' सा कन्या यत्र विद्यते ।

जयरामवाटो धाम वास्तव्याति सदाशय ॥ ১৪

रामचन्द्र देवशर्मा मुस्लीपाध्याय पुत्रिका ।

मङ्गर्वपिया सारदाया सा मे माया मविथति ॥ ১৫

মধ্যসৌভাগ্য ১০ম অঃ ।

মনোবচনযৌ বাদ্যন্তদ্বাদ্য মাতুলাম্যতঃ ।

যুত্বা শ্রীহৃদয়রামঃ ঘণং ধাব্গৃন্যতাং গতঃ ॥ ১৩

যৌগিত্ সঙ্কো মাতুলস্য যাটয়ৌ দক্ষিণেশ্বরে ।

হটৌ হৃদয়রামেন তস্যৈ বেটুক্ সুমাযণম্ ॥ ১৩

অদ্যপি ব্যবহারঃ স নেত্রযোঃ প্রতিভাতি মে ।

অস্যাৎমুত মাতুলস্য ক্রোদমদমুত মাযণম্ ॥ ১৮

কৈবল্যে স্য বিবাহেষ্য নানিচ্ছা বিদ্যতে ধ্রুবঃ ।

ভাবিন্যা সহধর্মিণীয়া গদিত্ প্রাসিকারণম্ ॥ ১৮

"But no girl has been found to be suitable. How can they find the bride if they do not go to the place where she lives? The six-year old girl, named Saroda, who is the daughter of Ramchandra Mukhopadhyaya of the village of Jayrambati, will be my wife." Hriday, who could distinctly remember the attitude of his uncle to women folk at Dakshineswar, could not imagine such words from him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ এখানে সকলেই আমার বিবাহের জন্য দিবারাত্রি বহুতর ভেট করিয়াও কোথাও একটি ভাল মেয়ে পাটেতেছে না। ১৩

কি করেই বা পাবে সেই কষ্টা যেখানে আছে বলছি শোন জয়রাম বাঁচি এখানে খুব ভাল লোক রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে ছ বৎসর বয়সের একটি কষ্টা সারদা নামে আছে। সেটিই আমার ভী হইবে। আমার ভক্তই সেই মেয়েটিকে দুটো বেঁধে রেখেছে।

মহ্যলীলায়া ১০ম, অঃ।

মাতুলের মুখে বাক্য মনের অতীত সেইরূপ কথা শুনিয়া  
 হৃদয়রাম মুখে কথা বলিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলেন  
 যে এই মাতুলের দক্ষিণেশ্বরে জীলোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার  
 আজ পর্য্যন্ত ঠাকুরের সেই সকল ব্যবহার আমার চক্ষের সামনে  
 জাগচে। সেই মাতুলের মুখে এইরূপ কথা ইহা বড় আশ্চর্যের  
 বিষয়। ১৬।১৭।১৮

ততঃ সাধারণজনে বাণিয়' সুপ্রচারিতা ।

চতুর্হিঁস্তু স্নাতস্নাত্যঃ কন্যায়া মার্গণে ক্রতে ॥ ২০

গবুৱতি ভাব্রে জয়রামবাটৌ

শ্রামি হি কামারপুরাত্ স্বধামাত্ ।

শ্রোচন্দ্রস্য সূতাস্তি কাচি

দিত্য' অজানীত গদাধরাম্বা ॥ ২১

যযসা পড়ষর্ষ'মিতা সুরূপা মতৃকুলোদম্বা ।

মম্বাদমিমমশ্রীষীজজননী পুত্রবৎসলা ॥ ২২

সংসারবেরাগ্যযুতস্য সাধোঃ পুত্রস্য যৈবাহিক বন্দ্যমার্থ' ।

মাতা তয়া তত্ স্বজনাদিমিথ কন্যা যুবত্যৈব সুকৃতাঙ্কনোয়া ॥ ২৩

Hriday understood that Gadadhar was not only willing to marry but also speaking of the way to get the bride. However Chandra Devi got the news of the bride, the daughter of Ramchandra at Joyrambati. Even though a grown-up girl was desired by all to attract Gadadhar to family life, all agreed to marry Gadadhar to this six-year old girl in view of Gadadhar's forecast and Chandra Devi's willingness. 19 to 28

মধ্যলীলায়াং ১ম অঃ ।

বদান্তবাদঃ—

কৈবল্যমাত্র নিম্নের বিবরণসম্পূর্ণ মত আছে তাহা নয় ভাবী পাত্রী কোথায় আছে তাহাকে কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহাও বলিতেছেন । :৯

ইহাও অত্যাশ্চর্য্য পরে সকলে এই কথা জানিয়াছিল যে গদাধরের বিবাহ বিষয়ে নানা প্রকার চেষ্টা হইতেছে । গদাধরের মাতা এবং আত্মীয় সকল বহুদানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে অবগত হইল যে কানারপুত্রেয় দুই ক্রোশ দূরে ছয়রান বাটী নামক গ্রামে সপাচারী সপ্তগুণাবিত হৃদগুণিত মুখ্য কুলীন রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি বড়বর্ষ বহুদা যুগুপা সদগুণবতী ব্রহ্মদেবী কন্যা আছে । এই সংবাদটি মাতা চন্দ্রাদেবী শুনিয়া ছিলেন । ২০।২১'২২

সংসার বিরাগী সাধু পুত্রের বিবাহ বহুবার্ণে সুবতী কন্যাই আত্মীয়গণের প্রার্থনীয়। কিন্তু এতকাল বহুদান সাধু পুত্রের দাতা ও মাতা চন্দ্রাদেবীঃ চেষ্টা বশঃ বহুদান এই কথাটিকেই সকলেই মনস্থ করিয়াছিলেন ২৩ ২৪

কিন্তয়দ্যদ্যন্ত্য সুতর্য বাপয়ন স্তত্রা দ্ব্যকীয়ানুভবাহি মায়া ।

যকান্তমত্যাৎপদ্যায় কন্যা নিহাংরিতা তত্র মদৈব সূর্য্যঃ ॥ ২৪

ওট্‌মত্যাধিকৃতিবতমত মানি মিত্ৰ গতি রথো ।

গুণী মারতয়া দেয়া মরগন্দ্ৰ নিমর্য্য য ॥ ২৫

গদাধরহ্য মম্যদ্রী দারক্‌গ্‌মম্‌দৌলমক ।

মাধ্রাণর্‌বমার্ধ্যয় হুমা বেবাচির্‌বা ক্রিয়া ॥ ২৬

দায়না মুন্দনা মন্দে পদেয় পরিপূর্তিত ।

জামারকুরম্যানা মহামৌদীম্মম্মদা ॥ ২৭



মধ্যলোভায়াং ১০ম অঃ।

ভূতঃ পাণিগ্রহণস্য চতুর্বিংশ বয়ঃক্রমে ।

বিবাহাত্ পরতস্তদ্বৈকোনবিংশতি সংখ্যকান্ ॥ ২৮

মাसान্ সমবসদযোগী কামারপুকুরে মহান্ ।

সুসম্যদ্রাভগবতঃ শুভা বৈবাহিকৌ ক্রিয়া ॥ ২৯

The marriage ceremony was held in the month of Vaisakh of the Bengali year 1266. The extravagance on this occasion was enormous. The din and noise of the festivity on this occasion filled the entire village of Kamarpukur. Gadadhar was married at the age of twenty-four, and stayed at Kamarpukur for one year seven months after his marriage.

24 to 29

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৬৬ সালে বৈশাখ মাসে বৃহস্পতিবারে শারদীয় চন্দ্র সপ্তমী গদাধরের সারদা দেবীর সহিত বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

যে ভাবে বিবাহ কার্য্য হইয়াছিল তাহা সাধারণের সাধারণ অতীত। ২৬

অর্থাৎ দাও, খাও, নাও, ইত্যাদি শব্দে—কানার পুকুর ও জয়রাম বাটীস্থ লোক সকলের ঐক্লপ শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

বিশেষতঃ কামার পুকুর নিবাসী জনগণের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। ২৭

২৪ চন্দ্রিশ বৎসর বয়সে গদাধরের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। মহাযোগী গদাধর বিবাহের পর ১ বৎসর ৭ মাস পর্য্যন্ত কামার পুকুরে ছিলেন। ২৮২৯

मध्यलीलायां १०म अः ।

श्रीमती शारदादेवी सप्तवर्षवयःक्रमे ।  
 कुलप्रयानुसारेण खशुरस्य च सद्यनि ॥ ३०  
 द्विरागमनरूपेणागता पिष्टगृहाद् यदा ।  
 तदा स पुनरागत्य दक्षिणेश्वर मन्दिरे ॥ ३१  
 ठाकुरी भवतारिण्याः पूजाकार्येऽभवद्भती ।  
 ततः कतिपयाहःसु गतेषु साधको मज्जान् ॥ ३२  
 पुनस्तन्मयतामाप वाद्यज्ञान विनाग्निनी ।  
 न माता नापुत्रः पत्नी न देवी ग्राम एव वा ॥ ३३  
 तत्सर्वं तन्मनोमध्ये न किञ्चिदवभाषते ।  
 सच्चिन्मय्याः साधनेयमैहिककर्म गोपिका ॥ ३४  
 ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्त सर्वसुजीवजातिषु ।  
 ब्रह्ममय्याः स्वरूपं मे कथमिन्द्रिय गोचरं ॥ ३५

When Sarada Devi came to her father-in-law's house at the the age of seven years Gadadhar went to Dakshineswer and resumed his holy services to the goddess Bhavatarini. After some days he again lost all sense of reality of this physical world including his own mother, wife, village and animate or inanimate objects. He now breathed only to see the Goddess with his own eyes. 30 to 35

बङ्गानुवाद

बङ्गानुवादः—

बिवाहेर एक बत्सर गरे शारदा देवी सात बत्सर बयसे कुल प्रथामुभारे द्विरागमन समये आमा गृहे बबन आसिग्रा छिनेन

মণ্ডলীলায়া ১০ম অঃ ।

ঠিক সেটে সময়ে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন পূর্বক পুনরায় ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্যে বোগধান করিয়াছিলেন । ৩০।৩১

ভাষার পর কিছু দিন গত হইলে মহা সাধক গদাধর পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত বাহ্য জ্ঞান বিলোপিকা তত্ত্বরতা বা নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

বাহ্যতে সেই মহাযোগীর ননো মধো মাতা ভাতা, পত্নী, গ্রাম ইত্যাদি কোনটিই স্থান পাইরা ছিল না । ৩২

সচ্চিদানন্দময়ী কালীর সাধনাই ইহ জগতের সমস্ত ভুলাইরা দেয় । ৩৩

এমন কি ব্রহ্মাদি তুণ গুচ্ছ পর্য্যন্ত বাবদীয় জীব সকলের বিস্তারনতা বিলীন হয় । ব্রহ্মময়ীর স্বরূপটি আমার সর্ব্বদা কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে এই সম্বন্ধে ঠাকুরের সর্ব্বদাই মহা চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল । ৩৪।৩৫

মবেচ্ছন্ন মহাচিন্তা ঠাকুরসেব সর্ব্বদা ।

তদা পুণ্যবতী রাজ্ঞো গঙ্গায়া দক্ষিণেশ্বরে ॥ ৩৬

ধ্যায়ন্তী ভবতারিণ্যাঃ পাদপদ্মযুগং সুদা ।

স্বৈঃ প্রমদ্য জপন্তী সা শরমশ্বসিতাবধি ॥ ৩৭

পশ্যন্তী পরমানন্দস্বরূপ রূপমব্ধম্ ।

মৌখ্যান্তকালবদ্রাজী তদ্রূপ ঠাকুরস্য চ ॥ ৩৮

সাম্প্রনেত্রা রায়মণির্নশ্বর ত কলিবার ।

ল্যঙ্কামা ভগবন্তোক পুনঃপ্রাপ্তির্নিজিত ॥ ৩৯

পরলোক যতায়ান্তু রাসমণ্যাং তদামবত্ ।

মধুরঃ সর্ব্বতোঽধীশস্তস্য দেবালয়স্য হি ॥ ৪০

মধ্যলোভায়া ১০ম অঃ ।

ততস্তেনাদিত্যবর্ণান্ তাতাঙ্ঘ্রি পরিচর্য্যয়া ।

একান্তিকয়া শুদ্ধভক্ত্যানন্তপুণ্যমুপার্জিতং ॥ ৪১

At this time Rani Rasmani left this mortal world. Mathurnath now became the all in all in the mangement of the temples, and rendered his services for twelve years. 36 to 41

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় পুণাবতী রাণী রাসমনি ভবভারিণীর চরণ যুগল চিন্তা পূর্বক নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ভীষ্মের দেহত্যাগের মত ঠাকুরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের মূর্তি দর্শন করিতে করিতে মথুর পাঞ্চভৌতিক দেহের শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরাবৃতি বর্জিত বিশুদ্ধ ভগবত্তুল্য সচ্চিদানন্দময় দেহ লাভ করিয়া ভগবানের ধামে গমন করিয়া ছিলেন । ৩৭।৩৮।৩৯

রাণী রাসমণির পরলোকে গমনের পর মথুরানাথই দেবালয়ের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন । ৪০

তৎপরে মথুরানাথ একান্ত ভক্তি সহকারে বাবার পাদ সেবা প্রায় ১২ বৎসর কাল করিয়া অনন্ত পুণ্য উপার্জন করেন । ৪১

তত্রৈকাযর্য্য ঘটনা রাজয়াঃ স্বর্গগমাত্ পর' ।

ঘটিতা মৈরবো দেহ্যা আবির্ভাবোত্সবশক্তিকা ॥ ৪২

যস্যাঃ সাঙ্ঘ্যে ন পূর্ণাশীত্ সাধনা সিদ্যোগিনঃ ।

আবির্ভূতা মহাদেবী মৈরবো ভূতিদায়িকা ॥ ৪৩

একদাছমু'খো পুণ্যোদ্যানে যোগী গদাধরঃ ।

পুণ্যানাং চয়নং ক্রুর্ব্বনপশ্যত্বরণী' শৃমাং ॥ ৪৪

মধ্যলোলায়া ১০ম অঃ ।

যকুলতল ঘটে সাবরুদা নাবিকেন হি ।  
 তত্রৈকা সুন্দরী দ্বৈকা নারী মেরুবেশিনা ॥ ৪৫  
 তম্ভকাধ্বন বর্ণাভা জটামণ্ডলমণ্ডিতা ।  
 সলাটে দীর্ঘ সিদ্ধূর তিলকেন চ দীপিতা ॥ ৪৬  
 শুলেণ ভূষিতা সখ্যে করে দত্তেচ্চমাশ্রয়া ।  
 নোকায়া অবতীর্যেব দক্ষিণেশ্বর মন্দির ॥ ৪৭

During this time, the appearance of Bhaṭṭaravi Devi at Dakshineswer was a remarkable event. She helped Gadadhar to attain the ultimate end of his spiritual striving. One morning, as Gadadhar was plucking flowers in the garden on the bank of the Ganges, he found a very beautiful woman with very fair complexion, having matted hair on her head, broad marks of vermillion on her forehead, a three-pronged spear in her left hand, and a thread of holly beads in her right, alight from a boat and proceed to the temple with slow and heavy steps. . 42 to 47.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সময়ে ঠৈরবী প্রাঙ্গণের আবির্ভাব রূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য মহোৎসব ঘটনা ঘটিত হইয়াছিল । ৪২

যে ঠৈরবীর সাহায্যে দিব্য যোগী ঠাধুরের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল । সেই সর্ব্ব শক্তিপাটিনী মহাপেবী ঠৈরবী পবিত্রেশ্বরে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন । ৪৩

মহ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

ঘটনার বিবরণ এইরূপ একদিন খুব সকালে গদাভীরে ফুলের বাগানে ঠাকুর ফুল তুলিতে তুলিতে দেখিলেন একটি নৌকা ক্রমশঃ বকুল ওলার ঘাটে মাজি অর্থাৎ নৌকা চালক নৌকাটি বাঁধিয়া রাখিল । ৪৪।৪৫

সেই নৌকার মধ্যে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ জটাঙ্গুট ধারিণী ললাটে সুদীর্ঘ সিন্ধুরের তিলক বাম হস্তে ত্রিশূল দক্ষিণ হস্তে ঋদ্ধাকমালা ভৈরবী বেশ ধারিণী একটি রমণী বসিয়া আছেন । ৪৬

তিনি নৌকা হতে নামিয়া দক্ষিণেব্বরের মন্দিরের দিকে চাহিয়া সেই গজ গামিনী দেবী মন্দিরের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন ।

৪৭

অযলোক্য তদা দেবী চলিতা গজগামিনী ।  
 চত্বারিংশদ্বর্ষমিতা যদ্যপি বয়সাদিকা ॥ ৪৮  
 তথাপি ব্রহ্মচর্যস্য প্রভাববয়তঃ সদা ।  
 যুৱত্যাঃ পূর্ণসৌন্দর্য্যং শরীরে প্রতিভাসি হি ॥ ৪৯  
 তামিবমবলৌক্যৈব মহাযোগী গদাধরঃ ।  
 এষা কাপি মমালীয়া মিনিতা দক্ষিণেশ্বরী ॥ ৫০  
 ত্যক্তোদ্যানং বিচিন্তেবং প্রবিশ্য স্থানয়'মুদা ।  
 প্রীবাচাশ্রয় হৃদয়ং গচ্ছ দেৱানয়ং দ্রুতং ॥ ৫১  
 তত্রৈকা ভৈরৱো দেৱী দর্শনাযং সমাগতা ।  
 তামানয় সমম্মানং মদীয়ে শুদ্র বেঙ্গমনি ॥ ৫২  
 মাতুনাষ্যাদিমাং ৱার্তাং শ্রুত্বা শ্রীহৃদয়স্তুতা ।  
 পরিপ্লুতো বিঘ্নয়ান্যৌ মনস্যেতদচিন্তয়ত্ ॥ ৫৩

Even though she was forty to forty-two year old, she looked youthful by virtue of her holy practices and austerities. Gadadhar took her to

## মধ্যলীলায়া ১ম অঃ।

be one of his relatives. He came back to his cottage and asked Hriday to hasten to the temple and bring the Bhairavi to his cottage. At this Hriday became greatly surprised and mused in himself. 48 to 53

## বঙ্গানুবাদ :—

. যদিও ভৈরবীর বয়স ৪০/৪২ বৎসর তথাপি তাঁহার ব্রহ্মচর্যা বশতঃ তাঁহার দেহে যুবতীর পূর্ণ সৌন্দর্য লক্ষিত হইতেছিল।

৪৮/৪৯

। এইরূপ দেখিয়া মহাযোগী গদাধর ভাবিলেন ইনি বোধ হয় আমার কোন আত্মীয় হইবেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে আমার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। ৫০

তৎপরে মহাযোগী পুষ্পোদ্যান পরিত্যাগ পূর্বক নিম্ন ভবন কুটারে আসিয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন ওরে দহ তুই শীঘ্র মন্দিরে যা। ৫১

মন্দিরে একটি ভৈরবী আমার দর্শন জন্য আসিয়াছেন। সেই ভৈরবী দেবীকে সসম্মানে আমার এই ক্ষুদ্র। ৫২

কুটারে লইয়া এস। মাতুলের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া হৃদয়রাম বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া মনেমনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন

৫৩

জহ্যতি মাতুলো যো মে নারোমহা' মুজঙ্গমবৎ ।

স যৎ ভৈরবী' নারী' স্যগৃহ' নেতুমিচ্ছতি ॥ ৫৪

एवम' मातुलं' देवमुवाच संशयान्वितः ।

आहता भैरवो देवी कथमया गमिष्यति ॥ ৫৫

মণ্ডলোলায়াং ১০ম অঃ ।

গদাধরোঃপি হৃদয় মুক্তবাং স্তত্চণাদিতি ।  
 মদ্রাম শ্রবণাদেব ত্বরয়াত্রাগমিত্যতি ॥ ৫৬  
 এবং সা ভৈরবী রবনৈ পৃষ্ঠতো হৃদয়স্য চ ।  
 গদাধরালয়ং প্রাপ্য দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতা সতী ॥ ৫৭  
 স্নেহপ্লুতস্বরেনৈব প্রোবাচ সহসা সুখং ।  
 ত্বমত্র বর্তসে তাত ন জানামি কথঞ্চন ॥ ৫৮  
 ক্তে তবানুসন্ধানেন ন প্রাপ্তমপি দর্শনং ।  
 অত্ৰা গদাধরোঃপ্যাছু মদ্বার্তাং ভবসুন্দরি ॥ ৫৯

“How is it that my uncle who avoids all women like snakes desires to have the Bhairavi in his cottage”. He hesitated and said, “Why should she come here at my request?” Gadadhar replied, “She will hasten to this place on hearing my name.” Bhairavi followed Hriday and came into the cottage. She became surprised to see Gadadhar and said, “you are here and I did not know it. I travelled far and wide to meet you but could not trace your whereabouts. 54 to 59

বঙ্গানুবাদ :—

যে মাতুল বারী সত্বে কাল সপ্নের মত ত্যাগ করেন তিনি এই ভৈরবীকে নিজ কুটীরে আসিবার জন্য বলিতেছেন । ৫৪

এইরূপ সন্দেহ যুক্ত হৃদয়রাম মাতুলকে বলিয়াছিলেন ভৈরবী দেবীকে ডাকিলেই বা তিনি কেন এখানে আসিবেন । ৫৫

এই কথা শুনিবা মাত্র শুৎকর্ণাৎ ঠাকুর হৃদয়কে বলিয়াছিলেন ।



মণ্ডলীনায়া ১০ম অঃ ।

ভৈরবী দেবী আমার নাম শুনিবা মাত্র নীলই এই স্থানে আসিবেন ।

৫৬

এইরূপ ভাবে 'সেই ভৈরবী দেবী ক্রমশঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঠাকুরকে কটোর' মতঃ' নর্দন পূর্বক আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া মহনা শ্রেহ সম্বলিত স্বরে বলিয়াছিলেন বাবা ? তুমি এখানে আহ আমি তাহা জানিতে পারি নাই । ৫৭ ৫৮

তোমার অঙ্গসংকান করিয়া ও কোথাও পাই নাই । ৫৯

জ্ঞাত্বা ত্বয়া কথং মাতঃ কথ্যতাং ভক্তবৎসলী ।

ভৈরবুবাচ ভোঃ পুত্র মঘনিঃ সাধকৈ স্তিমিঃ ॥ ৬০

সন্মিলনার্থমাদিষ্ট্য প্রাগৈব জগদম্বয়া ।

পূর্ব্ববঙ্গেষু দ্বাভ্যাং হি পূর্ব্বং সন্মিলিতং ময়া ॥ ৬১

অদ্যাহং ত্বাং প্রপশ্যামি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।

জগদম্ব্যেচ্ছয়া মেঘ্য ফলিতং চিরকালিতং ॥ ৬২

ততো গদাধরো ভক্তয়া ভৈরব্যোঃ সবিধেবসন্ ।

জনন্যাঃ স্নেহমম্বয়াস্তু সবিধে বালকৌ যথা ॥ ৬৩

সানন্দং মনসো বার্ত্তামবদেৎ হুরূপতঃ ।

যদ্রূপাং স্বস্বমনসৌ যৌ ভাবাঃ সাধনৌল্লিখিতাঃ ॥ ৬৪

পৈশ্বরীয প্রসঙ্গেন বাছ্যজ্ঞানবিলুপ্তা ।

গাতদাহৌ বিনিষ্টা চ দর্শ্য নাদ্ব্যাপ্যলৌকিকং ॥ ৬৫

Bhairabi said, "I had to visit three holy men at the behest of Goddess Jagadamba. I have already met two of them, in East Bengal. To-day I see you here at Dakshineswar and complete my mission. Gadadhar frankly talked with her like a child with his mother. He told her all about

মধ্যলীলায়া ১০ম অঃ ।

his moods and feelings, loss of sense of physical reality while meditating, burning sensation on skin, sleeplessness, and unearthly visions.

৫০ to ৬৫

বঙ্গানুবাদ :-

ভৈরবী বলিয়াছিলেন বাবা তোমার মত তিনটি সাধকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মা জগদম্বা অর্থাৎ আমার ইষ্ট দেবী বহু পূর্বের আদেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দুইটি সাধকের সহিত পূর্ববঙ্গে পূর্বেরই সাক্ষাৎ করিয়াছি। ৬০।৬১

আজ আমি এই দক্ষিণেশ্বরে তোমাকে সাক্ষাৎ করিতেছি । জগদম্বার ইচ্ছায় আজ আমার বহু দিনের আশা পরিপূর্ণ হইল ।

৬২

তৎপরে ঝালক পুত্র যেমন স্নেহময়ী মাতার নিকটে বসিয়া থাকে গদাধর সেই মত ভক্তি পূর্বক ভৈরবীর নিকটে বসিয়া আনন্দের সহিত মানসিক ব্যাপার বহুরূপে বলিয়াছিলেন । ৬৩

যে সকল সাধন সমুদ্রুত ভাব মনো মধ্যে উদ্ভিত হয় অর্থাৎ ভগবৎ প্রসঙ্গে বাহ্য জ্ঞান শূন্যতা গাত্র দাহ নিদ্রা ত্যাগ অলৌকিক দর্শন শারীরিক বিকার ইত্যাদি বে সকল ভাব সমুদ্রুত হয় সেই সকল অবস্থা বলিয়াছিলেন । ৬৪।৬৫।৬৬

বিক্রিয়ায় শরীরস্থানুমূতাঃ প্রত্যহস্ব যাঃ ।

সর্বমেতত্ত্বসমীপে প্রকটীকৃতবাঁয় সঃ ॥ ৬৬

পরন্তু সাগ্ৰহং সাধুঃ পৃথ্বাং স্তাং পুনঃ পুনঃ ।

ভৌ মাতঃ কিময়ং ভাব উদ্ভাদস্যেবলচণ ॥ ৬৭

মধ্যসীলায়াং ১০ম অঃ ।

কালিকারাধনাত্ কিং মে মহাব্যাধিরূপস্থিতঃ ।

স্বরূপমস্য দেবি ত্বং প্রকটী কুরু পাবনে ॥ ৬৮

গদাধরস্য কুর্ব্বত্বাস্তত্তদ্বাব শ্রবং যদা ।

নানাভাবস্যাবির্ভাবো ভৈরব্যা সম্ভবুত্ব ॥ ৬৯

‘Gadadhar anxiously asked her, “Mother, do you think that these’ are all due to my insanity? Will my worship of Goddess Kalika make me mad? Please tell me what it is.” Bhairabi was thrilled to hear all this. 66 to 69

বঙ্গানুবাদঃ—

পরহু ঠাকুর অভিষয় আগ্রহের সহিত বলিযাছিলেন হে মাতঃ আমার এই সকল ভাব কি পাগলের লক্ষণ । ৬৭

কালিকার আরাধনা! বশতঃই কি আমার এই মহারোগ উৎপন্ন হইয়াছে। হে মাতঃ ইহার প্রকৃত উৎস প্রকাশ করিরা আমাকে শান্ত করুন । ৬৮

গদাধরের এই সকল অবস্থার বিষয় যে সময়ে ভৈরবী শুনিতে ছিলেন । সেই সময় ভৈরবী দেবীর নানা ভাবের আধির্ভাব হইয়াছিল । ৬৯

কদা যোক্তে জনাভাবঃ কদা যোগ্যোপশ্রবঃ ।

হ্নেহমথ্যা জনন্যা বা কদাপি চেহিত মিথ ॥ ৭০

গদাধর’ সমাশ্রাস্য প্রোবাচ ভৈরবী ততঃ ।

ত্বাং তে বদন্তি প্রোবন্ত তাত ত্বাং ন বিদন্তি য়ে ॥ ৭১

লক্ষ্যন্তস্য দৃশ্য নিয়ং মহাভাবস্য লক্ষণং ।

সৌম্য’ শৃণু মহাভাবস্তথৈব বর্ত্ততে’ষুনা ॥ ৭২

মধ্যলীলায়াঃ ১০ম অঃ ।

শ্রাম্ভাঃ সাধনহীনা য়ে দারোদারপরায়ণাঃ ।

কথং জানন্তি তে মূঢ়াঃ সংসার বশবর্তিনঃ ॥ ৩২

হৃন্দাবনে রাধিকায়াস্তবতুল্যামবদৃশা ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রমোদশ্রেয়ং ঘটিতা তথা ॥ ৩৪

ভক্তিশাস্ত্রে বিলিখিতা তচ্ছাস্ত্রং বিদ্যতে মম ।

ত্বামহং দর্শয়িষ্যামি দৃষ্ট্বা ত্বং শান্তি মেষসি ॥ ৩৫

She felt excited, cheerful, affectionate and sympathetic. At last she consoled him saying, "Those who do not know you, call you mad; These indicate that Divinity has dawned upon you. Those who are uneducated, devoid of all penance and self centred, are quite incapable of realising your greatness. Only Shri Radhika in Brindavana, and Shri Krishna Chaitanya attained that stage where you are. It is all laid down in the holy books of Devotion which will give you great satisfaction and peace of mind when I shall show them to you. 70 to 75

বঙ্গানুবাদঃ—

কোন সময় জেঁথ ভাব কোন সময় উল্লাস ভাব বা কখনও স্নেহময়ী জননীর মত বাৎসল্য ভাব হইয়াছিল । ৭০

তৎপরে ভৈরবী দেবী গদাধরকে আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে পুত্র ভোমাকে যাঁহারাই জানেন নাই তাঁহারাই পাগল বলেন ।

এই সকল ভাব পাগলের লক্ষণ নয় ইহা মহা ভাবের লক্ষণ

মহ্যলীলায়াং ১০ম অঃ।

কেবল যাত্র তোমাতেই এই সকল বিতৃষ্ণ ভাবের লক্ষণ উদ্ভিত হইয়াছে। ৭১৭২

সাধন ভজন হীন দারোদর পরায়ণ মূঢ় জনগণ কিরূপে এই সাধন লভ্য ভাব সকল সুখিবার জন্য সমর্থ হইবে। ৭৩

ইন্দ্রাবনে কৃষ্ণকান্ডা শ্রীমতী রাধিকার তোমার মত ভাব হইয়াছিল। এবং শ্রীকৃষ্ণদেবতা মহাপ্রভু ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ দেবেরও তোমার মত অবস্থা হইয়াছিল। ৭৪

এই সকল মহাভাবের লক্ষণ ভক্তি শাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত আছে। সেইসকল শাস্ত্র আমার নিকটেই আছে। তোমাকে দেখাইব দেখিয়া তুমি শাস্তিলাভ করিবে। ৭৫

যি শ্রীতস্যা ভক্তিমন্তো নারদ প্রসুখাঃ শ্রুতাঃ।

সর্ব্বায়া মেব তীর্থা ধৈ দশৈয় সুবিনিয়িতাঃ ॥ ৩৬

তযোঃ সংবদন্তো রেব প্রাচীনার্ছ দিন গতম্।

সমোষে ভৈরবী দেব্যাঃ শুভ্র পিটিকা সন্নিভাঃ ॥ ৩৭

বস্ত্রবন্ধন মধ্যমু ধর্ম্মগ্রন্থ সমুচ্চয়ঃ।

বিদ্যতি সাধকবরৈ রীতিমিতো বহু যত্নতঃ ॥ ৩৮

কায়ুর্থে শালগ্রামশিলা বস্ত্রবদ্যতি শোভনা।

ততঃ সা ভৈরবী দেবী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৩৯

অবস্থিতা যোগযুতা পূজায়ান্তু মনোদধে।

তদা হৃদয় মাহুয় প্রোবাচ শ্রোগদাধরঃ ॥ ৪০

ভীজার্থ ভৈরবী দেব্যা সপ্ততং তদ্বল্লাদিকং।

মাষ্টাগারাৎ সমানীয় তত্র প্রেথ্য সত্বর ॥ ৪১

"Great devotees like Gopikas, Narada and Uddhava etc. had all these feelings." As they

মধ্যলীলায়া' ১০ম অঃ ।

ভোগদ্রব্য' সব্যঞ্জন' রঘুবীরায মক্তিতঃ ।  
 সানন্দ' সম্ভবেদায নিমীল্য নয়নদ্বয়' ॥ ৮৩  
 সহসা হৃৎপদ্ম মধ্যৈ র্ফুরিত' মাধ গোচরম্ ।  
 গদাধর' সমালীষ্য তদ্য'ন মছোত্সবে ॥ ৮৪  
 নিर्वিকल्प সমাধি' সা প্রাপ যোগেশ্বরো তদা ।  
 প্রেমাপ্রুধারয়া পূর্ণা তস্যৌ স্যাণ্ণুরিবাচলা ॥ ৮৫  
 এতচ্চিস্তন্তরে তত্র মহাযোগী গদাধরঃ ।  
 দ্রুত' মত ইবাগত্য ভোগদ্রব্যস্য সন্মুখ' ॥ ৮৬  
 অপবিষ্য সুখ' সু'ক্ত' তদদ্রব্য' নিर्वিকারতঃ ।  
 ভগ্নে সমাধৌ দৃষ্ট্যে চক্ষুঃসীল্য মৈ'রবী ॥ ৮৭

Hriday did so. Bhairabi cooked the rice and curry. Then she sat with her eyes shut to offer them to God Raghubir. In her meditation she saw Gadadhar shining with divine glory. Tears of joy glided down her cheeks and she remained unconscious for some time. In the meantime Gadadhar appeared on the spot and set himself to eat the rice and curry with great pleasure.

82 to 87

বঙ্গানুবাদ :-

মাতুলের আদেশ মত হৃদয়রাম তৎক্ষণাৎ সেই সকল দ্রব্য  
 ভৈরবীর নিকটে অঙ্কা পূর্বক দিয়াছিলেন ভৈরবী, দেবী ও সেই  
 সকল দ্রব্য লইয়া পাক ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ সাবধানে আনন্দের  
 সহিত ভক্তি পূর্বক সব্যঞ্জন ভোগ দ্রব্য রঘুবীর শিলার উদ্দেশে  
 ভগবানকে নিবেদন করিয়া চক্ষুঃ সূত্রিত করতঃ সহসা হৃৎপদ্ম

মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

মধ্যে প্রকাশিত ভাব বিগ্রহ গদাধরকে দর্শন করিয়া সেই দর্শনোৎসবে মত্ত হইয়া তৈরবী দেবী নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন । এবং সেই যোগেশ্বরী সেই সময় প্রেমাত্ম ধারায় প্রাবিত হইয়া অচল কাষ্ঠ খণ্ডের মত স্পন্দন শূন্য অবস্থায় ছিলেন । ৮২।৮৩।৮৪।৮৫

ইত্যবসরে মদ মত্ত ব্যক্তির মত মহাযোগী গদাধর সেই স্থানে আসিয়া ভোগজ্ঞেয়র সম্মুখে বসিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে আনন্দের সহিত সেই সকল ভোগজ্ঞেয় ভোজন করিতে ছিলেন । ৮৬

সমাধি ভঙ্গ হইলে তৈরবী দেবী চক্ষুদ্বয় উন্মোচন পূর্বক দেখিলেন স্বকীয় ইষ্ট দেবের উদ্দেশে প্রদত্ত ভোগজ্ঞেয় ভাবাবিষ্ট বাহুজ্ঞান শূন্য গদাধর ভক্তি পূর্বক ভোজন করিতেছেন । ৮৭।৮৮

স্বৈষ্ঠদেবমদত্ভান্নমসি দেবী গদাধরঃ ।

ভাষাবিষ্টৌ বাহ্য জ্ঞানরহিতৌ বচুভক্ষিতঃ ॥ ৮৮

ভবাচ্চ প্রকৃতিস্থঃ স স্বৈরাচারত্রিলজিতঃ ।

ন জানামি যুতোঽয়ং মে ভাবঃ স্বজ্ঞান সাধকঃ ॥ ৮৯

সমায়াতঃ কৃতন্তেন বিপরীতং ময়াস্থিতং ।

এবং বিন্দুত্বভাবেন সন্তপ্তং তং গদাধরং ॥ ৯০

মৈরবী সা সমাশ্বাস্য সানন্দং পত্যুদাচ্চ তং ।

ইদং সাধুকৃতং বত্স নানুষ্ঠিত মিদং ত্বয়া ॥ ৯১

সদন্তরে বর্ত্ততে য় স্তেনেবেদে হৃত প্রবং ।

ধ্যানদৃষ্টং ময়া যন্তু তেন জ্ঞাতং বিশেষতঃ ॥ ৯২

বাহ্য পূজা সমাপ্য ন পুনস্তত্প্রয়োজনং ।

কালেনৈতাবতায়ুশ্চ ন যা পূজা চরিতা ময়া ॥ ৯৩

When Bhairabi regained her sense and opened her eyes, she found Gadadhar taking

‘মহ্যলীনায়া’ ১০ম অঃ ।

the rice and curry. Gadadhar at once felt ashamed for his apparent misconduct and said, “I do not know why I do such things which are condemned by all.” On seeing Gadadhar afflicted with repentance, Bhairabi consoled him saying, “It is all well done. It is not you but the one in you who has done it. I have realised this in my meditation. Such performance of outer worship is not necessary for me any more. What I had been doing so long is now accomplished and completed by your grace. 88 to 93

বঙ্গানুবাদ : —

তখন গদাধর নিজ কৃত অশায় আচরণে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছিলেন আমি জানি না আমার কি ক্ষুদ্র এইরূপ জ্ঞান বিহীন অবস্থা কোথা হতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেভাবে ভাবিত হইয়া এইরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করি। ৮৯

এইরূপ ভাবে অশুভপু ও দুষ্টিত গদাধরকে ভৈরবী দেবী সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। বাবা এই কার্যটি তোমার অতি উত্তম হইয়াছে।

হে বৎস তুমি একরূপ কার্যের অমুষ্ঠান কর নাই। ৯০।৯১

তোমার অন্তরে যিনি বিরাজিত আছেন তিনিই এই কার্যটি করিয়াছেন। আমি ধ্যানস্থ হইয়া সমাধির অবস্থায় বাহ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতেই বিশেষ ভাবে জানিয়াছি। ৯২

আজ আমার বাহ্য পূজার অবসান হইল আর আমার এমত পূজার আবশ্যক নাই। হে আয়ুযন্থ এযাবৎকাল আমি যে পূজার অমুষ্ঠান করিয়াছি। ৯৩



মধ্যলীলায়াং ১০ম অঃ ।

পরিপূর্ণ ফলং তস্যাঃ প্রাপ্তং ভবদনুগ্রহাৎ ।  
 এবমুক্তা তদা দেবী মৈরবী হৃষ্টমানসা ॥ ৮৪  
 গদাধর ভুক্তশেপমন্ম' স'মুন্ম যত্নতঃ ।  
 আচমনাদিক' কৃৎবা শুদ্ধ ভাবেন ভামিনী ॥ ৮৫  
 সাধনাধাররূপা শ্রীরঘুবীর শিলাং তদা ।  
 পূজাস্থানাৎ সমুত্তোল্য ধৃৎবা তাং করপদয়োঃ ॥ ৮৬  
 আকণ্ঠ জলমন্ম' সা গঙ্গাগর্ভে ন্যপাতয়ত্ ।  
 তদ্দিনাবধি সা দেবী বাহ্য পূজাং সমত্যজত্ ॥ ৮৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ' বিরচিতৈ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে  
 পারমহংসা' সংহিতায়া' দ্বাদশোঃখরে মৈরবী দেব্যাঃ সমাগমানন্তর'  
 শ্রীরামকৃষ্ণ মৈরবী সংবাদরূপী মধ্যলীলায়া দ্বাদশোঃখ্যায়ঃ । সঃ ১০অঃ ।

On saying this Bhairabi took gladly the remains of the meal left by Gadadhar. Then she entered into the water of the Ganges and immersed the holy stone. From that day onwards she gave up outer worship. 94 to 97

Here ends the tenth chapter of Madhyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :-

আজ আমি তোমার অনুগ্রহে সেই সকল পূজার ফল সম্পূর্ণ  
 রূপে পাইলাম । এই কথা বলিয়া সেই সময়ে সেই ভৈরবী  
 দেবী আনন্দ মনে গদাধরের ভুক্ত অবশিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি অঙ্কা পূর্বক  
 ভোজন করিয়া আচমনাদি কার্য্যান্তে শুদ্ধভাবে ভক্তি পূর্বক ভৈরবীর

মধ্যলীলায়া' ১০ম অঃ ।

সাধনার আধার স্থানীয়া সেই রঘুবীর মিনাটিকে পূজাস্থান হইতে  
উঠাইয়া লইয়া দুই হস্তে ধারণ পূর্বক আকর্ষণ করিয়া গঙ্গা  
গর্ভে নিঃক্ষেপ করিয়াছিলেন ।

এবং সেই দিন হইতেই সেউ ভৈরবী দেবী বাহু পূজা পরিত্যাগ  
করিয়াছিলেন । ৯৪।৯৫।৯৬।৯৭

ঐযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতীর্থ বিবচিত্ত রামকৃষ্ণ ভাগবতে  
ভৈরবী দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত  
সাধন বিষয়ে কথোপকথনাদি মধ্যলীলার দশম অধ্যায়ে বলা হইল ।  
মঃ ১০ অঃ শেষ

মধ্যলীলায়া' ৭৭ম অঃ ।

দিনানি কতিচিন্মতমৈরবী দেবতালয়ে ।  
স্থিত্বা দেবীমণ্ডলস্য ঘটে যোগাসনস্য সা ॥ ১  
প্রতিষ্ঠামকরীতস্য মন্দিরস্য চ সন্নিধৌ ।  
অস্যা যথোপদেশেন মহাযোগী গদাধরঃ ॥ ২  
তন্মুক্ত সাধনযুক্তৌ যথুৎ ভূমিযন্ততঃ ।  
ততঃ স পরমানন্দং লেভেৎ চৈব ব্রত ব্রতী ॥ ৩  
সাপ্যস্য পুত্রতুল্যস্য যোগিনৌ যোগসিদ্ধয়ে ।  
সাহায্যং সুবিশেষেণ কৃতবত্যতি যত্নতঃ ॥ ৪  
মন্ত্রসিদ্ধা শিষ্যবিত্রী মৈরবী স্তব্ধতাং গতী ।  
দৃষ্টা সাধকঃ সত্যস্য তদলৌকিক সাধনম্ ॥ ৫  
যে চান্যে সাধকাঃ দুঃখৈঃ সাধনা ক্রমভূমিকাং ।  
ন সমর্থ্য বিজিতুং যাং প্রাণপতি পরিশ্রমৈঃ ॥ ৬

For some days Bhairabi stayed in the temple  
and thereafter set up an altar on the bank of the  
Ganges to perform tantric rites. Gadadhar

মধ্যলীলায়াং ১১ম অঃ ।

performed the rites and felt greatly blessed. Bhairabi helped him in performing these rites like his own mother. On seeing the uncommon performance of the rites by Sri Gadadhar, Bhairabi was greatly astonished. He was passing at ease through the stages which were rarely attained with utmost endeavour by others. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ : —

ভৈরবী দেবী মন্দিরের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া নিকটবর্তী দেবী মণ্ডলের গদার ঘাটে একটি যোগাসন স্থাপন করিয়াছিলেন । গদাধর ভৈরবীর আদেশ মত দৃঢ় ভাবে তন্ত্রোক্ত সাধনে রত হইয়া ছিলেন । এবং সেই সাধনে পরমানন্দ পাইয়াছিলেন । ১২১৩

ভৈরবীও পুত্রতুল্য গদাধরের যোগ সিদ্ধির অল্প বয়সের সহিত বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন । ৪

মহা শিখা শিক্ষয়িত্রী মাতৃতুল্য ব্রাহ্মণী ভৈরবী সাধক গদাধরের অলৌকিক সাধন দেখিয়া অবাক হইয়াছিলেন । ৫

অল্প যে সকল সাধক প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াও অতিকণ্ঠে সাধনার ক্রম সোপান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন নাই । ৬

স্বা ভূমিকা প্রতিদিন ময়ত্নেনৈব দুঃখদা ।

জিতানেন মহাবিঘ্নকারিণী সুময়াবহা ॥ ৩

এব' চতুঃপট্টিমিতা স্তন্থলীলাঃ সাধনক্রমাঃ ।

সুকরা দুষ্করা যাপি বিবিধা বিহিতায য়ে ॥ ৮

যদ্য' ত্রয়ান্তরে তাসু সিদ্ধি' লেভে সুখেণ সঃ ।

ততস্তু ভৈরবী দেব্যাঃ পূর্ণ'প্রযত্নত স্তথা ॥ ৫

মধ্যলৌলাযাং ৭৭শ অঃ ।

পূর্ণাভিষেকঃ পূর্ণস্য প্রাপ্তঃ সম্পূর্ণ পূর্ণতা ।

যা দুর্লভা যা দুপ্রাপ্যা মনসো বা হৃগোচরা ॥ ১০

তা অষ্টসিদ্ধীঃ সম্প্রাপ্ত আনন্দময়মূর্তি ধক্ ।

দৃষ্টা সিদ্ধিঃ স্ব শিষ্যস্য মৈরবো বিস্মিতাভবত্ ॥ ১১

অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধীস্তা লব্ধ্বাপি শুমহামতি : ।

তদলৌকিক শক্তিনা কদাপি পরিচালনম্ ॥ ১২

Gadadhar passed quite easily through the stages of the process which were extremely difficult, dreadful and fraught with grave risks. There were sixty-four stages which he went through in three years. By this process he acquired the divine power called Asta-Siddhi, which, however, he did not exercise at any time.

9 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

হুঃখদাশিনী অত্যন্ত ভয়াবহ । মহা বিরূপাশিনী সেই সকল ভূমিকা গদাধর অনায়াসে প্রতি দিন জয় করিতেছেন । ৭

অস্রোক্ত স্ব স্ব সাধ্য মুঃখ সাধ্য চতুঃষষ্ঠি পরিমিত বিবিধ সাধন যাহা ওয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৮

সাধনার স্তর বিশেষ সকল তিন বৎসরের মধ্যে গদাধর সেই সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । ৯

তৎপরে চৈতন্য সেবীর পূর্ব প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণ সর্ব শক্তি বিশিষ্ট গদাধরের পূর্ণাভিষেক সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল । ১০

মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ ।

যে সকল সিদ্ধি ছলিত দুস্ত্রাপ্য মনের অগোচর আনন্দ ঘন বিগ্রহ  
গদাধর সেই সকল অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন পরন্তু প্রিয় শিষ্য  
গদাধরের সেই সকল সিদ্ধি দেখিয়া ভৈরবী দেবী অত্যন্ত  
আশ্চর্য্যাবিত্তা হইয়াছিলেন । ১১

গদাধর সেই সকল অনিমানি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া ও  
ভাঁহাদের পরিচালনা বা ব্যবহার করেন নাহি । ১২

ন ক্তত' সেন তু বর' সিদ্ধিবিঘ্ন বিধায়িনী' ।  
সদ্যো বিমূতি' মত্বা তা' তত্বাজ স যোগীশ্বরঃ । ১৩  
বর্ণাশ্রমাচারাদিকান্ তন্ম সাধন কালতঃ ।  
সর্ব্বা' স্তা' স্ত্যক্তবান্ সাধুঃ কৈবল্যাশ্রম যোগতঃ ॥ ১৪  
প্রাণান্দেহ' মনযাপি সর্ব্বস্ব' মাষ্ট্র পাদয়োঃ ।  
সমর্প্যস্বোয়মাশ্রান' বাহ্যভ্যন্তরয়ো স্তদা ॥ ১৫  
জ্ঞানান্নিনা পরিধ্যাত' দদর্শ' সাধকোত্তমঃ ।  
তদা তদ্বিগ্রহমপি তৈজঃপুঞ্জপরিপ্লুত' ॥ ১৬  
বিষ্ণিতামনুজাঃ সর্ব্ব্য' দৃষ্টাতীবমনৌহর' ।  
পবন্তদ্রূপমাধুর্য' কামনাশূন্য যোগিনঃ । ১৭  
বিরক্তৈঃ কারণ' তস্য চিত্তস্য সমভূতদা ।  
যোগিभिর্দে' সৌন্দর্য্য' যত্নতঃ পরিচ্ছিত্যে ॥ ১৮

As Gadadhar dedicated himself to the will  
of the Supreme Being, he had no use of the  
religious codes or his divine power. At that  
time he looked extra-ordinarily beautiful. But he  
carefully avoided to expose his physical beauty.

বঙ্গানুবাদ :—

বরং ইষ্টে সিদ্ধির বিঘ্ন মনে করিয়া সেই সকল বিভূতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৩

তদ্ব সাধনার সময় হইতেই কৈবল্যাশ্রমে অবস্থান বশতঃ বর্ণা শ্রমোক্ত আচার ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৪

সেই সময় সাধক গদাধর দেহ মন প্রাণ মাতৃপদে সমর্পণ পূর্বক বাহ্যাস্তরে নিজকে জ্ঞানাপ্তি পরিব্যাপ্ত দেখিয়া ছিলেন । ১৫

এবং গদাধরের তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট অতীব মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাধারণ লোক সকল অতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া ছিলেন । এই প্রকার রূপ মাধুর্য্য কামনা শূন্য যোগীর পক্ষে চিত্ত চাক্ষণ্যকর হইয়াছিল । ১৬১৭

অতএব গদাধর দেহ সৌন্দর্য্য যত্নপূর্বক ত্যাগ করিয়াছিলেন । ১৮

अस्याद्यद्यं स्वरूपस्य व्याख्यानावसरे क्वचित् ।

गौडीमध्ये स्वशिष्यानामुवाच सुवेशिपतः ॥ १८

तदा मे रूपमाधुर्यं दृष्ट्वा साधारणा ज्ञानाः ।

अक्षरा वर्तयितुं शक्या यत्নেनापि न तु क्वचित् ॥ २०

जवा कुसुम सङ्काशं रक्ताभं मन्मुखं वभৌ ।

अभवद्गात्रकान्तरा च रवि क्षान्तिनिराकृता ॥ २१

एवं ध्वन्मुखवाद्गद्दि, मध्यतो देहमण्डलात् ।

ज्यোतिरुद्गम्य विमलं गुणমে देव देहवत् ॥ २२

तेन सर्वघणः स्थूल सूक्ष्मे नाच्छाद्य मामक ।

देह मातुः समीपेऽहমবদন্নতমস্তাক ॥ ২৩

মাতস্তয়া দত্তমিদং যাচ্ছরূপং মহেশ্বরি ।

গৃহীত্বান্তর মৌন্দর্য্যং দেহি মে জগদম্বিকি ॥ ২৪

মধ্যলোলায়া ১১৪: অ:।

Once during the course of conversation Gadadhar himself told his disciples that he looked so very beautiful that people could not turn their eyes away from him even if they tried their best to do so. He said, "My face was as reddish as Jaba flower; my body emitted a wonderful lustre, and as such I looked like a god. So I used to keep myself covered with thick cloth and to pray to the Goddess, "Oh Mother, be pleased to take away my physical beauty and to give me the inner beauty of mind and soul instead." 19 to 24

বদানুবাদঃ—

কোন ও এক সময়ে এষ্ট আশ্চর্যরূপের কথোপকথন প্রসঙ্গে শিষ্য বর্গের সভায় বিশেষ ভাবে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৯

সেই সময় সাধারণ লোক সকল আমার রূপ মাধুর্য্য দর্শন করিয়া চেষ্টা করিয়াও অশ্রুত চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না। ২০

ওখন আমার মুখখানা জবা ফুলের মত রক্ত বর্ণ হইয়াছিল। এবং গাত্র কান্তি দ্বারা সূর্য্যের কান্তিও নিরস্ত হইত। ২১

আমার হৃদয় মুখ বাহ ও গাদ দেশ প্রভৃতি দেহ মণ্ডল হইতে বিগত জ্যোতিঃ বহিগত হইয়া দেব দেহের মত অপূর্ণ শোভা পাইত। ২২

ওল্লসিত আনার দেহটিকে সকল সময় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া অবনত মস্তকে মা জগদম্বার নিকটে বলিতাম। ২৩

মধ্যলীলায়াঃ ৭৭শঃ অঃ ।

হে মাতঃ তোমার প্রদত্ত আমার এই বাহ্য সৌন্দর্য্য নষ্টের

আমার ভিতরের সৌন্দর্য্য দাও । ২৪

স্বগাत्र चर्पटाघातं कृत्वीकृत्य पुनःपुनः ।

वाह्य सौन्दर्य्यरूप त्वं गच्छ शीघ्रं ममान्तरे ॥ ২৪

एषं कृते कियद्दिनात् परतः स्वयमेव हि ।

मान्दिन्य' मे देहकान्तेरभवन्मातुरिच्छया ॥ ২৫

परन्त्वंस्मिन्नवसरे भावि हृत्तपरम्परा ।

प्रत्यक्षताङ्गतास्तस्य योगिनो योगशक्तितः ॥ ২৬

यत् कथं साधनार्थाय दिव्य দেহস্য ধারণম্ ।

তথ্য দিব্যসাধনা চ যদর্থ্য' বিহিতা শ্রুভা ॥ ২৭

তদ্বিধাবধি তত্ সৰ্ব্ব' বিশ্রাত' সুমহাত্মনা ।

জ্ঞাতস্বীতরকালে তু দেবীদানেঽত্র সাধকাঃ ॥ ২৮

সমেপ্যন্তি ধর্ম্মলাভ কৃতে নানাবিধা জনাঃ ।

তেন ত্রাণ' সজ্জনানাং দুর্জজনানাং বিশোধন' ॥ ২৯

"I used to strike my own body with my palm and say, "Oh my physical beauty, sink into my body. In a few days my physical lustre faded by the grace of the Goddess." At this stage, Gadadhar could see future events by dint of his great spiritual power. The very purpose for which he was born and he was passing through all these austerities and penance became known to him. He also knew that people of various type would soon come to this temple for religious instructions and thereby good people would be saved and the bad would be reformed. 25 to 30



মধ্যলীলায়াং ১১শঃ অঃ ।

বদানুবাদঃ—

এবং নিজ গাত্রে চাপড় মারিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতাম ওহে আমার বাহ্য সৌন্দর্য্য তুমি শীঘ্র আমার ভিতরে প্রবেশ কর । ২৫

এইরূপে দিন কয়েকের পরই কৃষ্ণদ্বার কৃপায় আমার দেহ কাশির মালিন্য হইয়াছিল । ২৬

পরন্তু এই সময়ে সেই মহাযোগী গদাধরের যোগ শক্তির প্রভাবে ভবিষ্যতের বাহ্যতর ঘটনার প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । ২৭

যে কার্য্যের সাধনের জন্য ভগবানের দেহ ধারণ এবং যে জন্য অপ্রাকৃত মঙ্গলময়ী সাধনার অমুষ্ঠান সেই দিন হইতে সেই ঠাকুর বিশেষ ভাবে অবগত হইয়াছিলেন । ২৮

এবং শীঘ্রই এই দেবোত্তানে বহুতর সাধক নানা ভাবের লোক সকল ধর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য আসিলে তাহাতে সঙ্ঘবনগণের পরিজ্ঞান ও চূর্জন জনগণের সংশোধন হইবে । ২৯৩০

ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ সদ্ধর্ম্মঃ প্রচরিষ্যতি ।

স্বকৌযৌপলম্বি বাণ্য' মম্বুরানায় সন্নিধৌ ॥ ৩৭

জ্ঞাত' ব্যক্তাং ঠাকুরেণ একদা তত্ কথ্যান্তরে ।

শ্রুত্বা শ্রীমম্বুরানায়ঃ সানন্দ' প্রত্যুবাচ স' ॥ ৩২

এবম্যে'র্জিহি মৌ তাত শৌভন' ভবতি ধ্রুব' ।

ভগবন্ত' গৃহীত্বা ত্বা' সর্ব্ব'বয়মতঃ পর' ॥ ৩৩

আনন্দসিন্ধুমগ্নাঃ সৌ জগতৌমঙ্গল' ভবেত্ ।

একদা নন্দরূপা সা যোগারূঢ়া মদ্যসী ॥ ৩৪

যোগাসনে যোগযুক্তা দিত্যভাত্র সমন্বিতা ।

অচিন্ত্যাস্থাপমীয়স্ব গদাধর মহাপ্রভোঃ ॥ ৩৫

আলৌক্যালৌকিকী' শক্তি' মেত্ব্যে' তদচিন্ত্যত্ ।

কেয়' ভাগবতো শক্তির্যয়ায়' সর্ব্বৈশক্তিমোন্ ॥ ৩৬

মধ্যসৌন্দর্য্য ৭৭শঃ অঃ ।

There was no doubt that true religion would prevail. Once, in course of conversation Thakur gave out his own feelings to Mathuranath. At this Mathuranath said, "If it so happens it will be all for the best. We shall find ourselves along with you plunged into the sea of joy. The world will also be benefitted. "Once Bhairavi thought, "What is that divine power which has made Gadadhar all-powerful." 31 to 36

বদানুবাদ :—

এবং মজ্ঞার্থের প্রচার হইবে ইহা নিঃসন্দেহ । এই সকল নিজের অন্তঃকরের বিষয় এক সময় কথা বার্তার মধ্যে ঠাকুর মথুরা নাথের নিকটে প্রকাশ করিলে মথুরানাথ ঠাকুরের কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন বাবা যদি এমনতর হয় তবে খুব ভালই হইবে । অতঃপর আমরা আপনাকে লইয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইব । এবং জগতের পরম মঙ্গল হইবে । ৩৩

কোন ও এক সময়ে মহামহিমাবিত্তা যোগাক্রুড়া আনন্দ বিগ্রহ বিশিষ্টা যোগাসনে যোগযুক্তা ভগবদ্ভাবে বিভাবিত্তা হইয়া ঈশ্বরবী দেবী অচিন্ত্য অপ্রমেয় মহাপ্রভু গদাধরের অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া এইরূপ ভাবিয়া ছিলেন । ৩৭।৩৫

গদাধরের এই ভাগবতী শক্তি কিরূপ । যে শক্তি দ্বারা গদাধর সর্বশক্তিমান হইয়াছেন । ৩৬

নৌচিন্ময়ী পদিতা যা: সাধন ক্রমভূমিকা: ।

স্মৃতমাত্রেন তত্‌সির্দ্দিনীকল্‌পসমাধিনা ॥ ২৩

কথমস্য স্বরূপ' বা কথ' বা যোগযুক্ততা ।

স্বয়' সিদ্ধ স্বরূপস্য কথ' বা গুরুকারিতা ॥ ২৮

মণ্ডলীলায়াং ১১শঃ অঃ ।

ভৈরবী সা বিমুখ্যৈব ধ্যানস্থিমিত লোচনা ।  
 চিন্তয়তী স্বরূপং কিং যোগদাধর যোগিনঃ ॥ ৩৫  
 তস্মৈ কণ্ঠগায়কলাচী সা হৃদজ্জ্যোত্স্বদদভূতম্ ।  
 নবদূৰ্ব্বাদলশ্চামং রামং রাজীবলোচনং ॥ ৪০  
 সীতয়া রময়া সাধ্বং সচ্চিদানন্দরূপিণাম্ ।  
 এবং রাধিকয়া যুক্তা মহাভাব স্বরূপয়া ॥ ৪১  
 কন্দর্প কৌটিল্যবল্লভং কৃষ্ণং পৌতাম্বরং হরিম্ ।  
 ক্রমাতৌ শ্রীরাভকৃষ্ণৌ বিলীনৌ যোগদাধরে ॥ ৪২

“If he is not so, he could not achieve success immediately on hearing the instructions. If the divine power is inherent in him, how is it that he practises yoga, performs rites and plays the role of a disciple to a preceptor?” When Bhairabi was deeply absorbed in such thoughts, she beheld a wonderful sight in her mind's eye. She saw that Lord Ramachandra with Sita and Lord Krishna with Radhika mingled together and took the shape of Gadadhara. 37 to 42

বদান্তবাদ :-

তাহা না হইলে আরি যে সকল তত্ত্ব সাধনার বিষয় উপদেশ করিয়াছি। সেই সকল শুনিবা মাত্র নির্ভিকল্প সমাধি দ্বারা তৎসংগাৎ সিকি লাভ করিতেছেন। ৩৭

এই গদাধরের স্বরূপটি কিরূপ কেনই বা ইহঁদের যোগে যোগদান স্বয়ং সিন্ধু পুরুষের কি চহই বা গুরু করেন। ৩৮

মধ্যলীলায়াং ৭৭শঃ অঃ ।

ভৈরবী এইরূপ বিচার পূর্বক ধ্যান নিম্নলিখিত লোচনে গদাধরের  
স্বরূপটির চিত্রা করিতে করিতে উৎকর্ষ বশতঃ প্রেমাশ্রু পুলকিত  
চিত্তে হৃৎপদ্ম মধ্যে একটি আশ্চর্যরূপ দর্শন করিলেন । ৩৯

ভগবতী জ্ঞানকীর্ত্ত সহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পদ্ম পলাশ লোচন  
নব দূর্বাদল খাম ভগবান শ্রীরাম চন্দ্র এবং মহাভাব স্বরূপিনী  
শ্রীমতী রাধিকার সহিত অবস্থিত স্বয়ং ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ  
এই দুইটি স্বরূপকে ক্রমশঃ গদাধরে পরিণত হইতে দেখিয়াছিলেন ।

৪০।৪১।৪২

অতো গদাধরো যৌ সৌ শ্রীরামকৃষ্ণ এব সঃ ।

যুগাধতারঃ পূর্ণোঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সংগ্রহাঃ ॥ ৪৩

অতঃ কলিযুগেঘৌরী শ্রীরামকৃষ্ণ নামতঃ ।

প্রাপ্তুবন্তি নরাসুক্তি' নান্যনাম সহস্রকাৎ ॥ ৪৪

এব' সমাধিযুক্তায়া গত' নক্তন্দিব' যদা ।

প্রভাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরব্যা হৃদয়াব্যতঃ ॥ ৪৫

সহস্রান্তর্হিতী সা চ সমুখি সন্দর্শ্য ত' ।

তদ্বিনাষধি ভৈরব্যা হৃদে'ন মনসা তয়া ॥ ৪৬

স্বরূপং তস্য তজ্ জ্ঞাত্বা সাধনালব্ধ চক্ষুযা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবী হি তস্মামকরণদ্রুতম্ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিভীর্য বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণভাগবতী  
পারমহংসা সংহিতায়াং শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য ভৈরবীকৃত নামকরণ রূপো  
মধ্যলীলায়াং একাদশোঃধ্যায়ঃ । মঃ ১১ ।

"Hence Gadadhar is Sri Ramakrishna who is  
the incarnation of God in this Kali yuga. So, in  
this yuga people attains salvation by chanting  
the name of Sri Ramakrishna." For full one day

মধ্যলীলায় ১১ম অঃ।

and night, Bhairabi remained absorbed in meditating the glory of Shri Ramkrishna. Next morning the image of Shri Ramakrishna disappeared from her mind's eye, but when she opened her eyes she found him standing before him. From that day onward Gadadhar was named as Shri Ramakrishna. 43 to 47

Here ends the eleventh chapter of Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব যিনি গদাধর তিনিই রামকৃষ্ণ। তত্ত্বজ্ঞাই রামকৃষ্ণ নামধারী পূর্ণ যুগাবতার এক মাত্র এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে এই রামকৃষ্ণ নাম জপাদি করিয়া কলি হত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অথবা নাম জপাদি করিয়া কলিহত জীব সকল মুক্তি লাভ করিবে অথবা নাম শত সহস্র হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এইরূপে একদিন একরাত্রি নিবিবকল্প সমাধিধারা অবস্থিত হইরা প্রভাতে ভৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবীর স্তম্ভপন্ন হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে নিম্ন সম্মুখে গদাধর রূপধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৪৬৪৭

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ভৈরবী দেবী ভগবান গদাধরের শ্রীরামকৃষ্ণ। এই নামকরণ-রূপ মধ্যলীলার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। মঃ ১১ অঃ।

‘मध्यलोलायां द्वादशोऽध्यायः :

श्रीरामवृष्णदेवस्य योगारूढस्य तत्त्वज्ञात् ।

साधना सिद्धिं भवप्राप्तिरपूर्वस्यास्य योगिनः ॥ १

अभूदलोकसामान्या भैरव्या आनुकूल्यतः ।

असाध्य साधनामिहेः प्राप्तिं देव न पूर्णात् ॥ २

देव दानवा गन्धर्वा राक्षसा मुनि मानवाः ।

सिद्धिं प्राप्ता भूता ते ये यं यं भावं समाप्तिताः ॥ ३

वैष्णवा विष्णुमाप्ता वै सौराः सूर्यं मित्रं तथा ।

शैवाः शालाम्बुजा गतिं गणपत्या गजाननं ॥ ४

सर्वोऽप्येष साधकारते स्व स्व साधनगतिनः ।

स्वा रवां सिद्धिं भगुत्पाद्य कृतार्थाद्यभव भूता ॥ ५

किञ्चित्त्वप्य साधनदया ठाकुरस्य पृथग्विधा ।

आर्घ्याभार्य साधनानां भेदीनास्ति कदाचन ॥ ६

মধ্যলীলায়া ১২মঃ অঃ ।

অপূৰ্ণ যোগী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সন্তস্রষ্টে সাধনায় সিকি লাভ হইয়াছিল । ১

অসাধা সাধনায় সিকিলাভ করাই পূৰ্ণতার কারণ নয় । সেবতা মানব দ্বাক্ষস ও মুনিমানবাদি ইহঁরা প্রত্যেকে যিনি যে ভাবে যে দেবতার উপসনা করেন । তাঁহার সেইরূপই সিকিলাভ হয় । ২।৩

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকে সৌরগণ সূর্য্যকে শৈবোপাসকগণ শিবকে শাক্ত সকল শক্তিকে গাণপত্য গণেশকে এই সকল সাধক নিজ নিজ শক্তিদ্বারা নিজ নিজ ইচ্চে দেবতার অশুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়েন অর্থাৎ সিকিলাভ করেন । ৪।৫

কিন্তু এই শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধনারূপ সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর । অর্থাৎ আৰ্য্য সাধকই হউন বা অনার্য্য সাধকই হউন । ইহঁদের নিকটে ইহঁাদের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা কিছু মাত্র ছিল না । ৬

নানা সাধনমাগঃ স দেবতানামুপাসনম্ ।  
 অবলম্ব্য তত্র তত্র সিদ্বিলাম্' চকারহ ॥ ৩  
 এত' সাধন বেগিষ্টা' প্রাক্‌স্থষ্টেরধুনা বধি ।  
 নশ্চিত ন চ কুলাপি কৈবল্যন্তদ্‌ গদাধরে ॥ ৫  
 অসাধ্য সাধিকা মাতা চিদ্রূপা পরমেশ্বরী ।  
 অদম্বুত প্রকৃতিরস্য সন্তানস্য সুসাধনে ॥ ৮  
 চিত্তব্যাकुलतां ज्ञात्वा नाना साधन सिद्धये ।  
 तत्तदुपासना सिद्ध परित्राजक सत्तमान् । ১০  
 कृपयै वाचकर्पात्र साधनासिद्ध मन्दिरे ।  
 अष्टपष्टाधिक द्विपट्‌शतकाध्दात्‌ प्रमृत्त्यसौ । ১১  
 एकोनाशीर्त्वाधि द्विपट्‌शतकाध्दा'वधि' द्विजः ।  
 कालन्तु साधेनायुक्तो गङ्गागर्भे समाधिमान् ॥ ১২

Thakur followed different paths and achieved success in all his pursuits. Such peculiarity of worship has never been found in anyone but Gadadhar since the times immemorial to this day. To fulfil the earnest longing of Gadadhar, Goddess Kali attracted great sages and ascetics to the temples at Dakshineswar. From the Bengali year 1264 to 1276, i.e. for twelve years from the age of twenty six to thirty eight, Thakur performed his holy penance and had his achievements in the spiritual field. 7 to 12

**বঙ্গানুবাদ :—**

ঠাকুর বহু দেবতার উপাসনা করিয়া সেই সেই দেবতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । ৭

ঠাকুরের স্বতন্ত্র সাধনার মত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অত পর্য্যন্ত কোন ও একটি সাধকের উপাসনা কোথাও দেখা যায় না কেবল মাত্র ইহা গদাধরেই দেখা যায় । ৮

অসাধ্য সাধিকা চিন্তায়ী পরমেশ্বরী কালী অভ্যাশ্চর্য্য সন্তান গদাধরের সাধন বিষয়ে চিত্ত চাক্ষুশ জানিয়া নানা প্রকার সাধনায় সিদ্ধির জন্য তদুপাসনাসিদ্ধি সর্বোত্তম ।

পরিব্রাজক বা সাধু সন্ন্যাসি সকলকে কৃপাপূর্বক এই সাধনা সিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আকর্ষণ করিয়াছিলেন । ৯১০

এবং সন ১২৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা সন ১২৭৬ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠাকুরের ২৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ১২ বৎসরকাল সাধনায় রত হইয়াছিলেন । ১১১২



मह्यलीलायां १२थः अः ।

साधना रश्मिकालितु रौप्यमुद्राय मृत्तिका ।  
 गृहीत्वा मृत्तिका यातु सैवमुद्रा न चापरा ॥ १३  
 स्वर्णं रौप्यादिका मुद्रा मृत्तिका न तथा परा ।  
 पुनः पुनर्वेदत्रेयं गङ्गागर्भेभ्यःसर्जयत् ॥ १४  
 इयं प्राथमिकी तस्य साधना सिद्ध योगिनः ।  
 धनरत्न परित्यागरूपा चित्तस्य शुद्धये ॥ १५  
 पशुपतञ्जये किन्तु गङ्गागर्भेऽतिनिर्मले ।  
 प्रायोपवेशनं कृत्वा मित्यानित्यविचारणम् ॥ १६  
 यः तस्मै न प्रीभैरव्या तथान्यन्यासिभिः सुहृ ।  
 तथा साधन सम्पत्त्या नारोमात्रं स्वमाहवत् ॥ १७  
 धारणा सुदृढा जाता योगिनो योगसिद्धये ।  
 सिद्धिलाभात् परं साधुः कदापि कामपि ध्रुवः ॥ १८

At the beginning of his spiritual pursuits he would take a coin in one hand and some earth in the other, and say that both were one and the same, and lastly throw them into the water of the river. Thus for purification of his mind he had to free himself from temptation of money and riches in the preliminary stage of his spiritual pursuit. He would be deeply absorbed in discussions about the eternal and the transitory with Bhairabi and others. He realised that every woman was his mother. He never looked at any woman or gold as things for enjoyment.

বদ্যানুবাদ :—

সাধনার প্রারম্ভে এক হস্তে রূপার টাকা অথ হস্তে কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া রূপার বা সোনার টাকা ইহার মাটিরই অথ মূর্তি অর্থাৎ টাকা মাটি মাটি টাকা এইরূপ বলিতে বলিতে সেই সকল টাকা ও মাটি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দিতেন । ১০।১৪

এই সাধনা সিদ্ধযোগী ঠাকুরের চিত্ত শুদ্ধির জন্য ধনত্ব পরিভ্যাগরূপ প্রথম সাধনা । ১৫

কিন্তু সচ্চিদানন্দ অথও ত্রৈলোক্য অমৃতত্বের নিমিত্ত পরম পবিত্র জিণথগ্যাতীরে প্রায়োপবেশন পূর্বক ভৈরবী এবং অন্যান্য সিদ্ধ সন্ন্যাসিবর্গের সহিত নিত্যানিত্য বস্তুর বিচারে উন্মত্ততা প্রাপ্ত হইতেন । ১৬

যোগী গদাধরের যোগসিদ্ধির জন্য সাধন সম্পাদি দ্বারা নারী মাত্রে নিজ গর্ভধারিণী মাতার মত ধারণা সূদৃঢ় হইয়াছিল । ১৭

ঠাকুর সিদ্ধিলাভের পর কখনও কোনও একটি কামিনী বা কাকনাদিকে ভোগ বুদ্ধিতে দেখেন নাই । ১৮

কামিনী কাম্বন বাপি ভোগবুদ্ধা ন দৃষ্টবান্ ।

কামিনী কাম্বন ত্যাগরূপা সাধনতঃ পর ॥ ১৯

দীনতা নিরঙ্কুশ সাধনা পূর্ণতা গতা ।

যদ্যপাবিত্র্যবাহুল্য স্থানে সাধারণী জনঃ ॥ ২০

পদার্পণে সঙ্কুচিতো ন যাতি তত্র কাঁছিত্ব ।

ঠাকুরস্তু তদস্পৃহ স্যান্ মার্জিতবান্ স্বয়ং ॥ ২১

আচণ্ডালোচ্ছিষ্ট পত্রং বিধৃত্য মস্তকে তথা ।

গঙ্গাগর্ভে বিনিঃশিত্য জাত্যভিমান চূর্ণতা ॥ ২২

কৃৎবা স্বয়মস্পৃহ জাতেনাধিক মন্যতে সুধীঃ ।

অতঃপর সর্বজোবে শিবদানস্য সাধনা ॥ ২৩

মধ্যনৌলার্য ১২শ অঃ ।

যৌরস্বাস্থ্য সাধকস্য সর্বথাভিনবামতা ।

মিশ্রকোচ্ছিষ্টকাচারং কৃৎসাদরপুরঃসরং ॥ ২৪

After he had overcome the temptation of woman and money, he attained humility and selflessness, Thakur himself would cleanse those filthy places where people were averse to step into. He shook off his pride of caste as he carried the leaves containing the remains of meals left by the untouchable classes of people, and threw them into the river. He never felt that he was superior to one belonging to the lowest classes of humanity. Next, he realised that every living creature was a manifestation of God. He would take the remains of meals left by beggars as a holy gift. 19 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

কামিনী কাকন ভ্যাগরূপ সাধনের পর দীনতা ও নিরহঙ্কারিতা সাধনা পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল অপবিত্র বহল স্থানে পদার্পনে সন্মুচিত হইয়া কেহ কখনও যাইত না। সেটুকু সকল অপবিত্র স্থান ঠাকুর স্বয়ং পরিষ্কার করিতেন। ১৯-২০-২১

ঘাটগালের উচ্ছিষ্ট পত্র স্বয়ং মস্তকে ধারণ পূর্বক গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া জাত্যাভিনান দূর করিয়াছিলেন। তববধি নিজেও অশুশ্রু জাতির অপেক্ষা বড় বলিয়া মনে করিতেন না। ২২

তৎপরে এই বীর সাধকের সর্ব জীব নিব জ্ঞানের সাধনা ইহা একটি নূতন সাধনা। অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে চিন্তুকগণের উচ্ছিষ্টা

## मध्यलीलायां द्वादशोऽध्यायः

छात्रन एव ए मकन डेछिर्छोत्रक महा एनाम मने करिषा मलुक  
धार्मगपूर्वक नृत्त करिण्डन । २७।२४

मत्वा महाप्रसादां स्नान् मूर्ध्नि धृत्याननर्त्त ह ।  
आदौ साधनाकाले च चतुर्वर्षान्तरं सुधीः ॥ १५  
वैष्णवं मतमाश्रित्य दास्य सख्यादि भावतः ।  
तत्तत् साधन योगेन सिद्धिं लाभं चक्रार सः । २६  
श्रीकृष्णस्य सम प्राणा ये स्युः श्रीप्रज्जवालकाः ।  
चिन्ता तत्तुल्य सख्यस्य ठाकुरस्य तदा भवत् ॥ २७  
तथा श्रीरामचन्द्रस्य दास्य भक्ति प्रवर्त्तकाः ।  
महावीर रामदासतुल्योऽमूढज्ञ ठाकुरः ॥ २८  
तन्मोक्त साधनायां हि सिविलाभात् परं तथा ।  
सख्यरूपा ठाकुरस्य प्रकृतेः साधना च सा ॥ २९  
सर्वथा पूर्णरूपा सा लोकोत्तर चमत्कृतिः ।  
तदासी स्वं जगन्मातुः सखीरूपां विभाव्य च ॥ ३०

At first for four years Thakur adopted the religion of the Vaisnavas and felt like those youngsters of Broja who were at one with Sri Krishna in their heart and soul. Next he became a devotee of Shri Ramachandra and developed a devotion quite akin to Mahabir Hanuman. Thereafter, when he achieved success in his pursuit in the tantric method his services as an attending maid to the Goddess, received great appreciation from the best of devotees. At this stage he would often serve the Goddess with a chamar. 25 to 30

মধ্যলীলায়াং ১২য় অঃ ।

বশ্যাবসানঃ—

প্রথম সাধনার সময় ৪ বৎসর বৈষ্ণব মত অবলম্বন পূর্বক দাম্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্যাদিভাবে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য যে সকল ব্রজবালক ছিল তাহাদের মত ঠাকুরের সখ্যভাবে সিদ্ধ হইয়াছিল । ২৫।২৬।২৭

ভক্তগণ শ্রীরামচন্দ্রের দাম্য ভক্তির প্রবর্তক মহাবীর রামদাসের মত ঠাকুরের দাম্য ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল । ২৮

এবং ভক্তোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুরের সখ্যভাবে যে সাধনা । ২৯

তাহা অপূর্ব ও মহা ভক্তগণেরও আনন্দদায়ক । সেই সময় ঠাকুর নিজেকে জগদম্বার সখীরূপে ভাবনা করিয়া প্রায়ই চামর হস্তে কালিকাকে বাজন করিতেন । ৩০

প্রায়দ্যামরহস্তেন কালিকাং সমবীজয়ত্ ।

কদাপি বা ভূপত্যাদির্বস্ত্রাদিরপি বা তথা ॥ ১৭

‘পরিধেয়’ কৃতং তেন রমস্যা ইব সর্বদা ।

দেবী মিবাচিন্তয়ত্ স্বং স্ত্রীমুত্তরী ধান্যয়া সমা ॥ ১২

তদু ভক্তৌ মধুরানায় ঠাকুরস্যাভিলাপতঃ ।

প্রকৃতেঃ মাধনে যদু যদু, ম্যমাশ্রয়কং ভবেত্ ॥ ১৩

তত্ তদু, ম্যশ্র যোগার্থে দত্ত্বা ধন্যোঃ ভবতদা ।

এবং প্রকৃতিমাধবস্য পাবস্ত্যাহি তদন্তরে ॥ ১৪

স্বস্যপুণ্ড্রাবরূপস্য সর্বথা বিস্মৃতি বমৌ ।

তদা শ্রীরামকৃষ্ণস্য সাসিধ্যাত্ সর্বতো দিশি ॥ ১৫

সুতীর্থ ইব সুখ্যাতির্জাতিস্য দেবসম্মনঃ ।

তীর্থপথ্যং তনৈঃ পশ্যন্তৈঃ পরিদ্রাজক সন্তপৈঃ ॥ ১৬

Again he would wear ornaments like a woman and serve the Goddess as such. He lost sense of his own sex. Mathuranath also gladly supplied all the requisites to get Thakur dressed like a woman. The fame of the temples at Dakshineswar as a holy place extended far and wide, due to the presence of Sri Ramakrishna. 31 to 36

### বঙ্গানুবাদ :—

কখনও বা স্ত্রীলোকের মত বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেন এবং নিজকে অথ্য একটি স্ত্রীলোক মনে করিয়া কালিকার সেবা করিতেন । ৩১/২২

সেই সময় ঠাকুর নিজের অন্তরে স্ত্রী ভাবের প্রবণতা বশতঃ নিজের যে পুরুষ মূর্তি অর্থাৎ আমি যে পুরুষ ইহা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন । ৩৩

শ্রেষ্ঠ ভক্ত যথুরানাথ ঠাকুরের ইচ্ছামত শক্তি সাধনায় যে সকল জব্য আবশ্যক হইত সেই সকল জব্য ঠাকুরের বেশভূষার জন্ত দিয়া দত্ত হইতেন । ৩৪

এবং সেই সময়ে রাণী রাসমণির ঠাকুর বাড়ীর পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যবশতঃ চতুর্দিকে পুণ্যভীরের মত সুখ্যাতি হইয়াছিল । ৩৫/৩৬

যাতাচ্ছনি তদানীন্তৈর্যদা দৃষ্টো হৃদম্মমতঃ ।

মবিশ্য তে পান্যগেহে সাধু নামতিযোমমাম্ ॥ ৩৩

সুখ্যযস্বা সমালোক্য সানন্দাম্মতঃ ত্য্যসন্ ।

দিনানি কতিচিত্ততস্যাতুমাশঙ্ক্যাসিনঃ ॥ ৩৫

मध्यनानायां १२शः अः ।

आतिथ्यं कृत्य प्राचुर्यं तु साधवः सुखं संस्थिताः ।

मथुरः साधुसेवायां सर्वदा मुक्तहस्तकः ॥ ८

नित्यञ्चातिथिं सेवार्थं द्रव्यजातानरक्षयत् ।

एवं श्रीमथुरानाथस्तातस्य तुष्टिसाधने ॥ १०

घृणंतायां तदिच्छायाः सर्वदायं सुचेतनः ।

तदादेशं प्रतीक्ष्यैव तन्मुखं वीक्ष्य भक्तितः ॥ ११

चित्तायुतः श्री मथुरः किमादिष्टो भवाम्यहं ।

यद्यसौ गृहीयान्नासौ घनरत्नादि धेभवान् ॥ १२

Due to very fine arrangements of hospitality pilgrims would be glad to stay at the guest-house of Dakshineswar for some days on their way to distant holy places. Mathuranath also spent generously to bring every comfort to pilgrims and guests. He was also very eager to bring every satisfaction to Thakur, and waited for orders. He thought, "If Thakur accepts any riches from me, I shall be blessed and free from all bondages of this world." 37 to 42

ब्रह्मानुवादः —

तीर्थपर्वाटनकारि सर्वोत्तमं सम्यासिगणं यात्रेवारं पथे रात्रिं  
रासमगिरं वृहत् देवालयं देविद्यां तीर्थां रात्रिं पाश्चात्यां प्रवेशं  
पूर्वकं साधुगणैः अति सुन्दरं व्यवस्थां आहं देविद्यां आम्नां एह  
प्रानेहं द्विद्वं दिनं धाकिव एहिकं धाविद्यां आनन्देन सहितं सेह  
कालो बाङ्गोते धाकितेन । ७१७८

মধ্যলীলায়াঃ ১২য়ঃ অঃ ।

অতিথিগণ উক্তম ভাবে আতিথ্য সংকার লাভে সুখী হইতেন ।  
মথুরাবাসী সর্বদা সাধু সেবার মুক্ত হস্ত ছিলেন । ৩৯

এবং সর্বদা অতিথি সংকার জ্ঞান বহু প্রব্য সংগ্রহ করিয়া  
রাখিতেন । এষ্টরূপভাবে মথুরানাথ বাবার সম্বোধন জ্ঞান এবং  
বাবার ইচ্ছা পূরণে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন । ৪০

এবং বাবার আদেশের অপেক্ষা করিয়া বাবার মুখের দিকে  
চাহিয়া ভাবিতেন কখন কি আদেশ করিবেন । ৪১

বাবা যদি আমার নিকটে ধন সম্পত্তি গ্রহণ করেন তবে আমার  
জন্ম সার্থক মনে করিব । বা আমার আর জন্ম হইবে না । ৪২

তদাহ্ জন্ম সাফল্যং প্রাপ্স্যামি জন্মস্বপ্নজনে ।

নেদৃক্ চিন্তা ময়া কার্য্যা স্বমাছাপি কথন্তন ॥ ৪৩

স্বর্ণং বৌধ্যাদি সুদ্রাং যৌ মৃদুপাং গণয়েত সুধীঃ ।

তস্য প্রার্থনীযং দ্রব্যং ন কিঞ্চিদপি সম্ভবেত ॥ ৪৪

তথাপি মথুরানাথে দানার্থমাগচ্ছাম্ভবতি ।

ভক্তা শ্রীরামকৃষ্ণেন ন মে কিঞ্চিত্ প্রযোজনং ॥ ৪৫

কমণ্ডলুনা কম্বলানাং বা পটবস্ত্রাদিকান্ স্তথা ।

দেয়াং যেন্মন্যতে তচ্চ সাধুভ্যঃ সর্বমপ্যুতাম্ ॥ ৪৬

শ্রুত্বৈব মথুরস্তত্র বহুলং কম্বলাদিকং ।

তচ্ছব্দং সমানীয মাণ্ডাগারাশ্চপুরয়ত ॥ ৪৭

এবমাদিষ্টবাস্যৈব তত্রস্থান্ কর্মচারিণঃ ।

মবন্তৌ বিতরিষ্যন্তি তাতাদেশানুসারতঃ ॥ ৪৮

"I should not indulge in such thoughts for he has no sense of difference between gold and earth, and so nothing to ask for." Yet Mathura-nath made an offer but Thakur refused to accept



মধ্যলীলায়া ১২শঃ অঃ।

anything for his own self. However he said, "If You are really eager to make gifts, give kamandalu, rug and cloth to the holy men." At once Mathuranath made a huge stock of all these things and ordered the managing staff of the temples to distribute them according as Thakur liked. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা আমার কোন প্রকারে ভ্রম বশতঃ ও মনে করা উচিত নহে। কারণ বে মহাপুরুষ স্বর্ণ রৌপ্যাদি মুদ্রাকে মাটি বলিয়া মনে করেন তাঁহার প্রার্থনা ভ্রম কিছুই নাই। ৪৩, ৪৪

তথাপি মথুরানাথ মহামূল্য ভূসম্পত্তি ঠাকুরকে দিবার জন্য আশ্রয়িত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমার কিছুই আবশ্যক নাই।

যদি কিছু দানীয় ভব্য দিতে ইচ্ছা কর তবে কদম্ব বা পট্টবস্ত্রাদি মাধুনিগকে দাও। ৪৫।৪৬

বাগার এইরূপ আদেশ শুনিয়া মথুরানাথ বহুতর কথলাদি ভব্য সকল আনিয়া তাঁড়ারে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪৭

এবং মথুরানাথ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্ণাচারি সকলকে বলিয়া ছিলেন। আপনাদা বাগার আদেশ মত এই সকল ভব্য বিতরণ করিবেন। ৪৮

यङ्गुन्ध वधिवान् वापि साधून् वा मञ्जनां मृदा ।

यान्कासपि वदेदेषो देयं सेव्योऽतिशयतः ॥ ४८

यदेष्टु भजने निमो रामकृष्णः स्वयं इति ।

तदेव मन्दिरे तत्र सिद्ध साधक सत्तमः ॥ ४९

মধ্যলোনায়া ১২শঃ অঃ ।

আবির্ভূতো জটাধারী রামলালা সুসেবকঃ ।

বাত্‌সল্য ভাবপূর্ণো'য় সুন্দরো রামবিগ্রহঃ ॥ ৫১

যত্‌ প্রসাদাঠঠাকুরস্য বাত্‌সল্যভাব সাধনা ।

অত্যাশ্রয় সাধনৈয জীবতা বিগ্রহেন বৈ ॥ ৫২

শ্রীরামস্য ধাতুময়ঃ শোভনো দাসবিগ্রহঃ ।

সিদ্ধ সাধোঃ সমীপে'সৌ বিদ্যতে'হ'নিশ' মুদা ॥ ৫৩

সাধোঃ শ্রীবিগ্রহে সেবা বিগ্রহাচরণ' তথা ।

সর্বথা পূর্ব'কৃত্য' পর' বিদ্যতে'হ'তুকা ॥ ৫৪

"Every care should be taken to give these things to the lame, the blind, the deaf, the sadhu, or to anyone according as Thakur likes." At that time, a holy man named Jatadhari who was a devotee of a living image called Ramalala, came to the temples at Dakshineswar. It was an image of Ramachandra as a boy. It was made of metals. The mode of services rendered to the image was wonderful. During the day or the night Jatadhari always kept it with him. 49 to 54

বঙ্গানুবাদঃ—

পশু অন্ধ বধির সাধু সজ্জন অথবা যে কোনও ব্যক্তিকে দিতে বলিবেন বাবার আদেশ মত তাঁহাদিগকেই যত্ন পূর্বক দিবে । ৪৯

ঠাকুর এইরূপ ভাবে প্রকৃতি সাধনে যখন ততো হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়ে এই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীরামলালা নামক জীবন্ত বিগ্রহ সেবক সিদ্ধ সাধক জটাধারী নামে একটা সন্ন্যাসী আনিয়াছিলেন । ৫০-৫৪

মধ্যলীলায়া ১২শ: অ: ।

রামলালা অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবপূর্ণ একটি বাস গোপালের মত  
সুন্দর মূর্তি ভগবান শ্রীরাম চন্দ্রের জীবন্ত বিগ্রহ । ৫২

যে বাল বিগ্রহের কৃপায় ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনা পূর্ণ  
হইতছিল । জীবন্ত বিগ্রহের সহিত এই সাধনা অত্যাশ্চর্য্যরূপ ।  
শ্রীরামচন্দ্রের ধাতুময় সুন্দর একটি বাল বিগ্রহ সিক সাধু জটাধারীর  
নিকটে দিবা রাত্রি আনন্দের সহিত থাকিতেন । সাধুর বিগ্রহ  
সেবা এবং বিগ্রহের সহিত ব্যবহার অভূত পূর্ব্ব বিস্তার কর । ৫৩৫৪

সপুত্রং বিঘহং মত্বা স্বহস্তেন ত্ব ভোজয়ত্ ।  
স্নেহাধীনং স্বসন্তানং মত্বা বা ভূষণয়ত্ ক্বচিৎ ॥ ৫৫  
কদাপি তচ্ছবলতাং দৃষ্টাতমত্ব ভর্তৃসয়ত্ ।  
সাধোরেব সাধনন্তদৃষ্টা যৌগন্দয়: সুধী: ॥ ৫৬  
বাঞ্চদ্রৌণ মুস্ত্যেব সাতঙ্ক সমাধিন্তয়ত্ ।  
একতো মাতুলস্থাষ্য নানাভাবেন সর্ব্বদা ॥ ৫৭  
ম্বাকুলীকৃতবন্ত মামধীর কুরুতে তথা ।  
কৌণ্ড্য: পুন: সমুন্মত্তৌ মন্দিরে সাবুপস্থিত: ॥ ৫৮  
এবমদভূত ভাবস্য তরঙ্গো নাভিঘাতিত: ।  
হৃদয়: সাধুকৃত্যন্তদবলৌক্যাতি বিচ্ছিত্তি: ॥ ৫৯  
নাম্ভি সাধৌ বিঘহস্য স্নান পূজাদিকা: ক্রিয়া: ।  
তথৌ নাম্ভি জপৌ নাম্ভি সাধনং ভজনং তথা ॥ ৬০

Sadhu Jatadhari used to feed the image as if  
it was his son, and sometimes have it dressed.  
Again, at other times on seeing its fickleness or  
irregular movement, he would abuse it. Hridayram  
was taken aback at this uncommon mode and  
method of worship of Ramlala by Jatadhari and

thought with great fear, "I am always troubled with worries caused by the changes of mood and temper of my uncle. Here comes another mad man with new problems." Hriday was, however, greatly astonished to see the peculiar habits of Jatadhari, who did not follow the usual method of worship. 55 to 60 . . .

বঙ্গানুবাদঃ—

সাধু বিগ্রহটিকে নিজের পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে খাওয়াইতেন। স্নেহাধীন পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে লাজাইতেন। কোন সময়ে বা বিগ্রহের চাকলা দর্শন করিয়া অত্যন্ত নিম্নিত্ত বাক্য প্রয়োগ করিতেন। এইরূপ ভাবে সেই জটধারী সাধুর অলৌকিক সাধনা দেখিয়া হৃদয়রাম নির্বাক হইয়া সভয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেন। ৫৫।৫৬

একদিকে কনিষ্ঠ মাতুলের নানা প্রকার ভাবে সর্বদা ব্যাকুলিত হইয়া অত্যন্ত চঞ্চল বা সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। তার উপর এ আবার আর একটি মহাপাগল কোথা হতে এখানে আনিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ আশ্চর্য্যভাবে বিভাবিত হইয়া হৃদয়রাম অতিশয় বিস্মিত হইয়া ছিলেন। ৫৬।৫৮।৫৯

পরন্তু সাধুর সেই সকল ব্যাপার দেখিয়া অর্থাৎ সাধুর বিগ্রহটির স্থান পূজা এবং নিজের জপ তপ সাধন ভজন কিছুই ছিল নাই। ৬০

তদ্বিম্ভমভোরাত্রং বিধৃত্য হৃদি মন্থিতঃ ।

সাধুঃ স্তব্ধমযতনং প্রাপ্য সমাহৃত্য সুরিগচ্ছ ॥ ৬১

আগচ্ছ ২ রামলালা ক গত্যশ্বত্থনঃ সূতঃ ।

এবমাদৃশাশ্রয়ং শ্রুত্বা রামলালাতিশয়দ্বিতঃ ॥ ৬২



মণ্ডলীলায়াং ৭২য়ঃ অঃ ।

সাদু প্রদত্ত খাণ্ড দ্রব্য খাইতেন । কখনও বা খাণ্ড দ্রব্য দেখিয়া  
বিত্রাহ সাধুকে বলিতেন । এই তেতো শর্শা আমি খাইব না ।

৬১/৬২/৬৩/৪

সাদু রামলালার এইরূপ কথা শুনিয়া নানা প্রকার মিষ্ট বাক্যে  
মন্তব্য করতঃ বলিতেন । খাও বাবা এখন এইটিই খাও ? ৫৫

দেখ বাবা তুমি রাগ করিও না আমি এখন যাহা দিচ্ছি আজ  
তুমি তাহাই খাও ? কল্য ভোগকে কীরেয় নাপু আনিয়া  
দিব । ৬৬

কদাপ্যুত্তী রামলালা বিঘহঃ প্রাণসংকীর্ণতঃ ।

মা গচ্ছ গচ্ছ পুত্র ত্বং কণ্ডকারণ্য মধ্যতঃ ॥ ৬৩

দ্রুতং ক্রুতং গচ্ছসি ত্বং বিদাহং কণ্ডকৈর্মবিঃ ।

প্রত্যাগচ্ছাস্ব ভো গৌরমসদ্ব্য স্তে ত্বসন্নিধিঃ ॥ ৬৮

কদা বাতিবিরক্তেন সাধুনা বালবিঘহঃ ।

ভক্ত স্তবার্থমতুগুণ বহুদগ্ধো ভবাম্যহং ॥ ৬৮

তথৈব ধারণা চ্যামি তপঃ পূজা জপাদিকং ।

হৃদ্যং সন্ধ্যাসিনা যদ যচ্চত্ সর্বং নাশিতং মম ॥ ৭০

সর্বস্বং সংপনিত্যশ্বত্বা নীত্বাহং বহির্গতঃ ।

ধনং ধান্যং গৃহং দ্রব্যং যত্ কিঞ্চিৎ পৈতৃগৈর্মম ॥ ৭১

মিচ্ছা লভ্যান্যমা ত্বাং বৈ নিত্যং পুণ্যামি যত্নতঃ ।

তথাপি ত্বগ্নয়নঃ প্রাপ্তুং নাহামি বৈ কদাচন ॥ ৭২

Sometimes again, the Sadhu would say, "Oh my son, don't run into thorny bushes. You will get your body pricked with thorns. Make haste to come back. It pains me much if I don't have you close to me." At other times, he would say

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

with great annoyance, "I suffer so much only for you. It is for your sake that I cannot do my holy duties. I have left my home with all my paternal properties, and have come out with you only. I feed you with whatever I get by begging. Yet I have not been able to win your favour. 67 to 73

বঙ্গানুবাদঃ—

কখন ও বা প্রাণের তুল্য রামলালাকে সাধু বলিতেন হে পুত্র তুমি কাঁটা বনে বাইও না কাঁটার বনে কি এমন করে ছুট যেতে আছে পায়ে কাঁটা ফুটেবে যে। হে পুত্র তুমি শীঘ্র আমার কাছে এস। দেখ তুমি আমার নিকট হইতে অশ্রুত বাইলে বড়ই কষ্ট হয়।

৬৭, ৬৮

কখনও বা সাধু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত রামলালাকে বলিতেন তোমার জন্ত আমি ভীষণ ভাবে জলে পুড়ে মরিশাম।

সম্মাসীগণের ধ্যান ধারণা ঘণ তপ ও পূজাদি যে সকল কর্তব্য কার্য তোমার জন্ত আমার সেই সকল গেল। ৭০

ধন ধাতু গৃহ দ্রব্য বা কিছু আমার পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। সর্বদ্য পরিভ্যাগ করিয়া কেবল মাত্র তোমাকে লইয়া বহির্গত হইয়াছি। ৭১

এখন ভিক্ষা করিয়া ওহুণাদি যাগ পাই সেই সকল দ্রব্য দ্বারা তোমার মন পাইলাম না। অর্থাৎ তুমি সন্তুষ্ট হইতেছ না। ৭২

এমত সময়ে ঠাকুরও ত্রীলোকের নৃতি ধারণ করিয়া শক্তি সাধনায় লিপ্ত ছিলেন। ৭৩

एव श्रौठाकुश्यापि रमणीरुपधृक्, तदा ।

महती साधनायां स निमोऽभूद् भगवान् स्वयं । ৩৩

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

শ্রীজটাধারিণঃ সাধোরপূর্ব্ব ভাব সাধনা ।

সব্ব<sup>১</sup> ভাবময়স্যাস্য শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ॥ ৩৪

• হৃদয়<sup>২</sup> বাত্‌সল্যরসৈঃ পরিপূর্ণ<sup>৩</sup> চকার সা ।

এব<sup>৪</sup> শ্রীরামকৃষ্ণস্তু শ্রীরামলালা বিগ্ৰহ ॥ ৩৫

প্রাণবন্ত<sup>৫</sup> দিব্যমূর্ত্তি<sup>৬</sup> দিব্যভাব সমন্বিত ।

দৃষ্টা চাচরণ তস্যালৌকিক<sup>৭</sup> সৰ্ব্বমিব তত্ ॥ ৩৬

• কদা বা পুষ্পমানেতু<sup>৮</sup> কণ্টকারণ্য<sup>৯</sup> ধাবন<sup>১০</sup> ।

বহুশিষ্টমাচরতি ভোজনাবসরে<sup>১১</sup>পি চ ॥ ৩৭

নানাভাবে<sup>১২</sup>ম ত্ব সাধু<sup>১৩</sup>মুহে জয়ন্তি বিগ্ৰহঃ ।

বম্ভূব<sup>১৪</sup> বিক্সিতো দেবো দৃষ্টাস্য প্রেমকর্ণণম্ ॥ ৩৮

At that time Thakur dressed like a woman was engaged in doing services to the Goddess Kalika. On seeing the peculiar devotion of Jatadhari, Thakur was also greatly astonished and his heart was filled with fatherly affection. The living divine image, and its wonderful behavior, playful pranks, acts of misconduct causing great annoyance to the Sadhu, and devotional love of the Sadhu, were deeply appreciated by Thakur.

73 to 78

বর্ণানুবাদ :—

• শ্রীজটাধারী সাধুর আত্মানন্দাময় বাৎসল্য ভাবের সাধনা দেখিয়া সর্বভাব সমন্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ও হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল । ৭৪



মণ্ডলীলায়াং ১২য়: অ: ।

পবন ঠাকুর দিবা ভাব বিমিষ্টে জীবন্ত শ্রীবামলালা বিগ্রহকে প্রতাপ করিয়া এবং বিগ্রহের অলৌকিক আচরণ অর্থাৎ কখন ও পুষ্প লইবার জন্য কন্টকারণে ছুটোছুটি কখনও খাবার সময়ে বিপরীত আচরণ কবিতোহে অর্থাৎ নানা প্রকারে সাধুকে অভ্যস্ত উদ্বেজিত করিতেছেন এইরূপ ভাবে বিগ্রহের প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়াছিলেন । ৭১।৭৬।৭৭।৭৮

শিশুপুত্রস্যাচরণং দৃষ্ট্বা মাতুর্য়য়া মবেত্ ।

অপুষ্ণং শ্রীত্যানুভবৌ রামকৃষ্ণস্য চামবত্ ॥ ৩৫

স্বাপারোক্ষিণী ঠাকুরস্য শ্রীজটাধারিণী সহ ।

শ্রীত্যাধিপত্যং মহজ্ঞাতং যেন তত্ সন্নিধৌ সদা ॥ ৩৬

ভগবিন্স বিঘটস্য তা' তা' লীলা' দদর্শ স: ।

তথা তন্ময়তা' যাভাবতিমাত্র মুখৌ সদা ॥ ৩৭

নানুভূতৌ তদা তৌ তু ব্রহ্মভাব পরিপ্লবৌ ।

গতো'য়' দিবস: কিম্বা গতা বা যামিনৌ খদা ॥ ৩৮

চিদানন্দ: শিশুরয়' বাতুল্য' ভাববিপ্লব: ।

সর্ব্বদা রামকৃষ্ণস্য সন্নিধি' সমপেচতে ॥ ৩৯

ঠাকুরোক্ষিসবসরে শ্রীজটাধারিণী গুরী: ।

দৌচা' গৃহ্যেত্বা বাতুল্য' ভাব সাধনসংরত: ॥ ৪০

Just as the mother gets delighted at the playful activities of her child, so also Ramakrishna got delighted by the activities of Ramalala. There grew up a very close intimacy between Thakur and Jatadhari, as a result of which Thakur spent most of his time enjoying the activities of living

মণ্ডলোলায়াং ১২শঃ অঃ ।

Ramalala. Both of them would be so engrossed that they would lose all sense of day and night. On the other hand Ramalala liked to be constantly near to Ramakrishna. In the mean time Thakur became initiated in filial devotion by Jatadhari. 79 to 84

বঙ্গানুবাদঃ—

শিশু পুত্রের আচরণ দেখিয়া মাতার যেরূপ আনন্দ অশ্রুভর হয় । ঠাকুরেরও সেইরূপ হইয়াছিল । ৭৯

বহু প্রকার ঘটনায় ঠাকুরের জটধারীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় বৃদ্ধি হইয়াছিল । যাহার ফলে ঠাকুর জটধারীর নিকটে সর্বদা থাকিয়া রামলালার জীবন্ত লীলা ধর্ম্মন করিয়াছিলেন । যে লীলা দেখিয়া ঠাকুর এবং জটধারী উভয়েই উভয়েই সন্মোহিত হইতেন । ৮০ । ৮১

অতঃপর ঠাকুরাণানুভূতমিদমৈব তত্ ।

চণাধি' রামকৃষ্ণস্তু স্নেহং, নেচ্ছতি বিগ্রহঃ ॥ ৮১

সর্বদা রামকৃষ্ণস্য কণ্ঠলগ্নো ভবাম্যহং ।

শ্রীজটধারিণঃ পার্শ্বে 'যাবন্তিষ্ঠতি ঠাকুরঃ ॥ ৮২

তানত্ কালঃ শান্তমূর্ত্তির্বিগ্ৰহঃ কিল খিলতি ।

যদা শ্রীরামকৃষ্ণস্তু গমনাযোপচক্রমে ॥ ৮৩

তদেব রামলালাতু ক্রীড়া সন্ত্যজ্য ঠাকুরং ।

গোব' স্তাৎস্ত প্রান্ত' সঃ সমাকৃৎ স্তৎস্ততঃ । ৮৪

নিধারয়ামাস তস্য গমনমন্যতো দিশি ।

এব' শ্রীরামলালায়া যজ্ঞতা' ঠাকুরস্য তা' । ৮৫

দৃষ্টান্তপূর্ণ' চক্ষুর্ভ্যা' সাধঃ, স্থসিতি দারুণ' ।

এব' শ্রীরামকৃষ্ণস্তু ভয় সঙ্কট মধ্যগঃ ॥ ৮৬

মধ্যলীলায়াঃ ১২য়ঃ অঃ ।

Then Thakur felt that Ramalala did not like to be separated from him even for a moment. So long Thakur remained seated by Jatadhari, Ramalala used to play happily. But as soon as Thakur was about to leave the place, Ramalala would cease to play and catch hold of his cloth to prevent him to go elsewhere. At this Jatadhari heaved a heavy sigh and his eyes became full of tears. Thakur found himself between horns of a dilemma. 85 to 90

বন্দানুবাদ :—

এইরূপভাবে উভয়ে তদ্রূপে লাঠ করিতেন যাহাতে তাঁহাদের দিবা রাত্রির অনুভব হইত না। তাহার কারণ সর্বদা অকস্মাৎ বিভাবিত হইয়া থাকিতেন। তজ্জন্তই দিবারাত্র জ্ঞান ছিলনা। ৮২

বাংসল্যভাবের নৃষ্টি এই চিন্তানন্দ বালবিগ্রহ সর্বদাই ঠাকুরের নিকটে থাকিতে চাহিতেন। ৮৩

এইসময় সৎওক জটাধারীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাংসল্য ভাবসাধনায় রত হইয়াছিলেন। ৮৪

তৎপরে ঠাকুর ইহা বেশ ভালভাবে বুঝিয়াছিলেন যে রামলালা বিগ্রহ কণকালের ভ্রষ্টও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ৮৫

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

যখন ঠাকুর সন্ন্যাসীর নিকট হইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়া  
দুই চারিটি পাদ অগ্রসর হইতেন সেই সময় রামলালা নিজের খেলা-  
ধুলা ফেলিয়া দিয়া নিষ্কলমে ঠাকুরের কাপড়ের খুঁটি টানিয়া অশ্রু  
যাইতে নিবেদন করিতেন । ৮৭ । ৮৮

এইরূপে ঠাকুরের প্রতি রামলালার বশ্যতা দেখিয়া সাধু অশ্রু-  
পূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন । এইরূপভাবে ঠাকুর  
উভয় সন্ধটে পতিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন । ৮৯।৯০

চিন্তয়ন্ যেন স তস্য সর্ব্ববস্তু বিরাগিনঃ ।  
সর্ব্বং সাধনঘনমেকমেবাকলম্বনম্ ॥ ৮৭  
যলাত্ মসহ্য তং দেবং নেতুমিচ্ছতি ঠাকুরঃ ।  
অপূর্ব্বং সিদ্ধপীঠেচ্ছিন্ প্রাচীন নবীনদ্বয়ং ॥ ৮৮  
ভক্তং গৃহীত্বা ধাতৃসহ্যভাবস্বাধার রূপকঃ ।  
রামলালা ব্যধাত্ ক্রীড়াং তত্র প্রায়ৈন যত্‌সরং ॥ ৮৯  
দৃষ্ট্বা লীলা জটধারী কিং কৰোমীতি চিন্তিতঃ ।  
রামলালাং রামকৃষ্ণসকাশাব কদাচন ॥ ৯০  
নেতুং শক্তো ভবিষ্যামি তত্‌ প্রেমাধিক্যং হেতুতঃ ।  
দৃষ্ট্বৈব মহতী চিন্তা সদা মে হৃদি যত্নং ॥ ৯১  
রামলালাং বিনান্যত্র গমনং মরণং মম ।  
বিচিন্ত্যৈব জটধারী কদাচিত্তং সুবিষদং ॥ ৯২

Thakur felt as if he was forcibly robbing  
Jatadhari of his all, i.e. Ramalala which was the  
only supporting prop of his life. For one year  
Ramalala played with these two devotees of

মধ্যলীলায়াং ১২য় অঃ ।

which one was young and the other was old. Jatadhari became much dejected with the thought that he would not be able to take away Ramlala from Ramakrishna. As it now liked Ramakrishna more than him ; and on the other hand if he would go away without Ramlala it would be as good as death to him. So, one day, Jatadhari with Ramlala in his arms approached Ramakrishna and handing over Ramlala to him said. 91 to 96

বদ্রানুবাদ :—

সর্ব্বব্যত্যাগী সাধু জটাধারীর একমাত্র সর্ব্বথ সাধনের ধন বা অবলম্বনের বস্তু হঠাৎ বলপূর্ব্বক আমি লইতেছি । বাৎসল্য ভাবের আশ্রয় শ্রীরামলালা বিগ্রহ প্রবীন ও নবীন দুইটি ভক্তকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব্ব সিদ্ধপীঠে প্রায় একবৎসর জীড়া করিয়া ছিলেন । ৯১ ৯২ ৯৩

সাধু জটাধারী রামলালার সেইরূপ জীড়াদেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে আমি এখন কি করি ?

উপস্থিত রামলালার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবে প্রেমের আধিক্য বলতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রামলালাকে লইয়া যাইতে পারিব না । এই মহাচিন্তা আনার জন্মদে সর্ব্বনা হইতেছে । ৯৪ ৯৫

রাম লালাকে পরিত্যাগ করিয়া আনার অশ্রদ্ধাগমন যত্নাত্মক । এইরূপ ভাবিয়া একদিন সেই রামলালা বিগ্রহটিকে । ৯৬

হৃদে কল্যাণামজ্ঞানমুদিতমুদিতম্ ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবো ম সমর্থ বানবিদ্যতঃ ৬০

মধ্যলোভায়া ১২শঃ অঃ ।

গদগদেন স্বরৈশ্চৈব যোগৌ যোগীগমমধ্যধাতু ।

তব সঙ্গং পরিত্যক্তুং রামলানা হি নেচ্ছতি ॥ ৮৮

অত্রৈবাস্য স্খ্যাতুমিচ্ছা নান্যত্র গমনে সৃষ্টা ।

ধিরারাম্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং ॥ ৮৯

প্রদত্তং লপয়া মদ্যং স্বরূপং সাধুবৃত্তমনঃ ।

উবাচাহং সুখাস্যাং বৈ স্খ্যাস্যামি চেতদন্তিকে ॥ ৯০

কৃতকৃত্যো ভবাম্যদ্য তেনাহং ত্বত্ সমৌপগঃ ।

অস্মানন্দো মমানন্দঃ প্রাগহং নাব বুভবান্ ॥ ৯১

জানিধুনা ত্বত্ কৃপয়া প্রমাধারস্য বস্তুনঃ ।

আরাধ্য বিগ্রহস্যাস্য সুখমিষ সুখং মম ॥ ৯২ঃ

“Ramalala does not like to leave your company, and also to go else where. It has showed its real self to me and expressed its desire to remain with you. I have now realised that his pleasure is my pleasure and what makes my diety happy cannot but make me also happy.”

97 to 102

বঙ্গানুবাদঃ —

দুইহস্তে বক্ষে ধারণ পূর্বক রামকৃষ্ণের সন্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তে বালবিশ্রহ রামলালাকে সমর্পন পূর্বক গদগদ স্বরে যোগীশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বোণী ছটাবারী বলিগ্রহিলেন । আনার রামলালা তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন না । ০৭ ২৮

এই খানেই ইহঁার থাকিবার ইচ্ছা অঙ্গভ্রগমনে ইচ্ছা নাই

মণ্ডলীলার্য ১২য়ঃ অঃ।

আমার বহুকালের আরাধ্য নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ সাধুবৎসল  
হৃদিগ্রহ কৃপাপূর্বক আমাকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া  
বলিচাছেন আমি যদি রামকৃষ্ণের নিকটে থাকি তবে বড়ই সুখী  
হইব। ৯৯। ১০০

অন্ত আমার সাধনা সফল হইল। উজ্জ্বলই তোমার নিকটে  
আসিচাহি বিগ্রহের আনন্দই আমার আনন্দ হৈহা আমি পূর্বে  
বুঝিতে পারি নাটে। ১০১

আজ আমি তোমার কৃপায় বিশেষ ভাবে বুকিলাম। অর্থাৎ  
প্রেমের আধার স্বরূপ আমার এই বিগ্রহের আনন্দই আমার  
আনন্দ। ১০২

অতীঃ্ৰ মম সর্বং সন্মপ্য' ভবতঃ কৰে ।

অদ্যান্যম গমিষ্যামি তদৃ ভবাননুমোদিতাম্ ॥ ৭০৩

নৃহাণেম মমারাদ্য' বাত্‌সল্যাধাররূপক' ।

জাবন্ত' বিষহ' তাত বক্তু' দ্রষ্টু' ॥ ৭০৪

যায্যৈঃ কণ্ঠোঃকিরহী মে চচুরনুভিরাপ্লুত' ।

মাণারাম রামরাম রামলালা গতির্দ্যম ॥ ৭০৫

গতীঃন্যত্র লতাধারী মুক্তকণ্ঠ' বদন্ মুহুঃ ।

মগদান্ রামকৃষ্ণমু সতত' বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭০৬

So I now hand over my all to you and beg to  
leave this place. Ramalala is be all and end all  
of my life" Jatadhari's voice became choked  
and he could not speak any more. He cried  
out bitterly and left the place with tearful eyes.

মধ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ ।

Then Ramakrishna kept the image in the temple of Lord Vishnu, with great joy and devotion.

103 to 106

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব সর্বস্ব স্বরূপ একমাত্র আবাধ্য দেবতা এই বিগ্রহটিকে আপনার হস্তে সমর্পণ পূর্বক অস্ত্রই আমি অস্ত্র গমন করিব আপনি এ বিষয়ে অনুমতি দিন । ১০৩

বাৎসল্য ভাবের আধার আমার এই জীবন্ত বিগ্রহটিকে অতি মহৎ আপনি গ্রহণ করুন । আমি আর কিছু বলিতেও পাবিতেছি না এবং আমার চক্ষুর্দৃষ্টিও দেখিতে পাইতেছে না । ১০৪

বান্ধবদ্বারা আমার কণ্ঠরোধ হইতেছে । চক্ষুর্দৃষ্টি অত্র প্রাবৃত্ত হইল । হে শ্রীশ্রীরাম রাম রাম রামলালা তুমিই আমার একমাত্র গতি । এই কথা পুনঃ পুনঃ মুক্তকণ্ঠে কাদিতে কাদিতে সিদ্ধ সাধু জটাধারী দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে অস্ত্র গমন করিয়াছিলেন । ১০৫

তৎপরে ভগবান 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও' বাসুদেব গোবিন্দমন্দিরে সেই রামলালা বিগ্রহটিকে স্থাপন করিয়া ত্রাকানন্দে নিমগ্ন হইয়াছিলেন । ১০৬।১০৭

বিগ্রহটিও কলিযুগ পাবনাবতার নিজেরই অস্ত্রভর মূর্তি শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবকে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়া ছিলেন । ১০৮

বিদহ' যৈ সুখ' স্থায়্য ব্রহ্মানন্দমবামবান্ ।

বিদহীঃপি সুখ' প্রাপ্য স্রস্ট্যেবাপরুদয়ক' ॥ ১০৩ ১

পাবন' কলিযুগস্যৈ শুক্তিমুক্তি প্রদায়ক' ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবন্ত' পরমানন্দমাপ সঃ ॥ ১০৮



মধ্যলীলায়াং ১২মঃ অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর মধ্যলীলার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তোতাপুরী সন্ন্যাসীর সন্তবশতঃ অর্ঘ্যেত ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় ।

১

এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রসাদে গুরুরূপী বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর ও সর্ববাস্তব দিব্যদর্শন বা ভগবতীর্ষসাক্ষাৎকার লাভ হয় । ২

ঠাকুর বাৎসল্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াও সাধনার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নাই । ৩

সেই সময় তাঁহার মনের বাসনা ভক্তবর্গের নিকট এইরূপভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সাধকগণ প্রত্যেকে তাঁহাদের উপাস্য দেবতার সিদ্ধির জন্তই সাধন করেন । কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একটি সাধকও বহু দেবতার সাধনার জন্ত চেষ্টা করেন নাই । ৪

দেখ রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে বহুপ্রকার রত্ন সর্বদাই বিস্তৃত আছে । এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ । কারণ ইহা বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষিত বিষয় । সমুদ্রতীর বাসী জনগণ যত্নের দ্বারা উদ্ধৃত সেই সকল রত্ন দেখিলেও তৃপ্তিলাভ করেন নাট । ৫ । ৬

ব্রিহদ্যান্তি ন বদ্যামি পশ্যন্তীঃপি সুহৃৎসনাঃ ।

অথবা ভবন্তি সততং নবদর্শনং হিতৈষী ॥ ৩

তথাহমপি যৈ তত্তত্ সাধনেষু বহুশ্চপি ।

সর্বদা সিদ্ধিলাভায় যত্নৈশ্চ নাহি কংগদঃ ॥ ৮

অত্চান্তরে জগন্মাতৃমূর্ত্যুং এবানুকম্পয়া ।

নির্বিগ্ৰহে পরব্রহ্মাহুতৈ সাধন সিদ্ধিমান্ ॥ ৯

মধ্যসীতায়াং ৭৩য়ঃ অঃ

শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্যে স্তোতাपुरीति নামতঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য ব্রহ্মজ্ঞানার্থং মেব মঃ ॥ ১০

প্রাবিশ্মূর্তৌ মহাযোগো সচয়াসৌ শাঙ্করস্তদা ।

বহুকালং পুণ্যতীয়ে শ্রীমধ্বদা নদোতটে ॥ ১১

জনশূন্যোদ্রাজাবাস উপিত্বা হংসতং সমাঃ ।

লিপ্তঃশাধনসম্পত্তৌ নির্বিকল্প সমাধিনা ॥ ৭২

“Similarly I also make repeated endeavours to attain success through different ways prevalent among cultured as well as uncultured communities.” Thereafter, another ascetic, named Totapuri, came to Dokshineswar to impart knowledge of Bramha ( Supreme being ) to Sri Ramakrishna. For more than fifty years he lived all alone and dedicated himself to holy pursuit in a forest on the bank of the Narmada. 7 to 12

বঙ্গানুবাদঃ—

পরন্তু নূতন নূতন রত্ন দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকেন । ৭

সেইরূপ আশিও আৰ্য্যাচার্য্য ভেদে বহু দেবতার বহুপ্রকার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সর্বদাই চেষ্টা করি । এইরূপভাবে শিশু-বর্গকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন । ৮

অতঃপর জগদম্বার কৃপায় পুনর্বার একটি অদ্বৈত ব্রহ্মসাধনে সিদ্ধ সন্ন্যাসীচুড়ামণি শঙ্কর সন্তোদায়ভূক্ত মহাযোগী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনের অশ্রুই দক্ষিণেশ্বরে আবিস্কৃত হইয়াছিল । ৯, ১০

মধ্যলোলায়াং ৭৩শঃ শ্রঃ ।

এই সাধুতোতাগুরী বহুকাল বর্ণনা নদীর তীরে নির্জন কুটীরে  
প্রায় পঞ্চাশবর্ষ বাস করিয়া আশ্রমসম্পত্তিতে লিপ্ত হইয়া সমাধি  
সিদ্ধ হইলেন । বা নিষ্কিন্ধ সমাধি দর্শন করেন ১১১২

কৃতোনেন ব্রহ্মসাक्षात्কারী যোগী সুদুর্লভঃ ।  
ততস্তোতানন্দমনা সমুখ যোগসিদ্ধিতঃ ॥ ৭১  
এব তোতাপুরীসাধো ব্রহ্মমন্ত্রম্ব্য মনস্বভূত ।  
নানাদেশ পর্য্যটনে সঙ্কল্পঃ সুমহত্তরঃ । ৭৪  
ততঃ স্লাম্রমতঃ সাধুর্বেদ্যাতী যথাবিধি ।  
উত্তরাযণ সঙ্ক্রান্তয়া' গঙ্গাসাগর সঙ্কমে ॥ ৭৫  
তোয়ৈ স্নাত্বা তথা দৃষ্ট্বা তত্র ত' কপিল' সুনি' ।  
দৃষ্ট্বা প্রভু' জগদায়মুত্ফলৈশ্চ বিরাজিত' ॥ ৭৬  
মধ্যভারত পর্য্যন্ত' কৃৎবা পর্য্যটন' সুধোঃ ।  
বহুদেশ' সমাসাধ্য যত্র গঙ্গা সরিহরা ॥ ১০  
তত্য়াঃ পূর্ব্বতটে রম্যা কলিকাতা মহাপুরী ।  
তত্র ত্রীকালিকা দৃষ্ট্বা দক্ষিণেশ্বর মাগতঃ ॥ ৭৮

He attained success in his pursuit and realised  
Brahma, the supreme Being. Then he left his  
lonely cottage and set out to travel far and wide.  
He went to Ganga-sagar where he took his bath  
and saw the temple of the Kapila. He went to  
the temple of Jagannath at Puri. Thereafter he  
came to Bengal and after paying a visit to the  
temple at Kalighat in Calcutta he came to  
temples at Dakshineswar. 13 to 18

মচ্ছলীলায়াং ৭২য়ঃ শ্লোকঃ ।

বঙ্গানুবাদঃ—

এই জ্ঞাত ভোতা বোগিগণেরও দুর্লভ ব্রহ্মসাক্ষ্য করিয়া  
নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন । ১৩

এই নর্মদা নদী পশ্চিমে বিজয়চল হইতে বিনির্গত। হইয়া  
ভদ্রা নদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন । এই নর্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের  
মত পবিত্র । এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র দেহাধিনিঃসৃতা ।

ভারয়েৎ সর্বভূতানি হাবরাণি চরাণি চ ॥

সর্ব পাপহরা নিতাং সর্বদেব মনস্কৃতা ॥

এই নর্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান করে ।

ত্রিভিঃ সাতস্বতং ভোয়ঃ সপ্তভিষথবানুতং ।

নার্মদং দশাতিমাসৈর্গাঢ়ং বর্ষণে জীর্ঘ্যতে ॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্মদার  
জল দশ মাস । এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উদরে অবস্থান  
করেন । তৎপরে জীর্ণ হয়েন । সেই নর্মদা নদীর তীরে নির্জন  
কুটীরে সাধন দ্বারা ভোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষ্য  
করিয়া সর্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন । ১৩এ

তৎপরে কোন সময়ে ভোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জ্ঞাত সঙ্কল্প হইলে  
আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরাখণ্ড সংক্রান্তির দিনে  
গঙ্গাসাগর তীরে স্নান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে  
শ্রদ্ধা স্নানাদি করিয়া মধ্যভারত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্বক  
বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে :কালিকাতা মহানগরী ও  
কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত  
হইয়াছিলেন । ১৩১৩৫১৬১৭১৮

मध्यलौलायां १३यः अः ।

अस्थिवातिथिशालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः ।  
 अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहः ॥ १८  
 तेनाकृतो भृशं योगा मनस्ये तदचिन्तयत् ।  
 अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग्धुवः ॥ २०  
 मन्येऽद्वैत ब्रह्म सिद्धि साधन स्थाधिकारवान् ।  
 भवेदेव न सन्देहस्तुत्तमं ब्रह्मसाधनं ॥ २१  
 सामान्यान्नाप भावेणानौकिकं शक्तिसाधकं ।  
 बुधो धृतिः तपो दोषभाषोज्ज्वलं मुखं द्विजः ॥ २२  
 दृष्टान्तर्वेधकारिण्या वीक्ष्य तोता ब्रह्मदृष्टः ।  
 वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्दि ॥ २३  
 दीर्घाकृते जंटाशूटकारिणी दीप्तं चक्षुषः ।  
 सान्ध्यासिन् स्तेजोमय नम्रदेहस्य योगिनः ॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Brahma as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

মচ্যলীলার্য্য ৭২য় অঃ ।

বঙ্গানুবাদ :—

এই জন্তু ভোতা বোগিগণেরও দুর্গত ব্রহ্মসাক্ষ্য করিয়া  
নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন । ১০

এই নর্মদা নদী পশ্চিমে বিজয়চল হইতে বিনির্গত। হইয়া  
তমসানদীতে মিশ্রিত হইয়াছেন । এই নর্মদা নদীর জল গঙ্গাজলের  
মত পবিত্র । এইরূপ শাস্ত্রবাক্য যথা—

নর্মদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা রুদ্র বেহাবিনিঃসৃত ।

তায়্যেৎ সর্বভূতানি শ্রাবণাণি চরাণি চ ॥

সর্ব পাপহরা নিতাং সর্বদেব নমস্কৃতা ॥

এই নর্মদার জল দশমাস পর্য্যন্ত উপরে অবস্থান করে ।

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিব্বদামুনং ।

নর্মদং দশাভিমাসৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্বাতে ॥

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিন মাস, যমুনার জল দশমাস, নর্মদার  
জল দশ মাস । এবং গঙ্গার জল ১ বৎসর পর্য্যন্ত উপরে অবস্থান  
করেন । তৎপরে জীর্ণ হয়েন । সেই নর্মদা নদীর তীরে নিতন  
কুটীরে সাধন দ্বারা ভোতাপুরী নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষ্য  
করিয়া সর্বদা আনন্দ মনে অবস্থিত ছিলেন । ১০এ

তৎপরে কোন সময়ে ভোতাপুরীর দেশ পর্য্যটন জন্ত সঙ্কল্প হইলে  
আশ্রম হইতে শুভদিনে বহির্গত হইয়া উত্তরায়ণ সংক্রান্তিদি দিনে  
গঙ্গাসাগর তীরে স্থান করিয়া কপিল মুনি দর্শনের পর উৎকলে  
প্রভু জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নাত পর্য্যন্ত পর্য্যটন পূর্বক  
বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরথী গঙ্গার তীরে কলিকাতা মহানগরী ও  
কালিঘাটে কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত  
হইয়াছিলেন । ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

मध्यलौलायां १३गं अः ।

अस्थिवातिथिगालायां प्रविश्यातिथ्यमाश्रितः ।

अत्र तोता रामकृष्णं दृष्ट्वैव भाव विग्रहं ॥ १८

तेनारुढो भृगं योगा मनस्यै तदचिन्तयत् ।

अयमेव निर्विकार पुरुषो भावयुग्धुवः ॥ २०

मन्येऽहेतुं ब्रह्म सिद्धि साधनं स्यादधिकारवान् ।

भवेदेव न सन्देहः स्तूतमं ब्रह्मसाधनं ॥ २१

सामान्यान्नापि मात्रेणालौकिकं शक्तिसाधकं ।

बुबोध तं तपोदीप्तभाषोऽवल्ल सुखं द्विजं ॥ २२

दृष्टान्तवर्धकादिपुत्रा वीक्ष्य तोता ब्रवौह्वः ।

वेदान्त साधनाकांक्षा विद्यते किं भवद्बुद्धिः ॥ २३

दीर्घाकृतं जटाजूटशरिरी दीप्तं चक्षुषः ।

सम्यासिन् स्तैजोमयं नम्रदेहस्य योगिनः ॥ २४

There he put up in the guest-house. He was greatly attracted by the divine appearance of Sri Ramakrishna. By exchange of a few words with Sri Ramakrishna, Totapuri became convinced that he was capable of uncommon achievements in the spiritual field. So he asked Sri Ramakrishna, "Do you like to realise Bramha as propounded in the Vedanta philosophy?" Sri Ramakrishna looked at the stalwart figure of Totapuri with matted hair and bright eyes and replied. 19 to 24

दशानुवादः—

এই দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরের অভিধিশালায় আতিথ্য গ্রহণ পূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন। এবং মন্দিরস্থ পবিত্র দেহ-

মহ্যলীলায়াং ৭৫শঃ স্কঃ ।

ধারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং ঠাকুর কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যোগী ভোতাপুরীর মনে মনে এইরূপ চিন্তা হইয়াছিল যে আমার মনে হয় এই আশ্রাম নিরীকার পুরুষই অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনের একমাত্র অবিকারী। ইহা নিঃসন্দেহ যেহেতু অদ্বৈত ব্রহ্ম সাধনই সর্ববাস্তব সাধন। ১৯১০১১

ভোতাপুরী ঠাকুরের সহিত সামান্য আলাপমাত্রে বুঝিয়াছিলেন যে তিনি একটি শক্তি সাধক। ঠাকুরের ভগ্নোদীর্ণ ভাবোজল মুখ দেখিয়া এবং অন্তরে আঘাত করে এইরূপ নৃষ্টিভরী দ্বারা ঠাকুরকে দেখিয়া ভোতা বলিয়াছিলেন তোমার কি বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সাধনার ইচ্ছা আছে? ২২১২৩

দীর্ঘাকার জটাভূষণী প্রজ্জলিত চকুদ্বয় তেঃপুষ্ণ নগ্ন দেহ মহা-যোগী ভোতাপুরী গঙ্গাসীম। ২৪

শ্রুত্বা বাচ' তদা রামকৃষ্ণ নীলমিদং বচঃ ।

কি' কৰ্ত্তব্যমকৰ্ত্তব্য' নাহ' বেদ্যি কথঞ্চন ॥ ২৫

বেদ্যি সৰ্ব্ব' জগন্নাথ বদেদে' সত্‌করোম্যহ' ।

শ্রুত্বা বদ সতস্তীতা গচ্ছ পৃচ্ছ স্বমাতর' ॥ ২৬

শ্রুত্বৈব' শ্রীরামকৃষ্ণী ভাবগদগদ চেতসা ।

জগদম্বা মন্দিরে সপ্রবিষ্ট সুমহামতিঃ ॥ ২৭

ভাষাবিষ্টো মাধবাধ্ব' সুপ্রায় তত্‌চন্দ্রোদয়' ।

স্বদর্শমেব সন্ধ্যাসো দক্ষিণেশ্বরমাগতঃ ॥ ২৮

কুরু শিচ্চামসহোচ' সমৌপে' তস্য যোগিনঃ ।

ব্রহ্মরূপা' মত্তুমা' তুমব' দাশ্যতি নিযিত' ॥ ২৯

ইত্যেব' মাতুরাশ্রা' ন প্রাপ্য সত্‌চন্দ্রনঃ সুখীঃ ।

প্রায়েন কৃতসংগ্রঃ' স কম্পান্বিত কলেবর' ॥ ৩০



মহ্যসোক্তার্য ৭২য়ঃ শ্লঃ ।

"I do not know at all what to do or not to do. That is known to the Mother of the universe. I will do if She asks me to do" At this Totapuri said, "Go and ask your mother." As Sri Ramakrishna entered the temple of the Goddess Jagadamba, he heard the divine words of the Goddess, "The great ascetic has come over here only for you. Don't hesitate to receive instructions from him." On being so ordered by the Goddess, Sri Ramakrishna almost lost his consciousness and returned to Totapuri in a very agitated mood, 25 to 30

বদ্রানুবাদ :—

কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি কি করিব কি না করিব কিছুই জানি না । ২৫

জগদম্বা জানেন । তিনি যদি বলেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয় করিব । এই কথা শুনিয়া তোতা বলিয়াছিলেন তোমার মাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর । ২৬

তখন ঠাকুর ভাবপ্রবণ চিত্তে মাতৃমন্দিরে প্রবেশপূর্বক তন্ময় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুর অত্যাশ্চর্য্য মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । এই সম্যাসী তোমার জন্তই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়াছেন । ২৭।২৮

তুমি এই সন্তাসীর নিকটে অসম্বৃতিত চিত্তে স্বচ্ছন্দে শিক্ষা কর । আমারই দেহ জ্যোতি স্বরূপা বস্বরূপা শক্তিকে তোমাকে জানাইয়া দিবেন । ২৯

এইরূপে জগদম্বার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রায় চৈতন্য শূন্য হলেবরে । ৩০

মণ্ডলীলাদ্যো ১২শঃ অঃ ।

ততঃস্রোতাপুরী সাধোঃ সমীপং পুনরাস্রবান্ !

ভাবাবিষ্টঃ প্রত্যুবাচ দেবস্ত গুরুরূপিন ॥ ২৭

ভবতঃ ক্রপয়া দ্বাঙ্ক মালাদিষ্টোঃমব্ধ প্রভোঃ ।

শিথ্য ভাবাতিশয়ন্তদৃষ্টা তোতা চমৎকৃতঃ ॥ ২৮

অধুনাদম্বুত শিষ্যোঃস্য দেবৌ স্মৃতি মঠস্থিতা ।

মাষ্ট সম্বোধনং কৃত্বা করোত্বাভিনয়ন্ত্বিম ॥ ২৯

এব তোতাপুরৌ জ্ঞাত্বা রামকৃষ্ণং পুনঃপুনঃ ।

সদয়মবলোপ্যেবাবচায়ুক্ত সুখস্বদা ॥ ৩০

হাস্যেন স্পুর্চিতসামুদ্বীত প্রাণ হৈতুতঃ ।

অজ্ঞানবন্দ্যনা মুক্তি লাভার্থং সাধকস্য চ ॥ ৩১

নাস্ত্যন্যঃ পুৰুষাকারো দুপায়ঃ শাস্ত্র সম্মতঃ ।

ইন্দ্রিয়স্বাধবা যক্তিচৈয়ুক্ত ব্রহ্মণোঃপি বা ॥ ৩২

Shi Ramakrishna said, "Oh Lord, by your grace, I have got the orders from my mother." Totapuri became much surprised at the uncommon devotion of his disciple. Even then, he suspected some theatrical gesture in his disciple who called the image of the temple, his Mother. So he said in a very disparaging manner. "It is enjoined in the holy scriptures that nothing but intelligent efforts can make one free the bondage which is due to ignorance of Truth. Here, divine grace or assistance is of no avail. 31 to 36.

বন্দানুবাদ :-

তোতাপুরী নাথুর নিবটে আমিরা জাবাবিটে ঠাহুর পুনসার

মচ্চন্দোন্যায় ১২২ অঃ ।

শ্রীমুর্তিধারী তোতাপুরীকে বলিয়াছিলেন । হে এতো আপনায়  
কৃপায় আর আমি সগবদ্বার আদেশ পাইয়াছি । তোতাপুরী শিষ্যের  
ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন । ৩১।৩২

এবং ভাবিয়াছিলেন সম্প্রতি এই আশ্চর্য্য নিম্নটি মঠস্থিতা নৈবী  
মূর্ত্তিকে মাতৃসংবোধন পূর্ব্বক একপ্রকার ভাবাবিষ্ট হইয়া অভিনয়ের  
মত করিতেছেন । ৩৩

তোতাপুরী এইরূপ ভাবিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পুনঃ  
পুনর্বার অবলোকন পূর্ব্বক অশ্রুত ভাবাগ্র বশতঃ অত্যন্ত অবজ্ঞাদূরু  
মুখে পরিহাসপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন । ৩৪

সাধকের অজ্ঞানভ্রমিত বচনের মোচনের স্তম্ভ পুরুষাকার ত্রি  
অশ্রু উপায় কিছুনাশ নাই । এইরূপই শাস্ত্রবাক্য । ঈশ্বরের অথবা  
শক্তিগণ্যুক্ত ভ্রমের দ্বারা বা সাধ্য্য দ্বারা কেহ কোনরূপ ফলভাগী  
হয় না । ৩৫।৩৬

জগদা বানুকুল্যৈল ন কৌঃপি জনমাগ্ভযেৎ ।  
পরন্তু ভ্রান্তা সংস্কারাদৃ য়েবে' ভাবমাযিতাঃ ২৩  
জগা কুর্হু ভী ভগবন্ বদন্তঃ কীবল' মদা ।  
নিস্থ্যন্তা দুর্ব্বলা স্তেয়াঃ শাস্তার্য' ন বিদন্তি হি ॥ ২৮  
অতোঃস্ম্য রামজ্ঞান্য দেবা নিষ্ঠা হৃদস্য খ ।  
অবদ্যা নম্য সাধী হি' জ্যোভাবিকো স্তুতিযিতা ॥ ৩০  
নদ্যাপ্যমী বদা নীতা মনস্ট্রী মদধিন্তায়ত্ ।  
নিঃসাদিকারিণীঃস্ম্য যদা দাশা ভবিন্তি ॥ ৩১  
মল মাদা দেবোভাভঃ সমূন' হি যিনগ্ৰতি ।  
জ্ঞানগতি প্রমায়েন নাম মাদে যিনোমতা ॥ ৩২  
যাপ্যত্ম্য ন মদেহী যদ্য মাগা বনম্বিনঃ ।  
মলঃ পশ্চরটো মচ্চ্যে বদম্যাপল পূর্ব্বজ' ॥ ৩৩

"Those who solicit the favour of gods or goddesses, are very weak and ignorant of the correct meaning of the holy scriptures". Hence, it was natural that this ascetic should hold Sri Ramakrishna's devotion to the Goddess in contempt. So Tatapuri thought that even though his disciple was of a very low order, yet when he would be initiated into the divine knowledge of Bramha he would certainly lose his propensity for names by virtue of all pervading knowledge.

37 to 42.

### বঙ্গানুবাদ:—

পরন্তু ভ্রান্ত সংস্কার বশতঃ যে সকল ব্যক্তি এইরূপ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক হে ভগবান আমার কৃপা করুন সর্ব্বদা এইরূপ বলেন তাঁহার। অত্যন্ত দুর্বল এবং শাস্ত্র বিষয়ে তাঁদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই । ৩৭।৩৮

অতএব কাদীর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ঠাকুরের প্রতি ভোতা-পুরীর তুচ্ছতা ভাব কর্ত্তার সম্যাসীর স্বাভাবিক ভাব । ৩৯

তথাপি ভোতাপুরী সেই সময় এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে নিম্নাধিকারী এই সাধক যখন আমার নিকটে দীক্ষা লাভ করিবে তখন আর এরূপ দেবীভাব থাকিবে না । ৪০

এবং জ্ঞানশক্তির প্রভাবে নামাদি শক্তি নিশ্চয় নষ্ট হইবে । ৪১

বিশেষতঃ ব্রহ্মোপাসনাকারী সাধকের কোনরূপ ভাব ভক্তি নামরূপ কিছুমাত্র থাকে না । ইহা আমার যথেষ্ট অনুভূতি হইয়াছে ।

মচ্চলীলায়া ৭৩শ: অ: ।

কৃৎবা যোগাসনং তৌতা তত্ৰস্থান মকল্পয়ত্ ।  
 তত: প্রাচোন ব্রহ্মাশ্রম গুরোরাদেশত স্তদা ॥ ৪৩  
 রামকৃষ্ণ: স্ব পিতৃণাং কৃৎবা যৈ সনিন ক্রিয়াং ।  
 পিণ্ডান্ নিৰ্ব্বাপয়ামাস স্বপিণ্ডমপি দত্তবান্ ॥ ৪৪  
 মন্ব্যাসদৌতা সমযে স্বলোক গতি কামনাং ।  
 বর্ণাশ্রমাদিকার য় নি:শ্রেয়ং পরিবর্জয়ত্ ॥ ৪৫  
 তথা শাস্ত্রবিধানাদি মন্ব্য ব্রহ্মণপূৰ্ব্বত: ।  
 সাধক: স্ব প্রেতপিণ্ডং স্বহৃৎসং ন প্রযচ্ছতি ॥ ৪৬  
 এবং স্ব পূৰ্ব্বকল্যে চ সুসমাশে পরিহ্রনি ।  
 শুশ্র্ব ব্রাহ্মমুহুৰ্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণস্য ধীমত: ॥ ৪৭  
 সাধনায়ননে পঞ্চবট্যা হোমোহুত্বিত: ।

এবং স্ব সর্বস্ব ত্যাগ ব্রহ্ম মন্ব্য ব্রহ্ম তদা ॥ ৪৮

At Panchabati a seat for the yoga was prepared. At the outset, Sri Ramakrishna performed water giving and rice-giving ceremonies relating to his dead father and forefathers and also his own sradh ceremonies for his own well being after death. He also gave up all his religious rights in this mortal world. Next day at dawn he kindled the holy fire at Panchabati. 43 to 48

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে তৌতা ঠাকুরের পঞ্চবটীর নিকটেই ব্রহ্ম স্থাপনপূর্বক যোগাসন করিয়া সেই স্থানেই সাধনার অহুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ৪৩

এবং সেই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম প্রাচোন গুরুর

মধ্যলোভায়াং ১২য়: অ: ।

আদেশমত নিজের পিতা পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণের পিতৃকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া নিজেরও পিণ্ডদান করিয়াছিলেন । ৪৪

কারণ অন্ন্যাস দীক্ষায় অর্গ গমনাদি কামনা এবং বর্ণাশ্রমাদি সর্বতোভাবে বর্জনীয় । ৪৫

এইরূপ শাস্ত্রের বিধানবশতঃ অন্নসাধক অন্নমন্ত্র গ্রহণের পূর্বে নিজের প্রেত পিণ্ড নিজহাতে গ্রহণ ও আবাদন করিতে হয় । ৪৬

এইরূপে মন্ত্র গ্রহণের পূর্বদিনে পূর্বকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়া পরদিনে ঠাকুরের পঞ্চবটীর সাধনাগৃহে হোমায়ি উপস্থিত হইলে সর্ব বিষয়ে কামনাশূন্য ব্যক্তির অন্নমন্ত্র গ্রহণ সময়ে প্রণবাদির সহিত স্বাশ্রম স্বাশ্রম বস্তুকারাদি পবিত্র সর্বোচ্চ স্নগন্ধের অন্নমন্ত্রের দ্বারা সেই পঞ্চবটীর সাধন গৃহ অন্নমন্ত্রের অভাবে বিশেষভাবে পবিত্র হইয়াছিল ।

৪৭।৫৮।৫৯

স্বাছা স্বধা সপট্কার প্রণবীশ্বরণাদিনা ।

পূতৌদাত্ত সুগমীর ব্রহ্মম মন্ত্রেণ তদৃষ্টত্বং ॥ ৪৮

পূতশ্চামুদ্রিশিষ্যেণ ব্রহ্ম মন্ত্র প্রভাবত: ।

হৌমধুম পরিব্যাস্ত বর্ষাস্থিব নভো ঘনে: ॥ ৫০

বিদ্বাদ্ভ্যুত্তেব সম্ভাতি তদা পশ্চবটৌ তথা ।

অপূর্ব্বীশ্য ব্রহ্মগুরু: শিষ্যস্যাপূর্ব্বরূপধৃক্ ॥ ৫১

দীক্ষা পূর্ব্বাপূর্ব্বরূপ তয়ো: সম্মিলনং তথা ।

স্বয়ং শিষ্যশ্চ শিষ্যস্য দ্বত্বপন্ন দ্বার সবিধৌ ॥ ৫২

দগ্ধ্যায়মানী তা বীক্ষ্য শিষ্যয়োঃ মনসুন্দরৌ ।

অপদার্য্য ব্রহ্মময়ো মহৌত ব্রহ্ম শিষ্টতনে ॥ ৫৩

শিষ্যং সমাহিতং কল্তুং প্রয়াসং প্রাসবান্ গুরু: ।

কিন্ত্বস্য প্রাতঃসর্বস্ব শিষ্যস্য হৌতপ্রভবত: ॥ ৫৪

মধ্যলীলায়াং ১২য়ঃ অঃ ।

He chanted mantras as he threw his offerings into the fire. Smoke covered the sky and the flames shot up like lightning. Both the preceptor and the disciple were wonderful. Observing that the Goddess was standing in the mind's eye of his disciple, the preceptor made efforts to remove the Goddess that hampered the meditation on Bramha. But due to strong devotion to the Goddess, his disciple was not being able to do away with his sense of duality. 49 to 54

বঙ্গানুবাদ :—

হোমাগ্নি ও হোমীয় ধূমানি দ্বারা পরিপূর্ণ সেই গৃহ বর্ষাকালীন বিহ্বাদযুক্ত মেঘের মত প্রকাশিত হইয়াছিল । ৫০

আশ্চর্য্য অক্ষয় গুরু এবং সাধনাসিদ্ধ অত্যশ্চর্য্য শিষ্য অতএব একপ দীক্ষা কাহারও ভাগ্যে ঘটে না । একপ দীক্ষাও আশ্চর্য্য এবং এইরূপ গুরুশিষ্যের সম্মেলনও আশ্চর্য্য তৎপরে তোতা অক্ষ মন্ত্রদানের পর স্বয়ংসিদ্ধ শিষ্যের স্বত্বকমলের দ্বার দ্বায়ে দণ্ডায়মান অক্ষরূপিনী চিন্ময়ী ভবমুন্দরীকে দেখিয়া সেই অক্ষময়ীকে অপসারিত করিয়া অদ্বৈত অক্ষভাষনায় বিষ্যকে সমাধিস্থ করিবার জন্ত তোতা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন । ৫১।৫২।৫৩

বিস্তৃত মাতৃসব্বর্থ শিষ্যের দ্বৈত ভাব অর্থাৎ সাধ্যসাধক ভাবের প্রাবল্যবশতঃ সেই সময়ে ঠাকুরের মনোমধ্যে বিশেষভাবে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । ৫৪

সংশয়োঃ মনো মধ্যী স্তদৃদ্যামবতদা ।

দোদাদানাত্পর শিষ্য নিতু ব্রহ্মৈক্য ভাবনাং ॥ ৫৫

मध्यलोनायां १६शः अः

नाना वेदान्त वाक्यानां सुपदेशं प्रदत्तवान् ।

एकमेवाद्वितीयं वै नेह नानास्ति किञ्चन ॥ ५६

सर्वं खलु ब्रह्मवस्तु जगदेतच्चराचरम् ।

बहुना या किमुक्तेन शृणु सत्यमिदं वचः ॥ ५७

ब्रह्म सत्यं जगद्विध्या लोको ब्रह्मैव नापरः ।

सर्वतो मन आक्षय्य निर्विकल्प स्वरूपक ॥ ५८

कृत्वात्मध्यान जलधौ निमग्नो भव सर्वदा ।

एवं दिगम्बर गुरु मीमुषाच पुनःपुनः ॥ ५९

किन्तु मे मनसोऽवस्था सञ्जाते दृक् तदा ध्रुवः ।

ध्यानार्थमुपविश्याहं बहु यत्ने कृतेऽपि च ॥ ६०

The preceptor recited the sayings from the Vedanta philosophy to get his disciple initiated into the meditation on Bramha. "There exists only one without any second." "Diversity does not exist" "This universe with all its diversities is a part and parcel of Bramha." "Bramha is the only reality; the world with all its diversities is unreal, the living creatures are nothing but Bramha." "Restraining your mind from everything and get into the sea of profound meditation on Bramha." In spite of all these instructions and all my efforts I could not settle my mind on the meditation of Bramha. 55 to 60

दशःपूर्वतः—

अर्थात् जगद्विधाके अविभाग कटिदा आनि कि जावन करिन ।



মহ্যলীলায়াং ১২শঃ অঃ ।

এইরূপ মনোমধ্যে হইয়াছিল । কিন্তু তোতা দীক্ষাদানের পর  
শিষ্যকে তৎকভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন । ৫৫

এই তৎকবে একমাত্র অম্বর তবুই আছে অস্ত কিছুই নাই । ৫৬

এই চরাচর বিশ্ব সমস্তই তৎক বস্ত্র এ বিষয়ে অধিক বলার  
প্রয়োজন নাই ইহাই ঐক্য সত্য । ৫৭

তৎকই সত্য পদার্থ জীবই তৎক জগৎ মিথ্যা তৎক ভিন্ন আর কিছুই  
নাই । অতএব মনকে সর্ববিষয় হইতে আকর্ষণপূর্বক নির্বিকল্প  
স্বরূপ করিয়া সর্বদা তৎক চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হও । ৫৮

এইরূপভাবে সেই দিগন্তর সুর আমাকে পুনঃপুনর্ব্বার সেইসকল  
বেদান্ত বাক্য বলিয়াছিলেন কিন্তু তখন আমার মনের অবস্থা এইরূপ  
হইয়াছিল যে আমি তৎক চিন্তায় বসিয়া বহুতর চেষ্টা করিলেও মনকে  
নির্ব্বিকার করিতে সমর্থ হই নাই । ৫৯।৬০

কর্তুং মনো নির্ব্বিকারমথবা নামরূপয়োঃ ।

ধ্যানদ্বং সম্পত্ত্বত্তুং ন শক্যোমি কথঞ্চন ॥ ৬১

অস্মানো বিপ্রযোভ্যোঃ কৃৎবাপ্যুপরতিং তদা ।

মো সমর্থঃ সমানিতুং মনমো নির্ব্বিকল্পনাং ॥ ৬২

ধিরারাধ্যা মাতৃমুক্তির্জীবন্তো মা প্রমাংসরা ।

সমুদ্ভূতা মনোমধ্যে মর্জ্বয়া নামরূপয়োঃ ॥ ৬৩

স্বাগবর্ত্তা স্মৃতিং মাতা বিমোহমম শৃণুত্বা ।

দৃষ্টায়মানো মা দেবো ব্রহ্মরূপা সনাতনৌ ॥ ৬৪

এবং ধ্যাননিমগ্নস্য মম প্রত্যক্ষতাং গতা ।

গুরোঃ সিদান্তা বাগ্যানি শ্রুত্বা য্যেবং পুনঃপুনঃ ॥ ৬৫

গতৌপ্যহং ধ্যাননিষ্ঠা সমাধি নির্ব্বিকল্পস্য ।

পুনঃপুনঃ কৃতে যত্নে ধ্যানবাচ কথঞ্চন ॥ ৬৬

মধ্যলীলায়াং ৭৩শঃ অঃ ।

“Nor I was able to raise myself above the plane of names and forms. Even though I restrained my senses I was not able to attain the desired end. In my meditation I found my Mother standing before my mind's eye. The instructions of my preceptor and my efforts were all in vain. 61 to 66

বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ নামরূপের আসক্তিকে কিছুতেই ছাড়িতে পারি নাই । এখন আমার ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে নিবৃত্তি করিয়া ও মনোগোষ্ঠে নির্বিকল্পভাবে আনিতে পারি নাই । ৬১

এখন জীবন্ত প্রজ্বলিত চিরারাধ্য মাতৃমূর্তি আমার মনোগোষ্ঠে আবির্ভূতা হইয়া ত্যাগবার্তা স্মৃতি দেখিয়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা মহেশ্বরী হিন্দলে দাঁড়াইয়াছিলেন । এইরূপ ভাবে ধ্যান নিমগ্নচিত্তে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন । ৬২ ৬৩ ৬৪

এইরূপ ভাবে গুরুর নিকান্ত বাক্য সকল শুনিয়াও ধ্যানের দ্বারা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলেও পুনঃ পুনর্বার বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেও নির্বিকল্প সমাধি লাভে আশা শূন্য হইয়াছিল । ৬৫ ৬৬

নির্বিকল্প সমাধৌ হি নৈরাশ্যমগমং যদা ।

তদা হি চতুর্দশোক্ত্য গুরু সচ্চরাস্তিনং ততঃ ॥ ৬৩

অথদং ন সমর্থোঽস্মি কদাপি তব বাধ্যতঃ ।

নির্বিকল্পং মনঃ কৃৎবা ব্রহ্মম ধ্যানানুগোমনে ॥ ৬৫

চেটা মে ত্রিফলা জাতা মদ্যন্যাশ্বতথো যথা ।

এবং দিগম্বর গুরুঃ শূলৈব মম মাযতং ॥ ৬৬

। মধ্যলোলায়া'১৩শ: অ: ।

প্রাণ' চঞ্চলতা' সাধুর্ভাযী র্যগিন হৃদবত্ ।

কি' করোমি কথ' বাস্য ব্রহ্মেক্ষ' সম্ভবেদিতি ॥ ৩০

অত্যন্তমুত্তেজিতभावयुक्तो तोत्र' तिरस्कारवच: समुच्चरन् ।

কথ' ভবেত্তেতিবদন্ সুধুমু' হর্মধ্যে কুটীরস্য চলব্রিতস্ততঃ ॥ ৩১

भग्नेकखण्ड' सुबिलोक्यकाच'

स्वयं समुत्तोल्य तदा करेण ।

सूच्या यथा तोदन तदग्रभागतः

कृत्यातिविड' मम भालमध्ये ॥ ৩২

When I lost all hope, I opened my eyes and regretted my inability. At this my preceptor became greatly agitated and pierced my forehead with a piece of broken glass. 67 to 72

বঙ্গানুবাদ : —

যখন আমার এইরূপ অবস্থা হইল তখন আমি চক্ষু: চাহিয়া গুরুকে বলিয়াছিলাম । ৬৭

আপনার কথামত ব্রহ্ম চিন্তন বিষয়ে মনকে নির্বিকল্প করিতে পারিতেছি না । ৬৮

অতএব ভগ্নে আহুতির দ্বায় আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে । এখন সেই দিগম্বর গুরু আমার কথা শুনিয়া বায়ুর বেগে বৃনের মত ঢকল হইয়া বলিয়াছিলেন, কি করি কিরূপে ইহার ভগ্নের সহিত একতা প্রাপ্ত হয় । ৬৯।৭০

এং অত্যন্ত উষ্ম সহকারে তীব্রভাবে তিরস্কার বাক্য বলিতে বলিতে কেন হটেবে না এই কথা পুনঃ পুনর্বার বলিয়া কুটিরের মধ্যে এতিকে ঞ্জিকৈ বাইতে দাটেতে ভয় একবৎ কীচ দেখিয়া তাহা

মধ্যলোভায়া ১২শ: অ:।

বহুতে তুলিয়া সেইয়া ছুঁচের মত ভীকু কাঁচের অগ্রভাগ দিয়া আমার  
সলাটেডের মধ্যভাগে অঙ্কিতের বিদ্ধ করিলেন। ৭১।৭২

তত: স মা ক্রোধযুতো মহাত্মা  
প্রোবাচ শাস্ত্রপতি বিদ্ধ বিন্দৌ ।  
সংযম্য সন্ময়ন্ বিপর্যায়রাশ্মন:  
স্থিরীকৃত্ব ত্ব' নিজবোধে সিন্ধয়ে ॥ ৩৩  
এব' তদা তস্য গুরো: প্রসাদা  
দ্বিদ্ধে সলাটে'পি চ মে মহাসুখ' ।  
যমুখ ধৈর্যেন যুত: পুনস্বদা  
হৃদ' হৃদ' স্বাসনমাশ্রিতৌ মুদা ॥ ৩৪  
তদ্বিন্দু মধ্যি দ্বিদ্ধৌ মন: স্থির'  
কৃত্বা নিমগ্নৌ গুরু মন্ত্র চিন্তনে ।  
পুন: স্বমূর্ত্তি' অগদম্বিকায়া:  
স্বগৃহ চিত্তোপরি পূর্ব্বরূপা ॥ ৩৫

"He said in great fury, "Concentrate your mind at the point where you have been pierced." By the grace of my preceptor, the wound did not pain me. According to the instructions of my preceptor I again tried to concentrate my mind at the point between my brows. But, as before, I again saw the figure of the Goddess in my mind.

73 to 75

বঙ্গানুবাদ:—

তৎপরে সেই মহাত্মা আমারকে জ্বলন্তভাবে বলিয়াছিলেন। তুমি

মণ্ডলীনায়াং ১৩য়: অ: ।

তোমার জ্ঞান সিদ্ধির জন্য এই প্রতিবিম্ব বিন্দুতে মনকে অশ্রু বিসর্জ  
হইতে সম্যকরূপে সংযত করতঃ স্থির কর । ৭৩

এইরূপ ভাবে সেই সময় গুরুর চেষ্টা বশতঃ ললাট দেশে অত্যন্ত  
বিক্ষ হইলেও আমার অপার আনন্দ হইয়াছিল । এখন পুনরায়  
বৈধ্য ধারণ পূর্বক আমি দৃঢ়ভাবে আনন্দের সহিত নিজ আগনে  
উপবেশন করতঃ বিম্ব বিন্দুমধ্যে স্থির মনঃস্থির করিয়া গুরুমন্ত্রের  
ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলাম । পুনর্বীর আমার দিক্কাহ্নঃকরণে  
পূর্বের মত জগজ্জননীর আনন্দময়ী মূর্তি দেখিয়াই । ৭৪।৭৫

দৃষ্ট্বৈ তান্ জ্ঞান মহাসিনা তদা  
ক্লতং দ্বিচ্ছল্লং মম মাতুরক্কং ।  
নির্ব্যাস নিষ্কাম্য প্রদোপবন্ধনৌ  
বভূব বাত্যন্ত সুনির্ঘোষ প্রমং ॥ ৩৬  
বিকল্পে চতুল্প মনঃ স্বধর্মী  
দূরে গতন্তত্ সফলং নামরূপং ।  
প্রমাণ্ড সম্বন্ধি কটাহ্ ভেদং  
কল্যাণাশ্রমণিতত্ পরস্তাত্ । ৩৭  
শান্তে শিবৈঃ হৈত মহাসমুদ্রে  
নিমজ্জনাচ্চুচ চিদামরূপে ।  
চিত্তস্য বৃত্তে: সুবিলীন ভাবা  
দ্বাপ নিলম্প সমাধিभाव ॥ ৩৮

\*This time I instantly cut the image of the  
Goddess into two with the great sword of divine  
knowledge; and my mind became calm and  
serene like a flame untroubled by any wind. I

মধ্যলীলায়া ৭৩য় অঃ ।

I felt myself merged in the ocean of eternal peace and joy, and lost all sense of my moral, physical and spiritual existence. , 76 to 78

বঙ্গানুবাদঃ—

অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ ভরবারি ঘারা মাতার অগ্রটিকে দ্বিধাশিত করিয়া বায়ুশূণ্য প্রদেশে নিশ্চল দীপ শিখার মত আমার মন স্থানির্ভাল হইয়াছিল । ৭৬

এখন সমাধি যোগ বশতঃ সঙ্কল্প বিকল্পাদি মনের ধর্ম এবং মান রূপাদি দেহের ধর্ম সমস্ত বিলীন হইলে অত্যাচ্ছত্রাকাশে কটাহ ভেদ পূর্বক সর্বোর্ধ্বে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শাস্ত্র শিব অর্চিত মহা সমুদ্রে নিমগ্ন জন্য শুদ্ধ চিদাস্বরূপে চিত্ত বৃত্তির জয় পূর্বক বিগত সমাধি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ভোভাপুরী গুরু নিমীলিত নেত্রে অচল অটল ভাবে স্থানমাধিযুক্ত যোগাসনে বোগবৃক্ক ভরজহীন সমুদ্রের মত প্রশান্ত আমাকে দেখিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ যুক্ত হইয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন । ৭৭/৭৮/৭৯

তীতাপুরী তং সুসমাধ্যবস্য  
নিমীলিতাচ্ছন্দ্বল প্রতিষ্ঠা ।  
যোগাসনে যোগযুতং প্রম্যান্ত  
তব্রহ্মদীনাম্ভুধি তুল্যরূপ ॥ ৩৫  
দৃষ্টা চ কৃৎবা সুপরীঘণ' সুদা  
রোমাঞ্চযুক্তঃ খলু বিস্মিতোমবত্ ।  
এব' পুরো তত্র বহুচণ' যসন্  
তথ্যান্তিকে তস্য রুমাধিমাধ' ॥ ৫০

মধ্যলীলার্য্য ১৩ঃ অঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ সুসমাধ্যবস্থ ।

দদর্শ চৈকাগ্রমনাঃ স সাধুঃ ।

ততঃ পুরী শিষ্য সমাধি চিন্তয়া

মতঃ স্বয়ম্বাপি সমাধিমগ্নতাং ॥ ৮১

Totapuri was extremely delighted to find his disciple lost in profound meditation of the Absolute. Seeing the attainment of his disciple, Totapuri himself lost all consciousness of his own existence

79 to 81

বঙ্গানুবাদঃ—

এইরূপ ভাবে সেই কুটীরে শিষ্যের নিকটে বহুক্ষণ অবস্থান পূর্ব্বক সমাধি স্বরূপ একাগ্রভাব বা তন্ময়তা অনিমিত লোচনে দেখিয়াছিলেন । ৮০

এইরূপ ভাবে পুরী শিষ্যের সমাধি চিন্তা দ্বারা নিজেও সমাধি মগ্ন হইয়াছিলেন । ৮১

ভগ্নে সমাধৌ ঘটিকা চতুষ্টয়াত্

পরং স্বশিষ্যন্ত্বলোক্য পূর্ব্ববত্ ।

ন চালিতা তস্য শরীর দম্বিকা

তত্ প্রাণনাভ্যাং সঞ্চলং বিলীনং ॥ ৮২

ততঃ স্বদণ্ডোপরি দেহমারং

সন্ন্যস্য সাধুঃ সুস্থমুত্থিতঃ সনৃ ।

নিঃশব্দভাবেন কুটীর মধ্যতো

বহির্গতঃ শিষ্য সমাধিযোগতঃ ॥ ৮৩

মধ্যলোচায়া ১৩য়: অ:।

পরন্তু চেত্ কৌপিত্ব কুটীর মধ্য

প্রবিষ্ট্য শিষ্যস্য সমাধিমহুঃ ।

করোতি শব্দায়ুত সাধুস্থিত্য

কৃত্বাবরুদ স্ফটক তদালয় ॥ ৮৪

Totapuri regained his consciousness after a lapse of four hours. He found his disciple still sitting serene without any sign of life. He got up leaning on his stick and came out of the cottage. He closed the door very tightly lest somebody should enter and disturb his disciple.

82 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

প্রায় ৪ ঘণ্টা পরে পুরীর সমাধি ভগ্ন হইলে ও নিজ শিষ্যকে পূর্বের মত নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া শিষ্যের দেহ-বস্ত্রের স্পন্দন শূন্যতা এবং প্রাণ নাড়ীর সর্বভোজাবে বিলীনতা অবলোকন পূর্বক নিজ বস্তির উপর ভর দিয়া আনন্দের সহিত দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কুটীর মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ৮২ ৮৩

পরন্তু যদি কেহ কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিষ্যের সমাধি ভগ্ন কবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই গৃহটি স্ফটকভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ৮৪

স্থানে কুটীরস্য সমৌপগতিং নি

স্বস্বাসনে পশ্চাৎঘটী মুচুন্ধকে ।

তম্মূলদেশে সুখসুসম্মুগমন

আস্তু কুটীর মুখিলোচয় যোগী ॥ ৮৫



মধ্যলীলায়াং ৭৩শঃ অঃ ।

দাংস্ব মুক্তৈ সদনস্য তস্য  
গিত্যস্ব চাশ্রমমপেচমানঃ ।  
মধ্যন্দিনাদ্রাতি সমাগমেঽপি  
ন স্পন্দনং নাপি সমাধিমহুঃ ॥ ৮৫  
কিন্ত্বত্র সর্বজ্ঞা মুমুক্ষুঃ স  
যোগী চমত্কারযুতস্তদানীং ।  
দৌষা দ্বিতীয়েঽহ্নি গতেঽপি তস্যৌ  
ন চঞ্চলৌ ধৈর্য্যং বিশেষ যুক্তাঃ ॥ ৮৬

Just in front of the cottage Tatapuri seated himself under the trees at Panchabati with his eyes watching the cottage carefully. He waited and waited but his disciple did not move. Two days had passed and there was no stir or movement.

85 to 87

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবের কুটীরের সামনে পঞ্চবটীর মূলদেশে নিভ আসনে উপবেশন পূর্বক কুটীরের নিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া যোগী ভোতাপুরী আনন্দ সমুজ্জৈ নিমগ্ন হইয়াছিলেন । ৮৫

সেই কুটীরের দ্বার মুক্তির জন্ত শিষ্যের চঞ্চলতা অপেক্ষা করিয়া প্রায় রাত্রি আগতা হইলেও শিষ্যের চাঞ্চল্য বা সন্মোহিত হইয়া নাহি ।

৮৬

কিন্তু যোগী ভোতাপুরী ঐ স্থানে সর্বদা উন্মূষ হইয়া অত্যন্তভাবে দীক্ষার দ্বিতীয় দিন গত হইলেও শিষ্যের সমাধির কোনরূপ চাঞ্চল্য না দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন । ৮৬

মধ্যলীলায়াং ৭২শঃ অঃ

অলৌকিকন্ত সুবিলোক্য যোগো  
সমাধিযুক্ত পুরুষ মহান্ত ।  
গবাচ্চরন্তু কুতট্টিপাতঃ  
সুবিধাত স্তত্র তৃতীয় ঘন্টে ॥ ৫৫  
গতেঽপি নো তস্য গরোর বিক্রিয়া  
নামুত্তদা তস্য সমাধিভঙ্গঃ ।  
অগাধগম্বীর সমুদ্রবতদা  
দদশ দেবত্ববল স্বরূপ ॥ ৫৬  
তদা গুরো স্তস্য সুদীর্ঘ ধৈর্য্য  
সাধোঃ সুমগ্ন বহু বিস্ময়িন ।  
ততঃ পরিত্যজ্য নিজং হি পীঠং  
তদ্বারমুদঘাটয় কুটীর মধ্য ॥ ৫৭

Totapuri did not find any change in his  
disciple even though three days had passed. He  
lost his patience and went inside the cottage

88 to 90

বঙ্গানুবাদ :-

যোগী ভোভাপুরি মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সমাধি  
দেখিয়া দীকার তৃতীয় দিবসে জানালার ছিঁড় দিয়া নৃষ্টিপাত পূর্বক  
অত্যন্ত বিস্মিত হইলে পর আর তৃতীয় দিবসের শেষেও নিশ্চয়  
সমাধি ভঙ্গ হইল না দেখিয়া সেই সময় অচকল অগাধ গম্বীর  
শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিয়া গুরুর সুদীর্ঘ ধৈর্য্য বিষয়ের স্মৃতি ভগ্ন  
হইয়াছিল । ৮৮৮২।২০

মধ্যলীলায়াং ১৩য়ঃ অঃ ।

তৎপরে ভোতাপুরী নিজামন পরিত্যাগ পূর্বক কুটীরের দ্বার  
উদ্ঘাটিত করিয়া তদ্ব্যবধৌ অবশ্যপূর্বক পূর্বের মত শিক্তের সুস্থির  
ভাব দর্শন করিয়া শিক্তের আশ্চর্য্য সমাধিভাব এবং দেহে প্রাণের  
প্রকাশশূন্য দেখিলেও অশাস্ত গম্ভীর শিক্তের মুখমণ্ডলের পূর্ণতা  
দেখিয়া ভোতাপুরী বিচারপূর্বক নিব শাস্ত মূর্তি সেই শ্রীরামকৃষ্ণ  
দেবকে স্পর্শ করিয়াছিলেন । ৯০।৯১।৯২

প্রদিশ্য শিষ্যস্য দদর্শ্য'ভাব'

স্বৈ'য্য'ন্তয়াপূর্বমিবা'ব'ভাস' ।

আশ্চ'র্য্য' শিষ্যস্য মমা'ধি'যোগ'

দে'হে' ত'য়া' প্রাণবিজ্ঞা'য়' হ'নি' ॥ ৯১

ত'যা'পি' ত'স্য'ান'ন'ম'ল্ল'ল'স্য

প্র'যা'ন্ত' গ'ম্ভী'র' যু'ত'স্য' ভা'ব' ।

বি'লী'ক'য' যোগী' স্ব'বি'চার' যোগা'ত্

প'ল্ল'য' দে'ব' শি'ব'যা'ন্ত'মূ'র্তি' ॥ ৯২

এব'দ্বা'নু'মিত'স্তে'ন' ব্র'হ্ম'শ্র' পু'রু'ষে'ণ' হি' ।

ম'দী'যো'ঃ'য়' ম'হা'শি'ষ্যো'ঃ'ধু'না' বা'হ্য'জ'গ'ত্'সু' চ' ॥ ৯৩

স'ম্পূ'র্ণ' মৃত'ক'ল'পো'ঃ'স্ति' নি'র্বি'ক'ল'প' সমা'ধি'না' ।

চি'ন্ত' ব্র'হ্ম'ণি' লী'ন'ন্তু' নি'ষ্ক'ল্যে'ষ' প্র'দো'ষ'িকা' । ৯৪

Totapuri touched the body of his disciple and found him still lost in profound meditation. 91 to 94

বঙ্গানুবাদঃ—

এবং সেই অশ্রুপুরুষ অনুমান করিয়াছিলেন যে আনার এই  
মহাশিষ্য নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা বাহ্য জগতে সম্পূর্ণ মৃত ব্রহ্মরূপে

মধ্যসীতায়া ১৩শঃ অঃ ।

অবস্থান করিতেছেন । এবং নিরুপম অগৌণভূত্যা শিষ্যের চিত্ত বাক্য  
বিশীলন হইয়াছে । ৯৩৯৪

সীতাপুরী সমাধিঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ।

দৃষ্টাদ্ভূত' নির্বিকল্প সমাধি' সমাধিন্তয়ত ॥ ৮৫

চত্বারি'শদ্বর্ষমিত কঠোর সাধনাফল' ।

সপল্লব' ময়া যত্নত্ কিমনেনৈক বাসরে ॥ ৮৬

যদ্বদেশ ভুবাযুনা স্বায়ত্তীকৃত মেব হি ।

ততো যৌগিক শক্ত্যা স ধ্যানমগ্নস্য যোগিনঃ ॥ ৮৭

সমাধি' দৃষ্টত্বাতিবিস্ময়ানন্দসংগতঃ ।

ততঃ সুস্থস্বরেণাথ শিষ্য' প্রোবাচ ব্রহ্মবিত্ ॥ ৮৮

সত্য সত্য' পুনঃ সত্য' সমাধৌ ব্রহ্মদর্শন' ।

ব্রহ্মম বিচারাত্ম্য শাস্ত্রবেদান্তে যো নিরুপিতঃ ॥ ৮৯

একেনাহ্না স সমাধি স্তাব সম্পূর্ণ'তাং গতঃ ।

কথমেব' ন জানামি ভো শিষ্য ব্ৰহ্ম তদ্বি'মাং ॥ ৯০

On seeing this wonderful achievement of Sri Ramakrishna, Totapuri mused in himself. "How is it that he has achieved in a day what cost me forty years' hard and austere penance!" He then brought his disciple to consciousness and said to him, "Oh my disciple, tell me how you have been able to realise Brahma in a day." 95 to 100

বদন্তিবাদ : —

সমাধির উত্তর বিশেষভাবে অবগত সীতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণ বোগীর  
অপূর্ব নির্বিকল্প সমাধি মর্শন করিয়া এইরূপ জাবিষাছিলেন । ৯১

মধ্যলীনার্য্য ১২য়ঃ অঃ ।

যে আমি উপহিত বাহা দেখিতেছি ইহা কি সত্য ? আমি ৪০  
চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাহা অত্যন্ত কষ্টকর সাধনার ফল সম্যাক্রূপে  
অনুভব করিয়াছি তাহা বরদেখীয় একটি যুবক এক দিনেই আয়ত্ত  
করিয়াছে । ৯৫।৯৬

তৎপরে তোতাপুরী বোগী ধ্যাননিমগ্ন শিষ্যের নির্বিকল্প সমাধিটি  
যৌগিক শক্তিবলে অপসারিত কবিয়া বিশ্বায়ানন্দে নিমগ্ন হইয়া  
ব্রহ্মজ্ঞ তোতা অতি উচ্চৈশ্বরে শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিয়াছিলেন ।

৯৭।৯৮

সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম সর্জন সত্য সত্য ঐব সত্য ব্রহ্মবিচারার্থ্য ব্রহ্ম-  
নৃত্যে বাহা মিরুপিত হইয়াছে । একদিনেই তোমার সেই সমাধি  
পূর্ণপ্রাপ্ত হইল । এইকণ কল্পে সম্ভব হয় তাহা আমি জানি না ।  
হে শিষ্য তুমি আমাকে তাহা বল । ৯৯।১০০

নৃত্বৈব' শ্রীগুরোর্বাক্ষ' প্রত্যাচ তমোম্বর ।

অস্তি পৌরাণিকী মার্গা স্বদ্বারো নৃপতির্বরঃ ॥ ৭০৭

চপদেয়াদেবগুরো'মু'কুর্ন্ত সময়েন চি ।

মমত্ব' সম্মারিত্যগ্য় দেহাদৌ বিপর্যেযু চ ॥ ৭০২

স্বম্যায়ুপঃ স্তথ জ্ঞাত্বা গতবানময়ং হরি' ।

ভরতস্যাম্বরীষস্য গয়ম্য নহুপম্য চ ॥ ৭০৩

দেশব্রতস্য রাজর্ঘ্যে'বিশ্বুরাভাদিকস্য চ ।

ভক্ত রামপ্রসাদস্য কৃষ্ণরাম নৃপস্য চ ॥ ৭০৪

স্নেহজ্ব তুনমীদাস স্বামিনোরপি বা তথা ।

মর্ষ'ণা মিহিনামো'মুর্ষি'ন্বিকল্য সমাধিনা ॥ ৭০৫

তথৈব মামক' বিহি নির্বিকল্য সমাধিজ' ।

অটিলেয়ায়তামিহি সঙ্গদম্বা প্রসাদতঃ ॥ ৭০৬

মধ্যলীলায়াং ৭৩য়ঃ শ্লোকঃ ।

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাदीনামারাধ্যা শক্তির্বেদ সা ।

নৈবাস্ত বিদ্বয়ঃ কার্য্যো যতঃ সেব গুরোয়ুঃ ॥ ৭০৩

At this, Sri Ramakrishna replied, "There are many instances of realisation of Brahma in a very short time. King Khattanga realised in less than two hours. Bharat, Ambarisa, Gaya, Debabrata, Parikshit, Ramprosad, Krishnaram, Trailanga, Tulsidas etc—all of them realised Brahma.

101 to 105

I have also achieved success in a very short time by the grace of the Goddess, who is worshipped even by Brahma, Vishnu and Shiva.

10 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এইরূপ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। হে গুরু এ বিষয়ে পৌরাণিক বার্তা অনেক আছে। তন্মধ্যে খট্টাঙ্গ নামে একটি রাজর্ষি দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশমত দুইদণ্ড সময়ের মধ্যে দেহাদিতে মম্ব ও দেহাদিতে আসক্তিশূন্য হইয়া এবং নিজের আত্ম মাত্র এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ দুই দণ্ড জানিয়া নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০১১০২

এইরূপ ভরত রাজা অম্বরীষ, গয়ান্দ্র, নহষ, ভীষ্মদেব এবং রাজর্ষি পরীক্ষিত প্রভৃতিরও অত্যন্ত সময়ের মধ্যে সমাধি দ্বারা ভগবানকে পাইয়াছিলেন। ১০৩

এবং অল্পদিনের কথা তন্তুচূড়ামণি রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ,

মধ্যলোভায়াং ৭৩য়: অঃ ।

জৈনপ্রযামী, ভূমসৌদাম প্রকৃতি হৈহার। সকলেই নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১০৪।১০৫

ওরূপ ভগদম্বার কৃপায় আনন্দ শীঘ্রই নির্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হইয়াছে। এইরূপভাবেই আনন্দ অবগত হইল। অতএব এ স্থলে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই যেহেতু সেই ভগদম্বাই গুরু গুরু।

১০৬।১০৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्णदेवस्य तोतापुरो नामक दिगम्बर सन्न्यासि सकायाद्भूमन्त्र ग्रहणात्परमेव त्रिदिनं यावत् निर्विकल्प समाधिस्वरूपो भव्यलोभायास्तयोदगाध्यायः । सः १३ ।

Here ends the thirteenth chapter of Srf Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktiiritha.

বদান্তবাদঃ—

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতির্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের পদমহাসংস সংহিতার তোতাপুরী নামক সন্ন্যাসীর বিকট হইতে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদত্ত অংশ নির্বিকল্প সমাধির বিষয় বদ্যানীলাদ তয়োদগ অধ্যায় বর্ণিত হইল। সঃ ১৩ সমাপ্ত।

মধ্য লোভায়াথনুর্দগোধ্যায়:

एवं श्रीरामकृष्णस्य मिथ्यस्य मुपतप्तदा ।

श्रुत्वा तोता विमुग्धोऽभूत् प्रभावदर्शनेन च ॥ १

মধ্যসীতায়া' ১৪য়: অ: ।

ত্রিরাত্র' কুত্বাশি ত স তিষ্ঠতি স্মেতি নিশ্চিত' ।  
 ক্রোধী কঠোর সচরাশৌ নিজাত্মম মঠাছদ্মি: ॥ ২  
 মুক্তাস্বরাৎ কিঞ্চিদন্যৎ মস্তকাচ্ছাদন' নহি ।  
 কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণস্য শিষ্যস্বাখ্য' যশ্চিত: ॥ ৩  
 ভূত্বাত্মন্ত সমাকটৌ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।  
 একাদশমাসকাল' একাদিকমতস্তয়া ॥ ৪  
 ভগবন্ত' সমাশ্রায পরমানন্দ নির্হ'ত: ।  
 'যাপয়ামাস হর্ষেণ শিষ্যেণ সচ সঙ্কত: ॥ ৫  
 'অণ' শিষ্য' পরিত্যজ্যান্যত্র গন্তু' ন শক্সতে ।  
 মনোঽপি নেচ্ছতি ত্যক্তু' পাদৌ ন চলিতু' চমৌ ॥ ৬

On hearing these words from Sri Ramakrishna and also seeing his uncommon spiritual attainment, Totapuri was greatly charmed. He never stayed anywhere for three nights since he had left his abode; and he would not use anything to cover his head. But he was so attached by Sri Ramakrishna that he continued to stay at Dakshineswar for eleven months. He never thought to part with his disciple for a moment.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় শিষ্য রামকৃষ্ণের মুখ ইহাতে এইসকল কথা শুনিয়া এবং শিষ্যের অর্ভাব দেখিয়া ভোতা বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন । ১



মধ্যলীলায়াং ১৪মঃ অঃ ।

অত্যন্ত ক্রোধী কঠোর সন্ন্যাসী নিম্নের আশ্রমের কুটীর হইতে  
অন্যত্র কোথাও তিন রাত্রি বাস করেন নাই ।

এবং মন্তকের আচ্ছাদনমুক্ত আকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না ।  
দ্বিহস্ত শিষ্য রামকৃষ্ণের অত্যন্তাশ্রয় শক্তিতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে  
অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া একাদিক্রমে একাদশ মাসকাল শিষ্যের সহিত  
মিলিত হইয়া পরামানন্দে অভিবাহিত করিয়াছিলেন । ৩।৪।৫

কণকাল শিষ্যকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনে সমর্থ হইতেন  
না । মনও শিষ্যকে ভুলিত না । হুটি পাও সেইরূপ চলিতে সমর্থ  
হয় নাই । ৬

জ্ঞতধানতিঘন্যন্ত' স্বয়ং সফলতাং যতঃ ।  
কিন্ত্বলৌকিক শিষ্যেণ ব্রহ্মব্রহ্ম যতৈরি ॥ ৩  
বেদান্ত সাধনাসিদ্ধা বসমৌর্দ্ধ গুরোস্তথা ।  
দ্রোণার্য্যদ্যোতকরুচ বাক্যোদয় ভদৌরিতঃ ॥ ৮  
তদ্বাদানং গুরুঃ ক্রুৎঃ কিন্তু বিস্ময়মাশ্রিতঃ ।  
শিষ্য বাক্যোপলব্ধ্যর্থং প্রয়াসং প্রাপ্তবান্ মুহুঃ ॥ ৯  
তন্ম কথ্য খণ্ডনে সাধুর্বেদবেদান্তপারমঃ ।  
অসমর্থো ব্রহ্মবাদো মুছাত্ম্যত ন সংযতঃ ॥ ১০  
রামকৃষ্ণস্য সিদ্ধান্ত বচোভিন্যাসিনো বনঃ ।  
সর্বং মন্তুর্নতামিতি কেবলং শাস্ত্রবচনম্ ॥ ১১  
দৃষ্টা সাধোঃ সুকম্পোঃসুচ্ছিত্ত্যস্য যোগবৈমবং ।  
আধ্যাত্মিক জীবনস্য সমাধ্যাপি প্রয়োজনম্ ॥ ১২

Both Totapuri and Sri Ramakrishna were  
profited each other- Sometimes Sri Ramakrishna

মধ্যলীলায়াং ৭৪তমঃ অঃ ।

would use very coarse words sarcastically at Totapuri who was a follower of Vedanta philosophy. But Totapuri would not be angered rather he would be surprised, and try to realise the significance underlying the sayings of his disciple. His knowledge of philosophy did not help Totapuri to prove the sayings of his disciple insignificant. On the other hand Sri Ramakrishna shattered the knowledge of Totapuri, who felt that he had many things to learn from Sri Ramakrishna. 7 to 12

**বঙ্গানুবাদ :—**

গুরু শিষ্যকে অতি ধম্ম করিয়াছিলেন এবং নিজেও সাকল্যালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ যতি বেদান্ত সাধনাসিদ্ধি সম্বন্ধে অসমোৰ্দ্ধ গুরুব সম্বন্ধে সেইরূপভাবে অলৌকিক শিষ্য শ্লেষ ও রূক্ষ বাক্য বলিলেও তোতাপুরী গুরু ক্রুদ্ধ হইতেন না। বরং বিস্মিত হইতেন। এবং শিষ্যের বাক্যসকল বুদ্ধিব্যবহার জগু চেষ্টা করিতেন।

৭/৮/৯

বেদ বেদান্ত বাক্যের উপলব্ধি কারী ব্রহ্মবাদী সাধু তোতাপুরী শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার শব্দে অসমর্থ হইয়া মুগ্ধ হইতেন। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার অর্থ বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেন না। ১০

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা কেবলমাত্র শাত্র চক্ষু সন্ধ্যাসীর সকল শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। ১১

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

সাধু ভোতাপুরীর শিষ্য শ্রীরাধকৃষ্ণদেবের বোণৈর্দর্শ্য দেখিয়া  
হৃৎকম্প হইত । এবং ভাবিতেন আমার এইরূপ আধ্যাত্মিক  
জীবনেরও শিষ্যের নিকটে জানিবার বিষয় বহু আছে । ১২

অত্যন্ত সৎসামান্যবাক্য শিষ্যায় বহুবিস্তার ।

শিষ্য স্যল্যামিষিক্তোঃ সর্বদর্শী বিশ্বজনঃ ॥ ৭৬

আধারঃ সর্বমন্ত্রীনাং মনোয়ান্ মহতীঃপি চ ।

স্বাসনোপরি সংবিম্ব্য তোতা নামা যথাবিধি ॥ ৭৭

প্রত্যহং ধ্যানমগ্নোঃ সুহৃৎ চিন্তা পুরঃসর ।

একদা শ্রীরামকৃষ্ণো গুহ্যং বদচ্ছ সাধরং ॥ ৭৮

পুংসৌ ব্রহ্মমগ্নস্য তব নিত্যধ্যান মনোরথকং ।

শ্রুত্বৈবীবাচ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতা সুযুক্তিকং ॥ ৭৯

শুদ্রার্থং মনসৌ বত্ স নিত্য ধ্যান প্রযোজনং ।

পরন্তু তেন মালিন্যং মনসঃ সুবিনশ্যতি । ১৩

Totapuri thought, "Who is Shri Ramakrishna, his disciple. He seems to be well-versed in all the Sashttras and the wisest of the wise." He thought and thought. One day Sri Ramakrishna said to Totapuri, "Possessed with the knowledge of Brahma as you are, it is quite unnecessary for you to sit for meditation every day." Totapuri replied, "It is necessary to purify the mind."

13 to 17

কলেবরে । ৩০

এবং ভাবিতেন মহৎ হইতে মহতর সর্বশক্তিযুক্ত বিচক্ষণ সর্ব-  
দর্শী আমার শিষ্যরূপে অবিদিত এই মহাপুরুষ কে ? ১৩

মধ্যলীলায়াং ৭৪তমঃ অঃ ।

এইরূপভাবে তোতাপুরী প্রতিদিন নিজে আসনে বসিয়া যথাবিধি ধ্যান মগ্ন হইতেন । ১৪

এইরূপভাবে ব্রহ্ম চিন্তায় অধিষ্ঠিত তোতাপুরীর নিকটে কোন এক সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরুকে সমাদরপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আপনি ব্রহ্মের পুরুষ আপনায় প্রতিদিন ধ্যানের প্রয়োজন কি ? রামকৃষ্ণের বাক্যার্থ বেড়া তোতা সেইরূপ কথ। শুনিয়া বলিলেন বৎস ! মনের শুদ্ধির জন্য নিত্য ধ্যান প্রয়োজন । নিত্য ধ্যান করিলে মনের মালিগা দূরীভূত হয় ।

১৫।১৬।১৭

যদেদং পিত্তম্ পাত্ৰং পত্যন্তং মার্জিতং যদি ।

মালিন্যেন ন লিপ্যেত যদরূপেণ তিষ্ঠতি ॥ ৭৮

শ্রুত্বৈব শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্দ্রদাস্য পুরঃসরং ।

প্রোবাচ যদি তত্ পাত্ৰং কাম্বুনদময়ং ভবেত্ ॥ ৭৯

তত্র নিত্য যদরূপে মালিন্যং মম্বয়েত্ কুতঃ ।

সর্বদা যদরূপস্তান্মালিন্যেন ন যুজ্যতে ॥ ২০

তীতা শ্রীরামকৃষ্ণস্য শ্রুত্বা প্রত্যুত্তরং বচঃ ।

অণু বাক্যশূন্যতামাপ সত্যস্তাদিত্য নিশ্চিতম্ ॥ ২১

পুনরন্যদিনে ব্রহ্মম বিচার সমধি তথোঃ ।

প্রজ্বলিত হৌমবহ্নৌ জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকং ॥ ২২

“Just as this brass utensil requires rubbing and cleaning to keep it free from impurities”  
At this Sri Ramakrishna smiled and said. “If the

মহ্যলীলায়াং ১৪মঃ অঃ ।

utensil is made of gold, the question of impurities, rubbing and cleaning cannot arise. You have purified your mind for all times by your knowledge of Bramha. Hence the process of purification in your case is quite unnecessary." Totapuri had nothing to say further. Another day when both of them were discussing on Bramha before the holy fire. 18 to 22

বদ্রাত্ত্বাদঃ—

যেহুগ এই পিতলের দ্বীপ যদি প্রতিদিন মাজিত হয় তবে তাহাতে মালিন্য হয় না। পরন্তু পাঁচটি পরিষ্কারই থাকে। ১৮

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু ভোতাপুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া দ্রবং হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন। যদি এটা মোটাটি সোণার হয়, তবে টেঁহা সর্বদাই শুদ্ধভাবে থাকিবে। তাহাতে ময়লা ধরে না।

১৯/২০

ভোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেইরূপ প্রত্যুত্তর শুনিয়া অবাক হইয়াছিলেন এবং হইে প্রব সত্য এইরূপ দ্বিগ করিয়াছিলেন। ২১

পুনরায় অশ্ব একদিন গুরু নিবোধ ব্রহ্মবিচার সময়ে সমুখস্থ প্রমলিত হোমায়িত্র একটি অনন্ত কাঠবণ্ড। ২২

দেবান্যযস্য মহতা মৃত্যৌ লগ্নাহ তং যদা ।

তদা নতুমাহমং দৃষ্টা সীতা বহ্নিরিব জ্বলনন্ ॥ ২২

মক্লোধং প্রাহ তং মৃত্যুং কথং ত্বমগ্নিমগ্নদ্বী : ।

যত্র পথিত্রান্নি মগ্ন্যি সর্ঘ্বং দেবাঃ সশাসবাঃ ॥ ২৪

## বঙ্গানুবাদঃ—

মর্যাদাপূর্ণ গুরুকপী ব্রহ্মজ্ঞ আপনাকে ধিক্। যেহেতু আপনি  
এই এখনই বলিতেছিলেন জগৎ ব্রহ্মময়, এই পরিদৃশ্যমান  
জগতে যাহা দেখা যাইতেছে সমস্তই ব্রহ্ম হইয়া গুপ্ত মত। সেই ব্রহ্মই  
সত্যবত্ত তিনিই আত্মা। এইসকল বেদবাক্যেব অনুকূল সাধনের  
কি এই ফল। ২৮।২৯

এইকপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবেন কথা শুনিয়া তোতাপুরী-ত্রিশূল  
তাগ কবিতা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শুকভাবে পুনর্বার আসনে উপ-  
বেশনপূর্বক অত্যন্ত অশ্রুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। ওহে বামবৃক্ষ  
তুমি যাহা বলিলে তাহা অতি উপদেশের আমার পদম মঙ্গলদায়ক ও  
ক্রোধ শান্তির বাক্য। এই ক্রোধই আমার মহা শত্রু এবং সদস্য  
ভাবের নাশকাণী। ৩০।৩১।৩২

‘অর্থবাছ’ সন্ত্যজামি পাপক্লোধ’ সুনির্দিষ্টম্।  
‘ইন মে যোগযুক্তস্য স্বজন’ ভবতি ধ্রুব’ ॥ ২৩  
জগ্নিস্তদ্বাহিকাশক্তিরভেদঃ শাস্ত্রসম্মতঃ।  
ব্রাহ্মণী ব্রহ্মযুক্ত্যে মাছামেদ’ শ্রুতিস্তথা ॥ ২৪  
আজন্ম পুরুষাক্ষারাম্যো তোতা ন তু ববচিৎ।  
শক্তি শক্তিমতো ইবমমেদ’ স্বীকারত্যসী ॥ ২৫  
ব্রহ্মনির্দেশ্যক’ বস্তু তোতা বদতি সন্তত’।  
শ্রীরামকৃষ্ণো বদতি পূর্ণব্রহ্ম সম্যক্তিক’ ॥ ২৬  
এ’ ব্রহ্ম বিচারে তু গুণো গিণ্যস্য চ দ্বয়োঃ।  
সংঘর্ষঃ সমদ্বান্ জাতৌ ব্রহ্ম সিদ্বান্ততস্তয়োঃ ॥ ২৭

মধ্যলোভায়া ১৪শ: অ: ।

"From this day onwards I - shall not allow myself to be overcome by anger, which causes set-back in my penance." It is said in the holy books that fire and its power of burning is one and the same and that Bramha and its power is one and the same. Totapuri did not agree that power and the powerful was one and the same. He maintained that Bramha was devoid of any quality or virtue. Shri Ramakrishna held that Bramha was allpowerful. In this way a very wide difference of opinion between the two developed.

33 to 37.

বদানুবাদ : —

আজ হতে আমি পাপকণী ক্রোধকে হুনিশ্চিতভাবে সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করিলাম। এই ক্রোধের ধারাই যোগযুক্ত আমার পতন অনিবার্য। ৩৩

যে রূপ অগ্নি ও অগ্নির বাহিকশক্তির শাস্ত্রসম্মত অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদ বেদে বলা হইয়াছে। ৩৪

কিন্তু আজন্ম পুরুষাকাণ্ডের পক্ষপাতী ভোতাপুরী যোগী সেই শক্তি এবং শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করেন নাই। ৩৫

ভোতা সর্বদাই বলেন ব্রহ্ম নির্বিশেষ বস্তু। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলেন পূর্ণব্রহ্ম শক্তিযুক্ত বা সমর্থক বস্তু। ৩৬

এইরূপে ব্রহ্ম বিচার সময়ে শুধু নিয়োরণ পরস্পর অভ্যন্ত বাদানুবাদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষয়ে উভয়ের পৃথক মত। ৩৭

মধ্যলীলার্য্য ৭৪য় অঃ ।

কিছু যে ভগবান জগদ্বাসী সকলের সর্বপ্রকার বিষয়ের সর্ববিধান কর্ত্তা। স্বামী, মাতা, পিতা, পুত্র ও সূত্র ইত্যাদি ভাবে সেই সেই সাধন দ্বারা সর্বোত্তম সাধকগণ প্রতিগেহেও আরাধা, সর্বানন্দপ্রদ সচ্চিদানন্দ দিগ্ভৈ এক অমর তত্ত্বরূপ মুক্তিদাতা ভগবানকেই নিশ্চয়রূপে পাইয়া থাকেন। ০১৪১৪২

জ্ঞানিনো য' ন বিন্দন্তি কেবল' জ্ঞান চক্ষুযা ।

বিন্দন্তি সতত' তে হি যি হি তচ্ছরণ' গতাঃ ॥ ৪১

সীতা: শ্রীরামকৃষ্ণস্য বাগ্য' সর্বাঙ্গসুন্দর' ।

শ্রুত্বাপ্যাহ বিকৃতস্য প্রলাপোঃ' সুনিশ্চিত: ॥ ৪৪

শ্রুত্বে' রামকৃষ্ণস্য প্রীত্বা' ত' গুব' পুন: ।

জ্ঞাস্যসি ত্ব' তদা সাধী যদা মাতু কপা ভবেত্ ॥ ৪৫

তত্প্রসাদ' বিনা কোঃপি ব্রহ্মরূপা' সনাতনী' ।

ন যেতি জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তেন মনসা কাচিত্ ॥ ৪৬

এতচ্চিন্তরে সাধু রক্তাতিসার পৌড়িয়া ।

কঠোর যন্ত্রণায়ুক্তো বমুঃ পৌড়িতো মৃত্য' ॥ ৪৭

"God cannot be known by intellectual efforts. Those who pray and await his grace can know him." Tota said, "What you say is very sweet to hear but is at bottom void of any reason or rhyme." Ramakrishna replied, "You will know the truth only when my Mother will be kind to you." In the meantime Totapuri was suffering from painful dysentery. 43 to 47.



মধ্যলীলায়াং ১৪মঃ অঃ ।

বস্ত্রানুবাদ :—

জানিগণ কেবলমাত্র জ্ঞানচক্ৰ দ্বারা তাঁকে জানিতে পারেন নাই ।  
যে সকল ব্যক্তি তাঁহার শরণ লয় তাঁহারাই তাঁহাকে জানিতে  
পারেন । ৪৩

তোতাপুরী ঠাকুরের সর্বদ্বন্দ্বম্বর বাক্য শ্রবণ করিয়াও বলিয়া-  
ছিলেন ইহা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নয় । ৪৪

ঠাকুর পুরীর এইরূপ কথা শুনিয়া গুরুরূপী সম্যাসীকে পুনর্ব্বার  
বিশেষভাবে বলিরাছিলেন । হে সাধু আপনি তখন জানিবেন যখন  
মায়ের কৃপা পাইবেন । ৪৫

কৃপাময়ীর কৃপা ভিন্ন কেবলমাত্র জ্ঞান বা বৈরাগ্যের দ্বারা সেই  
অন্ধরূপী সনাতনী ভগবতীকে কোনও ব্যক্তি কখনও জানিতে সমর্থ  
হন নাই । ৪৬

উৎপরে হুই একদিনের মধ্যেই সাধু তোতাপুরী রক্তাতিসার  
বা রক্ত আমাশা রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভীষণভাবে যন্ত্রণা  
পাইরাছিলেন । ৪৭

সৌদরম্য মহানায়াঃ কল্পনাতিব ভৌষণ্য ।

জাতামহা যাতনাহি চ্যান্ন জ্ঞান বিলোপিকা ॥ ৪৮

অমূদত্যলভ্যেণ হাহতোঽপি বদন্ মুহুঃ ।

যত্র বিস্ময় বৈকল্য ব্রহ্মনিষ্ঠম্য যোগিনঃ ॥ ৪৯

কিংকর্তব্য বিমূঢ়স্য দেহানস্থিত্য বাদিনঃ ।

জগস্রোশদিক্ বস্তুমর্নং মিথ্যেতি তদ্ব্যতম্ ॥ ৫০

কিন্তু দেহম্য যৌক্যায়ঃ কয়মব্যোজ্জতির্মবেত্ ।

বেদান্তবাদৌ মন্ত্রগান্ নিমোহ সময়ি স্বয়ং ॥ ৫১

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

রোগচিন্তা ব্যাকুলিতো মনস্বेतদচিন্তয়ত্ ।

পঞ্চমূর্তীত্য দেহোঽয়ং যন্ত্রণাধাররূপকঃ ॥ ৪২

Very acute stomach trouble accompanied with unbearable pain made him too restless to observe his holy practice. He repeatedly exclaimed, "Alas, I am in the jaws of death." Such was the unbalanced state of mind. He who held that Brahma was the only reality and the world with all animate and inanimate things was as false as a mirage, now could not deny the reality of his physical pain. The ascetic felt that this physical body made of five elements was the abode of all pains. 48 to 52.

**বঙ্গানুবাদ :—**

উপরের নাড়ীসকল কাটিয়া ফেলার মত যন্ত্রণা, ধ্যান ও জ্ঞানের নষ্টসাধনরূপা অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল । ৪৮

এবং হায় আমি যরিয়াম এইরূপ পুনঃপূর্ব্বার বলিতে বলিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যোগী ভেড়োপুরী দেহ বলিয়া কিছুই নাই এইরূপ সিদ্ধান্তবাদী যোগীর মত জীবাদি সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইলেও দেহের বাতনার অস্বীকার করিতে করেন । ৪৯।৫০

সেই সন্ন্যাসী তখন রোগচিন্তায় অস্থির হইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে এই দৃষ্টমান দেহ পঞ্চভূত হইতে উদ্ভব হইয়াছে। অতএব এই দেহটি যন্ত্রণার আধারস্বরূপ ইহা গ্রন্থ নিশ্চিত । ৫১।৫২

মণ্ডলীলায়াং ৭৩শঃ শ্লোকঃ ।

কো বিদ্বানাত্মসাত্ কৃৎবা দেহং পুষ্যতি যত্নতঃ ।

রাত্র্যামস্যামিমং দেহং গজাগর্ভে সুনিয়তং ॥ ৭২

বিসৃজ্যাস্বিন দুঃখানামবসানং করোম্যহং ।

সঙ্কল্পমাত্রং তত্ কৰ্ম্য কৰ্ত্তুং তোতা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৪

স্বমনৌ ব্রহ্ম চিন্তায়াং পূর্বাভ্যাস বলেন হি ।

নিযুক্ত্য ধীরভাবেন গজায়ামবতীর্থ্য চ ॥ ৭৫

জাতুদগ্নং জলং বীক্ষ্য ক্রমশোঃপি সন্তপসৌ ।

কিন্ত্বত্র মহদায়র্য্যং বহু দূরগতীঃপি সঃ ॥ ৬৬

কুতাপি ন জলং প্রাপ জানৌরুপরি সঙ্গতম্ ।

প্রায়েন ক্রমশঃ সাধুঃ পরপরস্য সন্নিধি ॥ ৭৩

“Who is that wise man who thinks that his body is his own and sets himself to nourish it carefully. This night I shall throw my body into the Ganges and thus make an end to all my pains.” With his mind meditating on Bramha, he slowly stepped into the river. He was a long long way off from the bank, yet the water was only knee-deep. He moved onwards for the desired depth. But he was surprised to see that no-where the water rose above his thigh. He had almost crossed the river and come very near to the opposite bank. 53 to 57.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব কোন গণ্ডিত ব্যক্তি নিম্নের দেহকে আমার বলিয়া ধ্বংস-পূর্বক পোষণ করেন। আমি এই দেহটি গঙ্গা গর্ভে নিমজ্জিত

মণ্ডলোন্মীয়া ১৪শঃ অঃ ।

করিয়া পরিত্যাগ করিব । তাহা হইলে আমার সমস্ত যত্নপার  
অবসান হইবে । এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রে সেই কাৰ্য্য করিবার জন্য  
তোতা প্রস্তুত হইলেন । ৫৩৫৪

পূর্বের অভ্যাসের বলে নিজের মনকে ত্রুষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন করতঃ  
ধীরে ধীরে গঙ্গাগর্ভে বাইলেন । ৫৫

গঙ্গায় জানু পবিসিত জল দেখিয়া ক্রমশঃই তোতা গঙ্গার  
মাঝখানে যাইলেনও অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেখানেও  
গঙ্গার জল জানুর উপরিভাগ উঠিল না দেখিয়া নাধু ক্রমশঃ প্রায়  
গঙ্গার পরপারের নিকটবর্তী হইয়া গঙ্গা পার হইয়া রাজির অন্ধকারে  
গঙ্গার তীরবর্তী গৃহ বৃক্ষ এবং তীরস্থ গো মহিষাদি ছায়ার মত দেখিয়া  
ছিলেন । ৫৬৫৭৫৮

প্রাপ্তো নিয়ান্ধকার্ণেণ দুঃস্থান্ গৃহপাদিপান্ ।

তথা তলস্থ দ্রব্যানি চ্ছায়ামিষ স দৃষ্টবান্ ॥ ৫৬

বিচ্ছন্ন স্বাত্ম্যভাবিন তদা তোতা পরিভ্রুতঃ ।

প্রায়েন ঘটিকা যাবত্ তল স্থিত্বাণ্ধবিন্ত্যত্ ॥ ৫৭

মায়াকৈয়' কুতো যেয মায়াতা বিশ্বমোহিনী ।

জামুরী যায দেবী বাথবা কালী পরীক্ষণম্ ॥ ৫৮

শ্রিত্ব মাতা জগদ্ধাত্রী বৈলোক্য জননী শিবা ।

অনুকম্যা বলাদ যস্থা সৃষ্ট্যুর্মা' ন যসিষ্যতি ॥ ৫৯

কলৌবর' তুচ্ছমিদ' ন নিমজ্জয়িতু' ঘমঃ ।

মাগীরথ্যা জল' নাস্তি জানুমানাধিক' কিল ॥ ৬০

In the darkness of the night, the dwellings  
trees and and all other things on the bank were

seen like shadows He remained there wonder-struck for about an hour and began to brood over the matter. "Is it due to some evil influence or godly power or a test by the Goddess Kali, by whose grace even death would not lay his hand upon me. I have not been able to drown myself as the water does not rise anywhere above my thigh. 58 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সময় ভোতাপুরী আশ্চর্যান্বিত হইয়া শুকভাবে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় এক ঘণ্টাকাল সেই পরপারে গঙ্গাগর্ভে অবস্থানপূর্বক এইরূপ ভাবিতাছিলেন । ৫৯

ইহা কি মায়া ? কোথা হইতেই বা এই বিশ্ববিমেহিনী মায়া আসিয়া উপস্থিত হইল ? ইহা কি আশুরী মায়া কিংবা দেব মায়া অথবা কালীমাতার পরীক্ষা । ৬০

বোধহয় নিষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা ত্রৈলোক্য জননী ব্রহ্মময়ী নিবাসী বাঁহাৱ কৃপা বলে মুহূর্ত্ত আমাকে গ্রাস করিল না । ৬১

এই মুহূর্ত্ত সেহটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইতে পারিলাম না । মূহূর্ত্ত দেহ প্রমাণ গঙ্গায় জল নাই । ৬২

অন্যে স্বীয়স্বীয় দুর্নিমিত্তাঃ প্রদীপিতাম্ ।

নৌচৈবান্যগোপ্যে নমো হৃদয়ং যোতাঃ মহামুগাঃ । ৬৩

সীতীযতি মদা মান্দি মমায়াস্তদ্যবাস্যতা ।

যৎ তদ্যাত্মবৎস্বদ্যাত্মানিতমমূতদা । ৬৪

মণ্ডলোনায়া ১৪৩: অ: ।

মৌচোনট: স্মৃতিল'ব্বী ভগবত্যা: প্রসাদত: ।  
 অপরূপো জ্বললোকসম্পাতৌদিচ্ প্রকাশিতা ॥ ৬৫  
 তত্রাপশ্যন্মাত্ সূঁতি' জ্যোতিষামন্তরে স্থিতা ।  
 বিশ্বস্য জননৌ সাত্ত্বাদচিন্ত্য যক্তিৰূপিণী ॥ ৬৬  
 জলে স্থলেচান্তরীচে শরীরে স্তে মনস্ব্যপি ।  
 সুস্থতায়াং যাতনায়াং শ্রানিঃশ্রানিঃস্থিতা ॥ ৬৭

He realised that such miracles were ever a mystery to man. Surely the river was deep enough to float thousands of ships sailing to and from the sea. He perceived the all-pervading glory of the Goddess, in the earth, water and the sky, inside and outside his own body.

63 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব এই ঐশ্বরিকীশীলা দেহধারী মানবগণের অচিন্তনীয় ইহা ঐব নিশ্চিত । তা যদি না হয় তবে ভাগীরথী গঙ্গার গর্ভে অসংখ্য বৃহত্তর জলযান ভাসমান হইয়া সর্বদা রহিয়াছে । এবং সমুদ্র হইতে কত অসংখ্য জলযান আগিতেছে । এইরূপভাবে সেই সময় ভোতাপুরীর অন্তরের চক্ষু উন্মোচিত হইয়াছিল । ৬৩৬৪

মাতা বিশ্বজনীর অনুগ্রহে ভোতাপুরীর অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট ও জ্ঞানেব প্রকাশ হইয়াছিল । এবং সেই সময় বর্ণনাভীত অত্যাশ্চর্য আলোক পতনে দিকসকল জ্যোতির্ময় হইয়াছিল । ৬৫

সেই জ্যোতির্মধ্যে সাক্ষীং জগন্নার অচিন্ত্যরূপিণী মাতৃ মূর্তি দেখিয়াছিলেন । ৬৬

মণ্ডলীলার্থা ১৪ম: অ: ।

যে মাতা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার স্বরূপা সনাতনো জলে স্থলে  
অমরীকৈ স্বকীয় শরীরে বাতনার সূহৃতাগ্র স্থানে ও অস্থানে সর্বত্র  
বিস্তারিতা । ৬৭

জীবিত্যপ্যযশা মূল্যৌ যদৃষ্টে যত্ শ্রুতিঃপি চ ।  
স্যা মাতাখিল যিহ্নস্যাচাররূপা সনাতনী ॥ ৬৮  
নয়তি ধ্রুবমধৌতমধ্রুবং ধৌতমপ্যসৌ ।  
অন্তর্যামি স্বরূপেণ জীবানামন্তরে স্থিতা ॥ ৬৯  
তস্যা ইচ্ছাং বিনা কৌঃপি স্বপ্রভাবেন মুক্তত্যা ।  
মাস্ত্ কদাপি নো যন্তো মন্তুঃ বাপি ন যন্ততে ॥ ৭০  
শরীর বৃদ্ধি মনসামতীতে চ সদাস্থিতিঃ ।  
সুরীয়া নিগুণা শুদ্ধা চিদানন্দস্বরূপিণী ॥ ৭১  
মাতা ব্রহ্মময়ী জ্ঞাতাধুনা প্রত্যক্ষরূপতঃ ।  
তয়া মৃত্যুমুখপতী দ্ব্যহং সম্পূর্ণ সুস্থতাং ॥ ৭২

"She is the Eternal Being who is the creator, preserver and destroyer of this universe. It is she who can make the truth untruth and the untruth truth. She is the source of life. None can do anything against Her will. She is beyond all knowledge and intelligence. She has made me free from the disease which would have caused death to me. 68 to 72

বঙ্গানুবাদ:—

অথবা যিনি জীবিতাবস্থায় মৃত্যু সময়ে দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ে সেই  
মাতাই সমগ্র জগতের আধার স্বরূপা ন্তিত্যা । ৭৮

মধ্যসীলায়াং ১৪য়ঃ অঃ ।

এবং যিনি ক্রমকে অক্রমে অক্রমকে ক্রমে পরিণত করেন অর্থাৎ সমস্ত জীবের অন্তর্ধামিরূপে অবস্থান করেন । ৬৯

এবং কোনও একটি জীব ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা ভিন্ন নিজ শক্তিতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না । এবং এরূপ শক্তি কাহারও নাই যাহাতে সে ইচ্ছা করিয়া মরিতে পারে । ৭০

শরীর বুদ্ধি ও মনের অগোচরে তাঁহার স্থিতি । সেই তুরীয়া নিগুণা সচ্চিদানন্দরূপা বিমুক্তা ব্রহ্মময়ী মাতা সম্প্রতি প্রত্যক্ষরূপে আমার পরিচিতা হইলেন । সেই ব্রহ্মময়ী দ্বারা স্বত্বার গ্রাসে পতিত আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থতা প্রাপ্ত হইলাম । সম্পূর্ণরূপে রোগশূন্য হইয়াছি রোগ বস্ত্রণা কোথায় গেল । ৭১, ৭২

নীলী রোগী গতঃ কুল গতা বা রোগযাতনা ।

নাস্তি তথা বিধৌ রোগঃ শৌকী যাবি শরীরিণী ॥ ৩২

ন নাশয়সি যং কালী কৃপাহৃদেব কৈবল্যং ।

প্রায়েন সন্ততি সমা বাহু মনমামগোচরং ॥ ৩৩

ব্রহ্মৈতু্যুপাসনাযুক্ত স্তম্ভে সৰ্ব্বং সমর্পিতম্ ।

দেহপ্রাণামনযাপি তস্মৈ দত্তং ময়া ধ্রুবং ॥ ৩৪

ব্রহ্মৈব সা জগন্মাতা মম প্রত্যক্ষতা গতা ।

হরগৌরী স্বরূপেণ মত্সমীপে স্পর্শ্যসী ॥ ৩৫

ব্রহ্মণৌ ব্রহ্ম যজ্ঞেয মেদৌ নাস্তি কথয়ন ।

সা চাদৃষ্টা ময়াশাশ্ব মহামায়া প্রসাদতঃ ॥ ৩৬

Her kind look alone can cure all diseases. I have dedicated my life and all to Bramha. I



মধ্যলীনায়া ৭৪য়ঃ অঃ ।

have now realised that she is Bramha and that  
Bramha and its power is one and the same.

73 to 77

বন্দানুবাদঃ—

সেধধারী জীবসকলের দত্ত বড়ই রোগ বা শোক হউক না কেন  
কালীর কৃপাপূতি হটলে সমস্ত দূরীভূত হটয়া যায় । ৭৩

আমি প্রায় ৭০ বৎসর যাবৎ অক্ষর উপাসনা বা সাধনপূর্বক  
অশ্বৈ সকল সন্মর্শন করিয়াছি । সেহ মন প্রাণ এই সকলও অশ্বৈ  
সন্মর্শন করিয়াছি । ৭৪।৭৫

সেই অশ্বৈ জগদ্বা তিনিই আমার প্রত্যক্ষ হইলেন । আমার  
নিকটে সম্প্রতি বরগৌরুরূপে প্রকাশিত হইয়া অশ্ব ও অশ্বশক্তি  
ভেদ কিছুমাত্র নাট এই বৎ বিহিত সিদ্ধান্ত মহামায়ার কৃপায়  
আমি অত্যক্ষরূপ উপলব্ধি করিলাম । ৭৫।৭৭

মধ্যমীশ্রায়াং ১৪৪ঃ অঃ ।

পুনঃ পুনঃ স্বীদরে স কৃত্বা তু করতাদ্ভনং ।

সম্পূর্ণ যাতনাভাবং রোগমুক্তিঁ বিনোক্ষ্য স্ব ॥ ৮২

Totapuri again crossed the river on foot and came back to Dakshineswar. He seated himself at Panchabati by the side of the holy fire and felt himself quite recovered. 78 to 82.

বঙ্গানুবাদ :-

সেই গভীর রাত্রে জগদম্বা কালী ভক্তময়ী শিবানী তোতাপুরী সাধুর ভক্তি গঙ্গদর্শিতে প্রকাশিতা হইয়াছিলেন । ৭৮

সেই অম্বাজ ও অচিন্ত্যাবরূপা মহামায়ার দর্শন করিতে করিতে তোতা পুনর্বার আত্মপরিমিত গঙ্গার জল লঙ্ঘনপূর্বক পদপাশ হইতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঘাটে আগিয়া উপস্থিত হইলেন । ৮০

ভাগীরথী গঙ্গাকে নমস্কার করিয়া গঙ্গার ভদ্রভক্তিম্বা দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলেন । ৮০

তৎপরে ধীরে ধীরে পঞ্চবাটীর মূলদেশে নিম্ন হোমায়ি সমীপে অত্যন্ত আনন্দের সহিত অজিনাসনে উপবেশনপূর্বক পুনঃপুনর্বার উপরে হাত দিয়া পদমানন্দে রোগমুক্তি জগৎ সম্পূর্ণরূপে বহুশাস্ত্র দেখিয়া স্বাত্তিকালে গঙ্গাগর্ভে নুতন সনাতন আবির্ভূত হইয়াছিল তখনও তাহা মনের ক্রীড়াস্বরূপ হইতেছে । ৮১ ৮২

গঙ্গাগর্ভে নিশায়াং যঃ সমাধিনৈমরূপকঃ ।

আবির্ভূতোঃশ্রুত্বা শৌণ্ডি মনসঃ প্রীতিদায়কঃ । ৮২

তদ্বিন্দিত্বা ততশ্চৈতান্যে বিনিত্র ময়নৈন চ ।

সুমধুরং স্বাক্ষরিতং মাতুল্যম্ জপেন ॥ ৮৪

মধ্যলোলায়াং ১৪৩: ৩:

ধ্যানেনাপি জগন্মাতুরূপত্বপূর্বকং ।

অপিত্বা স্বমানন্দাৎ কৃতকৃত্য মমন্ত্যত ॥ ৮৭

এব ব্রহ্মময়ো ভাবঃ প্রাপ্তঃ পূর্ব্বতপোবল্লাত্ ।

সর্ব্বমেব রামকৃষ্ণে প্রমাণাচ্ছাৎ সংশয়ঃ ॥ ৮৮

প্রত্যুদে শ্রীরামকৃষ্ণো রোগাতুর গুরোরথ ।

দেহিকা কুশলং জ্ঞাতুমাংস্ত্য গুরু সন্নিধৌ ॥ ৮৯

He passed the rest of the night brooding over his divine experience. In the morning Sri Ramakrishna came to Tota to enquire about his health. 83 to 87.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে ভোতা সেই ঘটনাজি চিন্তায় এবং বিনিমিত্ত নয়নে জ্বলন্ত  
রাজি অর্ধশিষ্ট সময় জগদ্বার নাম ছপ এবং ধ্যানের দ্বারা জগদ্বার  
অরূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া পবমানন্দে রাজি বাপনপূর্ব্বক নিজকে ধৃত  
মনে করিয়াছিলেন । ৮৪।৮৫

পূর্ব্বের তপশ্চাক্ষিত্তে এইরূপভাবে ব্রহ্মময়ীভ ভক্তি লাভ  
করিয়াছিলেন । গঙ্গায় এক হাঁটু জল সেবীর দর্শন রোগ মুক্তি এবং  
সমাধি এই সকল অবস্থা এই সকল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের  
প্রভাবেই হইয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ । ৮৬

অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব যোগাতুর গুরু ভোতাপুরীর দেহ  
সদ্বন্ধে কুশলাবুশল জ্ঞানিবার জন্ত ঠাকুর গুরুর নিকটে যাইয়া সেই  
স্থানে সেই সময়ে সেই গুরুকে অশ্রুপ দেখিয়াছিলেন । ৮৭

মণ্ডলোলায়াং ৭৪শঃ অঃ ।

অপশ্য স্তং গুরুং তত্র রূপান্তরমবস্থিতং ।  
 ন রোগলক্ষণং কিञ্চিজ্জাতিব পৃথগাত্মতা ॥ ৮৮  
 হাস্যহীনস্য মুখস্য সর্বতঃ পরিবর্তনং ।  
 দ্বানন্দপ্লুতদেহোঃস্য রোগমুক্তোঃমবস্থতা ॥ ৮৯  
 স্তম্ভিত্য অরামক্ৰম্য স্বপার্ষ্ণ্যং প্যতিব্রতঃ ।  
 উপবেশ্য প্ৰতীতায়াং যামিন্যাং যা দ্ব্যলৌকিকী ॥ ৯০  
 ঘটনাঘটিতা তাং হি সর্ঘ্বাং স সমবর্ণয়ত ।  
 এবমুক্ত কথ্যশেপে কালো মে নিষ্কলো গতঃ ॥ ৯১  
 ব্রহ্মময়্যা যতো মাতুর্নাহং বেদ্য স্বরূপকং ।  
 অহৌঃপ্ৰতা বাধতি মাং ব্রহ্মবশক্তি র্হিমানিতা ॥ ৯২

He found Tota quite hale and hearty. No symptom of any disease was visible. Tota cordially welcomed his disciple and narrated all that happened in the night. He further said. "I have wasted so many years of my life in vain, as I was quite ignorant of the glory of the Goddess. I have been too foolish to attach any importance to the power of Bramha ( the Supreme being )

88 to 92

বঙ্গানুবাদঃ—

অর্থাৎ ঠাকুর পুরীর রোগলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইয়াছিলেন না সম্পূর্ণরূপে অস্ত্র ভাব । ৮৮

পুরীর বদনমণ্ডল হাস্যযুক্ত অতএব রোগমুক্ত হইয়াছেন এইরূপই ঠাকুর ভাবিয়াছিলেন । ৯২

মধ্যলীলার্য্য ১৪শঃ অঃ।

পুত্রী শিষ্য বামকৃষ্ণকে দেখিবারাত্র সমুদ্রনে সযতনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেমকল আলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল নিফলে গিয়াছে। ৯০-৯২

যেহেতু সাক্ষাৎ অন্নময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিশীনতা আমাকে ভ্রম্ব নিতেছে। যেহেতু আমি অন্ধশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

বত্সায দিষ্যচক্ষু ম' স্ফুটিত ত্বত্প্রসাদতঃ ।  
 শ্বত্বেষ ধীগুরোর্বাক্য' মত্যুবাচ পুরী' প্রমুঃ ॥ ৮৩  
 স্মাতমেতন্নবদ্বিস্তু সংশয়ঃ কণ্ঠচক্ষুযোঃ ।  
 গতী'দ্য সবিশেষ' হি জ্ঞাপামহ্যঃ জ্ঞাপাবল্লাৎ । ৮৪  
 'মানীবাহ্মিদমাশ্রা জ্ঞাপিত' বহুরূপতঃ ।  
 ব্রহ্মণো ব্রহ্মশক্তৌ মেদৌ নাস্তি কথঞ্চন ॥ ৮৫  
 'অগ্নিস্তদ্বাদ্বিকাশকৌ নানাত্ব' নাস্তি নিশ্চিত' ।  
 তাৎপর্য্য' ব্রহ্মশক্তি' ব্রহ্মরূপামতামম ॥ ৮৬  
 নত স্তোতা রামকৃষ্ণমুবাচ পরপূর্ব্ব' ।  
 যা মমাখ্যানিকী শক্তি রপূর্ণা যিত্যতি হৃদি ॥ ৮৭

"Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth" On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied, "All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

মধ্যলোলায়া' ১৪শ: অ:।

sought to impress upon you that there was absolutely no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বদ্যানুবাদ:—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষু উদ্বীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষু: ও কর্ণের সন্দেহ ভগ্নন হইল ত। পূর্বেই মা আমাকে ইহা জানাটয়া দিয়াছেন যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪।৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি বেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ব্রহ্ম শক্তিই ব্রহ্মরূপা সনাতনী মাতা জগদম্বা ইহাই যথার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার মঙ্গ বশত: সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল।

৯৭

সাপ্তনা ত্বৎ সহায়স্য পরিত: পূৰ্ণতা গতা।

জ্ঞানার্থোহিহ জ্ঞানার্থোহিহ দৃষ্টা মাতু: জ্ঞানাক্ষণাঃ ১৮৮

एवमती गुरुशिष्यो द्वौ समसिद्धियुतौ तदा।

प्रविश्य जगदम्बाया मन्दिरं भक्तिपूर्वकं १৮৯

## মধ্যলীলার্য্য ১৪শঃ অঃ।

পুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে সেবিবামাত্র সসম্মানে সম্বন্ধনে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া রাত্রিকালে যেমকল অলৌকিক ঘটনা ঘটয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিয়াছিলেন এবং কথার শেষে বলিলেন আমার এত কাল মিথ্যে গিয়াছে। ৯০-৯২

যেহেতু সাংসারিক ব্রহ্মময়ী কালীমাতার স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আজ আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে দুঃখ দিতেছে। যেহেতু আমি ব্রহ্মশক্তির অবমাননা করিয়াছি। ৯২

বত্সাদ্য দিগ্ভ্যচচু ম স্ফুটিত ত্বত্প্রসাদতঃ ।  
 শ্রুত্বৈব শ্রীগুরোর্বাক্য প্রত্যুবাচ পুরী প্রভুঃ ॥ ৮২  
 জ্ঞাতমিতরবদ্বিস্তু সংযয়ঃ কর্ণচক্ষুযোঃ ।  
 মতোদ্য সবিম্রীষঃ হি ক্রপাসমুখ্যঃ ক্রপাবল্লাত্ ॥ ৮৪  
 প্রাণিবাচমিদমাশ্রা জ্ঞাপিত বহুব্রুপতঃ ।  
 ব্রহ্মণো ব্রহ্মময়ন্তেভ্য ভেদো নাস্তি কথঞ্চন ॥ ৮৫  
 অগ্নিস্তদাহিকাগন্ধে নানাত্ব নাস্তি নিশ্চিত ।  
 তাদৃগিযং ব্রহ্মময়ন্তি ব্রহ্মমরূপামতামম ॥ ৮৬  
 তত স্তোতা রামকৃষ্ণমুবাচ পরপূরুষ ।  
 যা মমাখ্যাতিশ্যো যক্তি রপূর্ণা বিদ্যতে হৃদি ॥ ৮৭

“Oh, my son, it is due to your kindness that I have realised the truth” On hearing these words of Totapuri, Sri Ramkrishna replied. “All this was known to you Your eyes and ears did not believe it. Now by the grace of Goddess all your doubts are cleared. In various ways I had

মধ্যলীলায়া ১৪মঃ অঃ।

sought to impress upon you that there was absolutely no difference between Bramha and its power, just like fire and heat. Totapuri said, "It is due to your kind help that I have been able to attain the ultimate knowledge in the spiritual field. 93 to 97.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে বৎস তোমার অনুগ্রহে আজ আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে।

ঠাকুর এইরূপ শুনিয়া পুরীকে বলিয়াছিলেন। ৯৩

এখন আপনার চক্ষু ও কর্ণের সম্বেদ ভগ্ন হইল ত। পূর্বেই মা আমাকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে ত্রাণ ও ত্রাণ শক্তির ভেদ কিছুমাত্র নাই। ৯৪/৯৫

অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি বেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক হয় না। সেইরূপ এই ত্রাণ শক্তিই ত্রাণরূপা সনাতনো মাতা জগদম্বা ইহাই বস্তুার্থ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বাক্য। ৯৬

তৎপরে তোতা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে বলিয়াছিলেন যে আমার হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সিদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। সেই সিদ্ধি আজ তোমার সঙ্গ বশতঃ সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হইল।

৯৭

সামুদ্রা ত্বত্ সहायस्य परितः पुर्यातां गता ।

कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्ट्वा मातुः कृपाकणां ॥ ९८

एवन्तो गुह्यिभ्यो ह्यौ समसिद्ध्युतौ तदा ।

प्रविश्य जगदम्बाया मन्दिरं भक्तिपूर्वकं ॥ ९९



मध्यलोलायां १४३ः अः ।

नेमतुर्दण्डवद्भूमौ तावुभौ सिद्धसाधकौ ।

प्रत्यक्षा सा तदा माता मस्तके योगिनोर्द्वयोः ॥ १००

करो दत्ताय देवो पश्य मे योगयैमव ।

मत्तः परतरं नास्ति भूतं भव्यं भवच्च यत् ॥ १०१

अहमेव हरिः साक्षाद्भक्त्याधिपतिमंजान् ।

रामः कृष्णो हरिविष्णुजिष्णुनारायणोऽव्ययः ॥ १०२

"I feel myself blessed by the grace of the Goddess." Then both of them entered the temple of the Goddess who placed her hands on their heads and said, "Nothing except me in this world exists. I am Hari, Rama, Krishna, Vishnu, Jishnu and Narayana" 93 to 102.

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

যোগীয়াগ স্তথা সিদ্ধির্দেবতা মন্থ এব বা ।  
 মদ্বক্তিযোগমাত্মিত্য মত্তা জানন্তি তত্বতঃ ॥ ১০৩  
 জ্ঞানেন কর্মণা বাপি বৈরাগ্যেন হৃদেণ চ ।  
 ন হিন্দন্তি স্বরূপং মে ভক্তির্ইব হি কারণম্ ॥ ১০৪  
 এব' কাম্বী বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস তৌ তদা ।  
 পুরী হৃদে'ষ তদ্রূপং নিমজ্যানন্দসাগরে ॥ ১০৫  
 স্তোত্র'ণেনেণ তাং দেবীং তুষ্টাব জগদম্বিকাং ।  
 দেবী ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ১০৬  
 সম্বাদারে' সদানন্দময়ি দুর্গে' নমো'স্তুতে ।  
 কালিক্রে কৃষ্ণায়ণে' ত্বং কামারি কৃষ্ণবিশ্বদে ॥ ১০৭

"My grace cannot be acquired by knowledge, work, service or renunciation, but by devotion." The joy of Totapuri knew no bounds on seeing the Goddess and hearing Her words. They chanted hymns to please Her. 103 to 107.

বদ্রানুবাদ :—

এবং যোগ যাগ সিদ্ধি দেবতা ও মন্ত্র একমাত্র আনিই। আমার ভক্তি যোগ অবলম্বন পূর্বক ভক্তগণ যথার্থরূপে আমাকে জানেন।

জ্ঞান কর্ম বা দৃঢ় বৈরাগ্য দ্বারা আমার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই একমাত্র ভক্তিই আমাকে জানিবার উপায় ॥ ১০৪

এইরূপভাবে জগদম্বিকা দুইটি সাধককে আনন্দের সহিত বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫

মণ্ডলীলায়াং ৭৪শঃ অঃ ।

পুত্রী সেই অগুরুরূপ পূৰ্ণ আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত  
হইয়া এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১০৬

হে মাতঃ কালিকে অনন্ত বিশ্ব জ্ঞাতার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়  
কারিণী কাম নাশিনী কৃষ্ণ স্বরূপা সদানন্দময়ী দুর্গা তোমাকে  
নমস্কার । ১০৭

ত্বৎ পাদপদ্মযুগলে সুরতির্মমাস্তু  
মাতঃ প্রসীদ ভবদুঃখহরা ত্বমাখ্যা ।  
দেবী প্রসীদ বরদে সুখমাস্তিদাত্রী  
দ্রাঘীঃ স্রজং বিতর হৈ মম মূর্ধ্নি, নিত্যং ॥ ৭০৮  
ত্বমেব সর্বস্য সুবোজরূপা  
ত্বমেব সিদ্ধিঃ সুখবোধদাত্রী ।  
ত্বমেব ধাত্রী জনসুখি হৈতু  
ত্বমেব নিত্যা পরতঃ পরাসি ॥ ৭০৯  
বিমোহিতাস্তে জড়বুদয়ঃ সদা  
হারাক্ষজাঘ্যে নিমগ্নমানসাঃ ।  
সদামদানন্দ মযার্থে সম্যদে  
ত্বৎ পাদপদ্মং পরিহ্রায় ধামরাঃ ॥ ৭১০

“Oh Goddess, be pleased to shower your  
blessings on our head. Thou art the root cause  
of everything of this world. Thou art the giver  
of all knowledge and happiness. Thou art the  
Mother of this universe. Man becomes free from  
all bondages of this world by your grace. Woe

মধ্যলীলায়াং ৭৪মঃ অঃ ।

to those who serve Mamon and Cupid and never looks for the eternal bliss. 108 to 110.

বঙ্গানুবাদঃ—

হে মাতঃ কালিকে তুমি আমার প্রতি স্নেহসরা ও দুঃখ  
হরা হও। তোমার পাদপদ্মযুগলে যেন আমার স্মৃতি হয়। হে  
সুখশাস্তি দাত্রী বরদে দেবি আমার প্রতি কৃপা কর। সর্বদা আমার  
মস্তকে আশীর্বাদীয়া পুষ্প বিতরণ করুন। ১০৮

তুমিই জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপ। তুমিই নিকি স্বরূপ।  
জ্ঞানানন্দ প্রদায়িনী জননী। তুমিই জনগণের একমাত্র মুক্তির  
কারণরূপ। তুমিই নিত্য এবং জ্যেষ্ঠ বহেতেও জ্যেষ্ঠতর। ১০৯

পত্নী পূজা গৃহ ও বিষয়াদিতে অত্যন্ত আসক্ত জড়বৃদ্ধি জনগণ  
সর্বদা নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম সম্পদ তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ  
করিয়া মোহাকারে পতিত হয়। ১১০

ধন্যোঃসমদ্য মহত্ স্তবপাদপদ্ম

সম্পর্কলেশপরিশুদ্ধ গদাধরস্য ।

সদ্রাদহৌ সকল যান্তিময়ীং ভবাহে:

যারায় পাদতরণীং পরমাং প্রযাতঃ ॥ ৭৭৭

যদি গমনমধস্তাত্ পূর্ব্বকর্ম্মপ্রভাবাত্

ভবতি কুলবিহীনে চান্ন কোটানুকীটে ।

হর হর হরকান্তো দুর্গতিং ত্বং মদীয়ং

ভবতু মম হৃদিস্থ্য ত্বত্ পদে ভক্তিরেকা ॥ ৭৭২

এবং পুরী তদা স্তোত্রং বিদ্যাম্য ভবতারিণীং ।

সম্ভিরাহিরাগত্য পশ্চবত্মাসুপাভিগত্ ॥ ৭৭৩

মধ্যলীলায়াঃ ১৪শঃ অঃ ।

"To-day I have been blessed by virtue of my company with Gadadhar. I have got your feet which will take me across this world of sorrows. Oh Goddess, be pleased to give me devotion to you, even if I may happen to take my birth as the meanest of all living things because of my misdeeds in previous births." After praying so, Totapuri came out of the temple and returned to the Panchabati. 111 to 113.

বঙ্গানুবাদ :—

‘তোমার সম্পর্ককণায় পরিস্কৃত মহান্ গদাধরের সঙ্গ হেতু আজ আমি ধন্য হইলাম ।

‘ অহো! ভব সমুদ্র পারের নিমিত্ত সকল শাস্তিময় অত্যাশ্রম জলযান স্বরূপ আপনার পাদপদ্ম পাইলাম ॥ ১১১

যদি পূর্বকর্মে প্রভাবে নিকটে বোনিতে জন্মগ্রহণ হয় । অববা কুলবিহীন কীটাত্মকীটে গতি হয় । যে হরবল্লভে আমার দুর্গতি হরণ কর । হরণ কর ॥ এবং তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি আমার জগদে অবস্থান করুক ॥ ১১২

এইরূপভাবে পুরী সেই সময় ভবতারিণীকে স্তব প্রবণ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পঞ্চবটীর আসনে উপবেশন করিয়াছিলেন । ১১৩

বৃত্ত: কতিপয়াছানি তত্র স্থিত্বাসুদায়ুত: ।

মিথ্যৈ: সহ জগন্মাতু: প্রসাদে পরিষ্কৃত্য স: ॥ ১১৪

সম্ভ্যা শ্রীমবতারিণ্যা: সদনুগ্ধা মহামতি: ।

মূল্যে দেয়া মহামন্ত্রো গত: স দক্ষিণোন্নরাং ॥ ১১৫

মধ্যলীলায়াং ১৪শঃ অঃ ।

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते  
पारमहंस्यां मंदितायां भगवतः श्रीरामकृष्णदेवस्य तोतापुरी सवरासी  
सकाशात् ब्रह्ममन्त्र ग्रहनानन्तरं तत् कृपाकरणरूपो मध्यलीलायां  
चतुर्दशोऽध्यायः ।

Thus Totapuri became a great devotee to the  
Goddess, and left Dakshineswar after a few days.  
114 to 115.

Here ends the fourteenth chapter of Madhya-  
lila in the Sri Sri Ramkrishna Bhagabatam written  
by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদঃ—

তৎপরে সেই দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন আনন্দের সহিত অবস্থান  
করিয়া শিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত আনন্দময়ীর প্রসাদ পরিগ্রহ  
পূর্বক মহামতি ভোতাপুরী মাতা ভবতারিণীর অত্যাশ্রম অমুমতি  
লাভ করিয়া দেবীর মহা ভক্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দির হইতে  
অশ্রুত গমন করিয়াছিলেন ॥ ১১৪।১১৫

শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের  
মধ্য লীলার চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভোতাপুরী  
সাধুর নিকটে অধৈত ব্রজ মন্ত্র গ্রহণ । এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের  
কৃপায় ভোতাপুরী সাধুর ব্রজময়ী কালীর কৃপালাভে ভোতাপুরী ধন্য  
হইয়া বিশ্বরূপ দর্শন ও ভবতারিণীর স্তবাদি করিয়া অশ্রুত গমন  
করিয়াছিলেন ।

( মঃ ১৪ অঃ সমাপ্ত )

मध्यलीलायां १५शः अः ।

मन्दिरस्य कियद्वेवस्थितस्य सुयोगिनः ।  
 अत्यन्तमाग्रहद्वामूढैस्त्नामधर्मसाधने ॥ १  
 अद्वैत साधना सिद्धेः परं तस्यैव योगिनः ।  
 धर्मान्तर साधनायां वासनाभूदुपरीयसी ॥ २  
 पार्याचारमार्थधर्मं मतिक्रम्य महामतिः ।  
 विभिन्न धर्मगोलानां तत्तद्वर्णानुवर्तिनां ॥ ३  
 परमेश्वर नामायं साविध्यं यतते सदा ।  
 महासाधक वर्योऽयं सखिन्तगातः परं वदु ॥ ४  
 तत्तत् सिद्धि प्राप्तिहेतोरुदयुक्तो नवसाधने ।  
 यदृच्छयामित स्तत्र दक्षिणेश्वर पत्तने ॥ ५

Even though Shri Ramakrishna had attained success in his penance for realisation of Brahma, he desired to undergo penance according to the practice and process followed in Islam and other religions. For this purpose he dwelt at a place at a distance beyond the temple premises. Just at that time there appeared Govinda Roy, a preacher of Islam religion at the village of Dakshineswar. 1 to 5.

মধ্যলোভায়া ১৫৩: অ: ।

প্রায়ে ইমলামী সূফী সম্প্রদায়ের অবর্জক গোবিন্দ রায় নামে একটি আলামত্বের সাধক আনিয়াছিলেন । ১২৩৪।১৫৬

কালেঃস্বিচিস্লামীসুফী সন্মদায় পচারক: ।

শ্রীগোবিন্দ রায় নামা আলাম সাধক সন্তম: ॥ ৬

তচ্চাদেব রামকৃষ্ণৌ দৌচিতৌ ছামবন্ মুদা ।

যাবনিকস্য ধর্মস্য সাধনা সময়ে প্রমু: ॥ ৭

তচ্চা মধুরসম্পর্ক মন্দিরস্য চ সন্নিধি: ।

ষদ্বিভাগে মন্দিরস্য সর্বদা সমবস্থিত: ॥ ৮

তদ্বর্নোক্তগুণ পান ভোজনম্ তথা কৰোত্ ।

হৃদমুক্তা ঠাকুরেণ সাধনায়া: প্রসঙ্গত: ॥ ৯

শ্রিত্যাগা শ্রবণেচ্ছায়া কৌতূহলবশাৎ কদা ।

আলামম্ তদাহমমজপ প্রীতিপূর্ব্বক ॥ ১০

Sri Ramkrishna was very glad to be initiated in the Islamic religion. At the time of his penance according to Islamic process, he cut off all his connections with Mathuranath and remained always outside the temple premises. It was so said by him to his disciples to satisfy their curiosity regarding his ways of penance that he drank and ate and chanted the names of Allah with great pleasure. 6 to 10.

বঙ্গানুবাদ:—

ঠাকুর সেই ঝায়ের নিকট ইহতে আত্মহের সহিত আলাম মত্রে দৌকিত হইয়াছিলেন । এবং সেই সময়ে বাবনিক ধর্ম বিহিত পান ও ভোজন করিতেন । ৭৮



মঘলীলার্য্য ৭৫শঃ অঃ ।

কোন সময়ে নিম্নাবর্ণের কোড়ুল বশতঃ ঐ বিষয়ে শ্রবণের ইচ্ছা হইলে ঠান্ডুর বলিয়াছিলেন। আমি বাবনিক ধর্ম্মের সাধন সময়ে মন্দিরের সম্পূর্ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্ভাগে মধুরানাদেয় কোনও একটি ঘরে সর্বদা থাকিতাম এবং সেই সময়ে যখন শাদ্র নির্দিষ্ট পান ও ভোজনাদি করিতাম। এবং আত্মা মস্তিষ্ক প্রীতি পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে জপ করিতাম। ২১১০

পরিধেয়' যবনবদন্তদ্বীতমতীয়দ্রতঃ ।

নামাজ বিধিনা সম্বরা বন্দন' বিধিবৎ জাত' ॥ ১১

তদার্য্যभावो मनसः सम्पूर्णं लुप्ततां गतः ।

हिन्दु प्रतिष्ठिता' मूर्ति' देवदेवी मयापिवा ॥ ১২

तदानीं नाममहा' द' दर्शनेच्छापि नী मম ।

दिनत्रयगते चैवं रूपे भाव पुनःसर' ॥ ১৩

साधनस्य फल' सम्यगुपलब्धौ জাত' मया ।

परमेव सिद्दिলাभा दै' नाम धর্ম্মসাধने ॥ ১৪

ज्योतिर्गায় दीर्घमश्रुविगिट' पुरुषस्य हि ।

दिष्यदर्शननामेन धन্যো'হমभव' स्तदा ॥ ১৫

He carefully clad himself just like Jabanas and prayed in the morning and in the evening according as they did. He forgot all Hindu rites and also never desired to pay his obeisance to gods and goddesses. He gained the fruit of his Islamic penance after three days, when he felt blessed at the sight of a godly person with long beard.

মধ্যলীলায়াং ১৫ঃ অঃ ।

বজ্রানুবাদঃ—

অতি সত্বেণ সহিত মূলমানদেব মত কাপড় পরিভাস্য । যাবনিক  
বিধিযুক্ত তৈকালিক নামাক পাঠ করিতাম । ১১

সেই সময় আমার মন হইতে আর্ঘ্য স্নাতন ধর্ম সম্পূর্ণরূপে  
নুগ্ন হইয়াছিল । পরন্তু হিন্দু প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করিতে  
পারিতাম না ।

বা প্রণামাদি করিতে ও ইচ্ছা হইত না ॥ ১২

এইরূপে যখনভাবে ভাবিত হইয়া তিন দিন গত হইলে সাধনার  
ফল সম্যক রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলাম ॥ ১৩

ইসলামী ধর্ম সাধনের সিদ্ধি সময়ে একটি জ্যোতির্গগ্ন দীর্ঘ আশ্রম  
বিশিষ্ট পুরুষের দিব্য দর্শন লাভে ধস্ত হইয়াছিলাম । ১৪।১৫

ততো বিরাট পুরুষস্য রূপ দর্শনপূর্ব্বকং ।

গুণাশীতি তুরোয়াখ্যে ॐ তত্ সদিতি শব্দিতৈ ॥ ১৬

লীন ব্রহ্মস্বভূষিত নির্বিকল্প সমাধিনা ।

এবমানন্দরূপস্য জীবানন্দ প্রদায়িনঃ ॥ ১৭

পরমব্রহ্মভূতস্য সাধনাবিন্ধ্যা গোচরা ।

স্বনুষ্ঠিতানন্তরূপা যয়া তং সমুপৈষ্যতি ১৮ ।

শাক্ত বৈষ্ণব গাণেশ সৌর শৈবাদি সাধনং ।

বৌদ্ধ জৈন স্মৃতিয়াদি সাধনান্যকরোত্ প্রমুঃ ॥ ১৯

অত্রৈব তস্য মহতঃ পুরুষস্য সাধোঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ গুরু গৌরব বিগ্রহস্য ।

ঘর্মাत्मनঃ সকল ধর্ম্য সুসিদ্ধিতাম্

মাসস্য যোগতপসামমবত্ সমাশ্ৰিতৈঃ ॥ ২০

He also felt himself lost in eternal life and bliss. Thereafter he underwent penance of the Saktas, the Vaishnavas, the Ganeshas, the Sauras, the Shaivas, the Buddhists, the Jains, and the Christians etc. Shri Ramakrishna is unique among all the figures in the religious world for his searching curiosity in attaining the end through various avenues. 16 to 20.

**বদান্তবাদ :—**

তৎপরে দিরাট পুরুষের স্বরূপ দর্শন পূর্বক ঐ ৩৫সং শব্দের বাচ্য গুণাভীত তুরীয়াধ্ব্য অঙ্কে চিত্ত বিগীন হইয়াছিল। ১৬

এইরূপ পরজন্ম ঘনানন্দ বিগ্রহ জীব জগতের পরমানন্দ প্রদাতা ভগবান রামকৃষ্ণের স্তম্ভর ভাবে অনুষ্ঠিত অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার সাধনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৭।১৮

যে সকল সাধনা দ্বারা জীবগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। সেই সকল সাধনাই ভগবানের সাধনা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণসেব গণেশ, সূর্য্য, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রীষ্টানি সাধনাতেও সম্যক্ রূপে সিদ্ধি লাভ করেন।

এইরূপে সর্ব্বদর্শনে সিদ্ধি লাভ বিশিষ্ট গুরু গৌরবান্বিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণসেবের এই সময়েই সর্ব্ব সাধনার সমাপ্তি হইয়াছিল। ২০

যদা শ্রীরামকৃষ্ণান্তু সর্চমিহি যুতোঃমবত্ ।

তদা তদ্যসঃ ধ্যান্য দ্বাত্রিগদ্যপময়িতা ॥ ২১

মধ্যলোমায়া'১৫শ্র: অ: ।

এবছাসৌ স্বল্যকাল' বিমিত্তমাগ' সাধনে ।

ভূত্বাবতীর্ণো ভগবা' স্তা' স্তা' সিদ্ধিমবাপ্তবান্ ॥ ২২

ত্যাগ এব পরোধর্ম: সর্ব' ধর্ম' প্রবর্ত্ত' ক: ।

একমেবাদিতোয়' যত্বে' সাধক' সত্তমৈ: ॥ ২৩

সাধ্যতে বহুমির্দুঃস্বৈ' স্তত্বে' ঠাকুরেণ হি ।

স্বল্যপাশাসেনোপলব্ধ' সর্ব' নিরবশেষত: ॥ ২৪

এবমুক্তা' ভগবতা' যৌমুখেন স্বয়' তদা ।

ধার্মিকানা' ধর্মমতে বহুরূপ' গতে'পি চ ॥ ২৫

When he completed his penance his age was only thirty-two years. In this early age he attained success in different ways with ease. He said later on that although the ways were different in different religions, the result was the same. 21 to 25.

বঙ্গানুবাদ : —

যে সময় ঠাকুর সর্বধর্মের সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স বড়ি ৩২ বৎসর । ২১

ঠাকুর এই অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন ধর্ম সাধনে যোগদান করিয়া সেই সেই ধর্মের সিদ্ধি লাভ করেন । ২২

সর্ব ধর্ম প্রবর্ত্তক ভ্যাগই হেতু ধর্ম । এবং এক মাত্র অবয়ব ব্রহ্ম ওইই যথার্থ ওষ । যে ভাবে সাধকোক্তমাগ বহু দ্বায়ে সাধন করিতে সমর্থ হন । ঠাকুর অস্বিকৃত্যব পরিশ্রমে সেই সকল ওষ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন । ২৩২৪

মধ্যলীলার্য্য ১৭য় অঃ

জীবানামিব ভিন্নং ন মতুস্বরূপং কদাচনঃ ।

জীবঃ কৰ্ম্মফলভুংক্তে কৰ্ম্মাতীতৌ ভবাম্যহং ॥ ১৭

"I am an incarnation of God. I have manifested myself for the good of the suffering humanity. In this Kali yuga when people are not capable of doing austere religious rites and are given to selfishness and sexual pleasure, all my activities tend to bring salvation to them, to purge them of their sins. I am not a mortal being who enjoys the fruit of his own doings.

I am not affected by the result of my actions."

31 to 35.

বঙ্গানুবাদ :-

আমি ঈশ্বর, আমার সাধন সাধারণ জীবের জন্ত। এই যৌর কলিযুগে ক্রীসজ আর উদর পূরণ এই দুইটিকেই প্রধান অবলম্বন বলিয়া মনে করিয়া জপ হোমাদি ক্রিয়ার অনুর্তানে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন সেই সকল জনগণের উদ্ধারের জন্তই আমি এইসকল সাধন করিয়াছি। সে সকল সাধনের ফলে অধর্মেৎপন্ন বরনারীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমার নাম উচ্চারণমাত্রে পাপমুক্তি পাইবে।

৩১/৩২/৩৩

জীবসকলের মঙ্গলার্থে আমি এইরূপ অনুর্তান করিয়াছি। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বর হইতে আমার স্বরূপ ভিন্ন নয়। জীব-কর্ম্মফল ভোগ করে আমি কর্ম্মাভীত এইসকল ঈশ্বরের ধর্ম্ম আমার দেহে সম্পূর্ণরূপে বিস্তারিত আছে। অতএব আমার বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই। ৩৪/৩৫/৩৬

मध्यलीलायां १५३ अः

एवमोत्तर धर्मोऽयं मम देहे प्रवर्तते ।  
 अतो मे नास्ति मुक्तिश्च बन्धनं वा कुतौ भवेत् ॥ ३७  
 किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरं पोडयाम्यहं ।  
 एवं निर्लिप्तमावेऽपि कर्त्तव्यं मयि विद्यते ॥ ३८  
 युगे युगेदतीर्याहं युगधर्मं चरामि हि ।  
 यथा राजा स्वराष्ट्रेषु यत्र राजद्रोहाः प्रजाः ॥ ३९  
 तत्र गत्वा प्रजा शाक्तैः करोति शासनं महत् ।  
 तद्वदेवात्र भगवानाविर्भवति सन्ततं ॥ ४०  
 पृथिव्यामधुना तद्वदभ्यन्तानि विवर्तते ।  
 धर्मवाधा विधास्यन्ति ये भोजा धर्मिनो जनाः ॥ ४१

All those godly qualities are there in my body. I have no bondage, and as such I need no salvation. I have nothing to strive for. Even though I have no attachment, I have my duties. I manifest myself in every yuga and establish the rules of that age, just as a king comes forth to quench rebellion, control his subjects and establish his rule. Now the earth is fested with wild growth of impiety. Rich men creates hindrances to religious practice and usages. 36 to 40.

वदन्निवापः—

आमि कि देखी करिदा काशर छुट नदीदरु श्रीकृति करि ।  
 एहेरूपकारे आमि सम्पूर्ण निर्मित देखेन घनान्न कहदा वर

মধ্যসীলার্থ্য ইত্যঃ অঃ

আমি প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগবর্ষের আচরণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ যে যুগে যেরূপ আচরণে জগতের জীবগণ শাস্তিলাভ করে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকি। ৩৭৩৮

যেমন রাজা নিজের রাজ্য মধ্যে যেখানে রাজজ্যোতী প্রজা থাকে সেই স্থানে যাইয়া প্রজাবর্গের শাস্তি রক্ষার জন্ত বিশেষভাবে শাসন করেন। সেইরূপ ইহ জগতে ভগবান প্রায়ই আবিভূত হইয়েন। ৩৯

সম্প্রতি এই জগতে ধর্মগ্রানি ও ধর্মবিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে যে সকল ভোগী ধর্মীগণ ধর্ম ধ্বংস করিতেছেন সেইসকল ধর্মনাশের নিবৃত্তির জন্ত এই কলিযুগে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। ৪০

तस्याः संरोधनार्थाय क्षत्रतौर्णोऽभवत् कलौ ।

জনিষ্যমান জীবান্ তস্মাক্সদনুর্বর্তিনা ॥ ৪১

सन्मार्गदर्शनार्थाय साधनैयमनुष्ठिता ।

ঠাকুরঃ শ্রীরামকৃষ্ণো ব্রতো বিদান্ত সাধনৈ ॥ ৪১

चन्द्रदिवो तदा तत्र कामारपुकुरालयात् ।

দক্ষিণ ঋতু আগত্য স্থিতা মন্দির কোঠকে ॥ ৪২

सञ्जीको मयुरानाद्यो साक्षात्तां जगदम्बिकां ।

মত্বা চেকান্তিকীং সিংহাং কৃত্বা ধন্যো বভূব হ ॥ ৪২

ठाकुरोऽपि प्रतिदिनं निद्रामङ्गे खलुपपि ।

সর্ব কর্ম পরিত্যজ্য সর্বার্থে মাষ্টসন্নিধৌ ॥ ৪৩

गत्वा शङ्खान्वितो भक्तिं विनयादि पुरस्सर ।

পাদপূজাং বিধায়াথপোত্বাচ চরণোটক ॥ ৪৪

"All my penance is intended to show the way to them who are now my followers and who

মধ্যলীলায়াঁ ২৫শ অঃ

will follow my steps after my demise." When Thakur was undergoing penance to realise unity in diversity, Chandra Devi came down from Kamarpukur to Dakshineswar and put up in a room in the temple premises. Mathuranath with his wife regarded her as the Goddess and offered their services accordingly. Thakur also would come to her every morning and worship her feet. 41 to 46.

বঙ্গানুবাদ :—

উপস্থিত ঐহারা আমার মতাবলম্বী হইয়াছেন। পরে অর্থাৎ আমার অবর্তমানে ঐহারা আমার মতানুগামী হইবেন এইসকল বিস্তৃত ব্যক্তিদ্বিগকে সংপথ দেখাটবার জন্ত আমি সাধনসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছি। ৪১

ঠাকুর রামকৃষ্ণসেব যে সময়ে বেদান্ত সাধনে ত্রুতী হইয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার গর্ভধারিণী চন্দ্রদেবী কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া মন্দিরস্থ কোনও একটি ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪২৪৩

মথুরানাথ পত্নীর সহিত চন্দ্রদেবীকে সাক্ষাৎ ভগবতী মনে করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া যত্ন হইয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে নিম্নোক্তের পর সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ধ্যায় মাতৃসন্দর্শনে গমন করিয়া অতুলনীয় প্রভা ভক্তি বিনয়াদি পুরস্কার গর্ভধারিণীর যুগল পাদপদ্মের পূজা করিয়া চরণোদক



कथ्यलीलाया १५३ अः

मानं पूर्वकं आमि शत्रु इहेनाम कृतकृतार्थ इहेनाम आमार खन्न भक्षण  
इहेन इत्यादि सुवञ्छति करिष्या मर्त्यावाद्या मातृपदं विनूठित  
इहेतेन । ४८।४९।४९

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं फलवांचये मे मयः ।  
एवमुक्त्वा पदे मातुर्लूणितयाभवन्मुदा ॥ ४७  
दृश्यञ्चैतत् श्रीमयुरो दृष्टवानति भक्तितः ।  
अत्रान्तरे श्रीमयुरो मनस्यैतदचिन्तयत् ॥ ४८  
पित्रे श्रीरामकृष्णाय दास्यामिवह्वि विस्मरः ।  
भूषणं तत् प्रीति कामौ यिन तस्य सुखं भवेत् ॥ ४९  
श्रुत्यै तद्रामकृष्णस्तु सर्वं हृदय वस्तुतः ।  
वृत्ताद्व्या यथा पक्षेः शिखासंवेदिता भवेत् ॥ ५०  
तद्वदेव तदैवासी क्रोधान्नि परिपूरितः ।  
मयुरमनुसन्धाय यष्टिमुत्तोल्य तं प्रति ॥ ५१

Thakur would place his head at the feet of his mother and say, "I am blessed. My life has been worth-living." Mathuranath observed all this with great devotion. He proposed to Hriday to give enough property to Sri Ramakrishna so that he would not be troubled with poverty and scarcity. On hearing this from Hriday Sri Ramakrishna became very furious and ran up to Mathuranath with a stick in his hand, 47 to 51.

মণ্ডলীলাগাং ৭৫য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

প্রিয় ভক্ত মথুরানাথ এই সকল দৃশ্য অতি ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া যত্ন হইতেন। এই সময় মথুরানাথ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া-  
ছিলেন। যে বাবাকে তাঁহার লীতির জন্য বহুতর সম্পত্তি দান  
করিব। তাহাহইলে বাবার আনন্দ হইবে। ৪৮৮৯

ঠাকুর এইসকল সম্পত্তি দানের কথা হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া  
অগ্নিতে ঘূতাহতির মত জলিয়া উঠিয়াছিলেন। ৫০

পরন্তু মথুরানাথের অমূল্যকান পূর্বক তাঁহার নিকটে যাইয়া বসি  
উত্তোলন পূর্বক বীরভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন যে হুটে আমকে  
তুমি বিষয় বিষে জর্জরিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৫১৫২

বীরভাব' সমাশ্রিত্য প্রীতীচৌচৈঃ স্বরিত্য তং ।

বিষয় বিপন্নিমং মাং কিঞ্চিকৌপ'সিদুঃখমোঃ ॥ ৫২

বিপদেষু মদ্বাপ্রীতিঃ পশুনা মিব দৃশ্যতে ।

ঠাকুরস্বীয়ভাব' তং দৃষ্ট্বা নী বাচ কিঞ্চন ॥ ৫৩

পরন্তু মথুরানাথী ভয়ীনা দৃশ্যতাং গতঃ :

এব' তদভাব বিপ্রো'পি ন কিঞ্চিদপি চালিতঃ । ৫৪

স্বসদ্ব্যপ্য সুসিদ্ধার্থ' চন্দ্রাদেব্যাঃ সমীপগঃ ।

প্রণতধরণীপাত্ত ১৫' বচনমব্রবীত ॥ ৫৫

মবত্যা যদ্যহ' কো'পি স্বাত্মোযৌ মন্যতে ততঃ ।

পিতামহি সমীপে মে মবতৌ প্রাণিনী মব ॥ ৫৬

He said to Mathuranath in a very forceful voice, "Oh, the worst of all sinners, do you like me to drink the venom of worldly pleasure? The

মধ্যলৌল্যায় ১১৩ অ:

beasts are found to be fond of earthly pleasure," Mathuranath had no answer. On the other hand he disappeared with great fear. He however did not lose his heart. He approached Chandra Devi, with great respect and humility and said, "Oh grandmother, if you really take me as one of your well-wishers, be pleased to have your desire fulfilled by me." 52 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

বিবদ্য আশ্রিতে পরমানন্দ পশুদিগেরই দেখা যায়। মথুরানাথ ঠাকুরের সেইরূপ উগ্রভাব দেখিয়া কিছু না বলিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫৩

এইরূপভাবে ঠাকুরের মনোভাব জানিয়াও বিচলিত হন নাই। পরন্তু নিজ সঙ্গী, সিদ্ধির জন্য ঠাকুর মা চন্দ্রাদেবীর নিকটে গমন পূর্বক তাঁহার চরণোপাঙ্গে প্রণতঃ হইয়া বলিয়াছিলেন। ৫৪।৫৫

ঠাকুরমা আমাকে যদি কোনও একটি হিষ্টেখী বলিয়া মনে করেন তবে আপনি আমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করুন। ৫৬

মুমি' বহুতরাং দেবি মহতাং শস্যশানিনী ।

মহানিয' কামনা মে পুৰ্য্যতাং পুত্র যত্মলে ॥ ৫৩

শ্রুত্বা ঠাকুরমা তাং মথুরোক্তি' পুনঃ পুনঃ ।

প্রযুবাচ শ্রীমথুর' বঁগদাষ্য পুরমরম্ ॥ ৫৮

মো পুত্র তব কল্যানাত্ সর্জদা কুশল' মম ।

প্রসাদ' ভবতারিণ্যাঃ প্রসাদ' দেব দুর্গম' ॥ ৫৮

মহ্যলীলায়াং ৭৫শ অঃ

প্রাপ্তোমি চ তথা দ্রব্যং গৃহবস্তা দিকশ্চ যত্ ।  
ততঃ সর্বং ময়াং প্রাপ্তং নাস্তিভাষ্যঃ কথঞ্চন ॥ ৬০  
অতোঽধুনা প্রার্থ্যনোযং নাস্তিকিচ্ছিন্মতং মম ।  
শ্রুত্বাণৈব শ্রীমথুরঃ পিতামহ্যাবচ স্থথা ॥ ৬১

I pray that you will be kind enough to accept my gift of a big area of cultivated land. On hearing this, the mother of Thakur replied, "By your goodwill we have no trouble. We are being daily served with the holy food, and supplied with all our daily necessities. So I have no want and nothing to ask for." 57 to 61.

বঙ্গাবাদ :—

হে দেবি ! আপনি অনুমোদন করিলে আমার আদর বহু শস্ত্র প্রসবিনী বহুতরা ভূসম্পত্তি গ্রহন করণ । হে পুত্রবৎসলে ! আমার আমার এই বাসনাটি পূরণ করুন । ৫৭

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী মধুরানাথের তামূল প্রার্থনা শুনিয়া ঈশ্বর হস্তসহকারে মধুরানাথকে অতু্যতর বাধ্য বলিয়াছিলেন । ৫৮

ওহে নাতি ! তোমার কল্যাণে আমার সর্বদাই কোন অভাব নাই । প্রতিদিন বাহা ভবভারিণীর দেবদুর্গত প্রসাদীচাপ এবং বস্ত্রাদি প্রব্যসকল দ্বারা কিছু তোমার নিকট হইতে পাইতেছি তাহাতে আমার কোনরূপ অভাব নাই । ৫৯/৬০

মধ্যলীলায়াং ৭৫শ অঃ

অতএব সম্প্রতি ভোমার নিকটে হইতে আমার চাহিবার কিছুই  
নাহে ইহাও আমার মত । মথুরানাথ এইরূপ ভাবে ঠাকুরার কথা  
শুনিয়াও । ৬১

দানাগ্রামপরিত্যজ্য হৃদ ভাবেন চান্বীত ।  
ময়া পিতৃভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপিনঃ ॥ ৬২  
দাখ্যামি নিয়িতং কিঞ্চিত্ সম্পত্তি' সুখহিতযে ।  
বংশোদ্ধব জনানাং হি নান্দ্রাभावो भविष्यति ॥ ৬৩  
এবমুক্তঃ পুনস্তেন হৃদভাবেন সা তদো ।  
দানায়'মমুরুদ্ধা হি প্রত্যুদাচ পুনয় ত' ॥ ৬৪  
অभावো'স্তু হি মে পৌত্র যদি ত্ব' পূরয়িষ্যসি ।  
তদাহ' সুখিনী স্যা' বে দানিচ্ছা যদি বিদ্যতে ॥ ৬৫  
ত'হি চতুষ্টান্মমুদ্রানমগ্না তামাকু পত্রিকা ।  
দেহি মে মুখযদ্যর্থ' যামিচ্ছ'ণ' भविष्यति ॥ ৬৬

On hearing these words of the grand-mother, Mathuranath still hoped to persuade her and said, "I desire to give some property to my holy father, Sri Ramakrishna, to bring him peace of mind and happiness, and also to remove want and scarcity so far as his descendants are concerned. Being so pressed by Mathuranath to accept his gifts, she said, "Oh my grand-son, I have my want which, if you so desire, you may fulfil. I shall be very happy if you give me a quantity of

মধ্যলীলায়াং ১৭য় অঃ

tobacco at the cost of four copper coins, to prepare my tooth.powder.” 62 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্পত্তিদানের আশা পরিত্যগ না করিয়া দৃঢ়ভাবে বলিয়া-  
ছিলেন আমি নিশ্চয়ই কিছু ভূসম্পত্তি দিব। যে সম্পত্তিতে আমার  
বাবা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বংশোদ্ভব পুত্রপৌত্রদি সকলের  
অম্বাভাব দূরীভূত হইবে। ৬২।৬৩

এইরূপে মধুরানাথ পুনরায় দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করিলে ঠাকুরমা  
চন্দ্রাদেবী পুনরায় মধুরানাথকে বলিয়াছিলেন। ৬৩

ওহে নাতি আমার একটি অভাব আছে যদি তুমি তাহা পালন  
কর তাহা হইলে আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইব। ৬৫

যদি তোমার সম্পত্তি দানের ইচ্ছাই প্রবল হইয়া থাকে তাহা  
হইলে তুমি চারিটি পরশা দিয়া তামাকু পত্র অর্থাৎ বিষপাত দোক্তা  
খন্নিদ করিয়া দাও যাহা দিয়া আমার মুখ ধুইবার গুল প্রস্তুত  
হইবে। ৬৬

तत् प्राप्तवानुत्तमा प्रीतिरधुना मे ध्रुवं भवेत् ।

एवमाकर्ण्य मधुरः पितामह्यावचस्तदा ॥ ६३

विस्मितस्तब्धतामाप प्रायेण हतचेतनः ।

किमिदमिति चोक्ता स दानिच्छा विषयस्य हि ॥ ६८

सम्पूर्णां तां परित्यज्य पादपांशुं स्वमस्तকে ।

प्रगृह्यैव पितामह्या विनीतस्तमुवाच सः ॥ ६८

মধ্যলোনায়াং ১৫৩ অঃ

পিতামহি ময়া জ্ঞাতং স্মান্তেঽবেদং সুনিশ্চিতং ।

যত্ পিতুর্জননী ত্বং হি সত্যমেতদ্বসংশয়ঃ ॥ ৬০

এবমলৌকিকী মাতা যদি ন স্যাত্তদা কথং ।

সত্যং ধর্মোৎপাদনায় প্রথমায়িতরস্য চ ॥ ৬১

Hearing these words of the grandmother Mathuranath became stung with wonder. He ceased to pursue the matter further. He humbly said, "Oh my grandmother. I have been foolish to forget that you are the mother of my father. Had you not been such, how could you give birth to the Saviour of mankind." 67 to 71.

বঙ্গানুবাদ :—

সম্পত্তি যদি আমি সেই ভাষাক পাতা পাই তবে আমার উত্তম-  
রূপে আনন্দ হইবে ইহাই ঐশ্ব নিশ্চিত । এইরূপভাবে ঠাকুরমার  
কথা শুনিয়া মথুরানাথ বিস্মিত বা সংজ্ঞাহীন হইয়া একধণ্ড কাষ্ঠের  
মত হইয়াছিলেন । ৬৭

কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন ইহা কি ? এই-  
রূপ ভাবে আশ্চর্য্যাবিত হইয়া সম্পত্তি দানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে  
পরিত্যাগ করিয়া ঠাকুরমার পদধূলি মল্লকে ধারণ পূর্বক বিনীতভাবে  
বলিয়াছিলেন হে দেবী ! আমি এখন বিশেষভাবে বুদ্ধিতে পারিলাম  
নাহা সম্পত্তি কি ইত্যাদি বলিয়াছি, তাহা আমি অত্যন্ত ভুল  
করিয়াছি । আমার বাবার উপযুক্ত মাতা আপনিই ইহা ঐশ্ব  
নিশ্চিত ।

গচ্ছলীলায়াং ১৬শ অঃ

আমার বাবার এইরূপ যা যদি না হবেন তাহলে কি সাধুগণের পরিজ্ঞানার্থে অসাধুগণের দূরীকরণার্থে ও কলিজীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইতেন ?

৭১।৭২

ঘৌর্যস্মিন্ সময়ে দেবি তব গর্ভং সমাশ্রিতঃ ।  
কলির্জাশান্ সমুদ্ভূতং প্রকটোদ্ভুতরিঃ স্বয়ং ॥ ৩১  
হৃদ্যৈব মথুরানাথ ভবয়ৌ স্তায়ামগীততী ।  
নৈতিনরা দেবরূপাঃ সর্ব্যে সৌনার্যমাগতাঃ ॥ ৩২  
হৃদ্যৈব মন্যমানস্য মথুরস্য মহাত্মনঃ ।  
দিব্যজ্ঞান মমুতস্য রামকৃষ্ণ প্রসাদতঃ ॥ ৩৪

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितीर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भगवते पारमहंस्या संहितायां श्रीरामकृष्णदेवस्य बहुविध धर्मसाधने सिद्धि-  
लाभादनन्तरं मथुरस्य भूमिदानं प्रार्थना दूरीकरणरूपो मध्य मौलायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ मः १५

On seeing this aversion to earthly pleasure in both of them, Mathuranath realised that they were divine beings who had come down to this mortal world to serve their own will. 72 to 74

Here ends the fifteenth chapter of Madhyalila in the "Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam" written by Pandit Ramendra Sunder Bhaktūtirtha. ५: ১৫



বশ্নানুবাদ :—

মধুরানাথ এইরূপভাবে মাতা ও পুত্রের ত্যাগশীলতা দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলেন। ইহারা মাথুব নয় দেবতাদিগেরও দেবতা লীলার জন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই সময়ে এইরূপভাবে তাঁহাদের স্বরূপ অবগত হইলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অঙ্গুষ্ঠে মধুরানাথের দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ৭৩৭৪

রামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতের মধ্য লীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের বহুপ্রকার সাধন এবং মধুরানাথের ঠাকুরকে ভূমিদান প্রসঙ্গে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছিল। ১৫ অঃ সমাপ্ত।

মধ্যলোসায়া' ৭৬শ অঃ

পূৰ্ব্বোক্তা মৈরবী দেবী গঙ্গাতীর্য্ণি নির্মলী ।

তদারম্ভাদ্যপর্য্যন্ত স্থিতা ভজনসাধনে ॥ ১

রতা স্ব পুত্রমিবত' রামকৃষ্ণা' চদর্শ' সা ।

একদান্তরিকৌ তস্যাঃ সম্ভ্রান্তেচ্ছাশুভপ্রদা ॥ ২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য জন্মস্থাননাথলোকনি ।

তাতানুমোদনস্বাস্তি শ্রুত' তন্মায়ুরেণ তু ॥ ৩

হৃদয়েন সমালোচ্য তত্রৈবমবধোরিত' ।

পিতা মে যাতি মৈরব্যা লক্ষ্মমুদর্শ'নীতৃসুকঃ ॥ ৪

তত সাতৃপরিচর্য্যার্থ' হৃদযোঃপ্ৰয়নুগচ্ছতু ।

এব' শ্রীময়ুরানাথো গমনে যত্ প্রযোজনম্ ॥ ৫

मध्यलोलया १६३: अ:

Bhairabi Devi had been still residing at Dakshineswar and looking after Sri Ramakrishna as her own son. Once she desired to visit the birth place of Sri Ramakrishna. When Mathuranath came to know of this and also that Sri Ramakrishna also desired to accompany her, he allowed Hridaya to accompany Sri Ramakrishna and made all arrangements for the journey. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদ : —

অতঃপর মধ্যলোলার বোড়শ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ। পূর্বে যে ভৈরবী ভ্রামণীর বিষয় বলা হইয়াছে সেই ভৈরবী দেবী তখন হইতে এ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সাধনভঙ্গনে লিপ্ত হইয়া নিম্ন পুত্রবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে উপদেশ দিতেন। একদিন ভৈরবী দেবীর মনো মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের জগদ্রূপিদর্শনে শুভ ইচ্ছা হইয়াছিল। মধুরানাথও অনিয়াছিলেন যে বাবা রামকৃষ্ণেরও জগদ্রূপি দর্শনে আগ্রহ আছে।

১২/৩

তখন মধুরানাথ হৃদয়রামের সহিত আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে বাবা ভৈরবীর সহিত কামারপুকুরে যাইতেছেন অতএব বাবার পরিচর্য্যার জন্য হৃদয়ও বাবার সঙ্গে গমন করুন। ৪

এং বাবার যাইবার জন্য যে সকল জব্য আবশ্যক সেই সকল জব্য এং নগদ টাকাকড়িও কিছু দিয়াছিলেন। ৫

মধ্যম্নীনায়াং ১৫য়ঃ অঃ

তত্তদ্ব্যানি ত্তিত্তানি দত্তবান্ বিধিযুর্ধ্বক' ।  
 তথা তত্র স্থিতানান্ত যেন্ স্যাত্ পরিণোদন' ॥ ৬  
 মথুরানাথ পত্নৌ শ্রীজগদম্বা পতিব্রতা ।  
 হিরাগমে যথা কন্যা নানা দ্রবৈঃ সুসংযুতা' ॥ ৩  
 ক্ত্বা মাতা প্রেরয়তি তথা তদ্ব্যমাঙ্কত' ।  
 বহু গৌ শকটেঃ সঞ্জীকৃত্বা দাদু গুরবে যথা ॥ ৮  
 শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য চয়েট ম্ভাট সুতস্তদা ।  
 অচ্যৌ ভবতারিণ্যাঃ সূক্তাকার্য্যৈঃ ভবদুঃখো ॥ ৫  
 অতি প্রিয়মচ্য' তসুপদিষ্য যথাবিধি ।  
 সাঙ্কোপাঙ্কাদিभिঃ সাং' দক্ষিণেশ্বর মন্দিরাৎ ॥ ৭০

He also gave sufficient money and things to remove want and scarcity of his relatives at Kamarpukur. Jagadamba, wife of Mathuranath also supplied huge stores loaded in many bull-ock-carts. Sri Ramakrishna gave necessary advice to Akshaya, the son of his eldest brother in the matter of doing his services as priest to the Goddess, and set out with all his attendents and followers for Kamarpukur. 6 to 10

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই স্থানে বাবার আশীষ স্বজনদের যাহাতে কোনরূপ অভাব বোধ না হয় সেইরূপ জগাদিও দিয়াছিলেন । ৬

মধ্যলোলায়া' ১৬য় অঃ

যেদ্রুপ কন্ঠার বিবাহের পর পতিগৃহে ঘিরাগমন সময়ে গৃহস্থ ব্যক্তি নানাপ্রকার দ্রব্য অর্থাৎ শয্যা বস্ত্র ও তৈজসাদি দিয়া কন্ঠাটিকে স্বামী গৃহে পাঠাইয়া থাকেন সেইরূপ পতিব্রতা স্বামীর মধুরানাবেশ পত্নী জগদম্বা ও বহুতর দ্রব্য দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য বহু গোয়ানে সজ্জিত করিয়া পরিশূর্ণরূপে ভক্তিপূর্বক বাবা শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে কামারপুকুরে পাঠাইছিলেন। ৭৮

ঠাকুর যখন কামারপুকুর গমন করেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রামকুমারের পুত্র শ্রীমান অক্ষয় ভবতারিণীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত প্রেহের পাত্র অক্ষয়কে যথান্য ভবতারিণী কালীর পূজা বিষয়ে উপদেশ দিয়া প্রায় ৮ বৎসর পরে নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ১০

চিদানন্দ স্বরূপো'য়' কামারপুকুর' গতঃ ।

বর্ষাটকাৎ পর' তন্ন স্ব জন্মভূমি সন্ননঃ ॥ ৭৭

প্রবেশি পরমানন্দ' প্রাপ্তবান্ পরমেশ্বরঃ ।

তদস্য জনসংঘো'পি সুদমাপতদাগমাৎ ॥ ৭২

চন্দ্রা'দেবী স্নুপা' স্বায়া' পিষ্টমেচ্ছা' তন্নতা' ।

যুর্নো দিসত বর্ষা'য়া' ভব্যা'মানা'য়যচ্ছদা ॥ ১৩

যোগেশ্বরী শ্রীমৈরবো কঠোরা ব্রহ্মচারিনী ।

মাদ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রোবাচ'স্মারক' বচঃ ১৪

নারী সম্য'ম্ভ গম্বো'পি সসয়া'সাত্মম সেবিনঃ ।

সর্ব'যোপরি'হর্তব্যঃ সাবধানস্ততো মব ।' ১৫

As Shri Ramakrishna came back to his native village after a lapse of eight years, his joy knew no bounds, and the villagers also became very glad to see him again in their midst. Chandra Devi brought her daughter-in-law back from her father's house to Kamarpukur. Shri Bhairabi, who observed stern austerity remind Sri Ramakrishna of his of his voice as an ascetic and said, "Be careful to keep yourselves aloof from women"

বঙ্গানুবাদ :-

তৎপরে নিজ গৃহে প্রবেশের সময়ে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং কামারপুকুর নিবাসী জনগণ ও গদাধরের আগমনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ১১।১২

সেই সময়ে গদাধরের গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবী চতুর্দশ বৎসর যুবতী বধুমাতা সারদাদেবীকে পিতৃ গৃহ হইতে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৩

অত্যন্ত কঠোর বোগেশ্বরী ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীদেবী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্মরণীয় বাক্য বলিয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ সম্রাসাশ্রমী বোগীর নারীর সহিত আলাপ করাও সর্বতোভাবে বর্জনীয়। অতএব ভূমি সাবধান হও। ১৫

গচ্ছলীলয়াং ১৬শ অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তম্ভ্যুত্বা ভৈরব্যা যদ্বদোস্তি ॥  
 গুরোর্ব্রহ্মস্ব তথা চাহেত ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৬  
 তোতাপূর্যা দৃঢ়ং বাঞ্চ্যং কর্ণযোঃ প্রতি নাদিত ।  
 যোগিনো ন প্রতিষ্ঠাস্থাৎ স্তোপুংসৌ মৈদর্শনে ॥ ১৭  
 অতোঽধুনা ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগিনঃ ।  
 সন্তুষ্টিং বর্ন্ততে সেযং পরীক্ষাতি ভয়ঙ্করো ॥ ১৮  
 তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণঃ কঠোরতর সংযমো ।  
 যমার্থে সহস্রমিচ্ছাৎ ইহামুত্র চ সর্বদা ॥ ১৯  
 তথা শিষ্য সাহচর্য্যং বিয়েয়মিতি চিন্তায়ন ।  
 অজ্ঞানিম সুপবিত্র স্নেহমত্যুচ্চ রূপকং ॥ ২০

On hearing the words of Bhairabi, Shri Ramakrishna remembered the saying of his preceptor, Totapuri, who held that the devotee who had not lost his sense of sex had not achieved anything in his holy pursuit. Now Shri Ramakrishna found himself in the threshold of that formidable test. Yet for the sake of good will in this life and in the life after death, he took it as his bounden duty to impart instructions to her and accordingly he initiated her with holy utterings. 16 to 24

বক্তাব্যবঃ—

এইরূপভাবে ঠৈরবী দেবীর দশা শুনিয়া এবং অদ্বৈত অম্ববাদী  
 অম্বভাসাধক জোতাপুরীর শ্রী পুরুষের ভেদধর্মে যোগীগণের  
 প্রতিষ্ঠা হইল। ১৬ নাই। ৩১।১৭

কণ্ঠলীলায়া ৭৫ম অঃ

এইরূপ কথাটিও কর্ণে প্রতি ন্যাসিত হইলে সেই সময় ভগবান  
শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও অতি ভয়ঙ্কর পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল।

১৮

তথাপি কঠোরতর সংবমৌ শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নী সারদার ঐহিক  
ও পারত্রিক মঙ্গল কামনার শিক্ষা সাধন্য কর্তব্য মনে করিয়া অতি  
উচ্চতরের অকৃত্রিম হুনির্মল স্নেহের পাত্র বশতঃ পত্নীর কর্ণমূলে  
বীজময় প্রদান করিয়াছিলেন। ১২।২০

কৃত্বা পত্ন্যাঃ কর্ণমূলে বীজমন্ত্র' প্রদত্তান্ ।

দেবদেব প্রসাদাত্, মহা গুরোরনুগ্রহাত্ ॥ ২৭

সদ্য স্তদব্জবীজাতী বিষুভ হুতুসরৌহি ।

যেন সা সারদাদেবী সারদেতি প্রমোযতে ॥ ২২

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তদ্রূপাচরণ' তদা !

অবলোক্য শক্তিতম্বে মহাসিদ্ধা তপস্বিনী ॥ ২৩

ন সেমে ভৈরবী তুষ্টি' গঞ্জিতা ঘনবদ্ভবত্ ।

দৃষ্ট্বৈব' ভৈরবী দেব্যাঃ কঠোরাচরণ' তদা ॥ ২৪

কম্পিতা সারদা দেবী ব্যাধ' দৃষ্টা যযা স্তনৌ ।

যেন কেন সাধকেন যদি সম্মিলন' ভবেত্ ॥ ২৫

By the grace of Sri Ramakrishna, Sarada Devi attained divine knowledge and power. Bhairabi, however, was not satisfied by this act of Shri Ramakrishna. On seeing the stern attitude of Bhairabi Devi, Saradadevi would tremble like a deer at the sight of a tiger. Bhairabi used to

মণ্ডলীলায়া ৭২৬ অ:

get furious in case Shri Ramakrishna came in touch with any other yogi devotee, 21 to 25.

১ বঙ্গানুবাদ :—

দেবতা এবং দৈবের আশুকল্যবশতঃ মহাশক্তি স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপায় শ্রীমতী সারদাদেবীর বিগত স্বকমলে সম্মত সেই বীজময়বরুণ বীজ অকুরিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সারদাদেবী অতি নীত্রেই ময়ময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বাহার প্রভাবে সারদাদেবী সারদা অর্থাৎ দুর্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন।

২১।২২

শক্তিতত্ত্ব সাধনে সিদ্ধা তৈরবী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তাৎপ অগূর্বভাব দর্শন করিয়াও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন না। পরন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘতুল্য গর্জন করিতে। ২৩

এইরূপে তৈরবীদেবীর কঠোর ভাব দেখিয়া সেট সময় সারদাদেবী ব্যস্ত দেখিয়া হরিণীর মত অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। ২৪

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যদি কোনও সাধকের সহিত সন্মিলন হইত তাহা দেখিয়া তৈরবী দেবী অগ্নির মত জলিয়া উঠিতেন। ২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য ধেরব্যাগ্নি সমাভবত্ ।

কিন্ত্বনৌকিক ভাবত্বান্নিব্বিকার স্বভাষতঃ ॥ ২৬

অদ্যত্ম্যুচ্চ সাধিকায়া অমুদুম্মমাণনোদন' ।

গ্রোমৈরব্যা পরন্ত্বেব' নিযিত' সবিয়োপতঃ ॥ ২৭

নিত্যশুদ্ধবদমুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারিণি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবে দ্বি ম্যান্যৈ বেদ' কৃত' ময়া ॥ ২৮

স্বভাষশুদ্ধমুক্তাদৌ যথা মালিন্য শূন্যতা ।

তথাগ্নিন্ পুরুষত্বে নৈমল্য' বিদ্যতে সদা ॥ ২৯



মধ্যলীলায়াং ১৬ম অঃ

এবং সা ভৈরবী দেবী স্ব শ্রান্তিমবগম্য চ ।

শ্রাক্ষ্মানিযুতা স্ব স্বমর্হঁয়ামাস সর্বথা । ২০

At last, on seeing unadulterated purity of mind and heart of Sri Ramakrishna, Bhairab! realised her own mistake and bitterly repented

26 to 30

বক্তাবলী :—

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ভাব বা সর্বদা দিব্যভাবে বিস্তারিত নির্বিকারবশতঃ অতি উচ্চ সাধিকা ভৈরবী দেবীরও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি সম্বেদ ভ্রম দূরীভূত হইয়াছিল । ২৬

পরন্তু শ্রীভৈরবী দেবী বিশেষভাবে জানিয়াছিলেন যে, নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মচারী এই রামকৃষ্ণদেবের প্রতি ভুলবশতঃ আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছি । ২৭।২৮

স্বভাবতঃই সর্বদা নির্মূল মুক্তাদি রত্নে যেক্রপ কখনও মালিষ্ঠ সম্ভব হয় না । সেইরূপ এই রামকৃষ্ণদেবে সর্বদাই মালিষ্ঠ হীনতা বিস্তমান আছে । ২৯

এইরূপভাবে সেই ভৈরবীদেবী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বুঝিহীন ভাবিয়া সর্বতোভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩০

অতঃপরমেকদা সা সা চাচ্চা গৌরাঙ্ঘ্রানন্তঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবন্ত পুণ্যচন্দনচর্চিতং ॥ ৩১

কৃৎবা পুণ্যাজ্জলিঁ দত্তা পাদয়ো বিধিপূর্বকং ।

তদনুগ্ৰাং গৃহীত্বৈব কাশীচ্চৈত্রং জগাম সা ॥ ৩২

স্থিত্বা স্ব সম্ভবশিত্বাং পদ্মোমান্ ভগবাং স্ততঃ ।

পুনঃ প্রত্যাগত স্তাধিন্ দক্ষিণেশ্বর ধামনি ॥ ৩৩

মধ্যলীলায়াং ৭৬শ অঃ

৩তি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতোষণং বিরচিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
পারমহংস্যাং সঙ্ঘিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য দক্ষিণেশ্বরাত্ কামার-  
পুকুর গমনানন্তরং দ্বাদশমৌ শ্রীমৈত্রী দেব্যাঃ কাশীক্ষেত্রে গমনাত্ পরমেব  
ঠাকুরস্য দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমনরূপো মধ্যলীলায়াং পোড়শোঃশ্লোকঃ ॥

সঃ ৭৬

অতএব মধ্যলীলা সমাপ্ত ।

Thereafter one day Bhairabi paid due obeisance to Ramakrishna and with his permission set out for holy Benaras. After staying in his native village for six months, Sri Ramakrishna came back to Dakshineswar. 31 to 33.

Here ends the Madhyalila in Sri Sri Ramakrishna Bhagavatam, written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই ভৈরবীদেবী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লাক্ষাৎ  
গৌরাদি মহাপ্রভু মনে করিয়া পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা বিজুড়িত কর্ত্ত  
ভক্তি পূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদারবিন্দে বহুতর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান  
পূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুমতি লইয়া মুক্তি ক্ষেত্রে বারানসী ধামে  
গমন করিয়াছিলেন । ৩১।৩২

শ্রীভৈরবীদেবীর কাশীক্ষেত্রে গমনের পর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব  
নিজ অন্তর্ভূমিতে প্রায় ৬ মাস কাল অবস্থান পূর্বক পুনর্বার দক্ষিণে-  
শ্বর ধামে গমন করিয়াছিলেন । ৩৩

মধ্যলীলায়াং ৭৫ম অঃ

ভক্তিভীরু শ্রীরামকৃষ্ণসুন্দর বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের  
মক্ষিণেশ্বর হইতে চন্দ্রভূনি কামারপুকুরে আগমনের পর সন্ন্যাসিনী  
ব্রাহ্মণী চৈতন্যবোমবীর কানোক্ষেত্রে গমনের পর ঠাকুরের পুসরায়  
মক্ষিণেশ্বরে আগমনাদি মধ্য লীলায় বোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

এইখানমেই ঠাকুরের মধ্যলীলার সমাপ্তি হইল। মঃ ১৬ অঃ।

অন্য লীলায়াঃ প্রথমোঃধ্যায়ঃ

অঃ ১ মঃ

কামারপুকুরে তত্র তৈকদা বহুবো জনাঃ ।

পায়েনার্হ যতং যাবতরনার্যঃ সুসঙ্কতাঃ ॥ ১

মধুকৃষ্ণা ব্রয়োদশ্যাং বারুণ্যাং চাক্লেবীজলে ।

যাধণ স্নান সিদ্ধার্থং যন্তুং কৃত ধিয় স্ময়া ॥ ২

এতচ্ছিন্নন্তরে দেবী সারদা সারদায়িনী ।

সাচাত্ শ্রীরামকৃষ্ণস্য গিহিনীং জগদম্বিকা ॥ ৩

মেঘা সমীপমাগত্য ভাবনদৃগদবেতসা ।

সাহঃ ভবদ্বির্যাস্বামীত্যুবাচ সানিতং বচঃ ॥ ৪

তত্র ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ।

কানিকা ভবনে মাতি সর্বস্বং সমবল্লভমঃ ॥ ৫

সমিধানন্দরূপোঽসৌ সাধকামীষ্টদায়কুঃ ।

বৃদ্ধা সম্পূজ্যতং দেবং পুনরিত্যসি মদৃষ্টহং ॥ ৬

Once about fifty persons assembled at Kamar-pukur with a view to set out for an ablution in the holy Ganges on the occasion of Baruni on the thir-

অষ্টালোকায়া ১ম অঃ

teenth day of waning moon. Sarada told that she also desired to accompany them in their journey to the Ganges and return after she had seen and paid homage to her husband at Dakshineswar.

1 to 6

বঙ্গানুবাদ :-

কামারপুত্রে আর অর্ধশত নরনারী চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে জ্যোৎস্না তিথিতে অর্থাৎ বারানী হোণে গঙ্গান্নান উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইলে ভগবান রামকৃষ্ণের পত্নী সারদাদেবী তাঁহাদের নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন আমি আপনাদের সঙ্গে গঙ্গান্নানে যাইব । ১।২।৩।৪

সেই ভাগীরথীর তীরে দক্ষিণেথরের মন্দিরে কালিকাদেবীর গৃহে আমার স্বামী আছেন । ৫

সেই সচ্চিদানন্দময় সাধকগণের প্রার্থনা গুরুকারী আমার একমাত্র দেবতা সেই স্বামীকে দর্শন ও পূজন করিয়া পুনরায় আপনাদের সঙ্গেই গৃহে আসিব । ৬

অতো মামপি তং দেয়ং প্রাপয়ত্বা মহাজনাঃ ।

এবং যোনারদা দেব্যাঃ শ্রুত্বৈকান্তিক ভাষণং ॥ ৩

সাপহং তাং সমস্তানং সমানীয় গতা ঘৃহিঃ ।

দিবসদ্বয়মস্থানং গত্বা তে তৃতীয়েহহনি ॥ ৮

প্রায়েনাস্তং গতে সূর্য্যে সারদা জ্বরপীড়িতা ।

অযন্যাতিক্রমেহ্যস্মা সারদা জ্বরপীড়িতা । ৯

অন্তরলীনার্যাং ১ম অঃ

প্রান্তরে পতিতা দেবী সন্ত্রাস্তীনা বমুখহ ।  
 ক্রিয়াকালমপেখৈব সঙ্গিনস্তুে দ্বরাশয়াঃ ॥ ১০  
 শ্যামচ্ছায়াম্ভু মৌ দেবো নাভ স্বেয় কদাচন ।  
 প্রাণাপগমশঙ্কা চ দস্যু দুর্জয়িতঃ সদা ॥ ১১  
 অশ্রুণৈব বয়ং সন্ধ্যে গচ্ছামোনাত্ৰ সংশয়ঃ ।  
 একস্যার্থে বহুন্ জীবাত্যাতয়তি বুদ্ধিমান ॥ ১২

They acceded to her request and took her with them. On the third day of the journey in the afternoon she felt down unconscious with fever, on a vast waste land. Her companions thought it wise to leave her there and go ahead as the place was infested with dacoits and there was every chance to lose life and all of so many.

9 to 12

বক্তাবধি : —

অতএব হে মহাভাগগণ আপনারা আমাকে সেই গঙ্গাতীরে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন । এইরূপভাবে সারদাদেবীর অভ্যস্ত আগ্রহান্বিত বাক্য শুনিয়া তাঁহারা সসজ্জমে সন্ধানের সহিত শ্রীমতী সারদাদেবীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হঠতে বহির্গত হইয়াছিলেন । ৭

পথিমধ্যে দুইদিন যাইয়া তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার পূর্বে স্বরোগে আক্রান্ত হইয়া পথ চলিতে না পারিয়া সেই ভয়ঙ্কর মাঠের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন । ৮

অন্যলীলায়া' ১ম অঃ

তদ্ব্যক্ত সেইসকল ছুটে সঙ্গীগণ স্বল্পকণ অপেক্ষা করিয়া  
বলিয়াছিলেন । ১০

হে সাদরে এস এস এই স্থানে দম্ভ্য দুর্জনের ভয়বশতঃ থাকা  
উচিত নয় । এমন কি এখানে থাকিলে প্রাণ পর্যন্ত যাইতে পারে । ১১

আমরা এখনই এই স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি । এ বিষয়ে  
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । কারণ এক ব্যক্তির জন্য বহু ব্যক্তিকে মাম  
করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য নয় । ১২

एवमुक्त्वा ततः सर्वे सारदां निःसहायकां ।

शयोपमां परित्यज्य तं देयञ्च मयादगता ॥ १३ ॥

परित्यक्ता पयি भ্রষ্টা ह्यমূলमुপাश्रिता ।

निशীথে हतचैतন্যা পতিতা সা শয়োপমা ॥ ১৫

स्वप्नदेकां मुश्यामां सम्मुखे मुक्ता मूर्धजां ।

कामपि स्त्रीं सिधमानां ददर्श प्रमोदीतमा । १५

তত্ কাৰাজ্জামল স্মৰ্ম্মান্মস্তকে তত্চন্দ্রাদহৌ ।

सर्वरोग विमुक्ता सा सुखतामाप सारदा ॥ १६

परन्तु चिद्वचनश्रीमा सारदामवदत्तदा ।

भो भर्गिनि यास्वसित्वं पागलस्वामिदर्यने ॥ १७

তত্ স্বরূপং ন জানন্তি যি তং পাগলমব্রুবন্ ।

प्रत्यहं तमहं देवि पश्यामि शुद्धवेश्मनि ॥ १८

So they left her there all alone and helpless  
in the dying condition. In the dead of the night  
she gained her consciousness and felt herself  
cured of all her ailments by the touch of a woman

অন্তরীলায়াং ৭ম জ:

who was black in complexion and had long un-trimmed hair, She said to Sarada, "Dear sister, are you going to meet your mad husband? They who call your husband mad do not know his real self. I however, call at his cottage everyday to see him. 13 to 18

বঙ্গানুবাদ:—

এইরূপ বলিয়া জ্ঞানশূন্য নিঃসহায়া সারদা দেবীকে এবং সেই স্থানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৩

বৃক্ষের মূলে পতিতা পথভ্রষ্টা ছর রোগে মুগ্ধিতা সারদা দ্বাত্রি বিপ্রহরে স্বপ্নাবস্থায় যেন একটি অতি কৃষ্ণবর্ণা একটি ত্রীলোক সাবদার ক্রোড়দেশে বসিয়া সারদার গাত্রে ও যন্তুকে করপদ্মদানে ক্রান্তিদূর করিতেছেন। এইরূপ একটি আলুলায়িত কেশা হাস্যমুখী জ্যোতিঃস্বৰূপা ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন। ১৪।১৫

অতি আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ত্রীলোকটির করপদ্ম স্পর্শ মাত্রে সারদাদেবী সর্বরোগ বিমুক্তা হইয়া তৎকালীন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়াছিলেন। ১৬

পরন্তু জ্ঞানানন্দ ঘনশ্যামাদেবী সারদাদেবীকে বলিয়াছিলেন। হে ভগিনি তুমি কি তোমার পাগলা পতিকের দর্শনের জন্য যাইতেছ?

১৭

বাঁহারা তোমার পতির স্বরূপ না জানেন তাঁহারা হই পাগল বলেন। হে দেবি আমি তোমার স্বামীকে দর্শনের জন্য তাঁহার পঞ্চবটীর কুটীরে প্রতিদিন যাইয়া থাকি। ১৮

अन्त्यलोलाया १म अः

तव तृह्यो मम स्वामी महोयोगी महेश्वरः ।  
तमुन्मत्तं वदन्तपत्ताः किन्त्व ह' तेन चादृता । १८  
तवापि मादृशः स्वामी योगारूढः सदा शिवः ।  
तव सन्धोग पुष्टार्थं योगमार्गरतः सदा ॥ २०  
सुदु गत्यागच्छ देवि तव स्वामिनमीश्वर ।  
क्षिप्रं सन्देहदानाथं ब्रह्मामि दक्षिणेश्वरे ॥ २१  
एवमुक्त्वा तदा देवी तत्रैवान्तरधीयत ।  
कृपया जगदम्बाया गौगमुक्त्वा मनस्विनी ॥ २२  
आनन्द संप्रवे लीला दृष्ट्वा तां भवसुन्दरी ।  
चिन्तयामास केयं स्त्री कथमत्र समीगता ॥ २३  
प्रहोन्नाता मया सातु कालो केवल्यदायिनी ।  
कृपयात्र गता मातामम रक्षण हेतवे ॥ २४

"Like yours my husband is also a great yogi. Fools calls him a lunatic. But he loves me very dearly. Like mine your husband is a great devotee, and dedicated himself to holy services to bring pleasure to you. Dear lady, you may proceed slowly to reach your husband." On saying this she disappeared. Sarada Devi found herself cured of all her ailments her felt herself blessed by this divine sight. As she thought over the matter she felt that the Goddess appeared to save her.



বন্ধানুবাদ :-

তোমার মতই আমার স্বামী মহাযোগী মহেশ্বর । মূৰ্খলোকসকল  
ভীষাক পাগল বলে । কিন্তু তিনি আমাকে অভ্যস্ত ভালবাসেন । ১০

আমার মত তোমার স্বামীও সদানিব যোগারূঢ় তোমার প্রণয়  
বৃদ্ধির জন্তই তিনি সর্বদা যোগাসনে অবস্থান করেন । ২০

হে দেবি তুমি ধীরে ধীরে এস । আমি তোমার স্বামীকে  
আগমন বার্তা দিবার জন্ত এখনই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছি । ২১

এই বলিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন । এইরূপভাবে জগদম্বার  
কৃপায় সারদাদেবী রোগমুক্তা হইয়াছিলেন । ২২

তখন সারদাদেবী সেই ভবভ্রমরী কালিকাদেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন  
করিয়া আনন্দসমুদ্রে নিমগ্না হইয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন ইনি কে  
কি জগদেবা এখানে আনিয়াছিলেন । ২৩

এখন আমি বিশেষ ভাবে জানিলাম মুক্তিপ্রদায়িনী মাতা  
কালিকা দেবী আমার বন্ধার জন্ত পরা করিয়া এই স্থানে আনিয়া-  
ছিলেন । ২৪

ততো মহানিয়ার্য সা চৈতন্যোপমতা সত্য ।

সুসত্যামুপলভ্য বা সৌক্য ভীমাশ্বতুর্হৃদয়ঃ ॥ ২৫

দূরে দৃষ্টিং প্রসার্য্যকং দদর্শ সা জলাময়ং ।

স্ব গাত্রকান্ত্রাত ত' দেশ' যমৌ বিতিমির' তদা ॥ ২৬

বিমূর্ণিতা দেহতাপাস্থ শ্লুশ্চকণ্ঠা পিপাসয়া ।

প্রতিচক্ষ' শঙ্কমানা প্রাণেষু ময়শিশ্বলা ২৭

অহাতিক্রমণেঃ শক্তা প্রাপ্তা ক্তি' যমবাটিকা ।

এব' বিচিন্ত্য সা দেবো সম্মুখেঃতি ময়ানক' ॥ ২৮

দদর্শ' দস্যু প্রবর' যমদণ্ডমিবা পর' ।

অন্ত্যলোলাতাং ১ম অঃ

দূত দৃষ্টং মহাবাহুং লালটে রক্তবস্ত্রকং ॥ ২৫

দৌর্যশ্মশ্রু সমায়ুক্ত ভীষণাশ্রু বনশব্দত্ ।

বিচিস্ত মূর্ছাজান্ মূর্ছি, রক্তাশ্রু নয়নদ্বয় ॥ ২৬

In the dead of the night she felt that a mysterious awe reigned all around. She found a tank at a distance and the darkness thinned down by the lustre of her own body. She felt unbalanced due to fever and thirst, and became afraid of imminent death, as she felt herself unable to walk. Just at that time she came across a dreadful robber with a rod in his hand, red cloth tied round his forehead, long beard, tiger-like face, rough and untrimmed hair on head and blood-shot eyes. 25 to 30

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই মহানিশায় গভী সারদা সম্পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া সেই স্থানে অতি ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া নিকটে একটি পুষ্করিণী দেখিয়াছিলেন এবং নিজ গাত্র কাস্তি ধারা সেই সময়ে সেই স্থানটি আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল । ২৫।২৬

দেহের উত্তাপে মত্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে প্রাণনাশের আশঙ্কায় অধীরা পঞ্চলজ্বনে অসমর্থ। আমি যমের ঘরে আসিয়াছি । মাতা সারদাদেবী এইরূপ চিন্তা করিয়া সম্মুখে একটি অতি ভয়ানক দৃশ্যকে দেখিয়াছিলেন । ২৭

## মধ্যসীতায়াং ১ম অঃ

যমদণ্ডসদৃশ হৃত দণ্ড মহাবাহু ললাটে রক্তবস্ত্র আবদ্ধ দীর্ঘশ্রদ্ধা  
 ব্যাঘ্রর মত ভয়ঙ্কর মুখ অতি দীর্ঘ দেহ মন্তকেই বেশসকল ইতস্তত  
 বিক্ষিপ্ত চক্ষুর্ভয় রক্তবর্ণ দুইটি হাতে রৌপ্য বলয় এইরূপ কালান্তর  
 যমের মত সেটে দম্বাকে দেখিয়াবাঁবা এই কথাটি মাত্র বলিয়া  
 সারদাদেবী ভূমিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন । ৩৯৫০।৩১

সুহৃদৌষ্মশ্লয়যুতঃ স্বস্বহৃদয়ং তথা ।  
 সুদীর্ঘা ভোষণাকাংক্ষা কালান্তক্কা যমোপমঃ ॥ ৩৭  
 পিতৃশ্রদ্ধা স্মৃচ্ছিতাভূত পতিতা ধরণীতলী ।  
 দন্ত্যুরিবম্বিধা দেবী জগদম্বা স্রুপিনী ॥ ৩৮  
 কালিকা পতিতা দৃষ্টা স্থাশ্বিত স্তনুচক্ষণাদম্বী ।  
 মা মন্ত্যুজ্ঞা তদা দেব্যাঃ পতিতযরণান্তিকে ॥ ৩৯  
 রক্ষ রক্ষ মংহাদেবি রক্ষ মা' নিদশীশ্বরী ।  
 পুত্রং দন্ত্যু' জগন্মাতঃ প্রীত্বাশ্রয়' কৃত্যশ্রলিঃ ॥ ৪০  
 এব' সা জাঘ্রনী দেবী পাদালহার মৌচন' ।  
 কৃত্বাদন্ত্যু করে দত্ত্বা প্রীত্বাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৪১  
 মৌ পিত স্তাব কন্যাহ' যা মি জামাতুরন্তিকে ।  
 কিন্তু মার্গপরি অষ্টা অসামি তিমিরে নিশি ॥ ৪২

He looked terrible like Death. Sarada Devi fell unconscious at the sight of this robber, who became overpowered by a divine influence and fell at the feet of Sarada Devi, addressing her "Mother", "Mother", and begged her grace with folded hands. On regaining her sense she put

সমস্তস্বত্বায়া ৭ম অঃ

off the ornaments of her feet and handed it over to the robber. Then she said, "Oh my father, I am your daughter on the way to meet your son-in-law. But I have lost my way in the darkness of the night." 31 to 36.

বনাসুবাজ :-

কিন্তু এ স্থলে আশ্চর্যের বিষয় এই যে দম্পত্য দেখিলেন সাক্ষাৎ  
জগদম্বিকা কলিকাদেবীই ধরপীতলে পতিতা হইলেন। এবং এ কি  
বলিয়া মাতা সারদা দেবীর পাদপদ্মের সমীপে মামা বলিয়া পতিত  
হইয়াছিল। ৩২'৩২

এবং বলিয়াছিল যে দেবারাধ্যা মহাদেবি আমাকে রক্ষা করুন  
রক্ষা করুন। আমি আগনার দম্পত্য পুত্র এইরূপ ভাবে করজোড়ে  
প্রার্থনা করিয়াছিল। ৩৪

তখন মাতা সারদা চৈতন্যলাভ করিয়া পায়ে অলঙ্কার খুলিয়া  
দম্পত্য হস্তে দিয়া অতি ধীরে ভাবে বলিয়াছিলেন। ৪৫

হে পিতঃ আমি তোমার কন্যা তোমার জ্ঞাতার নিকটে  
বাইতেছি। কিন্তু এই অলঙ্কার হারিতে পথ ছলিয়া ছলিয়া  
বেড়াইতেছি। ৩৬

মার্গং দম্য য ভী মচ্চাং যেন মে দক্ষিণেদরে।

বান্ধ্যা বাসমনিঃ কালীমন্দিরে স্মৃতিমেবেৎ ৪৩

যতক্ষনন্তরে কাপি শ্রী মূর্ত্তি দংস্তু মমিহী।

আগতা সন্ধিনী তস্য মন্যমানা তদন্তিহ ৪৪

জন্ত্যলীলায়াং ৭মঃ অঃ

গত্বা তস্যা স্তদা দেবী চৃত্বা হৌ করণজ্বয়ী ।  
 সারদা তব কন্যাভ্রমবদত্ করুণ স্বরঃ ॥ ৩৮  
 প্রাপ্যাদ্যাঃ মাতরং ত্বাং পিতরশ্চ মহামতিং ।  
 ভয়াদস্মাত্ সমুত্তীর্ণা নিয়ায়া প্রাণসদ্বটাত্ ॥ ৪০  
 রোগক্লান্তি পথ স্ত্রান্তি মৌন্যাপ্রাপ্তি বয়াম্মম ।  
 নাশুনা ভাষণে শক্তির্নান্বিতগমনেঃপিবা ॥ ৪১  
 নিদ্রা মাং বাধতেত্যর্থং সন্তপ্য পিতরাবহং ॥  
 এবমুক্তা দহ্যু পত্নী কোড়ং সংস্পৃশ্যমস্তকং ॥ ৪২

“Please get me the way to the temples of Rani Rasmoni at Dakshineswar.” Just then a woman appeared by the side of the robber, and so she caught hold of her hands and said sorrowfully, “Oh Mother, on seeing you and my father I have become free from all fear in this dreadful night. I am unable to speak further or go away from here due to my physical weakness, loss of my way, and starvation. Sleep overcomes me. Oh my parents forgive me” On saying this, Sarada Devi placed her head on the lap of the wife of the robber and fell asleep. 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

হে মহাশয় ! আমাকে গণ দেখাইয়া দাও । যহাতে আমি  
 রাণী রাসমনির দক্ষিণেশ্বরের কাণী বাড়ীতে যাইতে পারি । ৩৭

## অন্তলোলাতা ১ম অঃ

এমত সময়ে কোন একটি ত্রীলোক দস্যুর নিকটে আসিলে তাঁহাকে সেই দস্যুর পত্নী মনে করিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া মা সারদা তাঁহার হইটি হস্ত ধারণপূর্বক বলিয়াছিলেন মা আমি তোমার কথা সারদা এই কথাটি অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন।

৩৮৩৯

দেখ মা আমার রোগবজ্রণা পথপ্রাপ্তি ও অনাহারে কণা বলিতেও কষ্ট হইতেছে এবং যাইতেও পারিতেছি না অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। বাবা মা আপনারা আমাকে কমা করুন। এই কথা বলিয়া সেই দস্যু পত্নীর কোলে মাথা রাখিয়া নির্ভয়ে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ৪০৪১৪২

নিদ্রিতা সারদা দেবো নির্ময়নান্তরাম্বনা।

ঐদ্বিকামুখিকাৎ পাপান্নমে পুষ্পস্য সম্ভবঃ ॥ ৪৩

দুর্ভগায়াঃ কথং সৌখ্যং ফলদর্শনজং ভবেৎ।

অথবা মে কিঞ্চিদস্তু সৌভাগ্যং পূর্বং পুষ্পজং ॥ ৪৪

ধেনয়ং দেবকন্যা মাং মমিত্যুজ্জ্বা মমোরসি।

সুখং স্বপিত্তি নিঃশঙ্কং যথা কন্যা স্বগর্ভজা ॥ ৪৫

এবং চিন্তয়তী সাধ্যো দৃশ্যুপলৌ পতিং তদা।

নিষ্পন্দ শঙ্কু সটয়ং বিলোক্যোবাচ সত্চরং ॥ ৪৬

সুস্বাদু মৌজনোয়ং যত্ পানীয়মপি বা তথা।

শীঘ্রমানয় মৌ স্বামিন্ কন্যা মৌজেন হৈতবে ॥ ৪৭

শুল্বেষ ততৃপ্পাদ্ গত্বা গ্রামং মৌদকং বাটিকাং।

প্রবিষ্ট্য বিপুলং মৌজ্যং সমাদায়াগতোঽপি সঃ ॥ ৪৮

The wife of the robber thought, "Due to sins committed by me in my previous lives, no child has been born to me. But I find myself fortunate enough to be called mother by this divine woman, who sleeps here fearlessly as if she is my own daughter." With this thought she asked the robber to bring some food and drink. He at once brought a huge quantity of sweets from a shop in the village. 43 to 48.

বক্তাবাদ : —

তখন দম্ভ্যপত্নী ভাবিয়াছিলেন আমি 'অত্যন্ত হতভাগিনী আমার জন্ম জন্মান্তরের গাপ বশতঃ পুণ্যোৎসবময় হয় নাই অর্থাৎ আমার আভ্যন্তরীণ হয় নাই অতএব ফলের আশা করিতে হইবে। অর্থাৎ ত্রীলোক পুণ্যবতী না হইলে তাহার গর্ভে পুত্র কন্যা হয় নাই। অতএব আমার পুত্র কন্যা বলিয়া কি কিছু আছে। ৪৩

অথবা আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের সৌভাগ্য বা পুণ্য আছে তাহার ফলে আজ এই সেবকতা আমাকে মা বা বলিয়া ডাকিয়া আমার কোলে সুখে নিত্রা বাইতেছেন।

যেহেতু নিজের গর্ভজাত কন্যা গর্ভধারিণীর কোড়ে সুখে ঘুমায় সেইরূপ ॥ ৪৪৪৫

পতিব্রতা দম্ভ্য পত্নী তখন এইরূপভাবে চিন্তা করিয়া সম্মুখে শুক কাষ্ঠের মত অচল স্বামীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ৪৬

अम्बलीलाया' ईम अः

तुमि कि देवह आमादेर एहे कथाटिअ बाईवार अन्न उन्न  
वाञ्छा जव्य ७ बिशुद्ध जल नीञ्च आन । ४१

दम्बा अबर पत्नीर कथा सुनिआ उदङ्गना८ आमे बाईया नग्रार  
घरे प्रवेश पूर्वक बिशुद्ध मिठे जव्य लईया आसिआ पत्नीके  
दिदाहिलेन । ४८

उक्तञ्च पत्न्ये त्वत् कन्यां भोजय त्वं सयन्नतः ।

आनयामि जलं स्वच्छं योजनं मेव सुनिधितं ॥ ५८

एवं सा सारदादेवी सुस्थिता सुपलभ्य च ।

तं दस्युं सुजनं दृष्ट्वा परमानन्दं निर्वृता ॥ ५९

ततः स दस्युप्रवरो मङ्गामतिः

संस्थाप्य देवीं शिविकान्तरे सुदा ।

तद् भृत्यं सुत्यामुचर स्वरूपक

स्तस्याः प्रियस्थानमदर्शयञ्च तां ॥ ५१

तस्मिन्दर्शाखिलं लोकनाथं

त्रिलोकनाथान्तं पादपीठं ।

कन्यां कृपां प्राप्तिं वशात् सकम्प्यो ।

दस्युः स्तदा पञ्चवटो गृहस्थः ॥ ५२

He asked his wife to feed the daughter well.  
Then he went off to bring drinking water. Sarada  
Devi became quite well very soon and also very  
glad to see that the robber was kind and gene-  
rous. The robber showed the way and took her



অন্তান্তোলায়াং ১ম অঃ

to Dakshineswar. He became blessed by the sight of Sri Ramakrishna. 49 to 52.

বক্তাবাদঃ—

এবং বলিলেন তোমার কণ্ঠকে যত পূর্বক ভোজন করাও আমি শীঘ্রই ভাল জল আনিতেছি ॥ ৪৯

এইরূপভাবে মাতা সারদা দেবী স্নান হইয়া দম্পত্য এবং তৎপত্নীকে তাহাদের আচরণ, সেবিয়া শ্রদ্ধা বলিয়া মনে করিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইয়াছিলেন ॥ ৫০

তৎপরে সেই দম্পত্যরাজ অভি নিকটে ভূত্যের মত হইয়া মাতা সারদাকে একটি শিবিলায়, আরোহণ করাইয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া তাঁহার অতিপ্রিয় ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে তাঁহার পাদস্থলে কণ্ঠটিকে অর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১

তখন সেই কণ্ঠার অনুগ্রহে, সেই দম্পত্য প্রবর দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী গৃহে ইন্দ্র চন্দ্রাদি পুজিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫২

ভয়ং ভক্ত্যা বিনয়িন বাচ্য

সমর্প্য কন্যাং মহতঃ সমীপে ।

প্রসম্বতাং তস্য প্রলব্ধু কামঃ

সবৈপথ্যঃ পাদতলে পপাত ॥ ৫২

প্রাপ্ত্বাণ্য সত্কর্ম্ম দয়াদ্রু চেতসঃ

শ্রীসারদা ভীতি বিমুক্তি হেতুক ।

স্বয়ং তমুত্তোল্য গদাঘরী মহান্

সদার দম্বীঃ সুকৃপাশ্রকার ॥ ৫৪

অন্তলীলায়াং ১ম অঃ

প্রকাশিত্যে' জগতো জনন্যা  
লীলা যয়াসী' বহুব: স'বিশ্না: ।  
মাতু: স্বরূপাধিগমে বিমোহ'  
যদন্তি চাচ্চিন্তা মহাপ্রভাবা ॥ ৫৫  
এব' সা সারদাদেবী সাধনস্য সুসিদ্ধয়ী ।  
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায়া: পরিত্যজ্য প্রদায়িনী ॥ ৫৬

The robber made over Sarada Devi to Sri Ramakrishna with fear, devotion and humble submission and fell at his feet. Gadadhar blessed the robber and his wife, as he came to know of his good and kind services towards Sarada Devi. Thereafter Sarada Devi stayed at Dakshineswar rendering her services to her husband and helping him in his holy pursuit.

53 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

ভয় ভক্তি ও বিনয় বাক্যে ভগবানের নিকটে কষ্টা স্থানীয়া  
মাতা সারদা দেবীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা পূর্বক  
দশ্য রাজ কল্পাবিত কলেবরে ভগবানের পাদমূলে পতিত  
হইয়াছিল। ৫৩

দয়াজ্জচিত্ত দশ্য রাজের সারদার ভয়মুক্তিরূপ সংকল্প অবগত

অন্ত্যলীলায়াং ৭ম অঃ

হৃদেয়া ভগদান পদাধর স্বয়ং-সেই মত্না অবরকে দয়া  
করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ৭

জগজ্জনমো সারদা দেবীই মত্না কৃপা লীলা প্রথম প্রকাশ করেন  
বাহার লীলা বোগিগণও বহুতর চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারেন  
নাই। পরন্তু শক্তি প্রভাব অচিন্তনীয় ॥ ৫৫

ঠাকুরের লীলা সম্পূর্ণ বিধাগ্নিগো মাতা সারদা দেবী সাধনা  
মিকির জগৎ কিছুকাল অবস্থান পূর্বক বিলুপ্ত ভাবে উত্তমা ভক্তি  
মহকারে পতি সেবা করিয়াছিলেন। ৫৬৫৭

কিয়ৎকাল স্থিতা তত্র স্বামিনঃ সন্নিধৌ সতী ।

শ্রী মাতা সারদাদেবৌ পতিভক্তি পরায়ণা ॥ ৫০

সকার পরয়া ভক্ত্যা পতিসেবা মনস্বিনী ।

শূন্যোষ্ট পঞ্চচন্দ্রান্দে নান্না যা ফলহারিণী ॥ ৫১

তত্ পূজা দিবসে রাতৌ স্বপত্নী সারদা শিবা ।

ষোড়শী ষোড়শসমী সৰ্ব্বানন্দঃপ্রদঃ শিবঃ ॥ ৫২

পূজ্যামাস তাং দেবী পূৰ্ব্বযুগানুসারতঃ ।

বাসার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ভুগং ফলপ্রদাং ॥ ৫৩

একান্তে তাং সমাধুয় ষোড়শী সহধর্মিণী ।

ভবাচ পরয়া প্রীত্যা যোগেশ্বর মহাগুরুঃ ॥ ৫৪

অহং সন্মুজয়াম্যস্মৈ রাতার্ত্তং তাং তিথিচয়ৈ ।

জানি সম্ভাষা বন্দনাদি সমাপ্য কুনকামিনি ॥ ৫৫

In the Bengali year 1280, Sri Ramkrishna  
worshipped Sarada Devi in a moon-less night at

অন্ত্যলোলায়া ৭ম অ:

the time of Falaharini Kalika Puja He advised her to fast and observe all austerities and stay in the cottage at Panchabati till she is worshipped. 57 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

বাংলা সন ১২ শত ৮০ আশী সালে ফলহারিণী কালিকা পূজার দিন রাতিতে সর্ববানন্দ প্রদাতা সর্ব মঙ্গলালয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব নবোদিত সূর্যের মত দেহ কাস্তি ধর্ম অর্থ কাম যোক চতুর্গুণ ফল দায়িনী মঙ্গলময়ী ষোড়শী নিরুপদ্রী শ্রীমতী সারদা দেবীকে ছাপর যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত পূজা করিয়াছিলেন। ৫৮।৫৯

অর্থাৎ সেইদিনে ঠাকুর পত্নীকে নির্জনে ডাকিয়া অতি কোমল স্বরে বলিয়াছিলেন। আজ আমি অমাবস্যা তিথিতে রাতি দ্বিপ্রহরে তোমাকে পূজা করিব। অতএব হে কুলকামিনি তুমি প্রাতঃকালে স্নান সন্ধ্যা পূজা ও স্তব পাঠাদি সমাপন পূর্বক কিছু না খাটরা শুক ভাবে এই পঞ্চবটী গৃহে অবস্থান কর। ৬০।৬১।৬২

নিষ্ঠ পঞ্চবটী মেহী সৌপবাস্য সুসংযতা ।

এবমুক্তা স্বয়ক্তি তাং ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্ ॥ ৬২

পূজায়া দ্রব্যসম্ভার সংযহার্য সমুদ্রককঃ ।

মাখ্যগার সম্মুখি সিদ্ধুরাধ্বরমূষণম্ ॥ ৬৪

সংগৃহ্য ফলপুষ্পাদোন্ পঞ্চবট্যমুপাগতঃ ।

সাপাঙ্কে স্বাশ সম্ভাতি সমীপ্য বিধিবদ্ভদা ॥ ৬৫

অন্যনীরসীয়াং ১ম অঃ

সোমারদাং স্বহস্তে ন বস্ত্রালঙ্কার ভূষিতা ।  
 স্তম্বোচ্চ পোঠকে ন্যস্য পাদপীঠে পদদ্বয় ॥ ৬৫  
 অলঙ্কারস্ত্রিত স্নাত্বা বিনিবেশ্য ময়ব্রতঃ ।  
 অমায়া অর্ধরাত্রৌ তাং পোড়গৌ জগদম্বিকা ॥ ৬৬  
 তেন পাদ্যাদিभिঃ পূজা সম্বীকৃত বিধিনা কৃত্য ।  
 প্রার্থনা চ কৃত্য সত্ব বিম্বনাথেন যাদৃগৌ ॥ ৬৭  
 অত্র মিচ্ছা কৃত্য সর্ব্ব জীবনামমম হৈতবে ।  
 ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ কৃষ্ণো যথা চন্দ্রাবনে বনে ॥ ৬৮

During the day-time he remained busy collecting all requisite things. In the evening after performing usual rites, he decorated Sarada Devi with holy cloth and ornaments. In the mid-night he worshipped her as if she was the Goddess Kalika Lord Krishna did the same thing in the Dwapar yuga by worshipping the feet of Sri Radhika in Brindaban. 63 to 69,

বক্তাবাদ :—

সর্ব্বশক্তিমান ঠাকুর শ্রীশ্রী সারদাকে পূজার বিষয়ে বলিয়া পূজার দ্রব্য সংগ্রহার্থে ভাঙারে প্রবেশ করতঃ বস্ত্র সিঁদুর শব্দ ও আলতা এবং ফল ফুলাদি লইয়া পঞ্চবটীর গৃহে সেই সকল দ্রব্য রাখিয়া সারাদে প্রান সজ্জাদি অর্পণ কর্তব্য পূর্ব্বক ত্রিভুজকালে যথাশাস্ত্র স্বহস্তে সারদা দেবীকে বস্ত্র শব্দ অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত করতঃ

অন্ত্যালীলায়া' ১ম অঃ

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितोर्थ विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण भागवते  
 पारमहंस्या संहितायां मातुः श्रीसारदादेव्या गङ्गास्नान गमनं पथि  
 राक्षी दस्यु कृता पूजा दक्षिणेश्वर गमनं तत्र ठाकुरेण घोड़गौ पूजा-  
 नन्तरं पुनर्देव्याः कामारपुकेरे प्रत्यागमनरूपान्तरालीलायाः प्रथमो-  
 ऽध्यायः । अः १ अः १

Shri Ramakrishna held the feet of Sarada Devi in his hands and bowed down to her. He worshipped her in various ways. He also revealed to her that in their previous births they appeared as Lord Krishna and Sri Radhika. According to the advice of Sri Ramakrishna Sarada Devi left her husband and went to Kamarpukur. 70 to 73.

Here ends the first chapter in the Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ১ম অঃ অন্ত্যালীলা।

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান জীৱামকৃষ্ণদেব এইরূপভাবে তান্ত্রিক ও বৈদিক মতে নানা বিধ পূজা করিয়াছিলেন যে সকল যোগিগণ ও জানেন না। ৭২ . . . . .

তৎপরে মাতা-সারদা দেবী ঠাকুরের আদেশ মত দক্ষিণেশ্বর হইতে কামার পুকুরে গমন করিয়াছিলেন। ৭৩ . . . . .

অন্তরলোলায়া ১ম অঃ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দরের রচিত পরমহংস সংহিতা নামক শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের শেষ লীলার প্রথমধ্যায়ে সারদা দেবীর গঙ্গা স্নান উপলক্ষে দম্ভা কৃপা দক্ষিণেশ্বরে গমন এবং তথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীকে ষোড়শী পূজা করেন তৎপরে ঠাকুরের আদেশে পুনর্ব্বার সারদা দেবী কানার পুকুরে প্রত্যাগমন করেন ।

অঃ ১ নঃ

শ্রীমদলীলায়াঃ দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ

কালোচ্ছিন্নং সঙ্কর্ষ্মিষ্টা সঙ্কিতো মধুরো মদ্রান্ ।  
 চকারা যৌলনং নানাশীর্ষেণ গমনোত্মুখাঃ ॥ ৭  
 যানবাহন ভোজ্যাডি নানাদ্রব্যানি যত্নতঃ ।  
 বিধিষত্ সংস্কারানি তীর্থে দেয়ানি যানি চ ॥ ২  
 তীর্থ গতিঃ সুসম্পূর্ণা শ্রীরামকৃষ্ণা যোগতঃ ।  
 অমৃত শ্রীমথুরানাথঃ শ্রুতকালে শ্রুমে দিনে ॥ ৩  
 মল্লী ঠাকুর হৃদয় শ্রীর্থযাত্রা চকার সঃ ।  
 বৃহদ্বিহিতাঃ মল্লী মহামায়া পুরঃসরম্ ॥ ৪  
 ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তীর্থযাত্রায় সর্ব্বোত্তম  
 সাধনা তস্যাং খলু যোগবলেন জমতীতলে  
 সূর্য্যজীবে শিবশ্রীম দরিদ্রনারায়ণ সেবা চ ॥ ৫  
 ঠাকুরেণৈব নূননরুণে প্রকটী ক্রতা যাচীত্ ॥ ৬

Mathuranath set out on pilgrimage to various holy places with his wife, Thakur and Hridaya. He took with him all requisite things. This

অন্তর্লীলায়াং ২য় অঃ

pilgrimage had been the best of all holy pursuits ever followed by Sri Ramakrishna. . Here he took a new turn and preached divine manifestation in all living things, and holy services to the poor. 1 to 5.

বঙ্গানুবাদঃ—

অন্তর্লীলার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ হইতেছে।  
এই সময় মথুরানাথ পত্নীর সহিত কয়েকটি তীর্থ গমনের জন্ত  
তদ্বপযোগি জব্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন অর্থাৎ যান বাহন  
ভোক্ষ্য ভোজ্য বা তীর্থেদের জব্য সকল যোগাড় করিয়াছিলেন।  
এবং তীর্থ গমনে ঠাকুরের যোগদান জন্ত মথুরাবাবুর তীর্থ যাত্রা সূচুরূপে  
হইয়াছিল। ১।২।৩

শুভদিনে শুভকালে সপত্নীক মথুর বাবু ঠাকুর ও স্ত্রীর সহিত  
তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং সকলেই যথাবিধি শুদ্ধভাবে  
গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

তপস্বান ত্রীশ্রামকৃষ্ণদেবের তীর্থ গমন একটি উত্তম সাধনা।  
কারণ যে তীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া সর্বজীবে শিবজ্ঞান। এই  
জগতে পরিস্রবনায়ণ সেবা কার্য ইনিই যোগ বলে প্রকাশ করেন  
পূর্বের ইহা ছিল না ॥ ৫

আদৌ শ্রীশ্রীনাথ ধাম যত্না ততস্য শ্রুতাত্ম ধনকঙ্কাল মাত্র  
দেহ বহির্দর্শনে দয়াদ্রষ্টব্য বহির্দেবতা বহির্দেবতা সকাশং



अन्त्यसौदायां नय चः

मथुरानाथ मुक्तवान् । भो सधुर ! केवलमेकदिनमेतेषां भक्ष्यं  
दानेनोदरं परिपूरय । ६

ददस्व प्रचुरतरं तैलं भस्त्रकेषु । तथा प्रत्येकं परिष्वय वस्त्रमपि  
प्रयच्छ । ७

एवं भगवता कृत्यायमानवचांसि सुकृताव्यपि तदा वारानसी यात्रा  
समुत्सुको मथुरो वारानस्यामेव दरिद्रभोजनादि व्यवस्था विधेयेति  
संग्रहं मुक्तवान् । ८

शुल्वैव दरिद्रं प्ररमदेवतां सरोपमवदत् । नाहं यास्यमि वाराणस्यां  
एभिरेवाश्रयसामि । दरिद्राणामेषां नास्तिकि, कोऽपि दाता ? ९

ततो मथुरेण दरिद्रान्तर्गतं भगवन्तं मवलक्ष्य सद्यः स्तदात्रा पूरणे  
कृते ठाकुर ईषदस्य पुरःसरं परमानन्दमवाप । १०

At first they visited the temples of Vaidyanath. Shri Ramakrishna was greatly moved by the sight of emaciated bodies of the poor hungry people and so he requested Mathuranath to give them enough food for a day, sufficient oil for their heads and a piece of cloth to each of them. But Mathuranath in his eagerness to start Varanasi replied that necessary arrangements to feed and clothe the poor would be made at Varanasi. On hearing this Thakur became very furious and said that he would remain with the starving people here and see if

অন্ত্যলীলায়া ২য় অঃ

any kind and generous hearted man be available. At this Mathuranath did as he was asked to do. Thakur became much delighted and smiled with great satisfaction.

বঙ্গানুবাদ :—

বৈষ্ণনাথ ধামে যাইয়া কুখার কাতর ককাল মাত্র সার জীব-  
মৃতের স্থায় দেহধারী দরিদ্র সকলকে দেখিয়া দীনবদ্ধ ঠাকুর  
দয়ার্দ্ৰ হৃদয়ে দরিদ্রগণের সেবার জন্য অতি কাতর বাক্যে  
মধুরানাথকে বলিয়াছিলেন হে মধুর কেবল মাত্র একদিনের মত  
এই সকল দরিদ্রদিগকে উদর পূরণ করিয়া থাকিয়াও । ৬

ইহাদের মাথার তৈল দাও । এবং প্রত্যেকটি দরিদ্রকে এক  
একটি করিয়া বস্ত্র দাও । ৭

ঠাকুর এইরূপ উত্তম কথা বলিলে ও ৮কানীধামে যাইবার জন্য  
অত্যন্ত ব্যস্ত মধুরানাথ বলিলেন ৮কানীধামেই দরিদ্র ভোজনের  
ব্যবস্থা করিব । ৮

अन्त्यन्तासायां रयः चः

एव' गयासुर क्षेत्रे भगवान् योगदाधरः ।  
 अयोध्यां हत स्तेन साक्षाद् गदाधरेण हि ॥ ११  
 ततो वारानसीं चेन्न' प्राप्य श्रीभगवान् स्वयं ।  
 ददर्श श्रीविष्णुनाथं मन्त्रपुष्पाक्षि मातरं ॥ १२  
 मुक्तिं क्षेत्रस्यावगतिं दृष्ट्वा भूदति दुःखितः ।  
 उक्तं भगवता तेन परमार्त्तेन तत्र च ॥ १३  
 कथमवाहमानोक्तः स्यानादध्यादपि ध्रुव' ।  
 स्थितोऽत्यन्तं सुखी भूत्वा तत्र श्रीदक्षिणेश्वरे ॥ १४  
 किन्तु श्रीमणिकर्णिकामनहरा मुक्तिपदा राजते  
 गत्वा तत्र महाभयानं निलयं श्रीगहरं महारम् ।  
 दृष्ट्वा तं शिवं सङ्कटं पुरश्चरं प्रातःपुराधोमतां  
 दृष्ट्वैव शिवलोकं सङ्गतं ज्ञातुं चानन्दमाप्नोति ॥ १५  
 ततो हन्दावनं गत्वा गोविन्दं मन्दिरे प्रभुः ।  
 श्रीराधया श्रीगोविन्दं दृष्ट्वैव मुनि क्षुण्णितः ॥ १६

Thereafter Sri Ramakrishna went to Gaya and visited Gadadhar. Then he went to the temples of Biswanath and Annapurna in Varanasi. But on seeing the unholy condition of the city he said sorrowfully, "Why have I been brought to this place from Dakshineswar where I had been very happy". When he visited the famous burning ghat of Shri Monikarnika, he was glad to see the souls transported to the abode of Lord Siva as

জন্মসীলার্য্যঃ ২য় অঃ

the dead bodies were touched by Sri Sankar. Then he went to Vrindavana and paid his obeisance to Sri Radha with Sri Govinda. ১১ to ১৬

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপভাবে সাক্ষাৎ গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণদেব গয়াক্ষেত্রে ভগবান গদাধরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অতঃপর ঠাকুর কালী ধামে বাটয়া দেবালিসেব বিখ্যাত ও অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়াছিলেন মুক্তি ক্ষেত্র বারাগসার বিত্তভ্য ভাব না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন।

কি অন্ত আমাকে এখানে আনিলে ইহার অপেক্ষায় আমি দক্ষিণেশ্বরে অতি আনন্দের সহিত ছিলাম। ১৩১৪

কিন্তু পাপ নারিনা মুক্তি দাতী মংকর্ণিকায়া বাইরা দেখিলেন সেখানে মহাশয়ানে যে সকল শব দেহ আছে ভগবান শঙ্কর সেট সকল প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিয়া মাত্র তাঁহার দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করিতেছেন। এই রূপ দেখিয়া ঠাকুর অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৫

তৎপরে ঠাকুর কালী ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে বাইরা গোবিন্দ মন্দিরে রাধা গোবিন্দ দর্শন করিয়া ভগবদ্ভাবে বিস্তার অলৌকিক প্রেমের সহিত দৃষ্ণকীর্জন করিতে করিতে কাতর থাকে বলিয়াছিলেন। ১৬১৭

মায়াহুনিবিত্তান্যোষুর্ধ্বৈম প্রসন্নম্।

মহোদাদনু জন্মসীলার্য্যঃ দীবাচ কালর্য্যঃ ১৭

चन्त्यस्त्रीलायां २२ अः.

भो कृष्ण सर्वमेवास्ति यमुना तौर सन्निधौ ।  
 गोवर्धनं रासभूय वनं वृन्दावनं तव ॥ १८  
 तथा निधुवनश्चास्ति निकुञ्जवन मेव च ।  
 किन्त्वद्वत्त्वां न पश्यामि पश्यामि केवलं रजः ॥ १९  
 काद्वेयस्य घटत्तु भगवान् भक्तकृपधृक् ।  
 यातो यदा तदा तेन दृष्टः श्रीभगवान् स्मर्यं ॥  
 यमुनान्तर्जले महासर्प मूर्ध्नि विराजितः ।  
 कालोयःसह पद्मीभि स्तौति तं नन्दमन्दनम् ॥ २१  
 जय गोपामुखाञ्जो मधुपान मधुव्रत ।  
 निराकार निरोधार निर्गुणं पाहि कृष्ण मां ॥ २२  
 ततो महाभाव वशात् पाद्मपत्रनि परिचयः ।  
 प्रोप्यतद्वाम माहोत्थं वर्णयामास ठाकुरः ॥ २३

In a divine mood he chanted the name of Krishna and said sorrowfully. "Oh Lord Krishna, I find on this bank of Jamuna every thing viz, Gobardhan Hill, the place of Rasalila, Brindaban, Nidhuban and Nikunjaban etc. But I don't find you. I see the dust of your feet only." When he stood on Kaliyadaman Ghat, he found in the water of the river Sri Krishna standing on the head of the great serpent Kaliyanag with his wives praying for mercy of Sri Krishna. In his divine mood Thakur would describe the glory of that holy place. 17 to 23.

• অন্তরীলীলায়াং ২য় অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

হে কৃষ্ণ তোমার সবটে আছে অর্থাৎ যমুনাভীর গোবর্দ্ধন পর্বত রাসস্থলী ইন্দাবন নিধুবন নিরুজবন প্রভৃতি সকলই আছে কিন্তু তোমাকেই প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাওতেছি না। কেবলমাত্র তোমার পদস্বরূপই প্রত্যক্ষ হইতেছে। ১৮।১০

কিন্তু ভক্তরূপধারী ভগবান ঠাকুর যে সময়ে কালীরাশমনের ঘাটে যাইয়াছিলেন। সেটাহানে অর্থাৎ যমুনার জলের মধ্যে কালীর সর্পের মস্তকোপরি বিরাজিত স্রীগোবিন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পদ্মীগণের সহিত কালীরনাগ স্রীকৃষ্ণকে স্তুতিকরিতেছেন সেই সকল স্তববাণী এইরূপ। ২০।২২ হেনরিকারনিরাধার যথুজ্ঞত গোপী মুখপদ্ম যথুপাদী তোমার জয় হোক আমার কিছু মাত্রগুণ নাই আমাকে ব্রজা করুন। ২২

এইরূপ সাক্ষাৎ ভগবান স্রীকৃষ্ণের অগূর্বরূপ দর্শনে মহাভাব-বশতঃ বাহুজ্ঞান শূন্য হইয়া বৃন্দাবনধামের মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ২৩

एव' तत्तत्तोयमध्यं तत्तद्रूपं स दृष्टवान् ।

ततः श्रीरामकृष्णेन कृष्णकुलित चेतसा ॥ २४

दीर्घকালাত্ পরং হৃন্দারম্যে প্রেমাপ্রবাহিতঃ ।

তদামবাসিনাং যেন কৃষ্ণঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ ॥ ২৫

তত্‌ততীর্থং যথ্য'টনাৎপরং শ্রীদক্ষিণেশ্বরে ।

পুনঃ প্রব্যাগতৌ রামকৃষ্ণঃ স্বসিদ্ধ ধামনি ॥ ২৬

হৃন্দাবনস্থ শ্রীরাঘোশ্যাম কুণ্ডলোদ্ধৃত' রজঃ ।

যদানীতং ভগবতৌ যদ্বতঃ পরম' শিব' ॥ ২৭

অন্যলীলায়াং ২য় অঃ

গঙ্গোদকেন তৎ সৰ্ব্বং কৃৎবা সন্নিযতং প্রভুঃ ।

পঞ্চবতীয়ায়তুর্হিহু রমিপেক পুরসরং ॥ ২৮

উবাচেযং স্মৃতির্মতা বৃন্দাবন সমাযতঃ ।

উবাচ চ মহাযোগো মহাযোগযুতঃ স্ময়ং ॥ ২৯

তৌর্যযাত্রা ভগবতী সৌর্য মঙ্গল ইতিবে ।

সর্বতৌর্যপদস্যাম্য তৌর্য যাত্রা বিড়ম্বনা ॥ ৩০

In the same way, Thakur had seen the presiding deity of the respective holy places. The intense devotion to Lord Krishna, which he displayed in the holy Brindavana, bestowed upon him a divine glamour which made him an idol among the people of the locality. After his pilgrimage to various holy places, he came back to Dakshineswar and sprinkled the holy dust collected from Shyamkunda and Radhakunda in Brindavana, mixed with the water of the Ganga, all around Panchavati, to make the place as holy as Brindavana. The purpose of pilgrimage on his part was to add holiness to holy places and not to acquire any merit for himself who was the Divinity itself. 24 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর প্রত্যেক তীর্থে ভগবানের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া এইরূপভাবে প্রেমের বজা

অন্তাশ্রিতায়া' ২য় অঃ

প্রবাহিত করিয়াছিলেন যাঁহাতে বৃন্দাবনবাসী ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ  
ঐক্যরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ২৪।২৫

ঠাকুর ভীষণপর্যটনের পর স্বকীয় সিন্ধুধাম দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন  
করিয়া বৃন্দাবনের শ্রামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে যে সকল রক্ত  
আনিয়াছিলেন সেই সকল পরম মঙ্গলময় মুক্তিকা গঙ্গা জলের সহিত  
মিশ্রিত করিয়া পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন আজ  
হতে ঐ স্থান বৃন্দাবন সদৃশ হইল। এইরূপ ভাবে মহাযোগী  
ভগবান ঐশ্বর্যামকৃষ্ণদেব নির্বিকল্প সমাধি পুরঃসর বাস করিয়াছিলেন।  
২৬।২৭ ২৮।২৯

সর্বভীষণময় ঠাকুরের তীর্থ গমন লোকাশুঙ্করণ বা তীর্থকে  
পবিত্র করাই মূল উদ্দেশ্য। ৩০

পশ্চিমদিকের এসিদ্ধ বিবিধ ভারতীর তীর্থ দেখিয়াছি। কিন্তু  
গৌড়দেশবাসী বৈষ্ণব মহাঙ্কনগণের পরম পবিত্রতীর্থ শ্রীমন্নবদ্বীপধাম  
আমাদের বঙ্গদেশে সুবিরাজিত আছেন। ৩০।৩১.৩২

লঙ্ককুম্ভম্ভ ভারতীয় তীর্থানি বিবিধানি চ ।

ধারক্যাং দিশি সিদ্ধানিময়া দৃষ্টানিতানি চ ॥ ১৭

নবদ্বীপেতি গৌড়ানাং বেণ্ডাবানাং সঙ্ঘাট্মনা ।

তীর্থানাং পরমতীর্থং বঙ্কদেশে বিরাজতি ॥ ২২

যত শ্রীকৃষ্ণ চেতন্য আকির্ভূত স্বয়ং হরিঃ ।

হরিণামমহামন্থং সর্ব্বাং ভবঃ সম্পদতথান্ ॥ ২৩

কালো জীবান্ সমুদ্বর্ত্তে কৃপয়া কথ্যানিধিঃ ।

অপ্রাপ্তেতত্র তীর্থে ঽন্যতীর্থং দর্শনজং ফলং ॥ ২৪

ভবিষ্যতি ন চাস্মাকং যতো বঙ্কীদ্ধবাবয়ং ।

মত্বেদং শ্রীনবদ্বীপ গমনায় মতিং দধে ॥ ২৫



অন্তর্নীলায়াং স্য স্ম

ঠাকুরস্বামিলাষোঃস্বান্নাত্বা শ্রীমম্বুরোমহান্ ।

বহুকোষ্ঠ সমায়ুক্ত বাসগেহনিম শুম ॥ ৩৬

জলযান সমানোষ ঠাকুর ভক্তি পূর্বক ।

তদ্বীল্যাপ্য ঠাকুরেণ গতবান্ মম্বুরোপি চ ॥ ৩৭

There are various holy places in the West.

But Navadwip in Bengal is the holiest of all.

There appeared Sri Kishna Chaitanya who initiated all with holy names irrespective of caste and creed, to bring salvation to the suffering humanity of this Kali yuga. The Bengalees must visit this holy place to make themselves worthy of the merit derived from pilgrimage to other holy places. With this thought in his mind Thakur desired to visit Navadwip. When Mathuranath came to know of this, he took Thakur in a huge boat and started for Navadwip. 31 to 37.

বঙ্গানুবাদ :—

যেনবদীপেশ্বরঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া  
সয়ার সাগর দড়া করিয়া কলিহত জীব সকলের উদ্ধারের জন্য  
আচণ্ডাল মনুষ্যকে হরিনাম রূপ মহামন্ত্র দিয়াছেন। সেই নবদ্বীপ  
তীর্থে যদি আমি না যাই তবে আমার অস্বাস্থ্য তীর্থদর্শনের ফল  
হইবে না। যে হেতু আমরা বঙ্গদেশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ঠাকুর  
এইরূপ মনে করিয়া নবদ্বীপে বাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। ৩৩,৩৪

अन्तर्नीनायां रय चः

रुपादय मधुरानाथ ठाद्वेद डेछा जानिदा बहकाष्ठ समागुरु  
वासगृह मृदुल एकटि सुदित्त नोदः आनन्दन रुद्रिगः अस्तिपूर्वक  
सेठे अलदामे ठाद्वेदके दसाष्टेरा मयधीन बाडा रुद्रिगःहिनेन ।

७५।७७ ।

पयिमध्ये च साङ्गव्याघ्रामौत्तदाकनी तटे ।

अम्बिका कालना नाद्या ग्रामः मञ्जन वेष्टितः ॥ १८

वर्द्धमान नरपते रस्ति देवालयोमदान् ।

समाज भवनश्चात्रविद्यते तेन सुन्दर ॥ १९

तत्र श्रीभगवान् दाम नाद्या प्राचीन वैष्णवः ।

मिद भक्तः सदाचारो गोडोयो गौर शिवकः ॥ २०

सदस्ययः हरिनाम नाम ब्रह्मेति बोधतः ।

नाम ब्रह्म जपेनेव सिद्धिनाम चकार सः ॥ २१

भक्तः प्राक्तन वैष्णवः कुलपति गौडोयचूडामणि

स्तरमाहैष्णवसम्प्रदाय सदसः सर्वोधिपत्य गतः ।

एवञ्चास्य समोप एव सदसद यदयदयदानुष्ठित

भक्तैस्तत् सकल विचार विषये भक्तोऽयमेकागतिः ॥ २२

अनेन यत् सदितुक्त प्रशंसनीयमेवतत् ।

मन्त्रासत् कथितं तद् वैष्णवैर्निन्दितं भवेत् ॥ २३

On the way to Navadwip there is a village known as Ambika Kalna inhabited by many well-to-do persons. There is a big temple erected by the king of Burdwan. There is also a society building to add to the beauty of the village. In

অন্তঃস্নানোন্মাদাং ২য় অ :

that building there lived an aged Vaisnava who was a follower of Sri Gouranga. He was regarded as the Head of Vaisnava community. Accordingly all matters concerning Vaisnava cult and practice were placed before him for decision. What he would accept would be accepted by all and what he would condemn would be condemned by all. 38 to 43.

বঙ্গানুবাদ :-

ঘাইতে ঘাইতে পথিধন্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে বহুতর সজ্জনের বাসভূমি অগ্নিকা কালনা নামে একটি বিশিষ্টজনপদ আছে। সেট গ্রামে বর্জমানের মহারাজার একটি সুবৃহৎ দেবালয় আছে। পরন্তু একটি অতি সুন্দর পবিত্র সমাজ বাড়িকা শোভিত বশতঃ বথার্থই গ্রামটি অতি মনোহর। ৩৭ ও ৩৮

সেই সমাজবাড়িতে গোড়ীয় ভক্ত গৌরান্ন সেবক সদাচারী সিদ্ধ-ভক্ত ভগবান দাস নামক একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করেন। ৩৯

এই বাবাজী হরিনাম মন্ত্রটিকে নামত্রয়জ্ঞানে অপের ঘারাই সিদ্ধিসত্ত্ব করেন। ৪০

যেহেতু ইনি গোড়ীয় বৈষ্ণবগণের মস্তকের ভূষণ সদৃশ কুলপতি অতএব ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বাধিকার লাভকরিত্ব ছিলেন। এবং এই বাবাজীর নিকটেই ভক্তবর্গ যে সকল ভালমন্দ কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন সকলের বিচার ইনিই করিতেন। ৪১।৪২

অস্ত্রানীলায়াং ২য় অঃ

এই বাবাজী যে সকল বৈষ্ণবদিগের কার্য ভাল বলিতেন বৈষ্ণব-  
গণও তাহাকে ভাল বলিতেন। এবং যে সকল কার্য মন্দ  
বলিতেন। বৈষ্ণবগণ ও তাহাকে নিন্দনীয় বলিত। ৪৩

ঠাকুরো গতর্বা স্তত্র ঘাঘাজো বৈষ্ণবাত্মম' ।  
সহৃদয়ো দর্শনার্থ্য সর্বাঙ্ক বসনাবৃত্তঃ ॥ ৪৩  
হারদেয়' গতো দেবো বৈষ্ণবস্য স্ফটান্তরে ।  
হৃদয়' প্রেরয়ামাস বদন্ত মহ মাগতঃ ॥ ৪৪  
দর্শনার্থ্য' ভগবতো দাসস্য সুমহাভ্যাসনঃ ।  
প্রাপ্যাতুঙ্গা তস্য দেবস্তত্ সমোপ সুপাগতঃ ॥ ৪৫  
তদা শ্রীভগবান্ দাসো বৈষ্ণবানাং ক্রতামসাং ।  
বিচার কার্য্যে নিরতঃ কস্যাপি বৈষ্ণবস্য বে ॥ ৪৬  
অর্থদৃষ্ট' বিধত্তে স কণ্ঠী জঘাৎবৈষ্ণবা ।  
এব' বিচারক প্রকৃত্য আদেশ' প্রদদাতি চ ॥ ৪৭  
কলিকাটা কলুটোলাস্থিতস্য স্বর্য্য বনিজঃ ।  
তদীয় ভবনে শাস্তি হুরিভক্তি প্রদা সমা ॥ ৪৮  
তস্যাং সমায়াং শ্রীকৃষ্ণ চেতন্যস্য মহাপ্রভোঃ ।  
কলিপত' বৈষ্ণবৈকমধিষ্টানার্থ্যমাশনং ॥ ৪৯

Shri Ramakrishna with Hridaya went to see  
Bhagabandas Babaji. He asked Hridaya to go  
inside and tell Babaji that Sri Ramakrishna was  
waiting outside to see him. Babaji allowed Shri  
Ramakrishna to come in. On entering the house  
he found that Babaji was meting out various sorts

অন্তরীলীলার ২য় অঃ

বক্তাবাদ : —

of punishment to the members of his community for their misconduct. There was a holy seat of Sri Krishna Chaitanya in the house of a Subarna Banik at Colootolla in Calcutta. It was not accessible to the devotees. 44 to 50.

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বদেহে বস্ত্রাবৃত করতঃ হৃদয়ের সহিত ভগবানদাস বাবাজীকে দেখিবার জন্য তাঁহার সমাজ বাটীতে গিয়াছিলেন। ৪৪

ঠাকুর গৃহের ছাযদেশে দাঁড়াইয়া হৃদয়রামকে বলিয়াছিলেন তুমি বাবাজীর ঘরের ভিতরে যাইয়া বল অতি পবিত্র মহাপুরুষ ভগবান দাস বাবাজীর দর্শন জন্য আমি রামকৃষ্ণদেব আসিয়াছি এই বলিয়া হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন। ৪৫

ভৎপরে বাবাজীর আদেশমত ঠাকুর যে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইয়াছিলেন। তখন বাবাজী অপরোধী বৈষ্ণবগণের বিচার কার্যে লিপ্ত ছিলেন অর্থাৎ কোনও বৈষ্ণবের অর্থদণ্ড করিতেছেন কাহারও বা গলার মালা জোরপূর্বক ফেলিয়া দিতেছেন। এইরূপভাবে বিচারকের মত দণ্ডদেশ দিতেছেন। ৪৬৪৭

কলিকাতার কলুটোলায় একজন বিশিষ্ট সুবর্ণ বণিকের বাড়ীতে হরিভক্তিদায়িনী নামে সভাগৃহ ছিল তথায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর একটি স্বতন্ত্র আসন ছিল বৈষ্ণবগণ সেই আসনটিকে মহাপ্রভুর আসন মনে করিয়া পূজা করিতেন। এমন কি সেই আসনটিকে যে কোনও সদাচারী বৈষ্ণবও যখন তখন স্পর্শ করিতে সমর্থ হইতেন না। ৪৮।৪৯।৫০.৫১

अन्तर्गोलायां २४ अ.

मत्वा महाप्रभोरेवासनं तदति पूजितम् ।  
 कथितदासनस्पर्शं कर्तुं न वैष्णवः क्षमः ॥ ५१  
 कतिभक्ताष्टाठाकुरस्य ठाकुरं श्रीमहाप्रभु ।  
 साक्षाद् पीनजनिन्ति तैस्तत्र सुसमा गृहे ॥ ५२  
 सगोत्रोतः स भगवान् रामकृष्णस्तदास्थि ।  
 भक्ताभ्यान्निर्गतं शुद्धं हरिनामं यदागृणोत् ॥ ५३  
 भावाविष्टः स ठाकुरः श्रीचैतन्य वरासने ।  
 कृतोपवेशं स्तब्धताः साक्षाच्चैतन्य विग्रहं ॥ ५४  
 मत्वातं पूजयामासुः स्थिता ये भाग्यवर्जिताः ।  
 यन्नात्वाठाकुरभाषमन्य साधारणा जनाः ॥ ५५  
 यमकृष्णं वभ्रुवृत्तिं सदाचारं विनङ्गनात् ।  
 श्रुत्वेदं रामकृष्णस्य व्यापारं वैष्णवाश्चतः ॥ ५६  
 भगवान् दासं वावाजौ मत्तोपमवदत्तदा ।  
 तत्रपद्यहमस्यास्यं चाष्टं येन कृतं हितम् ॥ ५७

When Thakur was taken into the room, he lost himself in his divine mood and sat on the holy seat. At this, those who had no knowledge of the glory of Thakur became much displeased with him. When Babaji was told of this incident, he grew angry and said that he would have punished Thakur on the spot, if he had been present there. 51 to 57.

অন্তঃখলীলায়াং ২য় অঃ

বদ্যানুবাদ :—

ঠাকুরের একটি ভক্ত ঠাকুরকেই সাক্ষাৎ মহাপ্রভু মনে কবিতা সেই সভাগৃহে আনিলে ঠাকুর ভক্তবৃন্দের মুখে নিঃশব্দ হরিণাম শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উত্তম আসনে উপবেশন করিলে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ ঠাকুরকেই মহাপ্রভুরূপে দেখিয়া পূজা করিয়াছিলেন কিন্তু অতি দুর্ভাগ্য যে সকল সাধারণ জন ছিল তাঁহারা ঠাকুরের অচ্যুত আচরণ মনে করিয়া অর্থাৎ ঠাকুরের যথাযথ স্বরূপ না জানিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৫২৪৩৮৪৫৫

ঠাকুরের এট ঘটনাটি বৈষ্ণবগণের মুখে শুনিয়া ভগবান দাস বাবাজী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমি যদি সেইস্থানে থাকিতাম তবে সেইরূপ আচরণ যিনি করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমি নিশ্চয়বিশেষভাবে দণ্ড দিতাম। ৪৬৮৫৭

তত্বেদেষ্ট বিশিষ্টেণ প্রদাস্য মিতি নিশ্চিতং ।  
 ভক্ত মঙ্গলদানায় যস্য ভগবতী হৃদি ॥ ৫৮  
 আবির্ভাব স্তদ্যং ত' প্রাচীন ভক্ত যৈশ্চব' ।  
 মৌনসুখং সখিকীর্ণং বহুবাচ্চ শরীরকঃ ॥ ৫৯  
 ঠাকুরী দণ্ডবৎস্থিত্বা বাবাজী মিদমব্রবীৎ ।  
 জ্ঞানাম্যহ' জগৎকর্তা ভগবান্নিতি নিশ্চিতং ॥ ৬০  
 তদ্যঃ ক্ষোঃপিনোকর্তা সসারঃস্মিমসংশয় ।  
 অহংকার স্তবে হৃদে কর্তাঃস্মিম কৈবল্য ॥ ৬১  
 তেনাহ' সর্ব লোকানাং কর্তাঃ দণ্ডমন্ডযোঃ ।  
 তদাসৌহ বাবাজী ঠাকুরস্য সমত্বংঘনাৎ ॥ ৬২

অন্তরলীলায়াং ২৪ অঃ

লব্ধাঃ জ্ঞানং দৃষ্টবন্তঃ প্রশম্য ভক্তি মাযতঃ ।

পাদধূলিঃ প্রসূচ্যাস্য কৃতান্তলিপুংসরম্ ॥ ৬২

ভবন্তঃ কৃপয়া দ্বাচ্চ পশ্যামি দিব্য চন্দ্রদ্বাঃ ।

সৌকর্য্যচৈতন্য প্রভুর্ভবানিব ন চাপরঃ ॥ ৬৪

Thakur who manifested himself to bring good to humanity desired to impart good sense to this aged Babaji and said to him, "I know it for certain that God alone is the supreme authority to inflict punishment, You are proud enough to think that there is none but you to dispense justice and punishment." On hearing these words, Babaji came to his good sense and repented his ignorance and folly. 58 to 64.

বঙ্গানুবাদ :

ঠাকুরের আবির্ভাব কেবলমাত্র ভক্তবর্গের মঙ্গল বিধানের জন্যই অতএব এই বৃদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীকেও অজ্ঞান মুক্ত করিবার জন্য ঠাকুর অর্দ্ধপ্রকাশিত দেখে একটি কাষ্ঠখণ্ডের মত দণ্ডায়মান হইয়া বাবাজীকে বলিয়াছিলেন। আমি ইহা নিশ্চিত রূপে জানি যে ভগবানই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের দণ্ডমুণ্ড বিধানেরই একমাত্র কর্তা।

তিনি ভিন্ন জগতের দ্বিতীয় কেহ কর্তা নাই। কিন্তু তোমার এইরূপ অহঙ্কার যে আমি ভিন্ন জগতে দণ্ড, মুণ্ডের, বিধান কর্তা অস্ত আর কেহ নাই। ৫৮/৬২/৬৪/৬৬



অন্তলীলায়া ২য় অঃ

অতএব আপনি পূর্বে কলুটোলার যে পর্বাঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অথবা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সঙ্গত অমৃত্যব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। সেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান আমাকে কৃপা করিবার জন্য এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্য হইলাম। ৬৬৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবদ্বীপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। সেই নবদ্বীপধামে বাইরা কাষ্ঠ মিশ্রিত অতি সুন্দর মূর্তি শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইরা অলঙ্কার করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা স্নানদ্বায়ে জানাইরা পুনর্ব্বার গঙ্গায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্গীতনময় স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্রহ ভক্ত বেষ্টিত হইরা শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগোরাঙ্গ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগোরাঙ্গ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গোরাঙ্গ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তিনটি মূর্তিই। ৭২৭৩

বিব্রাজিত। পুনর্ব্বার এই নির্বিকল্পে সমাধি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪৭৫

अन्तलीलायां २५ अः

साङ्गोपाङ्गादिभिः सार्धं गौराङ्ग सम्प्रविष्टवान् ।

अनेनेदं मयाज्ञातं गौराङ्गो भगवान् स्वयं ॥ ८३

श्रीगौराङ्ग निखानन्दाद्यैतरूपाः सुविग्रहा-

साम्प्रतं समदेहेते वयः मन्तोतिनिश्चितं ॥ ८४

पुनरप्य भगवतः श्रीरामकृष्णयोगिनः ।

प्रत्यागतिः सुसम्भाष्यामवेत् किं दक्षिणेश्वरे ॥ ८५

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर भक्तितोयं विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते  
पारमहंस्यां संहितायां ठाकुरस्य नवद्वीपगमनादि रूप शेष लीलायां  
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ अ ॥

Babaji said, "Now I realise the truth and understand, how you could take the holy seat. I also rightly guessed immediately on your arrival here that a great man has come to bless me with his grace. I have been blessed by your kind visit." Thereafter, Thakur went to Navadwip. Later, in course of conversation, Thakur told that Sri Gouranga with his devotees and followers entered his body and still they were inside his person. 65 to 75.

Here ends the second chapter of Antyalila (last part) of Sri Sri Ramakrishna Bhagavatam.

অন্তলীলার্থা ২য় অঃ

অতএব আপনি পূর্বে বলুটোলায় যে পর্বাকে উপবেশন করিয়াছিলেন তাহা কিছু মাত্র অযথা হয় নাই। আপনার আসনেই আপনি বসিয়াছেন। ৬৫

আপনি যখন আমার আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখনই আপনার পাদপদ্মের অলৌকিক সঙ্গন্ধ অনুভব করিয়া ভক্তবর্গকে বলিয়াছিলাম। দেখ কোনও দেবতা বা সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাকে কৃপা করিবার জন্ত এই আশ্রমে আসিয়াছেন। অতএব আজ আমি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনে ধন্ত হইলাম। ৬৬৬৭

তৎপরে ঠাকুর নবঘোপধামে যাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কোন সময়ে ঠাকুর আমাগিকে বলিয়াছিলেন। সেই নবঘোপধামে বাইরা কাষ্ঠ নির্মিত অতি সুন্দর মূর্তি শ্রীগোরাধ মহাপ্রভু দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থান করিতেছেন দেখিয়াছিলাম। ৬৮৬৯

এবং সেই মহাপ্রভুর মন্দিরেই আমার মনঃকষ্ট মা ভগদত্মাকে জানাইয়া পুনর্বীর গদ্যায় আসিয়া নৌকায় বসিয়াছিলাম। ৭০

তখন আকাশে সঙ্কীৰ্ত্তনমগ্ন স্বর্ণবর্ণ ভাব ময় বিগ্ৰহ ভক্ত বেষ্টিত হইয়া শ্রীগোরাধ মহাপ্রভু আমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়াই এলো রে ঐ এলো রে বলিতে বলিতে ভক্তগণের সহিত শ্রীগোরাধ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব বুঝিয়াছিলাম শ্রীগোরাধ স্বয়ং ভগবান। ৭১

অতএব উপস্থিত আমার দেহে গোরাধ নিত্যানন্দ ও অমৈত তিনটি মূর্তিই। ৭২৭৩

বিরাগিত। পুনর্বীর এই নির্বিকারে সমাধিস্থ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন কি সম্ভব হইবে? ৭৪৭৫

অন্তসৌন্দর্য্য ২য় অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবভক্তিরীতিবিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে ঠাকুরের  
মধুরানুধের সহিত নবদ্বীপ তীরে গমন পথিমধ্যে বাবাভীকর্ দ্বরণ  
দর্শন নবদ্বীপে নৌদ্বার শ্রীগোবিন্দ দর্শনাদি অমৃতানন্দের দ্বিতীয়  
অধায় বর্ণিত হইল । অঃ ২ অঃ

অন্তসৌন্দর্য্য স্তবোপাখ্যান অঃ ৩য়

‘তীর্থ প্রত্যাগমাচ্ছ’ ক্রিয়াকালে গতি সতি ।

ভগবদ্রামকৃষ্ণস্য ভ্যেচম্ভাষ্য সুতস্য হি ॥ ১

দেহদৌড়া বিশিষ্টেণ সচ্ছানা দক্ষিণেশ্বরে ।

মত্বা তস্যান্তির্মা পৌড়া ভগবান্ করুণানিধিঃ ॥ ২

কিঞ্চিৎ কানমপি তস্য সান্নিধ্যং ন জহাত্যসৌ ।

অচয়স্ত্যান্তসময়ে তস্যাস্থি যোগদৃষ্ট তঃ ॥ ৩

দদর্শ দেবতুল্যস্য প্রাণ মংগল মুচ্চম্ ।

তর্জি দেবীমুদং সৌম্যে তত্কালে নাত সংযঃ ॥ ৪

কিন্তু দিনত্রয়াত্তীতে শৌকেনা কুলিতৌভগম্ ।

শৌকদ্রঃপ্রাতীতো যোগো তদৈব মবদৎ প্রভুঃ ॥ ৫

মমাপি মগ্নে স্যানানি নিহনানিশ্রবাস্য য়ে ।

মগ্না ন স্নাতমেতচ্চ শৌকোদধিগ্না সমুপেয় ॥ ৬

After some time on his return from pilgrimage, the son of his eldest brother fell seriously ill at Dakshineswar. Understanding that his illness was fatal, Shri Ramkrishna attended on him with constant care, and was delighted to see that Akshaya left this mortal world for Heaven

অন্তরীলায়া ইয়-অ:

But after three days he felt himself greatly afflicted with bereavement, even though no earthly attachment could prevail upon him. He said that he could not guess that the pangs of bereavement would be so severe. ১ to ৬.

বঙ্গানুবাদ :-

ঠাকুর নবদ্বীপ হতে প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরে রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অক্ষয় বিশেষ ভাবে গীড়িত হইলে ঠাকুর অক্ষয়ের শেখ গীড়া জানিয়া তাহার নিকটে সর্বদাই থাকিতেন এবং যত্নাকালে ঠাকুর যোগদৃষ্টিতে অক্ষয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেবভূম্য জাতপুত্রের পরলোক গমন অভি উদ্ভব হইল জানিয়া সেই সময় ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ১২৩৪

কিছু শোক দুঃখের পরপারে অবস্থিত ঠাকুর অক্ষয়ের মৃত্যুর তিন দিন পরে অত্যন্ত শোকাভূত হইয়া সেই সময় বলিয়াছিলেন। শোকের জন্য আজ আমারও মর্শ্বহলে অত্যন্ত আঘাত হইতেছে। শোকের প্রবলতা এত ভয়ঙ্কর ইহা আমি জানিতাম না।

বিদ্যোনি দারপুত্রার্থা মহস্থানানা কৌটুম্ভবেত্।

এব মময় স্বর্গার্থ অময়স্বাচ্যো হরিঃ ॥ ৩

ভগবান্ রামলক্ষ্মণতু যোগগতিং ন্যযোজয়ত্।

এব মময় সংযান সর্মযানৌকিক মত ॥ ৮

হতঃপর মাগতোঽয় দ্বিতীয়বিদ্যোগী মহান্।

ঠাকুরসোক্তমৌলী মথুরানথ মন্ত্রকঃ ॥ ৯ ॥

- ১ মথুরানাথ তুল্য শঙ্কর সম বৈদ্যত ।  
 সর্ব্ব যশসেভ্যস্য দেহ দেহিকমাत्मनঃ ॥ ১০ {
- কৃতকৃত্য মন্যমানীয়ত্ব সেবা প্রাপ্তবান্ সুধী ।  
 তদ্বিযোগাদমগবত যৌকৌঃভূদতি দারুণ ॥ ১১
- লিঙ্গাশ্রিতীয়া তদগত্যা ঠাকুরঃ স্বয়মববৌত্ । } ১৬  
 মথুরো মুক্তি লাভার্থ্য ন কদাপি বিবেচিত ॥ ১২ ।

He wondered to think what could be the intensity of sorrow on the part of the people who lived with family He had another great shock at the death of Mathuranath When he was asked about the life after death of Mathuranath, he said that Mathuranath never longed for salvation 11 to 12

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ভাবে ঠাকুর অকয়ের অকয় স্বর্গ কামনার যোগশক্তির পরিচালনা করিয়াছিলেন । তদ্ব্যতীত অকয়ের পরলোক গমন সর্ব্বতোভাবে অলৌকিক হইয়াছিল । ৭৮

অকয়ের স্বর্গ গমনের পরই আর একটি নূব বড় শোক উপস্থিত হইয়াছিল । সেই শোকটি হইল ঠাকুরের অতি প্রিয় ভক্ত মথুরানাথের শোক । ৯

অন্তরনীলায়া ইয় য়:

যে মথুরানাথ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ মথুরানাথ শ্রীকৃষ্ণের মত দেখিতেন। এবং যিনি নিজেই দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধ ভগবান শ্রীরাম-কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ ভাবিয়া ঐকান্তিক ভাবে ঠাকুরের সেবা কার্য্য করিতেন। সেই মথুরানাথের মৃত্যুতে ঠাকুরের অতি ভয়ঙ্কর শোকাগ্নি উদ্ভিত হইয়াছিল। ১০।১১।

আমরা তখন মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার গতি বিকল্প হইল এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে ছিছাগা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন মথুর নিজেই মুক্তির জন্য কখনও কোনরূপ কামনা করেন নাই। ১২

কিবলং প্রার্থয়ামাস সাশিষ্য' মম ভাগ্যবান্ ।

যিনাচ্চ' ভগবত্ সেবা' প্রাপ্স্যামি জন্মজন্মনি ॥ ৭২

ভক্তানামপি বাসেবা' বাসনৈধামতিষ্ঠম ।

তদ্বাব্জ্যাপূরণ' মাতাকরিষ্যত্যেব' কালিকা ॥ ৭৪

অতীরাজপিংদেহ'স প্রাপ্য শ্রীমথুরোদহান্ ।

শ্রীভবতারিণীমাতুঃ সেবা কার্য্য' মবাস্বান্ ॥ ৭৫

জননৌ রামলঙ্ঘ্যস্য তদাত্ত দশিণেশ্বরী ।

স্বর্গ্য'দ্যামবগাহার্য' পুত্র সাশিষ্যহৈতবে ॥ ১৬

স্থিত্বা দেবীমৃচ্ছৈ দেবীসাধনায়া' সদীপতা ।

তদা রামেশ্বরৌ রামলঙ্ঘ্যস্যমধ্যমাগজঃ ॥ ৭৩

স্বর্গ্য'তো'ভূজা'মভূমৌ দ্বিত্বা দেহ' জরায়ুজ' ।

এব' নিদারুণঃ শ্রীকৌন্তহমাতুর্ভ'হৃদৃদি ॥ ১৮

He desired to be fortunate enough to render holy services to gods and devotees. Goddess

Kālikā had fulfilled his desire, 'The mother of Sri Rāmākrishna was then staying at Dakshinēśwar, 'At that time the elder brother of Sri Rāmākrishna, called Rameswār breathed his last at Kamarpūkur. Understanding that this sad news would be a formidable shock to his mother, he prayed to the Goddess to save his mother from the shock. 13 to 18.

বঙ্গানুবাদঃ—

ভাগ্যবান মধুরাধ আমার নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিতেন। আমি যেন জন্মে জন্মে ভগবানের সেবার আশ্বিনিয়েগ করিতে পারি। অথবা ভগবানের ভক্তের সেবা করিতে পারি। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। অতএব মাতা জগদম্বা মধুরানাথের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিবেন। ১৩ ১৪

অতএব মধুরানাথ সম্প্রতি রাজর্ষি দেহ পাইয়া মাতা ভবতারিণী কালিকার সেবাকার্যে যোগদান করিয়াছেন। ১৫

সেই সময় এই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের গর্ভধারিণী মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গাস্নান এবং গঙ্গাধরের নিকটে অবস্থান করিয়া এই মন্দিরের মধ্যেই অবস্থান পূর্বক সর্বদা সাধন ভজনে রত হইয়াছিলেন। ১৬

এই সময়ে ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বর কামারপুরে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্বক দেব দেহ প্রাপ্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১৭



आमि हानि आमार बुद्धा माता च्छादेवोर अज्ञात् ० हनरे ॥ १९ ॥  
उग्रकर पुत्रशोक निर्दयतावे विशेषरूपे प्रहार करिबे, कष्ट दिबे ।

ज्ञानाम्यहं विशेषेण निर्दयं प्रहरिष्यति ।

एवं विचिन्त्य स देवी जगन्माता शोकसुखये ॥ १९ ॥

मातुः श्रीजगदम्बाया सकाशे च मकातर ।

प्रार्थयामास बहुयः शोकघस्तो गदाधरः ॥ २० ॥

व्यर्थम् प्रार्थना तस्य सफलामृतं मुनिधित ।

पुत्र शोकातुरामाता यतस्तः श्रीगदाधरः ॥ २१ ॥

स्वाद्यशोकातिमन्ततः सान्त्वयामास सातदा ।

स्वकीर्त्तन्यस्यदेवी तमाश्रीर्त्वाद पुरस्सरम् ॥ २२ ॥

उवाचशेषपुत्रतव शीघ्रे मिश्रिन् प्रदास्यसि ।

एवं रामेश्वरे देवैकान्तधर्ममुपेयुसि ॥ २३ ॥

तस्य उयेठ सुतो रामलालः पण्डित उत्तमः ।

दक्षिणेश्वर आगत्य पूजाकार्येऽभवद्सुतो ॥ २४ ॥

Goddess heard the prayer. The mother of Gadadhar took him to be sorely hit and came forward with words of solace and said that Gadadhar was only left to perform her funeral rites. The eldest son of Rameswar called Ramalal who was a great scholar was appointed to serve as a priest. 19 to 24.

‘অন্তঃসৌন্দর্যম্ ইয়ং অঃ’

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর গর্ভধারিণীর শোক শান্তির জন্য শোকাতুর গদাধর জগদম্বা কালিকামাতার নিকটে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বহুতর ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ১৯২০

বহুতর ঠাকুরের প্রার্থনা জগদম্বা বিশেষ ভাবে পূরণ করিয়া ছিলেন । বা প্রার্থনা সফল হইয়াছিল । কারণ ঠিক সেই সময়ে পুত্র শোকাতুরা চন্দ্রাদেবীই গদাধরকে শোকশ্রান্ত মনে করিয়া বহু প্রকারে সাহায্য ব্যক্তি করিয়াছিলেন ।

পরন্তু মাতা-চন্দ্রাদেবী পুত্র গদাধরকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া বলিয়াছিলেন । বাবা, তুমি আমার কনিষ্ঠ পুত্র আশীর্বাদ করি তুমি আমার প্রেরণিতা সুখাশি করিবে ।

এইরূপ ভাবে রামধরের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া ভবতারিণী কালিকার পূজা কার্যে লব্ধ হইয়াছিলেন । ২৩২৪

যুগ্মবৎসধিকৈ সূর্য্যংগতান্দে ঘটমীরবৌ ।

যৌড়মাহৈ জন্মতিথৌ রামকৃষ্ণস্য ধোমতঃ ॥ ২৫

শ্রীরাম সেবিকামাতা পঞ্চ নবতি বৎসর ।

শিবাস্মৃত জনস্বাহি পশ্যন্তো জাঙ্ঘবী বিতা ॥ ২৬

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মত্বেযুক্তাঙ্গনিপুরঃসরম্ ।

স্বমালে ন্যস্তাহস্তাঙ্গা রাম নামোম্মরন্ত্যপি ॥ ২৭

দিত্বান্তে লোকিকং দেহং যদ্বং চিন্ময়রূপকম্ ।

দেহং লম্বা গতাশ্চাতা বৈকুণ্ঠাখ্যং পরংপদং ॥ ২৮

অন্তঃসীল্যায়ৈ ইয়ং অঃ

‘সংসারঃ শ্রীরামকৃষ্ণস্তুমাতুঃ স্মৃত্যেষ্টিকা ক্রিয়া ।

সদৌহ দেহিকং তদ্বৎ কৃত্যং সৰ্ব্বং সযা বিধি ॥ ২৫

যৌক্ত্যেত্যাদয়ঃ স্মার্তকৰ্ম্মণাং পরিবৰ্জনাৎ ।

কৈবল্যায়মযোগাঙ্গগতিত্যাগিত্যাদিভিঃ ॥ ২৬

On the 16th Falgun in the Bengali year 1282, at the age of 95 years, Chandra Devi, mother of Sri Ramakrishna, left this mortal world as she stood in the holy Ganges with folded hands over her head and uttering holy names. Shri Ramakrishna got all funeral rites and sraddh ceremonies duly performed by Ramlal, the eldest son of his elder brother Rameswar. It might be that he did not do them himself due to profound sorrow, or his not being entitled to perform such rites. 25 to 30.

বঙ্গানুবাদ :—

সন ১২ শত ৮২ সালে :৩ ফাল্গুন ভগবান ঐরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম তিথি দিনে ৯৫ বর্ষে মাতা চন্দ্রাদেবী গঙ্গার তীরে অষ্টর্জলী অবস্থায় মৃত্যুকে অহুনিবদ্ধ করতঃ গঙ্গানারায়ণ ত্রৈলোক্য গঙ্গাকে দর্শন করিত। আজন্ম ভগবান রঘুগীর ঐরামচন্দ্রের সেবার প্রাণপাত পরিশ্রম কারিত। অন্তকালে ঐরামচন্দ্রের ভারকদম্ব নাম স্বাম নাম বহুবার উচ্চারণ করিতে করিতে পাকভৌতিক এই নব্বয় বৈধি-  
 ১১

## অন্তরলীলায়াং ইয় অ

ভাগ পূর্বক চিন্ময় বিশুদ্ধ ভগদেহ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য ধাম বৈকুণ্ঠে স্বামী নুদীরামের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। ২৭২৮

এইরূপ ভাবে মাতার মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রী আশান কার্য চিত্তা গিণাদি আশ্রয় প্রার্থিত প্রভৃতি ঐক্যমৈত্রিক কার্য অচিন্ত্য স্তানিধার ঠাকুর শোকাকর্ষকবশতঃ ইহোক স্মার্তকর্মের পারিত্যাগ জন্ম অথবা সম্যান্য কারণে যোগদান বশতঃ গলিতাঙ্গলি হেতু জানিনা যে কারণেই হোক ঠাকুর মাতা চন্দ্রাদেবীর মুখাগ্রি প্রভৃতি বাবদীয় কার্য মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের পুত্র রামলালের দ্বারা সূক্ষ্মপন্ন করাষ্টয়া ছিলেন। ২৯ ৩০/৩১/৩২

ইতুনা যেন কেদাপি ছদ্মস্মরণানগোচর ।

ভগবান্ রামকৃষ্ণস্তু সুখীল্কা দান পূর্বক ॥ ২১

মাদ্রজ্য সুসম্মল কারণে মাশ সুব্রত ।

মধ্যমাঙ্গলপুত্রেষ রামলালীন বৈতদা ॥ ২২

ব্রাহ্মণাদীনুভোজয়িত্বা দানমানাদিমিষ স ।

নানাস্থানাগতান্ সর্বান্ পণ্ডিতান্ পরিতোষ চ ॥ ২৩

মাতৃবৈকুণ্ঠগমন পতি সম্মেলনচ স ।

দদর্শ ভগবান্ রামকৃষ্ণস্তু স্বয়ং মেব হি ॥ ২৪

যৌসৌ কেশব সেন নাম বিদিতো বেদেযুনিষ্ঠঃ সুধী

বেদানামপ্রতিপাদ্যবস্তু শিবদ জোষায় যচ্ছাম্যহ ॥

যত্ সত্য পরম পরাত্পরতর ব্রহ্মেব কৌল্যদ

মত্বৈব সমিতি চকার পরমাং ব্রাহ্মোত্তিমাশ্রামদান ॥ ২৫

On this occasion he fed brahmhins and distributed gifts among them Keshab Chandra Sen

অন্ত্যলীলায়াং ধ্বজঃ

was the founder of Bramha religion, which aimed at the realisation of the Supreme Being. 31 to 35.

ব্রহ্মানুবাদঃ—

এবং দক্ষিণেশ্বরসহ ব্রাহ্মণাদিভোজনং যথাসম্ভবং পণ্ডিতবর্গের দান মানাদির দ্বারা সম্বলিত করা হইয়া ছিলেন। মাতা চন্দ্রাদেবীর বৈকুণ্ঠ গমন এবং সেই স্থানে পতির সহিত মিলনাদি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ৩৩৩৪

বিশ্ববিখ্যাত কেশব সেন নামে যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত সর্বমঙ্গলপ্রদ দেবদের সার বস্তু যাহা পরম সত্য মোক্ষপ্রদ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম বস্তুকে আনিজগতের নরনারী সাধারণকে জানাইয়া দিব এইকপ ভাবিয়া একটি সুমহান ব্রাহ্মসমাজ নামক স্থাপিত করিয়াছিলেন। ৩৫

अस्य केशव सेनस्य प्रयाण अवर्णं यदा ।

ज्ञातं श्रीरामकृष्णेन श्रद्धितं बहुलं तदा ॥ ३६

शोकयुक्तः श्रीभगवानुवाच कथणानिधिः ।

समाद्य स भग्नमिदं प्रधानाङ्गं ॥ संशयः ॥ ३७

श्रीठाकुरो गदित्वैव कम्पन्विरयुतोऽभवत् ।

प्रायेण त्रिदिनं यावदाच्छाद्यस्थूलवाससा ॥ ३८

काययेतन्यहोनस्तु पतितो धरणीतले ।

केशव सेन निर्यानादभवत् शोक सागरं ॥ ३९

इति श्रीरामেন্দ্রवेन्दर-भक्तितीर्थ-विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण-भागवते  
पारमहংস্যাং সংহিতায়াং বিয়োগ-পর্বণি অন্ত্যলীলায়াং স্কৃতোয়োঃ অধ্যায়ঃ ।  
: ১ : ৫

অন্তরলীলায়া ইব অ:

Shri Ramakrishna was greatly pained to know of his death, and felt as if he had lost an active part of his own body. He was down with fever for three days. 36 to 39.

Here ends the third chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktiratha.

বক্তাবাদ :—

ঠাকুর এই কেশব সেনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত শোকাভূত হইয়া বলিয়াছিলেন আজ আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গেল এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬৬/৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান কম্পহরে কাতর হইয়া তিন দিন দেহটিকে কবলাদি দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে শয়ন করিয়াছিলেন। এই কেশব সেনের পরলোক গমনের জ্ঞাত ঠাকুরের শোকসমুদ্র উচ্ছলিত হইয়াছিল। ৬৮/৩২

ঐরামেশ্বর শ্রমের ভক্তিভীষণ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের অন্তরলীলার তৃতীয় অধ্যায়ে বিয়োগ পর্ত্ত বর্ণিত হইল। অ ৩২:

অথ অন্তরলীলায়ায়তুর্গোচর্য্যায়।

হত পরমশীতেষু ত্রিপুরপেষু সা তদা।

পত্নী শ্রীরামকৃষ্ণস্য সারদা সারদা যযা ॥ ১

পিতামহ সমাযাতা শূভে দম্বপটী মৃদে।

যদ্বিরাজিতো দেবোপতি পুণ্য পরোগুরুঃ ॥ ২

কৃষ্ণে শ্রীরামকৃষ্ণাঃ কৃৎবা ময়্যাসনে পৃথক।

শ্রীশ্রীলীলাংগো ৪র্থ অঃ

স্বপত্যৈ স্যনিমদদাত কৃপয়া করুণানিধিঃ ॥ ১ ॥

পতিব্রতা মহাভাগারামকৃষ্ণকৈ, মানসা ।

স্বামি সন্দর্শনাৎ সাধ্বী কৃত কৃত্যাবমূবহ ॥ ৪ ॥

পতি শূন্যধন্যপরা নিয়তং ব্রহ্মচারিণী ।

অলৌকিক মনোমাধাপতি ভাববিভাবিতা ॥ ৫ ॥

মমস্বামী জগৎ স্বামীনাথ স্ত্রীপুন্নিদায়তঃ ।

জগদুদ্বারণায়িঁ সদাত্মময়তাং গতঃ ॥ ৬ ॥

After three years 'Sarada Devi' come to Dakshineswar with her father. Sri. Ramakrishna made separate arrangements for her stay in his own room. She was not only devoted to her husband but also held him in a very high esteem because of his uncommon spiritual achievements and holy mission for the humanity. 1 to 6.

বঙ্গানুবাদ :-

ইহার পর আর ৩ বৎসর অতীত হইলে সাক্ষাৎ মা দুর্গার মত ঠাকুরের পত্নী সারদা দেবী যে স্থানে গুজনিয় পরম গুরু স্বামী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিত্য বিরাজিত আছেন সেই মঙ্গলালয় পঞ্চবটী গৃহে পিতার সহিত আসিয়াছিলেন । ১।২

দয়াময় ঠাকুর পত্নী সারদা দেবীকে কৃপা পূর্বক নিজ গৃহ মধ্যেই পৃথক্ ভাবে শয্যা ও আসনাদি দিয়া স্থান দিয়াছিলেন । ৩

কেবল মাত্র ঠাকুরে মনঃ স্থির পূর্বক সেই মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সতী স্বামি সন্দর্শনে চরিতার্থ হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অন্তপ্রলীলায়াং ৪র্থঃ অঃ

সর্বদা পতি সৈব। পরায়ণ। আনৌকিক মনোভাব। পতি ভাবে  
বিভাবিত। সেই ব্রহ্মচারিণী সরিদা দেবী ভাবিতেন আমার স্বামী  
জগৎ স্বামী ভগবান্ ইহার দ্বী বা পুরুষে ভেদবুদ্ধি নাই। এবং  
সর্বদা সর্বজীবের মঙ্গলার্থে উদ্বিগ্নতা বা নিर्वিকল্প সমাধি অবস্থায়  
অবস্থিত। ৫১৬

ত্রেতায়া যৌময়াসার্দ্ধং রামীরাজীবলীচনঃ ।  
রক্ত কুল বিনামায়মাংসবিভূতঃ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৩  
স এব দ্বাপরযুগে ক্রোড়ীময়া সহ ।  
জাতো যদুকুলান্মোদৌ কৃষ্ণচন্দ্রঃ কপালিধিঃ ॥ ৮  
যুগে ধ্বনাধর্মমহীনে কলৌ সৌম্যঃ সনাতনঃ ।  
সন্মার্গদর্শনার্থায় জাতৌ ব্রহ্মকুলে হরিঃ ॥ ৮  
অপরিত্যজ্যমানিব কামারপুকুরান্ধুধেঃ ।  
চরিতং তত্ পর ব্রহ্ম নরাজতি ন সময়ঃ ॥ ১০  
এবং শ্রীরামকৃষ্ণস্য স্নেহস্য সারদাতটং ।  
স্বরূপং সম্রাতবতো স্বামিনঃ সুপ্রসাদতঃ ॥ ১১  
গতেবেব ক্রিয়ত্ কালোপস্থ্য পাদতলে স্থিতা ।  
তত্ পাদযুগলৌ ক্রৌড়ে শ্যস্য শয্যা হনাদিনা ॥ ১২

"Sri Ramakrishna was Ramachandra who appeared with me in the Treta Yuga to kill Rakshasas, and Sri Krishna who played with me in the Dwapara yuga. He has now manifested himself as a Brahmin in this Kali Yuga to show the way to bliss and salvation to the suffering



যন্তাসৌভাগ্যার্থ্যং অঃ

humanity. He has deidcated himself to holy services but has not discarded me." Such was the thought of Sarada Devi about her husband. After some time one day she sat at the feet of her husband. 7. to 12.

বঙ্গানুবাদ :—

ত্রৈতাযুগে - পদ্মপলাশলোচন স্বয়ং ভগবান যে দাশরথি রাম  
রাকাসকুল নির্মূল করিবার জন্য আমার সহিত আবির্ভূত  
হইয়াছিলেন এবং দ্বাপর যুগে যিনি কৃষ্ণচন্দ্ররূপে বহু বংশে অবতীর্ণ  
হইয়া আমার সহিত লীলা করিয়াছিলেন। ৮

সেই সনাতন ভগবানই অধর্ম প্রচুর কলিযুগে সম্প্রতি বেলোদিত  
সনাতন ধর্মপথ দেখাইবার জন্য ব্রহ্ম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি  
আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া কামারপুকুর নামক সমুদ্র হইতে  
নরাকৃতি পরব্রহ্মই উদিত হইয়াছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৯। ১০

এইরূপে সেই সময়ে সারদা দেবী স্বামী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের  
অনুগ্রহে নিজের এবং স্বামীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বরূপ অবগত  
হইয়াছিলেন। ১১

এইরূপ ভাবে কিছুদিন গত হইলে কোন সময়ে সারদা দেবী  
স্বামীর পদতলে বসিয়া পাদপদ্ম দুইটি নিজ কোড়ে রাখিয়া হাত  
যুলাইতে বুলাইতে তাঁহার ভূটি সাধন পূর্বক অতি নম্র ভাবে বলিয়া-  
ছিলেন। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবে জানেন যদি আমার এই  
কথাটি আপনার রুচিকর হয় তবে আমার এই বিজ্ঞানার প্রভাৱ-  
দানে আমাকে কৃতার্থ করুন ॥ ১২। ১৩

अन्तर्नीमायां ४र्थ अ

परितोषपति माध्वी पप्रच्छदिनयान्विता ।  
 वेत्सिमां कोट्यो त्व हि प्रवृद्धि यदिरोचते ॥ १३ ॥  
 पृष्टश्चैव स भगवानुवाचानौकिक वच ।  
 स्तोमात्रेमाहबुद्धिर्भोगेच्छाभावहेतुत ॥ १४ ॥  
 यामाता भवतारिणी सुखयुता श्रीमन्दिरेवस्थिता ।  
 या माता जननो स्वगर्भकुहरे धृत्वा प्रसूयापिमा ॥  
 कल्याण मम काट्यती स्वकसुखलत्वातितुच्छ सदा ।  
 निद्रायाति सुखेन यागुरु तमादेवास्ये सास्मत् ॥ १५ ॥  
 सैवासीपद सेवन क्षतवतो स्नेहाद् वित्ताधुना—  
 यामाता सकलार्थ साधन वियौ संसिद्धिदात्रीमता ।  
 सारं या जगती महा सुखमयं विज्ञानम सुखिर  
 यच्छत्येव सदा ततस्तु महतागीतासदा सारदा ॥ १६ ॥

She asked her husband with great humility,  
 "If you so like I request you kindly to tell me how  
 you think of me" He replied "Anyone who  
 is a female is my mother Goddess Bhabatarini  
 who is now sleeping in the temple is my Mother  
 who gave birth to me and it is she who is now  
 very kindly and affectionately serving my feet  
 She is the giver of all bliss and wisdom and  
 hence she is called Sarada" 13 to 16

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

বস্তুানুবাদঃ—

ঠাকুরকে এইরূপ দ্বিচ্ছাসা করিলে ঠাকুর অলৌকিক অর্থাৎ জগতের কোন জীব কখনও তাহা বলিতে পারে না। সেইরূপ বাক্য ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ১৪

সেই বাক্যটি এইরূপ—আনন্দময়ী বে' মাতা ভবতারিণী নাম ধারণ করিয়া মন্দির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং বে' মাতা আমাকে গর্ভে ধারণ পূর্বক প্রসব করিয়া নিজ হৃদে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল মাত্র আমার কল্যাণ কামনা পূর্বক জগতের মধ্যে প্রের্ত গুরু যে মাতা সম্প্রতি দেবালয়ে হৃদে নিভ্রা বাইতেছেন। ১৫

এবং যে মাতা ধর্ম্য অর্থ কাম ও মোক্ষ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সাধনায় সিদ্ধমান করেন। সেই মাতাই দয়া পরম্বশ হইয়া আমার পদ সেবা করিতেছেন। এবং যিনি জগতের সর্ব জীবকে পরমানন্দময় বিজ্ঞান জনিত অচল অটল সারবস্ত্র সর্বদা দিতেছেন এজন্যই তাঁহাকে শিব ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সারদা বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৬

অতস্বর্বাংগি জগন্মাতু রূপান্তরমবস্থিতা।

মত্পাদী স্বচ্ছদিন্যস্য সীমাকার্য্যং কারোয়ি হি ॥ ১৩

যদ্যপি পত্নীরূপেণ কৃতঃ পানিগ্রহস্তথ ?

তদ্রূপা শ্রবণা শ্রুতস্তত্ সমস্বাধুনা সম ॥ ১৮

মমৈব পত্নীত্বং দেবিশাশ্রিতৌ বেদসম্প্রদা ।

সেনত্বামিহ সম্প্রদাতঃ সাম্প্রতং সুস্থিরা ভব ॥ ১৮

বিষ্ণুত্ব পত্নীরূপাং ত্বাং জনামি মাঘরূপিনী ।

মুনেঃ স্মিত্বা ন পশ্যামি পত্নীরূপেণ নিশ্চিত ॥ ১৯

অন্তরলোচনায়াং ঈর্ষ্য অ

এব স্নতত্ব সুপ্রায় সারদা স্বামি সন্নিধৌ ।—

জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পদা বম্ভূব পারমার্থিকৌ ॥ ২১

অত পর তব সমাগতাঙ্কো

ত্রি পণ্ডিতা ভারত বাসিসুখ্যা ।

শ্রীরামকৃষ্ণস্য কৃপাস্যে চ

তথাবতারত্ব পরীক্ষণায় ॥ ২২

"Thou art the Mother in another form Even if I have married you, I am unable to behave like a husband According to the codes of religion you are my wife and in this life I have got you as such I can only advise you to restrain yourselves and have patience I don't see you as my wife but I see you as my mother' Sarada felt herself blessed with the truth and wisdom imparted to her by her husband Thereafter some eminent pandits come to Dakshineswar to test the divine power of Shri Ramakrishna and to have his blessing 17 to 22

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব তুমিই ভগদত্তার অকৃতম ক.প অবস্থান করিয়া আমার দুইটি পা নিম্ন দপয়ে ধারণ পূর্বক সেবা কার্য্য করিতেছ । ১৭

যদিও আমি অর্দ্ধাঙ্গিনীর প পানিগ্রহণ করিয়া অর্ধাং তোমাকে বিবাহ করিয়াছি তথাপি সাধারণ পতি পত্নীর মত তোমার সহিত ব্যবহার করিতে পারি'তাহিনা । ততদ্রুত তুমি আমাকে কদা কর । ১৮

অন্যলীলায়াং ঈর্ষ্য অঃ

হে দেবি তুমিই আমার পত্নী ইহা বেদপুরাণে প্রসিদ্ধ। এজন্যই তোমাকে ইহলোকে এই জীবনেই পাইয়াছি। সত্প্রতি তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান কর ॥ ১৯

সত্প্রতি আমি তোমাকে পত্নীরূপে বিদ্যুত হইয়া মাতৃরূপে দেখিতেছি। বিশেষতঃ এই যুগে তোমাকে আমি পত্নীরূপে দেখিব না ইহাই আমার ঈর্ষ নিশ্চিত ব্রত ॥ ২০

এইরূপে মাতা সারদা দেবী স্বামীর নিকটে নিজের যথার্থ স্বরূপের পরিচয় পাইয়া যথার্থ জ্ঞান বিজ্ঞান বিশিষ্ট হইয়া-  
ছিলেন ॥ ২১

তৎপরে এই দক্ষিণেশ্বরে স্মারতবানি করেকটি পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবদবতার কি না পরীক্ষা করিবার জন্য এবং বাস্তবিক যদি তিনি ভগবদবতার হন তবে তাঁহার কৃপা পাইবার জন্য ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২২

বদ্বানি যৈ: সুযিগুনানি সমুদ্ভুতানি  
বদ্বানি যৈ: সুনিখিতানি সুমাত্মজানি ।  
বদ্বৈঃ স্তু যৈ: স্তিভগবতৌ দুরিতানি যান্তি  
বদ্বানি তানি বিদ্বদানি দ্বিত্বৈঃ ॥ ২৩

দৃষ্টা মদ্বারতনদ রামকৃষ্ণ  
পরিচ্ছ রতন' সমুবাচ রতন ।  
যদ্যস্তিলিপ্সা পরমার্থ রত্নে  
তদাসুতুর্ন' ঘর রতন রতন ॥ ২৪  
দৃষ্টানি তীর্থানিষদ্বুনি ভূমি  
স্থিতা: সদীতত্র সুসামুগর্গা: ।

Amongst those pandits there was one called Tarkaratna who had given up all his wealth and treasure to get rid of all sins and to be blessed with divine knowledge After he had seen and tested "Sri Ramakrishna, he said, 'If anyone is desirous of gaining divine knowledge, he should submit himself at the feet of Sri Rama krishna I have seen many saints and ascetics in many holy places but none of them can be compared with Sri Ramakrishna who is the very embodiment of Divinity 23 to 25

বঙ্গানুবাদ :—

তদ্ব্যখ্যে তর্করত্ন নামে কোনও একটি পণ্ডিত যিনি বহুতর ধন  
রত্ন পরিত্যাগ করিয়া যে রত্নের ঘারা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই  
ত্রিলোকের জীবের সর্ব প্রকার পাপ নাশ হয় সেই সকল পদম  
রত্ন স্বরূপ ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সেই সকল রত্নই ভূষণ স্বরূপ  
ধারণ করিয়াছেন। ২৩

তিনি অর্থাৎ সেই তর্করত্ন যনপেকা উৎকৃষ্ট রত্ন অর্থাৎ ভগবদ্বক্তি  
কণ মহা রত্ন দানে সমর্থ শ্রীরাধকৃষ্ণ দেবকে দেখিয়া এবং পরীক্ষা  
করিয়া বলিয়াছিলেন। বক্তাণি কোনও ব্যক্তির পরম পুরুষার্থ রূপ  
মহারত্ন লাভের ইচ্ছা থাকে তবে কাল বিলম্ব না করিয়া এই  
ঠাকুর শ্রীরাধকৃষ্ণ দেবের শ পা পদ ঘন। ২৪

અન્તરબીનાયાં ઈર્ષ્યં યઃ

આમિ પૃથિવીર રહ ઓર્થ દેવિગ્રાહિ એવં સેહે સેહે ઓર્થે ઉદન  
સાધુ સકલ વિદ્યમાન આદ્યેન । કિન્તુ સેહે સકલ સાધુ સનુદેવ મધ્યે  
એદેરૂપ સાધુ એકટિંદ્રે મેલિ નાદે યાશાહે એદેરૂપ સાન્નાં હગવાનેર  
વરૂપ વિદ્યમાન આદે । ૨૬

શ્રોદષિયેગર ગુરોર્ગુહતાં વિનોક્ષ  
તત્ પાદપદ્ય સકરન્દ્રુપોમમાય ।  
ભાભોમજાનિતિ યતઃ ગરવાગતોઽગ્નિ  
ભો દષિયેગર વિભૂષણ દેહિમત્તિં ॥ ૨૬  
મુત્તેવં શ્રીરામજીયં તર્કરત્નોગતપ્રાદા  
યદ્વાપ્યં ભારતોયામો વિદુષાં ચચુરાદિગત્ ॥ ૨૭  
પૃષ્ઠયોયોગગતોસ્યયં ગગધરઃ શિશ્વોયદાના દિવિ  
તદ્દયોવચસાં પ્રયોગવિષયે શિશ્વો મહાપન્થિતઃ ।  
માત્રામો વિદિતઃ મુધો ગગર મુર્કેષુ પુઙ્ગમણિ  
દ્વાદ્ભાયાશ્વવચાયત્ મુનિરુદં ગત્યા તદા ઠાકુરઃ ॥ ૨૮  
તત્રતેન જ્ઞાતાનાયઃ પૃષ્ઠગ્નૃ પન્થિતઃ પ્રભુઃ ।  
મગ્તુક્તિં જ્ઞવામપ્યાં જ્ઞવાનાભાદિદ્દૃત્ ॥ ૨૯  
યાન્નોક્તરચનં વાર્યં શાલા પ્યાપ્યા પુરઃ સરઃ ।  
તેન ત્વં ચગતિમાત્રેતિ વદ્યમ્ શિલિતા ગત્તાઃ ॥ ૩૦

India. Another great pandit named Shashadhar was a famous speaker and his speech was as soft and pleasing as the light and lustre of the moon. Thakur went to hear his speech. At the end of his speech Thakur asked him, "Do you deliver your speech with the grace of the Goddess. You are gaining name and fame by pleasing your learned audience with your speech. 26 to 30.

**বক্তাবাদ :-**

এই দক্ষিণেশ্বরের গুরুর গুরু দেবিয়া এবং পাপপত্নের সৌরভ পাইয়া আজ আমার জীবনের একটি মহান বস্তু লাভ হইল। যাহাতে আমি ইহঁদের দর্শন পাহায়াছি। অতএব আমি এই পুরুষোত্তমের নিকট প্রার্থনা করি আমাকে ভক্তিদানে কৃতার্থ করুন। ২৬

ভারত বিখ্যাত পরম পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে স্তব করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে তর্করত্নের উপদেশে ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞান দান করেন। ২৭

যে শশধর নির্মল আকাশে অবস্থান করিয়া স্নিগ্ধ ক্রিয়াদানে জগতের পূজনীয় হইয়াছেন। তজ্জন যিনি বাক্যটুতায় বা বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের অন্তঃকরণে আনন্দ দান করেন এবং যে পণ্ডিত শশধর নামে বিখ্যাত এবং যিনি ছাত্র শাস্ত্রে চুড়ামণি উপাধি পাইয়াছেন। সেই শশধর তর্ক চুড়ামণির বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকটে বাইয়া ঠাকুর সেই চুড়ামণির সহিত আগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনি কি ব্রহ্মসমীপে কিছু কৃপা করিয়া লাভ করিয়া এইরূপ বক্তৃতা দিতেছেন। ২৮-২৯



অন্তঃলীলায়াং ৪র্থঃ

যেহেতু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকরঞ্জন কার্য্য করিতেছ এবং ইহা দ্বারা শান্তি পাইতেছ ত ! নিষ্কিত লোক সকল আপনাকে খুব বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। ৩০

প্রশংসন্তি বিজ্ঞেয়ৈশ্চ ভবন্তং বহু পণ্ডিতাঃ ।  
 জগদম্মা কৃপাবিন্দু মনস্বী চিত্তদিশ্যতি ॥ ৩৭  
 ন তেন কস্যাপি ভবেদত্যল্পমুপকারকং ।  
 ব্রহ্মতা চ ভবেদ্ব্যর্থ্য সূত্র চিত্তকারুণিকা ॥ ২  
 হৃদযুক্তা শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি প্রভুঃ ।  
 গতঃ স্বমালয় তস্য তস্য জ্ঞান সমুত্ততঃ ॥ ৩১  
 আসীদ্বারানসী ধাম্নি বিজয়ী পণ্ডিতী মহান্ ।  
 শ্রীবিষ্ণুদ্বানন্দনামা বিদান্তে পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৩৪  
 বিদান্তাধ্যাপনকারো বহু ছাত্র সমন্বিতঃ ।  
 সম্রাসী ব্রহ্মানুভবী শাস্ত্রামোদী সুনৈটিকঃ ॥ ৩৫  
 বিদান্ত বাগোশীপাধিধারো তস্য সুবুজিমান্ ।  
 ছাত্রো বঙ্কোদ্রবী ব্রহ্মকুলীজাতঃ সুপণ্ডিতঃ ॥ ৩৬

"But all your eloquence will bring no good to any body if you have no grace of God." At these words Shashadhar Tarkachuramoni came to his senses and felt himself blessed. In the City of Benaras there was a famous pandit named Bishuddhananda who had many students. One of his students was Kalibar Vedantabagish who was a Bengalee bramhin. 31 to 36.

অন্তরলীলায়া' ৪র্থ অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

যদি জগদম্বার করুণা লাভ না করিয়া শুধু বক্তৃত্তা দাও তবে তাহাতে কিছুমাত্রও কাহারও উপকার হইবে না । ৩১

কেবলমাত্র তোমার চীৎকারই সার হইবে । বক্তৃত্তার ফল কিছু মাত্র হইবে না । ঠাকুর এই কথা চুড়ামণিকে বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর ঠাকুরের সেই উপদেশেই চুড়ামণি পণ্ডিতের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ভগবন্তুক্তি লাভ হইয়াছিল । ৩২।৩৩

বারাণসীধামে বেদান্ত দর্শনে ঐকান্তিক অনুরক্ত বিশুদ্ধানন্দ নামে একটি খুব দার্শনিক বড় পণ্ডিত ছিলেন । তিনি বহু ছাত্রযুক্ত বেদান্ত দর্শনের অধ্যাপনায় রত শাস্ত্রানুশীলন কারী অত্যন্ত নির্ভাবানু ব্রহ্মানুভবী সন্ন্যাসী ছিলেন । ৩৪ ৩৫

সেইকালীবাণী সন্ন্যাসী পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর অতিশয় বুদ্ধিমান বাঙালী ব্রাহ্মণ কালীবরবেদান্তবাগীশ নামে একটি পণ্ডিত ছাত্র ছিলেন । ৩৬

যিন'ব্রহ্ম স্তম্ভ ভাষ্য' ব্যাখ্যাত' বহুভাষয়া ।

স দ্বিধিযেবর আশ্রয় স্বয়ং' ভগবতা সহ ॥ ৩৩

শাস্ত্রালাপাত্ পরদ্বীক' বেদান্তবাগীশীন দ্বি ।

বহুপুণ্যবলেনাথ যীরামকৃষ্ণ দর্শন' ॥ ৩৮

জাত' যিন স্তম্ভটিল' শাস্ত্র সিদ্ধান্তজালক' ।

ধর্ম্য তত্ত্ব সমাধানস্থায় প্রাকৃত ভাষয়া ॥ ৩৮

কর্তৃ' শাক্তোমি ক্রপয়া বেদমূল' ম'হাত্মনঃ ।

ধন্যো'স্মি হতজল্যো'স্মি সফল' জীবন' মম ॥ ৪০

দ্বন্দ্বপ্রলীলার্থ্য ৪র্থ অঃ

এবমুক্তা ভগবতঃ পাদরেণুনি প্রমুখা সঃ ।

গমী বেদান্ত যোগীশো দৃষ্টাস্য যোগ বৈমব' ॥ ৪১

বিদ্যাসাগর সংপ্রকৌণ্ডবর্তা ত্র্যেষ্ঠো মহাপণ্ডিত

স্ত'দ্রষ্ট' গত বানসীসুখতনুঃ শ্রীরামকৃষ্ণো হরিঃ ।

দৃষ্টাত' সমুদ্যচ সাগরমন্ডী কালীগতঃ সুহৃৎকৈ

খ্যাতৈঃস্মিমবধুনাছগাধসলিলে সন্নিযিতঃ সাগরে ॥ ৪২

He explained Vedanta Philosophy in Bengali. Once he came to Dakshineswar and had a discussion with Sri Ramakrishna on the most complicated points of philosophy. Sri Ramakrishna unknotted the points very easily in a very simple language. Pandit Kalibar was astound with wonder at the profound knowledge and wisdom of Sri Ramakrishna. One day Sri Ramakrishna called upon the famous Pandit Iswarchandra Vidyasagar at his residence. As he saw Vidyasagar, he said, "So long I had been in a narrow canal. Now I find myself in the sea." 37 to 42.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কালীঘর পণ্ডিতই বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম বেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব শ্রবণের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রচার করেন। এই বেদান্তযোগীশ পণ্ডিতও ঠাকুরের নিমিত্ত অবগত হইয়া স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত বেদান্তদর্শনের কঠিন কঠিন বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন আজ আমি জগৎ জগদ্ব্যবহারের সঞ্চিত বহুস্তর পুণ্যের

## অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

ফলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিলাম আদ্য ফলে  
আর্য্য শাস্ত্রের অত্যন্ত জটিল বিষয়েরও এই মহাপুরুষ ভগবান  
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সাধারণ ভাবায় সীমাংসা গুনিয়া ধৃষ্ট হইমাম কৃতার্থ  
হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। এইকথা বলিয়া ভগবান  
শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের যোগশক্তি দেখিয়া পদধূলী গ্রহণ পূর্বক পণ্ডিত  
বেন্দ্রচরণীশ অন্তর গমন করিয়াছিলেন। ৩৭/৩৮ ৩৯৪-১৪১

সর্বোত্তম সমগুণ বিভূষিত জগদ্বিখ্যাত মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত  
ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে দেখিবার চিত্ত আনন্দঘন বিগ্রহ  
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার গৃহে বাইরা বিজ্ঞানাগর মহাশয়কে  
দেখিয়া বলিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এককাল আমি  
খালে বা ডোবায় ছিলাম। আজ আমি অগাধ জলের আধার সাগরে  
আসিয়া মিলিত হইয়াছি। অতএব সন্তোষ আমার আনন্দের  
সীমা নাই। ৪২

মৃত্যুবাচ স সাগরঃ স স্রবনং যোত্বাজলং বারিধি  
সংধায়ান্তিমিতঃ স্বধামপরমং গচ্ছাদ্যুনাশতম ।  
শ্রীবিদ্যাম্ভুধিমাষণং ॥ ভগদাচ্ছৃত্বাশদত্তং তদা  
না বিদ্যালসধির্মবাস্ত্বয়ি কথং চারং লনং সম্ভবেৎ ॥ ৪৩  
যৌযুপ সাগরনিভং যশ্লামি দিব্যচক্ষুযা ।  
ভবন্তা বসুধাভ্যুদয়াঃ পূর্ণানন্দকরং সূতং ॥ ৪৪  
দন্তিনাং বাহু দন্তো তু শৌভার্যমেব কৈবল্যং ।  
দন্তান্तरায়ি খাদার্য্য বিদ্যন্তো মুখং গহবরী ॥ ৪৫  
তদ্বন্দ্বীক দিতার্য্য বহির্বিন্দ্যোদ্য মমৃতম্ ।  
কিন্তু স্বদন্তরী ভাতি ভগবদ্বলি সাগরঃ ॥ ৪৬

অন্তরলীলায়াং ৪র্থ অঃ

তদর্থমেব জগতি সুপ্রতিষ্ঠা মতা তব ।

ততো বিদ্যা সাগরেণা প্যুক্তস্তাত্ সম্ভবেত্ কথং ॥ ৪৩

At this Vidyasagar sharply replied, "Oh respectable Sir, the taste of salt water of the sea will bring no satisfaction to you and so you shall have to go back to your place with great disappointment." In reply Sri Ramakrishna said, "You are not the sea of natural water, so how can salt water exist there. In my intellectual eye I find you to be the sea of milk, as you are a child of joy of our mother Earth. The tasks of an elephant are for show only but the teeth which are used for eating remain inside and are not seen. Likewise all your outward knowledge and learning are for the good of others but inwardly you are a sea of devotion to God. That is why your reputation has become firmly established in the world." Vidyasagar said, "How is it?" 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

বিজ্ঞাসাগর মহাশয় পরমহংস ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন। হে সম্ভ্রনাংগণ্য মহাপুরুষ সম্প্রতি সাগরের নোনা জল খাটয়া অসহ্য হইয়া এই স্থান হইতে সর্বোত্তম নিজ ভবনে গমন করণ। বিজ্ঞাসাগরের কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। তুমিও প্রাকৃত জলের সমুদ্র নয় অতএব তোমাতে আর জল কি সম্ভব হয়। ৪৩

অন্ত্যলীলায়া ৪র্থ অঃ

আমি তোমাকে দিব্য চকু দ্বারা পৃথিবীর পূর্বানন্দ দাতা পুত্র  
অমৃতের সাগরের মত দেখিতেছি। ৪৪

হাতির বাহিরে দুইটি দাঁত শোভার জন্য থাকে কিন্তু অল্প সকল  
দন্ত খাইবার জন্য মূখের ভিতর থাকে। ৪৫

সেইরূপ বাহিরে তোমার সাধাণের উপকারার্থে বিজ্ঞান প্রভাব  
প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু তোমার ভিতরে অগাধ ভগবদ্ভক্তি আছে  
ওজ্জ্বলই তোমার জগতে খুব বড় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তৎপরে বিজ্ঞানাগর মহানর বলিগ্রাহিলেন ইহা কি প্রকারে  
সম্ভব হয় ? ৪৬।৪৭

তমুবাচ ঠাকুরস্তু ইন্দ্রভাস্য পুরঃ সরম ।

পদোল মালুক'বাপি সিদ্ধ' কৌমল্যতা' মজীত্ ॥ ৪৮

অসৌব কৌমল্য' ত্বাম্ভু পশ্যামি জ্ঞান সাগর ।

ততস্ত্বস্মাদ্বিনিষ্কস্ম্য ঠাকুরঃ শিথ্যমুক্তাবান্ ॥ ৪৯

পুরুষো'য়ে' মহাত্ম্যাগৌ বিদ্যাসাগর নামকঃ ।

দর্শয়িত্বা নিজ' দেহমুবাচ পরমার্থ'বিত্ ॥ ৫০

কর্ম্মমূন্যস্য সংযোগাদ্বিদ্যাদানস্য কর্ম্মণঃ ।

নষ্ট সম্ভাবনায়ৈবানৈন মুক্তি রূপেচিতা ॥ ৫১

বহুনা' জন্মনামন্তে সাগরৌ মুক্তি মিথ্যসি ।

এব মুক্তা সশিথ্যঃ স প্রাপ্তবান্নিজ মন্দির' ॥ ৫২

অন্য'কৈঃ সিদ্ধপুরুষৌবর্হমানাধিপস্যস্বি ।

সমাপণ্ডিতরূপেণ বিদ্যাতঃ পণ্ডিতৌ মহান্ ॥ ৫৩

Thakur said with a smile, "When boiled, hard  
vegetables like potato etc. become soft. By

শাস্ত্রলীলায়াং ৪র্থ অঃ

virtue of your vast knowledge I find you to be extremely soft." On his way back Thakur told his disciple that Vidyasagar was a great charitable person. "He has however, avoided contact with me who have renounced the world because freedom from all earthly bondages may impair his activities towards advancement of knowledge and learning. He will attain salvation after many births," There was a famous pandit who was the king's scholar in the Court of the Maharaja of Burdwan, 48 to 53.

বঙ্গানুবাদ :-

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর একটু হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন দেখুন মহাশয় আলু বা পটোল স্বভাবতঃই কঠিন বা শক্ত কিন্তু সেই ছটিকে যদি সিক্ত করা হয় তবে অতিশয় কোমল হয়। সেইরূপ তোমার ভিতরে জ্ঞানের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তারিত আছে। অতএব তোমাকে অতিশয় কোমল ভাবেই দেখিতেছি। এই কথা বলিয়া ঠাকুর বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া শিষ্যকে বলিয়াছিলেন। ৪৮৪৯

এই বিজ্ঞানাগর মহাশয় মহা ত্যাগী পুরুষ এই কথা বলিয়া শিষ্যকে নিজ দেহটিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন। কর্ম শূন্য আমি আমার সহিত মিলিত হইলে বিজ্ঞানাগরের বিজ্ঞানদান কর্ম নষ্ট হইবে এইরূপ মনে করিয়া আমার নিকট হইতে মুক্তি লইল না। যজ্ঞ জন্মের পর বিজ্ঞানাগর মুক্তি লাভ করিলে। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর পঞ্চবটী গৃহে আসিয়াছিলেন। ৫০'৫১।৫২

অন্তঃলোচনায়া' ৪র্থ, অঃ

ঠাকুরের সন্ন্যাসি কামার পুত্রে অবস্থান কালীন আর একটি  
সিদ্ধপুরুষ মহাপণ্ডিত ইহঁদের নাম পদ্মলোচন ইনি বর্ধমানের মহারাজার  
সভা পণ্ডিত বশতঃ বঙ্গদেশের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ইহঁদের আদর্শ  
অতি সুন্দর স্বভাব অতি নির্ভয়জনকতা শান্ত ভাব শান্ত চর্চায় পরমা-  
নন্দিত হইতেন । , ৫৩৫৪

শ্রীপদ্মনোচনঃ শুভস্বभावोऽप्यतिसुन्दरः ।

নৌযभावঃ কদাপ্য' শাস্ত্রানন্দে ন নন্দিতঃ ॥ ৫৪

অনেনৈব মিষ্টদেব বরপ্রাপ্তো মহাত্মনা ।

পূর্ব' শাস্ত্র মিথ্যারস্ব স্বমুখ' চালিত' যদি ॥ ৫৫

মবেত্বহি' সমায়া' খেজযৌমবতি নিযিতঃ ।

সর্ব্ব' সমাজ্যৌ চামৌ তদুপেণাভবদ্বিজঃ ॥ ৫৬

মদুগীড়া গমনস্থাস্বত্রিণায় ঠাকুরসদা ।

পাশ্রাণি জনশূন্যানি কৃৎবা তিষ্ঠন্ সুদায়ুতঃ ॥ ৫৭

প্রবিশ্য পন্ডিত স্ততো রামকণ্ঠস্য সন্ননি ।

নির্জল' সজল' প্রাথ' বৃদ্ধাতিবিষ্টিমতোঃ ভবত্ ॥ ৫৮

মমেট দেবতা বরোঃ প্রাপ্তৌ মদু ভাষ্যয়াপি চ ।

যতোঃ নিন সুবিপ্রাতঃ স্বৈষ্টদেবস্ততো মম ॥ ৫৯

মতোবিধায়মত্তবাস্য স্তাব' স পণ্ডিতৌমহান্ ।

লপানন্ধ্যা মতোধীমান্ রামকণ্ঠস্যমদ্বনঃ ॥ ৬০

This pandit Padmalochana, was very gentle, honest and agreeable by nature and loved study and teaching of shastras. He was given a boon that he would surely defeat his opponents in a



যান্ত্রালীলায়াং ১২য় অঙ্ক

debate if he had washed his face before the commencement of the debate. Accordingly he was always the winner. When Thakur came to know that the pandit was coming to hold a discussion with him, he kept all the pots empty and waited to have the fun. On entering the room of Thakur, the pandit became surprised to find all the pots empty. He wondered how the secret of his success which was not known even to his wife could not be known to Thakur. So he felt himself defeated and left the place with all humility and respect to Thakur. 54 to 60,

বঙ্গানুবাদ :—

এই পণ্ডিত ইষ্টদেবের নিকট হইতে এইরূপভাবে একটি বর পাইয়াছিলেন যে তুমি পণ্ডিতবর্গের সহিত শাস্ত্র বিচারের পূর্বে যদি নিজের মুখমণ্ডল বিধৌত করিয়া সভায় যোগ দবে তুমি সভায় সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে পারিবে। অতএব এই পন্নলোচন পণ্ডিত পূর্বোক্তরূপে সর্বসভায় ঘূষী হইতেন। ৫৫-৫৬

ঠাকুর পন্নলোচন পণ্ডিত আমার গৃহে আসিতেছেন জানিয়া গাড়ু ঘটি কলসী প্রভৃতি যাবদীয় জসপাত্র জল শূন্য করিয়া আনন্দ মনে অবস্থান করিতেছিলেন। এমনত সময়ে পন্নলোচন পণ্ডিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে প্রবেশ করিয়া জল পাত্র সকল শূন্য দেখিয়া আশ্চর্য্যচকিত হইয়াছিলেন। ৫৭-৫৮

ସମୀକ୍ଷାମାୟା ଧର୍ମ ଧ୍ୟା:

ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟାଦିମାନଙ୍କ ଆମାର ଟେକିଦେବତାଙ୍କ ଉପାସ ବା ଆମାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା କାଳେନ ବା ଅତଏବ ସେ କାଳରେ ହୋଇ ଟେକି ଦେବ ଆଦିତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଅତଏବ ଆମାର ନିମ୍ନିତ୍ତ ଉପେ ଟେକି ଦାୟା ହେଉଛେ । ଇତିହାସ ଆମାର ହେଉଅଛି । ୧୭

ଉଦାହରଣ ସେହି ଉଦାହରଣ ଟେକିଦେବତା ଜାଣେ ଯଦି ଯଦି କିଛି ଟେକିଦେବ ଅନୁଗ୍ରହ କାଳେ କୃତାର ହେଉ ନିମ୍ନ ଗୁଣ ଦାୟା ହିଲେନ । ୧୮

ବାଦେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣି ଇନ୍ଦ୍ରାଣି ପାମି ମୌରୀତି ପଞ୍ଚିତା: ।

ମନ୍ଦ୍ୟ ଗେତନ୍ଦ୍ୟ ପୁରୀପୁରୀୟାମି ଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀତା: ॥ ୧୧

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାମୟା ନକାମି ଶ୍ଵପକ୍ଷା' ଶ୍ଵ ମୁନ୍ଦରୀ ।

ମନ୍ଦ୍ୟ ମା' ପୁରୀୟାମାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନକ୍ରୟ ॥ ୧୨

ଉପକା ଉପକାୟା ଉପକା ଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀତା: ।

ଦୃଶ୍ୟା ଦିନ କେନା'ପି ପାମେକରତାମି ଦୟା ॥ ୧୩

ମନ୍ତ୍ରୀୟା କାନ୍ଦରାମିନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣା ହୌମ' ଶ୍ଵକାର ମ: ।

କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀୟା'ୟ କାନ୍ଦରାମିନ୍ଦ୍ର ନବାଭବତ୍ ॥ ୧୪

ପଞ୍ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥା ଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀୟା'ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ।

ପଞ୍ଚିତା'ୟ ହାରି ୧ ୧ ବଦ'ମୁଖେ'ର୍ଯ୍ୟାବତ୍ ॥ ୧୫

ହାରି' ଉତ୍ତା ସମାୟା ମି ସ ଦଦା' ମୁଖାବିଗତ୍ ।

ତଦା ପଞ୍ଚିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟ: ସମଜାୟତ ॥ ୧୬

In the village of Indas near Kamarpukur there was a pandit named Gouri who was famous for charms and spiritual power. He used to worship his own wife as Goddess Durga for three days

অন্তঃসীলায়াং ৪র্থঃ অঃ

during Durga Puja Festival He also could hold burning wood on his palm without being afflicted by fire. When he would take his seat with the loud shout of "Hare Re Re," in the assembly of pandits all would tremble with fear. 61 to 66.

বঙ্গানুবাদ :—

রাড় দেশে অর্থাৎ কামার পুকুরের অনতি দূরে ইন্দ্রাস গ্রামে গৌরীপতি নামে দৈবশক্তিতে মন্ত্রসিদ্ধ বিখ্যাত পুণ্ডিত বাস করিতেন। ৬১

এই গৌরীপতি ৮শারদীয়া দুর্গা পূজার সময় সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী তিথিতে নিজ পত্নীকে দুর্গা ভাবিয়া পূজা করিতেন। ৬২

জগদম্বার কৃপায় অথবা যোগশক্তি বশতঃ কিংবা যে কোনও যোগ শক্তিতেই হোক নিজ বাম হস্ততলে কাঠবাশি ধারণ পূর্বক সেট সকল কাঠ প্রজ্বলিত করিয়া ঘৃত দিয়া যথাশাস্ত্র হোমা করিতেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি তাঁহাব হস্ত সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইত না। ৬৩৬৪

এবং এই গৌরীপতি পণ্ডিতগণের সভায় জ্ঞান গণেশের মূর্তি ধারণ করিয়া হারে রে রে এই শব্দটি উচ্চারণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে সভায় বসিলে সেই সময় পণ্ডিতবর্গের স্তম্ভক্স উপস্থিত হইত। ৬৫৬৬

অতোঃস্বয়ং জগদম্বা সমায়াং ভবতি ধ্রুবঃ ।

এবং সর্ব সমায়াং স শ্রেষ্ঠ সম্মান মাসবান্ । ৬৩

अन्त्यर्लोनायां ४४ यः चः

सोऽयं श्रीरामकृष्णस्य तद्रूपेण यदा बिभृत् ।  
 गृहं तस्मादपि स्वीचरव' कृत्वा यतोश्चरः ॥ ६८  
 पण्डित स्कन्धमारुह्य सुकृपां कृतवानिति ।  
 एवं भगवतः स्पर्शां दिष्टदेव स्वरूपकं ॥ ६९  
 मत्वा स्त्रीषी द्राम क्षणं विज्ञायत' गजानन'  
 गल्लग्नौ भवद्वासा साष्ठङ्गं प्रणिपत्यत' ॥ ७०  
 नमो विघ्नविनाशाय नमो मङ्गलं हृतेषु ।  
 नमो भगवते तुभ्यं गणाधिपतये नमः ॥ ७१  
 पायाड, शौकल्पलताविषाग'  
 दधत् मसुण्डाहित बोज पुरः ।  
 वल्लस्त्रिणेत्र स्तर निन्दु मौलि  
 हारीज्वलोदस्ति सुखोऽयमाद्यः ॥ ७२

Hence, he had always the undisputed superiority in every meeting and would win the highest honour. But when he entered the room of Thakur with his loud shout, Thakur pressed his shoulders with a more louder shout. By the touch of Thakur, Pandit Gouri felt that Thakur was none but his own presiding deity, Gajanan. So he fell at the feet of Thakur and prayed, "Oh lord, I bow down to you who relieve us of all our difficulties and give us all happiness."  
 67 to 72.

যন্ত্রালীলায়া' ৪র্থ অঙ্ক

অতএব সকল সভাতেই গোরী পন্ডিভের জয়লাভ হইত। এই রূপভাবে তিনি সর্বত্র সর্বলোকে সন্মান লাভ করিতেন। ৬৭

কিন্তু গোরী পণ্ডিত যেসময়ে ঠাকুরের গৃহে স্নানগণেশের মূর্তি ধারণ করিয়া প্রবেশ করিয়া ছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর পণ্ডিতের অপেক্ষা আরও উচ্চৈশ্বরে দ্বারে বসে বসে কানি করিয়া পণ্ডিতের স্বস্তি আরোহণ পূর্বক পণ্ডিতকে ভূঁপা করিয়াছিলেন। ৬৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাঁহার স্পর্শমাত্রের ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইচ্ছাষেব স্বরূপ গণপতি জানিয়া গলদেশে বস্ত্রের সহিত অঙ্গলিবদ্ধ করিয়া গাঙাঙ্গে প্রণাম পূর্বক এইরূপভাবে স্তব করিয়া ছিলেন। ৬৯।৭০

হে সর্ববিশ্বের আধার বিশ্ববিনাশন গণাধিপতি আপনাকে পুনঃ পুনর্ব্বার নমস্কার করি। ৭১

হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেব আপনিই পাশ অক্লুশ বলসত্তা ও একটি গজদন্ত ধারণ পূর্বক বিরাজিত আছেন। এবং আপনার শিরোদেশে বাবদীয় সাধন ফলের বীজ দ্বারা পরিপূর্ণিত রক্তবর্ণ বিগ্রহ ত্রিনয়ন মস্তকে নবোদিত চন্দ্র, হারাণি ভূষণে বিভূষিত জ্যোতির্ষ্ময় হস্তিযুগে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। ৭২

সমো ভগবতে তুভ্য' বদ ব্রহ্মায় বীধসি।

সীমানামনুকম্পার্য' জাতোঽসি পৃথিবীতসি ॥ ৩৩

সুত্বৈব' শ্রীরামকৃষ্ণ' মদ্রযা-গদগদয়া গিরা।

জগাম স্বশ্লিষ্যগণৈঃ শ্রীমীর্ষী পণ্ডিতোম্ভ' ॥ ৩৪

পণ্ডিতানাং গুণাবতা' সাধুনা' সমচেতসা।

সম্মুখ্যামিহ সন্নিধৌ রামকৃষ্ণঃ স্বয়' হৃদি ॥ ৩৫

১ অম্বলীলায়াং ধর্ম্যং

যাতিতৈষা কৰ্ম্মণ্য ততদগেহে মহামতি ।

২ যদি কষিবিজ জন ঠাকুর পুত্রিষ্যতি ॥ ৩৬

১ ভবদ্বিধ জনস্যে দৃগ্যচিৎ গতি কথ্য ।

২ শ্রুত্বেদ ভীষণন্তস্য ঠাকুর স্বসুবাচহ ॥ ৩৭

ভীষত্স যস্যাস্তি গুণী বিশ্বস্ত স গুণী মত ।

৩ যতস্ব যাত্না বাক্যন্তু শৃণু পুত্র যথোদিতম্ ॥ ৩৮

Thus, after paying all homage to Thakur, Pandit Gouri left the place with his followers. Thakur used to go to visit all talented persons. If somebody would protest against such visits and say that for prestige's sake Thakur should not call at any body's house without invitation, Thakur would reply that men of lasting qualities and virtues were always honoured. 73 to 74

বঙ্গানুবাদ :—

হে বেদ গোচর ভগবান জগৎ কর্তা আপনাকে নমস্কার করি ।  
আপনি জীব সকলের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।  
এইরূপ ভাবে গদগদ বাক্যে ভগবান ঐরামকৃষ্ণ দেবকে শ্রব করিয়া  
শিষ্যবর্গের সহিত গৌরী পণ্ডিত নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন ।

৭৩৭৪

সদগুণাধিত সাধু সমদর্শী পণ্ডিতগণের দর্শনার্থে ভগবান ঐরাম-  
কৃষ্ণ দেব স্বয়ং প্রত্যেকের গৃহে যাইতেন । ৭৫

এজন্য যদি কোন দ্বিত্ব বা স্বাভাবিক ঠাকুরকে কহিতেন যে  
আপনার মত লোক এরূপভাবে অনাহুত হইয়া অন্যের গৃহে গমন

অন্তঃসৌন্দর্য্যার্থঃ

করা 'আমাদের কেমন মনে হয়। এইরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিডেন।

দেখ, হে বাণু বীর প্রচুর সঙ্গুণ আছে তাহাকে গুণী বনে।

■ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য বাহ। আছে তাহা বলহি শোন। ৭৮

মুক্তা হি জবয়া স্ফা জবা যুস্মান মুক্তয়া ।

ভবেত্ পরগুণগ্রাহো মজ্জীয়ানৈব নৈতরঃ ॥ ৫৫

অতোঃহ' সজ্জনগুণান্ যদীতু' ব্যগ্রতা' গতঃ ।

তস্মান্নহপি' দেবে'দ্ব, কেশব মাগরা'দয়ঃ ॥ ৫৬

এতেষা' কৌটুম্বা'স্তি' গুণরত্ন' তদা'চিহ্ন' ।

তস্মাৎ' সকাশ' গচ্ছামি' রত্নলাভায়' নিশ্চিত' ॥ ৫৭

যতঃ' সত্‌সঙ্গ'লাভায়' মানবৈ'রত্যা'ত' সদা ।

'সত্‌ সঙ্গে'ন' বিনা' কৌ'পি' মানু'ষ্য' নামি' বিন্দতি ॥ ৫৮

অম্লোক্ত' শ্রীভগবতা' ভক্ত' মুহি'ষ্য'বৌ'দব' ।

সত্‌সঙ্গে'ন'হি' দৈতে'যা' যাতু'মানাঃ' স্বগা'মৃগাঃ ॥ ৫৯

মত্‌স্ব'র্বা'প্সর'সীনা'গাঃ' সিংহা'দ্য'রণ' গুহ্য'কাঃ ।

বিদ্যা'ধরা'মনু'ষ্যে'ষু' বৈ'শ্যঃ' শূ'দ্রাঃ' স্ত্রি'যো'ঃ'স্ব'জাঃ ॥ ৬০

He also said, "Pearl can take in the red complexion of Jaba flower but the latter cannot imbibe the whiteness of the former. It is only the great man who can appreciate the virtues of others. I am eager to appreciate the talents of talented men. It is why I go to see such great personalities as Maharshi Debendra Nath, Keshab Vidyasagar and others. Without good companion-

অন্ত্যলীলায়াং ঋঃ অঃ

সর্বসমূহ নিছ চারণ গুহক ও বিজ্ঞাবাদি এবং মানুষের মধ্যে ধর্ম  
বহিক ধর্ম ব্যাধ ক্রাঙ্গণ পত্নীগণ রাজসিক বা তামসিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন  
অতি নীচ জাতি কহিদাস প্রভৃতি চর্যকারগণ সেই সেই যুগে বসে  
বা কয়াধুর পুত্রগণ বৃষ পর্ব্বা বলিরাজ বাণরাজময় দানব হুগ্রীব  
হনুমান ব্যাধ কুজা গোপীগণ ইহাদের মধ্যে একটি ও বেদ বা বেদান্ত  
শাস্ত্র পড়েন নি বা গুরু কুলে বাসও করেননি এবং বার ত্রত  
সপ্তাহ কিছু মাত্র অমুঠান না করিয়া কেবলমাত্র আমার সঙ্গ  
বশতঃই আমাকে পাইয়াছেন। এইরূপভাবে সংসদ্র মহিমা শাস্ত্রে  
বলিয়াছেন ॥ ৮১৮৪।৮৫৮৬।৮৭।৮৮

বল স্তমঃ প্রকৃত্য স্তস্মি' স্তস্মিন্ যুগে যুগে ।  
বহুবীমত্ পদ' প্রাপ্তা স্ত্বাষ্ট্র কায়াদ্বাদয়ঃ ॥ ৮৫  
হৃদযজ্ঞা বলিবানীময়দ্বাঘ বিমৌপথঃ ।  
সুগ্রীবোহনুমান্ কৃচ্ছীগজৌগ্ধৌ বণিকপথঃ ॥ ৮৬  
ব্যাধঃ কুজা ব্রজগোপ্যৈয়ত্র ধন্যস্তথাধ্বর ।  
তিনাধোতাঃ স্ততিগণা নোপাসৌত মহত্তমাঃ ॥ ৮৭  
অত্রতাস্তত তপসৌ সত্‌সঙ্গান্‌মাসুপাগতাঃ ।  
পথ' সত্‌সঙ্গমহিমায়ম্‌গাঙ্গে নিরুপিতঃ ॥ ৮৮  
অতঃপর' লক্ষণস্ব সাধোঃশৃণুদামি ধৌঃ ।  
যচ্ছ্রুত্বাসুচ্যতে জন্তুর্জগদ্রাপার যাতনাৎ ॥ ৮৯  
ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি ।  
ন ক্রুহঃ পরপ' দ্রুতৈস্তে তত্ সাধৌস্ত লক্ষণম্ ॥ ৯০

'Twastra, Kayadhu Brisaparba, Bali, Bana,  
Maya, Vibhishana, Sugrib, Hanumana, Riksha, Gaja,



Gridhṛa, Kūbjā, woman of Erājadhama and others who had not studied the Vedas, nor acquired any merit through austerities or penance attained salvation by the virtue of their companionship with me only. Such is the fruit of good companionship. Now I tell you the virtues of a holy man. He who never feels himself elated by honour, nor gets angry when insulted, nor utters harsh words in anger is a good or holy man. 85 to 90

বক্তাবাদ :—

ইহার পর ভোয়াদিগকে সাধু বা সৎজনের লক্ষণ বলিতেছি শোন ।

বাহা শুনিলে সংসার যাতনা সমূলে বিনাশ হয় । ৮৯

বঁাহাকে সম্মান করিলেও আনন্ডিত হন না । অগমান করিলেও  
ক্রোধ করেন না বা জ্বক হইয়া কখনও কঠিন কঠিন কথা বলেন না ।

ইহাই সর্বোত্তম সাধুর লক্ষণ । ৯০

পাত্মান পোড়য়িত্বাপি সাধুঃ সুখযতি পরং ।

লাদয়সামিতান্ হৃদৌ দুঃখঞ্চ সহতে স্বয়ং ॥ ৮৯

যত্ পূজায়াং ভবেত্ পূজ্যোদৃষ্ট্যান যমদর্শনং ।

পাপসংহঃ সর্গনাশ কিমহৌ সাধুসংস্রমঃ ॥ ৯০

সাধুর্না হৃদয়ো যমো বাচ্যোনিঃ সনাতনাঃ ।

কর্মস্যানি কর্মানি যতঃ সাধুর্হৃদি স্বয়ং ॥ ৯১

অতো দুঃসঙ্গমুত্ সজ্জস্যসত্ সজ্জতে বুদ্দিমান্ ।

সন্ত এবাশ চ্ছিন্দন্তিমনোয়াসজ্জমুক্তিभिः ॥ ৯২

ইতি শ্রীরামকৃষ্ণসুন্দর ভক্তিতোষ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত

अन्तर्लोक्याः ४४ अः

श्रीरामहस्तां संहितायां अन्तर्लोक्यां चतुर्थोऽध्याये श्रीसारदा देव्या,  
स्वामि सान्निध्यलाभं स्तुत्या विद्यासागरादि बहु पण्डितैर्वार्त्ता मत्-  
सङ्गोपदेशय वर्णितः ॥ अः ४ अः ॥

He troubles himself to bring pleasure to others, just as a tree suffers to do good to its parasite creepers. A man becomes respectable, immortal and free from all sin by virtue of good companionship. Therefore, all wise men avoid bad companions and accompany the good. 91 to 94

Here ends the fourth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktiviritha.

चन्तरलीलायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ अ. ५ ॥

वदन्ति चेव\* वद्वो विचक्षणः

श्रीरामकृष्णस्य न चास्ति विचक्षणम् ।

वेदे पुराणे खलु तन्व मन्त्रयो

स्तदर्थं मेतच्चरितं मयोच्यते ॥ १

कनौ न ते वै जगतां परंगुहं

दुरायथा ये बहिर्ये मानिनः ।

विदन्ति\* वेद पुराणवाग् यतः

प्रकाशिता लोकाद्विताये मेव सा ॥ २

यदं श्रविष्ठाः सुर मानुषादयो

यस्तन्मनुष्या प्रचरन्ति कर्मसु ।

स एव विज्ञानघनो हि संस्कृता

वाचं न विन्दन्ति वदन्ति वातुलाः ॥ ३

It was said by some pandits that Sri Rama-krishna was not conversant with the Vedas, the Puranas and the Tantras etc. It was not correct. Those who are fond of earthly pleasure cannot know God from whom the Vedas, the Puranas etc. have emanated for the well-fare of humanity. They are void of intellect who can say that the Divinity whose a particle of intelligence can animate the world to move and work is ignorant of Sanskrit language. 1 to 3

অন্তঃসৌন্দর্য্যে ধুম অঃ

অধ্যায়ে ঠাকুরের পুরাণাদিতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা বলা হইতেছে। ১

এই কলি যুগে দূষিত অন্তঃকরণে যে সকল ব্যক্তি কেবলমাত্র ব্রাহ্ম বিদ্যায় সকলকে অর্থাৎ শ্রদ্ধা চন্দন ও বসিতাদি ভোগ্য বস্তু সকলকেই অতি শ্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাহারাই ভগবান হইতে জগতের মজলের জন্তই বেদ পুরাণাদি প্রকাশিত হইয়াছে সেই পরম গুরু পরমেশ্বর ভগবানকে জানিতে পারেন। ২

এরূপ ভগবানের অতি সূক্ষ্ম চৈতন্যের বিদ্ধ হইয়া জীবগণ বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করতঃ কৰ্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেছেন। সেই বিজ্ঞান যন অরূপ ভগবান সংস্কৃত বাক্য জানেন না এইরূপ বাক্য পাগলেরাই বলিয়া থাকে। ৩

বৈষ্ণবঃ ঠাকুরোঃ প্ৰাণমহাশক্তি মেকান্তিন কচিৎ ।  
 সিদ্ধ মন্ত শব্দার্থায়াচরিতং পঠমোঃ পুনা ॥ ৪  
 মন্তোক্তং পঠতে কিং মূলং বানুজিরিব বা ।  
 ততঃ শ্রীঠাকুরোক্তং মূলমিব পঠস্ব মো ॥ ৫  
 তচ্ছ্রুত্বা প্রবরঃ শিথ্য মনস্যেব অচিন্তয়ত ।  
 যত্কিচ্ছিৎ দেব ভাপায়া জান মিস্তিস্তিচুনিচিৎ ॥ ৬  
 ঠাকুরস্থাচিতদ্রুপং সংস্কৃতং শাস্ত্র সাগরি ।  
 যত্কিচ্ছিৎ দেব পাণ্ডিত্যং ভাতি নাস্ত্যত্র সময়ঃ ॥ ৭  
 বিষয়ঃ শাস্ত্র পঠনে যত্নিনীস্তু মম প্রব ।  
 তথাপি ঠাকুরস্থাশ্রয়ালঙ্ঘন মত্মমদ্বল ॥ ৮  
 পঠোঃ পাঠ্যামীদং মূলং সংস্কৃত মেবহি ।  
 অন্তর্যামী সুবিপ্রায় চিৎশাস্ত্র্যসি বিকিয়া ॥ ৯

অন্ত্যলীলার্য প্রথম অঃ

Once Thakur asked his favorite disciple, Baikuntha, to read out the episode depicting the life of Sabari, a holy devotee. Baikunth asked, "Should I read the original in Sanskrit or its translation in Bengali?" Thakur asked him to read out the original story in Sanskrit. At this, Baikuntha thought, "I, and so also Thakur, have little knowledge in Sanskrit. However it will not be wise to disobey Thakur. So I should read out the original in Sanskrit." Thakur understood the mind of Baikuntha. 4 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর একদিন প্রিয় ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে বলিয়াছিলেন। ওহে সান্ন্যাল এখন কিছু ভক্ত শবরীর চরিত্র পাঠ কর। সান্ন্যাল বলিয়াছিলেন মূল সংস্কৃত পাঠ করিব না বাংলা অনুবাদ পাঠ করিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন তুমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ কর। ৫

শিষ্য প্রবর ঠাকুরের কথা শুনিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন দেব ভাষায় আমার জ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ইহা নিশ্চিত। অত্যন্ত দুর্বোধ সংস্কৃত শাস্ত্রে ঠাকুরেরও উচ্চারণ অতএব আমাদের উভয়েরই যে এ বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান এবিষয়ে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে শক্তি নাই ইহা স্বাভাবিক সত্য। তথাপি ঠাকুরের আদেশ যদি খালন না করি তাহাতে ভাল হইবে না। ৬৭৯

অতএব আমি মূল সংস্কৃতটিই পাঠ করি। এইরূপ নিশ্চয় করিলে অন্তর্যামী ঠাকুর অতি প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথকে বলিয়াছিলেন ওহে বৎস আজ তোমার নিকটে আমার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। ২১০

অন্তরলীলায়াং ১ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

এই পরম পবিত্র রামরণে ভক্তের অরণ্য কাণ্ডে সপ্তচরিত্রিংশ অধ্যায়ে মহর্ষি বাস্ককী মুনি শবরীর সর্বোত্তম সাধন ও বিশুদ্ধ চরিত্র বলিয়াছেন যে সাধনার ফলে সেই সময় শবরী শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অত্যন্ত দুর্লভ বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গেরই বাসভূমি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ১১।১২

সেই অধ্যায়ে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি আমার মুখ হতে শোন। যে রামায়ণ শবরের মুখ হইতে শবরী প্রবণ করিয়া প্রবণের ফলে সাফাৎ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। ১৩।১৪

সেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের অঙ্গসন্ধানে বাইতে বাইতে পম্পা নামে পুংক্রিনীর পাশ্চিম তীরে বাইয়া 'সেই স্থানে শবরীর পবিত্র আশ্রম দেখিয়াছিলেন। ১৫

তীতমাশ্রম মাশাখ্যে ব্রুমে বঁধুমিরাহত।

সুরম্য মমিষশ্রান্তৌ শবরৌ সম্ভবপেয়তুঃ ॥ ৭৫

তীহৃদ্বাতু তদাসিদ্ধা সমুত্থায় ক্রতাস্থলিঃ।

পাদৌজগ্ৰাহ্য রামস্য লক্ষণস্য য ধীমতঃ ॥ ১০

পাদ্যমাচমনীয়শ্চ সর্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি।

তসুবাশ্রিততরামঃ শ্রমণৌ'ধর্ম্যে স স্তিতা ॥ ১৫

কচ্ছিত্তে'নির্জিতা'বিপ্রাঃ কচ্ছিত্তে বর্হতে তপঃ।

কচ্ছিত্তে গুরু শূ'ধ্যাসফলা চারু ভাষিনি ॥ ১৫

কচ্ছিত্তে নিয়তঃ কোপ আচারস্য তপোধনে।

কচ্ছিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্ছিত্তে মনসঃ সুখ ॥ ২০

রামেণ তাপসী পৃষ্ঠা সা সিদ্ধা সিদ্ধ সন্মতা।

শশ'স শবরী হৃদা রামায় প্রত্যবস্থিতা ॥ ২১



অন্তানীলায়াং ধূম্রাঃ

করা কর্তব্য তাহা হইতেছে ত। তোমার মন সর্বদা আনন্দে  
আছে, ত। হে সুন্দর ভাষিনী তুমি গুরু সেবার ফল ভগবানের  
সর্জন লাভ করিয়াছ ত। ১৯২০

দিক্ যোগীদিগের ও সমাদরগীরা সিন্ধা শব্দটিকে শ্রীরামচন্দ্র  
এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বুঝা শব্দটী শ্রীরামচন্দ্রকে  
বলিয়াছিলেন। ২১

অদ্যমাশী তপঃসিদ্ধি স্তাব সুন্দর্য নান্ময়া ।

অদ্য মে সকলং জন্ম গুর বচসুপূজিতাঃ ২২

অদ্য মে মঙ্গলং তমং স্বর্গং যৈব ভবিষ্যতি ।

ত্বয়িদেব বরে রাম পূজিতে পুরুষতম ॥ ২৩

তবোহং চতুর্থা সৌম্য পুতা সৌম্যেন মানদ ।

গমিষ্যাম্যচুতা হুলীকান্ ত্বত্ প্রসাদাদবিন্দম ॥ ২৪

চতুর্থ শ্লোক মারম্ভ যাবত্ স্ফাটু ত্রয়োদশ ।

শব্দটী রামসংবাদ শ্লোকাশ্চৈতী ময়োদিতাঃ ॥ ২৫

অন্তরাবহবঃ শ্লোকাঃ সন্তিতান্নাধুনা বয়ং ।

ভীঃ পুত্র ত্বাং বদিষ্যামঃ শীঘ্রং যত্নদ্বদাম্যহং ॥ ২৬

কর্ণযৈকায় মনসা সর্বলোক মলাপহং ।

হাবি শরলোকাদারম্ভ্য বট্ তি শাবধি পুত্রক ॥ ২৭

"To day I have attained the end of penance  
by your appearance before me. My life have  
been worth living, and I feel myself blessed."  
I have now told you from the fourth to thirteenth  
verses narrating the conversation between Rama-  
chandra and Sabari. There are many other



অন্ত্যলোলায়া ধ্রুৱাঃ

verses of which, I shall now tell you the concluding ones, extending from thirty-second to thirty-sixth verses." 22 to 28

বঙ্গানুবাদ :—

হে ভগবান আপনার দর্শনেই আজ আমি সিদ্ধি লাভ করিলাম। আমার জন্ম সার্থক হইল। গুরু পূজার ফল পাইলাম। তপস্তা সফল হইল। আজ আমি নিশ্চয় স্বর্গে যাইব। হে পূর্ণ ব্রহ্ম রাম তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা। তোমার দর্শন মাত্রে জীব মুক্ত হয়।

২২।২৩

হে সম্মান দাতা শুভ দর্শন রাম। তোমার মঙ্গলময় দৃষ্টিতে আজ আমি পবিত্র হইলাম। হে শত্রু ভাপন রাম আজ আমি তোমার অহুগ্রহে ভগবান্নোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিব। ২৪

আমি তোমাকে চতুর্থ শ্লোক হতে ১৩ অয়োদশটি শ্লোক পর্যন্ত শবরীর সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কথোপকথন বলিলাম। ২৫

হে পুত্র তোমাকে যে সকল শ্লোক বলিলাম তাহার মধ্যেও অনেক শ্লোক আছে সেগুলি এখন বলিব না। সর্গের শেষে যে সকল শ্লোক আছে সেইগুলি বলিতেছি তুমি শোন। ২৬

যে সকল শ্লোক শুনিলে পাপ নাশ হয়। সেই শ্লোকগুলি ৩২ বত্রিশ শ্লোক হতে আরম্ভ করিয়া ছত্রিশটি শ্লোক পর্যন্ত। ২৭

তপোবল্লাত্ শবর্যা হি স্বর্গারোহণমুত্তম।

যচ্চিন্ শ্রুতী নরাণাং বৈ স্বর্গঃ সুনিকটোদযৎ ॥ ১৮

তামুবাচ ততোরামঃ শবরী স্ময়িতব্রতা।

অর্হিতীহ ত্বয়ামদ্রে গচ্ছকামং যথা মুখং ॥ ২৯

अन्तर्नीलायां ५८ अः

इत्येवमुक्ता जटिला चोक्त्या जिनाम्बरा ।

अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मानं हुताग्ने ॥ ३०

उत्पन्नत्पावक सद्भावा स्वर्गमेव जगाम सा ।

दिव्याभरण संयुक्ता दिव्यमाल्यानुलेपना ।

दिव्याम्बर धरातलं बभूव प्रियदर्शना ।

विराजयन्तो तं देयं विदुस्तु सौदामनी यथा ॥ ३१

यन्नते सृष्टतात्मानो विचरन्ति महर्षयः ।

तत् पुण्यं शबरौस्यान् जगामात्स समाधिना ॥ ३२

"By virtue of her penance Shabari attained eternal bliss. Those who listen to this story become also blessed. Rama said to her, "Dear lady, I am very pleased with you. You may take your course as you like." At this Shabari cast herself into fire. She became transformed into a heavenly body and went to the heavens,"

অন্তরীলীলায়া' ৭ম অঃ

নিম্ন দেহটিকে হোমাগ্নিতে বিসর্জন দিয়া প্রদলিত অগ্নির মত দেহ ধারণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন । ৩০

পরন্তু স্বর্গীয় বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিতা শবরী অতি সুন্দর দেহ ধারণ পূর্বক সেই প্রদেশটিকে বিদ্রোভের আলোকেব মত আলোকিত করিয়াছিল । এবং পুণ্ড্রাঙ্গা মহর্ষিগণের স্থানে অর্থাৎ শর্গে স্থান লাভ করিয়াছিলেন । এইরূপই শবরীর অলৌকিক তপস্তা । ৩১।৩২।৩৩

ঠাকুরস্য মুখাত্ প্রত্যা গিচ্ছো যাক্ষশূন্যতাং যতঃ ।

পরন্তু কথ্য মনোপাং সাল্লা স্তুতি পূর্বক' ॥ ৩৪

শ্রীকান্যামহ নংন্যাচ ঠাকুরঃ স বদন্তহো ।

হাত্যাচরণ 'মদ মন্যে ন হৃষ্ট' কেন কুবচিৎ ॥ ৩৫

যথা ৭ - 'কমামাস্থি সারদানিঃশবন্তথা ।

মমাম্য নাহমস্মায় নাহ' বস্ত্র সমুত্সহে ॥ ৩৬

এব' চিন্তাপরোত' ত' ঠাকুরঃ পুনরব্রবোৎ ।

দ্বয়' বৈষ্ণবভাবান্না যুট্মাক মাগতিঃ পুরা ॥ ৩৭

স্থানিঃস্মিমাগতাঃ সর্ব্ব'স্থিতাঃ বহুপন্ডিতাঃ ।

নৈবোমাংসময়াশক্তহেদ বদান্ত স'চির্তা ॥ ৩৮

রামায়ণ ভাগবত ধর্ম্মশাস্ত্রাদিক শ্রুত' ।

তত্সর্ব্বমাদ্বিতযামান্‌মম চিত্তপটেঘ্ৰ' ॥ ৩৯

Hearing all these from Thakur, his disciple was struck dumb. He wondered how Thakur could recite so easily the Sanskrit verses with their numbers. Thakur, again, said to him, "I have kept

অন্তরলীলায়াং ৫ম অঃ

in my memory all these Shastras including the Vedas, Samhita, the Ramayana, the Bhagabat etc. which I have heard from Pandits who had come here." 34 to 39

সবানুবাদ :—

ঠাকুরের মুখ হইতে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া শিষ্য অর্থাৎ অর্থী বোঝার মত হইয়া ভাবিয়াছিল। ঠাকুর এই সকল শ্লোক অভ্যাস করার মত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করিলেন। পরন্তু শ্লোক সকলের সংখ্যাই বা কিরূপে জানিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এরূপভাবে শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া মনে রাখা কেহ কখনও পারে নাই বা শুনেও নাই ॥ ৩৪।৩৫

জ্যৈষ্ঠ নামক জলীয় কীটের মুখে চুন পড়িলে বা দিলে যেমন তার তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ হইয়া যায় সেইরূপ আমার মুখ আর কখন বলিতে পারিতেছে না। ৩৬

ঠাকুর বলিলেন সেব হে বাবু! এই দক্ষিণেশ্বরে ভোমাদেব মত ইংরেজী শিক্ষিত জাতিবার পূর্বে যে সকল পণ্ডিত জাতিয়া থাকিতেন তাহাদের মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সংহিতা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল শুনিরাহি। সেই সকল আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া আছে। ৩৭।৩৮।৩৯

ततः पुन रिदं वाक्यं सुवाच ठाकुर स्तदा ।

বিদ পুরাণ মাফলানি শ্রুত্বাৎ কর্ণবর্জ্জনা ॥ ৪০

परमं तन्मৌक्तदिशा साधयितुं साधकीलमः ।

প্রাণিণ্যখিনু কলিযুগে সন্ম দেবাঃ সবাসিতাঃ ॥ ৪১

অন্তঃস্রোতার্য্য ৫ম অঃ

নিদ্রিতা হুমবন্ কিন্তু দ্বিবেতী আশতঃ সদা ।  
 জগদম্বা সম মাতা কালী কৈবল্যদায়িনী ॥ ৪২  
 শ্রীরামকৃষ্ণো মমবানিতি মে নিযিত' মতম্ ।  
 সাধকা সমনুঘানাৎ পশ্যেযুর্নান্ন সশয়ঃ ॥ ৪৩  
 পুনরপ্যেবমুক্তোঃছ' ঠাকুরেণ মহাত্মনা ।  
 পিতৃঃ কর' প্রমুছ্যৈব বালকো যদি গচ্ছন্তি ॥ ৪৪  
 ন তস্য যতনাহীতিরস্তু তেন স রচিতঃ ।  
 দৃষ্টে'ব' শ্রীঠাকুরস্য সাজাত্ শ্রুতিধরস্য চ ॥ ৪৫

"Those who worship the Goddess with undiverted concentration do not listen to the Shastras. In this Kali yuga, all gods and goddesses except Goddess Kali and Lord Ramkrishna are asleep. So those who are devoted to these two become blessed. The child who goes along holding the hand of his father has no fear of falling down." 40 to 45

ককানুবাদঃ—

পুনরায় ঠাকুর বলিলেন উক্তম সাধকগণ বেদ পুরাণের কথা  
 কাণে শুনিবে আর তত্ত্ব মন্ত্র মতে সাধন করিবে । ৪০

এই বলিযুগে ইন্দ্রাদি দেবতা সকল প্রায়ই নিদ্রিত থাকেন ।  
 কেবলমাত্র আমার মাতা জগদম্বা কৈবল্যদায়িনী কালী আর রামকৃষ্ণ  
 ইহঁরাই জাগ্রত আছেন । ইহঁরাই আমার শিষ্যস্ব মত । ৪১।৪২

সাধকগণ আজ পর্ব্বাস্ত সাধনা দ্বারা ইহঁদিগকেই প্রত্যক্ষ করিতে-

অন্ত্যলীলায়াঃ প্রম অঃ

হেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৪৩

ঠাকুর পুনরায় আমাকে বলিয়াছিলেন। -বালক যদি পিতার হাত ধরিয়া যায় তবে সেই বালকের পতন ছদ্ম ভয় থাকে না। যেহেতু পিতাই বালকের রক্ষক। ৪৪ ;

সাক্ষাৎ প্রতিধর ঠাকুরের এইরূপ দিব্যশক্তি দেখিয়া প্রিয় শিষ্য বৈকুণ্ঠ বিদ্যুৎ হইয়াছিলেন। ৪৫

অলৌকিকী মহাশক্তি শিষ্যে বিস্ময়মাত্তবান্ ।

এতীশ্য ঠাকুরস্য শাস্ত্রজ্ঞানং কীটম্বিশ্বং ॥ ৪৬

যি জানন্তি ঠাকুরস্য জ্ঞানবিদ্যানবৈমবং ।

তৈবৈব তস্য ভক্তে হি সচ্চ জেনামুদীয়তে ॥ ৪৭

স্বাচাৰ্য্যগতৌ তস্য জীবাগৌচাতিগাহিত্যিতি ।

আচার পালনন্তস্য লোকশিষ্যেন হৈতযে ॥ ৪৮

গৌচাৎ পরং ঠাকুরস্তু যুবকং কশ্চিদবদীত্ ।

অধুনা জনমানীয়মত্ পাদচৌলনং কুৰ্ব্ব ॥ ৪৯

তেনাপ্যুক্তং ক্লয়ন্তী তত্ যদস্য নাস্তি যৌধনম্ ।

পৃথ্বেবন্তদ যুবকস্য ভাষণং হ্যস্বপূৰ্ব্বকং ॥ ৫০

তবাব যথাহং বৃষ্ট মূৰ্খয়ামি সমুতিয়তঃ ।

তর্হি ভৌ শ্যালকা যুয়ং মূৰ্খয়ামি পদচিৎ ॥ ৫১

যতো বৌ মহানার্য্য ই অচার প্রতিপালনম্ ।

নান্যচার বিহীনস্য সুখমত্র পরম চ ॥ ৫২

The disciple became very much surprised to see such divine power of Thakur. This showed how profound was the knowledge of shastras of

অন্তরলীলায়াং ১ম অঃ

Sri Ramakrishna. He who had raised himself far above purities and impurities abided by the rules and regulations only to set examples to teach the ways to others. One day after nature's call Thakur came back to the door of his cottage and asked a young man to wash his feet. At this, the young man said, "How is it that you who are free from all impurities need purification?" Thakur replied with a smile, "I abide by rules to bring good to you so that you may not have any reason to defy them. Indeed one who does not abide by rules is sure to be unhappy here and hereafter." 46 to 52

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ ব্যাপারে এই ভগবান ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শাস্ত্রজ্ঞান কিরূপ যেসকল ভক্ত জ্ঞানেন তাঁহারা সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। ৪৬৪৭

যে ভগবানের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধির পরপারে অবস্থান। তাঁহার সদাচার পালন কেবলমাত্র লোকশিক্ষা দিবার জন্য। ৪৮

ঠাকুর কোন একদিন শৌচকার্য শেষ করিয়া গৃহের নিকটে আসিয়া একটি যুবক শিশুকে বলিয়াছিলেন তুমি জল আনিয়া আমার পা ধুইয়া দাও। ৪৯

যুবক শিশু ঠাকুরের কথা শুনিয়া বলিল বাঁহাৰ নামে লোক শুদ্ধ হয় সেই নিত্য শুদ্ধ বস্তুর আবার শুদ্ধি হই কিরূপ? সেই যুবক শিশুর কথা শুনিয়া ঠাকুর হাস্ত পূর্বক বলিয়াছিলেন। ৫০

অন্তরলীলার্য্য ৫ম অঃ

ওহে চক্ৰম্ যুবক দেখ যদি আমি দাঁড়াইয়া প্রত্যাব করি তাহলে  
তোমরা শালারা ঘুরে ঘুরে যুতবে । ৪১

অতএব ভোমাদেব মন্ত্রলের কথাই আমার এই সদাচার পালন ।  
কারণ সদাচার শূন্য ব্যক্তির ইহলোক বা পরলোকে সুখ হয় না ।

৫২

অযান্যস্মিন্দিনে মন্তো বলরাম বসুঃ শুচিঃ ।  
শৌচশেযে সদাচারৌ দেহাশুদ্ধিঃ প্রকল্পয়ন ॥ ৫২  
দূরে দৃষ্টাযমানন্তং দৃষ্টান্তর্য্যামী ঠাকুরঃ ।  
তত্কারং স্বকরিনৈব বিধৃত্য সহসা প্রমুঃ ॥ ৫৪  
সমনোয স্ব সাক্ষিচ্য সুবাচ ত্বং সদা শুচিঃ ।  
যে কাম্য কর্মিণো লোকাঃ সংসার বয়বর্তিনঃ ॥ ৫৫  
তৈবামেবসদাচার পালনং শাস্ত্রসম্মতম্ ।  
সত্সঙ্কেন বিগৃহ্য যে ভগবন্তং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৬  
তৈবাং যুহু শরীরেণাং শৌচাশৌচে ন তিষ্ঠতঃ ।  
ভগচ্ছর্য্যাশ্চুদ্ভিঃ সর্বাংস্বাসু সর্বদা ॥ ৫৭  
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়মিবাহু ভক্তপ্রবরমুদয়ং ।  
শুকদেবাস্য গলিত শ্রীমহাগবতান্তরৈ ॥ ৫৮

One day Balaram Basu who was a very good devotee and a man of good manners and habits, was found to be waiting to wash himself. Thakur caught him by the hand and dragged him near to himself saying, "All these processes of purification are for them who live a family



অন্তরলীলায়াং ১ম অঃ

life and serve the will of others. But those who purified themselves by holy companionship need not think of purities and impurities. In any state you are always pure as you remember God. In the Srimath Bhagabat of Sukadev, Lord Krishna told his devotee Uddhab." 53 to 58

বদান্তবাদ :—

অন্য আর একদিন অতি পবিত্র সদাচারী ভক্ত বলরাম বসু শৌচ কার্য সমাপন করিয়া বস্ত্র ও গাত্র ধৌত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া কিকিদ্দুরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া অন্তর্যামী ঠাকুর হঠাৎ নিজ হস্তে বলরামের হস্ত ধারণ করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া বলিয়াছিলেন ওহে বলরাম তুমি সর্বদাই শুচি। অতএব তোমার শুদ্ধ দেহ অশুচি হইতে পারে না। যে সকল সংসারী বা সংবর্ধে আসক্ত তাঁহাদেরই সদাচার পালন করা কঠিন। ৫৪।৫৫

যে সকল লোক সংসঙ্গ বশতঃ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইয়া ভগবানকেই একান্তভাবে আশ্রয় করেন সেইসকল বিশুদ্ধ দেহধারী শুদ্ধের শুচি অশুচি বলিয়া কিছুমাত্র থাকে না। তাঁহাদের সর্বদাই ভগবৎ স্মৃতি থাকায় সকল অবস্থায় সর্বদা শুচি থাকেন। ৫৬।৫৭

মুক্ত পুরুষ শুকদেবের মুখনির্গত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভক্ত-হৃদামনি উক্তবকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। ৫৮

স্মাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্রক্তো বা নযেত কঃ।

সনিহ্বানাত্মসাং স্বয়জ্ঞাৎসেবিত্বিধি গোপবঃ ॥ ১৮

अन्तर्लोकायां प्रमथः

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्वेज यावत् ।  
 मत् कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावत् जायते ॥ ६०  
 अतोऽत्रैवाकुरिणैव कृतः मिहान्त उत्तमः ।  
 अधिकारि विभेदेन गज्याचारः प्रदर्शितः ॥ ६१  
 युवकस्य सदाचारः समान्ये नोक्तवान् ध्रुव ।  
 बलराम सदाचारो विशेषेण प्रदर्शितः ॥ ६२

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितोषं विरचते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते  
 पारमहंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवपत्नी सारदाया स्तनस्य  
 विज्ञानं पण्डित वर्णाणां कृतार्थी करणं श्रुतिधरत्वादि विज्ञापनं  
 शौचाशौच स्वरूप कथनादिरूपोऽन्तर्लोकायाः पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

"Those who have attained divine wisdom, or have given up all attachments or have dedicated themselves to God, have nothing to obey or abide by. Rules and regulations are for them who have attachments and no profound faith in God. The rules of the shastras vary according to the merit, and as such the rules which the afore-said young man should follow do not hold good in the case of Balaram." 59 to 62

Here ends the fifth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagavatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktisirtha.

वदन्निवाच :-

आनो गङ्गागो वा आयात निजान् कुरु देहात्, वर्षाश्रयेण  
 वसिष्ठ उवाच 'सर्वान्तर्यामिणं भज्यन् भूतदत्तं विदुषः सर्वदा ॥ ६३

অন্তঃসলীলায়াঃ প্ৰথমঃ অঃ

যতদিন পূর্ণাঙ্গ বৈরাগ্যের উদয় না হয় অথবা ভগবৎ কথায় ঐকান্তিক বিশ্বাস না জন্মে ততদিনই মানুষ শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম করিবেন।

৬০

এখানে ঠাকুর এইরূপ সিক্সাই উত্তম বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধিকার যেরূপ তিনি সেই মত শাস্ত্রোক্ত সদাচার পালন করিবেন। ৬১

ঠাকুর বুবক শিষ্যের সদাচারটিকে সাধারণের মত দেখাইয়াছেন। এবং বলরাম বহুর সদাচার বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। ৬২

শ্রীরামেন্দ্র সুনন্দ ভক্তিভীষ বিবচিত শ্রীশ্রীরামবৃক্ষ ভাগবতে অন্তঃসলীলার পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামবৃক্ষ দেবের সাক্ষাৎ প্রতি-  
ধরষ ও সদাচারাদি বলা হইল। অঃ ৫ অঃ।

অন্তঃসলীলায়ঃ ষষ্ঠোঃ অধ্যায়ঃ

অথ মাছদ্বিগীতাৎ স পূর্ষ্যচ্চন বতসরি প্রমুঃ ।

মধুমাঙ্গমধ্যমাশি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিনা ॥ ১

নেতার' পণ্ডিতবর' মহাভাগ সদাশয়ম্ ।

শ্রীকৃষ্ণবচনং মন' বরৈশ্চ' লোকবিশ্রুত' ॥ ২

দ্রষ্টুমত্যন্তমুদ্বিগ্নো বমূষ ভক্ত্যত্মনঃ ।

নদা কেশব সেনস্ত কলিকাতা সমোপত. ॥ ৩

জয়গোপাল সেনস্য বিহ্বলচরিতা শ্রামকে ।

দৃষ্টান বাটিকা মধ্যস্থিতঃ পরম যত্নতঃ ॥ ৪

ঠাকুরোপি তদুদ্যানি জগাম হৃদয়েনবৈ ।

এব' শ্রীরামজ্ঞানস্য দেবস্য শুম দর্শন' ॥ ৫

অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

প্রতি কেশব সেনৈন পুণ্যপুস্ত্রপ্ৰভাবতঃ ।

মদিমাবিত বাকৈষ ঠাকুরস্য স কেশবঃ ৬৫

A year before the death of his mother, Thakur was very anxious to see Keshab Chandra Sen who was the famous scholar and leader of Brahma religion. At that time Keshab was residing in the house of Joy Gopal Sen in Belghoria near Calcutta. Thakur went to that place with Hriday. Keshab was much impressed by the divine and devotional words of Thakur. 1 to 6

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর মাতৃবিয়োগের এক বছর পূর্বে চৈত্র মাসে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা বিশিষ্ট পণ্ডিত মহাভাগ্যবান্ অতি উচ্চহৃদয় জগদ্বিখ্যাত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার জন্য ভক্তবৎসল ঠাকুর অত্যন্ত উৎসিষ্ট হইয়াছিলেন। ১।২

সেই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতার সন্নিকটে বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের বাগান বাটীতে পরম সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। ৩।৪

ঠাকুর হৃদয়ের সহিত সেই বাগান বাটীতে উপস্থিত হইলে কেশব সেনও বহু পুণ্যফলে সাধাং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ৫

এবং ঠাকুরের ভক্তিভাবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিগূর্ণ ব্রহ্মবাদী কেশব সেনও ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়াছিলেন। ৬।৭

अन्तर्लीलायां ६४ अः

अभेद ब्रह्मवादी च भक्त्या कष्टो बभूव ह ।  
 परस्तु श्रीरामकृष्णं पूजयामास भक्तितः ॥ ७  
 तेन सर्व्वैः कलिकाता वास्तथै र्मानवै स्तदा ।  
 विदितो रामकृष्णस्तु केशवेन प्रपूजितः ॥ ८  
 अपूर्व्वं साधकतम उदितो दक्षिणेक्षरे ।  
 पव' भानादिद्विदिक्षुः प्रभावस्य प्रभोस्तदा ॥ ९  
 प्रचारः पूर्य्यतां प्राप्तः प्राज्ञानां पूर्य्यसङ्गमात् ।  
 एव' ब्रह्म समाजस्योपरि शोठाकुरस्य च ॥ १०  
 प्रभुत्वस्य प्रकाशोऽभूद्विशिष्टस्य समादरः ।  
 प्रकाशकेऽव्ययतमो ब्राह्म चर्मस्य येन सः ॥ ११  
 विजयकृष्ण गोस्वामो ख मत' परिवर्त्तित' ।  
 कृत्वा ब्राह्मसमाजस्य तत्त्वाज यदनुपहृत् ॥ १२

Keshab sen who believed in one undivided entity was much attracted by devotional approach to God as enunciated by Sri Ramkrishna, and thereupon he appreciated the greatness of Sri Ramkrishna with great regard. Soon the news that Keshab Sen had worshipped Sri Ramakrishna with great devotion spread all over Calcutta, and the fame of Sri Ramakrishna as a great saint spread far and wide. Thakur secured a great influence over Brahma community. Bijoy Krishna Goswami who was one of the greatest exponent of Brahma religion became converted to Hindu religion, by the grace of Sri Ramakrishna. 9 to 12

অন্তরানীলায়া ৬৪ অ:

বঙ্গানুবাদ :—

তচ্ছত্র কলিকাতা বাসী জনসাধারণ সেই সময়ে জানিয়াছিলেন যে কেশব সেনের মত একজন মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া পূজা করিয়াছেন । ৮

অতএব দক্ষিণেশ্বরে একটি ভগতুল্য অতুল্য নাথক উদ্ভিত হইয়াছেন । এইরূপভাবে ঠাকুরের প্রভাব নানাদিকে পূর্ণরূপে প্রচারিত হইয়াছিল । তাহার বিশেষ কারণ এই যে সেই সময়ে ঠাকুরের দর্শনার্থে পণ্ডিতগণ প্রায় দক্ষিণেশ্বরে গমনের জন্য অত্যন্ত উৎসাহ হইতেন । এইরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজেও ঠাকুরের বিশেষ ভাবে প্রতিপত্তি হইয়াছিল ; এবং তাঁহাদের দ্বারা পুজিতও হইতেন । ৯।১০

ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকের মধ্যে একটি সর্বপ্রার্থ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের সংসর্গে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ পরিচ্যাগপূর্বক সনাতন কুলধর্ম ভগবদ্ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । ১১।১২

শ্রীদক্ষিণেশ্বরোদ্যানি তদাবস্থ্য মহাত্মনঃ ।

অমৃত পূর্ব্ণ্য ভাবস্য মহাত্মনি যুতস্য চ ॥ ১১

সাধকস্য সুপ্রভাবী ব্যাসী নানা কটুপ্ৰসুহি ।

দক্ষিণেশ্বর গাঞীডো নানা জন সমাগমি ॥ ১৪

মহাতীর্থ স্বরূপোঃস্মৃতাঘ্ পাদ সমাশ্রয়াৎ ।

ব্রাহ্মণঃ চত্বিযো বেষ্য শূদ্রঃ শূদ্র জীতযঃ ॥ ১৫

ব্রাহ্মজ্ঞানী ধনী মানী পণ্ডিতী ব্য-সায়কঃ ।

সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী চ ধৈর্য্য বৈজ্ঞানিকা স্থত্যা ॥ ১৬

বিচারকা রাজমূল্যা অতযুজ্য পদধানিণ্যঃ ।

সর্ব্বৈঃপ্ৰিয় সমাযাতাঃ স্ব স্ব হৃতি পশুন্ত্য চ ॥ ১৭

অন্তানোনায়াং ৬৪ অঃ

কৌঃপি বা বিত্তদানায় ত্রিয়েণ সমুৎসুকঃ ।

তথান্যে বিত্তলোভার্থমাগতৌ বহুদূরতঃ ॥ ১৮

From that time onwards the glory of Sri Rama-krishna radiated far and wide, and due to constant pouring in of large number of visitors Dakshineswar temple became one of the holiest places of the world. People irrespective of caste or creed flocked to Dakshineswar from far off places, some to spend money on holy services and some to earn money from pilgrims. 13 to 18

বঙ্গানুগাৎ :-

সেই সময় হইতে ঠাকুরের মহাভাব বা মহাশক্তির প্রভাব চতুর্দিকে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং ঈশ্বর জীবামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্য বশতঃ মন্দিরেখরের বাগানটি মহা ঐর্ষ্যে পরিণত হইয়াছিল।

১৩/১৪

এমন কি জ্ঞান কল্পিত বৈশ্য পুত্র নীচ ব্রহ্মজ্ঞানী ধনী মানী পণ্ডিত ব্রহ্মচারী বাবসাহী সন্ন্যাসী বৈষ্ণব বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানক রাজহুতা ও অহুতা পদধারী ইহারা সকলেই নিজ নিজ কামনা পূরণার্থে মন্দিরেখরে আসিয়াছিলেন। ১৪/১৬৭৭

কেহবা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে অর্থ দিবার জন্য কেহবা বহু পুত্র হতে অর্থ প্রাপ্তির আশায়, কেহবা রোগ মুক্তির জন্য কেহবা পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য কেহবা নৈকের্ম্যের জন্য লাভের জন্য কেহ পুত্র লাভার্থে এষ্টভাবে বহুতর ব্যক্তি বহুতর কামনা পরিপূরণার্থে আগাধ গম্বীর অর্থাৎ অচকস ঠাকুরকে অতিশয় চকস করিয়াছিল। ১৮/১২/২০

अन्त्यलौलीयां ६४ अः

रोगनाशार्थं मन्ये वा स्त्रीपुत्र वश्यतेच्छया ।  
 रजहारे लयार्थं वा पुत्र पालयामयायवा ॥ १८  
 एषं नाना जना नाना कामना पूर्तिं हेतवे ।  
 अनाथ गन्धोरमपि चञ्चलं चक्रुर्बलं ॥ २०

तदेव मोया परिसुक्त चेतसः ।  
 श्यामकृष्णस्य मुखारविन्दतः ।  
 उदात्त शब्दः सुमहान् समुत्थितो  
 ह्यहं सुदग्धो विषयस्य वार्त्तया ॥ २१  
 देहीतिमह्यं सुख भोगरूपे  
 स्त्रीकोष्ठने वाक्पचयेन सर्वदा ।  
 दग्धोक्तते तैः अवधि निरन्तरं  
 एताव मां पान्तु मदोय किञ्चराः २२  
 कुत्रस्थिता स्ते विग्रहादिरामिणी  
 मदोय भक्ताः खलु ते सुसत्वर ।  
 व्यागत्य सर्वं मम कार्यं भारं  
 संघट्टरन्तु दुराययादितः ॥ २३

Some came to be cured of their disease, or to tide over family troubles, or to have a favorable decree of the Court of Law, or to have a child born to them. Thus people came there to have their various desires fulfilled. Thakur became very much perturbed and said, "I am greatly afflicted with all these prayers for



অন্তরলীলায়াং ৬৪ অ.

earthly comfort and pleasure. Oh my devotees and followers, come quickly to relieve me of my troublesome task." 19 to 23

বর্ণানুবাদ :—

সেই সময় সর্ব কামনা শূন্য বিত্তশাস্ত্রঃকরণ ঠাকুরের মুখারবিন্দু হইতে জগতের মঙ্গলের জন্য যে অত্যাচ্ছন্দ শব্দ উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা এইরূপ অর্থাৎ আমি বিবর বিবর জালায় পরিদগ্ধ হইতেছি কেবল মাত্র এইরূপ বার্তাই শুনিতেছি যে আমাদিগকে ত্রী দাও কাঞ্চন দাও তাহাতেই আমরা সুখী হইব এই সকল বার্তায় আমার কর্ণদ্বয় গম্ভ হইতেছে। অতএব এমনত সময়ে আমার ভক্তবৃন্দ আমার কাছে আসিয়া আমার রক্ষা কর। ২১।২২

বিবরমুক্ত আমার শিষ্যবর্গ এখন কে কোথায় আছে। তোমরা শীঘ্র আমার নিকটে আসিয়া আমার কার্যভার গ্রহণপূর্বক আমাকে এইরূপ দুই ভাব হতে পরিত্রাণ কর। ২৩

एव ऋषयश्चाव विभावितोत्तमः  
पुण्येच्छयाकृत तदीय पार्श्वदा ।  
लगद्वितायेव गृहीत शक्तयः  
प्रापुयते श्रीगुरुपाद सन्निधिः ॥ २४  
तेनेव लभ्य विमल विमिश्र  
ज्ञानं सतत्त्वाधिगमं पुराणं  
नीत्वाञ्जली ते समुपस्थिता स्तदा  
ये चास्य भक्ता जगतो वरेष्ठाः ॥

सरन्द्रनाथः परमार्थं वेदी कासी शशी तारकताय भक्तः ।

द्वितीय गङ्गाधर रामदत्ता राखाल सादृशम भक्तवर्गीः ॥ २५

অস্তানৌল্যবাং ৬৪ অ:

শ্রীধীরামাদয় এষ সৰ্ব্বং দেহী মনঃ প্রাণ বচাসিবে তদা ।

গুরোঃ পদাঙ্গে সজ্জনং সমর্থ্য জনৌঘ চাশ্রয়মযোগমন্ গুরোঃ । ২৩

To relieve Thakúr of his worriers, there came forward many an able and wise devotee in response to his call. Among them most noteworthy were Narendranath, Kashinath, Shashi, Taraknath, Girish, Gangadhar, Ramdatta, Rakhal, Latu and Baouram. who dedicated themselves to serve the will of Thakur and pacified the people crying for earthly pleasure and comfort. 24 to 27

বন্ধানুবাদ :-

এইকল ভাবে চিত্তাহিত পবিত্র কামনায়া আকৃষ্ট ঠাকুরের অন্তরে  
তত্ববুল্ল জগতের নন্দন কামনায়া অদৌষ শক্তিগালী নিয়োগ জগবানের  
পদারবুন্দে প্রগত হইয়াছিলেন । ২৩

এবং ঠাকুরের অগুণ্ণেই বিপ্রজ জগবানের শক্তিগাতে স্মৰ্থ  
হইয়াছেন তাঁহারা সেই সকল বিপ্রজ জ্ঞান লইয়া পৃথিবীর সর্বশেষে  
মহাপুরুষগণ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । ২৪

अन्तानानायां ६४ अः

देवस्य तत्रैव सुभक्तगोठम्  
 अ.रामकृष्णस्य मुखाविष्ठात् ॥  
 यजिःयत् वेदपुराण सिंह  
 कथायुतं तेन तरन्ति भव्याः ॥ २८  
 तदेव विश्वस्य जनस्य मङ्गलं  
 सुमङ्गलं यत् परमं प्रतीयते ।  
 तेनैव लब्धं पुण्यार्थं जातं  
 धर्माग्रंकामाः प्रप्तो हि मोक्षः ॥ २९

मया युक्त वर्गो ये भक्ताः सन्ति प्रभोः प्रियाः ।  
 तदीयैः सह मं गम्य तदागच्छत् स ठाकुरः ॥ ३०  
 यत्रा च्युतात्मनो जातः महात्तनं महीतमयः ।  
 आदित्यवत् स्यान्नादृगवती यच्च राड् दिगि ॥ ३१

At that time, the wise sayings Thakur uttered in consonance with the Vedas and the Puranas beckon the way to eternal bliss, and mean to fulfil the earnest desires of the suffering humanity. Once Thakur went with his young disciples to participate in the great musical festival of the Vaishnavas held at a place about four miles off from Dakshineswar. 28 to 31

অন্তরলোভায়াং ৬৪ অঃ

কথামৃত বহির্গত হইয়াছিল সেই সকল কথামৃত পান করিয়া সাধকগণ  
ভব সমুদ্র হইতে সমুদীৰ্ণ হন ইহা শ্রব সভা । ২৮

সেই কথামৃতই ভগদ্বাসি জনগণের পরম মঙ্গল স্বরূপ ।

যে কথামৃত বেশ পুরাণানুসারে পরম মঙ্গল বলিয়া কথিত হইয়াছে ।  
এবং এই কলিযুগে সেই কথামৃত দ্বারাষ্ট ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ  
চতুর্বিধ ফল কামনাশুসারে লাভ হইয়া থাকে । ২৯

ঠাকুর কোন সময়ে তাঁহার অতি প্রিয় নুতন ভক্ত যুবকবৃন্দের  
সহিত সেই স্থানে বাইয়াছিলেন । যে স্থানে বৈষ্ণবগণের সঙ্কীৰ্ত্তন  
মহোৎসব হয় ।

দক্ষিণেশ্বরের চুই কোণ দূরে । ৩০।৩১

দূরে সংশোভতি কচ্ছিত্ সর্বসখী মহত্তমঃ ।

পানিহাঠোতি নাম্নায' তত্রৈকো বৈষ্ণবোমহান ॥ ২২

শ্রীমচ্চৈতন্য দেবস্য পাদার্পণ প্রभावতঃ ।

হরৌ জাতরতির্দাঁসঃ শ্রীরঘুনাথ নামকঃ ॥ ২৩

রাঙ্গঃকুমার এবৈকম্বাস্থ ভাষ্যোতিসুন্দরী ।

রাজকন্যা বরারৌড়ারূপিনী প্রতিমা ভুবি ॥ ২৪

লক্ষাধিকানাং সুদ্রাণা মাযৌ ভবতি ধার্ষিকঃ ।

কিন্ত্বয্যে নিজ পল্লবাস্থ নাসক্তিহস্তস্য বিদ্যতে ॥ ২৫

হৃদ ধেরায্য যোগাচ্চ হরিমন্নি সমাশ্রয়াত্ ।

গৌরাঙ্গ লক্ষ্য লক্ষ্যভজনেকোভিলাসবান্ ॥ ২৬

সংসার বন্দনশাসী কামিনীকাস্ত্রনাটিক' ।

পরিত্যজ্য স পিবতি হরিণামামৃত' সদা ২৭

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৬৪ অঃ

The place was called Panihati. There lived a famous Vaishnava devotee named Raghunath Das. He was a prince and his wife was a paragon of beauty. The annual income of his estate was more than a lakh of rupees. But he had no attraction for money or woman. He dedicated himself to the holy services to Lord Krishna. He lived only to sing hymns to God. 32 to 37.

বন্ধানুবাদ :—

পানিহাটী গ্রামে কায়স্থকুলজাত রঘুনাথ দাস নামে একটি পরম বৈষ্ণবের জন্মভূমি।

ভগবান শ্রীগোবিন্দের সেই গ্রামে পদার্পণের প্রভাব বশতঃ ভগবানে জাতরতি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ভক্তনে একমাত্র অভিলাষী ছিলেন। এই রঘুনাথ একমাত্র রাজকুমার হাঁহার পত্নী ও রাজ কন্যা পৃথিবীতে একগুণ পরমা সুন্দরী কন্যা নাই বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। ৩২।৩৩।৩৪

এক প্রতি বর্ষে বহু লক্ষ টাকা আয় ছিল। কিন্তু রঘুনাথ দাসের এইকগুণ পত্নী এবং কুবেরের মত অর্থাদিতে কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। ৩৫

বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিবশতঃ কামিনী কাকনাদিকে পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা হরিনামায়ুত পান করিতেন। ৩৬।৩৭

রঘুনাথ সমুদ্রিম্ম পিত্ত বন্ধ্যগণৈর্যদি।

নানোদেহ্য বাস্ক্যানি গদিতান্যপি তত্ পিতা ॥ ৩৮

বন্ধ্যগণান্ যদ্যেব ধৈর্য্যমানস্বয় বুদ্ভিমান্।

অদম্বরঃ সহস্রা মাখ্যা কুবেরঃ সহস্রা ধনম্ ॥ ৩৯

अन्त्यलीलायां ६४ अः

यं वन्द्यं न च शक्तेस्तः किमुतवान्यचेष्टया ।

पवमुक्तं तस्य पिप्प्रा सुदुःखमनसाभ्युद्यम् ॥ ४०

वैराग्यं रघुनाथ दास कृतिनो गोष्वाभिचूडामने

भक्तिश्चापि हरेरलीलिकविषां गीराङ्गदेवो हरिः ।

श्रुत्वा प्रीतमनाः स्वं भक्तं ममनङ्गुत्तुं च धन्यं तथा

भक्तान् शिष्ययितुं निजानपि परां भक्तिं ॥ नीलाचलात् ॥ ४१

उद्येष्टे पक्ष परे त्रयोदश तिथौ प्रत्यागमे ठाकुर

स्तत्र श्रीरघुनाथ दास भवने प्राकट्यमाप स्वयं ।

दृष्ट्वा तं सुर सुन्दरं भगवतः प्रेमैकमूर्तिं हरिं

श्रीचैतन्यमहाप्रभोः पदतले संलुण्ठितः प्रेमवान् ॥ ४२

If the friends of the father of Raghunath would ask him to take steps to prevent Raghunath from keeping himself aloof from his family, he would say, "All this vast property of mine and his wife who is a paragon of beauty have not been able to attract him. Hence I don't think that he can be rectified by any strong and forcible steps. On coming to know of the uncommon devotion and aversion to earthly pleasure Lord Gouranga himself appeared at the residence of Raghunath on the thirteenth lunar day in the month of Jaistha to bless him and also to present an inspiring example to his disciples. On seeing the holy appearance of Sri Gouranga, Raghunath fell at his feet. 38 to 42

অন্তরানীনার্যা ৫৪ অঃ

বক্তান্তবাদঃ—

রঘুনাথ দাসের পিতাকে বন্ধুবর্গ যদি বলিতেন তবে তাঁহাদিগকে পিতা বলিতেন যে রঘুনাথকে অপসারার মত জ্ঞী এবং কুবেদের মত ধন বন্ধন করিতে পারিল না তাহাকে অতৃপ্ত শাসনাদি বা বন্ধনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ে প্রবিন্ট করান কি সম্ভব হইবে এইকণ ভাবে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই সকল বন্ধুবর্গকে বলিতেন । ৩৮।৩৯।৪০

মহাপুণ্যবান গোস্বামী চূড়ামণি রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য ও উত্তমা ভগবদ্ভক্তি শুনিয়া রঘুনাথকে অত্যন্ত কৃতার্থ করিবার মানসে এবং অত্যাগ নিজ ভক্ত বর্গকে বিশুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ দাসের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । ৪১

এবং ভক্ত রঘুনাথ দাস প্রেমের মূর্তি দেবোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শনে কৃতার্থ হইয়া তাঁহার পদতলে বিলুপ্তি হইয়াছিলেন ।

৪২

एवम् रघुनाथ दास ममलब्धोत्थाम्य तमस्तुकी  
दत्त्वा शोकरणहृदयं मधुरयावाचावदत् स प्रभुः ।  
यत्नं शोपितरी कलत्रविभवीं हित्वा सुखन्तिष्ठमि  
तन्मात्ते कथणां करोमि नितरां दण्डच्छले नात्र भोः ॥ ४३ ॥  
शती दण्डस्वरूपस्य मभक्तस्य मम त्वया ।  
मेवाकार्या तेन तव मद्भक्तं सम्प्रविपति ॥ ४४ ॥  
रघुनाथ भूत मत्स्य छाया मधुर मासने ।  
मम्यगुल्नसितो भूत्वा तात्कালिक सुहोदयक ॥ ४५ ॥

পন্থাশীলায়াং ৬৪ অঃ

চিপিটক দধি মিষ্টফলাদিকমনুজমং ।

প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপন্তত্কৃতবানুত্সবং শুভং ॥ ৪৬

স এব বৈষ্ণবৈঃ সর্ব্বৈ চিপিটক মহোত্সবঃ ।

দণ্ডমহোত্সবৌ বায়ং প্রসিদ্ধৌ গদিতথ তৈঃ ॥ ৪৭

Sri Gouranga lifted him up and said, "Dear Son, as you are living in great peace of mind by making yourselves free from all earthly bondages, I shall bless you as if with a punishment. Just arrange to feed me with my followers and have my blessing." A great feasting as well as a festival was arranged, and all of them was well fed with flattened rice and sweets. The Vaisnavas called it the Festival of flattened rice, or the Festival of punishment. 43 to 47.

বঙ্গানুবাদঃ—

এইভাবে পাপতলে পতিত রঘুনাথের মস্তকে করণময় দান পূর্বক উঠাইয়া মধুর বাক্যে বলিয়াছিলেন ওহে রঘুনাথ তুমি যেহেতু পিতামাতা পত্নী ঐশ্বর্যাদি সর্ব্বত্র পরিত্যাগ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিতেছ অতএব আমি মন্ত্ৰচ্ছলে বিশেষ ভাবে কৃপা করিব। ৪৩

অতএব ভক্ত হৃদয়ের সহিত আমার সেবা কর এই মন্ত্ৰ যেসেবার কলে তুমি মঙ্গল লাভ করিবে। ৪৪

রঘুনাথ প্রভুর কৃপারূপ শাসনে বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়া সমরোপযোগী গুণময় বাত চিপিটকাদি ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি সংগ্রহ



অন্তঃশ্রোত্রীয়াঃ ৬৪ অঃ

পূর্বক ভগবানের শ্রীতির জন্য সেই সকল জব্য দ্বারা একটি বিশেষ-  
ভাবে মহোৎসব করিয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

সেই দশস্বকর্ণ মহোৎসবের নাম সেই দিন হইতেই দশ মহোৎসব  
বা চিলিটক মহোৎসব বলিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বিখ্যাত  
হইয়াছিল। ৪৭

ভূতপূৰ্ব্ব যথা সাপি তস্য পুণ্যস্মৃতিঃ পুনঃ ।  
সম্যগুদ্বোধনেচ্ছায়াং তচ্ছিন্দে য দিনে শুভে ॥ ৪৮  
গৌড়ীয় বৈষ্ণবাস্ত্রম্ হরিণাম সুকীর্তনে ।  
এতাঃশ্রোতুমমততাং যান্তি যেন ন তিষ্ঠতি ॥ ৪৯  
অবকাশো বৈষয়িকচিন্তায়া স্ত্রম বৈধ্রুব' ।  
অত সাদুত্বেষঃ পুণ্য চাকুরী বদন্তি স্বয়' ॥ ৫০  
হরিণাম ক্রয়স্যান বৈষ্ণবানাং হুনিষিতম্ ।  
পরন্তু কৃষ্ণচেতন্যচরিত ভাবধারয়া ॥ ৫১  
বিদ্যতে হরিভক্তে য সীতঃ প্রবাহিত' তথা ।  
শ্রীকৃষ্ণচেতন্য নিত্যানন্দাৎ রূপকঃ ॥ ৫২  
স্বয়' ত্রিমূর্ত্তিকী ভূত্বা ঠাকুরী লিপ্সয়া নয়া ।  
তত্রাবিভূয় ভক্তেভ্যঃ শূদ্র প্রেম প্রদত্তবান্ ॥ ৫৩

From that time onwards the Vaisnavas offer  
flatend rice to Sri Gouranga on all festive occa-  
sions. Every year on that day they hold the  
Festival at that place and become so much  
absorbed in singing the holy names that they  
forget their earthly attachments. Thakur also

## অন্যান্যোন্মাদা ৬৪ অ

held that this festival was the holiest of all Vaisnava festivals. Thakur also participated in that Festival and displayed, the divine moods of Sri Krishna Chaitanya, Nityananda and Adwaita. 48 to 53.

## বঙ্গানুবাদ :—

অতএব বৈষ্ণবগণ আজ পর্যন্ত ভক্তিভাবে মহাপ্রভুর উদ্দেশে চিপ্টিক ভোগ দিয়া থাকেন।

এই ব্যাপারটি অনেক দিনের কথা অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল। সেই পুণ্য স্মৃতির উদ্দীপনেচ্ছায় সেই ভিধিতে গোড়ীয় বৈষ্ণব সকল সেই স্থানে এইকপভাবে সঙ্কীর্ণনে আত্মহারা হইতেন বাহাতে অত্যন্ত সাংসারিক ভাব কিছু মাত্র আসিতে পারিত না।

এজন্য ঠাকুরও এই উৎসবটিকে একটি পবিত্র উৎসব বলিতেন। পরন্তু পৃথিবীতে গঙ্গা ধারা ঘেরূপ প্রবাহিত হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্কীর্ণনরূপে আচরিত হরিভক্তির ভাব ধারা সেই স্থানে বিক্ষিপ্ত হইত বলিয়া বৈষ্ণবগণের হরিনাম সংগ্রহের একমাত্র স্থান বলিয়া এই স্থানটিকে ঠাকুর বলিতেন। ৪৮.৪।৫০

আমাদের ভাব বিগ্রহ ঠাকুর একাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর মূর্তি ধারণ করিয়া অর্থাৎ ইহাদের যে সকল ভাব-স্মৃতি হইত সেইকপভাবে অবস্থান পূর্বক সেই মহোৎসবে যোগদান করিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত ভক্তবর্গকে বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রেম দান করিয়াছিলেন। ৫১।৫২।৫৩

अन्तर्लीलायां ६४ अः

ततो युवक सङ्घैः स मिलित्वा भगवान् स्वयम् ।  
 पूर्ववदधुना तत्र हरिनाम महोत्सवे ॥ ५४  
 योगदानं कृतं तेन भक्तानुग्रहकारिणा ।  
 तत्रस्थां वैष्णवां सर्व्वं प्रभोः पुण्यपदार्पनात् ॥ ५५  
 प्रीत्लासिताः प्रीतवन्तः क्षणचित्तन्य आगतः ।  
 एवं ठाकुरमावेष्ट्य महानन्दं पुरस्तरं ॥ ५६  
 उच्चैः महोत्तेजं कृत्वा निखानन्दं परिप्लुतः ।  
 भक्तानां शोभनमिति हृदयं मेव सः ॥ ५७  
 भग्नोद्भूतं कोत्तेनानन्दं प्रायः सर्व्वदिनन्तदा ।  
 भववर्णनं स्तत्र तद्दिने मित्रं ठाकुरः ॥ ५८  
 नृत्त्यात् परमाद्भूतो जगन्पद्मां गतेः पथि ।  
 पीतारोहनतयापि स्वच्छेद्ये देवमन्दिरे ॥ ५९

In that Festival Thakur appeared to be no other than Sri Krishna Chaitanya himself. For nearly the whole day he sang the holy songs greatly adding to the joy of the devotees. It was a rainy day and he sang and danced bare-footed. Consequently he felt very cold on his way back to Dakshineswar. 54 to 59.

অন্যনৌনায়া ৬৪ অঃ

ঠাকুরের পূণ্য পদার্থে প্রোৎসাহিত হইয়া আমাদের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যই আসিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ করিয়া ঠাকুরকে বেড়নপূর্বক উঠেদ্বয়ে সঙ্কীৰ্তন করিয়া নিত্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। ঠাকুরও ভক্তবর্গের ভগবানে ভক্তি বাড়াইয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই স্থানে কীৰ্ত্তনানন্দে নিমগ্ন ছিলেন। সেই দিন সেই স্থানে বারি বর্ষণের আধিক্য বশতঃ ঠাকুর জলে ভিজিয়া নৃত্য কীৰ্ত্তনামির পর ভিজে মাটিতে খালি পায় পথে গমন এবং নৌকায় জলে বসিয়া অনেককণ থাকিয়া সন্ধিগেথরে প্রত্যাগমনের জন্য খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল।

৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

মত্যাগমনবিনায়া যোতনামুপলব্ধশান্ ॥

তদ্বতো স্তদ্বগতো বিদনাগলমস্তর ॥ ৬০

যুজ্বললোপন' ভুক্তা বিদনাসুচিলা মবত্ ॥

অধুনা যৈত্বযোগেন প্রবলা সম জায়ত ॥ ৬১

অমূদ্যন্তরুপেণাস্মাক' ভাগ্যবিপর্যয়াত্ ॥

অসাম্য গলরোগোঃ রোগবিদ্বির্নিরুপিতঃ ॥ ৬২

যদ্যপি ভক্তবর্গেষু যৈ বৈদ্যাঃ প্রবরাঃ স্থিতাঃ ॥

কলিকাতা নগর্যাস্তৌ গত্বা দেবান্য' প্রভোঃ ॥ ৬৩

কুর্ষ্বন্তোঃপি সুচিকিত্সাং নান'শময়িতু' ক্ত' ॥

তদোবাচ স্বমস্তেভ্য ষ্টাকুরৌ ভক্তবত্মলঃ ॥ ৬৪

নির্দিশ্চ কালপর্যন্ত' যৌড়া স্যাস্থতি নিখিন' ॥

তদ্বতোঃ ক্রিমনৌ রসপ্রজানাং পরাস্থ'খঃ ॥ ৬৫

He became much afflicted with a pain in his throat. Previously he had a similar attack as he

অন্তরীক্ষায়াং ৬৪ অঃ

took some ice-cream. Now the pain became growingly unbearable. Experienced physicians declared that the disease was incurable. Among his devotees there was many a great physician. In spite of every effort disease could not be cured. At this Thakur said, "The disease will take its own course. This, however, should not hamper my holy discouso with my disciples.

60 to 65.

বঙ্গানুবাদ :-

আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময় ঠাকুরের গলায় তিতবে বিশেষভাবে বেদনা হইয়াছিল। ৬০

চিকিৎসকগণও এই রোগটিকে অসাধ্য গলরোগ বলিয়াছিলেন। পূর্বেই কুলদী বরফ খাইয়া গলদেশে বেদনা হইয়াছিল তার উপর এই ঠাণ্ডা লাগিয়া বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৬১।৬২

যদিও ঠাকুরের ভক্তবর্গের মধ্যে স্থচিকিৎসক অনেকই ছিলেন। তাঁহারা কলিকাতা হইতে ঢকিলেদরে আসিয়া চিকিৎসা করিলেও রোগের কিছুমাত্র উপশম হইয়াছিল না।

এইরূপ তেবির ঠাকুর ভক্ত সকলকে বলিয়াছিলেন আমার এই রোগ নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অর্থাৎ রোগের ভোগকাল হতদিন ততদিন নিশ্চয় থাকিবে। তত্ক্ষণ ঐ আমি নিয়তরূপে সং নিকালকে পরিত্যজ্য হইব। ৬৩, ৬৪ ৬৫

মহিম্যামোহিত মত্যা ঠাকুরো নির টেহজ।

হোগারোমুদিত্যেব গায়মহনটনবে ৬৬

अन्तर्भावलायां ६४ अः

पूर्ववद्भगवत्तत्त्वकथनात् ठाकुरस्य हि ।  
 सहसा वेदेना स्थानाद्रुद्ध निःसरणं वभौ ॥ ६७  
 भगवत् साधनासिद्धा योगेन्द्र जननी तदा ।  
 तद्वत् गोपालमाता स्त्रीमन्त्रे प्रगरे च ते ॥ ६८  
 मातुः श्रोतारदा देव्या नितान्तं वश्यतां गते ।  
 ते ह्ये श्रोठाकुलो जया विजयेत्यन्नशोभुदा ॥ ६९  
 गोपाल जनन्या स्त्रिया गृहे गुरु मद्योत्सवे ।  
 समायाता भक्तवर्गाः श्रुत्वा रक्तं वहिर्गतं ॥ ७०  
 प्रभोरुद्दिग्ध चित्तास्ते देवालयसुपागमन् ।  
 सुचिकित्सा भवेदस्य कलिकाता स्थितस्य हि ॥ ७१

But as he started to impart instructions to his devotees without taking any care for recovery from his disease, blood came out of the aching part of his throat. Among his devotees there were two women who were lovingly called by him Jaya and Vijaya, as they were very obedient to Sarada Devi. They were the mothers of Jogendra and Gopal respectively. Many devotees assembled in the house of the mother of Jogendra on the occasion of Guru Puja Festival. When they heard of this bleeding of Thekur, they immediately came to see him and advised him to stay at Calcutta for medical treatment. 66 to 71.

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অ:

ন মে সমুপযুক্তন্তু ভক্তবর্গৈঃ সহস্থিতৈঃ ।

তচ্ছ্রুত্বা ভক্তবর্গা যত্ প্রমোদ্যধিকং প্রিয় ॥ ৩৩

মন্দিরং বলরামস্য বসো স্তদানয়ন্ প্রমু' ।

বলরাম বসুয়াপি প্রাপ্যত' ঠাকুর' তথা ॥ ৩৮

They also assured good nursing arrangements. Thakur cosented to their proposal. At the village of Bagbazar which was near to the holy river, a small two-storeyed house was hired. Thakur stayed there for a few days and refused to stay there longer. He said, "This house is quite suitable for them whose days are numbered and who like to breathe their last on the bank of the holy Ganga. I like to be constantly associated with my devotees who can hardly be accommodated here." So he was shifted to the house of Balaram Bose who was very glad to receive him. 72 to 78.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে ভক্তবর্গের ইচ্ছা ঠাকুর অসুখমোচন করিলে বাগবাজার গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র দোতালা ঘর ভাড়া করিলে ঠাকুর সেই ঘরে যাইয়া বলিয়াছিলেন ভগবান শব্দর জীবগণের রোগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই ঐযথের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

অতএব মানবগণ রোগমুক্তির জন্যই ঐযথ সেবন করেন ।

ঠাকুর সেই ঘরে ২৪ দিন থাকিয়া বলিয়াছিলেন । এই বাড়ীটি গঙ্গাবাতীদিগের ভাঁল । ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬

অন্তঃশ্রোনায়া' ৫ম অঃ

আমার মত মর্সনা শিখাদিবেষ্টিত মানুষের পক্ষে সুবিধানক  
নয় ।

ঠাকুরের কথা শুনিয়া উক্ত সকল অতি ক্রীতদেব দান বহাদ্র  
বলদ্রাম বহুদ্র গৃহ দ্বিধ কবিশ্য। তথায় ঠাকুরকে আনিয়াছিলেন ।

৭৭/৭৮

অপ্রার্থিত প্রকারেণ ভক্তবর্গেণ বেষ্টিত' ।

ভগবন্তং সমাসাখ্য পরমানন্দমাতবান্ ॥ ৫৫

রোগোপশমলিপ্সমাণু তিষ্ঠতু বা ন তিষ্ঠতু

নবামত পিণ্ডাসূনাং দানে কথামৃতস্য চ ॥ ৫৬

ভূমিহ্রসিমনদোহ্যে বিস্মৃত্য স্বাময়ং প্রভুঃ ।

তত্ কথামৃত পানাদি সর্ব্বং মানুপতাং গতাঃ ॥ ৫৭

শত্রুকা ঘটনা কাচিদুল্লেপ্যানন্দদায়িনী ।

যস্য সংসারশাত্ পু'মাং সযঃ কুণ্ডো বিনশ্রতি ॥ ৫৮

প্রভোঃ সন্দনার্থায় বলরামস্য মন্দিরে ।

কর্ম্মযোগাভাববশাদ্ভবিদামর যোগতঃ ॥ ৫৯

সমাগতা ভক্তবর্গাস্ত্রৈকঃ পণ্ডিতো মহান্ ।

টোকা মহাবিদ্যালয়াধ্যাপক প্রবণে মুখী ॥ ৬০

নিত্যগোপাল গোস্বামী কৃপালু ঠাকুরশ্রী ।

মুখ্যাম্বোজাদিনির্ঘাতী বাচ' শ্রুত্বা বদন্তঃ ॥ ৬১



অন্তরীক্ষায়াং ৬৪ অ:

rable incident took place. It was a Sunday, the day of recreation and rest. Hence many devotees had the opportunity to meet Thakur at the house of Balaram. Among them Nitya Gopal Goswami, a professor of Dacca University, was present there to listen to the sayings of Thakur. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

বলরাম বসু ও ভক্তবর্গবেষ্টিত ঠাকুরকে স্বগৃহে পাইয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন। ৭৯

আমি রোগমুক্ত হই বা না হই তাহাতে আবশ্যক নাই নবাগত ঠাকুরের কথামৃত পানার্থী ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষা দিয়া নিজের রোগ বজ্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

ঠাকুরের কথামৃত পান করিয়া শরণাগত ভক্তবৃন্দ মনুষ্যের লাভ করিয়াছিলেন। ৮০।৮১

এই সময় একটি অতিশয় আনন্দদায়িনী ঘটনা ঘটিয়াছিল। ষাঠার স্মরণমাত্রে মানুষ পবিত্র হয়।

রবিবারে অবসর বশতঃ বহু ব্যক্তি বলরাম বসুর গৃহে ঠাকুরের দর্শনার্থে আসিয়াছিলেন।

তদুপাধে একজন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক ধ্যানিক ও মহাপণ্ডিত ঠাকুরের সুখপন্ন বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া নিত্যগোপাল গোস্বামী মহাশয় নিজের সন্দেহ মোচনের জন্য ভক্তি-পূর্বক ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ৮২ ৮৩।৮৪।৮৫

यन्मालोलायां दृष्ट्वा अः

एवाच ठाकुर' भक्त्या स्वसन्देहं चयीय हि ।  
 हारं केयू' कुण्डलं किरीटं वनयादिभिः ॥ ८६  
 भूषणै' भूषितो भाति भगवान् भक्तवत्सलः ।  
 कथमेवम्विधो वेशः स्वयं भगवतः स्तव ॥ ८७  
 नास्त्येकमपि तर्जण्यां तुल्यं रौप्याङ्गुलीयकम् ।  
 किं वागमत्रमेव व्रूहि क्षपया कल्पानिधे ॥ ८८  
 न ह्युक्तं भवद्भक्त्यु भूषणस्यातिशोभनं ।  
 भवद्भक्तोर्मयानोतं भूषणं प्रतिगृह्यताम् ॥ ८९  
 गुर्वीधेयं वासना मे त्वहं हि तद्धि शोभतां ।  
 भूषणै' भूषितं त्वां हि दृष्ट्वा यामि क्षान्दताम् ॥ ९०  
 श्रुत्वेव गोस्वामि मुखा ठाकुरः प्रत्युवाच तं ।  
 भो गोस्वामिन्निदं सत्यं यदुक्तं भवता वचः ॥ ९१  
 भगवांस्त्रिषु कालेषु भूषणं स्वीचकार ह ।  
 युगादौ भगवान् साचाद्वरिर्नारायणः प्रभुः ॥ ९२

He said, "It is told that God shines with ornaments like neck-lace, ear-ring, crown and bangles etc. How is it that thou are bereft of all ornaments, even the silver ring which is used by all holy men? I have brought a little piece of ornament for you and I shall be glad if you kindly accept my offer and wear it." At this Thakur replied, "Dear sir, you are right to say so. In the three yugas God appeared with ornaments. In the Satya yuga God appeared as Narayana." 86 to 92.

অন্তরনোনায়া ২৪ অঃ

বদ্রানুবাদ :—

ভক্ত বৎসল ভগবান নারায়ণ সর্বদা হার দেয়ু হৃৎক ৩  
বদ্রাদি ভূষণ অলঙ্কৃত থাকেন। কিন্তু বদ্র ভগবান আপনাব এত  
বেশ কেন অর্থাৎ সাদাত্ত একটি ভূষণ আর্জিও আপনাব তর্জনী  
অনুলোভে নাই? হে বদ্রানিধি ইহার কারণ কি আমাকে বলুন।

আপনি কি কোনও অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি গ্রহণ করেন নাই।

আমি আপনাব শুভ বৎ সাদাত্ত অলঙ্কার আনিয়াছি আপনি  
অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। আমার প্রেমত অলঙ্কার আপনাব সেবে  
শোভিত হউক। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

পরন্তু আপনাকে অলঙ্কার ঘায়া শোভিত দেখিয়া আমি কৃতার্ণ  
হইব। ৮৬৮৭৮৮৮৯৯০

গোবামীর কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন। হে গোবামী চূড়ামণি  
আপনি বাহা বলিলেন তাহা ঐব সত্য।

ভগবান তিনটি যুগে অলঙ্কার পরিধান করেন। সত্যযুগে ভগবান  
নারায়ণ প্রভু। ৯১২২

যদ্যামনে শ্রীপরিচঃ কিসোদাহিমিবস্থিতঃ ।

তং তদামনুজাঃ সর্ব্বৈ ধ্যায়ন্তি ভক্তিभावतः ॥ ৮৩

নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাশ্রয়।

নারায়ণ পরাসুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥ ৮৪

জতে চেৎ মগধতা স্বল্যাম প্রকটো জাতঃ ।

স্নেহায়াশ্চ তথা সাখাত্ শ্রীরামো মগধান্ স্বয়ং ॥ ৮৫

অযৌধ্যায়ামমুদ্রাজা মুকুটাদ্বদ মূষিতঃ ।

মিল্লোক দামিনঃ সর্ব্বৈ দেবাস্য দাসবাদয়ঃ ॥ ৮৬

অস্তাশীসায়াং ৬৪ অঃ

তারকব্রহ্মরূপেণ দ্ব্যায়ন্তি সততম্ তং ।

রামনারায়ণানন্ত সুকুম্ভ মধুসূদন ॥ ৮০

কৃষ্ণ কেশব কংকরি হরে বৈকুণ্ঠ বামন ।

সৌম্য শ্রীরামচন্দ্রেণ কৃতা ত্রেতাযুগে স্বয়ং ॥ ৮৫

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসাদি সংহতঃ ।

শঙ্খচক্রমদাপন্ন কোন্তুভাদি বিমূষিতঃ ॥ ৮৮

"He decorated with ornaments, was seated on a lotus. In the Treta yuga He appeared as Ramchandra king of Ayodhya, and had his crown and ornaments. In the Dwapara yuga He appeared as Sri Krishna who had his ornaments in addition to a conch, a wheel, a club and a lotus in his four hands." 93 to 99.

বদান্তবাদ :-

পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া কিরীট কটক কুণ্ডলাদি নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত থাকেন। সেই ভগবানকে সত্যযুগবাসী মানবগণ এইরূপভাবে ধ্যান করেন বা আরাধনা করেন।

বদা। নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্রম।

নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

সত্যযুগে ভগবান এইরূপভাবে নিজ ভারক ত্রয় নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ৯৩-৯৯

ত্রৈতা যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নুকুট ও অঙ্গাদি বহুতর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অস্বাখ্যাত রাজা হইরাছিলেন। তাঁহাকে

অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ত্রিলোকবাসী সকলেই তারক ব্রহ্ম নামে উপাসনা  
করিতেন সেই নাম এইরূপ। রামনারায়নানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।  
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

এইরূপে ত্রীগমচক্র সীতার সহিত লীলা করিয়াছিলেন।

২৫।২৬।২৭।২৮

স্বাপন্ন যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র পরিধান করিয়া  
নন্দ চক্র গঙ্গা পদ্ম ও কোকিলাদি বহু ধারণ পূর্বক ভক্ত বর্গকে  
বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি বিতরণ এবং পৃথিবীর জার অনন্যদানের জন্ত  
বহুবংশ সাগরে উদিত হইয়াছিলেন ॥ ২৯।১০০ . . .

স্বভক্ত প্রেমদানায় ভূমার হরণায় চ।

জাতী যদুকুলাশ্রোধী কৃষ্ণাচন্দ্রঃ কৃপানিধিঃ ॥ ৭০০

অস্যৈব তারকব্রহ্ম নাম জল্যন্তি যি জনাঃ।

তত্শ্রবণাত্তে প্রগচ্ছন্তি তদ্বিণ্যোঃ পরম পদম্ ॥ ১০১

হরিসুরারি মধুকৈটভারি গোদাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌর।

যশস্বিনারায়ণ কৃষ্ণবিণ্ডো নিরাশ্রয় মা জগদৌষ রজ ॥ ১০২

স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণেন তৃতীযী যুগপর্য্যযি।

প্রেমলীলা কৃতা তেন বহুপত্নীযুতেন যৈ ॥ ১০৩

তদ্বৎ কলৌ সম্ভবন্তে চতুর্থো যুগপর্য্যযি।

হরিমল্লি বিহোনা যৈ নরাঃ সুখ্যত্র বিব্রজিতাঃ ॥ ১০৪

দুরাচার রতাঃ সর্ব্বো সখ্যবার্ত্তা পরাঙ্গুখাঃ।

পরদারাপচর্চারো হিংসা হেথ সমম্বিতাঃ ॥ ১০৫

মাতা পিতৃ হত হেয়াঃ স্ত্রী দেবাঃ কাম কিঙ্করাঃ।

মহাঘাতকিনামির্ষা পাবনায স্বয়ং হরিঃ ॥ ১০৬

অন্তরলীলায়া ৬৪ অঃ

“He appeared to teach devotion and love and also to purge the earth of sins. In the fourth yuga which is Kali yuga, God appeared to save mankind from engulfing sins and to protect religion and piety.” 100 to 106.

বদ্রানুবাদ :-

সেই ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের তারকজঙ্ঘ নাম বাঁহারা জপ করেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বিকৃত পরম পদ লাভে কৃতার্থ হন । ১০১

সেই তারক জঙ্ঘ নাম এইরূপ হয়ে সুবাবে মধু কৈট ভাগে গোপাল গোবন্দ যুবন্দ শোবে । যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাভয়ঃ মাং অগদীশ বক্ষ ॥

ভগবান ত্রিকৃষ্ণ তৃতীয় যুগে এইরূপ প্রেমলীলা করিয়া ঘাপরবাসী জীব সকলকে কৃষ্ণ ভক্তিদানে চরিতার্থ করেন । ১০২।১০৩

ক্রমশঃ চতুর্থ যুগ কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে দুর্বাচারবত সভ্য কথা শূন্য পদ পত্নী হরণ হিংসাদিষেযযুক্ত পুণ্য বিবর্জিত হরিভক্তি বিহীন নিকৃষ্টাত্মাধেবী জী দেবতা কামের দাস এই সকল মহাপাতকীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান ত্রিহবি ॥ ১০৪।১০৫।১০৬

জাতৌ শচী গর্ভমিন্দৌ আনবদ্বীপধামনি ।

শ্রীচৈতন্য কৃপাসিন্ধুমঙ্গবান্ মন্ত্ররূপকঃ ॥ ১০৭

কলিকলমথ নাথায় জীবৈশ্বঃ সন্মদস্তবান্ ।

হরিনাম মহামন্ত্রঃ দ্বাত্রিংশদন্তরাম্বকঃ ॥ ১০৮

তারকজঙ্ঘ নামৈতন্ কলিযুগে বিমুক্তিদং ।

যস্যামতৌ ধ্রুবাশ্রুতিঃ সত্যমস্মিন্য লভ্যতে ॥ ১০৯

অন্তঃলোকায়াং ৬৬ অঃ

‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।’

‘হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ৭৭০

স্বর্ণ্য রৌপ্য যজ্ঞ মুক্তা রত্নানি বিবিধানি চ ।

পুষ্প চন্দন মাখ্যানি বর্জিতানি মহাত্মনা ॥ ৭৭১

তেন স্যোক্ত সন্ন্যাস স্যাগ সন্দর্শনায যৈ ।

ত্যাগ সীসাং কলৌ দেশৈতন্যঃ সমদর্শয়ত্ ॥ ৭৭২

‘তমস্তু মুররী কৃত্য কামিনী কাশ্যনাদিক’ ।

বর্জয়িত্বা মহানন্দ সুখাণ্ডৌ মজ্জিতৌহ ॥ ৭৭৩

“He appeared as Sri Chaitanya at Nabadwip. He had no ornaments, not even a garland of flowers. He showed the way to bliss by renunciation. I have thought it wise to follow him by avoiding gold and woman, and thereby attained peace and happiness.” 107 to 113.

বঙ্গানুবাদঃ—

শচীগর্ভে নববীণ ধামে ভক্তরূপধারী ভগবান জীব সকলের কলির  
পাপ নাশের জন্য আবিস্কৃত হইয়া বজ্রিখ অক্ষর তারক ব্রহ্ম নাম যে  
নাম হতে জীব সকল মুক্তি লাভ করিয়া অস্ত্রে ত্রীকৃষ্ণ সেবা  
লাভ করে । ১০৭।১০৮।১০৯

সেই নাম ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই এই ঘোর কলিদুগে বিতরণ  
করিয়াছেন । সেই নাম এই—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১১০

অন্তানীলায়াং ৬৪ অ:

সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বর্ণ বোনা মনি মানিকা প্রভৃতি বিবিধ রত্ন-  
লঙ্কার পড়িত্যাগ পূর্বক সম্যাসী হইয়া ত্যাগ স্বর্ণ সেবাইয়াছেন এবং  
আমিও তাঁহার মত গ্রহণ পূর্বক মহানন্দে সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছি।  
অতএব আমি যদি গিতল বা লৌহাদি যে কোন ও ধাতু দ্রব্য স্পর্শ  
করি। তাহাতে উত্তপ্ত লৌহ স্পর্শ মাঝে বেরূপ হাত পুড়িয়া যায়,  
তরূপ যে কোন ধাতু স্পর্শমাঝে আমার দুহুতুল্য ব্যগ্রণা হইয়া থাকে।

১১১/১১২/১১৩/১১৪

ঘতঃ পিত্তল কৌহাদিঃ স্মর্যম' যদি জায়তে ।  
দেহী মে তেন দগ্ধ স্যাৎকুলম সৌহৃদ্যবৎ ॥ ১১৪  
এব' নানা সত্ পসঙ্কাৎ পর' কবিরৌমহান্ ।  
শ্রীমিরীষচন্দ্র ঘৌবঃ কানোপদঃ সুবুদ্দিমান্ ॥ ১১৫  
গীতমেক' সুমধুর' শ্রীগৌর দ্রৈমসুচক্' ।  
প্রণায়তা ভাবযুক্তা বুভৌ গায়ক সন্তমৌ ॥ ১১৬  
ভাবপ্রবণ গীতন্তু শ্রুত্বা ভাবমযৌ করিঃ ।  
সংগৃহ্য ধান তাতপর্য' নৈব' সমচিন্তয়ত্ ॥ ১১৭  
জীবানো পরম শ্রেয়ো দাগার্দমত্ ভূতলে ।  
স্বাধিভূ' য জীব স্তথ' শ্লোভিতু' ন সমো দ্যহ' ॥ ১১৮  
ধরন্তু তেন স্তথেন মমসামি বিক্লান্তঃ চিতৌ ।  
স্বয়বা দ্রাব দাতস্ব স্তত্বাপি সুকল' যযা ॥ ১১৯  
ন লগ্ধ' যেন স্তঃপাস্তৌ ভগবত্ প্রেম সাগর' ।  
মজ্জিতা না ভবন্ সর্ব' দারবিশেষপাতুরাঃ ॥ ১২০

"So the very touch of metallic ornaments  
burns me like red-hot iron." After such other



অন্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

holy discourses, the great poet Girish Chandra Ghosh and the most intellectually gifted Ka'ipada sang together a very sweet song about devotion to Sri Gouranga. The purport of the song was that Sri Gouranga lamented his inability to fulfil the mission of his life as the people could not be purged of their sins due to their proneness to earthly pleasure and aversion to holy pursuits.

114 to 120.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নামাবিধ সং প্রসঙ্গের পর মহাকবি গিরীশ এক বুদ্ধিমান কালীপদ এই দুইজনে গৌরাঙ্গ প্রেম সূচক গান গাহিয়াছিলেন। ভাবময় ঠাকুর গানের ভাবার্থ এইরূপভাবে বুঝিয়াছিলেন যে আমি জগতের জীবের মুক্তি দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছি কিন্তু জীব সকলের কণ পরিশোধ করিতে পারিতেছি না। পরন্তু সেই অপের দ্বায়ে আমি আরও বিক্রান্ত হইতেছি।

অথবা প্রাণপাত করিয়াও লোক লাভ করিতে পারিতেছি না। বেহেতু জীব সকল ভগবৎ প্রেম সাগরে মগ্নিত না হইয়া কেবলমাত্র ক্রী এবং অর্থে আসক্তি বাড়াইতেছে। ১১৫।১১৬।১১৭।১১৮।১১৯।১২০

एवं बाह्यमनिसूनुषी महाभावेन संयुतः ।

नित्यगोपाल मोक्षामि क्रीडि स्वं दक्षिणं पदं ॥ १२१

ददौ यदा स मोक्षामी तत्क्षणात्तत्पदं ह्रदि ।

सुविश्रामान्तुतोदनाभिपेक्षं क्षতवासादा ॥ १२२

অন্তরীক্ষায়াং ৬৪ অঃ

প্রভৌর্মাধবসানে ত' নিত্যগোপান পণ্ডিত' ।  
 তত্রস্থানন্যমত্ভাং সর্বানপ্যবদন্ প্রভুঃ ॥ ১২২  
 তচ্চতামুচ্যতামুচ্যেভংবদ্বিঃ সর্বসত্তমৈঃ ।  
 মিষ্টমিষ্টমিদ্ গান' হর্ষমমৈব কেবল' ॥ ১২৪  
 তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামোচ্চারয়তামলম্ ।  
 প্রভৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণচৈতন্য হি প্রভৌ ॥ ১২৬  
 নিরন্তর' বদন্তুর্ষে স্তেন শান্তিভংবেদম্ববা ।  
 তত্র কৌণ্ডীণমবদ তিব্বারীষ্মারণদ্বয়ম্ ॥ ১২৬  
 একেমেবোচ্চারণেন সর্ব' সম্পদ্যতে যতঃ ।  
 নৈতন্ সুসঙ্গত' বাক্য' শ্রিত্বাণাং সদগুরৌর্ভবেৎ ॥ ১২৭

When Thakur in his divine mood extended his right leg towards Goswami, the latter held it on his breast and washed it with his tears. When Thakur regained his balance of mind, he said to his devotees, "Sing aloud the holy names of Sri Krishna Chaitanya, which will bring you all joy and happiness." At this, one of the devotees said, "When uttering the holy name once only is sufficient to dispel all our sins, repeated recital of holy names should not be advised by any holy man." 121 to 127.

বঙ্গানুবাদ :-

মহাভাবে ভাবিত বাহুজ্ঞান শূন্য ঠাকুর নিজের দক্ষিণ চরণটি গোপ্বামীর সাঙ্গে বাড়াইয়া দিলে পবিত্র পণ্ডিত গোপ্বামী ঠাকুরের পাদ-  
 পদ্মটি রূপে ধারণ পূর্বক অশ্রুসিক্ত করিয়াছিলেন । ১২১।১২২

অস্বল্লোনায়াং ৬৪ অঃ

ঠাকুরের ভাবাবেশের অবসান হইলে গোস্বামী এবং অশ্ব ভক্তদ্বন্দ্ব  
সকলকেই বলিয়াছিলেন।

হে মহাভাগ সত্তম! আপনারা সকলে অভিলষিত ফল পাতা  
স্বমধুর হরিনাম গান করুন। এবং ভক্তিপূর্বক শ্রীশ্রীকৈচৈতন্য নাম  
উচ্চারণ করুন। বলুন প্রভু শ্রীকৃষ্ণকৈচৈতন্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণকৈচৈতন্য  
অনবরত। এই নাম উচ্চারণ করিলে আপনাদের পরম মঙ্গল সাধিত  
হইবে। ইহা ঐব সত্য। ঠাকুর এইরূপ বলিলে সেই সময় কোন  
একটি শিষ্য বলিয়াছিলেন।

একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই জীবের মুক্তি হয় তবে  
ভিনবাবের উচ্চারণ কেন।

আমরা গুরুর এইরূপ বাক্য ভাল বলিয়া মনে করি না ॥

১২৩। ১২৪ ১২৫। ১২৬। ১২৭

দার্জ্যার্থং দেহ মনসা জাঘদাদি প্রভেদতঃ ।

ব্রাহ্মস্থানং বা শুদ্যর্থং স্মিয়ারং হরিকীর্তনম্ ॥ ১২৮

মাস্তোয়ং বিধি মাশিত্ব কর্তব্যং সজ্জনৈঃ সদা ।

অশ্বেদং ঠাকুরভোক্তা যুযং কিং তন্ন যশ্শতঃ । ১২৯

নৌদানকে য়েদা নৌকা বন্দনার্থং ধৃতং সুদা ।

প্রোয়নার্থং বংশদণ্ডং নদ্যাস্তোরে বিশেষতঃ ॥ ১৩০

বারম্বারং সর্বশক্ত্যা প্রোয়িতং নিযলং কৃতং ।

যেন নদ্যাং জলোচ্ছ্বাসে বর্জিতং ন চলত্যসৌ ॥ ১৩১

যবং সংসার জলধেঃ সম্মতং নিম্ন বিশেষতঃ ।

শোক মোহ জরা মৃত্যু স্তুত্ববিষায়া ঘড় মিতঃ ॥ ১৩২

যন্তাশীলায়াং ৬৪ অঃ

রক্ষাং কুর্ষন্তি ভক্তা স্তে বদন্ত স্তত পুনঃপুনঃ ।  
 শ্রোহরে মংগুল' নাম ন নিমজ্জন্তি সাগরে ॥ ৭২২  
 যবন্তত শিষ্যগণান্ কৃতার্যান্ কৰোত্ প্রমুঃ ।  
 উচিত্বা বলরামস্য বসোঃ শিষ্যস্য সদ্ব্রজি ॥ ৭২৪

On hearing this Thakur said, "Such remarks of my disciples about a good preceptor are not wise. To attain soundness of body and mind and also to purify mind in its three states of wake, drowsiness and deep sleep, it is necessary to utter holy names repeatedly. You might have observed that boatmen try repeatedly to fix the bamboo pole in the river at the time of rest to get their boat tied to the pole so that the tides of the river cannot make them restless. Just in the same way men can save themselves from the six worldly waves, viz, bereavement, undue attachment, age, death, hunger and thirst, by repeated chanting of holy names. Thus, during his stay in the house of Balaram Basu, Thakur blessed his disciples with his wise sayings.

128 to 134.

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন। সদগুরুর সম্বন্ধে শিষ্য  
 বর্গের এরূপ বলা ঠিক হয় না। দেহ এবং মনের দৃঢ়তার জন্য অথবা  
 জাগ্রৎ-দ্রষ্টা ও সুস্থিতি এই তিনটি অবস্থার বিশুদ্ধির জন্য তিনবার বা

## অন্ত্যনীলায়াঃ ৬ষ্ঠ অঃ

বহুবীর হরিনাম কীর্তন শাস্ত্রীয় বিধিযত সাধকগণ করিবেন। এক  
আরও বলিয়াছিলেন। তোমরা কি দেখনি নৌকার দাঁড়ী মাঝী  
যখন নৌকা বাঁধিয়া রাখে সেই সময় বংশদণ্ডকে প্রোথিত করিবার  
জন্ত গর্তমধ্যে আপ্রাণ চেষ্টায় পুনঃ পুনর্বীর প্রোথিতকরে যাহাতে নদীর  
জল বাড়িলেও নৌকা ঠিক থাকে সেইরূপ সংসার সমুদ্রে পতিত দেহ  
তরলীকে শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্রুধা পিপাসা এই ছয় প্রকার উন্মি  
অর্থাৎ তরঙ্গ হইতে স্বকার জন্ত পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম উচ্চারণ  
করিলে, 'কিছুমাত্র যন্ত্রণা হয় না। সমুদ্রে ভেলার মত ভাঁহাকে বন্ধ  
করে, বা সমুদ্রে ডুবে যায় নাই।

এইরূপভাবে বলরাম বস্তুর গৃহে অবস্থান পূর্বক শিশু বর্গকে  
কৃতার্থ করিয়াছিলেন। ১২৮ হইতে ১৩৪।

সমংঘ্য স্নেহ দেবস্য সেবার্থা সর্ববৈভবান্ ।

ধন্যোহুৎ বৈ ভবিষ্যামি সস্বিন্তৌব মদ্বামতিঃ ॥ ৭২৫

বলরাম বসু স্তস্য সেবাং চক্রে হৃদয়তঃ ।

মিষ্টাচার সুরসার্থং চিন্তিতং ঠাকুরেণ তু ॥ ৭২৬

যস্যপি মম ভক্তোহ্যং বলরাম বসু মংহান্ ।

সুখস্বাচ্ছন্দ্য রসার্থমানন্দ মনসা সদা ॥ ৭২৭

সর্বদা সঙ্গতে সর্বং প্রতিকুলং তথাপ্যহুৎ ।

সর্বদাস্য শুভাকাঙ্ক্ষী সুখশান্তি প্রিয়স্য চ ॥ ৭২৮

সুতস্য ধনিমঃ স্নিগ্ধ দেহস্য ব্যগ্রতাং সদা ।

বহুকার্য্যবশাদত্র ন করিষ্যামি মে মতিঃ ॥ ৭২৯

ততোন্যস্মিৎ চক্ৰস্মিৎ চিত্ৰং স্থাপয়ামি ভবনে সুখং ।

ঠাকুরেচ্ছামিমাং শ্রাত্বা কালোপদঃ সুবৃদ্ধমান ॥ ৭৩০

অম্মান্নোলায়া ৬৪ অ-

শ্যামপুষ্করিনৌ মধ্যৈ স্বঘটস্থ সমীপতঃ ।

শ্রীগোকুল মহাচার্য্য যচ্চ তেন প্রকল্পিতং ॥ ৭৪৭

Balaram longed to be blessed by dedicating his life and property to the service of Thakur. On the other hand Thakur thought, "Balaram is taking great pains to bring me comforts. Being a rich man, he is not accustomed to such troubles and worries. It is therefore desirable that I should leave his house and restore his easiness of body and mind." Understanding the desire of Thakur, Kalpoda made arrangements to take Thakur to the house of Gakul Bhattacharya near to his own house in Shyam-pukur. 135 to 141.

দবানুবাদ :—

মহামতি বলরাম বহু নিজ ইচ্ছাসেব ঠাকুরের সেবার সমস্ত ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আমি ধন্য হইব এইরূপ ভাবিয়া বিশেষভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর শিষ্টাচার বন্ধার্ধে মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যদিও আমার পরম ভক্ত বলরাম আমার গুণ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার জন্য সর্বদা আনন্দ মনে নানা প্রকার দুঃখ সহ্য করিতেছে। তাহা হইলেও শিষ্যের সর্বদা শুভাকাঙ্ক্ষী আমি এই ধনীর পুত্র অতএব সুকোমল দেহ সুখ শান্তি প্রিয় ইহাকে আমার সেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করা আমার উচিত নয়।

অতএব আমি অন্য স্থানে যাইলে ইহার একপ উদ্বেগ হইবে না। ঠাকুরের এইরূপ মনোভাব জানিয়া অতি প্রিয় ভক্ত বুদ্ধিমান কালীপদ

अन्तर्लीलायां ६४ अः

निख गृहेषु निकटे श्यामपुत्र नामक श्वाने गोकुल-छट्टाचार्येण गुरु  
ठाकुरेण धार्मिकेण खलु वाक्या क्रियमाहिलेन । १८६ इत्येते १४१ ।

श्रीप्रताप मङ्गन्दारो होमिहोरीति दैव्यकः ।

ठाकुरस्य चिकित्सार्थं ठाकुरेण नियोजितः ॥ १४२

सोऽपि तं ठाकुरं मत्वा सच्चिदानन्द विग्रहं ।

चिकित्सामकरोत्तस्य विशुद्ध मनसा महान् ॥ १४३

भक्ता युवक वर्गास्तो पथ्याय क्लमतः प्रभोः ।

सेवा कार्यं यथान्यायं स्फुटं सति यत्नतः ॥ १४४

मातापि सारदादेवी दक्षिणेश्वरं पक्वनात् ।

आगत्यात्र पथ्यभारं ठाकुरस्य समग्रहौत् ॥ १४५

अनौरस प्रजास्तस्य ठाकुरस्य परं प्रियः ।

राखालराज पूर्वोक्तो भक्तवर्गाः सहस्रयः ॥ १४६

यथाकाले यथाशीति शक्रः सेवां महत्तरां ।

प्रियभक्त गिरीशेन विख्यातः सुचिकित्सकः ॥ १४७

महेन्द्रलाल सरकार आनीतो रोगमुक्तये ।

औषधस्य सुपथ्यस्य संग्रहार्थं समुत्सुकाः ॥ १४८

He also appointed the famous Homeopathic doctor, Pratap Mazumder for medical treatment of Thakur. The doctor treated Thakur with great care, and the young disciples also nursed him very carefully. Sarada Devi used to bring food and diet from Dakshineswar. The devotees like Rakhal Raj and others were busy in rendering all services to Thakur. His most favorite

অন্ত্যন্যোলায়া ১৪৪ অ:

disciple Girish brought the famous physician Mahendra lal Sarkar to cure Thakur of his disease. 142 148.

বঙ্গানুবাদ :-

এবং ঠাকুর হোগিও ডাঃ প্রতাপ মজুমদারকে নিযুক্ত করেন ডাক্তারও ঠাকুরকে ভগবান জানিয়া চিকিৎসা করেন। ঠাকুরের ভরণ ভক্তবৃন্দ পর্যায় ক্রমে অতি সাবধানের সহিত বিশেষভাবে সেবা করিয়াছিলেন। এবং আমাদের পরমাবাধ্যা মাতা সারদা দেবী দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরের নিকটে আসিয়া ঠাকুরের পথ্য ভার গ্রহণ করেন। ১৪২ হইতে ১৪৫।

এবং ঠাকুরের অতি প্রিয় শিশু রাধাল রাজ প্রভৃতি যথারীতি অর্থাৎ যে সময়ে বাহা ঔষধ বা পথ্য ঠিক সময়ে সেই সকল দ্রব্য হুঁহু ভাবে সুসম্পন্ন করিতেন।

ইত্যবসরে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত গিরীশচন্দ্র বিখ্যাত গুটিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে ঠাকুরের রোগ মুক্তির জন্য আনিয়াছিলেন।

১৪৬।১৪৭।১৪৮

অপরে ভক্তবর্গা যি স্তমানাহার বিবোজ্জিতাঃ।

কুত্র লভ্য সুপথ্যন্তু কুত্র তদৌষধীতম' ৫ ৭৪৮

ধাবন্তী হি দিশঃ সর্বা নাভিন্দন্ বৈ জলস্যস্রম্।

ভক্তোঃন্যোমনস স্তুষ্টৈ রোগনির্যায় হিতবে ॥ ৭৫০

পাথ্যাত্মমিযজ' তত্রানো তবান্ সুবিচক্ষণম্।

হোমিঘো মত মাণিত্য চিকিত্সা সম্ভবুত্ব হ ॥ ৭৫৭



চন্ত্রনৌসায়ী ৬৪ অঃ

কৃত্যে যুগে যথা দত্তপূজাপতি কনিষ্ঠকা ।

সত্যো দাচায়ণো কন্যা পিতৃযশ মহোত্সবে ॥ ৭৫৩

তত্র গত্বা পিতৃ মুখাত পতিনিন্দা নিশম্য সা ।

কলেবরং পরিত্যজ্য সত্যধর্ম্য মহাশরং ॥ ৭৫৪

পৃথিৱ্যা দর্শয়ামাস তথা শ্রীসারদাশুনা ।

সাসাঙ্গগবতী স্যৎ কদণামুত্তমচারিণী ॥ ৭৫৫

সাবিভূতা পূর্ব সত্যী যৌগমচন্দ্র কন্যকা ।

বিজ্ঞমাঙ্গা জগদ্ধাত্রী স্বকীয়ানুবগনতঃ ॥ ৭৫৬

Some other disciples took utmost pains to 'gather' diet and medicine from far off places. One of his disciples brought one European doctor for the treatment of Thakur, who, however, preferred to remain under Homeopathic treatment. Just as the youngest daughter of king Daksha set an example of devotion of a wife to her husband by sacrificing her life on her husband being abused by her father, so also Sarada Devi, who was the wife of Ramchandra in her previous birth, resorted to utmost austerity and penance lest the reputation of her husband be impaired by her own carelessness.

149 to 155.

বঙ্গানুবাদ :—

এবং অত্যন্ত শিগগণ জ্ঞান আহার বর্জন করিয়া পথ্য ও ঔষধের জন্য জনপথ বা স্থলপথ দূর নিকটে কিছুমাত্র না ভাবিয়া জ্ঞান শূণ্য হইয়া পথ্য বা ঔষধের অনুসন্ধানে মত্ত হইয়াছিল ;

অন্তঃলীলায়া' ৬৪ অঃ

এবং অশ্রু এক ভক্ত নিজেই মনস্তষ্টির জন্য ইংরাজ ডাক্তার আনিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন যেতান ডাক্তার রোগ পরীক্ষা ভালভাবেই করেন। চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতেই হইয়াছিল।

সত্যযুগে যেমন দক্ষ প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্যা দাক্ষায়ণী সতী দেবী পিতৃহস্তে গমন করিয়া পিতার মুখে পতিনিম্না শুনিয়া সেহ পরিত্যাগ পূর্বক সর্বোত্তম সতী ধর্ম জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৪৯।১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩

সেইরূপ সাক্ষাৎ করুণার মূর্তি ধারিণী ভগবতী মাতা সারদা দেবী সম্প্রতি সর্বকল্যান কারিণী বিশ্বমাতা জগদ্ধাত্রী পূর্ব সতী আবির্ভূতা হইয়া নিজের অসাবধানতা বশতঃ স্বামীর বিপুল ধনের হানি আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঘেরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতেন। এখানেও সর্বদা সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৫৪।১৫৫।১৫৬।১৫৭

স্বামিনো গুরু গৌরবহানি মাগদ্যঃ ভাসিমী ।

দক্ষিণেশ্বর সংবাসি কঠোর ব্রতচারিণী ॥ ৭৫৬

যথাস্থিতা নিবিঁকারা তথাত্রাপি মদীয়সী ।

কঠোরাচরণ' দেবী মর্জ্জদাসী সমাচরত্ ॥ ৭৫৭

অতঃ স্বয়ং ভগবতঃ সেবার্থং স্বামিনঃ সতী ।

প্রাণঘাত' স্বীচকার নেদমাযয়্য' কারণ' ॥ ৭৫৮

পরম্বল বহুজনৈঃ পরিপূর্ণৈঃ গৃহান্তরে ।

বিদ্যমানাপি সা দেবী শীচনানাডিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৭৫৯

কদা কেন প্রকারেণ সমাপ্তা জগদম্বিকা ।

অমস্য্য বহুবো মত্তা ন জানন্তীতি নিখিত' ॥ ৭৬০

অন্তঃস্নানীলায়া ৬৪ অ:

তথা মাতু: স্থিতে বার্তা ন জ্ঞাতা বহুভির্জনৈ: ।

স্থিতাপি তত্র সা দেবী জনদৃষ্টেরগোচরা ॥ ৭৬৭

মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিত্সক শিরোমনি: ।

‘চিকিত্সার্থ’ সমাগম্য প্রত্যহ’ ঠাকুরস্য স: ॥ ৭৬২

It is no wonder that she would take so much pains to serve her husband. Even though the house was full of people, none could know how and when she would take her bath and meal. Even many of the visitors did not know that she was there in the house. The great physician Mahendra Lal Sarkar would remain for hours together everyday and carry on with holy discourse. 156 162.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব জগৎ স্বামী স্বামীর সেবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ইহঁদের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় নয়। পরন্তু এই গৃহ বহুলোকে পরিপূর্ণ হইলেও মাতা শৌচ স্নান গুণ্ডা ও ভোজনাদি কখন কি ভাবে সমাধা করিতেন। অথবা এখানে অবস্থান করেন যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহারা কেহ কিছুমাত্র জানিতে পারিতেন না। একথা ক্রম সত্য। এবং বহিরাগত ব্যক্তি সকলও কেহই জানিতেন না যে মাতা সারদা দেবী এইখানে আছেন।

অন্ত্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

চিকিৎসক চূড়ামণি মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিয়া প্রায় ২৩ ঘণ্টাকাল ভগবৎ কথা শ্রবণে থাকিতেন ।

এবং বলিতেন আমি জানিনা আপনার উপরে আমার এরূপ ভক্তি কেন হয় । ১৫৮ হইতে ১৬৪

সমোপি সমুপাविश्य प्रायेण घटिका त्रय' ।

पिच्छरीय प्रसङ्गेन तत्कालं स्तेनं यापितः ॥ ১৬৩

उक्तञ्च न ज्ञातमेतद्भवदुपरि मे तथा ।

अनुरागोऽभवद्ये न दृष्ट्वा त्वां गतवानपि ॥ ১৬৪

स्वগৃहे सुखभावेन स्यात् न पारयाम্যह' ।

केवलं भवतोभावं भाषयामि पुनः पुनः ॥ ১৬৫

नेदृগन्ध' वित्तवन्त' कदाचिदपि रोगिन' ।

प्रभूत वित्तदातार' न चिन्तयामি निधিত' ॥ ১৬৬

मन्येऽह' मोहितथास्मि भवद्भिर्भগवत् परैः ।

अथवा त्वयि मे भक्तिर्जाता सदगुणं दर्शनात् ॥ ১৬৭

पश्चाधুना दिनस्यास्य कोलो भूयान् गतोऽस्य' ।

त्यक्त्वा त्वां स्वগৃहे गन्तु' नेच्छामि च तथाप्यह' ॥ ১৬৮

पीत्वा कथাস্মृत' तेऽह' सम्प्रविष्टः सुधार्य'বে ।

মন্যে ত্বাং দেবদেবানামৌশ্বর' জগতাং গুরু' ॥ ১৬৯

He would say, "I cannot explain how and why I have been so much devoted to you that I do not find rest even after my return to my own

অন্তরলোভায়াং ৬৪ অ:

house, as I think of you again and again. I never think of rich patients who give me lots of money. I think, I have been overpowered by your divine influence, or I have developed devotion to you for your godly qualities. You may please see that even the greater part of the day is passed. yet I do not like to leave you and go back to my house. Your utterings have opened up a world of joy to me, and I regard you as Divinity itself." 163 to 169.

বদ্বানুবাদ :-

বাহাতে আপনাকে দেখিয়া গৃহে বাইয়াও আমি গৃহভাবে থাকিতে পারি নাই। কেবলমাত্র আপনার অবস্থাই বারবার চিন্তা করি। অসুখ ধনী রোগীকে অর্থাৎ প্রচুর অর্থ দেয় একপ রোগীর জন্য এমন ভাবি নাই। আমার মনে হয় আপনার ভগবৎপরতাই আমাকে মোহিত করে। অথবা আপনাতে ভগবানের লক্ষণ দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি।

এখনই দেখুন এই দিনের অধিক সময় গত হইলেও আপনাকে ছাড়িয়া আমার নিজগৃহে বাইবার ইচ্ছাও হইতেছে না।

পরন্তু আপনার মুখনির্গত কথামৃতপান করিয়াই সম্প্রতি আমি আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছি।

অতএব আমি নিশ্চয় বুদ্ধিলাব আপনি ভগবান দেবতাদিগেরও দেবতা জগদগুরু। ১৬৫/১৬৯.

अन्तर्नीलायां ६४ अः

आशङ्कया रोगवृद्धे र्वहुभिः सह भाषणं ।  
 न कर्त्तव्यं भवद्भिस्तु सुनिर्दिष्टमिदं मया ॥ १७०  
 किन्त्वस्माभिः कयास्त्रापि रोगवृद्धिं न सम्भवेत् ।  
 स्वल्पं वाक्येन बाक्शानां तात्पर्यार्थं सुगृह्यते ॥ १७१  
 यत श्रितित्सकोऽहं वै विचिन्ता कथयामि ते ।  
 ययं महेंद्रनामस्तु मयुरस्योत्तमः सुहृत् ॥ १७२  
 ठाकुरेणापि विदितः सरकारः पूर्वतस्तथा ।  
 यतस्त्वमिति संशोध्य ठाकुरं संबदत्तसौ ॥ १७३  
 ठाकुरोऽपि बन्धुतुल्यं सरकारं समुदीक्षते ।  
 तथान्यस्मिन्दिने मोऽयं ठाकुरमब्रवीत् स्वयं ॥ १७४  
 भवान् भगवतो वार्त्तां यामबदत् सुखेन तां ।  
 प्रवक्तुं समर्थोऽस्मि प्राप्नोम्यान्न्दमुत्तमं ॥ १७५  
 किन्तु ते नन्दन भक्ताः सर्वधर्मं विघटिताः ।  
 वदन्ति केचन जनाः श्रद्धैनन्दनमाश्रय ॥ १७६

“However, I advise you not to talk much as it may aggravate your disease. Exchange of a few words as between ourselves is not harmful.” Mahendra Lal was a friend of Mathuranath and so he was already known to Thakur since long, and talked in a very familiar way. Thakur also talked to him like a friend. One day Mahendra Lal said, “What you tell me about religion

‘অন্যলীলায়া ইহ অঃ

and God is quite understood by me, and brings me great joy. There is, however, a group of people who bring about great confusion in our holy thoughts. Some advise worship of the son of Sachl.” 170 to 176.

বঙ্গানুবাদ :—

যাহাহোক আমি আপনাকে বিশেষভাবে বলিতেছি যে আপনি বহু লোকের সহিত বহু কথা বলিবেন না। তাহাতে রোগহৃদয়ের বিশেষ সম্ভাবনা। ১৭০

কিন্তু আমাদের মত লোকের সহিত কথোপকথনে রোগহৃদয়ের সম্ভাবনা নাই। কারণ আমরা অত্যন্ত কথার দ্বারাই তাৎপর্য লইতে পারি।

যেহেতু আমি স্মৃতিকিৎসক অতএব স্মৃতিস্থিত বাক্যই বলিয়া থাকি। এই মহেন্দ্র লাল সরকার মথুরানাথ বাবুর প্রিয় বন্ধু তজ্জগৎ ঠাকুরও পূর্বে হইতেই ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে জানিতেন। এই জগৎ সরকারও ঠাকুরকে তুমি বলিয়া বলিয়াছিলেন। ১৭১।১৭২।১৭৩

ঠাকুরও সরকারকে বন্ধুর মতই সেবিতেন। তৎপরে আর একদিন সরকার ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। আপনি ভগবৎ কথা বাহা বলেন আমি তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারি এবং পরমানন্দ উপলব্ধি করি। কিন্তু কতকগুলি নন্দনের দল আছে তাহারাই ধর্মের সম্বন্ধে গোলোযোগ উপস্থিত করে। কতকগুলি লোক বলে শচীনন্দনের সেবা কর। কেহ কেহ বলে কৌশল্যানন্দন ভজ। ১৭৪।১৭৫।১৭৬

अन्तर्लीलायां ६४अः

कीयल्या नन्दनं केऽपि यशोदानन्दनं तथा ।  
 मेरो नन्दन मित्यन्ये ह्येते सन्देह सागरे ॥ १७७  
 जनात्रिमज्जितान् कृत्वा खासरोधान कुर्वत ।  
 किन्त्वहं स्वविशुद्धार्थमौखरानुभवाय च ॥ १७८  
 विज्ञानालोचनेनैव पाप्मयामि भगवत् कृपां ।  
 भवत् कयासृतेनैव मया धर्मो विनिश्चितः ॥ १७९  
 वाक्यव्ययम् कृत्वैव प्रभुर्माष्टारमन्त्रवीत् ।  
 कृतार्थीकरणार्थाय केवलं कृपया तदा ॥ १८०  
 तस्य शास्त्र स्वभावत्वादुच्चैर्गानादुपपन्नम् ।  
 मत्वा स शिचकस्तत्र गानं नल्लतवान् सुधीः ॥ १८१  
 दीर्घल्यं तस्य तद्दृष्ट्वाद्यादरेण तदा प्रभुः ।  
 आह्वय युवकैकं भक्तं प्रोवाच गौतमिव ॥ १८२  
 त्वमेवोच्चैःस्वरयुक्तो गानं कुरु सुपुत्रक ।  
 भगवदाज्ञया भक्तसकार गौतमुत्तमं ॥ १८३

"Some others plead for the son of Kaushallya, some again for the son of Jasoda. Again others shout for the son of Mary. Thus we are thrown into the sea of doubts and feel strangled. I am, however, sure that I shall win the grace of God by knowledge and learning and also by your wise guidance." Without giving any reply to Sarkar, Thakur asked master to sing a song.



অন্যলোনায়াং ৬৪ অঃ

Considering that Sarkar would feel very uneasy by a loud song, Master remained mute. Thakur then asked a young disciple to sing aloud. He did it very nicely. 177 to 183.

বঙ্গানুবাদ :—

কেহবা বলে যশোদানন্দনের সেবা কর। কেহবা বলে মেরী নন্দনের আশ্রয় লও। এইরূপ নানাজনের নানা মতে সন্দেহসাগরে ডুবিয়া খাসরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় আমি আমার বিশুদ্ধির জন্য এবং ভগবদমুণ্ডতির জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা ঘরাই ভগবৎ কৃপা লাভ করিব। আপনার কথামতের উপদেশেই ধর্ম নিরূপণ করিয়াছি বা ধর্মের স্বরূপ বুঝিয়াছি। ১৭৭।১৭৮।১৭৯

সরকারের মনোভাব জানিয়া ঠাকুর আর বেশী কথা না বলিয়া সরকারকে কৃপাপূর্বক কৃতার্থ করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন একটি গান করত। মাষ্টার মহাশয় ডাক্তারবাবুকে অতি শাস্ত্র প্রকৃতির লোক জানিয়া উচ্চৈঃস্বরে গানে অশান্তি হইবে। অতএব মাষ্টার মহাশয়ের গানে অসম্মতি দেখিয়া গীতজ্ঞ ঠাকুর একটি যুবক ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমিই একটি গান কর। সেই যুবকটি ঠাকুরের আদেশ লইয়া একটি অতি মধুর গান করিয়াছিলেন। ১৮০।১৮২।১৮৩

কী জানাতি কিটক্ কালো ঘড়দয় নৈরদয়ন

ব্রহ্মাণ্ডমাণ্ডসুদরং নস্যাঃ কীটক্ প্রকাণ্ডতা ॥ ৭৮৪

যাদাধঃপতিতী যস্তু শ্রোমহেশ্বর সংস্রকঃ ।

মগধান্ মহদরঃ কিঞ্চিচ্ছানাত্মন্যে ॥ কেবল ॥ ১৮৫

अन्तर्लीलायां ॥४॥ यः

लोकहास्यकरश्चेद' रामप्रसाद मायण' ।  
 बाहुचालनशक्तैव समुद्रतरण' यथा ॥ १८६  
 अथवा बामनेनापिधार्यते कि' निशाकरः ।  
 मनः शक्नोति तौ बोधु' प्राप्नोनेति कथञ्चन ॥ १८७  
 यदेद' गानमभवठठाकुरस्य च सविधी ।  
 योमुणौन्द्र गुप्त नामा तत्पार्श्व' यत्तिवेशमनि ॥ १८८  
 तद् गानमुत्तम' श्रुत्वा समाधि' स तदा विशत् ।  
 तद्दृष्ट्वायमानस्य लाटु भक्तस्य वै तदा ॥ १८९  
 आशङ्क्य पतन' तस्य भावावेशादुगत स्मृतेः ।  
 बाहुभ्यां तं विष्टत्येव श्रानिरञ्जन नामकः ॥ १९०

The purport of the song was this, "Who knows what is Kali like? She is not realised by the six branches of Philosophy. How big is She who carries these endless universe in Her belly? Lord Sankara who lies at the feet of Kali may know something about Her, but none else. Just as any attempt to swim across the sea or to catch the Moon by a dwarf is ludicrous so also it is quite futile to realise the Goddess by our mind and intelligence." On hearing this song Munindra Gupta lost his sense. Latu babu who was standing became also unconscious. Niranjana who attempted to hold Latu babu, became also senseless. 184 to 190.

অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

গানটি এইরূপ । কে জানে কালী কেমন ।

যাঁর ছয় দর্শনে না পায় দর্শন ।

মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন ।

কালীপদ্ম বনে হংস সনে হংসী হয়ে করে রমণ ॥

আজ্ঞারামের আজ্ঞা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন ।

কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥

কালীর উদরে ত্রিকাণ্ড ভাণ্ড তাঁর প্রকাণ্ডতা জান কেমন ।

মহাকাল ভেনেছেন কিছু কালীর মর্গ অস্ত্রে কেবা জানে তেমন ॥

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সস্তরণে সিদ্ধি যেমন,

আমার প্রাণ বোঝেছে মন বোঝেনা ধরবে খশী হয়ে বামন ॥

১৮৪ হইতে ১৮৭-

ঠাকুরের নিকট যখন এই গানটি হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে  
পাশের ঘরে ভক্ত যুগীন্দ্র গুপ্ত এই গানটি শুনিবার সময় সমাধিস্থ  
হইয়াছিলেন । সেইরূপ ভাবাবেশ যশতঃ হতচৈতন্য দণ্ডায়মান লাটু  
ভক্তের পতন জানিয়া দুই বাহু ঘারা ধারণ করিয়া ভক্তপ্রবর বিরক্তনও  
সমাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন । এরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না ।

১৮৮ হইতে ১৯১-

মক্তানান্ প্রবরঃ স্যোঃপি তদবস্থা সুপাণমত্ ।

অমৃতমূৰ্খং দৃশ্যোঃয়ং ন মাথিনাচ্চিশোচরঃ ॥ ৭৮১

যতী ভগবতী নাম গান শ্রবণমাত্ৰত ।

সমাধিঃ সম্বোধী ছৌ হৃদং মক্তানামমবদুতম্ ॥ ৭৮২

अन्तरजोलायां ६४ अः

ततः श्रीठाकुरः प्राह सरकारं देह संविद ।  
 त्वन्तु चिकित्सकश्रेष्ठः पश्यैतेषां हठात् कथं ॥ १८३  
 सुप्तासंज्ञा मुनि पुनः परीक्ष्य सत्त्वरं वद ।  
 ठाकुरेनैवमुक्ताः न सरकारस्यास्यसा तदा ॥ १८४  
 परीक्ष्य प्राक् प्राणमाङ्गीं पादनाङ्गीं ततः परं ।  
 यन्मयोनेन हतपिण्डं चक्षुषो च कराङ्गुलीन् ॥ १८५  
 दत्त्वा तेषां सर्वविधां परीक्षां सुसमाप्य सः ।  
 ठाकुरान्तिकमागम्य विस्मितमामुवाच ह ॥ १८६  
 विद्वान् शास्त्रविदुषामप्याकर्मिणि नियम ।  
 क्षुप्तज्ञाना भवद्वक्ता मृताद्येते न संगतः ॥ १८७

It was very surprising that three devotees would become senseless on hearing a song. Thakur asked Sarkar to examine their condition. Sarkar instantly examined each of them as thoroughly as he could. He came back to Thakur and said, "According to the laws of medical science, they are dead." 191 to 197.

## অন্ত্যলীলায়া ৬৪ অ:

ইহারা চৈতন্যশূন্য হইল ইহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষভাবে দেখিয়া আমাকে বল। ঠাকুর এইরূপ বলিবামাত্র সরকার তৎক্ষণাৎ সসব্যস্তে সেইসকল ভক্তের প্রাণনাড়ী পাদনাড়ী হৃৎপিণ্ড যত্র যত্র হস্ত যত্র চক্ষুর ভিতরে অনুলি মিয়া সর্বপ্রকার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের নিকটে আসিয়া অশ্রুচর্য্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের মতে আপনার এইসকল ভক্তের মৃত্যু হইয়াছে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমার বধার্থ খাদণ। ১৯২—১৯৭

ঠাকুরস্য জন্মভূমে নিকটস্থালয়ে ক্বচিৎ ।

কীর্ত্তনানন্দ মগ্নস্য চেতনালুপ্ততাং গতা ॥ ৭৫৮

কুদাপি চেতনায়ুক্তো জনস্তু হরিকীর্ত্তনে ।

হৃদৈব তত্র ত্যজনা শব্দেন্ বিচ্ছিতা স্তদা ॥ ৭৫৯

ইদৃগাশ্চর্য্যং পুরুষঃ সমায়াতো মহোত্সবে ।

মরণং জীবিতত্বস্য ভবেদেব স্তন স্তন ॥ ২০০

অত স্তবেচ্ছ্যয়ৈব তে কৃপাশ্রীঃ শিবকা জনাঃ ।

বৃহশা যে ভবিষ্যন্তি নৈতদাশ্চর্য্যং কারণম্ ॥ ২০১

ততঃ সমাধিযুক্তাস্তে ঠাকুরস্য পদান্পুঞ্জে ।

প্রণামার্থং যদায়াতা স্তদাশৌ সুচিকিত্সকঃ ॥ ২০২

বিজ্ঞানবিদতিশয়ং বিচ্ছিত স্তমুবাচ হ ।

পশ্যামি সর্বমেবেতৎ ক্রৌড়নং তব নিযিতং ॥ ২০৩

সকাস্তে ভবতাঃস্যাৎ নিঃশ্রেণেয় পরাজিতঃ ।

অহঙ্কারো বস বিদ্যা চিকিত্সামিচ্ছতা মম ॥ ২০৪

অন্তরালোচনা ৬৪ অ:

Once near the native village Thakur lost his senses in his joy in singing holy names. After a while he regained his senses and began to sing. People who were present there became very much surprised to see him dead and alive alternatively. It is therefore, no wonder that his disciples came back to life and gathered at the feet of Thakur. The famous physician became greatly astonished and said to Thakur, "I feel myself utterly defeated by your divine power, and my pride in the knowledge of medical science is now quite shattered." 198 to 204.

বঙ্গানুবাদ :—

কোন এক সময়ে ঠাকুরের নিজ বাড়ীর নিকটে সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে ঠাকুরের জ্ঞান লোপ হয়। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্যলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সঙ্কীৰ্ত্তনে যোগ দিয়ানৃত্য করেন। ঠাকুরের এইরূপ ভাব দেখিয়া সেই সকল লোক আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। আমাদের এই হরিসঙ্কীৰ্ত্তন সভায় এমন একটি আশ্চর্য্য লোক আসিয়াছেন যাহার ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু হয় এবং ক্ষণে ক্ষণে বাঁচিয়া উঠেন। অতএব আপনার ইচ্ছামুসারেই আপনার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া আপনার বহুতর সুসন্তানগণ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। ১৯৮ হইতে ২০১

ଅନ୍ତର୍ଲୋକାୟାଂ ୬୫ ଯଃ

ତତ୍ପରେ ମେହେଶବଳ ନିଗ୍ରହ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରତଃ  
 ଠାକୁରଙ୍କ ମନତାଳେ ଆସିଯାଏ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଚକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ତখন  
 ବିଜ୍ଞାନବିଂ ଡାଃ ସହକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଚର୍ଯ୍ୟାବିତ ହେବା ବଳିଯାହିଲେନ  
 ଆମି ବେଳିତେହି ସେ ବେଶ ଆମନାରବେ ଜୁଝା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନୟ ।  
 ଆଜ ଆମି ଆମନାର ନିକଟ ବିଶେଷତାବେ ମହାଭିତ ହେଲାମ । ଆମାର  
 ଅହଙ୍କାର ବିଚାରବଳ ଚିଂଟିଂଶା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୃତିତେ ସାହା କିଛି ଅଭିମାନ  
 ହିଲ ଆଜ ମେହେଶବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ । ୨୦୨।୨୦୩।୨୦୪

ଯତ୍କିଞ୍ଚିଦସ୍ମି ଦୟେୟ ସର୍ବ୍ୟଂ ସଂସାର୍ଣ୍ଣାୟା ଗତମ୍ ।  
 ଭୟାନ୍ ଯଦି ସଦେନ୍ମୟଂ ଯି ଶାସ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶନେ ॥ ୨୦୫  
 ସମାଧାତା ସ୍ତାତ୍ ପାଦୁକାଂ ମାତ୍ର୍ୟଂ ହୃତ୍ବା ଶ୍ବମସ୍ତକେ ।  
 ଶ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦଂ ସାଜମାର୍ଗେଽହଂ ସଞ୍ଚରାମି ସମୀରବଂ ॥ ୨୦୬  
 ଶୂର୍ତ୍ତେଽଂ ଠାକୁରଃମାହ ଶ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦଂହାସ୍ୟ ପୁରଃସରଂ ।  
 ଶ୍ବମଶୀବ ମହୋଦୟ ଜନୋ ବିହାନ୍ ବିଚ୍ଛବ୍ଧଃ ॥ ୨୦୭  
 ଶିଷ୍ୟକ୍ ଅଞ୍ଜନମତ୍ସରୋଽସ୍ତେ ମତିଷ୍ଠାଭୂତରୋୟସୀ ।  
 ସାମିବନ୍ତି କର୍ଯ୍ୟଂସମା ଯତଃସ୍ତ୍ବଂ ସଞ୍ଜନୋ ମହାନ୍ ॥ ୨୦୮  
 ଜ୍ଞତାର୍ଯ୍ୟଂ ଜାତ ପଦାସୀ ଠାକୁରେଽପି ଚିକିତ୍ସକଃ ।  
 ମତ୍ସା ଶ୍ରୀମଦଗବନ୍ତଂ ତଂ ନ ନାମଦଂଢ଼ବହୁଂସି ॥ ୨୦୯

“If you so like, I can walk along the streets of the city with the garland of your visitors' shces on my head, and take it as a matter of great honour.” On hearing this Thakur said with a smile, “You are a great scholar and the best of

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৬৪ অ

physicians of modern times. What you have said is as good as what you would have done." Thus Thakūr blessed the physician who fell flat before Thakur with utter submission and great devotion. 205 to 209.

বিশ্বাসবাদ :—

আপনি যদি বলেন যে আমার দর্শনার্থে যাহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের পাদুকায় মালা গলদেশে ধারণ পূর্বক আমি প্রচ্ছন্ন রাজপথে সগৌরবে বিচরণ করিতে পারি। সরকারের কথা শুনিয়া ঠাকুর দ্বৈত হস্ত-সহকারে বলিয়াছিলেন। আপনি অতিশয় ধার্মিক বিদ্বান্ মহাশয় ব্যক্তি এবং চিকিৎসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বশতঃ আপনার প্রার্থনা বড়। আপনার বাক্যই কার্য্য যেহেতু আপনি অতিশয় সজ্জন।

এইরূপে ঠাকুর মহেন্দ্রলাল সরকারকে কৃতার্থ করিলে ডাঃ ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান্ মনে করিয়া ভূমিলুপ্ত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিলেন। ২০৫—২০৯

স্বরূপং দর্শ্যযোযাস্তমগবানপি তং তদা।

পুনরাগমনন্তস্য কিং ভবিষ্যতি মূর্ত্তলৈঃ ॥ ২৭০

যৈ স্তদা শ্রীমগবতঃ সান্নিধ্যং বাচাগৌচরং।

কৃতন্তৌ স্তস্য রূপযা স্বরূপমবলোকিতং ॥ ২৭৭

इति श्रीरामेन्द्रसुन्दर भक्तितोष्यं विरचिते श्रीश्रीरामकृष्ण मागवते  
पारमहंस्यां संहितायां श्रीरामकृष्ण देवस्य केशव सेन समागम



অন্তরলীলায়াং ৬৪ অঃ

স্তায়া পানিহাটী গ্রাম গমনে রোগান্ধাত্ পরং বাগবাজার বলরাম  
মন্দির শ্যামপুষ্করিণী স্থানে ক্রমাৎগতে শ্রেষ্ঠ চিকিত্সক মহেন্দ্র  
লাল সরকারঃ প্ৰতি স্বরূপ দর্শনাদিনা কৃতার্থী কারণ রূপোন্তা-  
লীলায়াঃ পঠোচ্যায়ঃ ॥ অঃ ৬ ।

Thakur showed his divine self to that  
physician. Will it be possible in this Kali  
Yuga to have such occurrence repeated ?

210 to 211

Here ends the sixth chapter of Antyalila of  
Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri  
Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ( অঃ ৬ )

বঙ্গানুবাদ :—

ভগবান ঠাকুর ও ডাঃ মহাশয়কে নিজের স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন ।  
এই যোগ কালি যুগে আর কি এরূপ ভক্ত ও ভগবানের সাক্ষাৎ  
সন্মিলন পৃথিবীতে কখনও কি সম্ভব হইবে । ২১০।২১১

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
ঠাকুরের কেশব সেনের সহিত সন্মিলন ।

পানিহাটী, গমনে রোগোৎপত্তি । দক্ষিণেশ্বর হইতে বাগবাজারে  
বলরাম মন্দিরে শ্যামপুকুরে আগমনান্তে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে  
কৃপাকরণ প্রভৃতি অন্তরলীলার বর্ণন অধ্যায়ে বলা হইল ।

অঃ ৬, অঃ ১১

पन्तस्तौसायां ॐ शं:

ठाकुरस्य महाभक्तः सुरेन्द्र मित्र नामकः ।  
 नव्यागुरोः कृपारूपमाञ्ज्वा ससाधको महान् ॥ १  
 कलावशमेधतुल्या दुर्गापूजेतिर्या विदुः ।  
 बहु बाधामतिक्रम्य पूर्वाचक्रं यथाविधि ॥ २  
 दुर्गेव श्रीरामकृष्णः साक्षात् श्रीभगवान् स्वयं ॥  
 साधकानां हितार्थाय भक्तमूर्ति परिपक्व ॥ ३  
 कृत्वाधिर्भूय भगवान् सौत्तामानन्ददायिनी ।  
 युगे युगे प्रकरोति मर्त्यं लोके विमेषतः ॥ ४  
 अखण्डानन्दरूपोऽयं भगवान् भक्तवत्सलः ।  
 शुभे महाष्टमोदिने सन्यपूजा समागमे ॥ ५  
 पूजाम् उप आगत्य दिव्यदृष्ट्या स ठाकुरः ।  
 अपश्यत् प्रासुरेन्द्रस्य भक्तियोग प्रभावतः ॥ ६  
 प्रतिमायां जगन्मातुः साक्षादुदयमात्मनः ।  
 भक्तं गदगदरूपेण समेतुक्तादृष्टन्मुहुः ॥ ७

With the permission of Thakur. Surendra Nath Mitra celebrated Durga Puja after overcoming great impeciments. Like Durga, Sri Ramakrishna also manifests himself in different yugas for the well-fare of devotees. Thakur went to see the Puja on the Mahastami day, and found that the Goddess had appeared in the image and Surendra Nath was shedding tears of joy with his eyes fixed on the Goddess. 1 to 7

বঙ্গানুবাদ :-

সাধক চূড়ামণি মহাভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরের কৃপাদেশ  
পাইয়া কলিযুগে যে পূজাকে অর্থমেধ যজ্ঞ বলে, বহু বাধা অতিক্রম  
করিয়া সেই দুর্গা পূজা করিয়াছিছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই  
সাধকগণের মঙ্গলের জন্য সেই সেই মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক আবির্ভূত  
হইয়া প্রতি যুগে আনন্দময়ী লীলা এই মর্ত্যলোকে প্রকাশ করেন।

পূর্ণানন্দ স্বরূপ ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং মঙ্গলময়  
মহাষ্টমী দিনে সন্নি পূজার সময়ে সুরেন্দ্র বাবুর পূজা মণ্ডলে যাইয়া  
দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথের ভক্তির প্রভাবে  
প্রতিমাতে জগন্নাথ। দুর্গার সাক্ষাৎ আবির্ভাব হইয়াছে। এবং  
সুরেন্দ্রনাথ ভক্তি গঙ্গাগঙ্গ চিন্তে মা মা বলিয়া পুনঃ পুনর্বার রোমন  
পূর্বক গলদেশে বস্ত্রের সহিত করবোড়ে মা দুর্গার পাদপদ্মে একাগ্র-  
চিন্তে দৃষ্টি পূর্বক অশ্রু জলে বকঃস্থল প্রাবিত করিয়া মহাভাবে  
বিভাবিত হইয়াছেন। ১ হইতে ৭

মানুঃ পদে ন্যস্তাহৃষ্টির্গনবস্ত্রজ্ঞানশ্রলিঃ ।

অশ্রুভিঃ সংসিক্তবচা মহাভাষা গত্য চ ॥ ৫

দৃষ্ট্বৈ ঠাকুরস্তস্য দুর্গামতিমুবাচ ৬ ।

শাস্ত্র সিদ্ধান্ত ব্যাক্যন্তদভক্তিগ্রাস্ত্রোদিত মদত্ ৭

অশ্রু কস্য নপোযোগাদশ নস্যাতিশযনাৎ ।

আমিরূপ্যাস্ত বিম্বানানাং দেবঃ সান্বিধ্যমিচ্ছতি ॥ ১০

মর্জমিতত্ সুরেন্দ্রস্য স্খচিত মমুনা তদা ।

ভাষা সুরেন্দ্রনাথস্য সুপীতঠাকুরো মহান ॥ ৭৭

পরম্বলীকিকোন্তস্য পূজা সংঘট্য যত্নতঃ ।

প্রত্যগম্য স্ব ক ঘাম নরেন্দ্র প্রসুখা স্তদা ॥ ৭২

অস্ত্রানীনায়া' ওম অ:

সুমস্তানগণী স্তস্য সুরেন্দ্রস্য ক্তার্যতী ।

যদ্বৈ পূজাধ্যায়সমুদ্ভা চ সবিশেষত: ॥ ৭২

জগন্মাতু: প্রসাদায় যদ্বৈপাৰ্য' স ঠাকুর: ।

প্রৈপয়ামাম তান্ সৰ্ব্বান্ সুরেন্দ্র ভবন' তদা ॥ ৭৪

Thakur was pleased to see that the Puja was grandly successful inasmuch as everything was arranged according to prescribed procedure and the worship was performed with great devotion. On coming back to Dakshineswar Thakur told his disciples what he had seen, and sent them to the house of Surendra Nath to take the offered rice. 8 to 14

বঙ্গানুবাদ:—

ঠাকুর স্বরেন্দ্রনাথের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন ভক্তিশাস্ত্রে যে সকল মঙ্গলময় সিদ্ধান্ত বাক্য বর্ণিত হইয়াছে। সেই অর্থাৎ পূজকের সাধনার যোগ পূজোপকরণের ঠিক ভাবে আয়োজন। এবং প্রতিমার মূর্তি ঘ্যানানুসারে গঠন হইলে সেইমতে দেবতার আগমন নিশ্চয় হয়। ঠাকুরের কৃপায় স্বরেন্দ্রনাথের কোনটিরই ক্রটি হয় নাই। স্বরেন্দ্রনাথের ভক্তি দ্বারাই ঠাকুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পরন্তু ঠাকুর স্বরেন্দ্রনাথের নিকটে বিশেষভাবে পূজা গ্রহণ করিয়া পুনর্ববার দক্ষিণেথরে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্তানসকলকে

ଅନ୍ତଃସ୍ତ୍ରୀକାୟାଂ ଓମ ଅ:

ସ୍ଵପ୍ନେନାଦିନାମ୍ ପୂଜାର ମାଳ୍ୟା ଏବଂ ଗୁହାରି ପାରିବାଣି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ୟରୂପେ  
ବଳିଦା ଶଗନ୍ଧାର, ଫଳାଦି, ଶରଣେ ଶ୍ୟାମଳକେ ସ୍ଵପ୍ନେବାଦୁର ଗୃହେ  
ନାଥାଦିବାସିନେ । ୪ ହରେତେ ୧୪

ତତଃ ପରଂ ସଂ ଭଗବାନ, ଚିନ୍ତୟିତ୍ଵାମ୍ଭବସୁନ୍ଦରୀ ।

କାଳିକାଂ ଦକ୍ଷିଣାଂ ଦେବୀଂ ସମ୍ୟକ୍ କରୟିତୁମୁଦତଃ ॥ ୧୫

କାଳୀପୂଜାଦିନେ ମାତ୍ର ଗୋପନାଦି ଯତ୍ନତଃ ।

ଉବାଚାଦ୍ୟାଗ୍ରାନ୍ତି ମାତୁରଦ୍ୟାବିର୍ଭାବ ଶାମରେ ॥ ୧୬

ଅନ୍ତଃସ୍ତ୍ରୀକାଳିକାଂ ଦେବୀଂ ଯାମିତିସିଦ୍ଧିଂ ।

ସାତ୍ଵିକାନ୍ୟର୍ଚ୍ଚନାଂ ଦ୍ରବ୍ୟାନ୍ୟାନୟିତ୍ଵାମ୍ଭବସୁନ୍ଦରୀ ॥ ୧୭

ନିମାୟାଂ ଭକ୍ତବର୍ମାଂସ୍ତେ ପୂଜାପଦ୍ମାମ୍ଭବସୁନ୍ଦରୀ ।

ଠାକୁରାଣ୍ୟ ସମାନାୟ ଦତ୍ତବନ୍ତୋମୁଦାନ୍ବିତାଃ ॥ ୧୮

ପୂଜାକାଳେ ସଂ ଭଗବାନ, ଦିବ୍ୟଭାବ ପୁରଃସରଂ ।

ପୁଷ୍ପଂ ଦତ୍ତ୍ଵା ଶ୍ଵେତଂ ଶିରଃସି ପ୍ରୋବାଚ ତାନିଦଂ ବଚଃ ॥ ୧୯

ସର୍ବଂ ଧୂୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଃ କାଳିକାୟାଃ ସ୍ଵରୂପକଂ ।

ଚିନ୍ତୟତ୍ତ୍ଵା ଚିନ୍ତାପଟେ ଭକ୍ତିଭାବେନ ଭାବିତାଃ ॥ ୨୦

ତେ ସର୍ବେ ତତ୍ତ୍ଵା ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ମା ଯଦ୍ଭୋକ୍ତଂ ଶୁରୁଣା ତଦା ।

ପରଂ ସ୍ଵପ୍ନେନାଦ୍ୟାମ୍ଭବସୁନ୍ଦରୀ ଧୂୟଂ ଶିରଃସି ଠାକୁରଃ ॥ ୨୧

Thereafter Thakur intended to perform Kali Puja on the day of the new moon, and asked his disciples to bring the requisite things on that night. The things which were required for the puja were collected nicely. At the time of

অন্তঃসীলার্য্য ৩ম অঃ

worship Thakur advised his disciples to meditate upon the image of the Goddess. All his disciples did so. But the devotee who was called by Thakur as worth one Rupee and a quarter thought within himself. 15 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

অতঃপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব চিন্ময়ী ডব হুন্দরী মাতা দক্ষিণ কালিকার পূজার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কালী পূজার দিনে প্রাতঃকালে ভক্তবর্গ সকলকে বহু পূর্বক ডাকিয়া বলিয়াছিলেন। আজ আজ মহাশক্তির আবির্ভাবের দিন অতএব এই অমাবস্যা দিনে আমি কালী পূজা করিব। তোমরা পূজার উপযোগী সার্বিক দ্রব্য সকল শীঘ্র আয়োজন কর।

ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়া সন্ধ্যার পর অত্যুত্তম পূজার দ্রব্যসকল আনয়ন পূর্বক ঠাকুরকে দিয়াছিলেন। ১৫।১৬।১৭।১৮

পূজার সময় ঠাকুর দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া সেই সকল ভক্ত বর্গকে বলিয়াছিলেন। তোমরা সকলে ভক্তি ভাবে জগন্মাতা কালিকার মূর্তিটি মনোমধ্যে চিন্তা কর। গুরুর উপদেশ মত সেই সকল ভক্ত সেই ভাবে চিন্তা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর বাঁহাকে পাঁচ সিকার ভক্ত বলিয়া বলেন। ১৯।২০।২১

তেনৈব শ্রীগিরোশ্চেন মনসেদং বিচিন্তিতং ।

প্রত্যক্ষদেবতাং হিত্বা কথমন্যাং মজাম্যহং ॥ ২২

एव प्राणविगवशान्मामेत्युक्त्वा तदाहि सः ।

ददी पुष्पाञ्जलिं भक्त्या ठाकुरस्य पदाम्बुजयोः ॥ ২৩

अन्त्यनीमायां ॐ अः

ठाकुर स्तुतघणादेव दिव्यभाव विभावितः ।  
 भूत्वा प्रसन्नवदना वरामयकरा तदा ॥ २४  
 अपूर्वज्योतिषां मध्ये कालिकायाः स्वरूपक ।  
 स्वात्मानं दर्शयामास भक्तेभ्यः कृपया प्रभुः ॥ २५  
 श्रीरामकृष्ण रूपाया स्तदा ते भक्त सत्तमाः ।  
 कालिकाया जगन्मातुः सच्चिन्मय्याः पदान्बुजे ॥ २६  
 पुष्पाञ्जलिं सम्प्रदाय कृतार्थाद्यभवं स्तदा ।  
 श्रीरामकृष्ण लीलेयं कासीरूपा सनातनो ॥ २७  
 पदं श्यामपुष्करिण्यां यत्किञ्चित् सुस्यतां गते ।  
 प्रभौ तदासरकारेण श्यानादस्मान्महाखात् ॥ २८

"Why should I worship the Goddess disregarding the living God I see before me?" Being inspired with this thought Sri Girish Sen worshipped with great ardour the the feet of Thakur. At once Thakur transformed himself into the shape and appearance of the Goddess with divine brilliance, and showed his Divine self to his disciples who felt themselves blessed and worshipped the feet of Thakur in the shape of Kali. When Thakur felt a little better at Shampukur, Sarkar thought that it would be better if Thakur be removed from that house which was so full of noise and lacking in the ventilation, 22 to 28

অন্যলীলায়াং ৩ম অঃ

সেই ভক্ত গিরীশ মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে প্রত্যক্ষ দেবতা ভগবান ঠাকুরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য দেবতা কালীর ভজন করিব। এইরূপ প্রাণের আবেগ বশতঃ সেই সময়ে গিরীশ মা মা এই কথা বলিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তি পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন। ঠাকুর ও ভক্তগণের দ্বিধা ভাবে বিভাবিত চতুর্ভুজে ঋগুয়জুসং বর এবং অস্তর কবা হইয়া প্রসন্ন বদনা প্রভু নিজকে অপূর্ব জ্যোতির মধ্যে রূপা, পূর্বক ভক্তবৃন্দকে কালিকার মূর্তি দর্শন করাইয়া ছিলেন। তখন সেই সকল ভক্তবৃন্দ রামকৃষ্ণ রূপিনী কালিকাকেই স্ব স্ব হৃদয়ে মনে করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ২২।২৩২৪ ২৫।২৬

ঠাকুরের কালী মূর্তি ধারণ ইহা একটি সনাতনী লীলা হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে শ্রাম পুরুষে কিঞ্চিৎ স্তম্ভ হইলে সরকার বলিয়াছিলেন এই স্থান কোঁচোচল পূর্ণ বসন্তঃ ২৭।২৮

ভক্তমুক্তা যাতুমন্ত্যাত্মান্যত্র মাযুমন্ত্ৰী  
 স্যানি গতি যুর্মা মন্যে যবমুক্তা তিরীযতঃ ॥ ২৫  
 কনিফাতা বহির্ভাগী গমনঃ স্তম্ভ রোচত।  
 বীণাগীত মন্যমান স্তম্ভমন্ত্যাত্মান্যত্র মঃ ॥ ২৬  
 স্তম্ভমন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মঃ ॥  
 দ্বিত্যটিকাভ্যন্তরে তু মিলিতঃ স্যানিমুক্তমঃ ॥ ২৭  
 শুটীয়া কনিফাতায়াঃ কাগোপরাষ্ট্র পতনঃ  
 স্তম্ভমন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মঃ ॥ ২৮  
 স্তম্ভমন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মঃ ॥  
 স্তম্ভমন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মন্ত্যাত্মান্যত্র মঃ ॥ ২৯



পদ্মলোলায়াং ওম শ্রী:

বাসায় শ্রীভগবতো রোগোপশম হৈতবে ।

ফলপুষ্প সুশোভাট্য বহুত্বচ সমন্বিতা ॥ ২৪

হৃদয় বহুহৃদয়তা সুপ্রসূতাঙ্গনা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তানাং মাতৃনামপি সংস্থিতিঃ ॥ ২৫

So he advised that Thakur should be removed outside Calcutta to a place with sufficient light and air. In a few days the disciples searched out a house at Cossipore. The house was owned by Gopal, son-in-law of Maharani Katyayani. It was a two-storeyed house with several spacious rooms, surrounded with a garden, quite suitable for his disciples to stay in and also for Sri Ramkrishna to live a quite, happy and peaceful life. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

এক উত্তম বায়ু না থাকায় যে স্থানে সূর্য্য কিরণানিতে উদ্ভাবিত অর্থাৎ খোলা জায়গা মাঠ বা বাগানানিতে অবস্থান করা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। আমার মতে কহিকাত্তর অনতি দূরে থাকাই ভাল। এই মত করিলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা মনে করি। ২৯।৩০

ভক্তবৃন্দ ডাক্তারের কথা শুনিয়া সেইরূপ গৃহের সন্ধান ২৩ দিনের মধ্যেই একটি উত্তম স্থান পাইয়া ছিলেন। কলিকাতার উত্তরাংশে কান্দিপুর নামক স্থানে ৮সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দিরের নিকটে মহারানী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগান বাড়ীটিই ভক্তগণ

অন্তরলীলার্য্য তম অ:

দ্বির করিয়াছিলেন এই বাগানের মধ্যে দ্বিতল বিস্তৃত বাড়ীতে ঠাকুরের অবস্থান হইলে রোগ মুক্তির বিশেষ সম্ভাবনা বাগানটি ফল পুষ্প স্নোভিত বৃক্ষ সকল এবং বড় বড় বহু গৃহ গৃহাঙ্গন প্রশস্ত উন্মুক্ত বায়ু নির্জন শান্তিভাব অতএব স্থানটি অতীব রমণীয় ঠাকুর সেবক ও সেবিকা প্রভৃতির সকলেরই অবস্থান অতি উত্তম হইবে। ৫১ হইতে ৫৫

মধেদয়স্নানন্দময়ী তদুদ্যান' মনস্কর' ।

'সর্বোপরি ঠাকুরস্ব্য বাসগৃহ' স্ফুটপিত' ॥ ৩৬

তত: কোদণ্ড সংক্রান্তগা: পূর্বে ঽঙ্কি গুম্বচণ্ডিকা ।

শ্রীসারদা পুরস্কৃত্য স্নানপুষ্করিণী গৃহাৎ ॥ ৩৭

সর্বমঙ্গল দাতার' প্রভু' তে শিবিকান্তর' ।

নৌত্বা কুর্ষ্বত ধৈ যাত্রা কাশ্যপুর গৃহ' প্রতি ॥ ৩৮

সুখপালিত সন্তানাদিনিলা' যুবকায় ধৈ ।

সাক্ষাৎ শ্রীমুতনাথস্ব্য সেবা' মৃতগণৈর্বধা ॥ ৩৯

তথা তৎ সিবনৈবধা: স্নানাহার বিবীজ্যতা: ।

কুর্ষ্বন্তি ভক্তিভাবেন মৃতসুততয়ৈ কপৈশ্বয়: ॥ ৪০

দৃষ্টেব' শ্রীনরেন্দ্র স্নানাহার্য্য সবিধে মনস্কর' ।

গীতগোবিন্দাদিনা সর্বান্ পরিতোষ মহামতি: ॥ ৪১

ভক্তসাহসর্জন' সেবা' কার্য্যমাস সুব্রত: ।

স্নাতমেব' শ্রীনরেন্দ্রনায়েন ত্রিদিগতাত্মনা ॥ ৪২

On the day before the last day of the month of Agrahayana, with Sarada Devi going ahead, and Shri Ramakrishna inside a palankin, all the disciples left the house at Shyampukur for

অম্মতালীভায়া ওম অ:

Cossipore. The young men who were born and brought up in wealth and luxury were always eager to serve Thakur without the least care for themselves. On seeing this Narendranath encouraged them by pleasing them with songs and music. For Narendranath felt that if the young men would find joy in doing their service his end would be achieved. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সেই বাগান বাড়ীর উপরিস্থ গৃহে ঠাকুরের অবস্থান হইবে এইরূপ নির্ধারিত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের ২১ দিন থাকিতে সর্বমঙ্গলা মাতা সারদাসেবাকে অগ্রে লইয়া সর্বমঙ্গলময় ঠাকুরকে ভক্ত সকল শিবিকা মধ্যে আরোহন করাইয়া কানীপুরাভিমুখে বাজা করিয়াছিলেন। ধর্মীর সন্তান অতএব সুখ লালিত যুবক ভক্ত সকল সাক্ষাৎ ভূতনথের সেবা ভূতগণ যেরূপ করিয়া থাকেন। ভূতভাব মুক্তির জন্য কৃপা প্রার্থী হইয়া যেরূপ সেবা করেন। সেইরূপ যুবক ভক্তগণ ঠাকুরের সেবায় সসব্যস্তে স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৩৬ হইতে ৪০

মনা প্যানন্দযুক্তানি যুবকানো ভবন্তি চেত্ ।

তর্হ্যস্মাক্ কার্যসিদ্ধির্মবেদেব ন সংশয়: ॥ ৩৬ ॥

एकोपरि बहुकार्यं भारदानी कृते सति ।

नैकमपि मुमम्भन् भवेत् कार्यं सुनिधित ॥ ৩৭ ॥

অন্তান্নোলায়াং ২ম অঃ

অতঃ সর্বকর্ম্যে বিভ্রো নরেন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠ সাধকঃ ॥  
 এক যিকিৎসকাগারিচ্ছৌপধানযনায বা ॥ ৪৫  
 অন্যঃ পথ্য সংগ্রহার্থং বিতর্টার্থং মন্য এব বা ।  
 এব' নিযোজিতাঃ সর্ব্বং যুবকাদৌ মহাকলা ॥ ৪৬  
 ঘটৌঘন্ব' দারমিক' চালিতস্ব' দ জনৈর্যদি ।  
 তর্হি বহুত্বণ' যাযত্ গতিস্তস্য ভবেদিতি ॥ ৪৭  
 তদ্বদন ভগবতঃ সেবা তেন প্রচালিতা ।  
 তবস্থা ষট্চিনঃ সর্ব্ব' কুর্ন্বন্নর্থ' সহায়তা ॥ ৪৮  
 তদোক্তঃ শ্রীবলরামষ্টাকুরেণ কৃপালুনা ।  
 ত্বমেব মম পথ্যাদিদ্রব্য' সংযোজয়িষ্যসি ॥ ৪৯

Narendranath was wise enough to give different charges to each of them. One was employed to get the medicine, another to get the diet and some other to collect money. Thus everything was managed smoothly and peacefully. The people of the locality donated generously for the purpose. Thakur asked Balaram to procure his diet. 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ সেবিয়া সেবক চূড়ামণি নরেন্দ্রনাথ নিজ নিকটে আনিয়া গীতবাছাদি দ্বারা সস্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্ধন করাইয়াছিলেন । ৪১।৪২

## অন্তরালীলায়া ওম অঃ

নরেন্দ্রনাথ আনিতেন যদি যুবকগণের মন আনন্দে থাকে তবে, আমাদের কার্য সিদ্ধির কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। একজনের উপর বহুতর কার্য ভার অর্পণ করিলে একটি কার্য ও হ্রস্বসম্পন্ন হইবে না। ইহা ঐক্য সত্য। অতএব সর্ব কার্যে অভিজ্ঞ নরেন্দ্রনাথ কোনও একটি যুবককে ডাক্তারের গৃহে ঔষধ আনিবার জন্য কাহাকেও বা পথ্য সংগ্রহের জন্য অথবা একজনকে অর্থ সংগ্রহের জন্য এইকপ ভাবে সর্বব্রত্বেষ্ঠ সাধক মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ যুবক বর্গকে বধারীতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৪৩ হইতে ৪৬

যেমন ঘড়ীতে একবার দশ দিলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলে। সেইকপ এখানে ঠাকুরের সেবা ঠিক ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। এবং কানীপুর নিবাসী বহু গৃহস্থ বহু প্রকার সাহায্য করিয়াছিলেন।

এবংসকাল ঠাকুর সেই সময় বলরাম বহুকে বলিয়াগিলি তুমি আমার পথ্য সংগ্রহ কর। ৪৭, ৪৮, ৪৯

তথৌদারবুদ্ধিয়ুত সুবিন্দ্রনাথ সেবকঃ ।

ভক্ত স্বত্বমস্য গৃহস্য ধ্বামিনঃ পরিতোষয় ॥ ৫০

দৃষ্টীতঃ সুচ, সানন্দঃ তাভ্যামপি গুরোর্বচঃ ।

এবঃ শ্রীঠাকুরনৈব ব্যাবস্থা সুনিচপিতা ॥ ৫১

তত্র কাশীপুরোদ্বানে পূর্বতঃ পরমাत्मনঃ ।

সুস্থতামবলোক্যেব মক্তাস্তে ঐতৌব, নান্দিতাঃ ॥ ৫২

পরন্তু পরিচর্য্যান্তে লিপ্তাঃ মজনসাধনে ।

নরেন্দ্রনাথ প্রমুখাঃ মক্তাঃ কতিপয়াসতে ॥ ৫৩

একত্র মিলিতাঃ সর্ব্ব মজনীয় কথান্তরে ।

মক্তচুড়ামণিঃ প্রাচ্চ মক্তমহল হিতবে ॥ ৫৪

অন্ত্যলৌক্যায় ৬৪ অঃ

নিত্যধ্যান' যয়' কুম্মোগিহাম্মন্তর' স'স্থিতাঃ ।

অদ্য' মচ্ছাবিনিমিত্তানাং' নাগাসচ্ছাসিনাং' মটক্ ॥ ৫৫

মজাঃ' শ্রীমগবন্ত' বাসনে'ণা' মমোদিতা ।

মচ্ছ' বা' কুম্ম' প্রাপ্তাসামঃ' স'স্থিত' সাধুমম্মত' ॥ ৫৬

Surendranath was asked to pay rent of the house. Both of them gladly accepted their charges. The disciples were happy to see Thakur improving in his health. Some of them headed by Narendranath devoted themselves to holy pursuits after discharging their services to Thakur. In course of holy discussions Narendranath said, "Usually we meditate in a room. Today I intend to emulate the practice of naked ascetics with bodies smeared with ashes. But, how can the holy ashes be available?" 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

এবং উনার ব্যক্তিকৃত সুরেন্দ্রনাথ ভক্তকে বলিয়াছিলেন তুমি যর ভাড়া দাও। নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র ইহারা দুইজনে আনন্দের সহিত শুক বাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫০

এইরূপভাবে ঠাকুর নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়াছিলেন। সেই স্থানে ঠাকুরের পূর্বাপেক্ষা যোগের উপশম দেখিয়া ভক্তবর্গ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৫১৫২

অন্তরলোচনায়াং ৬৪ অঃ

পরন্তু ঠাঁদরের সেবা ও শুশ্রূষার প্রার্থে ভক্ত নরেন্দ্র প্রকৃতি ভক্ত  
দ্বন্দ্ব সাধন ভঞ্জন লিখ হইয়াছিলেন । ৫৩

ভক্ত সকলে ভঞ্জন বিষয়ের কথার বার্তার মধ্যে ভক্ত প্রার্থে নরেন্দ্র  
নাথ ভক্ত সকলের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছিলেন আমরা প্রতিদিন গৃহের  
মধ্যে থাকিয়া ভঞ্জন সাধন করিয়া থাকি । অথ আমরা নাগা  
সন্ন্যাসীদের মত হাঠে মাঝিয়া ভঞ্জন করি । আমার মনে আজ এইরূপ  
একটি ইচ্ছা হইতেছে । কিন্তু বিগত সাধুগণের অনুমোদিত ভঙ্গুই বা  
আমরা কোথায় পাইব । ৫৪।৫৫।৫৬

एवं विचिन्ता ते सर्वं भक्ता वास स्वभावंकृताः ।

तामाहु भक्तान् गृह्य कृत्वा माते विलीपनम् ॥ ५३

आनोय शृङ्खपत्रानि प्रत्वात्ताम्रिं समुत्थनम् ।

पद्मासनेषीपविद्य कोपीनमात्र धारिणः ॥ ५८

नेत्रे निमग्न্য ते सर्वं ध्यानमग्ना मदा भवन् ।

तत्रাज्याहुति योगাत् साध्यनिशिश्वाभ्यবর্জিত ॥ ৫৮

एवं पूर्वसंस्कारता योमना दग्धता मदाः ।

तयात्र श्रीठाकुरस्य लपया कामगूयता ॥ ৬০

प्राप्तवन्तः शेषकास्तৌ नित्यशुद्ध चिदात्मता ।

मायया देहনম্বন্যৌ লৌচানাং সম্ভবেদিতি ॥ ৬১

অপরোক্ষোপ দ্রাৎবাপি শ্রনরেন্দ্রোঃ সমাশ্রয়ান্ ।

জনকস্য ব্যবহারজোবিনঃ স্বর্গমাৎ পরং ॥ ৬২

विजिषुं यदा विद्वत्तिमल्यमापद्यन्ति ।

आनोय तदुपयोगि यस्या विज्ञेन मद्यनि ॥ ৬৩

অস্ত্রান্নোলায়ী ওম অঃ

They collected ashes left after smoking tobacco and smeared their bodies with it. They also made fire with dried leaves and wore a piece of cloth to gird their loins. Then they sat all around the fire and meditated with closed eyes. By doing so they purged themselves of all impurities and attained divine wisdom. After the death of his father Narendranath began to study books of Law with a view to take up the profession of a lawyer like his father. 57 to 63

বঙ্গানুবাদ :

এইরূপ ভাবিয়া বালকের মত উদার স্বভাব ভক্ত সকল তামাক খাইলে যে সকল ছাই হয় সেই সকল ভস্ম সংগ্রহ করিয়া নিজ নিজ গাত্রে লেপন পূর্বক শুষ্ক পত্র সকলকে ধনী স্থানীয়রূপে অগ্নি সংযোগ করতঃ প্রত্যেকে পদ্মাসনে বসিয়া কেবলমাত্র কোপীন ধারণ করতঃ চক্ষুঃস্বয় মুদ্রিত করিয়া সকলেই ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। ৫৭।৫৮

স্বতাহতি বশতঃ সেই অগ্নি শিখা বিশেষ ভাবে বর্জিত হইয়াছিল। এইরূপ ভাবে ভক্ত বর্গের পূর্ব পূর্ব জন্মের সংস্কারজাত বাসনা সকল দৃঢ় হইয়াছিল। এই স্থানে সেইরূপ সেবক সকল ঠাকুরের কৃপায় নিষ্কাম হইয়া নিত্য শুদ্ধ পরব্রহ্মের মায়া ঘারা জীব সকলের এইটি সাক্ষাৎ রূপে জানিয়াও এই আত্মারাম নরেন্দ্র ব্যবহারজীবী পিতার স্বর্গ গমনের পর নিজেও ওকলাতি বৃত্তি করিবেন বলিয়া তদুপযোগী বহি



অন্যকীনায়াং ওম অঃ

সকল আনিয়া ঠাকুরের সেবা শুভকার সমাপনায়ে নিম্ন গৃহে বাইয়া  
সংসারের অভাব মোচনের জন্য সেই সকল গ্রন্থ পড়িতেন ।

৫৯ হইতে ৬৬

সেবাবকাশ সমবেচকার পঠনং প্রভোঃ ।  
সংসারামাবমুক্তিয তয়াহুতগা মবিত্যতি ॥ ৬৪  
ইতঃ পূর্ব্বং নরেন্দ্রস্য দক্ষিণেশ্বর সস্থিতিঃ ।  
নদৈকস্মিন্দিনে দেবো নরেন্দ্র মিদমববীত ॥ ৬৫  
ত্বমাদৌ মাহু স্মাতাটেরথস্য স পদং কুরু ।  
ততোহুত্বা করিত্যামি জ্ঞানানন্দ স্বরূপকং ॥ ৬৬  
যৌ মরৌ মৌমকান্তারে পর্ব্বতে পথিদুর্গমে ।  
নৌকাং চালয়িতুং যত্নঃ ক্রৌ বেতি তস্য যৌগলং ॥ ৬৭  
দুর্ভোধ্যা মগবক্ষীলা ইতি শাস্ত্রস্য মাযণং ।  
এব শ্রীঠাকুরেখোক্তঃ সেবকানী হিতায় বৈ ॥ ৬৮  
একস্মিন্দিবসে ক্রমাৎকৃত্যে ন সমৌ মহান্ ।  
শ্রীনরেন্দ্রঃ সময়াত শ্রীগিরায়স্য সঙ্গনি ॥ ৬৯  
একবস্ত্র নগ্নবাদঃ পৃষ্টোহীতু তদাশদত্ ।  
মায়ামাংতুর্বিধীগিত্বা হি বৈক পুত্র সশ্রবাৎ ॥ ৭০

In liesure hours he would study the law books with a view to maintaining his dependents by earning money by the profession of a lawyer. During his stay at Dakshineswar Thakur once said to Narendranath, "You should arrange first for the maintenance of your dependent mother,

অন্যলীলায়া ওম স্ব:

brother and others. Thereafter I shall impart divine knowledge and wisdom. Inscrutable are the ways of God by whose grace we can safely pass through deserts, vast expanse of waste land, inaccessible mountains and troubled waters." One day Narendranath appeared like a mad man in the house of Girishchandra and said that his mother had breathed her last and a child was born to him. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

ইহার পূর্বে নরেন্দ্রের সন্ধিগেহে অবস্থান সময়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন। তুমি সর্বোপায়ে যা ও তাই বোনদের অন্ন সংস্থান কর। পরে আমি তোমাকে আমার জ্ঞানানন্দ স্বরূপটি দিব। যিনি মরু ভূমিতে, ভয়ঙ্কর বনে, পর্বতে, বা দুর্গম পথে নৌকা চালাইতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে কি কে জানিতে পারে। ৬৪ হইতে ৬৭

অত্যন্ত কষ্ট করিয়াও কেহ ভগবানের লীলা বুঝিতে পারে নাই। ইহা শাস্ত্রের কথা। ঠাকুর শিষ্ট বর্গের শিক্ষার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ৬৮

হঠাৎ একদিন ঝালি পারে এক বস্ত্রে নরেন্দ্র পাগলের মত হইয়া ঠাকুরের পায় ভক্ত গিরীশচন্দ্রের গৃহে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এইরূপ অবস্থার কারণ কি গিরীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলে নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন আমার অজ্ঞানরূপিনী মাতার মৃত্যু এবং বিবেক সূক্ষ্ম পুত্রের আবির্ভাব দশতঃ সম্প্রতি আমার অশৌচ বশতঃ আমি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। ৬৯।৭০

अन्त्यकीर्त्यां ८२ अः

अधुना शीघ्रयुक्तत्वा देव' वेशीमया धृतः ।  
 गिरीशस्यानुरोधेन विश्रम्य तद गृहे चण' ॥ ७१  
 काशीपुरस्थमुद्यान' गत्वा श्रीगुरवे तदा ।  
 विनिवेद्य स्वमात्मान' प्रभोः श्रीपादपद्मयोः ॥ ७२  
 अन्तिकेदण्डवद्भूमौ यावज्जीव' पपात सः ।  
 श्रीनरेन्द्रो गृह' स्थित्वा कैवल्यायममाविशत् ॥ ७३  
 अधिष्ठान' भगवतो यतो भक्तद्वदि ध्रुव' ॥  
 तेषां जाति विचारो न कर्तव्य' धार्मिकैर्जनैः ॥ ७४  
 देवतैरपि पूज्यास्तु भक्ताहि भगवत् पराः ।  
 अतोऽस्य श्रीनरेन्द्रः श्रीराखासराज सेवकः ॥ ७५  
 बाबुरामो योगीन्द्रश्च नित्यसिद्धा भवन्तामौ ।  
 ईश्वरकोटयो ह्येते बुद्धमुक्त स्वरूपकाः ॥ ७६  
 उत्तरायण संक्रान्तां गङ्गासागर संगमे ।  
 आत्मा श्रीकपिल' देव' दृष्ट्वा नीलाचले प्रभु' ॥ ७७

From the house of Girishchandra, Narendranath went to Cossipore and met Thakur. He dedicated himself to holy pursuits and left his family life for good. The heart of a holy man is the abode of God. Hence, all devotees are regarded as caste-less and adored even by gods for their holiness. Narendra, Rakhraj, Baburam and Jogindra were endowed with divine wisdom and freedom from all bondages.

অন্যলীলায়া' ৩ম অঃ

Brother Gopal took his holy bath at Ganga-sagar, visited the temple of Jagannath at Puri.

- 71 to 77

বঙ্গানুবাদ :—

গিরিশ বাবুর অনুযোখে কিছুকণ তাঁহার গৃহে থাকিয়া তৎপরে কানীপুরের বাগান বাটিতে গুরুপাদপদ্মে বিলুপ্ত হইয়া বাবুজীবনের মত আত্মবিক্রম করিয়াছিলেন। ৭১।৭২

সেইদিন হইতে শ্রীনরেন্দ্রগৃহস্থাত্মম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসাত্মনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৭৩

যেহেতু ভক্ত হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান বিশেষভাবে হয়। ইহা প্রব সত্য। এবং সেইসকল ভক্তের জ্ঞানি বিচার ধার্মিকগণ করেন নাই। ভক্ত সেবতাদেরও পূজ্য এবং ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ৭৪

অতএব ঠাকুরের লীলাক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ, বাবালরাজ, বাবুদাম, যোগীন্দ্র প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হইরা নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এবং ইহারা বুদ্ধগুণ স্বরূপ। ৭৫।৭৬

উত্তরারণ সংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান ও কপিলমুনি দর্শন পরে নীলাচলে পুরুষোত্তম কেত্রে প্রভু সগম্মাখ দেবের দর্শনান্তে। ৭৭

সগম্মাখমর্চয়িত্বা কলিকাতাষ্ম পত্নিনী ।

দৃষ্টানন্দময়ী কালী কালীঘটে সমন্থিক ॥ ৩৮

অত্র মাগীরথী তাঁর সাধুসম্মাখি মিস্ত্রিকাঃ ।

স্থিত্বা কিয়দিন মর্জ্ব স্ব স্ব স্থান পুনর্গতাঃ ॥ ৩৯

স্নাতা নীপাল দৃষ্টেব পমোবিমিষ্ট সেবকঃ ।

গৈরিক বস্ত্র বদ্রাচ মালা কমণ্ডলু স্থায়া ॥ ৪০

পদ্মাস্ত্রোতায়া ৩ম অঃ

দাতুকামঃ সন্ন্যাসিময়ো জিহ্বাসিতে তদা প্রমী ।  
 প্রমুনোক্তা যুবকা মে সন্তানাঃ সন্তি সাধকাঃ ॥ ৮৭  
 সন্ন্যাসি সহস্রনিম' প্রত্যেক' নাত্র সংয ;  
 ত্বয়া সম্পূজিতেষু সিদ্ধি' প্রাপ্স্যসি ত্ব' ধ্রুব' ॥ ৮২ .  
 গোপাল ভ্রাতা স্তুত্বৈব' ঠাকুরস্য বচ স্তদা ।  
 আশ্রয় যুবকান্ মন্তান সকলানপি যত্নতঃ ॥ ৮৩  
 ত্যাগ পবিত্রতা চিহ্ন' মৈরিক' বসনাদিক' ।  
 শাস্ত্র' মূষণ' দত্তা শোধিতস্ব করৈঃ প্রমীঃ ॥ ৮৪

He also visited the temple of Goddess Kali at Kalighat in Calcutta. On seeing many mendicants and saints on the bank of the Ganges he desired to give them cloth, water pans and beads. On learning his desire Thakur advised him to give all things to his young disciples, each of whom was equal to thousand of holy men. Accordingly Gopal welcomed the young disciples and distributed all those things among them. 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :—

কলিকাতায় কালীঘাটে কালী মর্শন করিয়া ভাগীরথী তীরে সাধু সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণ মিন কয়েক অবস্থান করিয়া পুনরায় নিজ নিজ আশ্রমে গমন করেন । প্রভুর বিশিষ্ট সেবক আমাদের গোপাল দাদা গঙ্গতীরে সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিয়া তীর্থাঙ্গিকে গৌরিক বস্ত্র,

অন্নালীলায়াং ৩ম অঃ

রুদ্রাক্ষের মালা ও কমণ্ডলু দিবার জন্য ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন। আমার পরম সাধক যুবক সন্তানগণ আছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি যুবক সহস্র সন্ন্যাসী সদৃশ। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি ঐসকল দ্রব্য দিয়া উহাদিগকে সন্মান করিলে তুমি নিশ্চয় সিদ্ধিলাভ করিবে ইহা ঐশ্বর্য সত্য। ৭৮-৮২

ঠাকুরের কথা শুনিয়া গোপালদাদা যত্নপূর্বক যুবক উত্তমকলকে অঙ্গান পূর্বক সামরে ত্যাগ ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ সেইসকল গৈরিক বস্ত্রাদি ঠাকুরের হস্তে সংশোধিত ভঙ্গলিগু যুবক সন্ন্যাসীদিগকে মান করিয়া গোপালদাদা কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৮৩-৮৪

ঠাকুর গোপালের কার্য দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৮৫

নৈ সন্ন্যাসিতম্ভাঃ সৰ্ব্বৈঃ দ্রব্ধৈঃ স্ত্রীঃ পরিতোষিতাঃ ।

হৃদ্বা গোদাস্ত জল্যন্ত সুদমায স ঠাকুরঃ ॥ ৮৬

কিস্ত্বহৃদ্বার নিধনং সুদুষ্করং মতং মম ।

শ্রীঠাকুরো বিচিন্ত্যৈব চিকীর্ষং মান বর্জিতান্ ॥ ৮৭

মিস্ত্রাটনে দ্রেসিতবান্ নিলিন্ঠাঠাকুরো মদান্ ।

সন্ন্যাসি বৈশমাশ্রিত্য যদা সৰ্ব্বৈঃ বহির্গতাঃ ॥ ৮৮

সহ'শজাঃ সুশিখিতাঃ সন্তাননিচযাঃ প্রমোঃ ।

পাসুকামা মগবন্ত' সেবা বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ ॥ ৮৯

বিম্বস্ব জননো সাশ্বাদবপুর্নং সারদা ।

হৃদ্বা পাদিনতান্ সুত্রানামীর্ষদি স্বরূপকং ॥ ৯০

অসমর্থং তেভ্যো'দাম্বাতা কিঞ্চিন্দৈশ্বরী ।

মিস্ত্রুকানাং ন মর্যাদা নাস্তি মানাপমানকৌ ॥ ৯১

অস্ত্রলোলায়া' ওম শ্ৰ:

কদম্বি: সাদরোক্তির্বা জনানাং সমতাং গতে ।

দীনদীননিমা যান্তি মিচ্ছুকাস্তে গৃহং গৃহং ॥ ৫৭

ময়া তে তাড়িতা: কুত্র কুত্রবাসন্ পূজিতা: ।

মিচ্ছালব্ধান্বসা মাताप्यত্র' সম্বাদ্য যত্রত: ॥ ৫৮

Thakur became much pleased to see that Gopal had done as he was asked to do. With a view to curbing the egoism of his disciples, Thakur sent them out to beg alms from door to door, in the guise of ascetics. At first they approached Sarada Dēvi with their heads bent down to her feet. Sarada blessed them with alms. Beggars' have no dignity, prestige or respect. They move from door to door with all humility. They receive harsh words and kind greetings with equanimity. Sometimes they are driven out and sometimes cordially welcomed. They thus collected some rice and gave it to Sarada Dēvi who cooked it carefully. 85 to 92

বক্তাবাদ:—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সৎসঙ্গীভূত ধর্মীর সন্তান যুবক ভক্তবৃন্দসকলের সেবা ও মৃত্যুর বৈরাগ্য দর্শনে ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়াছিলেন উপস্থিত ইহাদের অভিমানশূন্য প্রয়োজনে ভিক্ষার জন্ত বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভক্তবর্গ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণপূর্বক বহির্গত হইবার সময়

অন্ত্যলীলায়াং ৬৪ অঃ

জগজ্জননী অম্লপূর্ণা সঙ্গী বিধেয়বী মাতা সারদাদেবী পাদনত গর্ভজাত  
পুত্রতুল্য সন্তানগণকে আশীর্বাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল ও ২১টি পরস  
তীহাদের ভিক্ষার ঝুলি মধ্যে দিয়াছিলেন। ভিক্ষুকদিগের মান  
অপমান ও মর্যাদা কিছুই নাই। লোকসকলের কটু কথা বা সাদর  
সম্ভাষণ সমান মৌন হৌন ভিক্ষুকসকল প্রতিগৃহেই যাইয়া থাকেন।  
কোথাওবা তাড়িত হয়েন কোথাওবা পূজিত হয়েন। এইরূপ ভাবে  
ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দ্বারা মাতা সারদা শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রস্তুত  
করিয়া। ৮৬২২

ঠাকুরায় দদৌ দেবো স্বীষ্টদেবায় ভক্তিতঃ ।

সানন্দং ঠাকুরোঽন্যস্য গৃহীত্বা ভাগমধিম' ॥ ৮২

তদন্ন সম্বর্ধনায়' দ্রুতবান্ মস্তকে প্রমুঃ ।

লীলীয' শ্রীভগবতঃ সন্তানানর্থ' মৌচনা ॥ ৮৪

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত  
পারমহংস্যাং সহিতায়াং ব্রহ্মভক্ত শ্রীসুন্দরস্য দুর্গাপূজা তথা ঠাকুরস্য  
কালীপূজায়াং কালীরূপ ধারণ' নরেন্দ্রস্য সন্ন্যাস ধর্ম' গ্রহণ' তথান্য-  
ভক্তানামপি মানাদমান দূরীকরণরূপীঃ সন্ত্যলীলায়াঃ সপ্তমোऽধ্যায়ঃ ॥

৩ ॥

Sarada Devi offered it to Thakur who gladly  
accepted it and held it on his head. Thus  
Thakur got his disciples rid of spiritual evils.

93 to 94

Here ends the seventh chapter of Antyalila  
of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by  
Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৭৫.



অন্তঃসীল্যায়ী ৩ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

ভক্তিৰ্বপুৰ্ণ নিজ ইচ্ছা দেবতা ঠাকুরকে অৰ্পণ করিয়াছিলেন ।  
ঠাকুরও সেই অম্লের অগ্রভাগ আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া জগতের  
অন্নবৃদ্ধির জন্য মন্তকে ধারণ করিলেন এবং সন্তানগণের কামনাশূন্য  
জগত্বে এই লীলা করিয়াছিলেন । ৯৩৯৪

শ্রীরামেন্দ্র স্তম্ভের ভক্তিভীৰ্ব বিবৰ্ণিত স্বামকৃষ্ণভগবতে অন্তঃসীল্যার  
নপ্তম অধ্যায়ে সেবক সুরেন্দ্রনাথের দুর্গাপূজা ঠাকুরের কালী পূজার  
কালী মূর্তি ধারণ নরেন্দ্রানি ভক্তস্তম্ভের সম্মান গ্রহণ এবং অচ্ছা  
ভক্তগণের অভিমান দূরীকরণ বলা হইল । অঃ ১ অঃ ৯

অন্তঃসীল্যায়ী ৮ম অঃ

অস্মাক' শুদ্রব্রহ্মীনা' চিত্তাকর্ষণং হৈতবে ।

বালবদাচার যুতঃ শ্বয়ং সৰ্ব্বম্মরোমহান্ ॥ ১

তস্যামাশং দদৌ দেবঃ কদচান কদাচন ।

প্রমত্তে বা দিনান্তে বা ভোজনে শয়নেঽপি বা ॥ ২

মগচ্ছরণং কুর্যাদিত্যুক্তে ঠাকুরেণ হি ।

ভক্তং গিরীশচন্দ্রেণ স্বভাবদোষতো যদি ॥ ৩

নাহং স্মৰ্ত্তুং সমর্থঃ স্মা মতং কলদবাক্যলঙ্ঘনে ।

অপরোধৌ ভবিষ্যামি ন সম্ভবেদিদং ময়ি ॥ ৪

এবমস্য গিরীশস্য প্রমুঃ সরনয়া গিরা ।

প্রোতস্তা' সমুবাচৈব যদি স্মৰ্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ৫

তৌহি প্রতিমিধিত্বেন পরয় মাং হি সাম্প্রত' ।

প্রত্যহং ত্বম্ স্বরূপোঽহং ভূত্বা স্মরামিহীম্মত' ॥ ৬

এবমুক্তে মগবতি গিরীশেনানুমোদিত' ।

স্বস্য যত্ করণ্যেয়মাত্ সৰ্ব্বমম্মে সমর্পিত' ॥ ৭

অন্তঃসীলার্যাম বাঃ

For spiritual amelioration Thakur would sometimes advise to remember God at sur-rise and sun-set and also at the time of taking meals and going to bed. At this Girish chandra said, "It is not possible for me to abide by this instruction as I am sure to be guilty of violating your instruction due to my bad habits." Thakur became much pleased with such straight-forward confession and said, "Well if you cannot do it, I may be authorised to do it for you." Girish chandra agreed and made over all the charges of memorable things to Thakur.

1 to 7

বঙ্গানুবাদ :-

অতি অল্পবুদ্ধি আমাদের মনের আকর্ষণ জ্ঞান বালক খডাব স্বয়ং ঠাকুর সর্বজ্ঞ হইলেও মনের শুদ্ধির জ্ঞান কিছু কিছু আভাস কখন কখন আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিতেন। সকালে বা সন্ধ্যায় ভোজনে বা শয়নে ভগবানের স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য। ঠাকুর এই কথা বলিলে ভক্ত গির্দিশ এইরূপ বলিয়াছিলেন। খডাবেই দেখে যদি আপনার কথা স্মরণ করিতে না পারি তবে অপব্যয় ব্যাকুলমনে নিশ্চয় অপরাধী হইব। অতএব প্রতিদিন স্মরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ১১২৩৪

ଅନ୍ତାଘାତୀୟାଂ ଘମ ଅ:

ତବ ମୁଦ୍ରାତି ଆସାଦେ ପ୍ରତିନିଧି ଦାଓ । ଆମି ତୋମାର ହୈସା  
ପ୍ରଭାବ ଅବନ କରିବ । ଠାକୁର ଏହିକ୍ରମ ବାଜିଲେ ଗିରୀମ ବାଜିଆହିଲେନ  
ତାହାଦେ ହଠକ । ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଣୀୟ ବା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଗିରୀମ ମିଶାହିଲେନ ।

୫୬୭୧.

କିନ୍ତୁ କିଛିଦିଚିନ୍ତ୍ୟେବ ଗିରୀମ ସ୍ତତ୍ପରଚ୍ଚଣେ ।  
ସଦାଚ ଠାକୁର' ତେନ ଯଦଧ:ପତନ' ମମ ॥ ୮  
ଭବେତ୍ତଃଃ ତଦାକ୍ଷୟଞ୍ଚରଣ' ଯାମି ତଦ୍ଦ ।  
ତ' ତଦା ଠାକୁର: ମାହ ଚିତହାସ୍ୟ ପୁର:ସର' ॥ ୯  
ବିପଦହୋନସ୍ୟ ସର୍ପସ୍ୟ ଦେଶନେ ନ ବିପକ୍ରିୟା ।  
ଭବେଦତୋନର: କୋଽପି ସୃଷ୍ଟ୍ୟୁ' ମାପ୍ରୋତି ନିଧିତ' ॥ ୧୦ "  
କିନ୍ତୁ ମହା ବିପଦରୋ ଯଦି ଜନ୍ତୁ' ମଦ' ଯତି ।  
ତତ୍ତ୍ୱଚ୍ଚଣାତ୍ତସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟ୍ୟୁ:ସ୍ଥାଦତ୍ତସ୍ତସ୍ୟ ବିପଦକ୍ଷିତ: ॥ ୧୧  
ହତ୍ୟ' ମତ୍ କପୟା ମୁକ୍ତ ତବ ବୈଦ୍ୟିକୀ କ୍ରିୟା: ।  
ସର୍ବ୍ବା: ମଶମ ମୋୟାନ୍ତିତ୍ୱଂମନୋମୟି ମଞ୍ଚାମି ॥ ୧୨  
ଏବ' କିୟଦିନେ ଯାତି ଶ୍ରୀଗିରୀଗୋଽବବୀହବ: ।  
ଯାତନେ ହବ୍ ପ୍ରତିନିଧୌ ମାମହ' ନାବବୁଦ୍ଧବାନ୍ ॥ ୧୩  
ଅସ୍ତୁନାହ' ମପଶ୍ୟାମି ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟାନୁଶୈଳନେ ।  
ମଦର୍ଯ' ଠାକୁରୋ ନିତ୍ୟ' କ୍ରିୟର୍ଥାମୟବାନ୍ ଯଥା ॥ ୧୪

After a little deliberation Grish chandra said, "In case my spiritual degradation take place, whom shall I remember?" Thokur replied, "The biting of a poisonous snake can only cause death. Just remember me and I.

अन्तर्नोन्नायां मम अः

shall rid you, of all your impious habits." After some days Girish chandra said to Thakur, "I could not guess before that to discharge duties through a representative would pain me so much. I now see that you are suffering like a sick man for my sake in everything you do."

8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু গিরীশ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াই পরক্ষণে বলিয়াছিলেন যদি আমার অধঃপতন হয় ? ৮

তাহা হইলে তখন আমি কার স্মরণ লইব তাহা বলুন। ঠাকুর দ্বিবেং হস্ত করিয়া গিরীশকে বলিয়াছিলেন। দেশ বিষহীন বিষধরের সংশনে কেহ মরে নাই বা কোনরূপ বিষক্রিয়া হয় নাই। কিন্তু যদি মহা বিষধর সর্প দাখন করে তবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কারণ অতি উগ্র শক্তিবশতঃ কেহই বাঁচে না। ৮-১১

হে পুত্র তোমার বিষয়ভাব সমূলে বিনষ্ট হইয়া আমাতে মন প্রবিষ্ট হইবে। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে গিরীশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। প্রতিমিধি দেওয়ার এত বাতনা হয় ইহা আমি পূর্বে বুঝি নাই। এখন আমি যে কিছু কার্য করি তাহাতেই দেবিতে পাই ঠাকুর যেন বোগীর মত আমার জন্ম কষ্ট পান। ১২।১৩।১৪

मिथुना विगोहते मद्भिर्दुष्कृतं कुलकञ्जलम् ।

योऽहं प्रोगुरवेदत्वा कलुषं नन्दितोभयम् ॥ १५

कदिन्द्रियैः कदाचार रत वन्दुगणैः सह ।

कदापि कुत्सितं कदा बहते नोपशाम्यते ॥ १६

अन्तर्लौलायां ८म अः

अपि वैषयिकानन्दं सुपभोक्तुं न शक्यते ।  
 तस्मात् प्रतिनिधिः श्रेयः प्रातः सायं वरं यदि ॥ १०  
 भगवच्छरणं यामि तत् सुखमिति मे मतं ।  
 शिष्यस्य सद्गुरोः कृपालाभं गौत्रं भवेत्ततः ॥ १८  
 अनौरस प्रजाः सर्वा गुरोस्तुल्या भवन्ति वै ।  
 प्रयत्नवान् गुह्यनित्यं शिष्याभ्युदय हेतवे ॥ १८  
 ज्ञातवांताकुरयेत्य' दिक्पाला भवेयुर्ध्रुव' ।  
 शिष्या मे ध्यानयोगिन यतस्तन्मयतां गताः ॥ २०  
 तयाप्येषां कमप्येकं सर्वश्रेष्ठ गुणान्वितम् ।  
 अत्युच्च साधनासिद्धं कर्त्तुं शक्नोमि चेदहं ॥ २१

"Fie upon me. I am so mean and vicious that I have made my preceptor suffer for my abominable habits and conduct. I never think of abstaining myself from bad practices. I now find peace of mind in remembering God in the morning and evening, and I am sure to be blessed by my preceptor if I do so. The preceptor treats impartially all his disciples and has the same good wishes for all." Thakur knew that his disciples who had attained profound spiritual concentration would rise to the summit of divine glory. Still he desired to make one of them the greatest of all holy men

অন্তঃসৌন্দর্য্যং চম অ:

in order that many others might be benefitted by him. 15 to 21 . .

বঙ্গানুবাদ :—

সজ্জনগণের দ্বারা অতিনিমিত্ত বংশের কুলান্নার মহা পাপা আমাকে দিচ্। আমি এমন হতভাগ্য যে গুরুকে পাপ দিয়া বিষয়ভোগে চরিতার্থ হইতেছি। এখন আমি দুর্ভাগ্যবশত বন্ধুবর্গের সহিত প্রতিদিন কুৎসিত ইন্দ্রিয় দ্বারা আমার মন লুপ্ত ভোগ করিতেছে। এবং পূর্বে আমি যে সকল কার্যে লগ্ন করিতাম, তাহাকে ভাল বলিয়া মনে করিতেছি। অর্থাৎ পাপপুণ্যের ভাব বশত গুরুর উপরে দৃষ্টি করিয়াছি তখন আমি বাহ্য ইচ্ছা করিতে পারি এইরূপ দ্রবুজি সম্পন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে শতধিক। বরং আমি প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার সময়ে ভগবানকে ডাকি তাহাই আমার পরম মঙ্গলদায়ক প্রতিনিধির অপেক্ষা খুব ভাল। এইরূপ করিলে শিষ্যের সৎগুরুর কৃপা নীত্ৰই হয়। ১৫-১৮

শিষ্য সকল গুরুর মত হউক তজ্জগাই গুরু সর্বদা শিষ্য সকলের গুরু ভক্তির বৃত্তির সজ্জা চেষ্টা করেন। ঠাকুর জ্ঞানিতেন যেহেতু আমার শিষ্যগণ ধ্যান দ্বারা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে ইহারা প্রত্যেকে এক একটি দিক্‌পাল বা সগতে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া নিশ্চয় পরিচিত হইবে। তাহা হইলেও ইহাদিগের মধ্যে কোনও একটি সর্বোত্তম গুণাবিত শিষ্যকে যদি আমি অতি উচ্চ সাধনায় সিক্ত করিতে পারি তবে আমার অবর্তমানে বহু শিষ্যের মঙ্গল হইবে।

- भाषिनि समये तेन वदन्तां मङ्गलं भवेत् ।  
 तस्मादालम्बधेराम्य ध्यानवन्तं नरोत्तमं ॥ २२
- श्रीनरेन्द्रनाथ शिष्यं विज्ञेयेणोपदिष्टवान् ।  
 यैः साधनेः सिद्धिनामं चकार भगवान् स्वयं ॥ २३
- तत् सर्वं साधनामार्गं नरेन्द्राय प्रदत्तवान् ।  
 यदा श्रीठाकुर आसोदत्तिषेष्ठाधामनि ॥ २४
- मादृभावोपलब्धयर्थं अस्तिमन्त्रेण दीक्षितं ।  
 अकरोद् यं श्रीठाकुरः सोऽयमद्यान्तरूपकः ॥ २५
- भगवतः पिष्टभावोपलब्धिः काम्यया तदा ।  
 जनां यदा सुस्तिमन्त्रानि शोभेति भयङ्करे ॥ २६
- उद्यानस्य चतुर्दिक्षु स्तदासी रामनामभिः ।  
 तदुद्यानं सुखरितं कृत्वा नरेन्द्र साधकः ॥ २७
- सम्पत्तवद्दिचरतिभिर्ज्ञायिदं प्रभु स्तदा ।  
 स्व सकाशे समानीय भाषाविशितं चेतसे ॥ २८

With this object Thakur imparted the best of his advice and guidance to Narendranath. Thakur initiated Narendranath with the holy name of the Goddess Kali. A change came over Narendranath. Once in the dead of night he ran to and fro in the garden shouting the holy name of Rama like a mad man. Thakur brought him near to himself. 22 to 28

অন্তঃসৌভাগ্যং স্ম অঃ

বদ্রানুবাদ :—

এইরূপ চিন্তা করিয়া ঠাকুর আকস্ম বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠ নরোত্তম শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ শিষ্যকেই বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছিলেন। যে সকল সাধনায় ঠাকুর নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাধনার সেই সকল পথ নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিলেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন সেই সময় শক্তি সাধনায় সিদ্ধির জন্য যে নরেন্দ্রকে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আর সেই নরেন্দ্র অগুরুপ অর্থাৎ দান্ত ভক্তির উপলব্ধির জন্য যে সময় লোক সকল গাড় নিস্তার নিস্তিত সেই রাত্রি বিগ্রহের ডহকর সময়ে বাগানের চতুর্দিকে রাম রাম এই নামের দ্বারা উচ্চান পবিত্রিত করিয়া সাধক চূড়ামণি নরেন্দ্র পাগলের মত বেড়াইতেছেন। ঠাকুর এই ব্যাপারটি জানিয়া নরেন্দ্রকে নিজের নিকটে বসাইয়া ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বিস্তৃত বিজ্ঞানময় তারক ত্রয় রাম নাম কর্ণমূলে দিয়াছিলেন। যে তারক ত্রয় রাম নাম সক্তিদানন্দ স্বরূপ সেই নাম বিস্তৃত সর্বশ্রেষ্ঠ অসাধারণ শিষ্য একমাত্র নরেন্দ্রকেই দিয়াছিলেন। ২২-২৯

মদদৌ তারকত্রয় রামনাম দ্বিটাক্ষক' ।

অসাধারণ শিষ্যায় নরেন্দ্রায় সুযোগিনে ॥ ২৮

বৈরাগ্যময়তারস্য বুদ্ধদেবস্যধৈকদা ।

দ্বোনরেন্দ্রঃ সমান্বিত্য সুচিন্তাং ক্রতয়ানিমাং ॥ ২৯

মমৌ পরি ঠাকুরস্য স্নেহোঃপি বন্দ্যন' মম ।

যত স্নেহৌ ময়' তত স্নেহৌদুঃস্বপ্ন্য কারণম্ ॥ ৩০

স্নেহ সূক্ষ্মানি দুঃখানি তন্নিঃসার্য্যে মদত্ সুখ' ।

স্বাস্থ্যম্ ঠাকুরস্নেহ' স্নিত্বান্যত সুনির্জনে ॥ ৩১



অন্যনৌলায়াং চম অঃ

তত্র তপস্বরিষ্যামি ঠাকুরং প্রাণপাতিকং ।  
 যদি দৃগ্গোচরো ন স্যাদীশ্বরো মে তপস্বয়া ॥ ২৩  
 জীবনান্তং করিষ্যামি তদৈবাহং ন সংশয়ঃ ।  
 এষং ব্যবসায় মতিঃ শ্রীনরেন্দ্রঃ প্রমোঃ প্রিয়ঃ ॥ ২৪  
 বুদ্ধগয়াং গতঃ সাধুনৌজ্ঞা কমপি কিঞ্চন ।  
 সিংহচেত্নং মন্যমোনস্ত্যজ্ঞা তং গুরুমন্নিধিঃ ॥ ২৫

He brought home to Narendranath the inner significance of the holy name of Rama. On studying the life and character of Buddha, Narendranath thought, "I feel myself tied to Thakur by his affection. Love or affection is the root of all misery. So I should cut off all connection with Thakur and get on with my holy pursuits in a lonely place. In spite of this if I fail to see God I shall cease to breathe." With this thought, Narendranath went to Buddha Gaya without disclosing his intention to anybody. 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

একদিন নরেন্দ্র বৈরাগ্যের অবতার ভগবান বুদ্ধদেবের চরিত্র আলোচনা করিয়া এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। আমার উপরে ঠাকুরের অত্যধিক ভালবাসাই আমার বন্ধনের জন্ত হইতেছে। কারণ যেখানে হেঁচ সেখানেই জর অতএব ভালবাসাই ছুঃখের কারণ

অন্তঃসৌভাগ্যম্

দুঃখ সকলের মুক্ত শ্রেহ সেই শ্রেহকে যদি ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাহলেই যথার্থ আনন্দ হয়। অতএব ঠাকুরের শ্রেহ পরিত্যাগ পূর্বক নির্জনে যাইয়া সেইখানে কঠোর প্রাণপাত তপস্যা করিব।

৩০।৩১।৩২

তাহাতেও যদি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ না হয়। তবে তপস্যার দ্বারা ই জীবনাশ করিব। ইহা নিঃসন্দেহ এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্ত ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীনরেন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া গুরুর সান্নিধ্য ত্যাগ পূর্বক সিন্ধু ক্ষেত্র মনে করিয়া বুদ্ধগয়াতে গমন করিয়াছিলেন।

৩৩।৩৪।৩৫

নেম কাশীতারকম্ সৌদর্ঘ্যং প্রতিমা ভূমৌ ।  
 সাধুসঙ্গং মন্যমানো গতবন্তৌ সুদান্বিতৌ ॥ ৩৬  
 বুদ্ধগয়াং গতাশ্চৈতু দিনানি কতিচিৎ সুখং ।  
 স্থিত্বাহৈতমতৈবৈব শক্যুস্তে ব্রহ্মসাধনং ॥ ৩৭  
 যদাতৈঃ শ্রীঠাকুরস্বাক্ষর্যং বিদিতং সঙ্কম্ ।  
 শ্রীনরেন্দ্র স্তদীধাচ দুঃস্বাকুলিতং চিত্তসৌ ॥ ৩৮  
 সিদ্ধিঁ ন বিन्दতে কোঽপি বহুযত্নযুতোঽপি সন্ ।  
 প্রমোঃ কৃপা বিনাম্যত্ন কুতাপি কামপি ধ্রুবং ॥ ৩৯  
 এবং সলব্ধিতোভূত্বা ত্যক্তা বুদ্ধগয়াং সুধৌ ।  
 পুনঃ প্রত্যাগতস্তত্র যত্র দেবো বিরাজিতঃ ॥ ৪০  
 অর্থক্ক্ষিনে দিনেঽপ্যত্র দুঃখান্তকরণং প্রমুঃ ।  
 স্ব সসিঞ্চৌ স্থিতং কচ্ছিদু যুবকং শিথিলব্রবীৎ ॥ ৪১  
 পশ্য ভোঃ শ্রীনরেন্দ্রোঽয়মতি চাঞ্চল্যমাগ্ যতঃ ।  
 পৌড়িতং সম্পরিত্যচ্য নোক্তা মামপি কিঞ্চন ॥ ৪২

चन्तलोन्नयां नमः

Kashi and Tarak, who were like brothers to Narendranath, accompanied him to Buddha Gaya. For some days they stayed there happily. Narendranath, in spite of all concentration in his penance, felt that the attraction of Thakur was too great to be avoided. He said that in spite of every effort none could attain success without the favour of one's preceptor. He became ashamed of his conduct and came back to Thakur from Buddha Gaya. Once, when Narendranath left Thakur for Buddha Gaya, Thakur said sorrowfully to one of his young disciples, "You see, Narendra is so impatient that he has left me in my sick bed without my knowledge. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

সহোদর সদৃশ কশী এবং তারক এই দুইটি গুরু ভাই উত্তম সঙ্গ মনে করিয়া আনন্দের সহিত নরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন মনে বুদ্ধ গয়াতে বাইয়া কিছুদিন স্থলে অবস্থান করিয়া শুদ্ধাচারে মতে লক্ষ সাধন করিয়াছিলেন। '৩৬-৩৭

যখন সেই নরেন্দ্র ঠাকুরের আকর্ষণ বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন। সাধক বহু চেষ্টা করিলেও গুরু হুণা দ্বিত অগ্রত কোথাও অর্থাৎ দত্ত নির্জন স্থানেই থাকুক না কেন কিছু মাত্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

অন্তঃসলীলায়াং দম যঃ

এইরূপভাবে নরেন অত্যন্ত মজ্জিত হইয়া বুদ্ধ গয়া পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্ব্বার ভগবান যে স্থানে বিরাজিত আছেন সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিয়া ছিলেন অর্থাৎ সেই কাশীপুরের উত্তান গৃহে আসিয়াছিলেন। ৪০

যখন নরেন বুদ্ধ গয়া বাইরাছিলেন। সেই সময় ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিতাস্তঃকরণে একটি যুবক শিশুকে বলিয়াছিলেন সেখ হে নরেন্দ্র বড়ই চঞ্চল আমাকে গীড়িত অবস্থায় কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া কাশী এবং তারকের সহিত চলিয়া গিয়াছে। এই কথা আমি শুনিয়াছি। ৪১।৪২

কায়ী তারকযুক্তৌসৌ গতবানিতি মে শ্রুত' ।  
 অর্ভকমিষ ত' দেব' যুবকঃ শ্রান্তবাসৌ ॥ ৪৩  
 প্রোবাচ পরমানন্দ' হিত্বা ত্বা' কুত্র যাযতি ।  
 শ্রীমদ্রৌ মহাভাগঃ শীঘ্রমেত্য়তি নিযিত' ॥ ৪৪  
 নোচিন্তা নাপিগ্রহাচ ভবত স্তাত্ ক্ততী ধ্ৰু' ।  
 সর্বানন্দমদ' পাদপদ্ম' তব সহাস্যতি ? ৪৫  
 শ্রুত্বা শ্রীভগবা' স্তস্য যুবকস্য সুমাপিত' ।  
 আনন্দসিন্ধু মগ্নৌঃমুদীপদস্য পুরঃসরম্ ॥ ৪৬  
 ত্বাচ পুনরৈবদ' সত্যমুক্ত' ত্বয়া সূত ।  
 অাম্রতলে বিল্বতলে পনসস্যতলেঽথবা ॥ ৪৭  
 যত্র ক্লবস্থিতির্বাপি সা স্থিতির্না'স্তি কুত্রচিৎ ।  
 গুরো স্তস্য পাদমূলে স্থিতিরেব মবেদুদ্গু'বা ॥ ৪৮  
 মত্ কৰ্ম্ম সাধনার্থায় চানোতো জগদম্বয়া ।  
 যঃ স কথ' পরিত্যজ্য মামন্যত্র গমিষ্যতি ॥ ৪৯

অন্তরলীলায়াং স্ম অঃ

"I am told that he has gone with Kashi and Tarak." The young disciple comforted Thakur saying, "How can he leave you? Surely he will soon come back. You need not be worried for him." Thakur smiled and felt comforted. "Dear child," said Thakur, you are right. He may sit under a mango tree or any other tree which bears fruit. But he must sit at the feet of his preceptor for the divine wisdom. Moreover, the Goddess brought him to me to serve my purpose and so he cannot leave me and go elsewhere." 43 to 49

বঙ্গানুবাদ :—

এই কথা শুনিয়া সেই যুবক শিষ্য বালককে যেকণ সাহসে  
বাক্য বল ঠানুরকে সেইকণ ভাবে বলিয়াছিল। মহাভাগ  
ঐনবেল্ল পরমানন্দ স্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায়  
হাইবে তিনি শীতাই আসিবেন। আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

৪০।৪৪

নগেনের ভণ্ড আপনি কোনকণ চিন্তা বা আশঙ্কা করিবেন না।  
সর্বদানন্দপ্রদ আপনার পাদপদ্ম সে কি পরিত্যাগ করিতে পারে।  
ঠানুর সেই যুবক শিষ্যের মধুর বাক্য শ্রবণপূর্বক ঈদং হস্ত  
সহকারে আনন্দ সন্মুখে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

অন্তঃসীমার্যাং স্ম জঃ

এবং বলিগ্রাহিলেন হে পুত্র তুমি যাঁহা বলিলে তাঁহা অতীব সত্য। আমতলা বেলতলা কাঁঠাল তলা যেখানেই বাউক না কেন তাঁর সেরূপভাবে অবস্থান কোথাও হইবে না সেই নরেন্দ্রের গুরু পাদ মূলেই অবস্থান নিশ্চয়ই হইবে। আমার কার্য সাধনের জন্য জগদম্বা যাঁহাকে আনিয়াছেন সে কি আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে। ৪৭।৪৮।৪৯

জ্ঞাত স্তস্য গতিঃ পয়াম্মমৈব সৰ্ব্বদা ভবেৎ ।  
 যন্মিনরেন্দ্রস্য গতি যুবকেনাছনি প্রভোঃ ॥ ৫০  
 কথোপকথনদ্বাশীত্বতুর্দিনতঃ পর' ।  
 যথা কঠিন দণ্ডার্ছোঃ পরাধমত সঙ্কুলঃ ।  
 তাৎক্ প্রভোঃ সমীপে স নরেন্দ্রো সুখ্যে শিবকঃ ॥ ৫১  
 পাদমূলে গুরোস্তস্য পতিতঃ সম্বভূব হ ।  
 এবম্ভ্যস্য নরেন্দ্রস্য স্বাছদ্বারি গতি মতি ।  
 সুনির্মলমভূতস্য হার্দাকাশ' সুযোগিনঃ ৫২  
 জ্ঞাত' ঐঠাকুরিথেত্য' শ্রীনরেন্দ্রো গতি ময়ি ।  
 মদীয়ামৃতবাক্যানাং সঁরস্বিত্যত্ময়' যুবা ॥ ৫৩  
 দ্বাদশ সমাজ সম্যত্বাদেবীমূর্ত্তেঃ সুধিস্তন' ।  
 পূজন' বা নরেন্দ্রস্য কদাপি তথ সম্ভবেৎ ॥ ৫৪  
 কিন্তু ঠাকুর সম্যক্ৰাংমোহ মূর্ত্তেঃ সমীচনাৎ ।  
 মাষ্ট মক্তিঃ সুসম্ভাভা কানিকায়ো বিশ্রেণতঃ ॥ ৫৫

"Hence Narendra cannot but follow me."  
 Just after four days Narendra came and surrendered himself at the feet of Thakur like a culprit

अन्त्यनीत्यां दम अः

trembling with the fear of rigorous punishment. Narendranath had lost his pride in his own ability and his mind had become free from all impurities. Thakur knew that Narendranath would be one of his best disciples after his demise. As a member of Bramha Samaj Narendra cannot worship the Goddess. But due to close touch with Thakur and frequent visit to the temple, a devotion to the Goddess had developed in him. 50 to 56

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব নরেন সর্বদাই আমার পশ্চাতে থাকিবে যেদিনে যুবক ,  
শিষ্টের সহিত ঠাকুরের নরেন্দ্রের অমৃত গমন বিষয়ে কথোপকথন  
হইয়াছিল সেইদিন হইতে চতুর্থ দিনের পর অর্থাৎ পঞ্চম দিনে যেমন  
বিচারকের নিকটে কঠিন দণ্ড বোগ্য অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়  
তদ্রূপ ঠাকুরের মূখ্য সেবক শ্রীযশোব্রহ্ম ঠাকুরের সমীপে যাইয়া পাদমূলে  
পতিত হইয়াছিল। ৫০।৫১।৫২

এইরূপভাবে নরেন্দ্র অহমিকা শূন্য হইয়া বিশুদ্ধ স্বরূপ  
হইয়াছিলেন। ঠাকুর আনিয়াছিলেন আমার অবর্তমানে কথামুতের  
রক্ষক একমাত্র নরেন্দ্রই হইবে। নরেন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য বশতঃ  
দেবী মূর্তির ধ্যান বা পূজাদি অসম্ভব হইলেও ঠাকুরের সম্পর্কবশতঃ  
প্রায় মাতৃমূর্তি মর্শন জন্ম মাতা কালিকাতে বিশেষভাবে মাতৃভক্তি  
হইয়াছিল। ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

अन्तर्लोलार्थां ऽम अः

परन्तु कालिका मातु रूपविश्रान्तिके हि सः ।  
 प्रार्थनामकरोचित्यं गन्धवस्त्रःकृताञ्जलिः ॥ ५७  
 देहि विवेक वेराग्ये मातर्मह्यं महेश्वरि ।  
 नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५८  
 पुत्रे स्त्र्य पदोद्भूते ययाप्नोति पितासुखं ।  
 श्रीनरेन्द्रे तथादेव्याः प्रपन्नं ठाकुरोऽपि च ॥ ५९  
 प्राप्तवान् परमानन्दं ननर्त्ता धीरर्त्ता गतः ।  
 एवमलौकिकीं शक्तिं दर्शयामास तं तदा ॥ ६०  
 ठाकुरेण यदा दृष्टो नरेन्द्रः साधनोद्यमी ।  
 यत्र यद्रूप साधनमकरोद्भववान् स्वयं ॥ ६१  
 तद्रूपं साधनं तं वे कर्तुमुपदिदेश सः ।  
 श्रीमन्नरेन्द्रस्य तदा यङ्ककुण्डल धारणं ॥ ६२  
 योगसिद्धेः धारणीयमिति मत्वा महाप्रभुः ।  
 ज्ञात्वा कालात्ययं देवः यङ्ककुण्डलं संयहे ॥ ६३

He would sit before the Goddess and pray to Her with all humility and earnestness, "Oh Mother, be pleased to give me wisdom and freedom from all earthly attachments. Just as a father gets delighted with his son's attainment of the most dignified position so also Thakur was much pleased to see Narendra seeking the grace of the Goddess. He danced in joy and showed the divine power to Narendranath. He



অস্ত্রলীলায়াং ৮ম অঃ

also gave him all instructions as to the ways to attain success in his holy pursuits. Narendranath desired to wear earrings made of conch.

57 to 63

বদান্তবাদ :—

পরন্তু মাতা কালিকাদেবীর সমুখে বসিয়া প্রতিদিন গলবদ্রুতাত্মলি পুস্পের প্রার্থনা করিতেন।

হে মহেশ্বরী আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য দাও হে মাতঃ তোমাকে পুনঃ পুনর্বার নমস্কার করি। ৫৭।৫৮

পুত্র উক্ত পদ্য হইলে পিতা বেক্ষণ আনন্দিত হইলেন। সেইরূপ মহেশ্বরী মাতা কালিকা দেবীর শরণাপন্ন হইলে ঠাকুর ও পরমানন্দ লাভ করিতেন, এবং আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া নৃত্য করিতেন। সেই সময়ে ঠাকুর মহেশ্বরকে পিতা চর্চন করাইয়াছিলেন। ৫৯।৬০

অন্তালীলায়াং স্ম শ্ৰ:

কিন্তু গভীর রাত্রে পক্ষ বাটীর নিশ্চে পক্ষ মূর্তীর আসনে বসিয়া সাধন করা দুঃখদায়ক হইবে। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর মহা ঋশীন সাধক-গণের ভয় ও বিয় সঙ্কুল এবং যেখানে সাক্ষী ভগবতী ঋশীন

মৃতকুণ্ডলং ঘটয়িত্বা কর্ণযোরতিশোভনং ।  
 ধারণা কার্য্যামাস বুদ্ধদেবানুসারতঃ ॥ ৬৪  
 আশীর্ষাদিঃ কৃতস্তেন প্রমুনানন্দ চৈতন্য ।  
 বুদ্ধবদ্য যোগসিদ্ধিঃ স্নাত্তবমে সুপ্রসাদতঃ ॥ ৬৫  
 কিন্তু ঘোর নিশাকালে তত্র পঞ্চবটী তলে ।  
 পশুশৃঙাসনে স্থিত্বা সাধনং দুখদং ভবেৎ ॥ ৬৬  
 ভীতি বিঘ্নমযে স্থানি দক্ষিণেশ্বরধামনি  
 যত্র যোজগদম্বায়াঃ পোঠরক্তক মৈরবঃ ॥ ৬৭  
 বিরাজিতঃ সর্বদৈব সাধকানাং ময়াবহুঃ ।  
 ভ্রতঃ ॥ প্রাপ্যতুল্যন্তে নরিন্দ্রং হি তদা প্রমুঃ ॥ ৬৮  
 সাদ্ধং বুদ্ধকৌ গোপালেন নির্ভীক সৈবকেন হি ।  
 তত্র মহাপীঠ মধ্যৈ প্রের্য্যামাস তং তদা ॥ ৬৯  
 গত্বা যত্র নরিন্দ্রোপি মহাপীঠে যথাবিধি ।  
 সিদ্ধাসনে চৌপাশ্চ সমাচ্ছাভ্যন্তরে সুধৌঃ ॥ ৭০

On seeing that it would take long time to procure the conch ring, Thakur made him wear earthen rings, like the Buddhists, and blessed him. However; considering that it would be very difficult for Narendra to practise holy rites in the dead of night at Panchavati, Thakur sent

অন্যলীলায়াং অঃ

Narendra with Hootaka'Gopal to the place. In a week Narendra attained success in his penance. 64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

কালিকার অতি ভয়ঙ্কর পীঠ রক্ষক ভৈরব সর্বদাই বিরাজ করেন এইরূপ ভাবিয়া ঠাকুর নিজের প্রাণভূত্য নরেন্দ্রকে নির্ভীক সেবক ছটকো গোপালের সহিত সেই পঞ্চ মুণ্ডীর মহা পীঠে নরেন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯

ঠাকুরের উপদেশ মত নরেন্দ্রও সেই মহা পীঠে ঘাইয়া সিদ্ধ পঞ্চ মুণ্ডীর মহাসনে উপবেশন পূর্বক সপ্তাহ মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় প্রভুর পাদ মূলে সাধনের বিষয় বখাবখভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ৭০।৭১

ঠাকুরস্যানুগ্রহে ন সিদ্ধি' লভ্যা মহামতি: ।  
 যুগ: প্রমী: পাদমূলে তত্ সৰ্ব্ব' সমবৰ্য্যয়ত্ ॥ ৩৭  
 ধার্ত্তাস্তিকাস্বিদেব' সা মূরিমীষ্মতি য: স্তত: ।  
 ততোঽধিক' প্রার্থয়তি খাদিতু' যিতুরন্তিকে ॥ ৩২  
 তদ্বদন নরেন্দ্রোঽয়' ঠাকুরস্যান্তিকে সদা ।  
 সাধনাসিদ্ধি মাসৌঽপি বদন্ত্যেব' যুগ: যুগ: ॥ ৩১  
 অহ' ব্রহ্মেত্যমিচ্ছ্যান' সমাধিরিতি গীযতে ।  
 স্বরূপন্তস্য ক্রপয়া বদ মা' ভক্তবৎসল ॥ ৩৪  
 যদনুষ্ঠানতো মে স্যাৎ সমাধি' নির্বিকল্পক: ।  
 স্তত' ময়া সাধকস্য ॥ এষ মৌচরূপক: ॥ ৩৫  
 সর্বোচ্চ সাধনা সা তু যয়া স্যাৎপরোক্ষক' ।  
 প্রহ্লাদয়' নরূপন্তদ্ বশিষ্ঠ ব্যাস সন্ন্যাস' ॥ ৩৬

अन्तर्लोलायां धमः अः

श्रुत्वैव ठाकुरः प्राह नरेन्द्रं श्रेष्ठ साधकं ।

भविष्यति यथाकाले साम्प्रतं सुस्थिरो भव ॥ ७७

After that, Narendranath requested Thakur to impart the instructions as to how to lose oneself in God. Thakur asked him to have patience for the time being. 71 to 77

बङ्गानुवाद :-

এইরূপ প্রবাদ আছে যে বাহার পুত্র যত ঋয় তাহার পুত্র তত চায় এ স্থলে সাধন সিক নরেন্দ্র ও ঠাকুরের নিকটি প্রায়ই পুনঃ পুনঃ বলিতেন শান্ত্রে অহং ত্রকান্বিকপে সাধনে সমাধি লাভ হয় । অতএব হে ভক্ত বৎসল সেই সমাধির স্বরূপটি কিরূপ তাহা আমাকে বলুন । যে অশুষ্ঠান করিলে আমার নির্বিকল্প সমাধি লাভ হইবে । শুনিয়াছি সাধকের সেই নির্বিকল্প সমাধিই মোক্ষ স্বরূপ ।

৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫

তাহাই সর্বোচ্চ সাধন যে সাধনা হতে ত্রক স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয় । সেই সমাধিই ব্যাস বশিষ্ঠ প্রভৃতি ত্রকর্ষি সম্মত । এই কথা শুনিয়া ঠাকুর নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন । ঠিক সময়ে হইবে । যেহেতু তুমি শ্রেষ্ঠ সাধক উপস্থিত তুমি চকল হইও না । ৭৬ ৭৭

किन्तु भविष्यतिकदा कथं वा तत् प्रकारकं ।

न किञ्चित् ठाकुरेणोक्तमाश्वास वाक्य केवलं ॥ ७८

अथैकस्मिन्दिने योगीभ्यानमम्नो यदा भवत् ।

तदा तस्य नरेन्द्रस्य ह्यूनदेहादिनिर्गतः ॥ ८८

অন্যলীনায়াং ৮৮ ঞ্

সুস্থ দেহো গত স্তরযসুর্ভে চিত্তসুস্থধামনি ।  
 জাষ্টপুতলিকাতুর্ল্যং তদা জড়বপুঃ স্থিতং ॥ ৮০  
 দৃষ্ট্বৈব' ভ্রাতা গোপা লঃ সত্বর' যত্ঠাকুরঃ ।  
 তত্র গত্বাবদত্ মৰ্জ্জং ঠাকুরং ভক্তিপূৰ্ণকং ॥ ৮১  
 নরেন্দ্রস্য নিবিষ্কল্য সমাধি' শ্রুতবান্ যদা ।  
 তদা পরমমানন্দ' সৌম্যে পরমঠাকুরঃ ॥ ৮২  
 ভগাচ' শোভনম' মূর্ত' যুযং সৰ্ব্ব' পপ্রশ্যত ।  
 ন তস্য কোঃপি চাশ্রল্য' জনয়েদ যোগিনোঃশুনা ॥ ৮৩  
 এতদর্থ' বসন্ত' মা' শ্রোনরেন্দ্রো যদা তদা ।  
 সা মাতাপ্যকরোত্তমৈ' কালৌ কোঃশ্বয়দাযিনৌ ॥ ৮৪

But Thakur did not say how and when Narendra would achieve his desired end. One day when Narendra was in profound meditation his soul came out of his body which remained stiff like a piece of wood. Brother Gopal brought it to the notice of Thakur, who advised Gopal to see that none should cause any disturbance to Narendra. "My Mother," said Thakur, "has now been kind to Narendranath." 78 to 84

বঙ্গানুবাদ :-

কিঞ্চ কোন সময়ে কিরূপে নির্বিবকল্প সমাধি হইবে ঠাকুর তাহা কিছুই বলিলেন না কেবলমাত্র হবে হবে বলিয়া আশ্বাস বাক্য দিলেন । ৭৮

অন্তঃসৌন্দর্য্যং চমৎকারং

পরে একদিন মহাযোগী নরেন্দ্র যে সময় ধ্যান মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্রের স্থূল দেহ হইতে একটি সূক্ষ্ম দেহ বহির্গত হইয়া অলৌকিক চিদানন্দময় ধামে গিয়াছিলেন। এবং স্থূল দেহটি একটি কাষ্ঠ পুতলিকার মত অসাড় হইয়াছিল। ৭৯৮০

নরেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাটি গুরু ভাই গোপাল দাস দেবীয়া যেখানে ঠাকুর আছেন সেই স্থানে বাইরা ভক্তি পূর্ব্বক সেই সকল ব্যাপার বলিয়াছিলেন, এবং নরেন্দ্রের নির্বিকল্প সমাধি শুনিয়া পরম গুরু ঠাকুর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৮১৮২

এবং বলিয়াছিলেন বেশ ভালই হইয়াছে। তোমরা নরেন্দ্রকে দেখ উপহিত পেন কোন লোক তাহার চকাসতা না আনে, এই নির্বিকল্প সমাধির জন্য নরেন্দ্র আমাকে বধন তখন চকল করিত।

৮৩৮৪

নির্বিকল্প সমাধি' তং দত্তবত্বনুকম্পয়া।

ঈদং মে যামনা পূর্ণ্য' কৃতম্ লগদম্বয়া ॥ ৮৫

অধুনানৈব কুপে ন চিত্তম্ মম পুত্রকং ।

লোকবৎ স্বম্বনোনাং তাং দর্শয়ামাস ঠাকুরঃ ॥ ৮৬

মগবৎ ক্রপয়া বাপি প্রাণযাতি তদম্বয়া ।

স্বামি' যদি ভবেৎ সমাধি' নির্বিকল্পকঃ । ৮৮

যোগিনো ঘোরমংসারে মনস্তাপ্য ন মজ্জতি ।

পরন্তু শুশ্রূষাক্ষত লোহপাণ্ড নিম' ভবেৎ ৮৮ ॥

যোগিনঃ শ্রীনরেন্দ্রস্য তদ্রূপমভ্যতদা ।

স্বয়ং মগবতো যস্য যদ্যমিহ কুহুতিঃ ॥ ৮৯

লপাক্ষণা বনাদ যস্য নরেন্দ্রোদ্যেত মিহিমান্ ।

যত স্মাদিষ্যেয্যসৌ দগ্ধবদ্র হৃতো যয়া ॥ ৯০

If a devotee can once realise the all pervading Being no earthly thing can have any attraction for him. Just as iron is attracted by magnet, so also Narendra was attracted and lost himself in the Supreme Being. Yet by the will of God he moved about in this mortal world disinterestedly like one with a cloth burnt out. 85 to 90

বঙ্গানুবাদ :—

আজ আমার অকর্মণী মা নরেন্দ্রকে কৃপা করিয়া নির্বিকল্প সমাধি দিয়াছেন। আজ শিব স্তম্ভরী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। ৮৫

একশে নরেন্দ্র এই ভাবেই থাকুক, এইরূপ ভাবে ঠাকুর সাধারণ মানুষের মত লীলা দেখাইয়াছিলেন। ৮৬

প্রাণপাত উপাস্তা ঘরাই হোক অথবা শুক কৃপা বশতঃই হোক যদি একবার নির্বিকল্প সমাধি হয় তবে সেই বোগীর মন আর সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন হয় না। পরস্তু চুপক ঘরাই যেসকল লৌহ খণ্ড আকৃষ্ট হয় সেই বোগীর মন ও সেইরূপ হইয়া থাকে আমাদের মহা বোগী নরেন্দ্রের তাহাই হইয়াছিল। ৮৭।৮৮

যে ভগবানের সহিত নরেন্দ্রের জীবগণের উদ্ধারের জন্ত ইহ জগতে সঞ্ছিল। সেই ভগবানের কৃপা কন্য হইতেই আজ সেই নরেন্দ্র অবৈত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন, এবং ভগবানের ইচ্ছাতেই শ্রীনরেন্দ্র দক্ষ বস্ত্র পরিধানের মত পুনর্ব্যার বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ৮৯।৯০

अन्तर्गतीलायां ८८ अः

श्रीनरेन्द्रः पुनर्वाच्यविषये लिखतां गतः ।  
 प्राप्तार्थं पादरेखुर्ना पदप्रान्तं प्रभोर्यदा ॥ ८१  
 समागतः श्रीनरेन्द्र ठाकुरं ग्राह्यं सखतः ।  
 तत्त्वमस्यादि वाक्यस्य तात्पर्यं यत् परम्पदं ॥ ८२  
 तूरीयं ब्रह्मागदितमवाङ् ममसंगोचरं ।  
 यतो वाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ ८३  
 केवलानुभवागदं स्वरूपं ब्रह्मावस्तुनः ।  
 आनन्दं त्वामहं चाद्यस्माद पुर्यमलम्भयं ॥ ८४  
 त्वदर्थमेव नान्यार्थं ममावागदितद्वारात् ।  
 हार्हाकाशं पेटिकायां अन्तरे यक्षतः सुत ॥ ८५  
 संरक्षितो मयाचाद्य जानीहि त्वं सुनिश्चितं ।  
 पुनर्यदा मदीयेहा भविष्यति पुनं त्रुं ॥ ८६  
 तुभ्यं समाधिं दास्यामि निर्विकल्पस्वरूपकं ।  
 अस्यां दशायां कर्तव्यं विग्रहाचरणं बुधैः ॥ ८७

When Narendra came to Thakur to offer his obsestence to him. Thakur received him cordially and said. "I have made you realise the Supreme Being who is not knowable through our senses including mind and who has been described as Divine Joy in the shastras. I treasured that Joy in my heart only for your sake. I shall again give you another taste of it when I shall so desire. At this stage it is wise to keep yourselves free from all impurities. 91 to 97



বাস্তববাদ :—

নবোদ্র ঠাকুরের পদধূলি লইবার জন্য নিকটে আসিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন। বেদে যে ব্রহ্ম বস্তুর মনের দ্বারা না পাইয়া যাহা হইতে বাক্য নিবর্তিত হয়। কেবল অনুভব স্বরূপ সেই ব্রহ্ম বস্তুর বাক্য মনের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা অভিহিত তত্বমসি প্রভৃতি প্রাতি বাক্যের তাৎপর্য্য যে পরম পদ আজ আমি তোমাকে সেই আনন্দটি আশ্রয়যুক্ত করিয়াছি। হে পুত্র সেই আনন্দের রাজা অর্থাৎ সর্ববিশেষ আনন্দ কেবল তোমার জন্যই আমার হৃদয় আকাশ রূপ পেটিকার মধ্যে বদ্ধ পূর্বক রাখিয়াছি। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, অতএব পুনরায় যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন আমি তোমাকে নিশ্চয় সাদরে সেই নির্বিকল্প সমাধিটি দিব, জ্ঞানীগণ এইরূপ অবস্থায় বিশুদ্ধাচারণ অর্থাৎ বিশেষভাবে সদাচার পালন করেন। তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ জটা ভগ্ন বিভূষিত সন্ন্যাসী সকল সর্বদাই বিশুদ্ধ অগ্নি সমীপে অবস্থান করেন। ৯১ হইতে ৯৮

জি' ন দশয় যুয' ভী জটামল্যবিভূষিতাঃ ।

সন্ন্যাসিনঃ সদা সন্তি বিশুদ্ধ শ্চিন্তাসিদ্ধী ॥ ৮৮

বিশুদ্ধ ফলমূল্যাদিক্রমাদিভাঃ সূর্য্যগিনঃ ।

তেন তেযা' চিত্তশুদ্ধিঃ সুনমা' ভবতি ধ্রুব' ॥ ৮৯

তনৌ ধ্রু' ধা' স্মৃতি প্রাপ্তির্য্যাস্যাসিদ্ধিকল্পকঃ ।

সমাধিঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যোনা' বিপ্রমোহস্ততো' ভবেৎ ॥ ৯০

যু' ত্রৈব' যৌনরেন্দ্রস্তু কেবল' পৌরুষ' প্রিয়ঃ ।

তত্র তেন বহুতরা' ক্রমোচ্চৈষা' প্রযত্নতঃ ॥ ৯১

ন সৌম্যে' ত' সমাধিন্তু নরেন্দ্র' সূর্য্যসেবকঃ ।

এব' গতে বহুতিথে' তিরোধানাত্ পদ' প্রভোঃ ॥ ৯২

चन्तःश्लोकायां च भः

तीर्थं श्रेष्ठं हृद्योक्तैश्चैत्रं कुञ्जाम्बुके यदा ।

स्थितो योगी तपस्यार्थं तत्रै कस्मिन्दिने तदा ॥ १०१

ह्यानैकं मनसस्तस्य बाह्यज्ञानं त्रिलुप्ततां ।

गतस्य देह्यन्वस्य भूतले पतितस्य च ॥ १०४

“You must have seen holy men with matted hair and bodies smeared with ashes sitting by the fire and living upon fruits only to maintain purity of mind and soul, which causes merit for realisation of Divinity and salvation.” Of all the disciples only Naredra made utmost efforts to have the Divine joy once again but in vain. Some time after Thakur had left this mortal world, Narendra went to the holy place of Hrishikesh. Once during his stay there while in deep meditation he lost his consciousness. 89 to 104

অন্ত্যসৌন্দর্য্যং স্ম অ:

বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তথাপি প্রভুর মুখ্য সেবক নরেন্দ্র সমাধি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে প্রভুর তিরোভাবের পর যে সময়ে বোগী নরেন্দ্র তপস্তার লগ্ন হইলেন তীর্থের মধ্যে বৃজাঙ্গ নামক ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। সেই সময় সেই স্থানে একদিন একমাত্র ধ্যানাত্মক ব্রহ্ম নরেন্দ্রের বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে ভূতলে পতিত হোহর। ৯৯ হইতে ১০৪

নিম্মন্দাসুর্ঘ্য মনিরপি ন স্মদন্তে নিম্নযুগম'  
 নামাষ্ট্রামানিল বিরহিত' জীবন' নীপলম্ব' ।  
 গড়াছ্যাক' সম ভবদ্যি' সৃষ্ট্যু নাপত্যমান  
 স্ত্যক্তা দেহ' পরমভবন' যাতি যন্ত্রী যমলী । ৭০৫  
 সর্ঘ্য' চৈব' পদনস্বরতো জানু লঙ্ঘ্যদরাদি'  
 বস; কষ্ট: সুনয়নযুগ' ভাল নাসোদিকাং ।  
 উদ্যোতাং খলু বিকলান্ মন্যমানাংসুদৈব'  
 শয়ন্যু' স্তাত্ খলু ভগবতো রামকৃষ্ণস্য নাম ॥ ৭০৬  
 ঘর্মে রাত্রৌ যবণকুহরে ভূয় যবানপল্ল'  
 সম্মালম্ব্য খলু পরদিনে সর্বলোকী স্তদীয়ান্ ।  
 শ্রীবাচৈব' সম ভগবতো ভূয় যবা শিখাং  
 নীবাভ্যোঃসমদহো নির্বিকলপ স্বরূপ: ॥ ৭০৭

He appeared to be dead. But his followers observed that his body was however not distorted or decomposed like other dead bodies. So they loudly chanted the holy name of Ramakrishna all the night long till next day Narendra regained

अन्तर्लोलयां नमः

his senses, and said, "By the grace of Thakur I attained the Divine consumation, once again."

105 to 107

বঙ্গানুবাদ :—

তঁাহার প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। এবং স্মৃদ্ধ স্মৃদ্ধ নিরা সকল বা চক্ৰবর্ত্ত স্পন্দন শূন্য হইয়াছিল। নাসিকার দ্বাশ প্রবাস জনিত বায়ু শূন্য বশতঃ প্রাণহীন বা মৃত বলিয়া নিশ্চয় করাইয়াছিল। অতএব আমাদের এইরূপ ভীতিপ্রদ আশঙ্কা উপস্থিত হইলে একমাত্র কর্ণ ধারক বা চালক মূর্ত্তা গ্রাসে পতিত হইয়া ফুল দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান্নোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবনা করিয়া আমরা সকলে তঁাহার পায়ের নব হইতে আরম্ভ করিয়া বাহ জন্মা ও উদরাদি বক্ষঃস্থল কর্ণদেশ ও চক্ষু দুইটি ললাট কর্ণদেশ ও নাসিকাদি এই সকল বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কোন ইন্দ্রিয়ই নষ্ট হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সবলের ক্রিয়া না থাকিলেও কিছু মাত্র বৈপরীত্য হয় নাই। তখন আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে একত্রিত হইয়া অতি উচ্চ কর্ণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নাম তঁাহার কর্ণকুশরে পুনঃ পুনর্ব্বার দিবারাত্র বলিতে বলিতে প্রভাত হইলে পরদিনে চৈতন্য লাভ করিয়া তঁাহারই আশ্রিত আমাদের সকলকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে আজ আমার পুনর্ব্বার এইরূপ আশ্চর্য্য নির্বিকল্প স্বরূপ সমাধি হইল। ১০৫ হইতে ১০৭

स्कन्दपुराणस्य मध्ये कीदारखण्ड नामके ।

अथायिदं प्रति पुण्यकथा वैष्णुदेवतपण्यया ॥ १ ८

अन्तर्लोनायां चमयः

मनुष्टो भगवानासीद्, धीकेने स्वधामनि ।  
 श्राम्भस्याभ्यन्तरे स्थित्वा भगवान् कुम्भरूपकः ॥ १०८  
 स्वरूपं दर्शयित्वा तं रैभ्युदेव तपस्विन ।  
 तद्वाञ्छितं वरं तस्मै दत्त्वा चैवमुवाच तं ॥ ११०  
 चोत्तरेऽस्मिन् यः पापपातं तपयति मग्गनाः ।  
 पाशुभिर्हर्भवेत्तस्य ददाम्येतद्दरश्च भो ॥ १११  
 तत् कालतो हृषीकेश तीर्थस्थाय तपस्विनः ।  
 कुम्भाम्भक्तं चैवमिदं नाम सुन्दरमाददन् ॥ ११२  
 घट्टिनारायणं द्वारोदरिहार इति स्मृतः ।  
 वैदारनाय हारत्वाहरद्वारोऽपिमन्यते ॥ ११३  
 यत्र भागोरथो गङ्गा सप्त सीतस्वती सती । ११४  
 निनिता मौद्गलकुण्डे गङ्गाद्वारोऽपि विदुः ॥ ११५

There is the story of Raibhyudev in the chapter named Kedarkhanda in the Skandha Puraṇ. While Raibhyudev was in deep meditation in Hrishikesh God in a very dwarfish figure appeared from a mango fruit and gave him the desired boon. God also said, "It is also a boon to those who will perform holy penance here that they will soon achieve their end." From that time onwards the place is known as Kubjamra Khetra which is now called Haridwar as it falls on the way to the temple of Badrinath, and also

অন্তরনীলার্যাং মম অঃ

called Har-dwar as it also leads to Kedarnath. It is also called Ganga-dwar as the seven currents of the Ganga meet here in Bramha-kunda.

108 to 114

বঙ্গানুবাদ :—

কন্দ পুৰাণের কেশবর খণ্ডে একটি পবিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে যে বৈষ্ণবদেবের তপস্তায় সম্বন্ধ হইয়া এই কুবীকেশধামে ভগবান্ কুব্জ রূপ ধারণ পূর্বক একটি আশ্র ফলের ভিতরে থাকিয়া সেই তপস্তাকারী বৈষ্ণব দেবকে নিজের স্বরূপ দর্শন করাইয়া বৈষ্ণবদেবকে তাঁহার অভিলষিত বর দান করিয়া বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি এই কুব্জাশ্র ক্ষেত্রে আমাতে মনোনিবেশ পূর্বক তপস্তা করিবেন তাহার শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ হইবে। এই বরটিও দিলাম। সেই সময় হইতেই এই কুবীকেশ তীর্থের কুব্জাশ্র ক্ষেত্র বলিয়া ব্রহ্মদেব নাম সম্যাসী সকল দিয়াছেন। ১ ২

এই স্থানটি বনরিকাশ্রমে বাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া হরিদ্বার বলে, এবং কেশবর বাইবার দ্বার স্বরূপ বলিয়া এই স্থানটিকে হর দোয়ারা বা হর দ্বারও বলে। ১১৩১১৪

প্রাণীকৃত্য ঠাকুরেণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তমুত্তমং ।

কৃত্বা হৈব সম্বিদ্যং সুসম্বদং পটাস্থলে ॥ ১১৫ ॥

যদ্যেচাচার নিবর্তনমব তেন ন দোষমাক্ ।

আচার ব্যবহারাদি জপ পূজাদিকাদি চ ॥ ১১৬ ॥

যদি মযেহিপরীত সর্বমহৈতম্ভানতঃ ।

মহ্মপূর্ণ্য পূর্ণতা প্রাপ্ত যোগিনী মবতি ধ্রুব ॥ ১১৭ ॥

অন্তঃসলোভায়াং ৮ম অঃ

প্রভোঃ শ্রীমুখপদ্মাস্থিতং সেবকসত্তমৈঃ ।

শ্রীনর্মদা নদৌ তীরে কুটীরে নির্জনে সদা ॥ ১৭৮

ধ্যাননিষ্ঠঃ পুরী তোতা ত্রিচত্বারিংশ বৎসরে ।

নির্বিকল্প সমাধি' ত' পাশ্যপাতি পরিশ্রমৈঃ ॥ ১৭৯

অল' বমূষ সম্যাসু মতিলাঞ্ছন গতোপি সঃ ।

ঠাকুরস্য সমাধিঃ স সর্বাংস্বার্থময়স্য তু ॥ ১৮০

নিমেষকালমচ্যৌভূবির্ভিকল্প স্বরূপকঃ ।

যেন দিনত্রয়' যৌষদেকরূপেণ সংস্থিতিঃ ॥ ১৮১

Thakur would often say that if a holy man behaved according to his own will, with full knowledge of oneness underlying all this apparent diversity, he could not be guilty of anything. In performing holy rites or daily duties if he would do adversely, he would get the desired merit or fruit because of his divine wisdom. It is said that Totapuri performed penance for long thirty four years in a lonely place on the bank of the river Narmada to attain spiritual sublimity, which Thakur attained in a moment and could retain for long three days at a stretch. 115 to 121

বদন্তুবাণ :-

এক এই স্থানে জাগীরদার গঙ্গার সাতটি খাড়া হওয়ার কেহ কেহ  
গঙ্গা ধাবও বলে। গঙ্গা এই স্থানে লক্ষ কুণ্ডে মিলিত হইয়া

অন্তঃশ্রীলায়াং অঃ

তৎপরে অশ্রুদিকে যাইয়াছেন। ঠাকুর প্রায়ই এইরূপ একটি উত্তম শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বলিতেন। অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ ধন বা রত্নকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া যে কোনও রূপ আচার ব্যবহার কর না কেন তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। আহার ব্যবহার জপ ও পূজা প্রভৃতি যদি সাধারণের মত অথবা শাস্ত্র সম্মত না হয় তাহা হইলেও অদ্বৈত স্বরূপের প্রকাশে আচারাদি বিষয় সম্পূর্ণরূপে বোজিগণের হ্রাসম্পন্ন হইয়া থাকে ইহা প্রব নিশ্চিত জানিবে। ১১৫।১১৬, ১১৭

সেবকগণ আমরা সকলে ঠাকুরের মুখপত্র হইতে শুনিয়াছি। নির্জন কুটীরে নন্দিনী নদীর তীরে ত্রিচরিত্রঃশব্দসহ ধ্যান মগ্ন হইয়া তোতাপুরী সম্যাসী প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া নির্বিকল্প সমাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের সর্বাস্তর্চর্য্যময় ঠাকুরের নিমেষমাত্র সময়ের মধ্যে সেই সমাধি অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি হইত। যে সমাধি দ্বারা ঠাকুর তিন দিন পর্য্যন্ত নির্বিকারে তপস্ব হইয়াছিলেন ॥ ১১৮ হইতে ১২১

অতীবাশ্রয়্য বিপদঃ সর্বস্বাদয়মুত্তমঃ ।

বহুযর মাণতুল্য নরেন্দ্র যন্ত সেবক ॥ ১২২

সমাধি নির্বিকল্পস্য রসস্বাদনং পুনঃ ।

কারয়িত্বা শ্রীভগবান্ কৃপয়া মম ঠাকুরঃ ॥ ১২৩

শুচপটং দর্শয়ামাস্তদ্বিন্যোঃ পরমং পদং ।

অত্যন্ত যত্নশীলানাং সেবকানাং মহাত্মনাং ॥ ১২৪

শুশ্রূষায়া মগবত স্তুতিঃ স্বল্পা ন চাভবত্

যদুপঃশোণ শক্তিত্বাদন্য মাধনয়াযবা ॥ ১২৫

সত্যানবাতিকামধ্যে বর্ষা প্রাবল্যতোঽপি বা ॥

রোগহৃদি স্তদা জাতা যত্মতশ্চান্তরে স্থিতা ॥ ১২৬



অন্ত্যনৌল্যায়াম অ:

তত্শত বাহ্য দেশেপি সম্পূর্ণং দৃশ্যতাংনত ।

সহ তেন চ রক্তস্য চরণেন তদা প্রভোঃ । ১২৩

যাতনা স্ব শরীরস্য সম্পূর্ণং হৃদিমাগতা ।

চিকিত্সকেন বিশ্লেণ যদ্যপি সুচিকিত্সিতঃ । ১২৮

In spite of every care and utmost effort the disease began to aggravate due to weakness of age, anxiety for his disciples, or undried condition of the garden. The wound spread from inside to the skin outside, Excessive bleeding accompanied with acute pain all over his body made him restless 122 to 128

বদান্তবাদ :—

সম্প্রতি সর্বান্ধার্যময় এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে ঠাকুরের বহিষ্কৃত জীবনের মত প্রার্থ সেবক নবোদয়কে এই নির্বিকল্প সমাধির উত্তমরূপে বলাবাদ করাইয়া বিষ্ণুর পরম পদ দর্শন করাইয়াছেন। মহাত্মা সিদ্ধ সেবক সকলের পরম বড় ঠাকুরের গুণস্বরূপী জ্ঞান হয় নাই। ঠাকুরের ক্রমশঃই দেহের কীণ শক্তি বশতঃ অথবা কষ্ট সকলের জগৎ চিন্তা দ্বারা অথবা বাগান বাটার মধ্যে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বশতঃ রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেদগ কষ্ট ভিতরে ছিল। সেইরূপ কষ্ট বাহিরেও দেখা দিয়াছিল। সেই সময় সেই সকল কষ্ট স্থান হইতে রক্ত নিঃসৃত হওয়ায় শরীরের বাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহা নিঃসৃত হইয়াছিল। ইহা নিঃসৃত হইয়াছিল। ইহা নিঃসৃত হইয়াছিল।

अन्तर्नीनार्यां यम यः

तथाप्यष्ट मामकाले प्रायेन गतवत्यपि ।  
 आगानुरूप रोगस्य प्रथमो नोपनश्यते ॥ १२८-  
 एवमुद्दिश्य चेतोभिर्भक्तवर्गैः सुचिन्तितं ।  
 रोगपरीक्षणश्चास्य कर्त्तव्यं सुचिकित्सकैः ॥ १२९-  
 विचिन्तैव महाभागाः सेवका भगवत् पराः ।  
 नगर्याः कनिकातायो रोगारोग्य निकेतनात् ॥ १३०-  
 सर्वत्रैव रोगवेदी कोटिस् संहिवेति नामकः ।  
 तस्मिन्नीतः स सम्मानं सेवकैर्यत्र ठाकुरः ॥ १३१-  
 स ज्ञेताद्भियक् तस्य कण्ठनानो परोक्षणे ।  
 अद्भुन्मीमिः समाक्रान्ते ठाकुरस्य गले यदा ॥ १३२-  
 कठोर यातनोयुतः ज्ञेताद्भं ठाकुरोऽब्रवीत् ।  
 क्षणं तिष्ठाधुना तात इदमुक्ताखभावज ॥ १३३-  
 निर्व्यक्तस्य समाधिं तं तत्क्षणात् प्राप ठाकुरः ।  
 ततस्तं ज्ञेताद्भं भियक् परोक्षेच्छानुमोदतः ॥ १३४-

How was under treatment of the best physician for about eight months, yet there was no indication that the disease had been brought under control. His disciples brought Mr. Co's, the best of physicians in Calcutta Hospitals to examine the disease of Thakur. To facilitate examination of his wound, Thakur took his consciousness out of physical plane. 129 to 135

ବନ୍ଧାନୁବାଦ :—

ତଥାପି ରୋଗେର ଆରମ୍ଭ ହେତେ ପ୍ରାୟ ୮ ମାସ କାଳ ଗତ ହେଲେଓ  
ରୋଗେର ଆରୋଗ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପେ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ନା । ୧୨୨

ଏହିକ୍ଷେପେ ଡକ୍ଟର ସକଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧି ହେଉ ଡାକିଯାହାଲେନ  
ଠାକୁରେର ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା ବିଶେଷତାବେ ଛତିକିଂସକେର ସ୍ୱାସା କରା  
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ୧୩୦

ଏକ ଡକ୍ଟର ପରାସ୍ତ୍ର ମହାଭାଗ ସେବକଗ୍ନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛତିକିଂସକ  
ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡିକେଲ କଲେଜ୍ରେର କୋଟି ସାହେବ ନାମକ ଛତିକିଂସକ ମହାଶୟକେ  
ଜମନ୍ମାନେ ଠାକୁରେର ନିକଟେ ଆନିଆହାଲେନ । ୧୩୨

ତତ୍ପରେ ସେହି ଇଂରେଜ ଡାକ୍ତାର ଠାକୁରେର କର୍ତ୍ତାମଣି ପରୀକ୍ଷାସି ଜଣ  
ଗଲାର ଭିତରେ ଅଗୁଣି ଶ୍ରବେଣ କରିଲେ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାତନା ଅନୁଭବ  
କରିବା ସାହେବ ଡାକ୍ତାରକେ ବଳିଆହାଲେନ ମହାଶୟ ଆପଣି ଏକଟୁ  
ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ ଏହି କଥା ବଳିଆ ଠାକୁର ତତ୍ତ୍ୱକ୍ଷଣାତ୍ ଅତ୍ୟାବସାତ ନିର୍ବିବକ୍ତ୍ର  
ଜମାଧି ଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେନ । ତତ୍ପରେ ସେତାଙ୍କ ଡାକ୍ତାର ବିଭେଦ  
ଇଚ୍ଛାମତ ଠାକୁରକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବଳିଆହାଲେନ । ୧୩୫

ଉଦାତ୍ତ କ୍ଷୟାନୁମାର ରୋଗୋଽସାଧ୍ୟ : ପ୍ରାଣାପିଘାତକ : ।

କ୍ଷୟାନୁମାନୀ ଅତୀକ୍ଷାତୀନୀୟଧସ୍ତାସ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ ॥ ୧ ୩୬

ଅଭିରାମମେଶ୍ୱରୀକୀ ସାର୍ତ୍ତାୟା ଧର୍ମସାଧକା : ।

ରତାସ୍ତ୍ରୟାଦିୟଂ ପୌଢ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାନିଷ୍ପାତି ନିଷ୍ପିତଂ ॥ ୧୩୭

ଗଲମଧ୍ୟସ୍ତ୍ୟ ଶିଳ୍ପିନୀନାଂ ଶିରାଣାମତି ସୁକ୍ଷ୍ମସ୍ୟା ।

ଉଚ୍ଚେଜନାତଟ୍ପତ୍ତିର୍ଭବେଦସ୍ଥାମୟସ୍ୟ ହି ॥ ୧୩୮

ଦେଶୋଽସ୍ମାକ୍ ମିମଂ ରୋଗଂ ସଦୁଜ୍ଞସ୍ତି ମହାତ୍ମନ : ।

ଧର୍ମସାଧକସ୍ୟ ରୋଗ : କ୍ଷୟରୋଗୋ ବଦନ୍ତି ତେ । ୧୩୯

অন্তঃলীলায়াং ৫ম অঃ

অসমীপধেমস্মাক ন প্রযোজ্য কদাচন ।

এতাৎক্ষণ্যমবস্থায়াং ভূবিক্তেশো মবিষ্যতি ॥ ৭৪০

অতো যাভক্ চিকিত্সাস্থ রোগিনঃ প্রচলিষ্যতি ।

সৈবশ্রমকরৌ ছাস্থ মবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪১

মল্লস্য যত্নদুস্তা মে কিন্তু কিঞ্চিদদামি যঃ ।

তচ্ছৃণুয্য মহাভাগা ভবন্তৌ গুরু জীবনঃ ॥ ৭৪২

After careful examination of the wound, Mr. Cois said, "It is cancer which is incurable. No medicine for this disease has been invented as yet. Usually, priests who are habituated in holy talks are affected by this disease. This disease originates from excessive exertion of the finer tissues of the throat. It is known as throat disease in Western countries. Strong medicine should not be app'ied as it brings but unbearable pain. So mild homeopathic medicine only can be taken. I have told what I had to say about the disease. I have, however, to say something else. Kindly listen to me. 136 to 142

বঙ্গানুবাদ :—

ইহা প্রাণনাশকারী ক্যান্সার রোগ। ইহা গলদেশের শিরা হইতে উৎপন্ন এ রোগের ঔষধ নাই বা এই রোগ মুক্ত হয় না। ধর্মোদ্ধারকরণ অবশ্যরত ইন্দ্রের কথায় সর্বদা বৃত্ত থাকেন তজ্জন্ম

অন্তানীলায়াং পম অঃ

ধর্মযাজকগণেরই প্রায় এই রোগ হইয়া থাকে। গলদেশের ভিতরে অতি সূক্ষ্ম শিরা সকলের এবং সেই শিরাতে অতি ক্ষুদ্র কীট সকলের উদ্ভেজনায় বা আঘাতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ১৩৮

আমাদের দেশে অর্থাৎ ইণ্ডোনে এই রোগটিকে বহুভাষী ধর্মীয়া ধর্ম যাজকগণের কণ্ঠ রোগ নামে অভিহিত হয়। ১৩৯

এইরূপ অবস্থায় আমাদিগের উগ্র ঔষধ প্রয়োগ করা একবারে অবিধেয়। ইহাতে রোগীর ভয়ঙ্কর কষ্ট হইবে। ১৪০

অতএব ইহাঁর যেকণ ভাবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলিতেছে তাহাই স্মৃচিকিৎসা। ১৪১

আমার চিকিৎসা বিষয়ে যাহা কহা উচিত তাহা বলিলাম। কিন্তু ইহাঁর সম্বন্ধে আমি বৎ কিঞ্চিৎ বলিতেছি হে ভগবৎ প্রিয় মহাভাগ সকল আপনারা অনুগ্রহ পূর্বক তাহা শ্রবণ করুন। ১৪২

অস্বাচর্য্যমযশ্বিন' রোগিনমোগরূপক'।

প্রথম' দৃষ্টবানত্র জীবিতী ভীমহাজনা: ॥ ১৪৩

বাহুবেলাখ্য ধর্মশাস্ত্রে পঠিতমেব কীদল'।

তত্র প্রভীরৌশামসী নামক স্যার্য্যরূপিন: ॥ ১৪৪

ইম চর্চা প্রবন্ধে না ভবদৌ দৃক্ সমাধিজ: ।

স্বদেহস্থিতি বিজ্ঞগরূপোমাঝ: সমুত্থিত: ॥ ১৪৫

কিন্ত্বদ্যাস্যমগবত: সাত্ত্বাদৃষ্ট: স্বচক্ষুশা ।

অন্যল্য সময়েনায' জহৌ দেহাত্মাধিয়র্ণা ১৪৬

পরন্ত্বস্ব স সমাধিরঘুনাপি ন মুচ্যতি ।

অস্বৈব' দর্শনেনায ক্তনার্যোঃ' ভবামি বৈ ॥ ১৪৭

পরন্তু পারিধমিক ঘটনাত্ম কলুপীকৃত' ।

কর' ন কারয়িত্যামি সম্মতিরিত্যমেব মে ॥ ১৪৮

অন্তঃসলীলায়াং মম যঃ

"I am quite astonished to see the divine power of this patient. I have read in the Hcly Bible about such divine power of transporting the soul of the holy apostle named Ishamoshi from the plane of physical reality. I now feel myself blessed by seeing such a miracle with my own eyes and I don't like to take fees for my services to this holy man. 143 to 148

বঙ্গানুবাদ :-

অতীব আশ্চর্য্যময় এই রোগীকে আমি ঈশ্বর রূপে দেখিতেছি।  
হে মহাপুরুষগণ আমি জীবনে এক্ষপ কোথাও দেখি নাই। ১৪৩

আমাদের বাইবেল নামক ধর্ম্ম শাস্ত্রে কেবল মাত্র পড়িয়াছি  
তাছাড়া ঈশামসী নামক ধর্ম্ম যাজক মহাপুরুষের ঈশ্বরের অলৌকিক  
প্রসঙ্গে নিজ সেহের স্মৃতি শূন্য সমাধিজাত এইরূপ ভাব সমুপ্তিত  
হইয়াছিল। ১৪৪।১৪৫

কিন্তু আজ এই সাক্ষাৎ ভগবানের সন্মুখে নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ  
করিলাম। ইনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেহাত্মা বুদ্ধি পরিত্যাগ  
করিলেন। ১৪৬

অধিকন্তু ইহঁার সেই সমাধি এখনও যায় নাই। এইরূপ দর্শন  
বশতঃ আজ আমি ধন্য হইলাম এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

১৪৭

পরন্তু আমি এমন অবস্থায় ইহঁার নিকটে পারিশ্রমিক লইয়া  
হস্তকে পাপ লিপ্ত করাইব না ইহাই আমার সমীচীন মত। ১৪৮

অন্তরীলায়াং ৮ম অঃ

মদুপাঞ্জিত বিত্তানাং কিঞ্চিদাতুং প্রসূর্যদি ।

তদাহ নুনমেধ্যামি কৃপামৌগস্য শান্তিদাং ॥ ৭৪৮ ॥

এবমুক্তা জগমাসৌ ডাক্তারঃ শ্বেতবিষয়ঃ ।

স্ব স্বাস্থ্যে সফলং জ্ঞাত্বা ভগবদ্ব্যবহিতঃ ॥ ৭৫০ ॥

ইতি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিতির্য্যক বিবচিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত

পারমহংসাং সৎসিদ্ধায়াং ঠাকুরের নরেন্দ্রনাথ কাম্যোপুরাধিক্যেষ্ণুরে  
তপস্যার্থে প্রেরিতবান তত্র পশ্চিমুচ্ছ্রাংসনে সমাহ কালমধ্যে নরেন্দ্রস্য  
সাধনাবিসিদ্ধিজাতা ততঃকালমু সমীপে নির্বিকল্প সমাধি প্রসঙ্গে  
দ্ব্যবসায় ইত্যন্য বর্ণনং । ততঃ শ্বেতাঙ্গ চিকিৎসকস্য কথার্য্যতা-  
কৃপীভূত্বলীলায়া অষ্টমোধ্যায়ঃ । অঃ ৮ অঃ ৪

"On the other hand I feel that I shall be blessed by the grace of God if I can give a little of my earning to this holy man." Thus the great physician left the place with his mind absorbed in holy thoughts. 149 to 150

Here ends the eighth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অঃ ৮ অঃ

বঙ্গানুবাদ ২—

আমার উপার্জিত অর্থের যদি কিছুমাত্র ও ইহাকে দিতে পারি  
তবে আমি নিশ্চয় ভগবানের শান্তিদায়িনী কৃপা লাভে সমর্থ হইব ।

তৎপরে খেতাবভিষক এইকপ বলিয়া ভগবদ্ব্যব দর্শনে নিজকে  
ধন্য মনে করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন । ১৫০

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিবচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তপস্কার জন্ত দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলে সেই স্থানে  
সাতদিনের মধ্যে পঞ্চ মুণ্ডির আসনে বসিয়া তপস্কার সিকি লাভ  
করিয়াছিলেন । তৎপরে ঠাকুরের নিকটে নির্বিকল্প সমাধির  
আলোচনা সময়ে জীবীকেশ তীর্থ বলা হইয়াছে । তৎপরে সাহেব  
ডাক্তারের বিষয় অন্তঃসলীলার ৮ম অঃ বলা হইল ॥

অথ অন্তঃসলীলায়াং নবমোধ্যায়ঃ

অতঃপর' ভক্তবর্গেরশ্রিষ্টঃ সুচিকিত্সকঃ ।  
মহেন্দ্রনাথ সরকার' প্রাপ্যাপি সুচিকিত্সক' ॥ ১  
তস্য তু রোগি সাক্ষিণ্য' নাস্তি জ্ঞাত্বা সমত্যজন্ ।  
নবীনচন্দ্র নামাস্তি প্রবীনো বৈদ্যসত্তমঃ ॥ ২  
মর্জ্য' গত্বা তত্ সকাশ' প্রভোঃ ঘোড়ামবর্ণায়ন্ ।  
কিন্তু তস্য চিকিত্সায়া অনুপান মুসংগ্রহ' ॥ ৩  
অসাধ্য' মন্যমানাস্তে তত্বজুস্ত' চিকিত্সক' ।  
এব' প্রভোর্মহত্ত্বা বৈদ্যার্থ' চিন্তিতোমুগ' ॥ ৪  
সম্মানিতমে ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ  
সত্বেশ্বকোঃসুতনুগোঃসুতনু নাম ভক্তঃ ।  
রাজেন্দ্র দত্ত ইতি নাম চিকিত্সকস্ত  
মানোয় তত্র মগদন্ত মদগংযত' ॥ ৫

In search of a good physician, the disciples  
approached Mahendra Lal Sarkar who was one



of the most reputed physicians of the times. He, however, was unable to visit the patient at his residence and so he was not considered suitable. They approached another renowned physician named Nabinchandra. It was, however, too difficult to prepare and administer medicine according to his prescription. So he was also rejected. At last, one of the disciples, named Atul, called in a good physician, Rajendra Dutta, and got Thakur examined by him. 1 to 5

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ভক্ত সকল চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিয়া শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারকে পাইয়াও তাঁহার কলিকাতা হইতে কাশীপুরে যাইয়া রোগী দেখা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে চিকিৎসার নিষুক্ত না করিয়া নবীনচন্দ্র নামে একটি প্রাচীন বৈজ্ঞানিক নিকটে যাইয়া সেবকবৃন্দ তাঁহার নিকটে রোগের অবস্থা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার আদেশ মত ঔষধের উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা বা অতি কঠিন মনে করিয়া তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপভাবে ভক্তবর্গ চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১।২ ৩,৪

সর্বশেষে পরম পুরুষ ভগবান পরমহংসদেবের অতুলনীয় সঙ্গুণ সম্পন্ন অতুল নামক সেবক রাজেন্দ্র দত্ত নামক চিকিৎসককে সেই স্থানে আনিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়াছিলেন। ৫

अन्तर्लीलायां ६म अः

आगत्य सोऽपि गुणराशि युतः सुबैद्यो  
 दृष्ट्वा परीक्ष्य च गदं सुखं चिद्वचनस्य ।  
 प्राप्यापि भोतिवद्बुद्धं मनसि प्रसृजं  
 बाह्ये सहास्य वदनः समुवाच किन्तु ॥ ६  
 नाख्यस्य रोगविगमे भवतां हि काचि  
 क्षिप्ताथवा सुमनसां खलु भौति हेतुः ।  
 येनैव रोगगुरुता प्रकृटीतकृता हि  
 तेनैव तद्गदं विसृज्य गदो हि सृष्टः ॥ ७  
 उक्तैव प्रभुभक्तान् स राजेन्द्रः सुचिकित्सकः ।  
 दैनन्दिनं समागम्य रोगिनं रोगं सुनिन्दं ॥ ८  
 सन्दर्प्य सदातस्य रोगिनो हयं हेतवे ॥  
 सुपुष्पं सुफलादीनि द्रव्यानि विविधानि च ॥ ९  
 समानीय ददौ तस्मै परस्मै पुरुषाय हि ।  
 ठाकुरोऽपि महाप्रोतोऽभवत्तस्मिन् चिकित्सके ॥ १०

The physician was much frightened after examining the patient but he assumed a very cheerful front, and said, "You should not have any fear or doubt about the cure of the disease. The maker of the disease is also the maker of medicine." He paid visit everyday and advised the needful. He would also offer fresh fruits and flowers to bring pleasure to Thakur, who admired the physician for his good treatment and behaviour. 6 to 10

অন্তঃসলীলায়াং ৫ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

বহুতর অদৃশ্য বিশিষ্ট সেই সত্বেচ্ছ রাজেন্দ্র দত্ত আনন্দ ঘন বিগ্রহ ঠাকুরের বোগ পরীক্ষা পূর্বক অন্তরে অত্যন্ত ভয় পাইয়াও বাহিরে সঙ্গত বদনে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের বোগ মুক্তির জন্য মহামনা আগ্নাদিগের কোনও চিন্তার কারণ নাই। যে ভগবান কঠিন বোগ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সেই অকঠিন বোগের সর্বতোভাবে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬.৭

সেই চিকিৎসক রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের ভক্ত সকলকে এইরূপ বলিয়া প্রতিদিন ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সর্বরোগ বিমুক্তপ্রায় বোগী ঠাকুরকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। এবং ঠাকুরের আনন্দ বর্ধন জন্য উত্তম পুষ্প ও উত্তম উত্তম কম প্রভৃতি বহুবিধ উপাদেয় দ্রব্য আনয়ন পূর্বক পরম পুরুষ ভগবানকে প্রত্যর্পণ করিতেন। শুদ্ধ ঠাকুরও অত্যন্ত প্রীত হইতেন ॥ ৮।৯।১০

एवमस्तदुभयोः प्रीतिवर्धनादख्यकालतः ।

दुरन्त यातनायुक्तरोगो ह्रासस्त्वमाप्तवान् ॥ ११

पादुकाहीन विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ ।

न तस्य मनसो दाहः कदाचिदपि जायते ॥ १२

इति सञ्चिन्ता राजेन्द्रः प्रभोरर्थं महामतिः ।

मुकीमलेन बद्धे'ष' নির্মিত' পাদুকাদয়' ॥ ১১

স্বহস্তাভ্যাং প্রভো: পাদযুমলৈ পৰ্য্যধাপয়ত্ ॥

প্রভো স্নাত্ পাদুকাযুগ' বেহুঁড়মঠ সচানি ॥ ১২

অদ্যাপি পজিত' মাতি তদন্তৌর্মন্ত্রিপূর্বক' ।

সযত্ন' বসিতদ্যাপি জগন্মহল হৈতবে ॥ ১৩

अन्तरंगीलायां एव च:

राजेन्द्रनाथ दत्तस्य भक्तिपूर्णं चिकित्सया ।

पौडाशान्तिं प्रभोर्ज्ञात्वा भक्तायोनन्द संयुताः ॥

यमोष्ट देवता सेवां पनीकृत्य स्वजीवनं ।

कुमार सेवकायकुरेकान्त भक्तिसंयुताः ॥ १७

Thus, due to happy exchange of feelings between Thakur and the physician, the very painful disease subsided very appreciably in a very short time. With the thought that if a bare-footed bramin would be given a prize of shoes for protection from the heated-earth, he would regain his peace of mind, Rajendra got a pair of shoes prepared of soft cloth and worn by Thakur. This pair of shoes is still preserved in Belur Math, and worshipped by his devotees. It was a matter of great joy that the treatment of Rajendra Nath Dutta had brought a great relief to Thakur. The young disciples rendered their services to Thakur with all sincerity and devotion. 11 to 17.

ब्रह्मानुवादः—

এইরূপে রোগী ঠাকুর ও চিকিৎসক উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রতি বর্ধনবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইজনে দুঃখদায়ক রোগ কিছু উপশমিত হইয়াছিল। যৌক্ততাপাণিগ্রন্থে যদি কোনও আশংক্য

কোনও লোক যদি পান্ডুক পান করেন। তবে সেই ব্যক্তির কখনও সন্তানজনিত দুঃখ হয় না।

এইরূপ চিন্তা করিতা মহামতি ডাক্তার বাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের জ্ঞান অতি হুকোমল বস্ত্র দ্বারা নির্মিত পান্ডুক দুইটি নিজে দুই হাতে প্রভুর পাদ যুগলে পরাইয়া ছিলেন। ঐ পান্ডুক দুইটি আশ পর্যন্ত বেগুড় ঘটে পুজিত হইয়া থাকে। ১৩১৪

এবং তাঁহার ভক্তবর্গের মঙ্গলার্থে ভক্তিপূর্বক সবদেয় দান করিতেছেন। ১৫

এবং ডাঃ বাজেন্দ্রবাবুর চিকিৎসার ঠাকুরের নীড়ার উপশম বা অনেকটা আরোগ্য জানিয়া ভক্ত সকল অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৬

কুমার সেবকগণ একান্ত ভক্তি সহকারে বৈদ্য দেবতার সেবা প্রাপনে করিয়াছিলেন। ১৭

সিবার্থে শ্রীমগতযাক্ষ্মণ্যক্ক স্মরণে।

যাক্ষ্মণ্যক্কমতঃস্বত্বাত্তলৈমিরি পরমাং জ্ঞাপা ॥ ১৮

পরম্পরাকালি তে তদ্ব্যর্থ পরিবেশনে।

যদি মালিন্য মায়াস্মি তদ্ব্যর্থ চটবারিমিঃ ॥ ১৯

চিক্কা তানমবীহেবো যুচ্চমাক্ সুপমিততা।

ইহং যোতা যযা যুয় দুর্জনৈর্মিলিতা যযি ॥ ২০

যযবা তেহন্তময মস্বয়িত্য যদ্যপি।

ন কিঞ্চিদপি মালিন্য যুচ্চমহেই মবিষ্যতি ॥ ২১

যাক্ষ্মণ্য কল্যমাশ্রয় ন তেন সস্বয়িত্য।

স্বর্ষদা হরহর্যেণ যুয় স্বাধ্যায় নিষিতম্ ॥ ২২

অস্ত্রালীলার্যাঃ ৮ম অঃ

ভবিতব্য বিধানেন বিধাতুরিচ্ছয়াথবা ।

সেবকানাং সুদুর্মাগ্ন্যাৎগর্ভাবসানমাগতং ॥ ২৭

তদা শুচৌ শেখরমভূত পর্ষন্য বর্ষণাহৃত্যং ।

সেন সীলগবীরস্য প্রভোঃ পীড়া অব্যবহতং ॥ ২৮

When the devotees touched the body of Thakur by way of services they became purged of their impurities, both inner and outer. Lest devotees would be unable to preach his religion, Thakur sprinkled holy water on them and said, "From now onward such divine purity has been bestowed upon you that bad companionship or the act of taking unholy food will not impair your purity of mind and body. You will ever remain pure and holy under any circumstances." By the will of God the happy days came to an end. The disease aggravated due to cold caused by excessive rains in the month of Ashara 18 to 24.

বঙ্গানুবাদ :—

সেবা সময়ে ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্পর্শমাত্রে ভক্ত সকলের বাহ্য ও অন্তঃকরণ শুদ্ধি হইয়া পবন কৃপা লাভ তৎক্ষণাৎ হইত । ১৮

কিন্তু আমার অবর্তমানকালে এই সকল ভক্তদুঃখ আমার ধর্ম প্রচারে যদি অসমর্থ হয় তৎক্ষণাৎ ভগবান ভক্ত সকলকে ঘটনাক্রমে

যারা অভিষেক করিয়া বলিতেন আজ হতে তোমাদের এইরূপ পবিত্রতা হইল বাহাতে তোমরা দুর্জন ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেও অথবা পাপ'ন্ন ভোজন করিলেও তোমাদের দেহে কোনরূপ পাপ বা মালিঞ্চ স্বরূপাত্মক হইবে না। ১২।২০।২১

। তোমরা সর্বদা পবিত্রভাবে থাকিবে। ইহা প্রব নিশ্চিত। ২২  
। সেবকগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিতব্যের বিধান জ্ঞাত অথবা ভগবানের ইচ্ছাতেই হউক গুণের অবসান হইয়াছিল। সেই সময় আঘাত দান অত্যধিক দ্বারি বর্ষনের জন্য শীতল বা খুঁটানো হইয়াছিল।  
। এজন্য কীর্ণ শরীর প্রভুর পীড়া বিশেষভাবে বর্জিত হইয়াছিল ॥

২৩।২৪

নশ্চাভ্যন্তরদেশস্য স্ততাৎ ক্লেদোনির্মিতঃ ।  
স্বাস্থ্যকাম প্রাবল্যাস্থ যাতনা হৃদ্বিমাগতা ॥ ২৫  
জলবস্ত্ররসং পথ্যং সুধাধিক্যস্থিতাবপি ।  
ভোজনে ন সমর্যোঃমুদ্র যদিষা শক্তিচালনাৎ ॥ ২৬  
স্বল্পং গলাধিকরণে যাতনা যতনো ভবতু ।  
যথাচৈব মবেদনং সাধ্যাদ্ভগবতোরপি ॥ ২৭  
পরন্তু নমুচ্যপ্তস্বাতু চতস্যানা হিনিঃসুতঃ ।  
পুথরক্তাদিসমিত্র ক্লেদোৎসন্ন্য ব্যবহৃত ॥ ২৮  
অসাধ্যন্তদ্রোগচিহ্নমবলোক্য মহামনাঃ ।  
প্রভো স্তাতু সেবকাঃ সখ্যে নরেন্দ্র প্রমুখাদয়ঃ ॥ ২৯  
সুতরাং ভয়মিত্রান্তাচ্চামবনু প্রমু হৃতবে ।  
কি' কপ্তম্বিমুদ্রাস্তে শায়েন স্তম্বেতনাঃ ॥ ৩০

অন্তপ্রলীলায়াং ৫ম অঃ

একদা মুখনির্গত ক্ষেদসংযুক্ত পায়সঃ ।

প্রমোরম্বত তুহ্যন্তান্মন্যমানো মহত্তরঃ ॥ ২৭

Due to painful coughs and vomiting blood which came out of the wound inside the throat, Thakur became restless. In spite of acute appetite he could not eat anything. Even if he took any liquid food, it would cause unbearable pain as soon as it entered his throat, and simultaneously terrible vomiting of blood would take place. At this even Thakur himself lost all patience and hope, and his disciples did not know what to do. One day Narendra held in his hand the blood with all impurities which was vomitted by Thakur as if it was holy nectar.

25 to 31

বিশ্লিষ্টবাদঃ—

তত্ত্বজ্ঞ গলদেশের ভিতরের ক্ষত হইতে রক্ত অর্থাৎ রক্তপূর্ণ বহির্গত হইলে শ্বাস কাসির প্রাবল্যবশতঃ ঠাকুরের বাতনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ২৫

বিশেষভাবে ক্ষুধার বৃদ্ধি হইলেও মলের মত তরল পদার্থ ভোজনে অসমর্থ হইয়াছিলেন । ২৬

যদি বা জোর পূর্বক অল্পমাত্র ভোজনীয় অথ বাইতেন তাহাতেও অত্যন্ত বাতনা হইত যে বহুপ্রাবল্যতঃ সাক্ষাৎ ভগবানেরও ধৈর্য্য নষ্ট হইয়াছিল । ২৭



এবং তৎকালঃ সেই কৃত স্থান হইতে পুণরুৎপাদি.মিশ্রিত হৈল  
ভয়ঙ্কর রূপে নির্গত হইত । ২৮

ভগবানের অসাধ্য যোগ চিত্ত লেবিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি মহামনা  
প্রভুর সেবক সকল প্রভুর কৃত অত্যন্ত ভয়ে বিহ্বলিত হইয়াছিলেন  
এবং কি করা কর্তব্য কিছুমাত্র নিশ্চয় কবিতো না পারিয়া সকলে এক  
প্রকার ভ্রানশূচ হইয়াছিল ॥ ২৯.৩০

অতি বড় মহৎ শ্রীনরেন্দ্র সর্বোত্তম সাধক একদিন প্রভুর  
মুখাবিন্দু নির্গত রক্ত পুঞ্জের সহিত পায়ন প্রভুর অমৃততুল্য মনে  
করিয়া দুই হাতে ধারণপূর্বক কাঁচর বাক্যে গুরু জ্ঞাতা সকলকে  
বলিয়াছিলেন । ৩১

সবাচ স্বহস্তে ধৃত্বা শ্রীনরেন্দ্রঃ সজাতরং ।  
প্রমোঃসুখ্যদয়ায়া যত্ প্রসাদে মহেন্নৈন নঃ ॥ ৩২  
বিত্তপ্রসাদঃ সজ্ঞাতোঃধুনা ভাগ্য বিপর্যয়াৎ ।  
নদ্রুপস্য প্রসাদস্য পুনঃ প্রাপ্তি ন সম্ভবেত্ ॥ ৩৩  
ভাগ্যচ্ছন্তু মহাভাগা যেনৈদ' ক্লোদমিচ্ছন' ।  
প্রমোঃ সজ্ঞাতস্বরূপ' যত্ পায়সমমৃতোপম' ॥ ৩৪  
অত্ পায়সমবেত্তেনাশ্মাক' তদধিষ্ঠানমুত্তম' ।  
দেহাশ্চিমপ্জা নাড়ীষু ভবেদনুভূত' সদা ॥ ৩৫  
এবমুজ্জা শ্রীনরেন্দ্রঃপোত্বাশ্চ স্বয়মুত্তম' ।  
পায়সমপি চাশ্মাকমপায়দনুত্তম' ॥ ৩৬  
এব' সৌলা মনুষ্যস্য শ্রীনরেন্দ্রস্য ধৌমতঃ ।  
কি' বিদন্তিজনাসৌলা শ্রীশ্রীদর পরায়ণাঃ ॥ ৩৭

অম্ললৌল্যায়াম্ ৫ম অঃ

প্রমুনেদং যদা শ্রুতং প্রায়ো মে কালঃ প্রায়তঃ ।

যতো মে প্রেমলৌল্যায়াম্ প্রাকৃত্যাম্ নষ্টং স্থতিম্ ৬৮

He said, "We do not now expect to have the same holy residuals from Thakur as was available when he was hale and sound. Let us take this blood as holy nectar so that we shall feel Thakur's divine self in our body, bones and nerves." With this Narendra drank the blood and made all other disciples drink it. Thus, Narendra did a miracle which was beyond comprehension of people addicted to earthly pleasure. When Thakur realised that his days were numbered, he resolved to abstain himself from all outward activities. 32 to 88.

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রদ্ধার স্মৃতি অবহার যে প্রসাদ ভোজন করিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে সম্প্রতি আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেইরূপ প্রসাদের পুনঃ প্রাপ্তির আশা আর নাই। অতএব হে মহাভাগ সেবকদ্বন্দ্ব আপনারা আম্রন বধারা এই রক্ত ও পূজা মিশ্রিত শ্রদ্ধার সত্তারূপ এই অমৃততুল্য পায়স যদি আমরা ভোজন করি তাহা হইলে আমাদের শরীরের অস্থি মজ্জা ও নাড়ী সকলের মধ্যে ভগবানের দ্বিতি সর্বদা ভালভাবে অনুভূত হইবে। ৩২।৫৩, ৩৪, ৩৫

এইরূপ বলিয়া শ্রীমদেহঃ স্বয়ং সর্বপ্রায়ে সেই সুখাতুল্য পায়স পান করিয়া তৎপরে আমাঙ্গিকেও পান করাইয়াছিলেন। ৫৬

অন্ত্যস্তীলায়াং ৫ম অঃ

ভগবানের লীলার সর্বোত্তম পার্বদ নররূপী নরেশ্বরের লীলা পত্নী ও উনর পূরণে আসক্ত অর্থাৎ রসেন্দ্রিয়কে ও উপস্থকে বাঁহারা জয় করিতে না পারিয়াছেন সেই সকল মনুষ্য কি ভগবানের বা তাঁহার পরিকর বর্গের লীলা বুঝিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পন্থায় ব্যক্তি ভগবন্তীলা বা ভক্ত লীলা বিষয়ে কিস্কিন্দ্রাজও প্রবেশ করিতে পারেন না। ৩৭

এসু বধন জানিয়াহিলেন আমার অন্তর্ভানের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে অতএব প্রকাট্য লীলারও অবসান হইবে। ৩৮

বিদ্যায়ৈব' শ্রীভগবান্ গমীর নিমি চেকদা ।

স্ব স্বরূপ শ্রীনন্দনাশ্রমাহয় যদ্রতঃ ॥ ৪৫

নদুগত' জীবনমপি শ্রমিভূষণ শিবক' ।

স্ব স্থান্যাহিতলাভং পেরয়িত্বাশ্রমধোগৃহ' ॥ ৪০

প্রোশাব শ্রীনন্দন্য সুখ্যষ্ট' যস্য মৌ: পিয় ।

যদ্যত্রান্তিজন: কোঃপি সর্ম' মৈ নিষ্ফল' ভবেত্ ॥ ৪৭

যদোকৈলাচাশ্রমিণি: শঙ্করো ভগবান্ স্বয়' ।

নিগার্হ' প্রাণিশূন্যস্ত' হত্যা কুযোগ ঘোঠস্ত' ॥ ৪২

যদ্বাক্তিনী শঙ্করী স সাবধানতয়া শ্রম' ।

শ্রমতত্বমহয়' যদ্বিশুদ্ব' সমুপাদিগত্ ॥ ৪৩

তয়া স্ব প্রাণতুল্যস্ত' নন্দ' প্রেমমূর্তিমান্ ।

ত্রিগুণ বাহুযুগ্মেন সুখশুশ্বন পূর্বক' ॥ ৪৪

নদহয়' শ্রাননশ্র' বিশ্বোৰ্যত্ পরম' পদ' ।

যদ্বিদ্যানাদিদ' সর্ম' বিদ্যাত' ভবতি শ্রু' ॥ ৪৫

অস্ত্রলীলায়াং ৫ম অঃ

Knowing this, once in the dead of night Thakur called for Narendra in his room on the upstairs and sent Shasibhusan downstairs. He asked Narendra to see and be sure that nobody was there on the upper floor for otherwise all would go in vain. Lord Shiva also made his place void of any living thing when he imparted the knowledge of one Supreme Being pervading the universe to Goddess Sankari. So also Thakur imparted that divine knowledge to Narendra.

39 to 43.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপে ঠাকুর নিজ লীলার অশ্রুত অবগত হইয়া একদিন গভীর রাত্রে নিজেরই অস্তুতম মূর্তি নরেন্দ্রনাথকে স্বপ্ন পূর্বক ডাকিয়া ঠাকুরগত প্রাণ শশিভূষণ সেবককেও দোতলার গৃহ হইতে নিজের ঘরে পাঠাইয়া দেবতাদিগেরও দেবতা ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন। ওহে প্রাণ প্রিয় নরেন্দ্র! তুমি বেশ ভাল করে দেখ আমার এই দোতলায় কোনরূপ প্রাণী আছে কি না। যদি থাকে তবে সব নিষ্ফল হইবে। ৩২।৪০।৪১

যেমন কৈলাসধামের অধিপতি ভগবান্ শঙ্কর মহানিশাকালে নিজের যোগপীঠ প্রাণীশূন্য করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী শঙ্করীকে সাবধানপূর্বক যে বিশুদ্ধ অবয়ব জ্ঞান তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। ৪২।৪৩

সেইরূপ মূর্তিমান্ প্রেম বিগ্রহ ঠাকুর নিজের প্রাণভূমি সেই

‘अमरलोलायां तमः च’

नरकजाले छड़े बाह्यद्वारा आगिजन करिषा मुख छूबन पूर्वक नैरे अचर  
छानतइ वा विस्मय प्रथम पद बाह्य जानिले लौकिक वा अलौकिक  
मर्त्यविष दन्तद विछान हर वा छाने मर्त्य हर । ४४।४६

असंख्य बुद्बुदोपम ब्रह्माण्ड ब्रह्मसागर ।

समुद्भूतं पुन स्तस्मिन् ब्रह्मण्येव प्रतीयते ॥ ४६

योऽसौरूपविहीनोऽपि सर्वरूप स्वरूपकः ।

निर्गुणोऽपि सदा योऽसौ गुणानामाकरो महान् ॥ ४७

सर्वब्रानुगतो वापि सद्ब्रह्मो भवत्यसौ ।

सर्वचित्तान्तरस्थोऽपि बुद्धिहृत्तेरगोचरः ॥ ४८

एतुर्भान्तु न दृष्टोऽसावस्योऽपि चसत्यसौ ।

ईदृक् सर्वार्थमयः सच्चिदानन्द ईश्वरः ॥ ४९

पाणदेहादिभृदेही पूर्वं पुण्य बलेन हि ।

श्रीगुरोः कृपया वापि वेत्ति चेत् परमेश्वरं ॥ ५०

सृष्ट्यानुसृष्टरूपोऽपि जीवो याति विमुक्ततां ।

तद्रूपोऽसौ भवेदापि यथा ॥ परमेश्वरः ॥ ५१

बन्धुना वा किमुक्तेन वत्स जानोहि तं सदा ।

सर्वं यामात्मजो ह्यात्मा पितामाता स ईश्वरः ॥ ५२

“Innumerable ‘worlds come to existence like bubbles on the surface of the sea, and again lose their existence in the Supreme Being from whom they were born. He who is the maker of shapes is shapeless. He has no quality or virtue even though all qualities and virtues originate

যন্তাশীলায়া ৫ম অ:

from him. He is all alone though He pervades everything, No intelligence can reach him though all thoughts are fed by him. He is not seen with eyes. He is both static and dynamic. He can be known by devotion and by the grace of preceptor. Even though the soul of a man is a very small thing, it can attain salvation and Divinity. Our sons and parents are none but God." 46 to 62.

বঙ্গানুবাদ :—

অসংখ্য জল বৃন্দবন সদৃশ ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ তু ভূবঃ স্বঃ মহত্তম  
তপঃ সত্য এবং অতল বিতল পুতল বসাতল তলাতল মহাতল ও  
পাতাল এই ১৪টি লোক বাহাতে আছে তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ড বলে এই  
ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর পুনরায় অস্ত্রে ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া থাকে । ৪৬

যিনি এই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপ ভগবান নিরাকার বা রূপ শূন্য হইয়াও  
সর্বরূপের স্বরূপ । এবং যিনি নিগুণ হইয়াও সর্ব সঙ্গুণের আকর ।

এই ভগবানই সর্ব বস্তুর মধ্যে সর্বদা অবস্থিত হইলেও নির্লিপ্ত  
এবং সকলের অভ্যন্তরে সর্বদা থাকিলেও মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে  
পারে না । ৪৭।৪৮

এবং আমাদের এই বাহ চক্ষু দুইটি দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ হন না ।  
তিনি অচল হইয়াও চলিতে পারেন এই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ  
সর্বোচ্চর্যময় ঈশ্বরের স্বরূপ । ৪৯

অন্তঃসীমায়াং ৫ম অঃ

প্রাণযুক্ত দেহবিশিষ্ট জীব পূর্ব জন্মের পুণ্য বলেই হউক অথবা  
ঐশ্বর্য কৃপাতেই হউক সেই পরমেশ্বরকে জানা যায়। ৫০

জীব সকলের স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাঁহারা পূর্বোক্ত রূপ  
মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অথবা সেই ভগবান যেমন জীবগণকে  
সাধনা দ্বারা ভগবানের স্বরূপতা লাভ করে। হে বৎস, আর  
অধিকভাবে ভগবানের স্বরূপ কি বলিব তুমি সর্বদাই জানিবে  
সেই ঈশ্বরই সকলের আত্মা সকলের পুত্র সকলের গিতা ও সকলের  
মাতা প্রভৃতি তিনিই সব। ৫১।৫২

যতঃপরং স্রস্ব সমীপস্থস্য  
নরেন্দ্রনাথস্য নবোত্তমস্য ।  
গোত্বাপসম্ব্য ন্যুতিমূলরশ্মি  
সুখারবিন্দং ভগবানুবাচ ॥ ৫১  
যদ্বা তত্বং লগতী দ্বিতায়  
স্বষ্টেঃ পুত্রা পদ্মজনাভ দেবঃ ।  
তস্মৈ দদৌ পদ্মজ যৌগধিত  
নরেন্দ্রনাথায় সুগৌপনীয়ং ॥ ৫২  
পরন্তু কাবল্য কাটাস্য হৃষ্টয়া  
নরেন্দ্রনাথ্য পুনরীহ দেবঃ ।  
সার্ধং ত্বয়া যদ্যপি নোক্তি মেদ  
স্তথাপি মে বাহ্য পৃথক্ব্যমস্মি ॥ ৫৩

Thakur imparted that divine knowledge to  
Narendra which was imparted by Lord Narayan  
to the lotus-born Bramha, before the creation of

অন্তঃসীলীলায়াং চ:

this universe. Thakur also said. "You and I are one and the same. Yet physically we differ."

53 to 55.

বক্তাব্যুবাদ :—

অতঃপর ঠাকুর নিজ সমীপে অবস্থিত নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ কর্ণে সুখারবিন্দ দিয়া বলিয়াছিলেন সৃষ্টির পূর্বে পদ্মনাভ নারায়ণ জগতের মঙ্গলার্থে পদ্মযোনী ভক্তাকে যে ভক্ত ভবটি দিয়াছিলেন। অত্যন্ত গোপনীয় সেই ভক্ত ভবটি ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। ৫৩/৫৪

পরন্তু কৃপাকটাক দৃষ্টি ধার্য ঠাকুর নরেন্দ্রকে পুনরায় বলিয়াছিলেন যে নরেন্দ্র যদিও তোমাতে আমাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই তথানি বাহিরের লোক সকল তুমি এবং আমি এইরূপ ভেদ লক্ষন করে। ৫৫

কিন্ত্বদ্য তুভ্যং সকলং মমিদং

ঐরাবত্ব বিজ্ঞান তপো বনাদি।

সমর্ঘ্য নিঃস্বঃ খলু নামমাত্রং

শ্রীরামকৃষ্ণেতি ভবামি শ্রাদ্ধ ॥ ৫৬

শ্রীরাজরাজেশ্বরতামবাব্য

মদীয় শক্ত্যা জগতামঘৌঘং।

কৃত্বা বিদূরং নবরামকৃষ্ণো

ভূত্বা গুরুম্ ভব সেবকানাং ॥ ৫৭

ইত্যেবমুক্তা নিজ দিব্যশক্ত্যা

মরেন্দ্র মধ্য সমনুপবিষ্ট।

তং দিব্যমায়েন বিভাবিতশ্চ

স্বকার দেবঃ সুবিশিষ্ট রূপ ॥ ৫৮



অষ্টাশ্লীষায়াং ৫ম অঃ

"To-day I have made over to you all that I know and my name is only left to me. 'You may now be sole monarch in the spiritual world and the only guide to my followers.'" Saying this, Thakur transported his spirit into the body of Narendranath and thus bestowed divine power upon him. 56 to 58

বাক্যানুবাদ :—

কিন্তু আজ আমি তোমাকে আমার বৈরাগ্য বিজ্ঞান ও তপো  
বলানি বাহা কিছু সেই সকল অর্পণ পূর্বক নিঃশ্রব্ধ হইয়া কেবল নাম  
মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়া হইলাম। ৫৬

তুমি রাজ রাজেশ্বর হইয়া আমার শক্তি লইয়া জগতের পাপ  
সমূহ দূরীকরণ পূর্বক নুতন একটি রামকৃষ্ণ হইয়া আমার সেবক-  
পণের তুমিই গুরু হও। ৫৭

এইরূপ বলিয়া নিজ দিব্য শক্তি দ্বারা নরেন্দ্রের দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট  
হইয়া সুবিশুদ্ধ মূর্তি ঠাকুর সেই নরেন্দ্রকে দিব্য ভাবে বিভাবিত  
করিয়াছিলেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রকে জীবমুক্ত স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥

৫৮

ধরাশ্চলেনাদ্য স সামগ্ৰ্য  
মৌক্যাস্থ সংপ্রাপিত সর্বভূমিঃ ।  
সাপ্তমী যথা স্বামী বিয়োগকালে  
যমী ধরিত্রী নমসোবেদ্যানে ॥ ৫৮

অন্তঃশ্রোতায়া' ৫ম অঃ

সৌভাগ্য সূর্য্যস্য বিম্বো স্তথাচ্য  
প্রায়োঃস্তম্ভাব' পরিপশ্যতাং বৈ ।  
অশ্রু প্রপাতস্য সুকিঙ্করাণা  
সারশ্ব কালঃ সমুপাগতো নঃ ॥ ৫০  
দৈনন্দিন' সেবক সঙ্গ বাচ্য  
যাদৃক্ ক্রতা তেন তথাচ্য নাস্তি  
ভাবান্তরস্তম্ভনসৌঃপ্য চিন্ত্যঃ  
প্রতিচক্ষ্যন্তাস্তি সমাধি ভাবঃ ॥ ৫১

On the last day of the month of Sravana the rains set in and the earth appeared to shed tears profusely like a female consort at the death of her beloved husband, The followers and disciples of Thakur felt that the glory of their fortune had lost its glamour and the dark days were ahead. Usual daily practices were no more. The mind of Thakur moved away from his associates and oscillates between consciousness and unconsciousness. 59 to 61.

বঙ্গানুবাদ :—

আজ সঙ্গাগতা বহুধরা বর্ষার ধারা উপলব্ধ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে শোকাশ্রুতপে প্রাবিত করতঃ সার্বী জী স্বামী বিয়োগ সময়ে যেকণ ক্রন্দন ধারা ধরা প্রাবিত করেন সেইরূপ শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিনে পৃথিবী হইয়াছিলেন । ৫৯

অস্ত্রানীলায়াঃ ৫ম অঃ

সেইরূপ আত্ম সৌভাগ্য সূর্য্যের প্রায় অস্ত্রাচলে গমন হইতেছে এইরূপ ভাবে পরিলক্ষিত প্রভুর প্রিয় কিঙ্করগণ আমাদের অশ্রুপাতের আরম্ভ হইল এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। ৩৭

ঠাকুর প্রতিদিন বেলায় ভক্তবর্গের সহিত কথাবার্তা বলিতেন আজ আর সেরূপ নাই কণে কণে সমাধি এবং সেই সময় তাঁহার মনের অন্তরূপ একটি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৮

মুক্তং ন কিঞ্চিদগদ্যদেনাতৌ  
 দেয়ং সুখাঘসুদরস্য মধ্যৈ ।  
 দৈত্বস্য গুপ্তম্ সুবিমোজ্যক্যং  
 যদৌষধং পথ্য বিদৌ বদন্তি ॥ ৬২  
 তত্ সুবকৈরিত্যমবেক্ষ্যমানৈ  
 র্দ্ৰব্যং তদর্যং সকলং গৃহীতম্ ।  
 দিবাষসানি সুখশান্তমূর্ত্তি  
 কৃষাণ্য শিষ্যান্ ভগবাস্তদৈব ॥ ৬৩  
 ইন্দ্রাদি দেবাগমনান্মমাদ্য  
 শেত্রে নদীয়েঃ সহ বাক্ প্রয়োগাৎ ।  
 সর্ব্বেন্দ্রিনং ত্বয়্য তথা গতত্বাৎ  
 সার্ধং ভবদ্বি নির্বৃত্তঃ কথার্য্য ॥ ৬৪

Thakur did not take any food due to aggravation of his painful disease. To avoid physical weakness due to starvation, the physicians prescribed suitable diet. His followers were eager to serve Thakur with it. At the end of the day

অন্তঃসৌন্দর্য্যং তম্ অঃ

Thakur said softly. "For the whole day I was busy in talking with Lord Indra and other gods who were here, and so I could not talk to you."

62 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

রোগযন্ত্রণার প্রাবল্যতা বশতঃ কিছুই খাইতেন না। অতএব উদরের মধ্যে যেকোনও প্রকারে কিছু বিশুদ্ধ খাদ্যবস্তু দেওয়া একান্ত কর্তব্য চিকিৎসকগণ দেহপুষ্টির জন্ত রোগিকে সেইরূপভাবে পথ্য দানের ব্যবস্থা করান। ৬২

প্রভুর সেবকসকল চিকিৎসকের মতে খাদ্য দেওয়া হউক এইরূপ মনে করিয়া তদ্রূপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। 'কিন্তু আনন্দ ও ধৈর্য্যের বিগ্রহ ঠাকুর শিষ্যবর্গকে এইরূপ বলিয়াছিলেন। ৬৩

আজ আমার ঘরে ইন্দ্রাদি দেবতার আগমন বশতঃ এবং তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা জ্ঞান প্রায় সমস্ত দিন বাস্তবিকায় তোমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারি নাই।

ভীষ্মে হি পুত্রাঃ পরমাত্মনয়  
 মমী স্তাদিত্য' বচন'নিগম্য ।  
 মাতুঃ সমীপে বিনিবেদিতৈঃ  
 সম্যাদ মায়াপ্যদদাতদগ্রে ॥ ৬৫  
 দৃষ্টা মমুঃ পায়মমগ্রযীদু ভীঃ  
 পাম্যামি পদ্মাসন মসিবিটঃ ।  
 শ্রুত্বাচ তে তত্শ্রবণমেব তস্য  
 সীন' শয়নৈব কলিবারন্তাৎ ॥ ৬৬

অন্যস্বামীনাং ৫ম অঃ

তল্লোহ্যতম্বাদনিত্যমপূর্জকং

প্রায়েন তদ্ব্যুৎপত্তম্বাদা মুরোঃ ।

মানসিং ॥ মেমে অমহাশি দগংনা

দামাণসো বৈ ময়সমং মমকঃ ॥ ৬০

"Dear sons," said Thakur, "I shall take to-day rice boiled with milk." At once the disciples asked Sarada Devi to prepare it. When the desired thing was offered to Thakur, he said, "Dear sons, help me to sit in Padmasana." They did so and fanned him as he became restless due to exertion. 65 to 67

বঙ্গানুবাদ :—

৫৫ পুত্রগণ আমা পায়সান্ন খাইব। প্রভুর এইরূপ কথা শুনিবামাত্র সেবকগণ তৎক্ষণাৎ মাতা সারদাদেবীকে বলিলামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের লাগে দিয়াছিলেন।

৬৫

প্রভু সেই পায়সান্ন দেবীয়া সন্তান সকলকে বলিয়াছিলেন। আমি পদ্মাসনে বসিয়া পায়স খাইব। এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের পার্শ্ববৃন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অন্তর্যন্ত কৃষ্ণ দেহটিকে শয্যা হইতে উত্তোলন পূর্বক অতি যত্নপূর্বক প্রায় পদ্মাসনে উপবেশন করাইলেও ঠাকুর শান্তিলাভ করিতেছেন না। এইরূপে তাঁহার কষ্ট দেখিয়া শিষ্যবর্গ প্রাণপণে ব্যজন করিয়াছিলেন। ৬৬/৬৭

अन्तःशोलायां ८म अः

एव' यदा भोजनलुब्धे भावः  
 प्रभु स्तदा द्वौ निज शूद्रशिष्यौ ।  
 दृष्ट्वा स्वतल्य' समवस्थितौ तौ  
 प्रीवाच दृष्ट्वा क्षुभित स्तदानीं ॥ ६८  
 भो स्त्व' नर येष्ठ नरेन्द्र नाथ  
 त्वजास्ततल्य' वद शूद्रशिष्यौ ।  
 वाक्यान्तु श्रुत्वा प्यतदर्थं वेदौ  
 प्रीवाच देव' कथमेतदेव' ॥ ६९  
 क्षातिर्विचारस्य भवत् सकाशे  
 यतो भवानोच्चर एव नान्यः ।  
 एव' कथ' स्तन्न विदाम देव  
 भ्रान्ताः स्थिता तेन वय' वदामः ॥ ७०

Thus, when Thakur was about to take the rice, he found that two of his non-bramhin disciples were in touch with his bed. On seeing this Thakur said in vexation, "Oh Narendra, ask these non-bramhins to get themselves away from my bed." Narendra could not understand the intention of Thakur and said, "So far as you who are God's own Self are concerned how the question of caste can arise. We say so due to our ignarance." 68 to 70

বদানুবাদ :—

এইরূপভাবে ঠাকুর বনন বাইবার জন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন।  
তখন দেখিলেন তাঁহার দুইটি শূদ্র শিষ্য বিছানা স্পর্শ করিয়া বহিয়াছে  
এইরূপ দেখিয়া বিরক্তসহকারে ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

ওহে নরোত্তম নরেন্দ্র তুমি ঐ দুইটি শূদ্র শিষ্যকে বল উহার  
শীত বেন আমার বিছানা ত্যাগ করে। এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ঠাকুরের  
কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন কেন একপ হবে আপনার  
নিকটে জাতির বিচার? যেহেতু আপনি স্বয়ং ভগবান্ অতএব একপ  
কেন? আমরা শ্রান্ত অর্থাৎ অলস তজ্জগুই এইরূপ বলিতেছি। ৬৯।৭০

শ্রুত্বা নরেন্দ্রস্য স্তুতিপূর্ণা  
বাক্যন্তদা বাক্য বিদামধীমঃ ।  
ভবাব বৈদম্য য এব কৰ্ত্তা  
নহ্যক্য বচ্যপি স্তেন কাৰ্য্যা ॥ ৬৭  
ভক্তান্তদা দেব ধারণ চৈব  
ভক্তগিত্বদ' ভক্তমতস্তিত্বদ' ভী ।  
বস্তু' হি তদ্ব্যাপ্য বিমহীন  
মহেদধুব' শাস্ত্র নিষেধবাক্যাত্ ॥ ৬৮  
প্রাগৈব তৌ তস্য গুরোঃ মুতল্য  
স্বক্সা সুবিশ্রায মনোঃমিত্য' ।  
প্রজগমতদু'রত এব তম্মা  
সততঃ সুভুক্তা মহতা দরশ ॥ ৬৯

On hearing this well-justified contention of  
Narendra. Thakur replied, "The Author of the

অন্তরীলায়াং ৫ম অঃ

Vedas should also abide by it." He also said, "It is rice which, touched by non-bramhins, is not to be taken by bramhin. This is so enjoined in the shastras." Those two non-bramhin disciples kept themselves aloof from the bed of Thakur knowing the intention of Thakur. Then Thakur took that rice with great relish. 71 to 73

বঙ্গানুবাদ :—

বাক্যজ্ঞানী ঠাকুর নরেন্দ্রের তরুণ সুবুদ্ধিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া বলিয়াছিলেন। যিনি বেদের বক্তা তাঁর বেদবাক্য রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থাৎ আমিই নারায়ণ স্বরূপে বেদ বলিয়াছি এখন সেই আমিই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিলেও আমার সিদ্ধান্তবাক্য আমার রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। ৭১

পরন্তু সেই সেবাদিমের ঠাকুর আরও বলিয়াছেন ওহে নবেন্দ্র ইহা যে ভাত রে ভাত অর্থাৎ যে ভাত শূদ্র স্পর্শ করে সেই অন্ন ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবে না বা ব্রাহ্মণের সেই অন্ন বঙ্গনীয়। ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বাক্য বা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। ৭২

শূদ্রস্পৃষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণ কাদাচ খাইবে না। পায়সান্ন আনিবার পূর্বেই সেই দুইটি শূদ্র শিষ্য ঠাকুরের অভিপ্রায় আনিয়াই তাঁহার শয্যাভ্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব ঠাকুর তখন অত্যন্ত আনন্দের সহিত পায়সান্ন ভোজন করিয়াছিলেন। ৭৩

মুখস্থিহি বিধায়ায় মুখ্যতামুপলক্ষ্য চ।

তদাচ শাস্ত্রীয়বচঃ শ্রীনরেন্দ্র বিস্মিতঃ ॥ ৩৪



अन्तर्लोलायां दमयः

शूद्राच्चेन तु मुक्तेन खोदरस्थेन योमृतः ।  
 स वैखरत्वमुद्धत्वं शूयत्वञ्चाधिगच्छति ॥ ७५  
 एवमुक्तं ठाकुरेण गोधूमचूर्णं पिष्टकं ।  
 भोक्तव्यं शूद्रदत्तञ्चैदभोक्तव्यमनापदि ॥ ७६  
 कलावसगतं पापं महापापं बिदुर्बुधाः ।  
 तस्मात् शूद्रस्पर्ष्टमन्नमस्पर्ष्टमग्रजन्मनः ॥ ७७  
 पुनर्यदाशनार्थं न्तन् प्रोयसाच्च समग्रहीत् ।  
 तदायातः समाधिः स बाह्यज्ञान विघातकः ॥ ७८  
 गते किञ्चित् क्षणे तत्र पायसाच्च कुतो गतं ।  
 तदन्नं कोऽभुञ्जीत कस्य वा तत्प्रयोजनं ॥ ७९  
 पुनर्बुद्ध्यान् समयेऽसह्य वेदनयाहिते ।  
 गलाधःकरणद्वक्तुं तदन्नं नैव पारितं ॥ ८०

Then, after washing his mouth, when Thakur felt himself refreshed, he said to Narendra, "In case of death of a bramhin having in his stomach rice touched by a non-bramhin, he takes his re-birth as an ass, a camel or a non-bramhin. Under unavoidable circumstances a bramhin may take bread and curry offered by a non-bramhin. In absence of compulsion, this is also prohibited. In this Kali Yuga unholy rice begets great sin. So rice touched by non-bramhins is not touched or taken by bramhins." When

অন্তঃসলীলায়াং ৮ম অঃ

Thakur was about to take that rice for the second time he lost his senses. When he regained his senses, he felt so much pain that the rice would not go down his throat. 78 to 80

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মুখ প্রকাশন পূর্বক মুখশুদ্ধি করিয়া হুহু হইয়া নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রাখ্য বলিয়াছিলেন। যে ত্রাঙ্গণ শূদ্রের ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে অবস্থান সময়ে যদি মরেন সেই ত্রাঙ্গণ পর জন্মে গর্দভ বা উষ্ট্র হয় অথবা শূদ্র বোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪।৭৫

এবং ঠাকুর ইহাও বলিয়াছিলেন অভাব হইলেও শূদ্রদত্ত গোদুগ্ধ চূর্ণ পিষ্টকাদি অর্থাৎ লুচি তরকারি খাইতে পারে ইহাও আপৎকল্পে কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক অনাপৎকালে কোনরূপ বাধা না থাকিলে শূদ্রদত্ত ঐসকল ভ্রব্যও খাইবে না। কলিযুগে অন্নগত পাপই মহাপাপ ইহা সর্ববিশ্বাসের মত। অতএব শূদ্র যে অন্ন স্পর্শ করে সেই অন্ন ত্রাঙ্গণের অস্পৃশ্য। ৭৬,৭৭

পুনর্ব্বার খাইবার জন্য কিছু পায়সান্ন হস্তে লইবামাত্র সমাধি ঘাৱা তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। অতএব সমাধিসময়ে পায়সান্নের খবর কে রাখিবে কেবা খাইবে কারবা আবশ্যিক। ৭৮।৭৯

সমাধিভগ্ন হইলে ঠাকুর ৰোগব্রণায় অভ্যস্ত পীড়িত হইলে সেই পায়সান্নের গলাধঃ করণ অসম্ভব হইয়াছিল। ৮০

তথাপি তত্ক্ষণিকানামাঘহাবিগময়ান্ প্রমুঃ ।

মৃদ্বীত্বা স্রব্ধমামন্তদুবাচাত্মন্ত দুঃখিতঃ ॥ ৮১

अस्यर्जोनायां ८म अः

पुत्रा एतादृशीं शुधां दिद्यते हि ममोदरे ।  
 ऐश्वराय सुमम्पूर्णं बहुस्थार्जो ययाधुना ॥ ८२  
 भोक्ष्यन् किन्तु मे माता महामाया महिम्नरी ।  
 न किञ्चिदपि मद्यं सा भोक्तुं पुत्राय यच्छति ॥ ८३  
 एवमत्र सुविज्ञेयं गतावतार सञ्चये ।  
 प्रत्येकस्य प्रियं स्वाद्यं नूतनं नूतनं भवेत् ॥ ८४  
 सुमिष्टास्य राजभोगः प्रियो दागरथे रति ।  
 यो हृन्दीवन चन्द्रण्य गोरमोत्पलमुत्तमं ॥ ८५  
 श्रीमन्महाप्रभोः प्रीतिभोगे विपिटं मङ्गके ।  
 किंत्वस्माकं रामकृष्ण देवस्य प्रीतिदायकं ॥ ८६  
 शुक्लाद्यं ऐश्वराय हि भवेद् युगानुसारतः ।  
 कलावन्नगताः प्राणा जीवानां मयति ध्रुवः ॥ ८७  
 सर्वं केवलमस्मानां हस्तिमेष्यन्ति भोजनात् ।  
 जसौ प्रीत्यादि मिथ्यायं सृष्टं मिष्टसयुतं ॥ ८८

Yet at the most earnest request of his disciples Thakur took a little of that rice and said, "My sons, I have got so strong appetite that I can devour a huge quantity of Khichuri (rice cooked with pulse) but my Mother would not allow me to take anything." Here, it may be remembered that every Incarnation of God had a relish for a special kind of food. In the Treta Yuga Ramachandra liked sweets and royal dishes. In the

অন্তরালীলায়াং ৫ম অঃ

Dwapar Yuga Krishnachandra liked milk-made food. In the Kali Yuga Sri Gouranga liked flattend rice. Our Ramkrishna liked rice cooked with pulse. In this Kali Yuga men live upon rice.

81 to 88

বঙ্গানুবাদ :—

তথাপি সেবকবর্গের অনুবোধে স্বল্পমাত্র গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে পুত্রগণ আমার ভিতরে এইকণ ক্ষুধা আছে যাহাধাৰা আমি হাঁড়ী হাঁড়ী পায়স বা বিঁচুড়ি খাইতে পারি। ৮১।৮২

কিন্তু আমার মহামায়া মহেশ্বরী মাতা এই হতভাগ্য পুত্রকে একটুও খাইতে দিতেছেন না। ৮৩

এহলে এইকণ একটি জানিবার বিষয় আছে অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব যুগে যে সকল অবতার হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি নূতন নূতন প্রিয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন ত্রেতাযুগের ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের রাজভোগ নামে মিষ্টান্ন অতিপ্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। ৮৪

দ্বাপরযুগাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের দুগ্ধজাত দ্রব্য অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল। এবং কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের চিপটিকের ভোগে পরম প্রীতি ছিল। কিন্তু আমাদের যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খেচরান্ন বা বিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রিয় খাদ্যবস্তু কারণ যুগানুসারে অর্থাৎ এই য়োর কলিযুগে জীব সকল অন্নগত প্রাণ বা নরনারী সকল অন্ন ভোজন করিয়াই পরিতৃপ্ত হন। ৮৫।৮৬।৮৭।৮৮

অন্তঃলীলায়াং ৫ম অঃ

অমৃতান্নাদ্ সম্পন্নং দেবভোগ্যং ভবেত্ কিল ।

মত্বেব' ঠাকুরিণেদ' গৃহীত' স্বৈচরান্নক' ॥ ৮৯

অদ্যাপি তদ ভক্তবর্গা রামকৃষ্ণ মনোতৃপ্তবে ।

স্বৈচরান্নেন তদ ভোগ' তত্ প্রীত্যে দদতেমুদা ॥ ৯০

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতোর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং শ্রীভগবতো বোদ্ধৃষ্টিঃ, রাজেন্দ্র দত্ত নামক  
চিকিত্সক নিয়োগঃ। তেন প্রদত্ত সুকোমল বস্ত্রাচ্ছাদিত পাদুকা  
পরিধাপন'। পারমান্ন গ্রহণে শূদ্রশিষ্যবর্জনে'। স্বৈচরান্ন গ্রহণাদি  
কথোক্তান্তঃলীলায়াং নবমোঃধ্যায়ঃ। অ. ৫ ॥

Hence, rice cooked with pulse, ghee and sugar becomes a holy thing to be offered to gods, and Thakur liked it so much. His disciples always offer this rice to Shri Ramakrishna in all their festivals. 89 to 90

Here ends the ninth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Shri Ramendra Sunder Bhaktitirtha.

বঙ্গানুবাদ :—

অতএব জীহ্মিদ্গ মসুরাদি মিশ্রিত তণ্ডুল নিম্পাঙ্ক ঘৃত মিষ্টাদি  
যুক্ত অন্ন অমৃততুল্য আশ্বাসনীয় বা দেবভোগ্য হইয়া থাকে। বোধহয়  
ঠাকুর এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই তাঁহার অতিপ্রিয় স্বৈচরান্নকেই সর্বোৎকৃষ্ট  
খাদ্যবস্তু বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের  
ভক্তবৃন্দ মহারাজগণ সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-

অন্তঃসৌন্দর্য্যং ৫ম অঃ

দেবের মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রীতির বা তৃপ্তির জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া খিঁচুড়ি ভোগ দিয়া থাকেন । ৮২১০

শ্রীরায়েন্দ্রহৃদয়ের বিবচিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে ঠাকুরের রোগবৃদ্ধি ডাঃ রাজেন্দ্র দত্তের চিকিৎসা এবং ডাঃ প্রদত্ত সুকোমল পান্দুকণা পরিধান পায়সাম গ্রহণে শূভ্রনিষ্কৃত অনধিকার বেচরাম প্রাণাসাদি এই অন্তঃসৌন্দর্য্য নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হইল ।

অথ অন্তঃসৌন্দর্য্যং দশমোঃধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাধিকেষ্টা দশমস্যধিকেষ্টে মতে

মাকী রবী চন্দ্র গৃহ' গতি রবী ।

চন্দ্রান্নিমানি সময়ে নিগাহে

সংহতু'মেদীদিহলোকনৌলাং ॥ ১

শ্রীরামকৃষ্ণগদ পীঠমাতন:

সমাধিনিষ্ঠ: সহ শিষ্যবগৈ: ।

কাশীপুরীস্থান গৃহে পবিত্রে

স্বকার বাস' কতিচিদিনানি ॥ ২

শয্যা পার্শ্বে শ্রীনরেন্দ্র স্তদৌষা

সেবা' কুর্বে' স্তান্মস্কৌ মহাত্মা ।

এব' গুরীশ্চিন্তয়ামাস নানা

কৌণ্ড'জনো মানব রূপধারী ॥ ৩

In the Saka year 1808 and Bengali year 1293 on the 31st day of the month of Sravana on Sunday, Thakur desired to pass away from this mortal world at midnight. Thakur lived for some time at the Rest House in Cossipore with his

অন্তঃসীলায়াং ৭ম অঃ

disciples during the period of his illness. Narendranath seated by the side of Thakur's bed was deeply thinking about Thakur's divine self.

1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

১৮০৮ শকাব্দার বাংলা সন ১২৯৩ সালে ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারে সংক্রান্তির দিনে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে ঠাকুর নরলীলা সমাপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ১ রোগপীড়িত সমাধিস্থ ঠাকুর শিষ্যসকলের সহিত কাশীপুরের পবিত্র বাগানবাটীতে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। শয্যার পার্শ্বে মহাত্মা নরেন্দ্র তন্ময় হইয়া ঠাকুরের পদসংস্পর্শনাদি করিতে করিতে এই মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহকারী কে। ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপভাবে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন। ৩

য' যোমিনী নিত্যমনন্য চেতা:

স্তুতন্তি নিত্য' পরমাत्मভূত' ।

নিত্য' বিমুক্ত' কিল গৃহবৃহ'

বৈষ্ণ্বরূপ' পরম' পদম্ব ॥ ৪

কিমেয সাচ্ছাদনগতান পরেশী

জীবান্ সমুদর্শ্তুমিহাবতীর্থ্য: ।

স্বলোকতয়াময় পীডমান:

গেতেঃ কি' প্রাকৃতবদ্ গুরুর্ম্ম ॥ ৫

কিম্বা মদীযোযত বুধি মৌহী

গিরীশ গদ্বাধর রাম দত্তৈ: ।

উপাসিতত্বাৎ পরমেশ বুধা

জানামি চেম' মমবন্তমায' ॥ ৬

অন্তঃসীলার্য ৭ম অঃ

কো বা পরঃ সংযয় নাশকারো ভবেন্মাভাত্যন্ত নিমৃদবুধেঃ ।

যদ্যদ্য দেবো দয়য়া নিজোক্তয়া হিন্দ্যাচ্ছতো যাষ্যতি দুঃশমোহঃ ॥ ৩

"Is he the incarnation of God who came to this mortal world to bring salvation to mankind? If so, how is it that he is lying here like a mortal man afflicted with painful disease. Girish, Ganga-dhar, Rama Dutta and others worship him as God and so I know him as such. But my doubt in this respect can only be removed by Thakur himself if he so likes. 8 to 9

বঙ্গানুবাদ :—

যোগিগণ ঘাঁহাকে প্রতিদিন অনন্তমনে বহুপ্রকার বেদবাক্য ঘারা স্তব করেন । এবং ঘাঁহাকে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধিমুক্ত বরগীয় বিষ্ণুর পরমপদ পণ্ডিতগণ বলে । ৪

ইনি কি সাক্ষাৎ ভগবান পরমেশ্বর ? জীবসকলকে উদ্ধার করিবার জন্তই নিজধাম বৈকুণ্ঠাদি হইতে এই মর্ত্যালোকে আসিয়া সাধারণ মানুষের মত রোগপীড়িত হইয়া আমার পরম গুরু শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন । ৫

আথবা আমার বুদ্ধির দোষ বশতঃই এইরূপ ভাবিতেছি । যেহেতু ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গিরীশ গঙ্গাধর রাম দত্ত প্রভৃতি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া উপাসনা করেন তজ্জন্ত আমিও ইহাকে ভগয়ান্ বলিয়া জানি । ৬

অতএব ঠাকুর যদি কৃপাপূর্বক স্বয়ং আমার এই সন্দেহ মোচন করেন তবেই আমার এই অজ্ঞান দূরীভূত হয় । ৭



अन्तर्लोलाया १० म अः

एव नरेन्द्रान्तर भावजातं  
 विज्ञाय देवः सद्यसा सुनेत्रे ।  
 उन्मील्य दृष्ट्वा समुवाच सद्यो  
 नरेन्द्र नाथ परमं स्वशिष्यं ॥ ८  
 नाद्यापि जाता मयि ते गभोरा  
 पूर्णावतारे सुखबोधरूपे ।  
 विश्वास धीर्येन मदौय शिषे  
 प्रवेशकोसे मम नित्यधाम्नि ॥ ९  
 सन्दिग्धभावो मम भाषणं प्रति  
 निमित्तं माकाङ्क्षसि साम्प्रतं त्वं ।  
 मत्तः शृणुष्ववावहितः प्रियोऽसि  
 यथा गति र्येन यतोऽत्र जन्म ॥ १०  
 त्रेतायुगे श्रीहरि रामचन्द्री  
 ब्रह्मकुलध्वंससुकृत्य हेतोः ।  
 सौर्यकुले दाशरथि स्वयं यो  
 जातः पृथिव्यामह मेव नान्य ॥ ११

Thakur understood the mind of Narendra nath and said, "It really pains me to see that even now when I am about to leave this world you are not convinced about my divinity. However, your curiosity is good for the world. Listen to me as I say about who I am and why I am here. I am that Ramachandra who appeared as the son of King Dasharath in the Treta yuga to kill Rakshasas. 8 to 11

অন্তঃসীল্যায় ৭০ম অঃ

বন্দানুবাদ :-

নরেন্দ্রের এইরূপ অশ্রুরেব অবস্থা অবগত হইয়া ঠাকুর হঠাৎ চক্ষু উন্মিলন করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ স্বশিষ্য নরেন্দ্র নাথকে দেবিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া-  
ছিলেন ওহে নরেন্দ্র পূর্ণাবতার জ্ঞানানন্দস্বরূপ আমাতে তোমার বিশেষ  
ভাবে বিশ্বাসবুদ্ধি জন্মিল না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। বেহেতু আমার  
দেহাবসানে নিত্যধামে প্রবেশের সময় তোমার এইরূপ সন্দেহ হইল। ৯

অতএব তোমার এইরূপ আশ্রয় ইহা জগতের মঙ্গলের জন্মই।  
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় আমি যে জন্ম যে স্থান হইতে এখানে  
আসিয়াছি এবং যে জন্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছি তুমি আমার নিকটে  
সাবধানে শ্রবণ কব। ১০

ত্রেতাযুগে স্বাক্ষসকুল বধরূপ তুমহং কার্যের জন্ম স্বয়ং ভগবান  
শ্রীরামচন্দ্র সূর্য্য বংশে দশরথের পুত্ররূপে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন  
সেই রাম আমিই। ১১

অতঃপর' দ্বাপর এব কৃষ্ণী  
মাধুর্য্য লীলা পরিপূর্ণি হ্রীতীঃ ।  
জাণী মুখোভার নিহৌর্ময়া য  
স্তুমেব মাং বিহি বিশ্বদে সচ্চ' ॥ ৭২  
শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয় মেব তত্চ  
মেকী মবন্ বৈ জগতো হিতার্য্যে ।  
কলৌ মহী দেবকুলে বিশ্বদে  
জাতোঽস্মি সন্দেহলবোঽস্ত নাস্তি ॥ ৭৩  
এব' নরেন্দ্র' প্রতিभापमानো  
দেবাदिदेवो भगवांस्तदैव ।

অন্তরলোনায়া ৭০ম অঃ

শ্রীরামকৃষ্ণৈকতনু বিদ্বত্ব  
 স্বতন্ত্রমধ্যে সমদর্শয়ন্ত ॥ ১৪  
 রামং ধনুর্ভানঘরং দ্বিহস্তং  
 কৃষ্ণং তথা বেনুকারং সুখায়ৈ ।  
 স্ত্র সখ্যহস্তং বিনিবেশ্য কুচৌ  
 তথান্যহস্তঃ সুরবর্মগামী ॥ ১৫

"I am also the same Krishna chandra who appeared in the Dwapara yuga to remove the burden of sins on the earth. Hence, Ram chandra and Krishna chandra are jointly manifested in me." So saying, Thakur showed Narendranath his Divine self having three heads and six hands with bow and arrow of Ram chandra and the flute of Krishna chandra. 12 to

15

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে ছাপর যুগে প্রেম লীলার পরিপূর্ণার্থে এবং পৃথিবীর পাপ ভার দূরীকরণ জন্য যে ভগবান বৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং যদু বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাকে সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রূপে জানিবে । ১২

এই কলিকালে সেই শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই দুইটি তত্ত্ব অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও মাদুর্য্য রসের একত্র সমাবেশ রূপ মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ সর্বত্র প্রোষ্ঠ লাগুণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই । ১৩

অন্তরীলায়াং ৭০ম অঃ

এই সকল শুষ্ক কথা নরেন্দ্রনাথকে বলিতে বলিতে সেই সময়ে  
রাম ও কৃষ্ণের একতাক্রম দেখ খাণ্ডন করিয়া দেবাদিদেব ভগবান্  
নিজের বিছানার মধ্যেই সেই নরেন্দ্রকে বড়ভুজ যুক্ত বিরাট রামকৃষ্ণ  
মূর্তি দেখাইয়াছিলেন। ১৪

অর্থাৎ ধনুর্জানধারী দ্বিভুজ শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি বাণীবন্দন  
শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং গদাধরের বাম হস্ত কুক্ষিমেষে বিনিবেশিত এবং  
দক্ষিণহস্তটি খুণ্ড বা আকাশদর্শীরূপে বড়ভুজ ও ত্রিমস্তক নিজ বিগ্রহ  
স্বরূপটিকে কৃপা পূর্বক শ্রীমান নরেন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন। ১৫

एव' तथा षड्भुज विग्रह' स  
रूप' स्त्रय' स्त्रं क्षपया व्यदर्शयत् ।  
यद् योगिभिर्योगवलैर्न दृष्ट'  
क्षपेव तद्दर्शनाभहेतुः ॥ १६  
दृष्ट्वा तदाद्य' पुरुष' पुराण'  
तत् पादमूले पतितो विसंश्रयः ।  
तन्ममत्केतुयहदत्त हस्ती  
ज्ञान' ददावात्मसम' स तस्य ॥ १७  
तदोत्थितः स प्रतिबुद्ध मूर्तिः  
सहानुभिर्जानुयुग' निधाय ।  
मूर्मी तदास्थे विनिवेश्य दृष्टि'  
क्षताञ्जलि स्त' पुरुष' समीदे ॥ १८  
क्वाह' महामूर्खतमो दुरात्मा  
यिचापि दीचा न च मे कथञ्चित् ।  
सत्कर्म' सहाय सुपुण्य नम्ये  
त्वत् पादपद्मे न रति ममास्ति ॥ १९

The six-handed appearance of the Divine Being which even the yogis cannot see was seen by Narendranath by the grace of Sri Ramkrishna. Narendra fell unconscious at the feet of Thakur who bestowed divine wisdom upon him by placing his hand on his head. On getting back his senses, he lamented saying, "What a fool I was that I did not dedicate my soul to you.

16 to 19

বঙ্গানুবাদ :—

যে রূপটি যোগিগণও বোঝাবলে দেবিতে পান না একমাত্র কৃপাই তাঁর বিদ্যুৎ মূর্তির প্রকাশক। ১৬

সেই সর্বাবতারের মূল স্বরূপ পুরাণ পুরুষ ভগবানের বিরাট মূর্তি দেখিয়া নরেন্দ্র ভগবানের পদতলে পতিত হইয়া জ্ঞান শূন্য হইলে ঠাকুর কৃপা পূর্বক নরেন্দ্রের মস্তকে করপদ্ম প্রদান পূর্বক নরেন্দ্রকে নিজের বিজ্ঞান অর্থাৎ ভগবৎশক্তি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৭

এখন ঠাকুরের কৃপায় সর্বজ্ঞ নরেন্দ্র উন্মিত হইয়া দুইটি জামু ভূমিতে সংলগ্ন পূর্বক ভগবানের মুখাবিন্দে দৃষ্টি দাখিয়া অশ্রুজলে বন্ধ ভাসাইয়া কৃতান্তলি পূর্বক বলিয়াছিলেন। ১৮

আমি অত্যন্ত মহানুর্ঘ্ন দুর্বুদ্ধি বিশিষ্ট আমার শিখা বা দীক্ষা কিছুনাহি। সংকল্প সন্ধ্যা ও উত্তম পুণ্যদ্বারা আপ্য আপনার পাদপদ্ম আমার মতি নাই। ১৯

अन्तःशोलायां १०म अः

इत्थं सुदुष्टाशय दुष्टजीवे  
तवानुकम्पा विमला विशिष्टा ।  
न शोभते देव यथा मुजङ्गे  
दत्तं पय स्तूतं गरलं बहुस्यात् ॥ ३०  
ज्ञात्वा न ते रूपसरूपमोक्षं  
सदा सदानन्दमयं परेण्यं ।  
अमन्त कल्याण गुणात्मकस्य  
मन्ये पुरा प्राकृत विग्रहं स्वं ॥ ३१  
नमः पुरस्तात् पुरमङ्गलाय  
घृष्टे नमस्तो प्रकृतेर्वधाय ।  
पार्श्वे नमस्तो परिपन्थिनो मे  
नाथाय पादे पदनुक्ति हेतुः ॥ ३२  
संसार सागर भयङ्कर कालचक्र  
मध्ये सदा पतित खण्डित विग्रहस्य ।  
दोनस्य देव कृपया पदमागतस्य  
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावनम्बं ॥ ३३

I am so wicked that I do not deserve your grace just as good nourishment given to a snake only begets poison. As I did not know your real divine self, I took you to be but a mortal man like us. I bow down to you on the east for the well-being of my body. I bow down to you on the back for purification of my mind. I bow

down to you on your sides to overcome my enemies. I bow down at your feet to get rid of honour and dignity. The terrible wheel of time causes all miseries and sorrow. Be pleased to give me shelter at your feet. 20 to 23

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ অত্যন্ত দুর্ঘট চিত্ত দুর্ঘট ব্যক্তি আমাতে আপনার বিশেষ ভাবে বিমুক্ত দয়া শোভা পায় না। হে দেব বেরূপ সর্পকে দুর্ঘট ভোজন করাইলে সেই দুর্ঘট কাল কুটের গবলই বৃদ্ধি করে। সেইকপ অনধিকারী আমাকে আপনার স্বকপটি দেবাইয়া তুল বহিতেছেন। ২০

আপনার এই আদিভূত সর্ব ফলের মূল স্বরূপ অসংখ্য মঙ্গলময় গুণের আধার সর্বদা সদানন্দময় প্রাকৃত রূপ বিহীন বরণীয় এবস্থিধ স্বরূপ অবগত না হইয়াই আমি পূর্বের আপনাকে প্রাকৃত বিগ্রহ বলিয়া মনে করিয়াছি। ২১

আমার দেহের মঙ্গলার্থে আপনার পূর্বদিকে নমস্কার করি। দুর্ঘট স্বভাব নাশের জগৎ আপনার পূর্ভদেশে নমস্কার করি। শত্রুগণের নাশার্থে আপনার পার্শ্বদেশে নমস্কার করি। এবং আমার পদমর্যাদার মুক্তির জগৎ আপনার চরণ কমলে নমস্কার করি। ২২

হে দেব সংসার সাগররূপ ভয়ঙ্কর কালচক্রে পড়িয়া সর্বদা দেহ সকল ষণ্ড ষণ্ড রূপে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত এবং বিপদে পতিত আমার সহস্র আপনি পাদপদ্মদানে রক্ষা করুন। ২৩

अन्तर्लोलाया १०म अः

संसार वृक्षमत्तुन' बहुकर्मवोज'  
काण्ड प्रकाशमति भीषण लानसच्च ।  
आरुह्य दुःखफलद' पतत' क्षपानो  
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २४  
संसार कूप पतनीदुरुदुःख मूला  
दुस्तरणि तत्र क्षपेव गुणस्वरूपा ।  
ज्ञात्वापि सा न विहृता कलुष प्रसङ्गात्  
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २५  
संसार दुःख दहनातुर मूर्च्छितस्य  
त्वत् पादसिन्धु सलिलामृत खोलुपस्य ।  
दुर्दैवमोदृश्यमहो कलि कोतरस्य  
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २६  
कैवर्त्तजाल पतितार्त्त भयोपमस्य  
संसार जाल पतितस्य तथा दयामो ।  
जाल' क्षपास्त्र निकरेण कुरुष्व कृत्त'  
श्रीरामकृष्ण मम देहि पदावलम्बम् ॥ २७

"Save me from that great tree of the world whose seeds are our doings and whose fruits are our sorrows. Save me who am incapable of availing myself of your grace which is the only rope to drag me out of the deep well of this sorrowful world. Be kind to give a little grace from your ocean of kindness to relieve me of the



fire of this world. Be kind to make me free from the terrible net of this world by the knife of your grace. 24 to 27

বক্তাব্যবঃ—

অতি ভয়ঙ্কর অনন্ত কামনা যে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা অনন্ত কর্মই বাহার বীজ স্বরূপ ও দুঃখ সকলই বাহার ফল সেই অসীম সংসার বৃক্ষ আয়োহনে হতচৈতন্য আমাকে আপনার পাদপদ্ম রূপ কর বৃক্ষের ছায়াদানে কৃতার্থ করুন। ২৪

প্রাণান্ত দুঃখের মূল স্বরূপ সংসারকূপে নিমজ্জিত বশতঃ সেই নূন হইতে উদ্ধার বিষয়ে আপনার কৃপাই বঞ্ছু স্থানীয় ইহা জানিয়াও পাপ প্রসঙ্গ বশতঃ সেই কৃপা বঞ্ছু ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ আমাকে আপনার পাদপদ্মদানে কৃতার্থ করুন। ২৫

বড়ই দুঃখেব বিষয় এই যে আমার এমন দুর্দৈব যে সংসার দুঃখায়ি দ্বারা পীড়িত ও মুচ্ছিত আপনার পাদপদ্ম রূপ অমৃত সমুদ্রের জল প্রার্থী কলিসোথে দূষিত আমাকে হে রামকৃষ্ণ : আপনি পাদপদ্মের ছায়াদানে উদ্ধার করুন। ২৬

মৎস্তজীবী ধীবরের জালমধ্যে পতিত অতএব মরণান্ত দুঃখে পীড়িত মৎস্ত সদৃশ সংসার জালে পতিত আমার সংসার জাল আপনার কৃপা অত্র দিয়া অত্রই ছেদন করুন হে দয়ালো রামকৃষ্ণ অতর পাদপদ্ম দানে আমাকে চরিতার্থ করুন। ' ২৭

নাত্যদুভূতমহং মন্যে তবেদং কৃপদর্শনং ।

আযত্থানী বহুনাং হি নিধিঃ প্রমকৌ মবান্ ॥ ২৮

अन्तर्नीलायां १०म अः

धन्योऽतिधन्योऽद्य सुधन्य जन्म

कृत्यं सुकृत्यं कृतकृत्यताप्ता ।

दृष्टं सुदृष्टं भवतः स्वरूपं

तवाप्तुना दर्शय पूर्वरूपं ॥ २८

श्रीरामकृष्णं शिरसो नमामि

श्रीरामकृष्णं वचसा गृणामि ।

श्रीरामकृष्णं मनसा स्मरामि

श्रीरामकृष्णं शरणं प्रपद्ये ॥ ३०

एवं नरेन्द्रं प्रति रामकृष्ण

स्तुद्मं यित्वा स्वकर्मैव रूपं ।

मायामयः पश्यत एव तस्य

सद्यः स्वतत्त्वोपरि संशया नः ॥ ३१

"This six handed appearance of yours is no wonder to me as you are the root cause of all wonders, I now feel myself blessed by your grace. Be pleased to show again your human shape. I bow down my head to Sri Ramakrishna. I utter the name of Sri Ramakrishna by my mouth. I remember him in my mind. I beg his grace." Thus showing his divine self to Narendrar, Thakur lay down in his bed in his human shape. 28 to 31

বস্ত্রানুবাদ :—

আপনার এইরূপ বড়ভুজ বিগ্রহের সন্দর্শন আমি কিছুমাত্র আশ্চর্য মনে করি নাই কারণ একমাত্র আপনিই বহুবিধ আশ্চর্যের আশ্রয় স্থানীয় ॥ ২৮

আজ আমি ধৃত বা অতি ধৃত হইলাম আমার জন্মও সুধৃত হইল । আমি যে সকল পুণ্য কর্ম করিয়াছি তাহার ফল সম্পূর্ণরূপে পাইলাম আপনার ভগবৎ স্বরূপ দেখিলাম বা ভালভাবে দেখিলাম । সম্প্রতি আমাকে আপনার পূর্বরূপ অর্থাৎ মনুষ্যোচিত রূপটি অনুগ্রহ পূর্বক দেখান । ২৯

আমি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি । শ্রীরামকৃষ্ণনাম অনবরত উচ্চারণ করি । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মনে মনে স্মরণ করি এইরূপে আমি শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের স্মরণ লইলাম । ৩০

এইরূপ নিজে স্বরূপটি নরেন্দ্রকে দেখাইয়া মায়াময় ঠাকুর তৎকণাৎ দেখিতে দেখিতে নিজ বিছানায় পূর্ববৎ শয়ন করিয়াছিলেন । ৩১

ভবাচ্চ ক্তচ্চুণ তদা নরেন্দ্র'  
 ভীতয়' সুদয়' কিল দেহি মদ্য' ।  
 মন্তায় কি' মে প্রিয় মন্তবর্গ'  
 ম্তান্ দর্শয়ত্ব' ত্বরিত' সুপুত্র ॥ ৩২  
 নৃত্যেবেদ' শ্রীগুরোর্বাক্ষ্য জাত'  
 তত্তত্ কাব্য' সাধয়িত্বা সুখেণ ।  
 যাতীয়তম্য স্বা' সমাবেশ্য দৃষ্টি'  
 যন্তমীত: মণ্ড্যমুদ্বন মদ্যোয়ান্ ॥ ৩৩

অন্তরীলায়াং হম অঃ

ততঃ স ত' সর্বং বিজ্ঞস্য সুক্ত'  
দৃষ্টা তদাসৌ দয়িত' নরেন্দ্র' ।  
অন্তে জনানাং স্মরণীয় মেক'  
জগাদ্ মামিতি সকাतर' সঃ ॥ ১৪  
যস্তাং জনঃ প্রাণব্রিয়োগ কালৈ  
ক্ষণ' সমাবেশ্য মনো বিগুহ' ।  
নিহৃত্য কৰ্মাগয়মাশ্রু যাসি  
পরং গতি' ব্রহ্মময়োঃকবর্যঃ ॥ ১৫

Then Thakur said to Narendra, "Bring me something to eat and call for my disciples." It was all done as he desired. Narendra sat with his tearful eyes rivetted upon him. After casting his eyes upon all of them, Thakur uttered, "Mother", "Mother", with great eagerness. If a man can remember Mother for a moment at the time of death, he is sure to attain salvation.

32 to 35

বদ্রানুবাদ :-

এখন সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন বাবা নরেন আমাকে কিছু খাবার দাও । হে হৃপ্ত । এখানে আমার প্রাণতুল্য ভক্ত সকল আছে কি, যদি থাকে তবে তুমি আমাকে শ্রীমত দেখাও । ৩২

ভগবান ত্রিগুণ স্বাক্ষরসেবের সেই সকল কথা শুনিয়া এবং নির্নিরয়ে সেই সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া ভগবানের মুখাবলিন্দে দৃষ্টি রাখিয়া অতি বড় মহান্ নরেন্দ্র অশ্রুধারা বিসর্জন করিয়াছিলেন । ৩৩

অন্তরীলায়াং ৭০ম অঃ

তৎপরে ভগবান শ্রীরামবৃক্ষদেব সর্ব সন্দেহ মুক্ত অতি প্রিয়  
নরেন্দ্রকে দেখিয়া জীবনান্তকালে জীব সকলের একমাত্র স্মরণীয় মা মা  
এই বিশুদ্ধ মাতৃমান অতি কাতর বাক্যে বলিয়াছিলেন । ৩৪

মানবগণ জীবনান্তকালে যে মাতৃ মূর্তিতে জগৎকালের জন্ত বিশুদ্ধ  
মনোনিবেশ করিয়া সমস্ত কৰ্ম বন্ধন ছেদন পূর্বক তৎকণাৎ ত্রুণভাবে  
ভাবিত হইয়া ভ্যাতিঃ স্বরূপ রূপে উত্তমগতি লাভ করেন । ৩৫

কালী কালী কালিকৈতি স্মিয়ার'

জলপ্ দেবঃ সুবকষঠ' সুখ' সঃ ।

নিঃশব্দস্তদেহে স্তম সংকম্পয়িত্বা

শিথ্যান্ পশ্যন্ শ্বাসশূন্যো বমুঃ ॥ ৩৬

ততো মহাত্মা জগদেক নাথো

নরেন্দ্রনাথোঃ স্যমরেন্দ্রতুল্যঃ ।

সুবিম্বিত স্তস্য দদর্শ রূপ'

বিশাল নিব্রম্য বিশাল নেত্রঃ ॥ ৩৭

তদা ববুস্তত্র সুগন্ধ বাতা

দিগ্ধ সৰ্ব্বা বিমলা বমুভুঃ ।

সমাগতা দেব সৃদহ্ননাদা

জাতা সুহৃদিঃ কুসুমাবলীনাং ॥ ৩৮

দেহাঙ্গি নিষ্কম্য গুরো স্তদানী

শম্ভাম্রতঃ পূর্ণাঙ্গি প্রভাবত্ ।

তস্মগোতিপাং জ্যোতিরম্বণ্ড রূপ'

য' বেদমুখ্য' প্রণয় স্বরূপ' ॥ ৩৯

অন্তঃসৌন্দর্য্যং ৭০ম অঃ

Thakur uttered in a very clear and loud voice the name of the Goddess, "Kali", three times, and breathed his last with his eyes looking at his disciples. Narendra saw in great amazement the divine soul of Shri Ramakrishna. At that time sweet and fragrant wind began to blow, all directions became clear, divine music was heard and the sky showered holy flowers. The soul of Shri Ramakrishna, as it came out of his body, shone like the full moon in the clear sky.

৩৬ to ৩৭

বন্দানুবাদ :—

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব অত্যুচ্চ কণ্ঠে আনন্দের সহিত কালী কালী কালী এই নাম তিনবার বলিয়া শয়ন গৃহ কল্পিত করাইয়া আর কিছু না বলিয়া শিষ্য বর্গকে দেখিতে দেখিতে গত শ্বাস হইয়াছিলেন।

৩৬

সেই সময় স্নগতের একমাত্র সনাতন ধর্ম্মের দক্ষক অমরেন্দ্র তুল্য বিশাল নেত্র মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুবিশাল নেত্র ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলেন। ৩৭

সেই সময় সেই স্থানে সুগন্ধ বায়ু বহন করিয়াছিল। দশদিক নির্মল হইয়াছিল। সেব দুন্দুভি বাজিয়াছিল এবং বর্গীয় পুষ্প হুড়ি হইয়াছিল। ৩৮

সেই সময় নির্মল আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকাশের তুল্য সর্দভ্যোতিঃ শ্রেষ্ঠ অখণ্ড রূপ বেগের মধ্য প্রণব স্বরূপ গুরুরূপী ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেহ হইতে বহির্গত হইয়া। ৩৯

अन्तर्लीलायां १०म अः

तदन्तरे तस्य महाविभूतेः  
 श्रीरामकृष्णात्म गदीधरस्य ।  
 ददर्श रूपं परम स्वरूपं  
 विशोः पदन्तद्भ्रुवमक्षरं यत् ॥ ४०  
 हंसं विमानं शशि कीटिकान्ति  
 मारुह्य सौम्यं सुरवत्सलं मध्ये ।  
 गच्छन्तमेव निजधाम देवं  
 विनीयमानं क्रमशो ददर्श ॥ ४१  
 स्वरूपशक्तिं किल यां तदीयां  
 विरोजितां विश्व जन प्रसूति  
 तदीय लीला परिपूर्तिं दात्री  
 मलक्षित स्तां समवाप देवः ॥ ४२  
 तं सारदां सारविशेष दायिनीं  
 यच्छक्तिमाश्रित्यजनाः सुयोगिनः  
 कुर्वन्ति कार्यं मुनि मानवादयः ॥ ४३

Narendranath saw that divinely brilliant soul of Shri Ramakrishna, gradually going up to the Heaven and fading out of sight. It was also beyond the comprehension of anybody that the soul of Shri Ramakrishna attained consumation with the soul of Sarada devi who embodied the eternal power of the Goddess on the Earth.

Thakur left her behind for the good of pious souls 11 to 43

অন্ত্যলীলায়াঃ ৫ম অঃ

বক্তাবাদঃ—

সেই প্রণবের মধ্যে—মহাবিভূতিময় রামকৃষ্ণ গদাধরের যথার্থ স্বরূপ অপ্রাকৃত রূপ নরেন্দ্র দেবিয়াছিলেন বাঁহাকে জ্ঞানীগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া নিশ্চিতরূপে অবগত আছেন। ৪০

কোটি চন্দ্র প্রভীকাশ সেই হংস বিমানে আরোহণ করিয়া অপূর্ব সৌম্যমূর্তি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব শূন্যমার্গ অবলম্বন পূর্বক নিজ ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠালীলাক্ষে যাইতেছেন এইরূপে ক্রমশঃ দৃষ্টির অগোচর হইলেন এইটিও দেবিয়াছিলেন। ৪১

কিন্তু এই মর্ত্যধামে সেই ভগবান রামকৃষ্ণের লীলা সম্পূর্ণকারিনী বিশ্ব জননী হ্লাদিনী শক্তি যিনি বিচক্ষমাণা আছেন তিনি তাঁহার সেই শক্তিকপিণী সারদাদেবীকে অস্ত্রের অলঙ্কিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৪২

যে দেবীর কণামাত্র শক্তি আশ্রয় করিয়া পরম বোগীগণ অথবা মুনিমানবাদি সকলেই স্ব স্ব কার্য সাধন করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই কলিযুগে ধর্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফলসাজী মহিষাসূর বা সর্ব মহিমাধিতা সারদাকে ইহ ভগতে বাঁধিয়া গমন করিয়াছিলেন। ৪৩

মমুনা শ্রীনরেন্দ্রে যদলৌকিক ফলপন ।

মূর্ত্য বা স্ব স্বরূপং যদ্ব্যয়ামাস্য ঠাকুরঃ ॥ ৪৪

নরেন্দ্রে নৈব বিদ্যাতং নান্য মন্ত্রৈঃ কথঞ্ছন ।

তদা মহানিযাকালান্ প্রায়েন ঘটিকা দ্বয় ॥ ৪৫

মোহিতা স্তত্র যি মন্ত্রা ভগবদ্বিচ্ছয়া ভবন্ ।

গতে হি ঘটিকাকালি মন্ত্রাস্তে প্রাসচেতনাঃ ॥ ৪৬



পত্নানোসায়াং ৮ম অঃ

পকীভূয় সমাধিস্থং প্রভুং মত্বা বিবচনাঃ ।

ঔ হরিরিতি গদ্যস্য সমাধের্মহং হেতুযে ॥ ৭৩

সদ্বারয়ন্তি তে সূচ্যৈঃ সমাধের্মশ্চনেমতি ।

দিদ্যতনোঃশেপ পূজাং মত্বোদ্যানি প্রবিষ্ণতে ॥ ৮৮

নানাবিধানি পুষ্পানি দিঘ্যানি বিপুলানি চ ।

প্রাচ্যে সুদুর্লভে সংগৃহ্য পাদপূজাং বিপ্রায়তে ॥ ৮৯

গন্থপুষ্পাদিভির্মণ্যাং গয়্যামপি বিমূষিতা ।

কৃত্বা যদা গতে মাল্য দানার্থং ত্বয় মানসাঃ ॥ ৯০

The words which Thakur uttered and the divine appearance with six hands which he showed, were known only by Narendranath and none else. During the period from 12 o'clock to 2 A.M. in the night all living things were fast asleep. After 2 A.M. all of his disciples awoke. At first they thought that Thakur might have been in a temporary unconscious state of mind and accordingly they tried for some time to bring him back to life and consciousness by shouting holy names, but in vain. So they brought flowers and worshipped the feet of Shri Ramakrishna for the last time. 44 to 50

বঙ্গানুবাদ :-

ঠাকুরের সহিত নরেন্দ্রের যে সকল অলৌকিক কথাবার্তা বা স্তব স্তুতি হইয়াছিল এবং ঠাকুর ষড়ভুজ মূর্তি নিজ স্বরূপটি বাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র নরেন্দ্রনাথই দেখিয়াছিলেন । ৪৪

অন্তঃসীল্যায় ৭০ম অঃ

তা ছাড়া অল্প কোন ভক্তই কিছু যাত্র জানিয়াছিলেন না। সেই সময়  
রাত্রি ১২টার পর রাত্রি ২টা পর্যন্ত ঠাবুরের ইচ্ছায় পশুপক্ষী প্রভৃতি  
সকলেই গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিল। এবং রাত্রি ২টার পর  
প্রায় সকল ভক্তই জাগ্রিত হইয়াছিলেন। ৪৫।৪৬

তৎপরে সেই সকল ভক্ত প্রভুর নির্দিষ্ট সমাধির অবস্থা মনে  
করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া ওঁ হরি এই শব্দটি বহুতর উচ্চারণ  
করিলেও সমাধি ভঙ্গ না হওয়ায় ঠাবুরের দিবা বেহের শেষ পূজা  
কর্তব্য এইরূপ মনে করিয়া পুষ্পোচ্চানে প্রবেশ পূর্বক। ৪৭।৪৮

নানাবিধ সর্বোত্তম প্রচুর পুষ্প সংগ্রহ করিয়া সেই সকল ভক্ত  
জ্ঞান্য মুহুর্তে অর্থাৎ ভোরের সময় ভগবানের পাদ পূজার অবসানে।

৪৯

অত্যাশ্রম স্বগন্ধ পুষ্পাদি দিয়া ঠাবুরের শয্যাকেও পুষ্প বিভূষিত  
করতঃ ঠাবুরের গলদেশে মাল্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ৫০

স্বপ্নমাত্রং সমুত্থাপ্য বিজ্ঞায় বিষহস্য চ ।

তথা তদঙ্ঘালীকেন গৃহমালীকিত্যন্ত ন ॥ ৫১

দৃষ্টা সমাখ্যবসন্তা মন্যমানাঃ সুনিয়তম্ ।

প্রমোঃ পুনর্বাচ্যমাণো ভবিষ্যতি ন সংঘঃ ॥ ৫২

এবমাশান্বিতাঃ সর্ব্বা মন্তাস্তেষা মন্বন্ যদা ।

তস্মিন্বেব প্রতু্যপসি মহেন্দ্রলাল নামকঃ ॥ ৫৩

মিষকৃতমঃ সমাখ্যাতঃ শ্রীপ্রমোদগনেচ্ছয়া ।

দ্যানন্দপূর্ণ্য বদনং রোমাঞ্চিত কলেবরং ৫৪

তদঙ্ঘালীকিত্যন্ত গৃহং দৃষ্টাতিবিম্বিতঃ ।

তদাচ দিব্যাস্থায়া চক্ষুঃ প্রলিপ্ততঃ প্রমোঃ ॥ ৫৫

অন্তঃলোচনায়া ৭০ম অঃ

উত্তোলনং সাধু মন্যে পূজাদর্শনং হিতম্ ।

অসৌহং কলিকাতাস্থং গেহং গত্বাধুনৈবহি ॥ ৫৬

সম্পাদয়ামি তত্ কৃত্বমিত্যুক্তা প্রযযৌ দ্রুতং ।

অত্রান্তরে যৌনেপালরাজ প্রতিনিধির্মহান্ ॥ ৫৭

When they were eager to place a garland round the neck of Thakur, they felt the divine glow and warmth of the body of Thakur. They again thought that Thakur was temporarily in a swoon. At day-break Doctor Mahendra Lal Sarkar came there, and found Thakur in his death bed. He hurried back to his house to make arrangements to have a photo of Thakur. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

স্পর্শমাত্রেই ঠাকুরের দেহের উত্তাপ অনুভব এবং দেহ জ্যোতিষ্কারা গৃহ আলোকিত দেখিয়া ঠাকুর নিশ্চয় সমাধিস্থ এইরূপ ভাবিয়া এবং কিছুকণ পরে নিশ্চয় বাহ্য জ্ঞান হইবে এইভাবে আশাবিত হইয়াছিলেন । ৫১।৫২

এবং সেই উষাকালে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার প্রভুর দর্শনের জন্য সেই স্থানে আসিয়া ঠাকুরের হস্তযুক্ত মুখাবিন্দু স্নোমাক্ত দেহ এবং অন্ত কাপ্তিতে গৃহ পরিপূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যাবিত হইয়া বলিয়াছিলেন । ৫৩-৫৪

ঠাকুরের এই দিব্যাবস্থার ছবি (ফটো) উত্তোলন আমি ভাল

ধন্যপ্রলোভায়া ৭০ম অঃ

বলিয়া মনে করি। কারণ শ্রুতি না থাকিলে পূজা ও দর্শনাদির  
অনুবিধা হয়। ৫৫

অতএব আমি গৃহে গমন করিয়া শীঘ্রই হেশ্বর ব্যবস্থা করিতেছি।  
এই বলিয়া ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। ৫৬

এই সময়ে নেপালের রাজ মন্ত্রী বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রভুর দর্শনার্থে  
উপস্থিত হইয়াছিলেন ঠাকুর উপাধ্যায় মহাশয়কে ক্যাপ্টেন বলিয়া  
বলিতেন। ৫৭।৫৮

উপাধ্যায়ো বিশ্বনাথ আগতঃ প্রমু সন্নিধৌ ।  
ক্যাপ্টেন ইতি নাম্না য মমদত্ ঠাকুরঃ স্বয়ং ॥ ৫৮  
যয নারায়ণং স্মাত্বা ঠাকুরং মঙ্গিপূর্ব্বকং ।  
পূজয়ামাস সৌঃপ্যদ্য দিব্যরূপ প্রদয়ংনাৎ ॥ ৫৯  
ঠাকুরস্য সম্মোহিত উবাচৈব বচ স্তদা ।  
মহাসমাধি মগ্নোঃপ্ৰুদ্য যোগীশ্বরেশ্বরঃ ॥ ৬০  
এতাঃপ্ৰাণ্যামবস্থায়াং বিচিরস্তি মহত্তরঃ ।  
যোগশাস্ত্রে মহাভাগাঃ শৃণুঃ সুবিশেষতঃ ॥ ৬১  
যৈ চাত্ত ব্রাহ্মণাভ্যাম্ শিষ্যাঃ সন্তি প্রমো দ্রিয়াঃ ।  
স্বয়ং স্তৌঃ শ্রীমদগবতো শ্রীমদায়ামপি যত্নসি ॥ ৬২  
মধ্যাজ্যেয়ৈ গুল্ফযো য মর্দিত্যু ক্রিয়ত্চণ্ণং ।  
সমাধিমজ্জ সন্মব স্যাস্যাস্তীতি মতং মম ॥ ৬৩  
মবদ্বিরধুনৈবাস্যানুষ্ঠানং ক্রিয়তাং তথা ।  
তস্যাশ্বাসিতবাক্যন্তচ্ছুত্বা তত্চণ্ণমেব হি ॥ ৬৪

In the mean time the Minister to the King of  
Nepal appeared on the spot. His name was

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

Biswanath Upadhyaya and he was called Captain by Thakur. He was much devoted to Thakur. He thought that Thakur was in his Samadhi, a temporary state of unconsciousness. He advised massage on the breast and heels with ghee by the bramhin disciples. 58 to 64

বঙ্গানুবাদ :—

উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠাকুরকে স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া ভক্তি পূর্বক পূজা করিতেন। ইনি আজ ঠাকুরের দিব্য মূর্তি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। আজ ভগবান যোগীশ্বর সমাধিমগ্ন হইয়াছেন এমনভাবস্থায় একটি কবণীয় বিষয় আছে যে মহাভাগ ভক্তবৃন্দ বোগশাপ্তে যাহা বলিয়াছেন আপনারা বিশেষ ভাবে তাহা শ্রবণ করুন। ৫৯/৬০।৬১

এই স্থানে ঠাকুরের অত্যন্ত প্রিয় যে সকল ব্রাহ্মণ শিষ্য আছেন। তাঁহারা ভগবানের স্বল্প বক্ষঃ ও গুলফ অর্থাৎ গোড়ালিতে গব্য দ্বিত দিয়া কিষ্কিণ মর্দন করিলে সমাধি ভঙ্গের আশা আছে। আমার এইরূপ মত। ৬২।৬৩

অতএব এই ক্ষণেই এইরূপ অনুষ্ঠান করুন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের এইরূপ আশা বাক্য শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ।

৬৪

অষ্ট শ্রবৈকুণ্ঠযম্মা গুল্ফযৌর্যদ্ব্যমূলকং ।

যবসি শ্রীশরৎসন্দ্রৌ শ্রীবায়াং শ্রীমুদ্রণঃ ॥ ৬৫

মায় দ্বিঘটিকা কালং ক্রতবন্ত স্বত্যা ক্রিয়াং ।

হা কষ্টং ব্যর্থতামাপদত্ জাত্য মাগ্য মদ্রতঃ ॥ ৬৬

অন্তরলোভায়া' ৭ম অ:

একান্তয়ে বহুদিনমাখিতাপি মহেশ্বরৌ ।  
 সছান্মাভি ভগবতৌ শ্রোমাতা সারদেবরৌ ॥ ৬৩  
 অলৌকিকৌ দ্বীসম্পদা লোকাদৃশ্যা মহৌয়সৌ ।  
 প্রমোহিতাভিনো সা পি জগদম্বাস্বরূপিণী ।  
 যা দেবৌ সর্ব্বদা সর্ব্বস্বামিনঃ স্বামিনঃ শুভা ।  
 অক্ষর পরিচর্য্যৌ সা চিন্ময়ৌ চিন্ময়স্ব চ ॥ ৬৮  
 সুললিতা ধন' লজ্জা বিদ্যায়েদ' মছাসতী ।  
 ছাত্য' প্রবিদধে সর্ব্ব' সর্ব্বদা রজসি স্থিতা ॥ ৭০  
 স্বস্ত্যাঃ কণ্ঠস্বরূপা পি ন শ্রুতঃ কেন কুত্রচিত্ ।  
 সাধৌ কণ্ঠায়ুতা মাতা নিষন্দ্যব্যচলোপমা ॥ ৭৭

Baikuntha Sharma began to massage the  
 heels, Saratchandra the breast and Shashibhusan  
 the neck. The massage continued for three  
 hours without any reaction. Sarada Devi was  
 staying in the same house but none could see  
 her even though she had been doing services  
 to her husband regularly. None also could hear  
 her voice. 65 to 71

বঙ্গানুবাদ :-

আমি বৈদ্যুত শক্তি বহু পূর্ব্বক শুভক দেশে শ্রীচন্দ্র বসে এবং  
 শ্রীভূষণ ঐবায় প্রায় তিন ঘণ্টাকাল গব্য ঘূতে মর্দন করিলেও বড়ই  
 দুঃখের বিষয় আমাদের ডাঙা বিপর্য্যয় বশতঃ সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ  
 হইয়াছিল । ৩৫৬৬

অন্যলীলায়াং ৭০ম অঃ

এই বাগান বাটিতে জগদীশ্বরী ভগবতী মাতা সারসেশ্বরী বহুদিন আমাদের সহিত অবস্থান করিলেও অলৌকিক লঙ্ঘ্যনীলা অতএব সাধারণের অদৃশ্য। মহামহিমাবিতা ঠাকুরের অর্দ্ধাঙ্গিনী জগদম্বা স্বরূপিনী। ৬৭।৬৮

চিন্ময় স্বরূপিনী সর্বমঙ্গলা যে দেবী জগৎ স্বামীই নিজের চিন্ময় স্বামীর সর্বদা সেবা করিয়াছিলেন। ৬৯

সমগ্ৰাঃ শর্ব্বর্গীঃ স্থিত্বা প্রমাতী যাবদয়হীত্ ।  
 সমাশ্চি নির্হয় স্তস্য ন চ মল্লো ভবিষ্যতি ॥ ৩২  
 আশাশূন্যা তথা ভূত্বা যথা বিগবতী নদৌ ।  
 জনোচ্ছ্বাসে পূর্য্যমাণা সেতু' মড্ভক্তা প্রসপতি ॥ ৩৩  
 তথা সর্ব্বাঃ পরিত্যজ্য ব্রোড়া সা খলু লৌকিকী ।  
 উবাচ কালিকী মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলকারিণি ॥ ৩৪  
 হৃদ্বা সমাপরাধ' ক' দুঃখ শোক বিনাশিনি ।  
 মা' পরিত্যজ্য যাসি ত্ব' কথ' বদ পতি প্রিয় ॥ ৩৫  
 এবমশ্রু মুখৌ মাতীতুরষকন্টনকারিণৌ ।  
 বাহুদ্বয়' সমুত্তোল্য ক্লম ত্বমিতি লাপিনৌ ॥ ৩৬  
 পতিতৌ স্ত্রীচ্ছিত্তাঃ স্বামীদরস্থা' ধরণী সমা ।  
 স্নাতপুত্রী ঠাকুরস্য পূজ্যস্মাক' স্বস্বা চ য়া ॥ ৩৭  
 তথা গোপাল মাতা যা তয়োঃ শূন্যপয়া তদা ।  
 চেতন্যাপাদিতা সাপি নিষে'তন্যৈব ললিতা ॥ ৩৮

When she came to know in the morning that Thakur would not come back to life, she burst into torrents of tears. "Oh Mother Kalika," she

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৭০ম অঃ

shouted. "what was my fault that I have been left behind so destitute and wretched?" Thus lamenting loudly she fell unconscious. By careful nursing of Thakur's niece and the mother of Gopal, she regained her senses but lay still like a lifeless thing. 72 to 78

বনানুবাদ :—

এবং যে মহাসতী সাবদাদেবী কুলদ্রুদিগের লক্ষ্যই পরম ধন এইট জানিয়া সর্বদা সর্বসমক্ষে বহির্গত না হইয়া নিজেই গোপন ভাবে বাবিয়া প্লান ও শোচাদি কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেন। ৭০

এমন কি যে দেবীর কঠিনও কেহ কখনও কোথাও কিছুমাত্র ও শ্রবণ করেন নাই। সেই পরিতোষমা নিম্পন্ন। মাতা সাবদা অধৈর্য্য হইয়াছিলেন। ৭১

সমগ্র ব্যক্তি বাপন করিয়া প্রাতঃকালে যখন আনিলেন ঠাবুরের নির্দয় সমাধি আর ভগ্ন হইবে না তখন তিনি আশা শূন্য হইয়া ব্যরিবেগে পরিপূর্ণিত বেগবতী নদী বেমন নদীতট ভ্রম করিয়া ক্রত বেগে প্রবাহিতা ॥ ৭২/৭৩

তখন সেইরূপ ভাবে সাবদামাতা সর্বতোভাবে দৌড়িৎ লক্ষ্য পরিভাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন যে মাতঃ সর্বদয়লকাধিনী কালিকে। ৭৪



অন্তঃসৌন্দর্য্য ৭ম অঃ

এইরূপ ভাবে অশ্রু ধারায় বিগলিত হইয়া অতি উচ্চ স্বরে কঁাদিতে কঁাদিতে মাতা সারসেশ্বরী দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক কোণায় তুমি এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীর মত ক্ষমাশীলা ভূমিতে পতিতা হইয়া মূর্ছিতা হইয়াছিলেন । ৭৬

ঠাকুরের জাড়ম্পত্রী অতএব আমাদের পূজনীদা ভগিনী এবং গোপাল মাতা এই দুইটি ত্রীলোকের শুভ্রাধা দ্বারা সেই সময়ে মাতার মূর্ছা ভগ্ন হইলেও মূর্ছিতের সদৃশই অবস্থা হইয়াছিল ॥ ৭৭/৭৮

হরিণী দাবদগ্ধেব বিলম্বাপাতি দুঃখিতা ।

সুখ সৌন্দর্য্যমায়াতি যদি হৃদায়ািতা লতা ॥ ৩৫

ভগ্নে নরৌ ন লতা ত্ব' তস্যা স্টিষ্ঠতি কিঞ্চন ।

রমন্যা রমণীয়ত্ব' সতিমর্ত্তরি জীবতি ॥ ৫০

না পতিঃ শোভন্তি নারো চন্দ্রশূন্যা নিধা যথা ।

প্রাপ্য ॥ পশ্চিমাধার্য্য সৃতিব ভাতি সর্ব্বদা ॥ ৫১

যত্র পুষ্প ফল প্ৰায়া মূল বহুকল দারুভিঃ ।

ঐ স্তারমপি সম্মাত' যৌ বৃক্ষঃ সম্মগর্চতি ॥ ৫২

সর্ব্বানন্দপ্রদঃ সৌণ্ড্য' শাখৌ মীড়্য বিনশ্যতি ।

শাখিনো ন বিনাশৌণ্ড্য' লতায়া মম নিখিত' ॥ ৫৩

যতঃ শাখৌ দারুমূর্ত্তির্জনৈঃ সंपূজিতো ভবেত্ ।

মূর্ত্ত্যন্তরেণ সতত' মহস্থানাং মহে মহে ॥ ৫৪

যতোঽস্ব নিধন' নাস্তি পरोপকারিণো ধ্রুব' ।

যতঃ সজ্জন ভাষেয়' কীর্ত্তির্যস্ব স জীবতি ॥ ৫৫

অন্তঃশল্যায় ১০ম অঃ

She, like a deer burnt in the forest, tossed in agony and said, "Just as the beauty of the creeper is impaired with the break-down of the sheltering tree so also the beauty and sweetness of a woman vanish with the death of her husband. A widow is but a night without the moon, and lives a joyless life. The tree also entertains its cutter with its leaves, flowers, fruits, roots and wood. The tree which sheltered me goes down but is not dead. Its creeper is only destroyed. It will live in wooden shapes in every household. It is also said, "Men live through their achievements." 79 to 85

বঙ্গানুবাদ :-

এবং বনাগ্নি পীড়িতা হরিণীর মত মাতা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন লতা যদি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে তবেই তাহার সুখ ও সৌন্দর্য্য থাকে কিন্তু বৃক্ষ ভগ্ন হইলে লতার আর কিছুই থাকে না। তদ্রূপ রমণীর রমনীয়ত্ব ততক্ষণ যতক্ষণ স্বামী জীবিত থাকে। ৭৯৮০

চন্দ্রহীন রাত্রির মত পতিহীন নারীর শোভা কিছুমাত্র থাকে না। পরম বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া যতভুল্যা হইয়া থাকে। ৮১

যে বৃক্ষ নিজের ছেদন কর্ত্তাকেও পত্র পুষ্প ফল ছায়া বক্ষল ও কাষ্ঠ দ্বারা পূজা করিয়া থাকেন। ৮২

অন্তঃসীমায় ৭০ম অঃ

অতএব সকলের আনন্দপ্রদ লতা রূপিনী আমার বৃক্ষ স্বরূপ স্বামী  
 বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু বৃক্ষের বিনাশ কখনই হয় নাই।  
 লতারূপিনী আমারই বিনাশ হইল। যেহেতু বৃক্ষ কাষ্ঠ মূর্ত্তি এবং  
 ত্যাগবীজ দাতার মৃত্যু কখনই হইতে পারে না যেহেতু তিনি বৃক্ষরূপে  
 ফল পুষ্পাদি শোভিত না হইলেও কাষ্ঠ মূর্ত্তিতে গৃহস্থদিগের গৃহে  
 কপাট বা গদাঙ্ক ইত্যাদি নানাবিধ রূপে সর্ব্বমাই পুঞ্জিত হন। ৮৫।৮৪

অতএব এই পরোপকারী বৃক্ষের মৃত্যু নাই কারণ সাধুগণ বলিয়া  
 - থাকেন বীহার কৌন্তি বা চিহ্ন থাকে তিনি নিত্য জীবিত। ৮৫

इति शोक परायणा तदो  
 विललापाति विमोहिता सतो ।  
 खलु देव ममापराधत  
 स्तव चित्तेऽति कठोर वेदर्ना ॥ ८६  
 अनुभूय गतोऽसि मुह्यतां  
 वचसा नावसरो यतोऽस्ति ते ।  
 कुरु मामपराधिर्नो प्रभो  
 तव दासो गत मौच दासिकी ॥ ८७  
 अथवा मरराजधामत  
 स्तव সেবাবিধি সংবিধায়িনঃ ।  
 इह चागत देव सेवका  
 रुपदेशं कुरु मां विहाय भोः ॥ ८८  
 नहि देव कदापि मे भवे  
 न्न सद्गः सुविधानितः शुभा ।  
 इति वाक् समुदीरिता स्वया  
 द्यধুना किं वितयाकृत्याय सा ॥ ८९

অন্তঃসৌন্দর্য ১০ম অঃ

She again lamented saying, "As you do not speak again I feel that my offerce might have hit you so hard that you have succumbed to it. Place my guilty self at the lowest of all who serve you. Or, setting me aside, give orders to your godly followers who had come down with you to this mortal world from Heaven. You said that I should never lose your company. Should your assurance now prove to be untrue?" 85 to 89

বঙ্গানুবাদ :-

এইরূপ শোক নিমগ্না মাতা জারদা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া বিলাপ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন হে দেব ! নিশ্চয় আমার অপরাধ বশতঃই আপনার প্রাণে আপনি কঠোর বেদনা অনুভব করিয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন । ৮৬

যেহেতু সম্প্রতি আপনি একটি কথাও বলিতেছেন না । অতএব এই অপরাধিনী আমাকে আপনার অসংখ্য দাসীগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্টা দাসী করিয়া রাখুন । ৮৭

অথবা হে দেব ! দেবরাজের ধাম অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে এই মর্ত্যলোকে আসিয়াছেন আপনার সেবার পরিজনবর্গকে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল সেবক বর্গকে পূর্বের মত উপদেশ দান করুন । ৮৮

হে দেব ! কখনও আমার সান্নিধ্য ভোমার নষ্ট হইবে না ।

অন্যন্যনানায়া ৭০ম অঃ

এইরূপ শুভ বাক্যে যাশী আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন আপনার  
সেই নিক বাক্য কি আজ মিথ্যায় পরিণত হইল। ৮৯

সব বেদ কথ্য হি নাশ্রুত'  
মম দুর্ভাগ্যবশাদিত্য' তথা ।  
ভুত মানসমেব দুর্জল'  
ভবতী ভাপিত সংগ্রহে'ষম' ॥ ৮০  
ভয়তঃ শুভদৃষ্টিরেব মে  
সুখশান্তিচিরকালিকৌ ভবেত্ ।  
যদ মা মনযাধুনা কথ'  
পতিহীনামকরোদ্বণানিমা' ॥ ৮১  
রসসংল্যকহায়নামিমা'  
পরিত্যন্তু স্তাব পানিধারয়ে ।  
গতশান্ মম দেহ বিশ্বম'  
চলতি ত্বদ্য ন শৌকসাগর' ॥ ৮২  
নিজধাম মতস্য পাদয়োঃ  
পুনরৈবাপদস্য কাतरা ।  
সতিকা হি তরৌ বিশ্বগৃহিতে  
পাদমূলে পততি যিতা যথা ॥ ৮৩

"What you had promised cannot be untrue. It is due to my misfortune or weakness that I have failed to understand the significance of your saying. Your holy sight would give me peace

অন্তঃলোচনাং ৭০ম অঃ

and happiness for all times. Tell me why I have been made a widow now. Since I was married to you at the age of six years I became free from all troubles and worries. How is it that my bereavement knows no bound." She fell like a creeper of a felled-down tree at the feet of Thakur. 90 to 93

বঙ্গানুবাদ :—

হে দেব ! আপনার এই বেদ বাণী কখনও মিথ্যা হইতে পারে না আমার বিশাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অথবা আমার মনের দুর্বলতা বশতঃই আপনার কথা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ বলিতেছি । ৯০

আপনার শুভ দৃষ্টিই আমাকে চির জীবনের মত সুখ শান্তি দিবে হে দেব বলুন আজ আমার সেই সুখশান্তি হীন আপনিই করিলেন কেন ? আমার ছয় বৎসর বয়সে আপনার পাণিগ্রহণের সময় যাবতীয় শোক দুঃখ যাইয়াছিল । কিন্তু আজ কেন আপনার বিচ্ছেদ জঘ এই মহাশোকের কিছু মাত্র লাঘব হইতেছে না । ৯২

তরুরাজ বিধগুণিত হইলে তদাশ্রিতা লতার মত সারদা নিঃস্বামী গত ঠানুরের পাদ যুগলে পুনর্বার পতিতা হইয়াছিলেন । ৯৩

মদনেমরলোকসঙ্কতি

রতির্যক্তবকরোদ সারদা ।

ন তু সা রতিমাব ভাবনা

জ্ঞানসীমাংঘ্যং বরৈর্দগ্ধা নাৎ ॥ ৮৪

অন্যসীমার্য ১০ম অঃ

লপযাদিষ পূৰ্ব্বষদ্বপুঃ  
 প্রতিপদ্যায় মহত্তরং বচঃ ।  
 জগতঃ সুখগান্দিদং পরং  
 গতিরন্থাঃ সুখদাপি তদ্ব্যেত ॥ ৮৫  
 ততঃ স্বমৰ্ত্তং যরণান্বজীস্বং  
 বিচিন্তয়ন্তী চ শুরীমং চাপরং ।  
 পতিব্রতানী প্রতিশোক সংগ্রহে  
 ব্রতং হি পতুঃ বিদধাতি নাপরং ॥ ৮৬  
 তদীয় লক্ষ্মণাদয় এব ভক্তা  
 হৃদ্য তদা শোকপরাযণ্যাস্তাঃ ।  
 পাদাঙ্জল্যুগ্মং শিরশা ধৃতাঃ তা  
 আলিঙ্গ্য দেবো মপরম্ জগমুঃ ॥ ৮৭

Rati lamented at the death of Madan. But Sarada lamented the irreparable loss to the humanity of the world. She said, "Oh my Lord, be pleased to utter immortal sayings for the welfare of the mankind, that will give me eternal joy and happiness." Thereafter she was taken away from the feet of Thakur by the female devotees who were present there. 94 to 97

বঙ্গানুবাদ :—

মদন স্বর্গগত হইলে ব্রতীর মত সারদা বিলাপ করিয়াছিলেন,  
 কিন্তু সারদা কেবল মাত্র ব্রতীর মত পতি বিচ্ছেদ ভাবে ভাবিতা

অন্তরালীলায়াং ৭০ম অঃ

ন। হইয়া জগতের জীবের সৌভাগ্য ববির অন্তরালে গমন জন্ত শোকাভী  
হইয়াছিলেন। ২৪

হে প্রিয়তম তুমি জন্ত পুনরায় পূর্বের মত দেহ ধারণ করিয়া  
জগতের সুখ শাস্তি প্রদ হুমহান বাক্য কৃপা পূর্বক উপদেশ কর  
সেই সকল কথামতই এই হতভাগিনীর সুখ প্রদ হইবে। ২৫

এইরূপ ভাবে মাতা সারদা দেবী জগৎ গুরু নিজ ভর্তার চরণার  
বিন্দু দুইটি চিন্তা করিতে করিতে দেহ দৈহিক ভাব একবারে তুলিয়া  
গিয়াছিলেন। কারণ পতিভ্রতাদিগের পতিলোক সংগ্রহার্থে পতির  
শুভই কামনা করিয়া থাকেন। এইটিই সাধ্বী জীর্ণের একান্ত  
কর্তব্য ॥ ২৬

তৎপরে সেই স্থানে লক্ষ্মী প্রভৃতি যে সকল জীলোক ভক্ত ছিলেন  
তাঁহারা পতির পাদপদ্ম দুইটি মন্তকে ধারণ কারিণী অত্যন্ত শোকাভূরা  
দেখিয়া মাতা সারদাদেবীকে সেই সকল সেবিকা জীলোক আলিঙ্গন  
পূর্বক গৃহান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। ২৭

শ্রুত্বা প্রভোঃ শাস্ত্রীণী শ্রীমলীলা

লানা গতাঃ কিংহরা দর্শনার্থং ।

মল্লীঃ পরাক্তস্যশূন্য শরীর

উচ্চৈর্গেহাশু মাযিতং তৈ রধস্তাত্ ॥ ২৮

পর্যহু মধ্যস্থিত-বিঘ্নস্য

প্রচূন মাৎস্যাদিমিরোচ্চতম্য ।

প্রতিচ্ছবিং প্রাণগতস্য তস্য

বৃহত্ততদন্তো দি যুমান্যস্য ॥ ২৯



পদ্মসানীতায়াম্ ৭০ম অঃ

যথার কারুণ্যগুণৈকসিন্ধু

র্যঃ শিষ্যবর্গস্য সুখৈক বন্ধুঃ ।

নিশাতমোগ্রো মগবান্ যথেন্দু

বিস্মৃক্তিদোষহ্রজনস্য বিহুঃ ॥ ১০০

যঃ সেবকানি বহু দুঃখদায়িন

ভারং স্বয়ম্ভাষ পরম সঙ্কিন ।

স্বাভা সৌভা পরিপুষ্টিকারিণ

তমদ্য খট্টোপরি শ্রেয়শায়িন ॥ ৭০৭

Followers and devotees poured in from far off places at the news of Thakur's demise. In the afternoon Thakur's body was brought down from the upper floor to the ground floor, and decorated with flowers and garlands. Photo of the body was taken. He who was the ocean of kindness and the source of all blessings and eternal joy to his devotees, and who took over all miseries from the sufferers, lay dead. 98 to 101

বঙ্গানুবাদ :-

ঠাকুরের চিরন্তন শেখা লীলা অবশ্য করিয়া বহু স্থান হইতে ভক্তবর্গ মেঘিবার জগৎ আসিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভক্ত সকল তাঁহার সেই ছায়া শরীর উচ্চ গৃহ হইতে নিম্নতলে আনিয়া পর্য্যঙ্ক মধ্যে শয়ন করাইয়া পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা ভূষিত করতঃ প্রাণহীন বিগ্রহের প্রতিমূর্তি লইয়াছিলেন। ৯৮৯৯

অন্তঃলীলায়া' ৭০ম অঃ

সর্বশুভালয় অতুলনীয় দয়ার সাগর শিষ্যবর্গের পরমানন্দ দানের  
পরম বন্ধু রাজির অঙ্ককার মোচনে যেমন ভগবান চন্দ্র দেব এবং ধীর  
ভক্তনের কথা মুক্তি দানে মুক্ত হস্ত । ১০০

যে ভগবান ডক্ত সমূহের ইহকালের এবং পরকালের সদী বহু  
দুঃখ দায়ী পাপ ভার স্বয়ং বহন করেন । এবং লীলার জন্ত ধীরার  
সেহ ধারণ আজ তাঁহাকে পর্যাঙ্কোপরি অস্তিম শব্দায় শয়ন করিতে  
দেখিয়া । ১০১

দৃষ্টা তদা শৌখ্যপরাযণা ধৃশ'  
মক্তা স্তদাশা. পরম' সুবিগ্রহম্ ।  
স্বক্বে সমাদায় গতাঃ সুদুঃখিতা  
মাগৌরথৌ তাব মছৌতি পাবন' ॥ ৭০২  
সংস্থাপ্য তস্মাখিল লোকমঙ্গল'  
প্রগীয়তি যত্ পরম' সুমঙ্গল' ।  
সত্য' চিদানন্দময়' সুবিগ্রহ'  
সংবেষ্টা'সর্ঘ্ব' সমুপাविशन्' গুরু ॥ ৭০৩  
উক্তাশ্চ তৈ স্তত্র বিমোর্ষাচাঁসি  
শ্রমগানমান্তম্বা যথোদিতানি ।  
পূর্ব' স্বমক্তান্ ক্রপয়া জগাদ  
তান্যত্রুণ্ দাহ স্রোবরে তৈ ॥ ৭০৪

শ্রমশ্চে'ন শব্দঃ প্রোক্ত. শ্রান' শয়নমুচ্যতে ।  
নির্ভ্রুবন্তি শ্রমশ্রানার্থ' মুনে শব্দার্থকৌবিদাঃ ॥ ৭০৫  
মহান্ত্যপি চ ভূতানি প্রলয়ী সমুপস্থিতে ।  
শ্রীতে'তত্র শব্দোভূত্বা শ্রমশ্রানন্তু ততো ভবেত্ ॥ ৭০৬

অন্তঃস্রোতাস্য ৭ম অঃ

His devotees carried his body on their shoulders and slowly and sadly proceeded to the bank of the holy Ganga. They placed the dead 'body on the bank and remembered what Thakur told them about the crematory ground. 102 to 106

বঙ্গানুবাদ :-

সেই সময়ে ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত শোকাভূত হইয়া ভগবানের সর্ববোধম সুবিগ্রহটিকে স্বাস্থ্য লইয়া অত্যন্ত দুঃখিতাস্তঃকরণে অতি পবিত্র ভাগীরথী তীরভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ১০২

জ্ঞানিগণ ধীশাকে পরম মঙ্গলময় বলেন সেই অখিললোকপাবন চিদানন্দময় সুবিগ্রহটিকে গঙ্গাতীরে স্থাপনপূর্বক ভক্তবৃন্দ ভগবানকে বেঁটন করিয়া বলিয়াছিলেন। ১০৩

এবং সেই গঙ্গাতীরে ঠাকুরের বানাবিধ উপদেশের অমূল্যগন পূর্বক ভ্রমধ্যে পূর্বে শ্রাধান সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ বাক্য ভক্ত বৃন্দকে কৃপাপূর্বক বলিয়াছিলেন ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের সেই সকল কথা শ্রাধান মধ্যে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১০৪

অর্থাৎ শ্রা শব্দে যুত ব্যক্তি বা শব দেহ শ্রা শব্দে শয়ন। শবার্থ জ্ঞানিগণ শ্রাধানের অর্থ এইরূপই বলিয়া থাকেন। ১০৫

ভগবানের সদৃশ জনগণও অস্তুকাল উপস্থিত হইলে এই শ্রাধানেই শব রূপে শয়ন করেন এই জঙ্গ ও ইহার নাম শ্রাধান বলিয়া কথিত হয়। ১০৬

নানা স্তন মুহুর্দাদবীদ্র ফীলাহস্তুত্

হা যুর মিত্র হা বন্যো স্মার্ত্ত্যত্ম প্রিয়াত্ব মী ॥ ৭০৩

चन्तान्नाया १०म अः

ह। पते भगिनि मातर्हो मातुल पितामह ।  
 मातामह पितः पौत्र क्व गतोऽस्येहि वान्धवः ॥ १०८  
 इत्येव' वदतां यत्र ध्वनिः मंथ्रयते महान् ।  
 स्वन्नन् मांसवनामेदं शमच्छमितं महान् ॥ १०९  
 अर्हदग्धाः शवाः श्वासा विहसद्दन्तपङ्क्तयः ।  
 हसन्तीवाम्नि मध्यस्थाः 'जायस्येय' दया त्विति ॥ ११०  
 वैराग्याधाराख्य' हि शमयान' स्वर्गदं विदुः ।  
 एव' स्वशिवशक्तिं, यः प्रेष्ठान् पूर्वमुवाच ह ॥ १११  
 तस्याद्य छाया देहस्य कर्तुं श्रमयान्कीं क्रियां ।  
 चन्दन' काष्ठमादाय गन्धर्व' देवत' वदुः ॥ ११२  
 चित्तां सम्पाद्य विधिवत् स्नान' पिण्डक्रियामपि ।  
 कारयित्वा दक्षशोधे' चित्ता मध्ये न्यवेशयत् ॥ ११३

This crematorium becomes usually resounded with such dreadful cries as. "Oh my son," "Oh my husband," etc. The dead bodies are placed on the pyre. As they burn they become terrible to look at. All must die and their bodies will be cremated sooner or later. Yet, strangely enough people are fond of earthly attachments. So Thakur would advise his disciples to rise above the earthly level. Now Thakur's body is placed on the pyre. 107 to 113

বঙ্গানুবাদ :—

এই শ্মশানে নানাবিধ আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু জন্ম ভয়ঙ্কর  
আর্তনাদ এইরূপ হয় হা পুত্র হা মিত্র হা পিতঃ হা পতি হা মাতুল  
হা মাতামহ হা ভগিনীপতি ইত্যাদি ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্মশান পরিপূর্ণ  
হয় এবং প্রস্থলিত শব দেহের মাংস মেন বসা প্রভৃতি দাহকালে  
মী মী শব্দ করে অর্জ দহ্ম শব্দ দেহ সকল কৃষ্ণ বর্ণ হয় এবং দন্তপঙ্ক্তি  
সকল বাহির হইয়া পড়ে তখন মনে হয় শব দেহ যেন দাহকারি লোক  
সকলকে হস্ত করিয়া বলিতেছে যে ওহে ভাই সকল সকলেরই  
দেহের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে অতএব বৈরাগ্যের আশ্রয়  
একমাত্র শ্মশান সম্বন্ধেই স্বর্গপ্রদভাব হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবেই  
ঠাকুর নিজ প্রিয়তম শিষ্যবর্গকে পূর্বে বলিয়াছিলেন।

১০৭ হইতে ১১১

আজ সেই ঠাকুরের ছায়া মূর্তির দাহ করিবার জন্ম গন্ধর্ব দৈবত  
বহু চন্দন কাষ্ঠ আনয়ন পূর্বক চিতা সম্পাদন পূর্বক বধা শাস্ত্র  
গান ও চিতা গিণাদি দান করাইয়া দক্ষিণ দিকে মস্তক রাখিয়া  
চিতার উপরি ভাগে শয়ন করাইয়াছিলেন। ১২২।১১৩

পুতান্নি দানত স্তস্মৈ মস্য নিত্য শরীরিণ্যঃ ।

অিত্যাদি পঞ্চভূতানি সর্বান্যথ্যঘতাং দধুঃ ॥ ৭৭৪

যকৈফ্যো দগ্ধভূতং পঞ্চপশ্বীকৃতস্য তং ।

অ্যামন্তত্র চতুর্দিশু স্তদৃ গাত্রধূম মৌরমং ॥ ১১৫

মকরন্দ প্রসংঘাস্তে গগমন্ কীটি মধুরতাঃ ।

পুশ্বীভূতান্নি মধ্যী তং শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যত ॥ ৭৭৬

অন্তঃলৌল্যায় ১০ম অঃ

শিব ব্রহ্মেন্দ্র চন্দ্রাদি দৈবতৈরপি সংযুত' ।  
 দৃষ্টা গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ সেবকঃ ॥ ৭৭৩  
 আনন্দসংপ্লবে স্নোনঃ সান্যুনেত্রঃ সমাধিমান্ ।  
 সুচ্ছীকৃতানি তাপন্ত' দুর্দর্শ' সর্বমশ্বক' ॥ ৭৭৮  
 স্বকার স্বজন' প্রেম্না পূর্ব্বদগ্নি মধ্যগঃ ।  
 ন দগ্ধো নাপি চাশ্চল্যমাপ ভূষণ ভূষণঃ ॥ ৭৭৯  
 একান্তিকী গুরোর্মক্তিঃ সর্বশক্তি প্রদায়িনী ।  
 বায়বগ্নি জলশক্তীনাং শক্তির্মত্তে ন বিদ্যতে ॥ ৭৮০

The funeral rites were performed and fire was set to the pyre. Huge smoke spread all around, Soon the body was enveloped with huge flames of fire. Shashibhushan in a divine mood entered the fire to bring relief to Thakur from the unbearable heat of the fire. Shashibhushan was not scorched by the fire. In fact, a true devotee is not affected by fire, water or wind. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

পরে পবিত্রাগ্নি দানে সেই নিত্য দেহের কিত্যাদি পক্ষ মহাভূত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল । ১১৪

ঠাকুরের পক্ষীকৃত পক্ষ মহাভূত প্রত্যেকে এক একটি করিয়া দগ্ধ হইয়াছিল । তৎকালে ভগবানের গাত্র সংলগ্ন চিতা ধূমের সৌগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়া পড়িয়াছিল । ১১৫

অন্যলীলায়াং ১০ম অঃ

পুষ্পবসপানে প্রলুক কোটি কোটি মধুপ সেই স্থানে আসিয়াছিল।  
এবং ভয়ঙ্কর অগ্নিমধ্যে শিব তথা ইন্দ্র চন্দ্র বিগ্রহবান্ দেবতারূপকে  
স্তব করিতে দেবিতা গুরুগত প্রাণ শশিভূষণ আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন  
হইয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্র সমাধি বিলিষ্ট অতি দুর্দর্শ সর্বভক্ষক সেই  
অগ্নি তাপকে তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্ম হারা হইয়া  
অগ্নি মধ্যে বাইয়া পূর্বের মত ঠাকুরকে ভজন করিয়াছিলেন।

১১৬/১১৭/১১৮

তৎকালে সেই অগ্নির দাহিকা শক্তি শীতলতায় পরিণত  
হইয়াছিল। অতএব শশিভূষণ দহ হন নাই এবং তৎকৃত কোনরূপ  
চাকলা হয় নাই। কারণ ভক্ত ব্রহ্মের ভূষণ স্বরূপ শশিভূষণ অর্থাৎ  
ভক্ত চূড়ামণি এইরূপ আচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐকান্তিক  
গুরু ভক্তি সর্ব শক্তি দানে সর্বদা সমর্থ বা অগ্নি বায়ু জল প্রভৃতির  
শক্তি ভক্তের নিকটে কোন রূপ শক্তি পরিচালনা করিতে সমর্থ  
হয় না। ১১৯/১২০

প্রমীঃ জীয মহাযজ্ঞাবসানিঃস্থি নিমজ্জন'।

গহ্বান্মসি কারয়িত্বা শ্রীমহেন্দ্রী মহামতিঃ ॥ ৭২৭

মুসংগৃহ্যা পরিষ্কাস্থি রচিত' স্বস্য সবিধী।

আদিষ্টবান্ তথা চান্যান্ গুরুম্বাচনু িশেষতঃ ॥ ৭২২

মম্বাস্থি কিঞ্চিত্ কিঞ্চিচ্চ প্রত্যেক' নয় মল্লিতঃ।

স্ব স্ব মেহে মুমংস্থাপ্য নিত্য' সমৃজয়িত্ব ॥ ৭২৫

তথা মে শিবকাঃ সৰ্ব্ব' পুতাস্থি মম্বমংসুত'।

মৃদীত্বা পরমানন্দমাশ্রিতা স্নাতৃচণাদহী ॥ ১২৪

অন্তঃশৌলায়া ১০ম অঃ

যৌরামকৃষ্ণ দেবস্য শ্রেয়শ্চ সমাপ্যতে ।

সমবগাচ্ছ গঙ্গায়া যৌকসমিষ্ম চৈতসঃ ॥ ৭১:৫

প্রত্যাহত্য ভক্তবর্গা স্তুদুদ্যানস্য বাটিকা ।

গিরীধৃত পবিত্রাস্থিযুত পাত্র সুমঙ্কল ॥ ১২৬

শয্যোপরি ভগবতীশ্বরচ ভক্তিপূর্ব্বক ।

যানি কতিপয়াহানি দিম্বাস্থি তত্র সংস্থিত ॥ ৭২:১

When the dead body was burnt out, a portion of the last remains was immersed in the holy water of the Ganges and the other portion was taken by Narendranath who also advised other disciples to take the holy ashes to their homes and worship it every day. They also did so. All of them returned with the holy remains to the Rest House at Cossipore and placed it on the bed of Thakur. So long it was there, all the devotees felt that Thakur himself was present there. 121 to 127

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুরের শেষ কার্য্য সমাধা হইলে গঙ্গা গর্ভে অহি নিমগ্ন করাইয়া মহামতি নরেন্দ্র ভগবানের চিকিৎসা অহি নিভেহ নিকটে রাখিয়াছিলেন । এবং অকাত্ত গুহ্য ভাষে শিগ্গকে বলিয়াছিলেন আপনারা প্রত্যেকে প্রত্ন কিছু কিছু চিঠা ভস্ম ও অহি ভক্তি পূর্ব্বক গ্রহণ করুন । এবং নিভ নিভ গৃহে স্থাপন পূর্ব্বক প্রতিদিন পূজা করিবেন । ১২১।১২২।১২৩



নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই সকল গুরু ভাই ঠাকুরের ভয়ে  
সহিত পবিত্র অস্থি গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্নিরে আনন্দ  
পাইয়াছিলেন। ১২৪

ভক্ত বৃন্দ ঠাকুরের শেব বস্ত্র শেব করিয়া গভীর শ্রম করিয়া  
শৌকার্ত্ত হইয়া সেই বাগান বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্বক মন্তকে ধৃত  
সুন্দর পবিত্র অস্থি পাত্র ঠাকুরের শব্দ্য উপরি ভাগে ভক্তি পূর্বক  
রাখিয়াছিলেন। ১২৫।১২৬

ঠাকুরের শিব্যাস্থি যতদিন বিছানায় ছিল ভক্ত বৃন্দ ভগবানের  
সাক্ষাৎ অবস্থিতি মনে করিয়াছিলেন। ১২৭

সান্নিধ্যং মে নিরী সান্নাৎনং বনুসলক্ষণিনঃ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য তথা তদব্রাহ্মণ্যং শ্রুতং ॥ ১২৮

মন্তৈরৈব যয়া সান্নাৎনবিভূয় দয়ানিধিঃ ।

শ্রুতম্ মনসা পূজাং তদীয়াং প্রতিগৃহ্যতঃ ॥ ১২৯

তয়া ভজনং সঙ্কীৰ্ত্তনং শ্রুত্বোবাচ সমাদরং ।

পুত্রা ভো লোক হৃষ্টাঃ সমস্তান্ গতাঃ ধ্রুবং ॥ ১৩০

ন ত্যজামি কিন্তু যুগ্মানু মম ধ্যানং বিহতয়ি ।

যৌবাচ যশ্চ যৌঃ পুত্রা গোচরৌ ন ভয়াম্যহং ॥ ১৩১

অন্তরালমধিষ্টায় কৃপাটট্টিং কৰোমি হি ।

অনুমুতা ভবদ্বাণী তদ্বৈব সেবকৈঃ প্রভোঃ ॥ ১৩২

যাচ্ছজৌবং প্রভুঃ প্রায়ো মজ্জাতৌরতি নিগম্যে ।

স্থিত্বা জীবানুর্দিগ্ধাযুঃ করীতপ চতমং ॥ ১৩৩

যতঃ প্রভোরস্থিষ্মণ্ডময় ভাগোরযৌ তটে ।

মমাচ্চিত্বং কৰিষ্যামি গুৰ্ব্যং বাসনা মম ॥ ১৩৪

অন্তঃসীলার্য ৭০ম অঃ

They could even hear the voice of Thakur. He was much pleased with Narendra and other disciples for their devotion and worship, and appeared before them. He said, "It is true that I am now out of your sight. But I have not left you. Without being seen by you, I am always looking upon you with my blessings and favour." Thakur had spent his life on the bank of the Ganges for the redemption of the suffering humanity. So his last remains should be placed on the bank of this holy river. It was so desired by Narendra. 128 to 134

বাস্তববাদ :—

এমন কি ঠাকুরের কথাও শোনা যাইত । ১২৮

মহানিধি ভগবান ভক্তবর্গের সহিত সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ মনে ভক্তবর্গের পূজা গ্রহণ পূর্বক বলিয়াছিলেন । হে পুত্রগণ আমি সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়াছি একথা প্রব সত্য । ১২৯/১৩০

কিন্তু আমার ধ্যান বৃদ্ধির জন্য তোমাদিগকে আমি ত্যাগ করি নাই । হে পুত্রগণ তোমাদের বাহু চক্ষু হইটির সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ না হইলেও আমি তোমাদের অসাক্ষাতে অবস্থান করিয়া কৃপাদৃষ্টি করিতেছি । সেই স্থানে সেই সময়ে ঠাকুরের এই সকল কথা সেবকগণ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন । ১৩১/১৩২

অন্তরলোলায়াং ৭০ম অঃ

ঠাকুর প্রায় যাবজ্জীবন অতি পবিত্র গঙ্গাতীরে অবস্থান করতঃ  
জীব সকলের মুক্তি কামনায় সর্বোত্তম তপশ্চা করিয়াছিলেন । ১৩৩  
অতএব ঠাকুরের দিব্যাহি এই গঙ্গা তীরেই সমাহিত করিব  
ইহা এই আমার ঐকান্তিকী কামনা । ১৩৪

एवमाग्रहयुक्तः स नरेन्द्रो मुख्य सेवकः ।  
तदुपयुक्त भूखण्ड लाभाय चिन्तितोऽभवत् ॥ १३५  
किन्तु शील नरेन्द्रस्य तदिच्छा परिपूरये ।  
शिवस्याहमिकेवाप्त प्रत्युष्टः समजोजनत् ॥ १३६  
शौक्लण्यस्य भगवतः पूर्वं जन्माष्टमौ तिथेः ।  
हठाद्दिनद्वयादशৌद्यानि घोरं निशाचये ॥ १३७  
अक्रूर सदृशः क्रूरो दुष्टानुचरवेष्टितः ।  
नित्यगोपालकी राम दत्त मातृस्वसुः सुतः ॥ १३८  
यागत्य शौनरेन्द्रादि प्रमुखान् प्रभुमन्दिरे ।  
स्थितान् सर्वान् समाह्वयोवाचाति गर्वया गिरा ॥ १३९  
अस्ति दिव्यास्थि यस्तावत् प्रभोः शय्योपरि ध्रुव ।  
वाक्यव्ययमकृत्वेव मध्यमपंथ सत्त्वर ॥ १४०  
काकुडगाहि नामके ग्रामे योगोद्यानि वय ।  
जन्माष्टमौ दिने पुण्ये करिष्यामः समाहितम् ॥ १४१

Narendra became anxious for the suitable land on the bank of the Ganges. But the audacity of one of his fellow brothers stood in his way. Nitya Gopal, maternal brother of Ramdutta, forcibly entered the bed-room of

अन्तर्लोलया १०म अः

यत्नैः श्रीनरेन्द्रस्तु नित्यगोपान् मुक्तवान् ।  
 नित्यं भगवतो यस्य गङ्गायामेव संस्थितिः ॥ १४२  
 तस्य किमस्य समाधिः शोभते यत्र तत्र च ।  
 नाहं सुसङ्गतं मन्ये भागीरथ्या स्तटादृष्टिः ॥ १४३  
 एवमुक्तिपूर्व्यन्तं प्राक्च श्रुत्वापि भिन्नहृत् ।  
 तर्कस्योपरितर्कोऽस्तीत्युक्त्वास्य दम्भपूर्वकं ॥ १४४  
 नीत्वा गच्छद् योगोद्यानं गोपालो राम सन्निधौ ।  
 श्रीराम भ्रातुरिच्छेयं महोत्सव पुरःसरं ॥ १४५  
 प्रभोर्दृष्ट्वावशिष्टं तं पवित्रं परमं शुभं ।  
 अस्थि समाहितं कार्यं योगोद्यानं मुनिद्युतं ॥ १४६  
 किन्त्वे केन कार्यसिद्धिर्विश्रया सम्भवः सुधीः ।  
 गृहस्थाग्रमिनो भक्ताननुरुध्य ययाविधिः ॥ १४७  
 अथ दानार्थमत्यन्तं कार्यरिम्भं चकार सः ।  
 किन्तु प्रभोः प्राणनिभः सुरेन्द्रनाथ शिवकुः ॥ १४८

At this proposal Narendra protested saying, "I do not consider it advisable to place the holy remains at a place other than the bank of the Ganges where Thakur had spent his life." But Nityagopal was adamant and would not brook any argument. He forcibly took the holy thing and went to the garden at Kakurgachhi. It was the desire of Ram Dutta's brother that the holy remains would be duly founded in the garden

অন্ত্যলীলায়া ৭ম অঃ

Thakur with some ruffians and commanded Narendra and others to hand over to him the last remains of Thakur, so that it would be duly placed in the garden at Kankurgachhi, on the auspicious day of Srikrishna Janmastami. 135 to 141

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ আশ্রয়হীন হইয়া ঠাকুরের সর্ব প্রধান শিষ্য মহাশয় নরেন্দ্রনাথ সমাধি মন্দিরের উপযুক্ত ভূখণ্ড লাভের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। ১৩৫

কিন্তু মহাভাগ নরেন্দ্রের তদ্রূপ সন্ধিচ্ছা সম্পাদনে ঠাকুরের অশ্রুত শিষ্যের অহমিকাই এ বিষয়ে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিলেন। ১৩৬

হঠাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মার্ত্তমী তিথির দুই দিন পূর্বে অত্যন্ত গভীর রাত্রে এই উজ্জান বাড়িকায় একটি দুই অনুচর বর্গে বেষ্টিত হইয়া অকুর সদৃশ কুর রাম দত্তের মাসভূত ভাই নিত্যগোপাল ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিত নরেন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত শিষ্যবর্গকে আহ্বান পূর্বক অত্যন্ত গর্বিত বাক্যে বলিয়াছিলেন।

১৩৭।১৩৮।১৩৯

এই শব্দ্যর উপরিভাগে প্রভুর বাহ্য দিব্যান্ধি আছে কোনরূপ বাক্যব্যয় না করিয়াই শীঘ্র আমাকে দাও। ১৪০

কাঁদুড়াগাছি নামক গ্রামে বোগোজানে পবিত্র জন্মার্ত্তমী তিথিতে আমরা ঐ দিব্যান্ধি সমাহিত করিব। অর্থাৎ একটি মন্দির মধ্যে স্থাপিত করিব। ১৪১

অন্তঃলীলায়াং ৭০ম অঃ

with great revelry, pomp and festivity. It was, however, not possible for one individual to bear the entire expenditure. So all earning members of the disciples were requested to contribute their might. 142 to 148

বিশ্বানুবাদ :—

এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্ৰনাথ নিত্যগোপালবাবুকে বলিয়াছিলেন। যে ভগবানের নিত্য গঙ্গা তীরে অবস্থিতি তাঁর অস্থি সমাধি কি বেখানে সেখানে শোভা পায়? ভাগীরথী তীরের বহির্ভাগে অস্থি সমাধি হোক ইহা আমি সমীচিন বলিয়া মনে করি না।

১৪২।১৪৩

এইরূপ নরেন্দ্ৰনাথের স্মৃতি পূর্ণ বাণ্য শ্রবণ করিয়া ও অশ্রুভাবা-বলস্বী নিত্যগোপাল তর্কের পর আরও তর্ক আছে এই কথা বলিয়া সেই দিব্যান্ধি দস্ত পূর্বক তুলিয়া লইয়া ষোণোক্তানে রামদত্তের নিকটে গিয়াছিল। ১৪৪

রামদত্ত ভায়াৰ এইকপ ইচ্ছা ছিল যে ঠাকুরের দেহাবশেষ পরম পবিত্র সৰ্বমঙ্গলদায়ক দিব্যান্ধি সমাহিত কাৰ্য্য মহামহোৎসবের সহিত সূক্ষ্মপন্ন করি। ১৪৫।১৪৬

কিন্তু একজনের চেষ্টায় বাহ্যল্য কাৰ্য্য অসম্ভব বশতঃ ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বৰ্গকে অৰ্থদানের জন্য বিশেষ ভাবে অনুৰোধ উপৰোধ করিয়া কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৪৭।১৪৮

মৌক্যাদুৰ্ঘ্য নয়নঃ শ্রীক্লবানতি ধার্মিকঃ ।

যযমর্যান্ প্রমৌর্য্য দাস্যামৌ বিপুলান্ ধন ॥ ৭৪৫

अन्तर्लोलाया १०म अः

किञ्चित् ये महामाया भक्ता युवकुसुतमाः ।  
 बहुकालं भगवतः सेवायामति दारुण ॥ १५०  
 चक्रः स्वात्मार्षणं सर्वं निद्राहारविर्वोजिताः ।  
 विशुद्धा भ्रातरस्ते वै सर्वे प्रीत्याधिका मम ॥ १५१  
 ते सर्वे रघु सङ्गत्य यथा भगवतो वयं ।  
 चरितानृतमालोच्य कर्तुं कालातिपातनं ॥ १५२  
 समर्थाः सन्निविष्यामस्त्वदनुष्ठानं कर्मणि ।  
 आत्मपातं करिष्यामी यावज्जीवमितिस्पृहा ॥ १५३  
 सर्वार्थमयस्यास्य लीलाद्यर्थं मयौ भवेत् ।  
 देहलीलावसानेऽपि प्रभोयंदस्थि सञ्चितं ॥ १५४  
 तन्मया स्थापितं गेहे पूजाशालां करोम्यहं ।  
 लीलाविलासं समये तदङ्गसौरभेन हि ॥ १५५  
 गृहं गृहाङ्गनं सर्वं सुवासितमभूत्तदा ।  
 तथा तदङ्गसम्पर्काद् गन्धं चन्दन सौरभं ॥ १५६

But at this proposal, Surendranath, one of the most beloved disciples of Thakur, said sorrowfully with tearful eyes, "I can surely contribute much for the cause of Thakur's festival. But I desire to be associated with those young disciples who spared no pains to render their services to Thakur during his life time, here in this garden to perform this festival and also to pass our days by holy discourses about the life and teachings of

অন্তরলীলায়াং ১০ম অঃ

Thakur. I wonder to see that the holy remains of Thakur causes sweet fragrance all over here just in the same way as it happened when he was staying here during his life time." 149 to 156.

বঙ্গানুবাদ :—

কিন্তু সেই স্থলে ঠাকুরের প্রাণতুল্য সুরেন্দ্রনাথ নামক শিষ্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শোকাগ্নি পূর্ণ নয়নে বলিয়াছিলেন আমার ঠাকুরের উৎসবের জন্য আমি বহুতর অর্থ দিতে পারি ইহা প্রব নিশ্চিত।

কিন্তু এখানে যে সকল মহাভাগ বহু যুবক ভক্ত বহুকাল পর্য্যন্ত ভগবানের সেবায় সকলে আহাৰ নিজে পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ভাবে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। সেই সকল যুবক ভ্রাতৃ বৃন্দ সকলেই আমার প্রাণাধিক প্রিয়। ১৫০।১৫১

তঁাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের এই চরম গৃহে উত্তান বাটিকায় আমরা যাহাতে ভগবানের চরিতামৃত আলোচনা করিয়া আনন্দের সহিত দিন পাত করিতে সমর্থ হই তদ্রূপ অনুষ্ঠান কার্য্যেই আত্ম পাত পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন যোগদান করি ইহাই আমার একান্ত বাসনা। ১৫২।১৫৩

সর্বশার্চ্যময় ঠাকুরের লীলাও সর্বশার্চ্যময়ী। ঠাকুরের দেহাবসান হইলেও আমি (সুরেন্দ্রনাথ) যাহা অস্থি সঞ্চয় করিয়াছিলাম ঠাকুরের সেই অস্থি অতি যত্ন পূর্বক রক্ষা করিয়া প্রতিদিন পূজা করিতাম। ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় আমাদের গৃহে আগমন কালে তঁাহার গাত্রের সৌগন্ধ আমাদের গৃহ গৃহাঙ্গন বেরূপ সদৃশ হুস্ত হইত সেইরূপ



अन्तर्नीलायां १०म अः

आह तंशत्र दिवाश्वित्र अवधान वशतः पञ्चाङ्गप्राणि पूष्णत्र नम  
गङ्गेत्र नम नम गङ्गे श्रुवागित इहेतेह । १५४, १५५, १५६

मदोयेऽपि गृहे चास्य विक्षिप्तं भवति ध्रुवः ।  
 आयास्ति मद गृहे येऽपि तदा तदग्र्य मोहिताः ॥ १५७  
 पृच्छन्ति विक्षितास्तु मां कथमेतद्वेदिनि ।  
 श्रुत्वा तेषामिदं वाक्यमत्र, वं तोषहेतवे ॥ १५८  
 साक्षाद् युगावतारस्य किञ्चिदस्मिन्कथं सम ।  
 श्रीरामकृष्ण देवस्य मद गृहे भाति पूजितः ॥ १५९  
 दिव्यगन्धेन तस्येव गृहमापूरितं सम ।  
 भवद्भिरनुभूयन्तद् गन्धेन्द्रिय समाश्रयात् ॥ १६०  
 श्रुत्वा परमात्मोयाः किञ्चिदत्र वदाम्यहम् ।  
 लौला युगावतारस्य ह्यस्ति पात्रानुसारिणी ॥ १६१  
 सन्ति शास्त्रगिरयैवमन्तः शुद्धि स्तपस्यया ।  
 वायु शुद्धिर्भवेदेव सृजनाभ्यां न संशयः ॥ १६२  
 वयं शुद्धि विज्ञानस्य देव विग्रह पूजने ।  
 नाधिकारो भवेत्तस्य ऋषिभिर्भाषितम्विदम् ॥ १६३

"The sweet fragrance is also felt by those who come to see me in my residence. To satisfy their curiosity I tell them that this is due to the presence of the holy remains of Thakur in my residence. It is enjoined in the Sashttras that penance purifies our mind and on the other hand earth and water purify our body. Those whose body is not duly purified are not fit for holy services and worship." 157 to 163

অন্তরলীলায়াং ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

যে সকল আত্মীয় স্বজন আমার ঘরে আসেন তাঁহারা পদ্ম চম্পক ও গোলাপাদি পুষ্পের মত সদ গন্ধে আমোদিত হইয়া : ১৫৭

আমাকে জিজ্ঞাসা করেন একরূপ সদ গন্ধ কোথা হতে আসে। তাহাদের কথা শুনিয়া মনস্তস্থির জন্য বলিতাম। ১৫৭।১৫৮

যুগাবতার সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কিঞ্চিৎ দিব্যান্বি আমার গৃহে পুজিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহারই সদ গন্ধে আমার গৃহের চতুর্দিকে সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইতেছে এবং আপনাদেরও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সদ গন্ধ অনুভূত হইতেছে।

১৫৯।১৬০

হে পরম আত্মীয় বৃন্দ। আপনারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন এই দিব্যান্বি সম্বন্ধে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যন্ত চর্য্য কিঞ্চিৎ লীলা বলিতেছি। ১৬১

চিন্তাশক্তি তপস্বী দ্বারাই হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্র বাক্য অনেক আছে। বাহ্য শক্তি শ্রুতিকা ও জলের দ্বারা হয়। বাহ্য শক্তি বিহীন ব্যক্তির দেব পূজায় অধিকার হয় না। স্ববিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। ১৬২।১৬৩

যিনুভমঠ সংস্থানং স্বামৌজী জ্ঞাতবান্ যদা।

অলিঙ্গুসীতি নান্নৈর্যজ্ঞা মর্গকিন টেগ সন্ধ্যয়া ॥ ৭৫৪

রমণী লোকবিখ্যাতা রামকৃষ্ণানুরাগিনী।

বিপুলার্থ প্রদানেন স্বামৌজী পর্য্যন্তোপযত ॥ ৭৫৫

মদ্রায়াঃ পশ্চিমমামি তৌরে যিনুভু সংস্কৃৎ।

বমুখ যীন বিত্তেন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ॥ ৭৫৬

अन्तर्लोलायां १०म अः

अत्युच्च गगनस्पर्शी सुन्दरः सुमहान् मठः ।

तस्याः श्रीरामकृष्णं प्रतिपात्सत्य मावमुत्तमं १६७

दृष्ट्वाति सारङ्ग्य मतिः सारदानन्द आदरात् ।

श्रीरामकृष्ण देवस्य भक्ताया मस्तकोपरि ॥ १६८

प्रभोः पवित्रास्थि पात्रं स्पर्शयामास मुक्तिदं ।

येन तस्या बोद्धतामूढं गुरोर्भक्तिर्गरीयसी ॥ १६९

पाद्यात् नरनारीणां बोद्ध शीघ्रं न विद्यति ।

भक्तिमत्यामपिह्य म्यानास्ति शोधं सनामपि ॥ १७०

“When Belur Math was founded by Swamiji, an American lady who was much attracted to the life and teachings of Sri Ramakrishna, made a gift of a huge amount of money to the great satisfaction of Swamiji. With this money, the temple at Belur Math with the image of Shri Ramakrishna has been built and founded on the west bank of the Ganges. Saradananda Maharaj made her touch the holy ashes of Thakur to achieve manifold increase of her devotion to Thakur. The people of Western countries do not mind purification of body. Though the American lady was very pious, she did not observe the rules of purification of body. 164 to 170 .

অন্তঃশ্লোকায়া ৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ .—

স্বামিজী যে সময় বেলুড়মঠ প্রতিষ্ঠা করেন সেই সময় রামকৃষ্ণশ্রী-  
রাগিনী লোকবিখ্যাতা মার্কিনদেশ বাসিনী ওলিবুল নাম্নী রমণী বিপুল  
অর্থদানে স্বামিজীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । ১৬৪।১৬৫

সেই অর্থেই বেলুড় নামক জনপদে ১৮৮৭ খ্রিঃ পশ্চিম তীরে গুগবান  
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব মন্দির ও উত্তম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

১৬৬

স্বামিজীর প্রতি ওলিবুলের অত্যন্তম অপত্য স্নেহ দেখিয়া অত্যন্ত  
সরল মতি সারদানন্দ মহারাজ ঠাকুরের পরম ভক্ত ওলিবুলের মন্তকে-  
পরি সমস্ত্রয়ে সমাদরপূর্বক স্তুতিস্বরূপ পবিত্র অস্থিপাত্র স্পর্শ  
করাইয়াছিলেন । সারদানন্দ মহারাজের তখন এইরূপ মনে হইয়াছিল  
যে এই পাশ্চাত্য রমণীর বাহাতে গুরুভক্তি গুরুতরভাবে বহিত হয় ।

১৬৭ ১৬৮।১৬৯

পাশ্চাত্য নরনারীসের বাহ্যশুচি বলিয়া কিছুই নাই । অতএব  
ওলিবুল অত্যন্ত ভক্তিমতী হইলেও ইহার বাহ্যশুদ্ধি বলিয়া অত্যন্ত  
নাই । ১৭০

যথাস্থি ভারতীয়ানাং শুদ্ধিত্বমন্ত্যমৌকিকং ।

অন্য স্ত্রীয়া নিয়ায়া শ্রীঠাকুরঃ স্বামিজী প্রতি ॥ ৭৩৭

স্বপ্রদেশে চকারেব মাফুদ ত্বং যদা তদা ।

যস্মৈ তস্মৈ ন দেয় মে বিঘ্নং স্মরণং কথিতং ॥ ৭৩২

তদবধি তত্ গুণাস্বিষায় পরম মদ্বনং ।

লপাপুতৈঃ প্রভোর্মমো বচনৈঃ বদিকান্তরৈঃ ॥ ৭৩৪

अन्तर्लोलायां १०म अः

नित्यं मद्यापि तत् पात्रमुद्दिश्य वेदिकोपरि ।

तत् स्वरूपं मन्यमानैः स्तब्धकैः पूजितं भवेत् ॥ १०४

बहिराणीयं तत् पात्रं पूजितं प्रतिवत्सरं ।

भवेत् सम्प्रोतये तस्य तज्जम्ब त्रिधिं वासरे ॥ १०५

यस्य दर्शनमात्रेण जनाः सन्ति निरामयाः ।

संसारसागरोत्तीर्णा स्तब्धकानां तत्र संशयः ॥ १०६

इति श्रीरामेन्द्र सुन्दर विरचिते श्रीश्रीरामकृष्णभागवते पारम-  
हंस्यां संहितायां भगवतः श्रीरामकृष्ण देवस्य स्वधाम प्रवेशः तदस्थि-  
स्थापनादिरूपोऽन्तर्लोलायां दशमोऽध्यायः ॥ १०

"The Indians always purify their bodies and clothes before they start their holy services and worship. On that night Thakur himself appeared before Swamiji in his dream and said, "Do not commit such things over again, nor allow one and all to touch my holy remains." From that time onwards it is being carefully preserved inside an altar. The devotees place their offerings on the altar. The holy remains are placed outside only for a day in the year on the occasion of Birth anniversary of Thakur. The very sight of this holy thing removes all sins, worries and troubles and causes salvation. 171 to 175

Here ends the tenth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri Ramendra Sunder Bhaktitirtha. 10

অন্ত্যলীলায়া ৭০ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

ভারতবাসীদিগের বৈরূপ অপূৰ্ব বাহুশক্তি দেখা যায় বা আছে  
তজ্জ্ঞ ঠাকুর সেইদিন রাত্রিকালে স্বয়ং স্বামিছীকে স্বপ্নে আদেশ  
করিয়াছিলেন। ১৭১

একপ আচরণ যখন তখন করিও না। এবং আমার বিগ্রহ থাকে  
'তাকে স্পর্শ' করাইবে না। এই জ্ঞাত সেই সময় হতে পরম মঙ্গলময়  
পবিত্র অস্থিপাত্র ঠাকুরের আদেশানুসারে পবিত্র ভক্তবৃন্দ একটি  
বেদিকার অভ্যন্তরে রক্ষা করিতেছেন। ১৭২। ১৭৩

অত্যাধি সেই অস্থিপাত্রটিকে ঠাকুরের স্বরূপ মনে করিয়া বেদিকার  
উপরিভাগে অস্থিপাত্রটির উদ্দেশ্যে ভক্তবৃন্দ নিত্য পূজা করেন। ১৭৪

ঠাকুরের বিশেষভাবে প্রীতির জন্ত জন্ত তিথি দিবসে প্রতিবৎসর  
মাত্র একদিনের জন্ত সেই অস্থিপাত্রটিকে বাহিরে আনিয়া পূজা করা  
হয়। ১৭৫

যে পাত্রটীর মর্শনমাত্রে নরনারীগণ সর্ব সন্তাপ হইতে বিমুক্ত হন।  
এবং ঠাকুরের ভক্তবৃন্দ সকল অনারোগে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন।  
এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৭৬। ১০ অঃ মঃ।

ইতি শ্রীরামেস্ব হৃদয় ভক্তিতীর্থ বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণসেবের স্বধাম প্রবেশ এবং তীহার দিব্যান্ধি স্থাপনাদি  
শ্রুতালীলার ১০ম অধ্যায় বলা হইল। অঃ ১০

অন্ত্যলীলায়া ১১ম অধ্যায়

দেব দানব গম্ভীৰ্ঘ্য দৈত্য নর রাক্ষসাঃ ।

মৰ্ব্ব তপঃপ্রভাবেন কাম্য' মিন্দন্তি যস্য যত্ ॥ ৭

তপসা সৃজতি ব্রহ্মা বিশ্বঃ যালন শক্তিধৃক্ ।

স্বরীহবতি নিত্য' হি তপ এন পর' ধল' ॥ ২

• अन्त्यलीलायां ११३ अः

तपोमयं तपोराशिं तपो मूर्त्तिं तथात्मकं ।

तपसैव सुतस्तेन विन्दन्ति परमं पदं ॥ ३

यगः सौख्यं धनं पदं ज्ञानं विद्वानमेव च ।

प्राप्नुवन्ति महात्मानो जनाः सर्वे तपस्यया ॥ ४

भगवानपि विश्वात्मा सर्वकामवरेज्वरः ।

तपय्यरति नित्यं हि ब्रह्म रुद्रादि देवतैः ॥ ५

स्य स्वाधिकार रक्षार्थं कुर्वन्ति तप उच्यते ।

हस्तादियुगपथ्यायेनृषीनां पुण्यं चाप्रमः ॥ ६

Gods, men, demons, Gardharva and Rakshasas achieve their ends through penance. It is through penance that the Creator creates, Vishnu reigns and Hara destroys. So penance is the source of all power. Fame, fortune, friendship, progeny, knowledge, wisdom and even salvation can be acquired through penance. Gods perform penance to maintain their power. The hermitage of the ascetics was the seat of penance in the three Yugas prior to Kali Yuga. 1 to 6

**वशानुदास :-**

দেবতা মনুষ্য নৈত্য মানব গন্ধর্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই  
তপস্যার প্রভাবে যাহার যে কামনা তাহা পায় । ১

স্থিতিকর্তা তপস্কার প্রভাবেই স্থিতি করেন। বিষ্ণু তপস্কার প্রভাবে পালন করেন এবং ব্রহ্মদেবও তপস্কার প্রভাবে সংহার কর্তা হন। অতএব তপস্কাই পূরম বল। ২

শান্তানুলোচনায়াং ১১ম অঃ

উত্তম তপস্তা দ্বারাই তপোময় তপোরাশি তপোমূর্তি স্বরূপ হইয়া  
ভগবানের পরমপদ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন । ৩

মহাপুরুষগণ তপস্তাদ্বারা যশ আনন্দ ধন পুত্র স্ত্রী বিজ্ঞান লাভ  
করিয়া থাকেন । ৪

সর্ব কামনা পরিপূরণে সমর্থ ভগৎ পিতা ভগবান ও নিত্য ব্রহ্ম  
রূপাদির সহিত তপস্তা করেন । ৫

নিজ নিজ অধিকার স্বকার ভক্ত ও অজ্ঞাত দেবতাসকল তপস্তা  
করেন । সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে স্ত্রী ও সংসারের পরপারে অবস্থিত  
অধিগণের আশ্রমই তপস্তা ও ব্রহ্মবিজ্ঞান পবিত্র স্থান ছিল । ৬

তপসী ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সৌরমানাত্ সুনির্মল' ।

বৌদ্ধ যুগে সৌগতানামানযৌ ধর্ম মন্দির' ॥ ৩

শঙ্করস্য ভগবতঃ শ্রুতাবির্মবিতঃ পর ,

ধর্মস্থান' মঠ ইতি ব্যাছত' ব্রহ্মবাদিমিঃ ॥ ৮

ততোঃনার্য জাতিয়ানাং রাজ্য শাসনতঃ সুরীঃ ।

ভয়ভোতা, সদাসর্ব্ব' শাস্ত্রাচার সুরক্ষণে ॥ ৮

যৈধিত্যভাবমাসাস্তে প্রাণপাতি পরিষমৈঃ ।

ধর্ম সুরক্ষণার্থায় কোচিদ্ভ্রষ্টপঙ্কিতাঃ ॥ ১০

নধর্মেণ বামনাথ জগদৌষ্য গদাধরাঃ

সর্ব্ব' বৈধিক' ভাব' স্ত্যজ্য শাস্ত্রানুশীলিনঃ ॥ ১১

শতুপ্পাঠোতি চন্দ্ৰাং তে প্রদায় বেদরচকাঃ ।

ধর্মস্থান' বিমল' স্থান' কৃতনৈস্কৃত পঙ্কিতৈঃ ॥ ১২

In the era of Buddhism, the Buddhist institutions were the seat of penance. During the regime



অষ্টমীমায়া ৭৭ম অ:

of Sankaracharya many such institutions called Matha were established. Thereafter, being afraid of non-Hindu rulers great thinkers and pundits like Ramanath, Jagadish and Gadadhar established such institutions called Chatuspathis in Navadwip to preserve Hindu religion and culture. 9 to 12

বনানুবাদ :-

যৌক্ত্যুগে লৌকতমিগের অর্থাৎ যৌক্তসম্মানিগের বাস্তবাই ধর্ম মন্দির বা তপস্তার স্থান ছিল । ৭

ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পর ব্রহ্মবাদি সম্মানি সকল মঠ বলিয়া ধর্মস্থানের নামকরণ করেন । ৮

তৎপরে অনার্য্য জাতীর স্বাভাবিকের ক্ষয়ে ভীত হইয়া সনাতন ধর্মাবলম্বী বেনোক্ত ধর্ম ও সনাতন স্বার্থে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ধার্মিক জ্ঞান পণ্ডিত নবদ্বীপে রামনাথ জগদীশ গদাধর প্রভৃতি ধর্মবাহকগণ বৈবরিক ভাব বিমুক্ত হইয়া ধর্মের ও শিক্ষার সর্বোত্তম স্থান চতুস্পাঠী নাম রাখিয়াছিলেন । ৯১০, ১১, ১২

যদু শিষ্যোক্তাঃ সৰ্ব্বৈ মৰ্ব্যশাস্ত্রবিশারদাঃ ।

মৰ্ব্যৈর্ঘো শান্তিসাধায় সঙ্ঘর্ষে পালনায় চ ৭২

যাবজ্জীবং পণ্ডিতাস্তে শাস্ত্রচর্চা প্রসঙ্কতঃ ।

ভগবন্তে সমাশ্রিত্য পরাং গতিং যাবাপ্তযুঃ ৭৪

অতঃ শ্রীমদগোবিন্দসংখ্যসূত্রাদিনমাশ্রয়ে ।

যঃ শাস্ত্রবিচিস্তৃষ্য বর্ততে কাম কারতঃ ৭৫

অন্তঃশ্রীলায়াং ৭৭৩ অঃ

ন স সিদ্ধি মবাশ্রোতি ন মুখং নপরাং গতি' ।  
 তস্মাত্ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কৰ্ম্মাকাৰ্য্যং ব্যবস্থিতৌ ॥ ৭৬  
 শ্রীত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃমিচ্ছাৎসি ।  
 শিষ্টাঙ্গাদানং ভগবত্যা ন কেবলং কৃতং স্বয়ং ॥ ৭৭  
 ব্রহ্মনারায়ণ রূপাঃ সৃষ্টি স্থিতিশান্তকারিণঃ ।  
 ততত্ স্থানং স্থিতাঃ সৰ্ব্বং তপস্বীকরলৌকিকং ॥ ৭৮

Great pandits devoted themselves to the study and teaching of Shastras for the peace and happiness of humanity. It was said by Lord Krishna to Arjuna in the battle-field, "One who disregards the instructions of the religious codes cannot attain peace and happiness. Everybody should, therefore, act according to the rules and regulations of Shastras" God not only imparted teachings but also perform penance methodically. 10 to 18

বঙ্গানুবাদ :-

সেই সকল চতুর্পাঠিতে সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতবর্গ সর্বদা বহু ছাত্র অধ্যাপনা করাইয়া সাধারণের শান্তিলাভ ও সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য ভগবদ্রুদ্দেশে বাবজীবন শাস্ত্র চর্চা প্রসঙ্গে উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন । ১৩।১৪

এই জগদে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে বলিয়াছিলেন যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উন্নয়ন পূর্বক নিষেধ ইচ্ছামত ধর্ম কর্ম করে সেই ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ সুখশান্তি এবং সদৃগতি লাভও করিতে পারে

ଅନ୍ତଃସ୍ତୋତ୍ରୀୟାଂ ୧୧୩ ଅ:

ନା । ଅତଏବ ମଂ ଅମଂ କାର୍ଯ୍ୟା ବାହା କିନ୍ତୁ କର ନା କେନ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର-  
ଜଡ଼ତହି କରିବେ । ଅତଏବ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର । ୧୫:୧୬

ଭଗବାନ କେବଳଯାତ୍ରା ନିକାମାନହେ କରିଆଛେନ ତାହା ବନ୍ଧୁ ତିନି ନିକ୍ଷେ  
ଭକ୍ତା ଓ କୁମ୍ଭାମିତ୍ର ମହିତ ମକଳେହେ ନିକ୍ଷ ନିକ୍ଷ ଅଭିମୁଖିତ ହାତେ ଅବହାନ  
ପୂର୍ବଦି ଅଲୌକିକ ତପତ୍ତା କରିଆଛିଲେନ । ୧୫:୧୮

ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀମଦଗୋପାଳାଦି ନିଧନ: ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚିନ୍ତୟ:  
ପୁଞ୍ଜାତ୍ ପୁଞ୍ଜ୍ୟତମ: ମୃତ୍ୟୁକାମିନୟ: ସର୍ବାର୍ଥଦ: ଶ୍ରୀହରି: ।  
ସର୍ବସ୍ତ୍ରାହମୁକ୍ତାଞ୍ଜନାନ୍ କରୁଣୟାଦାତ୍ତୁଂ ସୁମନ୍ତୟଶ୍ଚିତାନ୍  
ହୃତ୍ବା ଯୋଗତନ୍ତୁ ତପସ୍ବରାଶି ସୈ ବହା ଶିଶାଳାଂ ଦିତ: । ୧୯  
ତହହାଃ ମରାବରେକ ଧ୍ବସିନିଂ କାତ୍ୟେଶ୍ବର: ଶହ୍ବର:  
ଜପତ୍ବୋ ଶ୍ରୀହରିନାମ ମନ୍ତ୍ର ମମଳକ୍ଷ୍ମାଭୂତପୟାଂ ୧୮: ।  
ଆଦୁର୍ଗାପି କ୍ଳମାରିକାଞ୍ଚୟ ଜଳଧିମ୍ବୀରସ୍ଥିତା: ଶାନ୍ତିବଂ  
କୌମାରୀଂ ତନୁମାୟିତା କ୍ଷତବତୀ ତୋତ୍ରଂ ତପୋଽସ୍ତ୍ରୀକିଙ୍କୁଂ ॥ ୨୦  
ଏକାଦା ଠାକୁରେଣୀକ୍ତଂ ହୁତ୍ବ ପର୍ବତ ମନ୍ତ୍ରିଧୌ ।  
ଲୌଳାଞ୍ଚେତ୍ରଂ ଭଗବତୋ ଭବିଷ୍ଣୋଃ କଦାବନ ॥ ୨୧  
ଲୌଳାମୟ: ଶ୍ରୀମଦଗୋପାଳ ସ୍ବୟଂକ୍ତୈ: ସହ ସର୍ବଦା ।  
କରୌତି ବିବିଧାଂ ଲୌଳାଂ ଜଗନ୍ନାଥଜ୍ଞାନ ହୈତବେ ॥ ୨୨

God who is the source of all power and knowledge is observing penance in the shape of Badri Narayana. So also Lord Sankara is chanting holy names in the great burning ghat of Manikarnica ; and Goddess Sankari is performing austere penance at Cape Comorin. It was once

অন্তঃস্নানার্থাং ১১ম অঃ

said by Thakur that God does not rest on a tree or a mountain but appears among his devotees to serve his own end. 19 to 22

ব্যাখ্যানবাদ :—

বাহার আদি অস্ত্র নাই এবং যিনি সর্বদেবের জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র আনন্দের আধার ধর্ম অর্থে কাম ও মুক্তিদাতা পূজনীয় হইতেও অতি পূজনীয়তম এই ভগবানও বস্ত্রীনারায়ণরূপে বলরিকাক্রমে যোগদেহ ধারণ পূর্বক আজ পর্য্যন্তও ভগত্ব করিতেছেন ১৯

সেইরূপ ভগবান দেবাদিদেব শঙ্করও মহাশ্যশানে মনিকর্ণিকায় হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া ভগত্বারত আছেন। এবং আত্মশক্তি ভগবতী শঙ্করীও কুমারিকা নামে সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে অবস্থান পূর্বক কন্যাকুমারী মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক অতি বঠোব অলৌকিক শৈব ব্রত করিতেছেন। ২০

ঠাবুর এক সময় বলিয়াছিলেন বৃক্ষে বা পর্বতে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া কিছুই নাই। লীলাময় ভগবান ভগত্বের মঙ্গলের জন্য নিজ ভক্তবৃন্দের সহিত আবির্ভূত হইয়া নানাবিধ লীলা করেন।

২১।২২

বসস্বরূপী ভগবান্ সান্না তস্য বসাত্মিকা ।  
 শ্রুত স্তূত্রমসম্বোধি মজ্জা এবাধিকারিণঃ ॥ ২১  
 মগবদ্বাবনাযুক্তা স্তূত্রম্ মহিমাম্বিতাঃ ।  
 মাহাত্ম্যস্য মগবতঃ পচারে পটভঃ সদা ॥ ২৪  
 প্রায়েন দৃশ্যতেচৈব মানবাঃ সর্ব্বেষাং হি ।  
 বর্হিবিষয় মনিমান পশ্যন্ত্যন্তরাগম্য ॥ ২৫

অষ্টাদশোধ্যায়ী ৭৭ম অঃ

যাসুধাভ্যন্তরে ভাতি মানবান্দিং বিগিষতঃ ।  
 দেহে ব্যাপ্তিকালীঃপি পাতু নৈচ্ছন্তি তা অনাঃ ॥ ২৬  
 পরন্তু ন প্রপ্টিমপি গচ্ছন্তি দুরায়য়াঃ ।  
 বোধার্থং সজ্জবর্গান্ পুনরন্যদিনে প্রমুঃ ॥ ২৭  
 চক্ষুঃশ্রীভগবান্ প্রদত্তকম্পয়া ।  
 যদা বিরাসীদগবাত্মনোনার্যমবনী তলৌ ॥ ২৮  
 তদেব দেবতাব্যর্থীনাং লোলাস্বাদ হৈতযে ।  
 স্বং স্বং লোকং পরিত্যজ্য তত্রৈব মিলিতাখিরং ॥ ২৯

The devotees can understand the ways of God and can feel and express the glory of God. Men see through their senses and are incapable of realising the unseen ways of mind and soul. Men who are addicted to earthly pleasure do not like to have a taste of the divine joy which is enshrined in the soul of every living being. Thakur once told his disciples that when God manifests Himself with a purpose, Brahma, Shiva, Indra and other gods come down from their respective abodes to associate themselves with God to add to their knowledge of the ways of God, 20 to 29

বঙ্গানুবাদ :-

ভগবান বসন্তরূপ তাঁর লীলাও বসন্তরূপী অতএব শ্রীভগবানের  
 লীলারসের অস্বাদনে ভক্তসকলেই অধিকারী । ২৩

ভগবদ্বক্তাসম্মূল্যাসোত্তম পীতি হৈতবে ।

মহা যুধীষথে গান্ধী মাতুঃ শ্রাবয়তোচ্ছয়া ॥ ৩৪

পিতাস্য বিশ্বনাথায়ৈ দত্তং সমুদ্রমবঃ ।

অনাড়ম্বর দানা সৌ পাশাপাশে বিচার্য ন ॥ ৩৫

প্রার্থিভ্যৌ দত্তবাসিত্য' বিত্ত' যত্ কচ্ছ সঞ্চিত' ।

যদি কথিজ্ঞানোপ্যেবমপাত্রমবনৌক্য চ ॥ ৩৬

Where God appears in human frame, His so-called friends and relations give up their earthly attachments and dedicate themselves to the will of God. Thakur also told that Narendra was no ordinary devotee. He was of divine origin. He was Narayan in human form. He would sing holy songs to me to please the Goddess. The father of Narendra was Biswanath Dutta who was a great philanthropist. He would give away his hard-earned money to the beggars and the needy. 30 to 36

বঙ্গানুবাদ :—

এবং যে স্থানে অবিভূর্ত হন সেই সকল আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিজ নিজ নিজ গৃহ বিত্তাদি সমস্ত প্রিয় বস্তু পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের সেবক হইয়া বা বিক্রীত দাসবৎ হইয়া একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়া ধন্য হয় । ৩০

অন্তরীলায়াং ৭৭ অ:

অতএব এই শেষ যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের অগ্রাণু অবতার  
তুল্য লীলা সহচর নরেন্দ্রাদি ভক্তবৃন্দ সকল ইহার। সকলেই দেবতা  
মানুষ নয় একথা গ্রহণ সত্য। ৩১

ভক্তবৎসল ভগবান আর একদিন বলিয়াছিলেন 'নরেন সাধারণ  
ভক্তের মত নয়। ৩২

নরনারায়ণ ঋষির যিনি নররূপি নারায়ণ মহামায়ার অনুগ্রহে  
সেই নররূপই নারায়ণই এই নরেন্দ্র ইহার ভগবদংশে জন্ম ভগবতীর  
প্রীতির নিমিত্ত এবং জগদম্বার ইচ্ছায় আমার সেবা এবং আমাকে  
মায়ের গান শোনাইতেছে। ৩৩৫৪

এই নরেনের পিতা দত্তবংশোদ্ভব বিশ্বনাথ নামে বিখ্যাত ইনি পাত্র-  
পাত্র বিচার না করিয়া অহঙ্কারশূন্য দাতা ছিলেন। ৩৫

বহুতর কষ্টে যে সকল অর্থ সংগ্রহ করিতেন সেইসকল অর্থ প্রার্থনা-  
কারী বা ভিক্ষুকদিগকে দান করিতেন। ৩৬

বদন্ত্যস্মৈ কথং দত্তমপারায় ধনং সখ্যা ।  
তদা তদুত্তরং বাক্যমুক্তং তেন মহাত্মনা ॥ ৩৩  
সমারোহ্য দুঃখপূর্ণোমিহিত্তেন অথং যদি ।  
আনন্দং বিম্বতে পার্থো ন তত্র বিঘ্নমাশ্রয় ॥ ৩৮  
ভুবনেশ্বরী মাতা স্য সাত্বাত্ম্যামুশনেশ্বরী ।  
দেবহিঙ্গা মল্লিমতো ভগদুতপারিণ্যো ॥ ৩৯  
অথং নিজঃ পরো য়েতিন জ্ঞানান্তি মদ্যোযমো ।  
যস্য মাতুঃ পিতৃযৈব মোদার্যং মনসো মহত্ ॥ ৪০  
ননু পুত্র যমস্য ধন্যা ধন্যা হি মবিদ্যতি ।  
আবির্ভাব পূর্বাভাসাচ্চনচিত্তমস্য মঙ্গলৈঃ ॥ ৪১

অন্যন্তোনায়া ৭৭গ অ:

অনেকৈরেব বিদ্বাত' দ্বারাণম্যাং বিদ্বজিত: ।

বীরেশ্বরো মহাদেবো দ্বাপুত্র পুত্রদায়ক: ॥ ৪২

নাবলোক্য পুত্র মুখং মাতা শ্রীমুখনিমিত্তী ।

আম্মোয়ায়া কিনাদেশাত্ কলসম্রত সংযকৈ: ॥ ৪৩

If anyone of his relatives would say, "Why do you give your money to a person who does not deserve it?" In reply he would say, "The world is full of miseries. If anybody feels happy for a moment with my money, you should not object to it." The mother of Narendranath was Bhubaneswari. She was very pious and unselfish. It is therefore, no wonder that Narendranath whose parents were so pious and generous would rise to the summit of fame in this world. Before the birth of Narendra it was felt by many that his parents would have a great son born to them. There is the image of Bireswar Mahadev in Benaras. Men and women worship Bireswar Mahadev to have a child born to them. As Bhubaneswari had no son, she poured one hundred jars of Ganges water on Bireswar. 37 to 43

বঙ্গানুবাদ :—

যদি কোন আত্মীয় বলিতেন এ লোকটি অতি অসৎ, পাত্র ইহাকে কেন ধন দিতেছেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ বাবু বলিতেন সেখান সংসার দুঃখময় আমার এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থদ্বারা এই লোকটি যদি কলকাল আনন্দ লাভ করেন এ বিষয়ে আপনি বাধা দিবেন না।



অন্তঃসৌন্দর্য্যং ৭৭৩ অঃ

নরেন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী ত্রিলোকের ঈশ্বরী ভগবতী স্বগদস্বার  
মত দেবতা ব্রাহ্মণে অচলা ভক্তি ভগবদ্রুতধারিণী অলৌকিক গুণবতী ।

৩৯

ইনি আমার প্রিয় ইনি আমার অপ্রিয় এরূপ ভেদবুদ্ধি কিছুমাত্র  
ছিল না অর্থাৎ সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন । অতএব যে নরেন্দ্র  
শিতা মাতার এইরূপ উদার স্বভাব তাঁহাদিগের পুত্রের সঙ্গুণে পৃথিবী  
যে ধৃষ্টা হইবেন এ বিষয়ে বলিয়ার কিছুই নাই । ৩০

এই নরেন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে সজ্জনগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন  
এবং অনেকেই জানেন বারানসী ক্ষেত্রে অপুত্রক জনের পুত্রদায়ক  
বীরেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন । ৪১।৪২

গঙ্গাজলৈঃ পূর্য্যমানৈঃ শ্রী বীরেশ্বর সংস্রবঃ ।

শিবলিঙ্গং স্নাপয়িত্বা কৃতকৃত্যে বভূব সা ॥ ৪৪

মতঃ পুত্রোঃমবল্যস্য লমমমঙ্গল কারকঃ ।

সংস্রাবদ্রুতধারস্য রামদাসস্য সচিবঃ ॥ ৪৫

নামাস্য সাদরেনোক্ত বীরেশ্বর ধীরে বিলৈ ।

তথ্যাপ্যসমাগমস্য সময়স্য মহামতিঃ ॥ ৪৬

শ্রীমদেব ন্যায় ইতি শ্রুত্ব নামাকরোত পিতা ।

পুত্রোঃসমুদিত স্তস্য কন্যাং চতুষ্ঠয়াৎ পরং ॥ ৪৭

অতোঃসমর্মকঃ পিত্রী বঁধুবাৎসর্জ্যজনং ।

অত্যাশ্রয় লালিতত্বাদোদ্ভূতং নো গতো যদি ॥ ৪৮

শ্রুত্ব দ্রব্যানি সর্বাণি নিঃশিষ্য চূর্ণয়িত্বত ।

এবং দৌরাস্ময়পুত্রোঃপি সুন্দরাকৃতি হৈতুতঃ ॥ ৪৯

কেনাপি ন কিঞ্চিদুক্তং বচনং ভীতিদায়কং ।

বীরেশ্বরস্য ভূতোঃসমিত্যুজ্জা জননী যদা ॥ ৫০

অন্তরনৌলার্য ৭৭ম অঃ

By this her desire was fulfilled and a great son like Mahabir, a great devotee of Ramachandra and incarnation of Rudra, was born to her for the welfare of the suffering humanity. Although he was lovingly called as Bireswar, Birey or Biley, he was given the name of Narendranath at the time of rice-taking ceremony. Due to the birth of Narendra after four female issues, he was the most favorite of his parents. In his childhood he was so naughty that he used to break down household things if he was not given what he wanted. He was so beautiful in his appearance that none would utter any threatening words for the mischiefs. His anger would, however, be cooled down when her mother poured water on his head or feet, saying "This is a ghost of Lord Bireswar." 44 to 50

বঙ্গানুবাদ :—

মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রসুখ না দেখিয়া কোন একটি আশীয়া গ্রী-  
লোকের আদেশ মত গঙ্গার জলে পরিপূর্ণ একশত কলশ দ্বারা বাবা  
বীরেশ্বর মহাদেবকে স্নান করাইয়া ভুবনেশ্বরী সফলকাম হইয়াছিলেন।

৪৩৪৪

অর্থাৎ সেই বীরেশ্বর শিবলিঙ্গের স্নানের পরই তাঁহার কুপায় মাতা

অষ্টমোহাশ্রমঃ ১২ম অঃ

সুব্রহ্মণ্যের সাক্ষাৎ রূপাবতার রামদাস মহাবীরের তুল্য জগন্মল  
কারক পুত্র নরেন হইয়াছিল। ৪৫

পিতামাতা আদর করিয়া বীরেশ্বর বীরে বিলে বলিয়া ডাকিলেও  
মহামতি পিতা অমাত্রাণনের সময়ে শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ এই নাম করণ  
করেন। ৪৬

বিশ্বনাথ দত্তের ৪টি কন্যার পর এই পুত্রটী ভূমিষ্ঠ বশতঃ এই  
বালক পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। ৪৭

অতি আগরের সহিত লালিত পালিত বশতঃ যদি ইচ্ছামত জিনিষ  
না পাইত তবে গৃহ দ্রব্য সকল ভাঙিয়া ফেলিত। ৪৮

এইরূপ দুই ভাবাবিহীন হইলেও হৃদয় আকৃতিবশতঃ কেহই কিছু  
মাত্র ভীতিপ্রদ বাক্য বালককে বলিতেন না। ৪৯

অন্তালোচনা ৭৭ম অঃ

গত্বা তত্র রামসীতা ক্রীতা পুতলিকা রসাত্ ।

সহমানোয তাং মত্ত্বা মগিনীং সমপৃচ্ছত ॥ ৭৭

Learning from what was told by his mother he felt proud that he was a ghost of Lord Bireswar. He would happily move about riding on the shoulder of his father's stabler. There was a temple belonging to a famous rich man near the house of Narendra. Once during the Shiva Puja Festival, Narendra went to see the fair and bought a doll of Ram-Sita. On returning home he asked his sister. 51 to 57

বঙ্গানুবাদ :—

মা যখন নরেন্দ্রের ক্রোধ নিবারণের জন্য এটা বীরেশ্বর ঠাকুরের ছুত বলিয়া মন্তকে বা দুই পায়ে জলঢালিয়া দিতেন। তৎক্ষণাৎ আর কিছুমাত্র ক্রোধ থাকিত না। ৫০।৫১

মাতৃ স্তোত্রে দেহপুষ্টি বশতঃই মাতার কথার অনুসারে নরেন্দ্র নিজেই বীরেশ্বর দেবতার ছুত বলিয়া মনে করিয়া গর্ব করিতেন। ৫২

নরেন্দ্র পিতার অনুরক্তের স্বত্বেই চড়িয়া আনন্দে এখানে ওখানে বেড়াইতেন। ৫৩

নরেন্দ্রের বাড়ীর নিকটে সুপ্রসিদ্ধ ধনবানের একটি মন্দির আছে। তিনি কায়স্থ কুলবত্ত বহুতর সংকল্পকারী মহাত্মা রামদুলাল সরকার হঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে গায়ত্রি উৎসবের দিনে লক্ষ্য বর্ষীয় বালক নরেন্দ্র সেই স্থানে বাইয়া রামসীতার মূর্তি পুতুল ধরিদ করিয়া

अन्त्यर्लोलायां ११३ अः

भक्तिपूर्वक आनिष्ठां गृहे प्रवेष्टुं माते भगिनीके विज्ञाना  
करिशाहिलेन । ६४ ६५ ६६ ६७

अनयोरस्ति किं पुत्रः कन्या वा प्यस्ति चेद्दद ।  
मरेन्द्रे नैवमुक्ता सा भगिनी भ्रातृवत्सना ॥ ५८  
उवाचास्तिहयं पुत्रं कुशौलवेति संज्ञकम् ।  
श्रुत्वैव श्रौनोन्द्रस्तु भगिनी पुनःप्रवोत् ॥ ५९  
षडेहम् देवता नाम यस्य नास्ति सुतादयः ।  
अथवा पुत्र गेहादिं स्तत्रज्ञा योगरतः सदा ॥ ६०  
श्रुत्वैव त्यागवार्त्ता सा भगिनी वीनकास्यतः ।  
अथ वाक्शून्यतामाप किमेतदित्य चिन्तयत् ॥ ६१  
ततो धैर्ययुता प्राह भ्रातरं सन्धितं वचः ।  
अस्ति योगेश्वरो योगौ हिमाद्रि तनया पतिः ॥ ६२  
सर्वस्वं सम्परित्यज्य श्रमशान्तय मध्यगः ।  
अनन्य चिन्ताः सततं करोति हरि चिन्तनं ॥ ६३  
भगिन्यामेवमुक्तायां शिवांश्च सम्भवः सुतः ।  
तत्तृचणात्तां यैवमूर्तिप्रामाण्य महतोमहान् ॥ ६४

"Have Ram-Si'a any children?" His sister replied, "Oh yes, they have two sons named Kushi and Laba." At this Narendra said, "Tell me the name of such a god as has no issue or has left his family and dedicated himself to holy pursuits." His sister wondered at this strange query of Narendra and patiently said, "There is

Lord Shiva, the husband of Goddess Durga. who lives in the crematary ground dedicating himself to divine thoughts." On hearing this Narendra at once got an image of Shiva purchased from the fair and placed it before him ১৪ to ৬৪

বঙ্গানুবাদ :—

এই রাম নীতা ঠাকুরের পুত্রকন্যা আছে কি না আমাকে বল । নরেন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ভ্রাতৃবৎসলা ভোষ্ঠা ভগিনী বলিয়া-  
ছিলেন ইহাদের কুশী ও লব নামে দুইটি পুত্র আছে । এই কথা  
শুনিয়া নরেন্দ্র ভগিনীকে পুনরায় বলিয়াছিলেন । ৫৮৫২

এইরূপ একটি দেবতার নাম কর বঁহার পুত্র কন্যা কিছুই নাই ।  
অথবা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা যোগযুক্ত থাকেন । ৬০

এইরূপভাবে সেই ভগিনী বালক নরেন্দ্রের মুখ হইতে তদ্রূপ  
ত্যাগের কথা শুনিয়া কণকাল অবাক হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়া  
ছিলেন ইহা কি । অর্থাৎ বালক নরেন্দ্রের এইরূপ ভাব অত্যাশ্চর্য্য । ৬১

তৎপরে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক বালক ভ্রাতাকে ঈশ্বৎ হস্তসহকারে  
বলিয়াছিলেন । আছেন মহাবোগী শঙ্কর ইনি হিমালয়ের কন্যা দুর্গার  
স্বামী । ৬১

সংস্রাণ্যে মম্মুখে স্বপ্নে লভ্যাব ভাবিতামনা ।

ঘনাসনে ঘোষবিষয় নিম্নৌল্য নয়নদ্বয় ॥ ৬২

ভুজাময়ী কৌড়মাখ্খাথ যোগীয ধ্যানমান্ মুদা ।

পূজয়িত্বা যথাম্মান্ ননাম দণ্ডবচ্চবি ॥ ৬৬

चन्तःलोलायां ११३ अः

यदि कस्मिन्दिनेऽप्यस्य नरेन्द्रस्य शिषार्चने ।  
 विनम्रोजायते तावत्तज्येष्ठा भगिनी द्रुतं ॥ ६७  
 तत्रागत्य तदीयं सा विष्टुत्य करपल्लवं ।  
 गृह्णाभ्यन्तरं मानीय भ्रातरं सममोजयत् ॥ ६८  
 तथा श्रुत्वा नरेन्द्रोऽयं गङ्गरं गञ्जिकारतम् ।  
 धान्यहृच्चं समानीय तद्भूमं पीतवान् स्वयं ॥ ६९  
 नीतिविहिदुषः पुत्रो यतोऽयं पण्डितो भवेत् ।  
 इत्याशया चतुर्वर्यात् परमेषु सुपण्डितः ॥ ७०  
 विद्यारम्भं कुमारस्य कारयामास तत् पिता ।  
 विशिष्टं सम्भ्रमवती विशुद्धवंशं सधवात् ॥ ७१

He sat before the image with his eyes closed and hands placed on his breast. He worshipped it and bowed down with great devotion. On the day Narendra would be busy with the image for a very long time, his eldest sister would take him into the room and feed him. Narendra came to know that Lord Shiva smoked ganja. So he would light straw and smoke it. With the hope that Narendra, being the son of a lawyer, would be a great scholar, his father initiated him in reading and writing at the age of five years.

অন্তরলীলায়াং ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদঃ—

এই মহাবোগী শঙ্কর সর্বস্ব অর্থাৎ শ্রী পুত্র গৃহ বিত্ত পরিত্যাগ পূর্বক সর্বদা শ্রামশ্রমে বাস করিয়া অনন্ত মনে শ্রীহরি নারায়ণের নাম জপ করেন । ৬৩

ভগিনী এইরূপ বলিলে শিবাংশসম্বৃত নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই শিব মূর্তি আনাইয়া মহান্ হইতেও অতি মহান নরেন্দ্র । ৬৪

নিজের সম্মুখে সেই শিব মূর্তি স্থাপন করিয়া শিবভাবে ভাবিত মনে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক দুইটি চকুঃ মুদ্রিত করিয়া ভুজবদ্বা দ্বাং ক্রোড়দেশ আচ্ছাদিত করতঃ যোগীর মত প্রফুল্লচিত্তে ধ্যানমগ্ন হইত । বধাযোগ্য জ্ঞানানুসারে পূজা করিয়া ভূমিশুদ্ধিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন । ৬৫।৬৬

যদি কোন দিন নরেন্দ্রের শিবপূজার জন্ত অধিক বিলম্ব হইত জ্যেষ্ঠ সহোদর সসব্যস্তে সেই পূজা স্থানে আসিয়া নরেন্দ্রনাথের দুইটি হস্ত ধারণ পূর্বক গৃহমধ্যে লইয়া বাইয়া নরেন্দ্রকে খাওয়াইত ।

নরেন্দ্র শুনিরাহিলেন শঙ্কর গীজা ধান । তত্ক্ষণ নরেন্দ্রও খাদ্য কাণ্টিকায় অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই ধূম পান করিতেন । ৫৯

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পুত্র নরেন্দ্র নিশ্চয় পণ্ডিত হইবে এইকপ আশঙ্কা করিয়াই পূর্ণ চারিবৎসর পরই নিজা বিশ্বনাথবাবু স্থপণ্ডিতের দ্বারা নরেন্দ্রের বিজ্ঞানভূত করিয়াছিলেন । ৭০.৭১

ग्रामद्वारेतर संसर्गं पुत्रं विद्यालये पिता ।

माठार्यं नाददात्तं वै स्वयच्छ एव पण्डित्यैः ॥ ७२

सयत्नं शिक्षयामास विद्यालभाय तस्य यः ।

श्रीनरेंद्रो वदतिष्य शिक्षकं प्रति बालकः ॥ ७३



अन्तर्नोलायां ११३ अः

तिष्ठाम्यहं शयित्वात्रग्रन्थायामधुना भवान् ।  
 पाठ्यं यदस्ति मे तदुभौ द्विवारं पठतु स्वयं ॥ ७४  
 तद्रूपं श्रुतिमात्रेणाम्यसनं मे भविष्यति ।  
 घनेनास्य श्रुतिघरं लक्षणं सूचितं वभौ ॥ ७५  
 एषं कतिपयाब्देषु गतेषु गुणवत्तरः ।  
 मैट्रोपॉलिटनित्याख्ये पाठे मेहेऽतिनिर्मले ॥ ७६  
 विश्वविद्यालं विदुषः श्रीविद्यासागरस्य हि ।  
 कियत्कालं पठित्वात्र प्रवेशिकां परीक्षणे ॥ ७७  
 श्रीनरेन्द्रः समुत्तीर्य भूयाः तामाहुः सेवने ।  
 अत्यन्तोऽप्यभक्ष्यत्पाठागारावरोधनं ॥ ७८

To avoid company with boys of lower castes in the school, a good teacher was appointed for his education at home. Narendra would lie on his bed and ask the teacher to tell him the lesson twice so that he would commit it to memory. Thus he showed his power of extra-ordinary memory from his childhood. Gradually he passed the Entrance examination from the Metropolitan Institution founded by the great Pandit Iswar Chandra Vidyasagar. In the meantime he also became a habitual smoker, and would smoke in his reading room carefully closed and bolted.

অস্তরলীলায়াং ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্রের সন্ত্রমশালী বিশুদ্ধ বংশে জন্মবশতঃ পিতা সাধারণ পাঠশালায় ইতর বালকের সদৃশইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নরেন্দ্রকে পাঠশালায় শিক্ষার জন্ত দেন নাই। নরেন্দ্রের শিক্ষার্থে মিল্ল গৃহেই পণ্ডিতের দ্বারা যত্নপূর্বক শিক্ষাদান করাষ্টয়াছিলেন। ৭২

বালক নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিতেন আমি এখন এইখানে বিদ্বান্নার শুইয়া থাকি আজ আমার পড়িবার বিষয় যাহা আছে তাহা আপনি নিজে দুইবার বলুন তাহা শুনিলেই আমার অভ্যাগ বা মুখস্ত হইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা নরেন্দ্রের প্রতিশ্রুতির লক্ষণ সূচিত হইয়াছিল।

৭৩।৭৪।৭৫

এইরূপভাবে কয়েক বৎসর গত হইলে মহাগুণশালী নরেন্দ্রের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত বিভাগাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন নামক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন ঐ স্থানে অধ্যয়ন করিয়া, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ৭৬।৭৭

এবং তামাকু সেবনে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই নরেন্দ্র যখন তখন নিজের পড়িবার ঘরের দ্বার ক্রুদ্ধ করিয়া তামাক খাইতেন।

৭৮

প্রায়ঃ ক্রত্বা যদা তদা কৰোতামাকু সেবনং ।

বিদ্যায়াস্য পিতা প্রাহ মন্যে মম স্তুতৌধুনা ॥ ৩৫

দেবদেবী পূজনার্থং ঘৃণাদি দানকৰ্ম্মণি ।

লিপ্তৌমুতেন সদৃগন্যৌপ্যস্মাকং শ্লাঘগঙ্ঘরৈ ॥ ৫০

মৃদুমন্দং প্রবহতি বৃহদ্বারা হৃদৌপি চ ।

তস্য বিদ্যোদতি দৃষ্টা ন কিঞ্চিদবদন্ পিতৌ ॥ ৫৭

অন্তঃলোভায়া ৭৭শ অঃ

যানিকানি চ শাস্ত্রানি বহুনি কঠিনান্যপি ।

একাগ্রতা ধ্যেণৈব সুস্বল্প সময়ান্তরে ॥ ৮২

শঙ্করাংশম্ভবত্বাদভ্যস্তানি মহাত্মনা ।

ষয়ৌহুদয়া সমং তস্য ধর্মাণ্যস্য হৃদিতঃ ॥ ৮৩

গড়গড়িতিসুখকণ্ঠং মধুর প্রীতিদায়কং ।

সংস্মৃত্য শ্রীভগবন্তং প্রেক্ষ্য দদতি সন্ততং ॥ ৮৪

ভগবন্তত্বব্যাক্যনিং ব্রাহ্মসমাজে শুদ্ধমি ।

কৃতং পরিহৃতদ্বয়ং যন্তচ্ছ্রোতুমাশঙ্ক্যদ্বিতঃ ॥ ৮৫

His father would jokingly say, "He must be offering holy smoke to his gods as we understand by the smell which comes to us even though the room is carefully closed from inside." Seeing his proficiency in education, his father did not chastise him for his bad habit. He could learn very difficult subjects in a very short time. He became more and more religious-minded with his age. He would utter holy names with great devotion. He was always very eager to listen to the holy discourses of great scholars in the institute of Bramho Samaj. 79 to 85.

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ জানিয়া পিতা বহুত কহিতা বলিতেন । সম্প্রতি নবোক্ত দেবদেবী পূজার জন্য যুগধূনা দিতেছেন তৎকাল গৃহের দ্বার আবদ্ধক

अमृत्यनीलाया ११३ अः

হইলেও দুঃখমন্ডলে আমাদের নাসারাজ্যে মলগন্ধ প্রবর্তিত হইতেছে।

নবোন্মেষের বিদ্যোৎসৃষ্টি দেখিয়া বিশ্বনাথবাবু কিছু বলিতেন না। ৭২।৮।৮১

শঙ্করাংশ সম্ভবতঃ সে কোন কঠিন গ্রন্থ হইলেও একাগ্রতা

বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নবোদয় সমস্ত অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন।

বয়সের বৃদ্ধির সাথে সাথে ধর্মভাবেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ৮২৮৩

ମଧୁର ଓ ପ୍ରୀତିମାୟକ ଜଗବାନେର ନାମ ଗଡ୍ ଗଡ୍ ଏହିଟି ଉଚ୍ଚକରଣେ

উচ্চারণ କରିয়া উক্তিপূর্বক ভগবানের নাম প্রାରম্ভে যথিভেদ । ৮৪

পণ্ডিতসকল আল্লমাজে ভগবন্তর বিষয়ে যাহা ব্যাখ্যা করিতেন

শ্রীমান নরেন্দ্র সেই সকল পণ্ডিতের ভাষণ শুনিবার জন্য অত্যন্ত

आग्रहादिह इहेतेन । ४०

श्रीनरेन्द्र साधुगत्वा श्रुत्वा नन्तरान्तरा ।

एतस्मात् कारणादस्य ब्रह्मभावोदयो वभी ॥ ८६

द्वितीय श्रेणि शिक्षायां योगदानं यदाभवत् ।

तदास्य परमात्मोयो रोमदत्तेति रुद्रवाः ॥ ८०

ठाकुरस्य समापत्तं भोत्वा गच्छन् महामतिः ।

ठाकुरोऽपि नरेन्द्र-तं स्वात्मोयं सार्वकालिकं ॥ ८८

नोलामंडवर दृष्टा दत्तवानतिमम्भम ।

अविद्यायां भोगाचेदं गीतं किं विदितं त्वया ॥ ८८

ठाकुरनिवासः श्रीमरेन्द्रः प्रहसुपाय तं ।

गानमिक् विजानामि भवन्तं श्याश्यामि तं ॥ ८०

निगम्याध्यात्मिकं गानमति प्रीतोऽभवत् प्रसुः ।

आमने असुनमिद कारित्वोपयोग' ॥ ८१

अप्यथ हृदयं तस्य योगयुक्तेन पानिना ।

तदा तस्य नरेन्द्रस्य प्रभोऽस्तु योगवैभवात् ॥ ८२

অন্তঃসৌন্দৰ্য্য ৭৭২ অ:

He was so influenced by the preachings of Bhamha Samaj that he lost his faith in idolatry. When he was a student of class II. he was taken to Thakur by one of his relatives, named Ram Dutta. Thakur realised the in-born greatness of the child and took him as one of his favorites. He lovingly asked Narendra if he could sing. Narendra answered affirmatively and sang a song. Thakur became much impressed and placed him on his seat and touched his breast to bestow divine power on him. 86 to 92.

বন্দানুবাদ :-

মধ্যে মধ্যে অগ্নিসমাজে বাইরা ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যা মনোযোগেৰ সহিত শুনিতেন। এই জগুই এই সময় হইতে নৱেন্দ্ৰেৰ অগ্নিসমাজেৰ স্মৃণ হইয়াছিল। ৮৬

এবং নৱেন্দ্ৰেৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী শিক্ষায় যে সময়ে যোগদান হইয়াছিল। সেই সময়ে নৱেন্দ্ৰেৰ একজন আত্মীয় ৰাম দত্ত নামক বিচক্ষণ ব্যক্তি নৱেন্দ্ৰকে ঠাকুৰেৰ নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। ৭৮

ঠাকুৰও নৱেন্দ্ৰনাথকে দেখিয়া এইটো আমাৰ নিজেৰ পুণাতন আত্মীয় এবং শ্ৰীশ্ৰীৰামকৃষ্ণলীলাৰ প্ৰধান সহচৰ মনে কৰিয়া অভিশয় সন্ত্ৰমেৰ সহিত সমাদৰ কৰিয়াছিলেন। ৮৮

এবং অতি মনোৰম বাক্য বলিয়াছিলেন তুমি কি গান জান ? ঠাকুৰ এইরূপ বলিলে নৱেন্দ্ৰ ঠাকুৰকে বলিয়াছিলেন : আমি একটি গান জানি তাহা আপনাকে শুনাইতেছি। ৮৯৯০

যন্তালীলায়া ৭৭ম অঃ

এইরূপ বলিয়া নরেন্দ্র একটি গান গাওয়াছিলেন। শুধু নরেন্দ্রের পরমার্থ বিবয়ক গান শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং ঠাকুর নরেন্দ্রকে নিজের পুত্রের মত নিজাসনে বসাইয়া বোণযুক্ত করকমল দ্বারা নরেন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিলেন। ৯১।৯২

শুদ্ধচেতন্য সম্পর্কান্মনসৌ গতিরন্যথা ।

জাতা যথা জগৎপর্বে দৃশ্যং স্যাৎপর জঙ্গমং ॥ ৮৯

বিলীনত্বং গতং স্ববদ্য দেহম্যপি তথাভবতু ।

বৃক্ষস্ত্যচ্ছাদনং নাস্তি সর্বং শূন্যমিদং জগতু ॥ ৯০

শ্রীগুরোঃ ক্রপয়া লব্ধা শুদ্ধা ভাগবতী ততু ।

ব্রহ্মলোক স্যোহি লোকং দ্রুতং গত্বা সমাশ্রিতম্ ॥ ৯১

অস্মদং শাস্ত্রমং দিব্যমস্মদং শিবদং শূন্যং ।

মৌচমদং হিরন্ময়ং ব্রহ্মানন্দ সুখাত্মকং ॥ ৯২

এবমাদিগুণোপিতং তদ্বিশ্বোঃ পরমং পদং ।

যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদামপরমং হরেঃ ॥ ৯৩

নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কালেঃ কল্পমতৈরপি ।

অপি দ্রষ্টুং ন শক্যন্তে ব্রহ্মরূপাদিদৈবতৈঃ ॥ ৯৪

জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেন দ্রষ্টবতী যোগি পুঙ্গবৈঃ ।

ততু স্থানমুপভোক্তব্যমচরত্ৰয় সেবিতা ॥ ৯৫

By the divine influence of Thakur, Narendra turned over a new leaf. The visible world melted away. He felt himself bodyless. There was no ground, no floor, no room. He was in an empty void. Thus he attained divine reality which is rarely attained by life-long penance. 93 to 99.

অন্তঃসীলায়াং ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুগাদ :-

সেই সময়ে ঠাকুরের যোগপ্রভাবে নরেন্দ্রের শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ মনের গতি অতরূপ হইয়াছিল। বাহ্যতে পরিদৃশ্যমান শ্রাব্য অঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং নিজের দেহেও অস্তিত্ব ছিলনা। যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানের আবরণ বা গৃহাদি কিছুই ছিলনা। অধিক বলা বাহুল্য সমগ্র জগৎ শূন্যময় হইয়াছিল। ৯৩।৯৪

শ্রীগুরুঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধ ভগবদ্দেহ লাভ করিয়া সেই সময়ে ব্রহ্মলোকের ও উর্দ্ধলোকে দ্রুতগতিতে বাইয়া সনাতন অমৃত শাস্ত্র নিত্য অনন্ত মোক্ষপদ পরমপদ হিরণ্য ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এই সকল গুণ-বিশিষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ যে স্থানে বাইলে পুনরায় এই নশ্বর জগতে আসিতে হয় না। ৯৫। ৯৬।৯৭

ভগবানের সেই পরম ধামের বর্ণনে কোটিকল্পকালেও কেহ সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেবতা সকলও যে ধামটি দেখিতে সমর্থ হয় না। ৯৮

যে স্থানকে শাস্ত্র পথাবলম্বনে জ্ঞানের দ্বারা ষোগীশ্বরগণই দেখিতে সমর্থ হন। এবং সেই স্থানটি অকর ব্রহ্মসেবকগণেরই সন্তোষের ষোগ্য। ৯৯

মগবহুস্তিযীমীন সৰ্ব্বভোগবিবালিতাঃ ।

প্রপশ্যন্তি মহাভাগা মগবত্পাদ সের্বকাঃ ॥ ১০০

তদ্বিত্তিঃ পরম' ধাম কৃপয়া দৃষ্টবান্ গুরোঃ ।

য' ন বিদন্ত্য ধর্মিষ্ঠাঃ যঠাভূতদুহঃ খনাঃ ॥ ১০১

যোগারূঢ়া যোগিনো'পি প্রতিষ্ঠানৌলুপা জনাঃ ।

যম ধাম্মন্যমৃতত্মান্দিচীমমপ্যময়' ত্বয়' ॥ ১০২

## অন্যসৌন্দর্য ১১ম অঃ

বিদান্দময়ী সৌন্দর্য বিদ্যতে তত্ সৰ্বদা ।  
 অপরূপসুন্দর্য্য ব্রহ্মরূপা মনাতপা ॥ ৭০৩  
 যদাহং দৃষ্টবাস্থ্যং প্রসবমুদয়জং ।  
 গুহং তত্ সবিধাবস্তু মম পূৰ্ব্বকলৌহ ॥ ৭০৪  
 তদাহং ভোতিবিস্ত্রান্তো গুরোঃপাদৌ প্রমুখ বৈ ।  
 সংস্রবদ্যতু ভিষ্মাতো বদন্তিত্যং যসৌ গুর ॥ ১০৫  
 অধুনা কৃত্ব তিষ্ঠামি ন জামামি কথয়ন ।  
 জপয়ী পূৰ্ব্বরূপং মে দেয়ং ত্বং জগদগুরোঃ ॥ ৭০৬

It is only by the grace of one's preceptor that such divine experience is possible. The limitless ocean of eternal beauty and joy cannot be seen by the impious, cunning, cruel or crooked-minded, or even by yogis who desire fame or honour. The strangeness of this divine experience overwhelmed Narendra. He cried out to get back his earthly sense. 100 to 106.

বঙ্গানুবাদ :—

অথবা ভগবানের ভক্তিযোগ দ্বারা প্রাকৃতিক সর্ব ভোগ পরিত্যাগী মহাভাগ্যবান ভগবানের পাদপদ্মের সেবকগণ গুরুত্বপায় সেই বিষ্ণুর পরম ধাম প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন । ১০০

এবং যে বিষ্ণুর পরম পদকে অধার্মিক ধূর্ত ভীষ হিংসাকারী এবং ক্রুর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সেবিতো পায় নাই । ১০১



অন্যলোনায়া ৭৭ম অঃ

এমন কি প্রতিষ্ঠালোভি যোগারূঢ় যোগিগণও দেখিতে পান নাই।  
 ৥ স্থানে অমৃত ক্ষেম ও অভয় এই তিনটি বিস্তারিত আছে এবং চিদা-  
 নন্দমহীলীলা যে স্থানে সর্বদা আছে সেই স্থানে অপূর্ব কলসাবণ্য  
 আনন্দনগনবিগ্রহ নৃতি দেখিরাহিলাম। ১০৩

এবং প্রসন্ন মুখাবিন্দ গুরুকেও দেখিরাহিলাম। এবং সেই  
 গুরুর নিকটে আমার পূর্বের দেহও আছে। এই সকল দেখিয়া  
 আমি অত্যন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গুরুর দুইটি পাদপদ্ম গ্রহণ পূর্বক  
 উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞানন করিতে করিতে অশ্রু প্রাবিত হইয়া গুরুদেবকে  
 এইরূপ বলিরাহিলাম। ১০৪।১০৫

একণে আমি কোথায় আছি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হে  
 দেব দেব আপনি পরা করিয়া আমার পূর্বদেহ আমাকে দিন। ১০৬

নি স্তার্য হ্নৈত্বপূর্ণাস্তি মাতা মি পুত্রশতসনা।

যত্ সর্ব্বস্বমহ' স মি পিতাস্তি জন্মদৌ গুহঃ। ৭০৩

যম' কাतर्य' वचन' निगम्य भगवां मदा।

लपयोग्य भी पुत्र तिष्ठ तिष्ठेति भारती ॥ ৭০৮

उक्त्वा पुनर्मह'दय' श्रुष्टमात्र' तदेव মি।

मन्त्रात्ता चेतনা तीदृक् प्राग् यादृগस्ति चेतনা ॥ ৭০৮

तत्प्रमोदीय मोक्षानि भূक्षा पीत्वा जन' ततঃ।

पुनः श्रीरामदत्तेन सानन्द' गृहमागतः ॥ ৭১০

माचार्यगवतस्तस्य मমদमाय दर्शन'।

পূৰ্ণ পুষ্ক পুষ্ক বসাদ ভব দৌমহর্ষণ' ॥ ১১১

অস্ত্রালোচনায়া ৭৭ম অঃ

সত্যনিষ্ঠা নরেন্দ্রস্যবর্জ্যন্তি সকলোপরি।

যদি ভূত ভয়' কোঃপি শিশু' প্রতি প্রদর্শয়িতু ॥ ৭৭২

শ্রুত্বোষাচ নরেন্দ্রস্ত' কথ' সুবিতথ' বচঃ।

পুনঃ পুনর্ন বোপিত্ব' নেয়' বদতি মানুষঃ ॥ ৭৭৩

Thakur again touched his breast and Narendra got back his earthly existence. He took some holy offerings and joyfully returned home with Ramadutta. This was the first meeting of Narendra with Thakur. Narendra loved truth and truthfulness. If anyone would try to make a child afraid of ghosts, he would at once forbid to speak of such false things. 107 to 113

বঙ্গাশুবাদ :—

নিঃস্বার্থস্নেহপূর্ণা পুত্রবৎসলা আমার মাতা আছেন। এবং আমিই বাবার সর্বস্ব সেই আমার জন্মদাতা মহাশুরু নিজা আছেন। ১০৭

তখন ভগবান ঠাকুর নরেন্দ্রের এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া হে পুত্র তিষ্ঠ তিষ্ঠ অর্থাৎ থাক থাক এইকথা কৃপা পূর্বক বলিয়াছিলেন। ১০৮

এইরূপে পুনর্ব্বার আমার হৃদয় স্পর্শ মাত্রে তৎক্ষণাৎ আমার এই রূপ জ্ঞান হইয়াছিল পূর্বে আমার দেহ দৈহিক সখ্যে বেরূপ জ্ঞান ছিল। ১০৯

তৎপরে ঠাকুরের প্রদত্ত প্রসাদীয় ত্রব্য ভোজন পূর্বক জল খাইয়া পুনর্ব্বার স্বামদন্তের সহিত উৎফুল্ল হৃদয়ে ঘরে আসিয়াছিলাম। ১১০

অন্তঃলোভায়া ৭৭৪ অ:

আমার জন্ম জন্মান্তরে বহুতর পুণ্যবলে সাক্ষীও ভগবানের ব্রাহ্মহর্ষণরূপ এই প্রথম দর্শন হইয়াছিল। ১১১

ক্রমশঃই নরেন্দ্রের গত্যনিষ্ঠা বর্ধিত হইয়াছিল। যদি কেহ শিশু সন্তানকে ভূতের ভয় দেখাইত নরেন্দ্র শুনিয়া বলিতেন কেন তুমি অত্যন্ত মিথ্যাকথা পুনঃপুনঃবার বলিতেছ। মানুষে একপ কথা কখনও বলে নাই। ১১২/১১৩

ঠাকুরোঃপ্যবদ দেব' শিখ্যবর্গ সমোপতঃ।

নরেন্দ্রঃ সত্য সঙ্কল্যঃ সত্যস্বরূপমীশ্বর' ॥ ৭৭৪

করিষ্যত্বেষ প্রত্যক্ষ' যস্ম্যামি দিব্য' স্বচ্যুপা।

এবমযাচিত জ্ঞাপা ভগবত্যিব সম্ভবেত্ ॥ ৭৭৫

প্রবেশিকা পরীক্ষায়াং সমুপ্তীর্ণো যদা বমৌ।

তদা মযাপ্তান্ন দেহী বিদ্যাগারি যদাচরণে ॥ ৭৭৬

প্রবেষ্টু' ন সমর্থোঃশু নরেন্দ্রঃ শুশ্রুবুহিমান্।

ন হুযা' অপয়িষ্যামি কাল' মত্বেতি গায়ক' ॥ ৭.৩

বিশী' সোস্তাদ নামক মাছয় তস্য সমিধৌ।

অশিচত গৌতবিদ্যাং স্বর ব্রহ্মবিভূষিতা' ॥ ৭৭৮

মূর্চ্ছ' নাদালাপধর্তৌ গান্ধারাদিংস্বরাসিকৌ।

অনপেচ্ছান্যবিষয়' প্রাভ্যসদৃগানমুত্তম' ॥ ৭৭৮

লোকাভীতৈকাগ্রযত্নায়া' যস্মাসাভ্যন্তরে সুধৌ।

গায়কানাং সমীপস্থ্যে প্রসিদ্ধ গায়কোঃভবত্ ॥ ৭৮০

Thakur also said that Narendra always followed the path of truth, nay he was Truth itself, and he

would surely realise God. After passing Entrance examination Narendra could not attend College for higher studies due to illness. Without idly wasting his time he began to learn music under the tutorship of Beni Ustad. Within six months he established himself as one of the famous singers of the times. 114 to 120

বঙ্গানুবাদ :—

ঠাকুর নিজে কোন সময়ে শিল্পবর্গের নিকটে এইরূপ বলিয়াছিলেন।  
নরেন্দ্র সত্যসঙ্কল্প আমি দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে ১১৪

নরেন্দ্র সত্যস্বরূপ ভগবানকে নিশ্চয় প্রত্যক্ষ করিবে বা সাক্ষাৎ  
দেখিতে পাইবে। এইরূপ অবাচিত গুরুকৃপা ভগবানেই সম্ভব হয়।

১১৫

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণের পর কিছুদিন গীড়িত হইয়া যথা সময়ে  
কলেজে যাইতে পারেন নাই অত্যুচ্চ বুদ্ধিমান নরেন্দ্র বৃথা সময় নষ্ট  
করিব এইরূপ ভাবিয়া বেনী ওস্তাদ নামক শ্রেষ্ঠ গায়ককে ঘরে  
আনাইয়া তাঁহার নিকটে স্বরভঙ্গি বিভূষিত। ১১৬।১১৭।১১৮

মুর্ছনালাপসংযুক্ত রাগরাগিনীর সহিত গীতবিজ্ঞা শিক্ষা করেন।  
এবং গান্ধারাদি রাগস্বরূপা গীতি অল্প কোন বিষয়ের চিন্তা না করিয়া  
একাগ্রচিত্তে গান অভ্যাস করিতেন। অলৌকিক একাগ্রতা বশতঃ  
নরেন্দ্র ছয়মাসের মধ্যে গায়ক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি উত্তম গায়ক  
হইয়াছিলেন। ১১৯।১২০

अन्तर्लोलायां ११३ अः

दृष्ट्वैवन्तद् गीतं गुरुत्वाच्च सादरं वचः ।  
 सन्ति भो गीतं रत्नानि गुप्तानि यानि मद्बुद्धि ॥ १२१  
 सर्वानि तानि मत्तत्त्वं निःशेषेण गृहीतवान् ।  
 अत्रेदं सुरिभिर्भाव्यं स्वरधामं सुदुर्गमं ॥ १२२  
 ब्रह्मज्ञानो भवेदेव तदायत्वं सुसाधनैः ।  
 गीतं शास्त्रान्तरेचोक्तं नाद स्वरूप लक्षणं ॥ १२३  
 सच्चिदानन्द विभवात् सकलात् परमेश्वरात् ।  
 आसीत् शक्ति स्ततो नाद स्तस्माद्विन्दु समुद्भवः ॥ १२४  
 नादोविन्दुश्च बीजश्च स एव त्रिविधो मतः ।  
 न नादेन विना गीतं न नादेन विना स्वरः ॥ १२५  
 न नादेन विना रागस्तस्मादात्मकं जगत् ।  
 प्रायः शररसघटीकोलं भजनं गीतिभिः ॥ १२६  
 श्रोतृहृन्द श्रीनरेन्द्रः कुरु ते मोहितं तदा ।  
 ठाकुरेणाप्येवमुक्तं न श्रुतं गानमीदृशं ॥ १२७

His tutor became astonished to see the most extra-ordinary talent of Narendra and said with high appreciation, "Oh Narendra, you have learnt whatever I had to teach you. It is held by great masters that proficiency in the art of singing depends on the knowledge of Bramha, the ultimate reality. In the code of musical art sound has been identified with Bramha. Power comes

অন্তরীক্ষায়াং ৭৭ম অঃ

from God, sound from power and Vindu from sound. Without sound, no tone or tune is possible. All this visible world is born of sound." Narendra could hold his audience spell-bound for long five to six hours. Thakur also said that he had not heard more finer song than that of Naren.

121 to 127

বদান্তবাদ :—

শিক্ষক মহাশয় নরেন্দ্রের এইরূপ অসাধারণ শক্তি দেখিয়া অত্যন্ত সমাদর করিয়া বলিয়াছিলেন। যে নরেন্দ্র গীতিবিষয়ক মহারত্নস্বরূপ অত্যন্ত গোপনীয় যে সকল আছে তুমি সেই সকল গুপ্তরত্ন আমার নিকট হইতে সকলগুলিই লইয়াছ। ১২১

অতএব পণ্ডিতগণের ইহাই চিন্তনীয় বিষয় যে শ্রুতিম্ন স্মরণ্যামের আয়ত্ত কঠোর সাধনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। গীত-শাস্ত্রে নাদস্বরূপের এইরূপভাবেই বলা হইয়াছে। ১২২/১২৩

পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে শক্তি হইয়াছে শক্তি হইতে নাদ হইয়াছে, নাদ হইতে বিন্দু হইয়াছে। নাদবিন্দুও বীজরূপে সেইটি তিন প্রকার প্রকাশিত হইলেও নাদ ভিন্ন রাগ স্বর গান কিছুই হয় না। অতএব সমস্ত জগৎই নাদস্বরূপ। \* ১২৪/১২৫

শ্রীমান্ নরেন্দ্র প্রায় ৫৬ ঘণ্টা কাল ভজনগানে শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঠাকুরও বলিতেন নরেন্দ্রের মত গান আমি কখনও শুনি নাই। ১২৬/১২৭

अन्तर्लोलाया' ११५ अः

श्रुत्वा गोतं नरेन्द्रस्य ममाभ्यन्तरं देवता ।  
 कुलकुण्डलिनी या सौ कुण्डलोरूपधारिणी ॥ १२८  
 सक्रोधं जायते भाति शान्तिरूपा सनातनी ।  
 साशक्तिं मे सहस्रारं शिवेन मिलिता यदा ॥ १३८  
 सद्यः समाधिः सम्भूतः सर्वं ब्रह्मणि लीयते ।  
 उवाचेदं साग्रहेन साङ्गोपाङ्गदिभिर्हृतः ॥ १३०  
 भविष्यति हृदाचार्यः श्रीनरेन्द्रो भविष्यति ।  
 मर्त्येऽप्येवं नरेन्द्रस्य शास्त्रे दर्शनं संदुर्गकं ॥ १३१  
 सुमहानुरागोऽयमभवद् ज्ञानदायकः ।  
 रभारिण्ड इष्टिमिति नामकः साहेबः सुधीः ॥ १३२  
 पायात्त्य दर्शने ज्ञानी मानो विह्वत् सभासु च ।  
 विज्ञायेवं श्रीनरेन्द्रः पण्डित्यं तस्य धीमतः ॥ १३३  
 जेनारेलेसेम्ब्लो नाम विद्यागारं प्रविश्य सः ।  
 अध्ययनं प्रभावेन परीक्षाम्बह्विऽपि च ॥ १३४

Thakur also said that Naren's song transported him to higher spiritual world and took away his consciousness of physical reality. He also predicted that Narendra would be a great religious preacher in future. It was also observed that Narendra had developed a special proneness towards Philosophy. Narendra came to know that Reverend Hastings had been honoured for his erudi-

অম্মান্নীলায়াং ৭৭৫ অ:

tion in Western philosophy. He got his B. A. degree from the College of the General Assembly. 128 to 134

নরেন্দ্রের গান শুনিয়া আমার কুলকুণ্ডলিনী নামে ভিতরের দেবতা কুণ্ডলিনী রূপধারণ পূর্বক সনাতনীশক্তি সক্রোধে জাগ্রত হইয়া প্রকাশিত হয়। যে সময়ে সেই শক্তি আমার সহস্রকমলে শিবের সহিত মিলিত হয়। ১২৮।১২৯

তৎকণাৎ সমস্ত জগত ত্রাসে বিলীন হয়। এবং আমার সমাধি হয়। ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেন বহুলোকের নিকটে শ্রীমান নরেন্দ্র উত্তর কালে ১টি প্রধান ধর্মপ্রচার্য হইবেন। ১৩৬

আমার মনে হয় সমস্ত জ্ঞানের আধার দর্শন শাস্ত্রে নরেন্দ্রের বিশেষভাবে অনুরাগ হইয়াছে। রেভারেন্ড বেট্টিং নামে সাহেব পণ্ডিত পাশ্চাত্য দর্শনে অধিকারী পণ্ডিতগণের সভায় সম্মান প্রাপ্ত নরেন্দ্র সেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এইভাবে জানিয়া জেনারেল এসেমব্লী নামক বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া অতি বুদ্ধিমান শ্রীমান্ নরেন্দ্র অধ্যয়ন প্রভাবে বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেন। ১৩১।১৩৪

জ্ঞতকার্যো ধর্মুবাচী শ্রীনরেন্দ্রোঽতি বুদ্ধিমান্ ।

প্রতিমায়াং পরম্বলস্য সুপ্রীতাঃ প্রাচ্যপক্ষো মৃদু ॥ ৭২৫

স্বকচ্চে ত' সমানীয জ্ঞানং ভূরি অর্জাজিত' ।

দদৌ তস্মৈ স্বাকীয' যদনুমূত' সুনির্মল' ॥ ৭২৬

ধূমপান ব্যবস্থাপি শ্রীনরেন্দ্রস্য ঘোমতঃ ।

বকারাধ্যাপকস্তস্য প্রিয়স্য প্রীতি হৈতবে ॥ ৭২৭



## অন্তরলীলায়াং ৭৭ম অঃ

সে সকল শাস্ত্রজ্ঞান অশুভব করিয়াছিলেন সেই সকল নবৈশ্বক্কে  
অকপটে অর্পণ করিয়াছিলেন। এবং প্রিয় নরেন্দ্রের স্তুতির দ্বারা ধূম-  
পানের ব্যবস্থাও কলেজের মধ্যেই করাইয়াছিলেন। কারণ যে ব্যক্তি  
যাহার প্রিয় হয় তাহার দোষও তাঁহার নিকটে গুণে পরিণত হয়।

১৩২।১৩।১৩৭

এমানন্দ নামে সাহেব খুব বড় বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনি মহা-  
ভাবুক ভগবানে বিশেষভাবে ভক্তি যুক্ত ভগবৎ প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে  
ভাবাবিষ্ট হইতেন। ১৩৮।১৩৯

পাশ্চাত্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ইংরাজী ভাষায় এই ভাবাবেশের  
নাম ট্রান্স বলিয়া নাম দিয়াছেন। ১৪০

পণ্ডিত হেষ্টিং সাহেব ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময় বলিতেন ট্রান্স  
একটি অন্তরব্রাহ্মের ব্যাপার ইহা ইন্দ্রিয় গোচর হয় না। ১৪১

অনন্ত' মাযয়া বস্তু' সমর্থঃ কৌঃপি ন ভবেৎ ।

গৌগীশ্বরো রামকৃত্যঃ পরমহংস ইশ্বরঃ ॥ ৭৪২

জগদুৎসাহার্থায় বিদ্যতে দক্ষিণেশ্বরী ।

শৈশবরোয় প্রসঙ্গে ন ভাবভাবিত চেতসঃ ৭৪৩

তস্য মহাত্মনো দিব্য ভাবায়েশা ভবন্তি বৈ ।

যুয' যদি তত্র দ্রষ্টু' রামকৃত্য' গমিষ্যথ ॥ ৭৪৪

তর্কি দ্বা'ম ভাবরাজ্য বিপয়' বৌদ্ধমর্হত ।

অমসুজ্ঞা জীববর্গান্ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ॥ ৭৪৫

সমস্ত' প্রেরয়ামাস নরেন্দ্র প্রসুখা' স্থত্যা ।

যত্র বিরাজিতঃ সাচাঙ্গামকৃত্যঃ স্বয়' স্বতিঃ ॥ ৭৪৬

चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ११३ अः

न केवलं दर्शनमात्रवेदी नरेन्द्रनाथो बहु शास्त्रदर्शी ।

विशेषतः स्तुतिविशेषमात्रे सुदक्षको न्याय पर्यावस्यो ॥ १४७

तथा सुदक्षः खलु नास्तिकेनये नाम्नीति नाम्नीति विजिज्ञिते सति ।

सम्यापि चास्तित्व विधौ महामतिः सन्देहयुक्तोऽभवदेव निमित्तः ॥ १४८

"This trance", said Hastings, "cannot be expressed in language. Sri Ramkrishna has appeared at Dakshineswar to bring salvation to mankind. He sometimes loses himself in a trance. If you visit him at Dakshineswar, you may have an idea of what is called "a trance." Narendra was not only well up in Philosophy and Logic but also in atheism. He would even forget his own existence when he would speak of nothingness.

142 to 148

কয়েকটি ছাত্রকে সেই দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়াছিলেন। যেখানে স্বয়ং  
ভগবান রামকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন। ১৪২।১৪৩-১৪৬

নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র যে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নয়  
প্রায় সর্বশাস্ত্রদর্শী ছিলেন। বিশেষতঃ শ্রায় দর্শনে সুদক্ষতাবশতঃ  
তিনি শ্রায় পথাবলম্বী ছিলেন।

এবং নাস্তিক নীতিতেও তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। তিনি যখন  
বলিতেন কিছুই নাই কিছুই নাই তখন তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্তও  
ভুলিয়া বাইতেন। ১৪৭।১৪৮

যয় নরেন্দ্র প্রতিভামলৌকিকী  
বিমলোন্মিত্য সুমুখ্য বিমোহিতাঃ ।  
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে ঘলেন নাস্তিকা  
নাস্তিক্য ভাবে সমযোজয়ত সুধীঃ ॥ ৭৪৮  
বিশ্বানমেব মহতা পরমার্থে বস্তু  
বিশ্বায়তৈনিজজনের্মহতৌ মহীযান্ ।  
সংবেষ্টিতঃ পরমশান্তিসুখং প্রদাতু  
গীতাশ্রমেণ তপসা সমযোজয়তান্ ॥ ৭৫০

এবং নরেন্দ্রস্য সত্যার্থ এক ভবাব বিদ্যালয় নির্গতস্য ।  
অস্মাকমানন্দবিধৌ প্রহানির্জাতা সুবিদ্যাধিগমে সदैব ॥ ৭৫৭

কিন্ত্বস গানাদ্ভুতম পান্য  
অনাকথায়াং মনসঃ প্রবেশাত্ ।  
দৈনন্দিনং জ্ঞানসমুৎতির্য্য  
ভ্রাতুর্নরেন্দ্রস্য ভবত্যহৌ সা ॥ ৭৫২

অমৃতলীলায়াং ৭৭শ অঃ

ঠাকুরোঃ প্ৰবদদেব' শুশ্রুক এব কেবল'

নাকর্থতি লৌহদণ্ডমিতি বিদ্বান্‌মাষিত' ॥ ৭৭২

The genius of Narendra was unquestionable. With the help of the authoritative decisions of the sastras he could convert a non-believer into a believer. The wisdom of the great thinkers beckoned to the ultimate reality. He explained this and brought it home to his fellow brothers through songs. One of them said, "Songs are good but also an hindrance to our studies." It was however a wonder that they advanced in their studies even though they were frequently interrupted by the singing and smoking of Narendra. Thakur also said that it was proved by Science that iron and magnet attract each other.

149 to 153

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা শ্রী শৈবনন্দিন নরেন্দ্রের আলৌকিক প্রতিভা দেখিয়া অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইতাম। পণ্ডিত নরেন্দ্র শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শক্তিতে নাস্তিক সকলকে আস্তিক ভাবে লিপ্ত করিতেন। ১৪২

অতিবড় মহান্‌ নরেন্দ্র মহৎ ব্যক্তিসকলের পরানন্দই সার বস্তু এইটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া গুরুভ্রাতা সকলের সহিত মিলিত

## অন্যলীলায়াং ১১ম অঃ

হইয়া নির্মল শাস্তি সুখ দিবার জন্য গানরূপ তপস্যা ধারা আমাদেব  
সকলকে পরমানন্দ দান করিতেন । ১৫০

এইরূপ ভাবে বিজ্ঞানর হইতে বহির্গত নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী একটি  
ছাত্র বলিয়াছিলেন গান শোনার জন্য আনন্দ হইলেও পড়াশুনার  
বিষয় হয় কিন্তু নরেন্দ্রের গান ধূমপানাদি নানা কথায় মন প্রবিষ্ট হইলেও  
দৈনন্দিন শাস্ত্র জ্ঞানের সমুন্নতি আমাদেব বিশেষভাবে হয় ইহা বড়ই  
আশ্চর্যের বিষয় । ১৫১।৫২

ঠাকুরও এইরূপ বলিতেন কেবলমাত্র ॥ চুসকই লৌহ ষণ্ডকে  
আকর্ষণ করে তাহা নয় লৌহও চুসককে আকর্ষণ করে ইহা পণ্ডিতের  
কথা । ১৫৩

- লৌহঃপি শুম্বকাকর্ষী ভবতীতি সুনিবৃত্ত' ।

ভময়ীরকৃষ্ণম্বলান্মিলন' ভবতি ধ্রুব' ॥ ৭৫৪

প্রাথম্যদর্শনাদেব নরেন্দ্রঃ সুমহামতিঃ ।

মেম্বনা ক্রষ্টঃ প্রমোদাশৌচশুম্বকেন যথাস্থয়ঃ ॥ ৭৫৫

মল্লীষল বেদমাণ্য কাস্তার' জ্ঞাতগানসৌ ।

তয়া তস্য নরেন্দ্রস্য ভক্তযাক্রষ্টঃ স ঠাকুরঃ ॥ ৭৫৬

বমূষ মিলিতৌঃস্বার্থ্য লৌহেন শুম্বক' যথা ।

পরন্তু শ্রীনরেন্দ্রায় দত্তা শক্তিমলৌকিকী ॥ ৭৫৭

পতঙ্গাদৃ মৃদুসাবিম্ব ভক্তাভাস স্থিতো যদা ।

শ্রীনরেন্দ্র' সমাশ্রয় তচ্ছন্নান' দদৌ প্রমুঃ ॥ ৭৫৮

এষ' ভগবতঃ যদ্ব কপয়া যদ্ব চেতসঃ ।

স স্ফাটা ভগবদ্বক্তি ঠাকুরে সুবিশেষতঃ ॥ ৭৫৯

অন্তপ্রলীলায়াং ৭৭ম অঃ

পুনঃ পুনঃ স্মরণং দর্শনাম্ব্য  
তথোপদেশাত্ পরমার্থং বস্তুনঃ ।  
দিনে দিনে তং প্রতি তস্মৈ যত্না  
বিশুদ্ধ মাদেব সুসংহিতা ভূত ॥ ৭৬ ॥

Both Thakur and Narendra attracted each other. The divine power of Thakur attracted Narendra, and Thakur was also attracted by the devotion of Narendra and also by his instinctive knowledge of the mission of his life. He also bestowed divine power on Narendra. Whenever Thakur would visit a place near to the residence of Narendra, he would call for Narendra and impart divine wisdom. Thus day by day the devotion of Narendra towards Thakur increased more and more. 154 to 160

বঙ্গানুবাদ :—

উভয়ের সমানাদিকরণ্য না থাকিলে পরস্পরের মিলন না ।  
বুদ্ধিমান নরেন্দ্র ঠাকুরের প্রথম দর্শন হইতেই প্রেমাকৃষ্ণ হইয়াছিলেন ।  
চুপক বেদন লোহকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ নরেন্দ্রের ভক্তিতে আকৃষ্ট  
হইয়া ঠাকুরও ভাবিয়াছিলেন আমার জীলা বেদের ভাষ্য কর্তা একমাত্র  
নরেন্দ্রকেই জানাইয়াছিলেন । অর্থাৎ লৌকিক নরেন্দ্রের দ্বারা ঠাকুর  
বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছিলেন । পরন্তু ঠাকুর নরেন্দ্রকে অলৌকিক  
শক্তি দিয়াছিলেন । ১৫৮-১৫৭

এইরূপে ঠাকুর যখন নরেন্দ্রের গৃহের নিকটে কোনও ভক্তের গৃহে

অন্তঃসীলার্থা ৭৭৩ অ:

বাইভেন তখন সেইখানে নরেন্দ্রকে আনাইয়া তবু বিষয়ে উপদেশ করিতেন। ১৫৮

এইরূপভাবে ঠাকুরের কৃপায় বিশুদ্ধচিত্ত নরেন্দ্রের ঠাকুরের প্রতি বিশেষভাবে ভগবদুক্তি জন্মিয়াছিল। ১৫৯

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের দর্শন ও স্পর্শ জন্ম এবং পরমার্থ বস্তুর উপদেশ পাইয়া দিন দিন ঠাকুরের প্রতি নরেন্দ্রের বিশুদ্ধভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৬০

অচিন্ত্য স্বাশ্চ্য বিম্বী মরেন্দ্র  
 উন্মলবহিঃস্থ ধারিণীঃপি ।  
 ऐश्वर्यं योगान्मनुजः सुरोऽभू  
 न्मत्वेन मागात् स्रस्तु लोकितां तं ॥ १६१  
 শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিতিরস্তি যত্র  
 দেবালয়ে ভক্তবরো নরেন্দ্রঃ ।  
 स ठाकुरं भक्तवरः कदापि  
 पप्रच्छ किं श्वीश्वरं दर्शनं स्यात् ॥ १६२  
 এবং যিজিগ্ৰাসিত দেব দেবঃ  
 सारथ्यं वाक्यैः समुवाच शिष्यं ।  
 प्रत्यक्षतामेति हि नूनमीश्वर  
 स्तस्यैव यस्यास्ति विशेष साधना ॥ १६३  
 পশ্যামি চাটঙ্ক সম সমিধৌ ত্বা  
 तस्यैव पश्याम्यहमीश्वरं भोः ।  
 किंत्वस्य साक्षात् परिदर्शनार्थं  
 समाधियोगं समपेक्षते हि ॥ १६४

অমৃতলীলায়াং ৭৭ম অঃ

Even though Thakur looked like a mad man, he was regarded as a god by Narendra for his divine power and knowledge. Narendra would frequently call upon Thakur at Dakshineswar. Once Narendra asked Thakur whether God could be seen at all. In reply Thakur said, "Yes, God can be seen by a devotee just in the same way as I see you here and now. This, however, requires Samadhi-yoga which is an escape from the world of senses and physical reality." 161 to 164

বঙ্গানুবাদ :—

উন্নতের মত সেধারী হইলেও ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্র এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। ঐশ্বরিকী শক্তিই মানুষকে দেবতা করে এইরূপ ঠাকুরের নিত্য দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে যাইত। ১৬১

ভক্তচূড়ামণি নরেন্দ্র একদিন ভক্তিপূর্বক নত হইয়া ঠাকুরকে ভিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবানকে কি সাক্ষাৎ দেখা যায়? এইরূপ ভাবে ঠাকুরকে ভিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর খুব সরল ভাষায় শিচ্চূড়ামণি নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় যে ব্যক্তি শরণাগত হইয়া বিত্তহীনভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে।

১৬২।১.৩

আমি যেমন আমার নিকটে তোমাকে দেখিতেছি। ওহে নরেন্দ্র! এইরূপ ভাবে আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য সমাধি যোগ অপেক্ষা করে। ১৬৪



अन्तर्लीलायां ११३ अः

यद्दर्शनं तन्मय साधकानां  
 तथैव च स्यात् कृपयिष्वरस्य ।  
 उक्तैव भाविष्य वशेन तस्य  
 पश्यशं वक्ष्यो भगवांस्तदोयं ॥ १६५  
 एव गुरो रास कृपो नरेन्द्रः  
 समाधिभावं गतवान् महात्मा ।  
 कस्त्वं नरेन्द्रः कुत आगतोऽत्र  
 किं वा त्वदोयं करणीयमस्ति ॥ १६६  
 एव कृतप्रश्न नरेन्द्रनाथो  
 भावेन तं प्रत्यवदद्विमुखः ।  
 निमील्य नेत्रं सभयं सकम्पं  
 विशाल नेत्रः सुविशाल नेत्रं ॥ १६७  
 नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो  
 न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः ।  
 न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो  
 भिक्षुर्न चोहं निजबोधरूपः ॥ १६८

"When we attain this state of trance we see God." On saying this Thakur touched the breast of Narendra who at once fell into a trance. At this stage Thakur asked Narendra "Who are you? Where you come from? What is your duty?" Narendra replied, "I am not a man with any caste or creed. I am only a bodiless point of consciousness." 165 to 168

অন্তঃসৌভাগ্য ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তদ্বয় সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে।  
এই কথা কলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত দ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ  
করিয়া মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।  
তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে ?  
কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ ? এবং তোমার কর্তব্য বিবর  
কি ? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল  
নেত্র নরেন্দ্র সময়ে কম্পাবিত কলেবরে চক্ষুঃদুইটি মুদ্রিত করিয়া  
সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন। ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় সেবতা নয় জ্ঞানকণ্ঠ ক্রিয় বৈষ্ণব বা শূদ্র নয় ব্রহ্ম-  
চারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয়। আমি বিজ্ঞান স্বরূপ  
একটি পদার্থ মাত্র। ১৬৮

আত্মাধুন্য বিস্ময় ত্রিমহস্য  
কৃপায়যচ্চ সন্নিহিতম্বৈশ্বর্যম্ ।  
বিশ্বোঃ পদস্ত্রায় মুখস্তরুণম্  
জানামি যদু যোগিমিরম্মম্য ॥ ১৬৮  
সৌম্যমমমাগে হৃদি বর্ততে য  
হ্যস্মদ্বিহিত্যেয বিম্ব স্তরুণম্ ।  
নিমাতি দেবো মহতো মহৌযা  
অনোরণীযানু পরমো গুরুনঃ ॥ ১০৭  
কসো ন মর্তয়া জগতা পরং গুরু  
ত্রিলোক নাথানত পাদপদ্মজম্ ।

अन्तरालोलायां ११३ अ.

प्रयिन सर्वे मगदन्तामच्युतं  
 यत्पन्ति पापण्ड विभिन्न बुद्धयः ॥ १७१  
 दिशाय चैव भगवान् परेशः  
 स्वलोकतः सर्वं विमुक्ति हेतुः ।  
 अत्राविशसौत् स्वजनैः समेतो  
 भवामि चैकः खलु मोक्षदासः ॥ १७२

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

অন্তরলীলায়াং ৭৭ম অঃ

বঙ্গানুবাদ :—

তদ্ব্য সাধকগণ ভগবানের কৃপায় তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে ।  
এই কথা কলিয়া ঠাকুর নিজ হস্ত ঘারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্পর্শ  
করিয়া মাত্র নরেন্দ্র গুরু কৃপায় সমাধি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।  
তৎপরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে সিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন নরেন্দ্র তুমি কে ?  
কোথা হতে তুমি এখানে আসিয়াছ ? এবং তোমার কর্তব্য বিষয়  
কি ? ১৬৬

এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলে ভাবাবিষ্ট বিশাল  
নেত্র নরেন্দ্র সভয়ে কম্পাঘ্রিত কলেবরে চক্ৰঃদ্রুইটি মুদ্রিত করিয়া  
সুবিশাল নেত্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন । ১৬৭

আমি মনুষ্য নয় দেবতা নয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূত্র নয় ব্রহ্ম-  
চারী বনবাসী সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু কিছুই নয় । আমি বিজ্ঞান স্বরূপ  
একটি পদার্থ মাত্র । ১৬৮

আত্মাধুনা বিশ্রয় ত্রিঘটস্থ  
কৃপায়যাহ্\* সমিতু\* ধরেৎস্বম্ ।  
বিশ্বীঃ পদদ্বাঘ্য সুস্বস্বরূপ\*  
জানামি যদ যোগিমিরম্যগম্য\* ॥ ১৬৯  
সৌঃ\* সমাধে হৃদি বর্ততে চ  
দ্যন্তর্বহিযে ব বিম্ব স্বরূপঃ ।  
বিভাতি দেবো মহতো মহৌয়া  
অনীরণীযান্ পরমো গুরনঃ\* ॥ ১৭০  
কলৌ ন মর্ত্যা জগতাং পর\* গুর  
বিলোক নাথানত পাৎপহল\* ।

অন্তরলীলায়াং ৭৭ম অঃ

প্রায়েন সর্বো ভগবন্তমচ্যুতং  
 যচ্ছান্তি পাপণ্ড বিমিশ্র বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৩১  
 বিদ্বায চৈব ভসবান্ পরেশঃ  
 স্বলোকতঃ সর্বং বিস্তুজি হেতুঃ ।  
 যত্রাধিরাসীত স্বজনৈঃ সমেতৌ  
 ভবামি চৈকঃ খলু নীচদাসঃ ॥ ১৩২

"I have got the grace of God who is omniscient. I have now known the Unknowable. That pervading eternal Being is now manifest in and around me. He is greater than the greatest and smaller than the smallest. All gods like Shiva, Brahma, Indra etc. worship His feet. Due to utter foolishness and moral and intellectual degradation the people of kali yuga do not worship Him. To purge men of their sins God has now appeared on the Earth. I am an humble servant of the devotees of God. 169 to 172

বদ্যানুবাদ :—

সম্প্রতি আমি জ্ঞানধন বিগ্রহের কৃপা পাইয়াছি। যে কৃপায়  
 অগচ্ছনুর বহুগীর স্বৰ্গস্বকপ বোগিগণেরও দুর্লভ বিষ্ণুর পরম পদ  
 জানিয়াছি। ১৬৯

সেই সর্বব্যাপক স্বরূপ ভগবান এক্ষণে আমার সর্বস্থে হৃদয়ে ও

অন্তঃপ্রলীলায়াং ৭৭ম অঃ

বাহিরে ভিতরে প্রকাশিত হইতেছেন। যিনি বড় হইতেও অতি বড় ছোট হইতেও খুব ছোট আমার পরম গুরু তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭০

ত্রিলোকের নাথ শিব ব্রহ্ম ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বীহার পাদপদ্মে সর্বদা নত হয়েন জগতের একমাত্র গুরু সেই ভগবানকে কলিকালে মর্ত্যবাসী জীবসকল পাবল্যভাবে দুর্বলক সম্পন্ন হইয়া প্রায় লোক সকলেই সেই ভগবানের সেবা করে না। ১৭১

ভগবান পরমেশ্বর জগতের জীবের মঙ্গলবুদ্ধি দেখিয়া সকলের বিনুজির জঘ্ন নিজলোক অর্থাৎ গোলোক বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে নিজ পরিবার বর্গের সহিত এই ভুলোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে আবিভূত হইয়াছেন। আমি সেই ভগবানের ভৃত্যবর্গের অতি নীচ মাস্বরূপ হই। ১৭২

দ্বিবেকহোনায বিচিত্র শক্তি  
সমর্প্যমদ্ব্য বহু মন্যমানঃ ।  
বিশুব ধর্ম্য গ্রহণায় যুং সা  
সমাধিশম্বে গুব ভূঁতিধারী ॥ ১৩৬

যস্মামধেয় শ্রবণানুকীর্তনাহিন্দন্তি মুক্তি কলিকাশ্রমরাঃ ।  
স এষ সাচ্চাম্রমদ্ব্য যথেষ্টতঃ ক্তি বর্ষ্য তেদিদমহোদুরাত্মনঃ ॥ ১৩৮

যথৈব পূর্বং খলু রামদাস  
ভস্মার্য্য রামস্য পবিত্র নাম ।  
ভস্মহর্য্য সিন্ধু শত যোজনন্ত  
চকার কার্য্য প্রমুনেতিসং যত্ ॥ ১৩৫

অন্ত্যস্তোমস্যাং ৭৭ম অঃ

শ্রীৰামহৰ্ষ্যস্য তথাহুনাহ

পবিত্ৰ নাম অৱশ্যেহু গ্ৰহণা ।

মৌল্যোপশাৰ্দ্ধিৎ জগতৌ জনানাং

বিমুক্তি রূপ ফলমাবিধান্যে ॥ ৭৩৫

"God Himself now stands before me in the appearance of Thakur and instructs me to preach devotion to God. Men can attain salvation by chanting holy names of God. I wonder how my most meanest self has been endowed with so much divine grace. I shall bring salvation for the suffering humanity by crossing this woeful world chanting the name of Sri Ramakrishna, just as Hanuman a devotee of Ramachandra, in the treta Yuga crossed over the Sea extending hundreds of miles by the uttering the name of Ramchandra, to accomplish his task. 173 to 176

বঙ্গানুবাদ :—

অতি সুখ আমাকে বিচিত্র শক্তি অৰ্পণ কৰিয়া নিজেৰে বহু ভাবিয়া জগতৰ জীৱৰ বিপুল ধৰ্ম্ৰ এহণেৰে তুমি আমাৰ সম্মুখে গুৰু মূৰ্ত্তি ধাৰী ঠাকুৰ স্বৰূপ আমাকে আদেশ কৰিতেছেন । ১৭৩

বীহাৰ নাম শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন হতে কলিকাল জনিত সৰ্ব্বনাশ নষ্ট হইয়া জীবগণ মুক্তিলাভ কৰিয়া থাকে । সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হইয়া অবস্থিত হইতেছেন । অতএৱ আমাৰ মত

অন্তঃলোলায়া' ৭৭৭ অঃ

এই হুঁস্কা ব্যক্তির শুভাদৃষ্ট যে কত তাহা বর্ণন করা অতি আশ্চর্যের বিষয়। ১৭৪

ত্রেতাযুগে রামদাস হনুমান যেমন শ্রীৰামচন্দ্রের মঙ্গলময় নাম উচ্চারণ পূর্বক শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র উল্জনন করিয়া শ্রীৰামচন্দ্রের অভিলষিত কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। ১৭৫

সেইরূপ এই ঘোর কলিযুগে আমি শ্রীৰামকৃষ্ণের একমাত্র পবিত্র নাম স্মরণ শক্তি ঘায়া ভবসমুদ্র পার হইয়া জগতের জীবের বিমুক্তি দান কারী কল আনয়ন করিব। ১৭৬

স্বামিন্না চাঞ্চলান্ সুনোচ জীবান্  
বিকৃত্ত ধর্মাচরিতান্ খসান্ বা ।  
সর্বান্ সমানীয গুরোঃ পদাভী  
দদামি চার্ঘ্য' মম কৃত্য মেতৎ ॥ ৭৩৩  
এব' নরেন্দ্রস্য সুমাঘযন্তদা  
সংসৃত্য দেবো জগতা' সুসঙ্কন' ।  
স্ব পাদপাণ্ড' সকলার্থ সিদ্ধি  
মৌল্যাকরে মূর্খি দদৌ মুদাপ্লুতঃ ॥ ৭৩৮  
বিশুদ্ধমানা' গগন' যথা পিয়  
যথা ভূধাণাসুদক' হিজীবন' ।  
তথা নরেন্দ্রস্য বমূব জীবন'  
ধ্যানাদিকালে গুর পাদপঙ্কজ' ॥ ৭৩৯  
আদেশত স্থল্য গুরোন্নরেন্দ্রঃ  
স্বকীয় কৃত্য' সকল' বিহায ।  
অর্পা' সমর্পা' গুরুদত্ত বীজ  
ধ্যানে নিমগ্নোঃমব দেবদেবঃ ॥ ৭৮০



"My duty is to unite people of various race, caste and creed and present them as an humble offering to the feet of my preceptor." On hearing this the joy of Thakur knew no bounds. He placed the dust of his feet on the head of Narendra. The feet of his preceptor were as dear to Narendra as the sky to the flying birds and water to the aquatic animals. According to the advice of his preceptor Narendra chanted the holy names all night long without taking food, rest or sleep. 177 to 180

### বঙ্গানুবাদ :-

বাহাতে ভ্রাক্ষণাদি উত্তম বর্ণ এবং অতি নীচ চণ্ডালাদি দ্বেষসকল এবং বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী পক্ষিভোজী খস প্রভৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে দান করিব ইহাই আমার কর্তব্য বিষয়। ১৭৬

সেই সময় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রের এইরূপ অত্যাশ্রম বাক্য শ্রবণ পূর্বক জগতের মঙ্গলময় সর্বসিদ্ধি দাতা নিজ পদ ধুলি হস্তে লইয়া আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া পরম ভাগ্যবান নরেন্দ্রের মন্তকে দিয়াছিলেন। ১৭৮

আকাশ যেমন পক্ষিসকলের আনন্দের বস্তু। মৎস্তাদি জলচর-গণের জলই জীবন স্বরূপ। সেইরূপ নরেন্দ্রের সাধনা সময়ে একমাত্র গুরুর পাদপদ্মই জীবন স্বরূপ হইয়াছিল। ১৭৯

अन्तर्मोलाया' ११३ अः

श्रीमान नरेन्द्रमेव श्रीरामदेव गुरुन आदेश मत्त एकप्रकार  
आशय निम्न। परिच्छाग पूर्वक मन्त्रदात्र गुरुमठ वीर मन्त्रे धाने  
निम्न हरेष्टाहिनेन । १८०

तदा नरेन्द्रस्य समाधि काले

या यानुमृतिः खलु मन्त्रभूय ।

अनौक्तिकीर्त्ता परमेश्वराय

निवेद्य तस्मै सुदमाप देवः ॥ १८१

एकदोषास्ति समये निगायां साधको मद्भान् ।

दृश्यमान्यद्भूत' दृष्ट्वा चमत्कार युतोऽभवत् ॥ १८२

नरेन्द्रसदृशाकारः कोऽप्यन्यः साधको मद्भान् ॥

नरेन्द्रवदाचरति श्रीनरेन्द्रस्य सम्मुखे ॥ १८३

आश्चर्य्यं जनके तस्मिन् व्यापारे विनिवेदिते ।

परमानन्द संप्राप्तष्टाकुर्येदमब्रवीत् ॥ १८४

न चात्र विषयः कार्य्यी वहेव' दृश्यते मया ।

भवेदिदं ध्यान सिद्ध साधकानां सुमद्भन' ॥ १८५

अतःपर' ठाकुरेण धारणा ध्यानकर्म्म यत् ।

निःशेषित' कियत्कालं शिष्य विद्याम' हितवे ॥ १८६

Narendra would be glad to narrate his experience during his trance to Thakur. One night Narendra had a very wonderful experience while in meditation. He found another Narendra was performing all that he had been doing, before his own self. When he told this to Thakur, Thakur

অম্মতলৌল্যায় ৭৭য় অঃ

said joyfully, "It is no wonder. I have also experienced such things many times. This is a good sign on our way to the desired goal," However, Thakur advised Narendra to discontinue meditation for some time. 188 to 186

বন্ধামুবাদ :-

এইরূপভাবে সাধনা সময়ে নরেন্দ্রের সমাধি জনিত যে সকল অনুভূতি হইত সেইসকল আলৌকিক বিষয় গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জানাইয়া অত্যুত্তম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৮১

মহাসাধক নরেন্দ্র একদিন রাত্রিকালে সাধনাসময়ে অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১৮২

অর্থাৎ ঠিক নরেন্দ্রের মত দেখধারী অন্য কোনও একটি মহাসাধক নরেন্দ্রের সম্মুখে নরেন্দ্রের মত ধ্যানাদি করিতেছেন। ১৮৩

নরেন্দ্র সেই আলৌকিক ব্যাপার ঠাকুরকে বলিলে ঠাকুর পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন। ১৮৪

ওহে নরেন্দ্র ইহাতে আশ্চর্য্যের কারণ কিছুমাত্র নাই। আমি এরূপ বহুবার দেখিয়াছি। এরূপ দৃশ্য সাধকগণের ধ্যান সিক্তির সুলক্ষণ হইয়া থাকে। ১৮৫

অতঃপর ঠাকুর নরেন্দ্রের বিশ্রামের জন্য কিছুকাল ধ্যান ধারণা প্রকৃতি সাধন কারিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ১৮৬

उवाच पुनरग्राहं भगवान् परमार्थवित् ।

पूजयाम्नु जपो ज्ञायान् जपाद्ययान् त्रिमिथ्यते ॥ १८७

अन्तर्नानायां ११४ अः

ध्यानं सिद्धो जनो योऽसौ स मुक्तः पुरुषः स्मृतः ।  
 नास्ति तस्य पृथक् यत्नो न व्रतं नोप्युपवीर्यतः ॥ १८८  
 यथात्यक्त कठोरैः शिबू धारणा ध्यानं कर्मणि ।  
 सिद्धिं लामाचरेन्द्रोऽयं जीवन्मुक्तो भवेद्भुवः ॥ १८९

Thakur also said, "Chanting holy names is better than worship but meditation is the best of all. One who has attained success through meditation is free from all bondages and has not to perform any religious rites. Meditation which requires deep concentration of mind is a very difficult affair. Narendra will surely be free from all earthly ties through meditation."

187 to 189

অন্ত্যলীলায়া, ৭৭ অঃ

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিভীর্যে বিবচিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে  
পারমহংসাং সংহিতায়াং ভগবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবস্য সৰ্ব্বমুখ্য সেবকস্য  
শ্রীনরেন্দ্রনাথস্য গুরু কৃপাপ্রাপ্তিরূপোঃস্ত্যলীলায়া একাদশোঃধ্যায়ঃ ॥

অঃ ৭৭ অঃ ।

Here ends the eleventh chapter of Antyalila of  
Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Sri  
Ramendra Sunder Bhaktitirtha. অস্ত্যঃ ১১ অঃ অঃ

বঙ্গানুবাদ :-

এইটি শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ভক্তিভীর্যে বিবচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতের  
পারমহংস সংহিতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবকগণের মধ্যে  
মুখ্য সেবক শ্রীনরেন্দ্রনাথের গুরুকৃপা প্রাপ্তিরূপ অস্ত্যলীলার একাদশ  
অধ্যায় বলা হইল । অঃ ১১ অঃ

অথ অন্ত্যলীলায়া দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ । অঃ ৭২ অঃ

তথেষ্ট পুত্র তয়া তস্য বিয়োগানন্তরং পিতুঃ ।

সংসার ভারোঃপ্যপতন্নরেন্দ্রসৌপরিধুবং ॥ ৭

শ্রীনরেন্দ্রে তথাপ্যস্মিন্ মিচ্ছাকর্ম্মরতে সতি ।

মমসৌ যুক্ততা তস্য তৎ কর্ম্মণি ন বাসবত্ ॥ ২

সমহত্ কাৰ্য্য মিছার্থং যস্যেহাগমনং সুবি ।

মনঃ প্রসন্নতামেতি তস্য কিং তুচ্ছ কর্ম্মণি ॥ ১

এব নিষ্কমতামাপ ক্রতেষু বহু কর্ম্মসু ।

পর্য্যজনে তয়া সৌমে পতিতোঃপি মহামতিঃ ॥ ৪

अन्यलोलायां १२३ अः

गुरोरिप्सित कर्मभ्रो न कदापि टलत्यसौ ।  
 किन्तु कथं करिष्यामि विनार्थेन गुरोः क्रियां ॥ ५  
 श्रीनरेन्द्रो विचिन्त्यैवमभिमानं पुरःसरं ।  
 कियत्कालं दर्शनार्थं नागमद्विषेऽक्षरं ॥ ६  
 विदेशगतं पुत्रार्थं यथा मातातिदुःखिता ।  
 श्रीठाकुरस्तथैवाभून्नरेन्द्रानागमाच्चिरं ॥ ७

As Narendra was the eldest son, the charge of maintenance of his family devolved on him. He devoted himself to studies, but could not make any earnest efforts. He was destined to achieve a great end in the spiritual field and so it was not possible for him to give himself up to worldly affairs for maintenance of his family. He tried hard in various ways to earn money for his family but in vain. He was however always eager to perform the task given to him by his preceptor. He did not call at Dakshineswar for some days to see Thakur as he thought that money was necessary for holy services as well as for his family. Thakur was very anxious for him like a mother for her son away to a foreign land. 1 to 7 :

বন্ধানুবাদ :-

পিতৃবিয়োগের পর সংসারের পোষণভার জ্যেষ্ঠ পুত্রবশতঃ নরেন্দ্রের উপবেশে পতিত হইয়াছিল। ১ তত্ক্ষণ এই নরেন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে লিপ্ত হইলেও নরেন্দ্রের ঐ সকল কর্মে মনঃসংযোগ হইত না। ২

যে নরেন্দ্রের পরম মঙ্গলময় কার্যসম্পাদনের জন্ত এই নন্দর জগতে আবির্ভাব তাঁর মন কি তুচ্ছ সংসার পালনকর্মে প্রসন্নতা লাভ করে।

৩

তথাপি মহামতি নরেন্দ্র এইকণভাবে জীবিকার জন্ত বহুপ্রকার কর্মে যোগদান করিলেও সকল কার্যে নিষ্ফল হইয়াছিলেন। ৪

মহামতি নরেন্দ্র অর্থার্জনের প্রলোভনে পতিত হইলেও গুরুর অভিলষিত কার্য সম্পাদনে কখনও বিচলিত হন নাই। ৪

কিন্তু অর্থ না থাকিলে গুরুর কার্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব এইরূপ ভাবিয়া অভিমানপূর্বক কিছুদিন ঠাকুরের দর্শন জন্ত দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। ৬

পুত্র বিদেশে থাকিলে মাতা যেমন সর্বদা পুত্রের জন্ত উদ্বেগ হন সেইমত ঠাকুর কিয়দিন নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে না আশায় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

জগৈরন্বিপিতমপি নরেন্দ্র' ন স লব্ধবান্ ।

যকদা সত্বসায়াতঃ শ্রীগুরোঃ পাদ সন্নিধৌ ॥ ৮

দৃষ্ট্বা ত' ঠাকুরোঃপ্যাহকারণ স্বর পূর্বক' ।

নোজ্ঞা স্মাতু' ন শক্লোমি বক্তু' ত্বা' শৃদ্বয়ামি মে ॥ ৯

এব' মে মনসঃ শৃদ্বা সর্বদা ঘর্ষতে হৃদি ॥

ন লভেয়' যদ্যহ' ত্বা' প্রমাদেন ভ্রমেন ঘা ॥ ১০

अन्तर्लोलार्था १२३ अः

कौण्डिन्यास्त्रास्ति व्यापारः शिष्यैर्जिज्ञासित प्रभुः ।

यत्किञ्चिदावयोरेव संवादः सम्बभूव च ॥ ११

तदैव श्रोठाकुरेण शिष्यवर्गयुतेन च ।

नरयेष्ट नरेन्द्रस्य देवभावो विचारितः ॥ १२

सगुणोपासकाः सन्ति वदन्तो मूर्खेति पूजकाः ।

निर्गुणोपासकाद्यापि सन्ति भारत भूतले ॥ १३

सगुणाच्चिर्गुणो ज्ञायानिति वेदविदा मतः ।

सत्यज्ञानानन्दरूप ब्रह्मणो निर्गुणात्मनः ॥ १४

Thakur did not get any news of Narendra even though he sent some of his followers in search of Narendra. One day all on a sudden Narendra appeared before Thakur. On seeing him after so many days Thakur said, "I hardly can tell you frankly what I feel and think of you in your absence. I always fear that due to some misunderstanding you may sever all connections with me" When other disciples would like to know about the matter, Thakur would say that it was not anything serious or remarkable. Surrounded by many of his disciples Thakur would discuss with Narendra about Divinity. "Some worship" he said, "God as the source of all virtue or power.



অন্তানীলায়াং ১২য় অঃ

Some worship Him as void of any virtue or power  
According to Vedanta philosophy God has no  
virtue or quality." 8 to 14

বঙ্গানুবাদ :—

কয়েকটি সেবক দিয়া নরেন্দ্রের অনুসন্ধান করাইলেও সংবাদ পান  
নাই। একদিন হঠাৎ শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুরের পাদনূলে উপস্থিত হইয়া-  
ছিলেন। ৮

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর অতি করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন। তোমাকে  
কিছু বা বলিয়াও থাকিতে পারি নাই। এবং বলিতেও আশঙ্কা  
করি। ৯

এইরূপ ভাবে তোমার ভক্ত আমার মনের আশঙ্কা সর্বদাই হয়।  
অর্থাৎ অনবধানতা বা ভ্রমবশতঃ যদি তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি  
এইরূপ আশঙ্কা সর্বদাই আমার হয়। ১০

সেই সময়ে, অত্যাশ্চর্য শিষ্যগণ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন  
ব্যাপারটা কি ?—এতদ্বারা ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমাদের ঘাছোক  
কিছু একটা কথা হইল। ১১

সেই সময় বহু শিষ্যবেষ্টিত ঠাকুর নরশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রের সঙ্গকে তাঁহার  
স্বর্গীয় সেবভাবের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১২

এই পুণ্ড্র ভারতভূমিতে বহুসংখ্যক সন্তগুরুগণের উপাসনাকারী  
দেবতার মূর্তি পূজক আছেন। এবং নিগূণব্রহ্মের উপাসনাকারীও  
অনেক আছেন। ১৩

সন্তগণ উপাসনার অপেক্ষায় নিগূণ উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। এইটি  
অদ্বৈত মতাবলম্বী বেদান্তবাদীগণের মত। ১৪

अन्तर्लौलायां १२३ अं

श्रवणाम्मननाद्यानान्मुक्तो भवति मानवः ।  
 शोनेन्द्र स्तयामृतयाखण्डाद्वैत भाववान् ॥ १५  
 तस्मादेनं दृष्टमात्रं जीता मिदखण्डभावता ।  
 जगदम्बा प्रसादेन तदा दृष्टो मयाध्रुवः ॥ १६  
 नरेन्द्राविर्भावकाले स्वर्गाज्योतिरलौकिका ।  
 पतितं कलिकातायां ज्योतिष्यै वा स्य सम्भवः ॥ १७  
 महाराष्ट्रोय मिष्टात्रे विद्यते कामना बहु ।  
 नाहमस्मि भवद्भोऽपि दास्यामि न कदापि हि ॥ १८  
 भक्ति विघ्नदमाणद्वय भक्तैर्भयो न ददास्यहं ।  
 ददामि तु नरेन्द्राय शुद्धस्य स्वरूपिने ॥ १९  
 ज्ञानाग्निं दग्ध कामस्य विकृतिर्नास्ति कुत्रचित् ।  
 नराणां यो भवेदिन्द्रः स नरेन्द्रः प्रकीर्तितः ॥ २०  
 भवेन्नरोत्तमो वासो नरावतार ईश्वरः ।  
 एवमस्य नरेन्द्रस्य स्वरूपः प्राह ठाकुरः ॥ २१

"Men attain salvation by meditating upon  
 Nirguna Brahma ( God void of all virtues ).  
 Narendra worships that all pervading Nirgun  
 Brahma. So I revert to the sense of oneness of  
 Divinity as and when I see Narendra. I remem-  
 ber to have seen a fall of luminous body from the  
 sky above Calcutta just before the advent of  
 Narendranath. And I believe that Narendranath  
 was that luminous thing. I never take nor allow

অন্তঃসলীলায়াং ৭২য় অঃ

my disciples to take the sweets offered by the Maharasitriyas, because these are offered with some purpose, and affect purity of mind. I however allow Narendra only to take these sweets because his divine knowledge has burnt away all his earthly desires and his purity of mind cannot be impaired in any way. He is called Narendra because he is the best of all men, or Narayan or God in the shape of a man." Such was the true self of Narendra as explained by Thakur. 15 to 21

**বঙ্গানুবাদ :—**

সক্তিমানন্দ স্বরূপ নিগূর্ণ ব্রহ্মের শ্রবণ মনন ও ধ্যানাদির দ্বারা মানবগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ নরেন্দ্র অখণ্ড ও অব্যেত সাধন বিশিষ্ট। ১৫

অতএব এই নরেন্দ্রকে দেখিলেই আমার অখণ্ড ভাবের উদ্বোধ হয়। না জগদম্বার কৃপায় আমি সেই সময়ে একটি আশ্চর্য দেখিয়া-ছিলাম অর্থাৎ নরেন্দ্রের আবির্ভাবের সময়ে স্বর্গ হতে একটি মহান জ্যোতিঃ স্বরূপ পদার্থ কলিকাতার পতিত হইয়াছিল অতএব জ্যোতি ঘরাই এই নরেন্দ্রের আবির্ভাব। ১৬, ১৭

মহারাজীন্দ্রগণের প্রদত্ত মিষ্টান্নে বহুতর কামনা থাকায় সেই সকল মিষ্টান্ন আমি খাই খাই এবং তোমাদিগকেও দিই নাই। ১৮

অন্ত্যান্তোলায়াং ৭২য় অঃ

ভগবদ্বক্ত্রি প্রতিকূল মনে করিয়া ভক্তবর্গ মধ্যে কাহাকেও দিই নাই। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাব রহিত নির্মল স্বভাব নরেন্দ্রকেই নিশা থাকি। ১৯ .

কারণ জ্ঞানায়ি দ্বারা বাঁহাও সর্ব কামনা নষ্ট হইয়াছে তাঁহার বিকৃত ভাব কিছুতেই হয় না। ইহা ঐশ্ব মত। নর সকলের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম তিনিই নরেন্দ্র পদবাচ্য ইহাও জ্ঞানিদিগের সিকান্ত মত। ২০

অথবা নরেন্দ্র শব্দের অর্থ নরোত্তম ভগবান। অথবা নরাবতার ঐশ্বর স্বরূপ নরেন্দ্র এইরূপ ভাবে ঠাকুর নরেন্দ্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ২১

অন্যত্র শ্রীমদ্রেন্দ্রস্য মহাত্ম্যম্ সমবর্ণ্যয়ত্ ।

কেশবচন্দ্র সেনস্য সমীপে ঠাকুরঃ স্বয়ং ॥ ২২

অস্মি তত্র নরেন্দ্রোপি বহুভিঃ শূন্যঃ স্মৃতিমিঃ ।

মৌ কেশব মহাভাগ জগদম্বা প্রসাদতঃ ॥ ২৩

একামনৌকিকৌ শক্তিঃ সন্ধা ত্বং বহুমানবান্ ।

ভবসি বক্তৃতাদানৈঃ পাণ্ডিত্যং বিদ্যতে তব ॥ ২৪

কিন্ত্বস্য শ্রীমদ্রেন্দ্রস্য মহামায়া প্রসাদতঃ ।

অষ্টাদশ মহাশক্তিঃ স্তি স্ত্যভ্যন্তরে সদা ॥ ২৫

শুভৈব শ্রীমদ্রেন্দ্রস্তু নজিতোভূষাছামতিঃ ।

কিন্তু কেশব সেনোঃ গুণগাছো সুপণ্ডিতঃ ॥ ২৬

সানন্দমবদতং বৈ মৌ নরেন্দ্র বিচক্ষণ ।

নবহৃন্দাবনং নাম রচিতং নাটকং ময়া ॥ ২৭

অমিনয়ৌ ভবেতস্য সত্যাংসি বৈশ্ব ধারণা ।

কৃত্বা তত্র পাঠকার্য্যং কুরু ধৈবঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ২৮

অন্তঃসৌন্দর্য ৭২য় অঃ

Once Thakur said to Keshab Chandra Sen, the preacher of Brahma religion, in the presence of Narendra with his fellow brothers, "Being endowed with some uncommon power by the grace of the Goddess Jagadamba, you have won great fame and also become a great orator. But Narendra possesses eighteen such uncommon powers." At this Narendra felt shy. Keshab Sen, who could appreciate talents in others, requested Narendra to take up the role of an ascetic in his drama, "Nava Brindavan" to be staged shortly, 22 to 28

**বঙ্গানুবাদ :—**

আরও বলিয়াছিলেন কোনও এক সময়ে ঠাকুর জ্ঞান সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কেশব চন্দ্র সেনের নিকট বসিয়া আছেন এবং সেই স্থানে বহু গুরু ভাইদের সহিত নবোদয়ও ছিলেন। সেই সময় ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে মহাভাগ কেশব চন্দ্র তুমি জগদম্বার কৃপায় একটি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া বহুতর মাননীয় হইয়াছ এবং বস্তুতঃ দানে তোমার বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে। ২২।২৩।২৪

কিন্তু মহামায়ার কৃপাবলে নবোদয়ের ভিতরে ১৮টি মহাশক্তি সর্বদা বিद्यমান আছে। ২৫

মহামতি নবোদয় ঠাকুরের এইরূপ কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া-

अन्तःसलीलायां १२३ अः

ছিলেন। কিন্তু গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় আনন্দের সহিত নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ওহে সর্ব পাপদর্শী নরেন্দ্র আমি নব-  
ব্রন্দাবন নামক একটি নাটক রচনা করিয়াছি। ২৬।২৭

এবং সেই নাটকটির শীত্রে অভিনয় হইবে তুমি সম্যাসীত বেশ  
ধারণ পূর্বক পাঠ কার্য্য কর হেঁ আমার বিশেষভাবে হেঁছা। ২৮

तद्दिने तत्र सङ्गम्य ठाकुरो नन्दितोऽभवत् ।  
परन्तु तद् देशेनैव वारमेकं स याति चेत् ॥ ३८  
सन्निधौ त्वां प्रपश्यामि श्रीनरेन्द्रः प्रियो सम ।  
श्रीनरेन्द्रं समुद्दिश्य पुनरन्यदिनेऽब्रवीत् ॥ ३९  
द्वादश वर्षं त्वं ब्रह्माभिधेऽपि क्षयको न हि ।  
कृषिकार्यं परित्यक्तं शक्नोति तत् स्वभावतः ॥ ४०  
तद्रूपस्य नरेन्द्रस्य मातुर्मातुश्च दुःखिता ।  
श्रुत्वाम्रबोध्यहं त्वं वै गच्छमातुष्टं हं मम ॥ ४१  
पूरयिष्यति ते माता प्रायणां भवतारिणी ।  
कर्णयोरङ्गुलिं दत्त्वा श्रुत्वापि न शृणोत्यसौ ॥ ४२  
सङ्गम्य सम्मुखं मातुः सानुनेत्रः कृतान्धस्रिः ।  
षट्त्वेव देहि मम वैराग्यञ्च विवेकिता ॥ ४३  
स्वप्नं सन्त्यज्य शर्व्वर्यां सन्ततं संवदन्मम ।  
मातुस्त्वंहितारेत्येवमधुना निद्रितोऽभवत् ॥ ४४

Thakur was present during the performance of the drama and he was so pleased to see the role of Narendra in the guise of the ascetic that

অন্তরলোভায়া ৭২য় অঃ

he entreated Narendra to appear at Dakshineswar in that make-up. On another occasion Thakur said to Narendra, "The peasants do not give up agriculture even though rains do not fall for twelve years. I advised Naren to pray to the Goddess for relief from his family troubles and pecuniary hardship. But he prayed with folded hands and tearful eyes only for divine wisdom and freedom from all earthly bondage. All night long he only prayed saying, "Oh mother, Thou art Tara." Now he is lying asleep." 29 to 35

বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে সেই অভিনয়ের দিন ঠাকুর সেই স্থানে স্বয়ং বাইয়া নরেনের সন্ন্যাসীর পাঠ শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন পরন্তু নরেন্দ্রকে বলিয়া-  
ছিলেন তুমি ঐরূপ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া যদি আমার দক্ষিণেথরে একবার যাও তবে তোমাকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিব যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয় শিষ্য। ২৯

ঠাকুর অশ্রু এক দিন নরেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ১২  
বৎসর যদি কুটি না হয় তাহা হইলেও কৃষকের স্বভাব বশতঃ কৃষক  
কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে না। ৩০।৩১

তদ্রূপ নরেন্দ্রের মাতার কণ্ঠ শুনিয়া বলিলাম। নরেন তুমি আমার  
মাতা জগদম্বার গৃহে যাও প্রার্থনা কর আমার মাতা তোমার প্রার্থনা  
নিশ্চয় পূরণ করিবেন। কর্ণে অঙ্গুলি দিবার মত নরেন আমার কথা  
শুনিয়াও শুনিল না। ৩২।৩৩

অন্তরনৌনায়াং ৭২য় অঃ

যদিবা মাতার গৃহে বাইল মাতার সম্মুখে গমন পূর্বক অশ্রু নরেন  
কৃতান্তলিপুটে বলিলেন হে মাতঃ আমার মজল দায়ক বৈরাগ্য এবং  
বিবেক দাও এইরূপ বলিত চোককড়ি ভিক্ষা করিত বা। ৩৪

এই নরেন সমস্ত ব্যক্তি জাগিয়া “মাতঃ হৃদিতারা” এই কথাই  
বলিত। সম্প্রতি প্রাতঃকালে নিদ্রিত হইয়া আছে। ৩৫

তথাপি পৃথকৈঃ সার্বৈঃ সুদ্রামি বর্গা ন লব্ধবান্ ।  
তথ্যাপ্যাতুল ভাষায়ামত্যন্তমধিকারয়ান্ ॥ ৩৬  
দার্যনিকী হার্জাট নামা পাশাত্য পণ্ডিতী মহান্ ।  
তদেগৌয় সুপ্রসিদ্ধ জবি পেন্‌সার ধীমতা ॥ ৩৭  
রচিতোত্তম কাব্যস্থানুবাদার্থ্য সমুৎসুখাঃ ।  
সানুগয়জানুহুধ্য নান্দ্র শাস্ত্রবিত্ পব ॥ ৩৮  
স্বহৃদ্য লিখিত পব প্রিয়ামাস ত পতি ।  
তদ্বৈব লিখিত তেন হার্জাটেন মহাত্মনা ॥ ৩৯  
• ইতঃপূর্ব্বং ভবতুস্ব ই রাজো রচনা ময়া ।  
যতঃ কুত্রাপি ন দৃষ্টা ধূতরা ভবতা জ্ঞাতা ॥ ৪০  
অনুবাদান্মহানন্দ প্রাপ্স্বামি নাত্ন সংযয়ঃ ।  
সম্রাসো টমার্স কেমিগ্‌ ইমিটিগনপ্‌ ক্রাট ॥ ৪১  
মল্লম্যেগানুগরণ নাম দত্তা সুধৌবতঃ ।  
চকার রুচিরথৈঃগানুবাদোচ্চানুত্তমঃ ॥ ৪২

Narendra could not obtain his Degree with any scholarship but he acquired remarkable efficiency in English. Herbert, a famous western philosopher, was very eager to get a poem of



अन्त्यनौमाया १२मं अः

Spenser translated. For this purpose he wrote to Narendranath, "I have never seen such a beautiful composition in English as yours. I shall be very happy if the translation is rendered by you." Narendra did it very admirably. 36 to 42

বঙ্গানুবাদ :—

নরেন্দ্র পদক বা কৃতির সহিত উপাধি বা সার্টিফিকেট না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা হইয়াছিল। ৩৬

হার্বাট্ নামে একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক মহাপণ্ডিত পাশ্চাত্য দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি পেন্সার নামক পণ্ডিতের রচিত একটি অতি উত্তম কাব্যের অনুবাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া হার্বাট সাহেব ইংরেজী শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী নরেন্দ্রকে অনুবাদের বিনয় পূর্বক অনুরোধ করিয়া স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এবং সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল।

ইতিপূর্বে আপনার দত্ত ইংরাজী ভাষায় ৪১না কোথাও একপ দেখি নাই। অতএব আপনার কৃত অনুবাদ হইতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। এ বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই বহিটির নাম সন্ন্যাসী টমাস্ কেম্পিস্ ইমিটেশন্ অণ্ড্ জর্নাইন্ট। ৪০।৪১

ইহার ব্যাখ্যা গ্রন্থের ( ত্রিশাশুশরণ ) নাম দিয়া নরেন্দ্র এই গ্রন্থের একটি অতি উত্তম অনুবাদ করিয়াছিলেন। ৪২

यस्य पाठक्षेत्रे साक्षाद् अन्यपाठसमी भवेत् ।

सङ्कीर्ण विषयेऽनेन रचितं यत् सुप्रसृतम् ॥ ४३

अन्तर्लोलाया' ११३ अः

सङ्गीतज्ञैर्बहुजनैः कृतमस्य प्रशंसनम् ।  
 अस्य संस्कृत भाषायां पोष्यावस्था यदा तदा ॥ ४४  
 योऽधिकारः सुसञ्जातो व्याख्यात' तेन सुन्दर' ।  
 सांख्य वेदान्तादि शास्त्रं यत्र ब्रह्म प्रगीयते ॥ १५  
 ब्रह्मैवहस्तिरूपोऽभूदस्तिपकोऽपि तद्विधः ।  
 ठाकुरस्यास्य वाचोनां भावार्थबोध इति चे ॥ ४६  
 दिनत्रयं समाधिस्योऽभवद् योगीश्वरो महान् ।  
 शास्त्रज्ञानं साधनञ्च श्रीनरेन्द्रस्य योगिनः ॥ ४७  
 भवेदलोकिकं सर्वमेकान्तं गुरु भक्तितः ।  
 गुरोर्नीलावसानेऽसौ काशीधाम्नि यदा स्थितः ।  
 वावाजी द्वारका दास भक्तस्यायममन्दिर ।  
 पवित्रेऽस्मिन्सिद्धिर्भूदेव चन्द्र नामकः ॥ ४८

He reproduced successfully the idea of the original in his translation. He also wrote a good book on music, and it was highly appreciated by great musicians. The knowledge of Sanskrit which he acquired in his student life was sufficient to enable him to beautifully explain the meaning of the Vedas, the Vedanta and other branches of philosophy, which propounded, "Nothing exists but God." To understand the meaning of Thakur's saying, "The elephant and

অন্তরীলীলায়াং ৭২য় অঃ

its pilot are one and the same thing," Narendra remained absorbed in deep meditation for three days at a stretch. His devotion to Thakur was the root cause of his success in the intellectual and spiritual fields. After the demise of Thakur while Narendra was staying at the residential institution of Babaji Dwarkanath in Benaras, Bhudev chandra Chattopadhyaya was quite charmed with Narendranath's lecture on religious topics.

43 to 49

### বঙ্গানুবাদ :—

অর্থাৎ যে অনুবাদের পার্শ্বের সময়ে সাংক্য গ্রন্থ পার্শ্বের মত বোধগম্য হইত। এবং নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত বিষয়েও একটি উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; ৪৩

বহুতর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞজনগণ যে পুস্তকটির ভুরি ভুরি প্রশংসা করিয়াছেন। নরেন্দ্রের পাঠ্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় যে অধিকার পাইয়াছিলেন। তাহাতে বেদ বেদান্তাদি ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে করিতেন। যাহার প্রতিপাত্ত ব্রহ্মবস্ত। ৪৪।৪৫

হস্তি ও হস্তি চালক ইহারা উভয়েই নারায়ণ স্বরূপ। ঠাকুরের এই কথাটি উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ যোগী নরেন্দ্র তিন দিন সমাধি অবস্থায় ছিল। যোগী নরেন্দ্রের অত্যাশ্রয় গুরুভক্তি বশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান বা সমাধি সমস্ত কার্যই অলৌকিক ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ৪৬।৪৭

অন্তঃস্নানাদ্যা' ৭২য় অঃ

ঠাকুরের জীলার অবস্থানে এই বরেন্দ্র ৮কানীধামের বাবাণী  
ঘাটকানাথ দাস ভক্তের আশ্রমে ছিলেন তত্ৰহ পবিত্র অসি ঘাটের  
বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত ভূদেব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রূপণ্ডিত  
বরেন্দ্রনাথের ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া । ৪৮৮৯৫০

মুখ্যোপাখ্যাখ্যোপাখ্যিকী বহু বিজ্ঞান্য যণ্ডিতঃ ।  
নরেন্দ্রস্য ধর্ম্যোক্ত্য ব্যাখ্যা যবণতঃ মুখ্যঃ ॥ ৫০  
অত্মজ্ঞা' বিজ্ঞিতী মূর্ত্যা' যদন্ত' সাদা' বচঃ ।  
সরকার বাহাদুরম্যাপ' বিজ্ঞানীবমণ্ডিতঃ ॥ ৫১  
গিচ্চানিয়ামকপট' মানবানি দুর্নাম' ।  
কিন্তু ময়া ॥ পঠিত' যচ্ছাস্ত্র' তদপি ত্বয়া । ৫২  
বিগদোক্ত্য ব্যাখ্যাত' গর্ভো' মে তেন যণ্ডিতঃ  
প্রৌঢ়ো'স্মি নিগরাম্য তব পাণ্ডিত্য দর্শনাৎ ॥ ৫৩  
তুভ্য' ভারতরাজ্যমুপাধি' মম্মদন্তবানু  
আগীর্ষ্যাট' দদামিত্বামানন্দ মনসাচ্ছ' ॥ ৫৪  
সর্ব্যং' চ মানবস্ত্র' মম ভারত মূলনি  
যজ্ঞনা' ধর্ম্যগাঢ়াণামত্যন্ত বয়মস্তাব ॥ ৫৫  
অধ্যয়নমভ্যাসত কথ' মথবত ব্রহ্ম ।  
পবমুখঃ যৌনরেন্দ্রঃ মত্পুদাৎ মবিদ্যার' ॥ ৫৬

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৭২য় অঃ

dition. Your profound knowledge has quite charmed me. I confer upon you the title of "Bharatratna" and bless you that the world will pay homage to you as a super-man. But, how is it that you have acquired such proficiency in so many branches of knowledge at this tender age." 50 to 56.

বঙ্গানুবাদ :—

অত্যন্ত আশ্চর্য্যাদিত হইয়া নরেন্দ্রকে সমাদর পূর্ব্ব বলিয়াছিলেন । আমি বিজ্ঞা গৌরবে ভূষিত হইয়া গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত শিকাবিজ্ঞানগৌরব অতি দুর্লভ উচ্চপদ লাভ করিয়াছি । ৫১

কিন্তু আমি যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করি নাই তুমি সেই সকল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনায়াসে করিতেছ ইহা দেখিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইল । তোমার পাণ্ডিত্য দেখিয়া আমি আজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম ।

৫২।৫৩

আজ আমি তোমাকে "ভারতরত্ন" নামে একটি উপাধি বা প্রশংসা পত্র দ্বারা ভূষিত করিলাম । এবং আমি আনন্দ মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহামানব হ'ও । অতি অল্প বয়সে তোমার বহুতর ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অভ্যাস কিরূপে সম্ভব হয় ? ভূসেবাবু নরেন্দ্রকে এইরূপভাবে প্রশ্ন করিলে নরেন্দ্র বিস্মৃতভাবে বলিয়াছিলেন । ৫৪।৫৫।৫৬

अन्यलोनायां १२४ अ-

अन्यानामोद्य पत्रस्य पत्रस्य चरमस्य च ।  
 पङ्क्तिद्वयं प्रपठनात् श्रीगुरोनुकम्पया ॥ ५७  
 समयं अन्यं मर्मार्थं ज्ञातुं शक्नोमि निश्चितं ।  
 न केवलं ममै वैतद् वद्वानन्दं गतस्य च ॥ ५८  
 केशवचन्द्र सेनस्य शक्तिरस्ति तथा विधा ।  
 तत्कंपञ्चाननादी नामपौष्टकं प्रतिभाश्रुता ॥ ५९  
 अष्टाध्यायि सर्व्वेष्टेष्ट व्याकरणस्य पानिनेः ।  
 नास्ति तेषां फलोभाष्ये श्रुत्पत्तिरतिरोक्ता ॥ ६०  
 वैदिकं अन्यं पाठने नास्ति तेषां सुयोग्यता ।  
 परन्तु वैदिकी भाषा बोधगम्या भवन्ति न ॥ ६१  
 प्रव्रजया यममाश्रित्य यदा पर्य्यटने रतः ।  
 महाराष्ट्रे तदैकस्य पानिनि पण्डितस्य च ॥ ६२  
 चकाराहमध्ययनं सविधेऽप्यति यत्नतः ।  
 किन्तु पानिनि पठने सख्या मे नास्ति योग्यता ॥ ६३

Narendranath replied, "By the grace of my preceptor I can have a thorough idea of the subject matter of a book by reading the first and the last lines of the book. Keshab Chandra Sen also is also capable of doing this. Jagannath Tarka Panchanan who was a famous scholar of Triveni had this power also. The scholar who cannot fully learn the critical notes of Panini

অন্তরনোলায়া ১২য় অঃ

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :-

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুত্ব কৃপায় সমগ্র পুস্তকটির মৰ্ম্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব প্রথম পানিনি ব্যাকরণের ফণীভাষ্যে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সঙ্গাসী হইয়া বেশভূষণে বাহির হইলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্র দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्तर्ज्ञानायां १२३ अः

महितं प्राप्तिं न चाकुरुष पङ्क्तिशिलाय । किञ्च प्राप्तिं पाठे आमात्र  
किञ्चैव योग्यता नये । ७२।७७

इत्येव' मन्थमानः स पण्डित प्रवर स्तदा ।  
सोपह्वाममिदं वाक्पमौपहास्यपुरःसरं ॥ ६४  
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सत्प्राप्ति मानवाः ।  
प्रायिनाहमिक्काप्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५  
पठन्तु फणिभाष्यस्यस्वायत्तीकरणाय हि ।  
प्रायो दादयवर्णाणि प्राणपात परित्यजेः ॥ ६६  
साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयहरात् ।  
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७  
आकर्ष्यग्राह्यापक वाचं नरेन्द्रः प्रमुवाच तं ।  
यतीऽहमभवच्छास्त्रार्थसोहिमां भवती भवान् ॥ ६८  
स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।  
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यमितुं शमः ॥ ६९  
तर्हि नग्न्यापयेच्छास्त्रं वाचाममतिगर्वितं ।  
तृप्तैव' श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any



অন্তঃলীলায়াং ১২য় অঃ

Vyakarana, called Fani-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as 'a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtriya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহির প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরুত্বপূর্ণ সমগ্র পুস্তকটির মর্মার্থ বা গ্রন্থের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও এইরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ গুরুপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের এইরূপ প্রতিভার বিষয় শোনা যায়। ৫৯

অর্থাধায় সর্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের ক্ষণিকাত্মে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্ন্যাসী হইয়া দেশভ্রমণে বাহিরাহিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে গেলি একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्तर्जालायां १२३ अः

अहिंसा पानिनि व्याकरणं पठिष्याहिनाम् । किञ्च पानिनि पाठे आमात्र  
किञ्चैव योग्यता नाहे । ७२७०

इत्येव' मन्यमानः स पण्डित प्रवरस्तदा ।  
सोऽपहासमिदं वोक्त्वमौषदास्यपुरःसरं ॥ ६४  
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सद्यसासि मानवाः ।  
प्रायेणाहमिक्काग्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५  
वयन्तु फणिभाष्यस्यस्त्रायत्तीकरणाय हि ।  
प्रायेऽहादशवर्षाणि प्राणपातपरित्यजेः ॥ ६६  
साकल्यं नावमच्छामि भाष्यभाषा भयद्वरात् ।  
अतस्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७  
आकर्ण्यग्राध्यापकवाचं नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।  
यतोऽहमभवच्छात्रस्तर्हि मां भवतो भवान् ॥ ६८  
स्वकीयेच्छानुसारेण पाठं दिशतु मी गुरो ।  
यद्यहं भवतादत्तं पाठं नाभ्यसितुं क्षमः ॥ ६९  
तर्हि नाध्यापयेच्छात्रं वाचानमतिगर्वितं ।  
एतन्नैव शीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Feni-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

অন্তান্নোস্তায়া ১২ম অঃ

Vyakarana, called Font-Bhasya, cannot master Vedic language and so they are not considered capable of going through Vedic books. When I as 'a Sannyasi was on tour I studied Panini Vyakarana under the tutorship of a Maharashtraiya Pandit. He held that I had not the ability to learn such a complicated subject. 57 to 63.

বঙ্গানুবাদ :—

যে কোনও বহিঃ প্রথম পাতা ও শেষ পাতার মাত্র দুইটি লাইন পাঠ করিলেই গুরু কৃপার সমগ্র পুস্তকটির মর্মার্থ বা গ্রন্থের বিবরণ সম্যক রূপে অবগত হইতে পারি। ৫৭

কেবলমাত্র যে আমার ঐরূপ শক্তি আছে তাহা নয় ব্রহ্মজ্ঞ কেশব চন্দ্র সেন মহাশয়েরও ঐরূপ অলৌকিক শক্তি আছে। ৫৮

এবং ত্রিবেণী নিবাসী পণ্ডিতকুল চূড়ামণি জগন্নাথ ভট্টপঞ্চাননাদি বহু পণ্ডিতের ঐরূপ প্রতিভার বিষয় খোনা যায়। ৫৯

অষ্টাধ্যায় সর্ব শ্রেষ্ঠ পানিনি ব্যাকরণের কণীভাণ্ডে যেসকল পণ্ডিতের সম্পূর্ণরূপে অধিকার না থাকে সেই সকল পণ্ডিতের বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অধিকার বা যোগ্যতা হয় না। অর্থাৎ তাঁহারা বৈদিক ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে না। ৬০।৬১

আমি যে সময়ে সন্তানী হইয়া দেশভ্রমণে বাইরাছিলাম সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে দেশে একটি পানিনি পণ্ডিতের নিকটে অতি যত্নের

अन्तर्जोनायां १२३ अः

अहितं पानिनि व्याकरणं पठिष्याहिनाम् । किञ्च पानिनि पाठे आमारं  
किञ्चैव योग्यता नास्ति । ७२/७०

इत्येव मन्थमानः स पण्डित प्रवरः स्मृदा ।  
सोपह्वानमिदं वीक्ष्यमौपहास्यपुरःसरं ॥ ६४  
उवाच मां समुद्दिश्य साधु सद्यसासि मानवाः ।  
प्रायेणाहमिकाग्रस्ताः कुर्वन्ति निजगौरवं ॥ ६५  
वयन्तु फणिभाष्यस्यस्त्रायत्तीकरणाय हि ।  
प्रायो ह्यदगवर्जानि प्राणपात परित्यजेः ॥ ६६  
साकल्यं नावगच्छामि भाष्यभाषा भयङ्करात् ।  
अतस्तत्त्वमस्य पठने विशेषावहितो भव ॥ ६७  
आकर्ष्याग्न्यापकं धावन् नरेन्द्रः प्रत्युवाच तं ।  
यतोऽहमभवच्छात्रस्तद्विमां भवतो भवान् ॥ ६८  
स्वकीयेच्छानुमारेण पाठं दिशतु भो गुरो ।  
यद्यहं भयतादन्नं पाठं नाभ्यमितुं चमः ॥ ६९  
तर्हि नाभ्यापयेच्छात्रं वाचान्ममतिगर्वितं ।  
एतच्चैव श्रीनरेन्द्रस्तु प्रणम्य पण्डितं सुधीः ॥ ७०

Under this impression he laughed at me and said, "Those who have renounced the world think too high of themselves. In spite of our twelve years' earnest efforts, Fani-Bhasya could not be fully learnt. Be careful to avoid any

শ্রুত্যান্তীলীয়াং ১২য় অঃ

diversion while going through Fanī-Bhasya." I I challanged him saying, "You may put me to a test and if you find me unable to fully learn any difficult lesson, you may cease to teach me."

64 to 70

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপ মনে করিয়া সেই মহাপণ্ডিত বৃহৎ হস্ত করিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ উপহাস বাক্য বলিয়াছিলেন। ৬৪

সাধু সন্ন্যাসী মানুষসকল প্রায়ই অত্যন্ত অহংকারী হইয়া নিজের গৌরব অর্থাৎ আমরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানব এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। ৬৫

আমরা কণীভাস্ত্র বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য প্রায় ১২ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রমের দ্বারাও ভাস্ত্রের ভাবা অতি কঠিন বশতঃ সমগ্র কণীভাস্ত্র বুঝিতে পারি নাই। অতএব তুমি এই কণীভাস্ত্র পড়িবার সময়ে খুব সাবধান হও। অর্থাৎ অস্ত্র কোন দিকে মনোনিবেশ না করিয়া একাগ্রচিত্তে পড়। ৬৬।৬৭

অধ্যাপকের এইরূপ কথা শুনিয়া নরেন্দ্র পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন আপনার যদি ছাত্রের প্রতি এইরূপ সন্দেহ নিশ্চিত হয় তাহা হইলে আপনি আমাকে আপনার ইচ্ছামত বিশেষভাবে কঠিন পাঠ দিয়া দেখুন আপনি যে পাঠ দিয়াছেন আমি তাহা আদৃত করিতে পারি কিনা? যদি না পারি তবে এই বাচাল এবং অত্যন্ত গর্বিত ছাত্রকে পড়াইবেন না। এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমান নরেন্দ্র পণ্ডিতের পদধূলি লইয়া।

अन्तर्महोलायां १२श अः

तपोयोगं समाश्रित्याधीतवान् शास्त्रमुत्तमं ।  
 सभाय्य पानिनि ग्रन्थं कण्ठस्थमकरोत् सुधीः ॥ ७१  
 असाधारणं धोशक्त्या भासेनैकेन स तदा ।  
 दृष्ट्वैव पानिनि गुरुं खवदत्तं सुविस्मितः ॥ ७२  
 न त्वं साधारणो लोकः शिष्या तव विदुष्वना ।  
 ततः स्वास्मादिनिष्क्रान्तो गतवानीप्सिता दिग् ॥ ७३  
 चित्रं शिल्पिप्रधानस्य तदानीं रवि वर्ग्यणः ।  
 दृष्ट्वलिखं महायोगी चित्रदीपमदर्शयत् ॥ ७४  
 तं तदा ब्रौडितो भूत्वा शिल्पी सप्रथमव्रयोत् ।  
 प्रुवमपिन् शिल्पि कार्यं सिद्धिं लाभं गतो भवान् ॥ ७५  
 प्रुत्त्वैव शिल्पिमो वाक्यं तदातेन महात्मना ।  
 उक्तमनुत्तमं वाक्यं कालिदासस्य भाषणं ॥ ७६  
 राजानं विक्रमादित्यं पुरोवाच कवि यथा ।  
 देवगुरुं प्रसादेन जिह्वासे मे सरस्वती ॥ ७७

With the help of uncommon spiritual power Narendranath committed to memory the entire Panini Vyakarana with Fani Bhasya in a month. On seeing this uncommon power of Narendranath, his teacher became greatly surprised and said. "Oh Narendra you are not an ordinary man. You come to learn only to imitate the practice of

others." Narendra left the place. While on tour, he pointed out a defect in the picture of Ravi Verma. Ravi Verma was greatly surprised at his great artistic power. Narendranath, in reply, only repeated what the poet Kalidas said to the king. "Oh king, by the grace of God and my preceptor, Goddess Saraswati abides in my tongue."

71 to 77

### বঙ্গানুবাদ :-

তপস্বীযোগ আশ্রয় পূর্বক সেই পানিনি ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এবং সেইসময় বুদ্ধিমান নরেন্দ্র অসাধারণ প্রতিভাবলে এক মাসের মধ্যে কনীভাষ্যের সহিত সমগ্র পানিনি গ্রন্থ কর্তৃক করিয়াছিলেন। ৭১

এইকপ ভাবে নরেন্দ্রের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া পানিনি গুরু অত্যন্ত আশ্চর্য্যাক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন ওহে নরেন্দ্র তুমি সাধারণ মানুষ নয় শিক্ষা তোমার লোকানুকরণ মাত্র। ৭২

তৎপরে নরেন্দ্র সেইস্থান হইতে তাঁহার ইচ্ছামত অন্ততঃ ষাইয়া মহাযোগী নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী রবি বর্ম্মার একটি ফটো দেখিয়া সেই চিত্রটির দোষ দেখাইয়াছিলেন। ৭৩ ৭৪

তখন রবি বর্ম্মা শিল্পী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বলিয়াছিলেন। শিল্প কার্য্যে আপনি নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শিল্পীর কথা শুনিয়া মহাত্মা নরেন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের উক্তিরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন। ৭৫ ৭৬

अन्तर्लोलायां १२३ अः

वह पूर्वे कबिहूडामणि कालिदास राजा विक्रमादित्याके हाश  
बलिग्राहिणेन ताश एहेकण मशब्राज ! देवता एवः गुरुव कृपाव  
आमार विश्वास आछे मरबती आछेन । ११

सर्वं जानामि तेनाहं भानुमत्या स्तिलं यथा ।  
यस्मिन् ब्रह्मणि विज्ञाते विज्ञातं हि चराचरं ॥ ७८  
साधकस्य भवत्येव वेदानुवचनेन हि ।  
तथा ज्ञातं नरेन्द्रस्य श्रीगुह्यैरनुकम्पया ॥ ७९  
पटुत्वं सर्वविद्यासु विगेषेण महत्तरं ।  
सर्वत्र सर्वदा तस्य जिज्ञासो भाति भारतो ॥ ८०  
एकदीप्तं ठाकुरेण श्रुत्वा च वचनं मम ।  
प्रागत्याज मया सर्वं दाग्निकाः सुपण्डिताः ॥ ८१  
तर्कारभस्य प्रागेव श्रुत्वेव मम भाषणम् ।  
निदहवाक्य सामर्थ्यानुष्ठीं सन्ति सुविस्मिताः ॥ ८२  
किंत्वसौ दिव्य धीशक्त्या प्रायः सम्यत्प्रवक्ष्यं ।  
तर्कयति मया सर्वं ज्ञाना वादयुतेर्भृशं ॥ ८३  
मन्ये ममास्था मोलायाः प्रचारार्थं स्वयं हरिः ।  
शमदासः समश्नातः श्रीराम पार्षदो महान् ॥ ८४

"By virtue of my divine power I have spoken  
out the secret just as the secret black spot of the  
Queen Bhanumati was revealed by Kalidas. He  
who knows God knows everything. By the grace



অম্মতলৌল্যায় ৭২গ অঃ

of my preceptor Goddess Saraswati abides in my tongue and I have become omniscient. Once Thakur said, "Oh my devotees, listen to me. Many great learned men come here to debate with me, But they remain speechless on hearing what I had to say before they start. But this young man Narendrenath always argue with me by holding firmly his atheistic views. I think, he has come with the mission of preaching my views with the devotion of Hanuman to Lord Ram-chandra." 78 to 84

**বদান্তবাদ :—**

সেই শক্তিবলেই আমি সর্বজ্ঞ এবং স্বামী ভানুমতীর গোপনীয় স্থানের তিলের বার্তা বলিয়াছি। যে ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞানে তাঁহার জগতের সমস্ত বস্তুই জানা হয়। ৭৮

সাধকের বেদবাক্য অনুসারে সমস্তই জানা হয় সেইরূপ আমারও শ্রীগুরু কৃপায় সর্বদা সদস্বতী জিহ্বাশ্রে প্রকাশিত বশতঃ আমিও সর্বজ্ঞ হইয়াছি। ৭৯৮০

একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন ওহে আমার প্রিয় ভক্তবর্গ তোমরা সকলে আমার কথা শোন। এই দক্ষিণেশ্বরে অনেক ভাল ভাল পণ্ডিত আসিয়া আমার সহিত তর্ক আরম্ভ করিবার পূর্বেই আমার কথা শুনিয়াই আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া কোনরূপ কথা বলিতে না পারিয়া সকলেই চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ৮১৮২

অন্যলোঁনায়া ৭২য় অঃ

কিঞ্চ এই নরেন্দ্র অলৌকিক বুদ্ধির বলে আর দুই বৎসর হইল  
নাশপ্রকার নাডিক মত অবলম্বন করিয়া আমার সহিত অতিশয়  
ভর্ক করিতেছে। ৮৩

মনে হয় আমার এই প্রকটে জীবার প্রচায়ের জন্য ক্রীড়ামচেষ্টার  
সর্বশ্রেষ্ঠ পার্শ্ব স্বয়ং মহাবীর রামদাস হনুমান আনিয়া উপস্থিত  
হইয়াছেন। ৮৪

অসৌম্য দেবতুল্যস্য নরেন্দ্রস্য প্রবেষ্টয়া ।  
পৃথিষ্যা পূর্য্যতায়া মে প্রকাশঃ প্রবরিষ্যতি ॥ ৮৫  
এতদ্যং মহমপি নরেন্দ্রায়াতিমানুষ্যো ।  
প্রযচ্ছামি মহামক্তিং যয়া সর্ব্বজয়ী भवेत् ॥ ৮৬  
কৌবলং মম কার্য্যং মহামায়া বিমোহিতঃ ।  
বান্যত্র গমনে যক্তিং স্রযক্তিং নাথ বুদ্ধবান্ ॥ ৮৭  
সৌদরং পূর্য্যিত্বাথ খাদিতুং চমতে যদি ।  
নূতনং স্বমতচ্ছকং স্যাপয়িষ্যতি নিযিতং ॥ ৮৮  
শ্রীনরেন্দ্রং যদাপন্নত্বং বাণা পাশোদ্ধারো নামকঃ ।  
মাজীপুর প্রদেশস্য মহাযোগী তদাবদত্ ॥ ৮৯  
ভগবদবতারৌঃ গুণাখ্যস্য মহত্তরঃ ।  
অস্য মতৃসমা বাক্ষ্যন্ত সর্ব্বদা মে সুপ্রায়তে ॥ ৯০  
দারিদ্র্য পীষিতা লোকাঃ পরদুঃখেন কাতরাঃ ।  
মবন্তীতি ন্যাযবশাৎ নরেন্দ্রো যদি পশ্যতি ॥ ৯১

"It is due to the earnest efforts of Narendra  
that my manifestation will receive wide publicity

## অন্যসীলার্থা ১২য় অঃ

in the world. So I have bestowed upon him the divine power which will enable him to win over the world. If Narendra had no poverty he could open up a new horizon in the religious world. He has however been attracted by the Goddess to serve my purpose. He is ignorant of his own unlimited power." It was also said by Powhari Baba, a yogi living at Gajipur that Narendra was gifted with divine power, and that his chidings were pleasing. Like those who were born and brought up through poverty, Narendra would take pity on the misery of others. 85 to 91

## বঙ্গানুবাদ :—

এই দেবতুল্য নরেন্দ্রেরই একমাত্র চেষ্টিত এই পৃথিবীতে আমার পূর্ণাবতারের প্রকাশ প্রচারিত হইবে। ৮৫

এই জগৎ আমিও নরেন্দ্রকে দৈবী মহাশক্তি দিয়াছি। যে শক্তিতে নরেন্দ্র পৃথিবী জয়ী হইবে। ৮৬

যদি এই নরেন্দ্র পেট ভোরে বাইতে পাইত তাহা হইলে এই পৃথিবীতে একটি নূতন মত স্থাপন করিতে পারিত। কেবলমাত্র আমার কার্যের জন্তই নরেন্দ্র মহামায়া দ্বারা বিমুক্ত হইয়াই অল্প কোথাও বাইতে পারিতেছে না। এবং নিজের শক্তি যে কত বড় তাহাও বুঝিতে পারিতেছে না। ৮৭, ৮৮

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৭২য় অঃ

পাণ্ডহারী বাবা নামে গাজীপুর নিবাসী মহাযোগী যে সময়ে নরেন্দ্র-নাথকে দেখিয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন এই নরেন্দ্র ভগবানের অবতার হেঁসার গুণ অতি বড়। এবং এই নরেন্দ্রের ভক্তগণ বাক্যও আমায় সুখ দান করে। ৮২।৯০

দাশিপ্রপালিত লোক সকল প্রায় পরস্পরে কাতর হয়। এইকণ একটি প্রসিক্ত জনশ্রুতি থাকায় নরেন্দ্র যদি নিজের লোকই হউক বা অন্য লোকই হোক তাহাদের দুঃখ দেখিলেই নরেন্দ্র কান্দিয়া ফেলিতেন।

৯১

আতুরং স্বং পরং বাসী মন্দনং কুরুতে ধ্রুবং ।  
তদুঃখ মীচনার্য্যায় স্বকারারাদনং স্বরীঃ ॥ ৮২  
অলৌকিকো গুরোর্মন্তি বীহুগ্ধটো ন কেনচিত্ ।  
যদারত স্তপস্বার্য্যায় যোনরেন্দ্রো হিমালয়ে ॥ ৮৩  
মজ্জাধরস্য মোড়াভিরত্বন্তং দুঃখিতোঃমবত্ ।  
যেন তদ্বৈরাগ্যমাবঃ সুদূরং গতবাস্তদা ॥ ৮৪  
পরন্তু তং সমুদ্বিষ্ট মনোক্তং সুমহাত্মনা ।  
যদ্যহং জীবনং দত্ত্বা গুরুম্ব্যাতুংহি কস্যচিত্ ॥ ৮৫  
কেশস্য রক্ষণে শক্তি মবামি তেন মে ধ্রুবং ।  
কোটী লক্ষ তপস্বার্য্যায়ঃ ক্ষণমেব মবিষ্যতি ॥ ৮৬  
তপসঃ কণ্টকায়ুযং যতো মে স্নেহমাগিনঃ ।  
স্বাস্থ্যামি যদ্যহং সর্গং গুরুম্ব্যাতুংমণৈরহো ॥ ৮৭  
যবমুজ্জা ততোঃস্বাকং মায়াং সংহিত্য সাধকঃ ।  
স্বীকৃত্য হৃতিমাকাশং পদমর্জেন কেবল ॥ ৮৮

He would pray to God to remove miseries of the suffering people, known or unknown, whom he happened to come across. His devotion to his preceptor was also unparalleled. When Narendra was doing panance in the Himalayas, he became so sorry at the news of illness of Gangadhar that he ceased to do his penance and sent this message to him, 'If I am able to save a bit of his hair at the cost of my life, I shall deem that I have got the fruit of my accumulated merit acquired in millions of my previous births.' Afterwards he said, "Love and affection are hindrances to penance. If I keep company with my fellow brothers and become moved by their worries, I shall have to give up my penance." So saying he went away all alone on a tour throughout India. 92 98

বঙ্গানুবাদ :—

এবং সেই সকল দুঃখীর দুঃখ ঘোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। ৯২

নরেন্দ্রের মত একজন গুরুভক্তি কেহ কোথাও দেখেন নাই। যে সময়ে নরেন্দ্র বিদ্যালয়ে উপস্থান নিযুক্ত ছিলেন। ৯৩

সেই সময়ে গুরুতাই গঙ্গাধরের দেহদীড়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত

অন্তালোলায়া' ৭৭ম অঃ

হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নরেন্দ্রের তপশ্চা ও বৈরাগ্য একপ্রকার  
নষ্ট হইয়াছিল। ৯৪

পরন্তু সেই গঙ্গাধরের উদ্দেশ্যে মহাত্মা নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন। যদি  
আমি আমার গুরু ভ্রাতার এক গাছি বেশ বন্ধণেও সমর্থ হই তাহা  
হইলে আমি নিশ্চয় জানিব যে আমার কোটি জন্মের তপশ্চার ফল  
নিশ্চয় হইল। ৯৫।৯৬

তপস্বী ব্যক্তির স্নেহই তপশ্চার কণ্টক স্বরূপ। অতএব আমি যদি  
গুরু ভ্রাতৃবর্গের সহিত এক সঙ্গে অবস্থান করি এবং তাহাদের দুঃখে  
কাতর হই। তাহা হইলে আমার তপশ্চা হইবে না নরেন্দ্রনাথ এই  
কথা বলিয়া আমাদিগের মায়া কাটাইয়া আকাশবৃষ্টি অবলম্বন পূর্বক  
কেবলমাত্র পদভ্রজে। ৯৭।৯৮

সম্পূর্ণং ভারতং ঘর্ষং পর্য্যটামীতি সংবদন্ ।

যোগাসনাদি যত্‌কিঞ্চিৎ সর্বং সম্ভজ্য তত্‌ক্ষণাত্ ॥ ৯৯

অদৃশ্যতাং গতঃ সাধুঃ কেনাপি ন বিলম্বিতঃ ।

তুচ্ছোক্ত্য গীতবাত রৌদ্র চ্ছায়াদিভাং ধ্যয়াং ॥ ১০০

অবসন্ন শরীরযেত প্রাপ্য দেবালয়ং সুধীঃ ।

অথবা তরুমূলজ নিদ্রাং যাতি সুখেণ সঃ ॥ ১০১

কিঞ্চলং সম্বলন্তস্য গীতমেকং শুমপ্রদং ।

দরদ নাজানেকৈ মৌর্য আপ্না রাম দেবীয়াশ্রী ॥ ১০২

মূর্ত্তিমতো বৈরাগ্যস্য প্রতীকঃ পাবকোপমঃ ।

শনৈ শনৈ ভগবতো গুরোর্বর্ণী প্রচারয়ন্ ॥ ১০৩

রাজপুতনাথ্য দেশে খেতড়ী নাম যত্ননং ।

প্রবিষ্টবান্ পাদচারী সম্যগাশী মদ্র ভাবনঃ ॥ ১০৪

অন্তঃলোলায়াং ৭২য় অঃ

एको नरः समायातः साधुः सुप्रियदर्शनः ।

तत्रस्य भूपतिर्घৈर्व' शुल्বাग्रह' समन्वितः ॥ ৭০৫

He gave up his holy services and yogic practices and disappeared. He did not care the hardship caused by cold, sun and shower and storm. When he felt himself exhausted, he would take shelter in a temple or under a tree and sleep happily. He had only one thing to depend upon. It was a song. Being free from all earthly attractions he went on his journey preaching the message of his preceptor. By and by he reached the town of Khetri in Rajputana. When the king of that place heard that a Sadhu of a very charming appearance had come there, he welcomed Narendra with great respect to his own palace.

99 to 105

বদান্তবাদ :—

সমগ্র ভারতবর্ষ পৰ্য্যটন বা পরিভ্রমণ করিব এই কথা বলিয়া  
তৎকালে বোগাসনারি বাবদীর সহ পরিভ্রমণ পূর্বক সাধু নরেন্দ্র  
অদৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহা কেহই জানিতে পারিয়াছিলেন না। ৯০

অত্যন্ত শ্রুত বজ্রবাত প্রবর দৌর ও অতি কৃষ্টি তত্ত্ব দুঃখকে  
উপেক্ষা করিয়া আনন্দ মনে বহন শরীরের ক্রান্তিবশতঃ আর চলিতে

অন্তঃশ্লোকায়া ৭২য় অঃ

না পারিতেন তখন কোনও দেবালয়ে অথবা বৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্বক  
হুখে নিদ্রা যাইতেন । ১০০।১০১

নরেন্দ্রের কেবলমাত্র সখস ছিল একটি গান সেই গানটি এই  
“নরস না জানে কোই মৌরা আপনা রাম দেওয়ানী ॥” দেওয়ানী  
শব্দের অর্থ প্রদীপসমূহ। কেহ কেহ বলেন মূর্তিমান বৈরাগ্যের  
আধার অগ্নিভূলা মৌস্তিযান দেহ নরেন্দ্র ধীরে ধীরে ভগবান্ শ্রীধাম-  
বৃক্ষ দেবের বাণী প্রচার করিতে করিতে । ১০২।১০৩

পদচারণী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী রাজপুতনা প্রদেশের কেতডী নামক রাজ-  
ধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ১০৪

কেতডীর রাজা একটি অতি সুন্দর মূর্তি নূতন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন  
তিনিয়া অত্যন্ত আগ্রহসঙ্কাবে । ১০৫

সাদরং তং সমানীয় স্ব্যামাদৈন্দ্যবেগয়ত্ ।

সন্তীয়ায় তস্য সাধীঃ প্রসিদ্ধ মাযিকাছয় ॥ ৭০৬

জানায়য়ামাস রাজা বহু সখ্য সমন্বিতঃ ।

ঘৈরাম্যদীপ সন্ন্যাসী গীতং বারাদ্ভনা মুখ্যত্ ॥ ৭০৭

অবশিষ্টাঃ বিহীনীঃপি শ্রুতবান্ রাজগৌরবাৎ ।

ভাবার্যন্তস্য গানস্য সংশ্লেপনোপ্যতে ময়া ॥ ৭০৮

দিতুর্বাঞ্চ্যং পরিত্যজ্য যং পুত্রঃ স্বৈরমাচরত্ ।

গাঁহিত ক্রিয় লোকেষু পাণী ভবতি নিযিতম্ ॥ ৭০৯

কিস্তু ভাষীতয়া মন্য প্রজ্ঞাদম্য মুচ্ছাক্ষনঃ ।

যদ্যংমবতোর্নোঁসৌ যৈকুণ্ঠাত্ পরমেস্বরঃ ॥ ৭১০

শ্রোতৃসিদ্ধ তনুং ধৃত্বা দ্বৈরপ্যকশিপুং হৃদি ।

জঘান সখরাঘাতৈঃ কিমাচর্য্য মতঃপর ॥ ৭১১



অন্তঃসীলায়াং ৭২য় অঃ

শিব ব্রহ্মে ন্দ্রবরুণ বায়ু চন্দ্র যমাদিभिः ।

কৈরপি শ্রীমগবতী মাবোবোহু' ন শক্ষতি ॥ ৭৭২

To entertain the Sadhu, the King arranged for music by two women. In spite of his unwillingness he had to be present during the performance. The purport of the song was briefly this, "It is true that the son who disobeys his father becomes impious and hated by all. But the great devotee, Pralhad, was an exception. For his sake Lord Vishnu came down from His own abode in the shape of a lion in the upper half and a man in the lower half, and killed Hiranyakasipoo, the father of Pralhad by his nails. It was a wonderful miracle. The ways of God are unknown even to Shiva, Bramha, Barun, Bayu, the Moon, Yama and other gods. 106 to 112

বঙ্গানুবাদ :—

সেই সন্ন্যাসীকে সমাদর পূর্বক সসম্মানে নিজ গৃহে আনিয়া রাজ প্রাসাদে রাখিয়াছিলেন। এবং বহুতর সভাসদগণের সহিত একত্রিত হইয়া সাধুর সম্ভাষণ সম্পাদনের জন্য দুইটি প্রসিদ্ধ গায়িকা স্ত্রীলোককে রাজসভায় আনয়ন করাইয়াছিলেন। ১০৬

সেই বৈরাগ্যদীপ্ত সাধুর বারাজনাদিগের গান শুনিবার ইচ্ছা না

অন্তঃসৌন্দর্য্য ৭২২ অঃ

ধাকিলেও রাধার অমুরোধে শ্রবণ করিয়াছিলেন। যে গান করিয়াছিল তাহার ভাবার্থটি সংক্ষেপে বলা হইতেছে। ১০৭।১০৮

যে পুত্র পিতার আদেশ পরিত্যাগ করিয়া বেড়াচাঁর অবলম্বন করে সে পাপী হয়। এবং সকলের নিকটে নিনিত হইয়া থাকে। ইহা ঐক্য সত্য। ১০৯

কিন্তু মহাত্মা ভক্ত প্রহ্লাদের তাহা হইয়াছিল না। পরন্তু পিতার অপ্রিয় সেই প্রহ্লাদের ক্ষুদ্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বৈদুৰ্ভ হতে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নৃসিংহ মূর্তি ধারণ পূর্বক প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে নখরাঘাতে বধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে। ১১০।১১১

শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ বায়ু ধুম ঐশ্বর্য্য সেবতাসকলও শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে কি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না। ১১২

সমদর্শী যতস্তা বৈ পাপা নী বহু বিস্তৃতং ।

অন্তঃসৌন্দর্য্য পশ্য মৌ সাধৌ সজ্জনস্য সমানতাং ॥ ৭৭৩

স্মরণমনিঃ স্মরণহীতোঃ পুণ্য যৌ লৌহবিষহঃ ।

ঘাতকস্যাধ্বরূপেণ যৌ লৌহৌ বিদ্যতে কৌ ॥ ৭৭৪

তাপ্তমৌ স্বর্য্যতাং যাতৌ ন ভেদৌ দৃশ্যতে তয়োঃ ।

তথাহি পাপমুক্তাঃ সৌ ভবন্তৌ দর্শনাহয়ং ॥ ৭৭৫

শ্রুত্বা তত্র গায়িকানাং গানার্থং লজ্জিতৌঃসবং ।

দখ্য জলৌকসামাস্থৌ দ্বারস্য পতনাদ্ভবেৎ ॥ ৭৭৬

ন কস্যাপি সমীপেহি কদাপি নতকম্বরং ।

ভবামি নারীমধ্যে মে মধ্যমৌঃস্বয়ং পরামবঃ ॥ ৭৭৭

অন্ত্যলীলায়া ৭২শ অঃ

প্রেমঘোনিঃ কিসরম্য গর্ভাভ্যস্মাথবা তথা ।

ইন্দ্র চন্দ্র যমাদীনাং দেবতানাং দর্শনং ॥ ৭৭৮

কিমপি ন তস্য চিত্রং যস্যাস্ম দর্শনং ভবেৎ ।

হিমালয় পর্যটনে বহুদায়র্যং দর্শনং মঃ ॥ ৭৭৯

"Oh Sadhu, with you all are equal. We are all sinners. You should forgive us. The magic touch-stone does not differentiate between the good iron of which a holy image is made, and the bad iron of which a sword is made ; and makes iron of any kind and any shape gold. We are blessed by your holy presence." Narendra was extremely ashamed to hear the women's songs. He never bowed down his head to any body except his preceptor. On this occasion he felt himself humiliated by these women singers. It is no wonder that he who had acquired divine wisdom would see the gods like Indra and others. Narendra also came across many wonders in the Himalayas. 113 to 119

বঙ্গানুবাদ :—

হে সাধু তুমি সমদর্শী আমরা মহাপাপী অতএব আমাদেরকে ক্ষমা করা তোমার একান্ত কর্তব্য । ১১৩

দেখুন ঈশ্বারা সজ্জন হন তাঁহারা পাপীকেও যেমন দেখেন পুণ্যবান-

अन्तान्तेनायां १२५ अः

के० उद्गमई देवेन । स्पर्शमिनि स्पर्श वनतः लोह निर्मित देव-  
देवीर मूर्तिके वेमन श्वर्णे पद्मिनत करे एवं घातकेर अश्वरूपे ये  
लोह घातकेर करे बाके ताहाके० श्वर्ण करे अर्था० डालई हड्डक  
आर मगई हड्डक स्पर्शमिनि उद्गमकेई श्वर्णे पद्मिनत करेन । स्पर्शमिनि  
काहार० डेम दर्शन करेन ना । सेईरूप आपनार दर्शने आज आमरा  
विश्चर पापमूढ हईलाम । १५८ १५९

सेई राजभबने गायिकागणेर गान सुनिरा आमि अत्यन्त मज्झित  
हईयाहिलाम । ज्यौक नामक जम्भर मुखे लवण मिले वेरूप हय आमि  
सेईरूप हईयाहिलाम । १६७

आमि त्रीशुक डिय काहार० निकटे कथन मनुक नत करि नाई ।  
किशु त्रीलोकेर निकट आमार एई प्रथम पराजय धटिल । १६९

बाहार आकाशदर्शन वा जगवदर्शन हईयाहे ताहार मन्त्रके श्रेतयोमि  
गकर्न किश्वर अथवा ईश्वर चन्द्र यमादि देवतार दर्शन किछुमात्र विच्छिन्न  
नय । हिमालये आमि बह आश्चर्या देखियाहिलाम । १७० १७१

एकदा तद् गुरुमन्त्रं वीमारिग्येच्छया सुधीः ।

चक्ष्णव प्रार्थनां मातुः कालिकायाः समोपतः ॥ १२०

तत्राविस्मृतं सा काली प्रोवाच त सुयोगिन ।

अचिरं पुरयिष्यामि भोः पुत्र तव याचिनः ॥ १२१

श्रुत्वाप्येषं वचो देव्या नरेन्द्रोऽप्यवदत्तदा ।

कन्यैका कृष्णवर्णैयं मां प्रलीभ्य जगाम सा ॥ १२२

तथा धैवस्त्रते पथे यदा पर्यटने रतः ।

पेतयुग्मस्य संपश्यन् दुर्दशामतिदारुणां ॥ १२३

অন্তঃসলীলায়াং ৭২৩ অ:

দযাদ্র হৃদয়ঃ সাধুঃ প্রার্থনামকুরোত্তদা ।

যদি জমং যদি হৃতং মুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ১২৪

তত্ ফলেণ তয়োঃ সৰ্ব্বপাপনাশাদনন্তরং ।

প্রেমভাষং গতবতীৰ্ভূয়াৎ স্বর্গোচ্চনুত্তমঃ ॥ ৭২৫

এষমুক্তো তদাত্মিন্ যৌনরেন্দ্রে মহাত্মনি ।

প্রাণ্য দিষ্যতু স্তৌ ছৌ নরেন্দ্রস্য জগদ্ব্যধিনি ॥ ৭২৬

Once Narendra prayed to the Goddess Kali for recovery of his ailing fellow brother. The Goddess appeared before him and said, "My son, I shall fulfil your desire very shortly." Naredra felt that a girl of dark complexion appeared and disappeared in a mysterious manner. In the Deccan he came across two ghosts who were in great distress. He prayed for their relief at the cost of merit acquired by him through holy deeds. At once the ghosts were purged of their sins and left for Heaven shouting all glory to Narendra.

120 to 126

বন্দানুবাদ :-

কোনও সময়ে নরেন্দ্র গুরু ভাইয়ের দেহ পীড়ার আরোগ্য কামনায় মা কালীর নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ১২০

মাতা কালিকা আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন । ওহে পুত্র নরেন্দ্র তোমার প্রার্থনা আমি শীঘ্রই পূরণ করিব । ১২১

অন্তঃলোলায়া' ৭২য় অঃ

এইরূপ ভাবে দেবীর ব্যাধি শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণবর্ণী একটি মেয়ে আমাকে প্রলোভিত করিয়া চলিয়া গেল। ১২২

অর্থাৎ কালিকা দর্শন দিয়াছিলেন। এবং দাক্ষিণাত্যে যখন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নরেন্দ্র দুইটি প্রেতের ভয়ঙ্কর কষ্ট দেখিয়া ভগবানের নিকটে এইরূপভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে যদি আমি জপ করিয়া থাকি অথবা সেবা দ্বারা যদি গুরুত্ব সন্তোষ বিধান করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের ফলে এই দুইটি প্রেতের সমস্ত পাপ নষ্ট পূর্বক প্রেত-ভাব দূরীভূত হইয়া উত্তম স্বর্গ লাভ হউক। ১২৩।১২৪।১২৫

সেই সময়ে সেই মহাত্মা নরেন্দ্র এইরূপ বলিলে সেই দুইটি প্রেত দিব্যদেহ লাভ করিয়া পুনঃপুনঃবার নরেন্দ্রের কৃষ্ণধ্বনি দিতে দিতে পরমানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। ১২৬

ভূয়োভূয়ঃ মকুর্ভবন্তী দিব্যলোক' মতৌ সুদ।।

এবমলৌকিকা' ল্যত্যমকরোত্ স নরোত্তমঃ ॥ ৭২০

স্বস্য পূর্ব্ব তপস্বায়াঃ স্যান' দৃষ্টা ভবেদ্ যদি।

যাবজ্জীব' সমাধিস্যঃ কথ' তচ্চি ভবিষ্যতি ॥ ৭২৫

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত বৈদমাথ্য' সুনির্ম্মল'।

বিচ্ছিন্তীষ' মহামায়া তস্য নরোত্তমস্য বৈ ॥ ৭২৫

বিশালাগমনে বিদ্ব' জনযামাস কালিকা।

তেন সাধুঃ পুনঃ প্রাযাচ্চৌকেয়' মহামতিঃ ॥ ৭২৬

অত্র স্থিতৌ যোগযুতৌ যোগী নিয়ত মানসঃ।

যোগিনা' দুর্লভ' যোগ' নির্বিকল্য সমাধিজ' ॥ ৭২৭

চিরকালিত যোগন্ত' লব্ধানন্দ পরিপ্লুতঃ।

দেহাণ্য বৃদ্ধি' বিস্মৃত্য তস্যৌ স্যানুপ্বাচলঃ ॥ ৭২৮

যশস্বিনীমায়া ১২৪ অ:

ন শ্রদ্ধাং মাণনায়া স্তায়া নামা নিন্যথ য ।

গতানুমিষ তং দৃষ্টা নির্বিকল্প সমাধিনা ॥ ১২৫

Thus Narendra performed many miracles. Who was there to expound the teachings of Sri Sri Ramakrishna if Narendra lost himself in trance on his visiting the former place of his penance? Considering this, the Goddess Jagadamba obstructed his access to Badarikashrama. Narendra had to come back to Hrishikesh. He fell into a trance in which his body lost all signs of life.

127 to 133

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে সেই সময়ে নরেন্দ্রনাথ বহুতর অলৌকিক কার্য হুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। যদি নরেন্দ্র নিজের পূর্ব তপস্তার ফল দর্শন করিয়া সমগ্র জীবনের মত সমাধিগ্রস্ত হন তাহা হইলে ত্রীণ্ডক ভগবান রামকৃষ্ণদেবের জীবন চরিত্র বেদের ভাষা অর্থাৎ ঠাকুরের জীলাম্বাধ্যায় হুনির্শ্লভভাবে রচনা কে করিবে। মহামায়া ভগবতী কালিকা এইরূপ চিন্তা করিয়াই সেই নরোত্তম নরেন্দ্রের বদরিকাশ্রমে গমনে বাধা জন্মাইয়াছিলেন। ১২৭।১২৮।১২৯

হনুমান চটী পর্য্যন্ত বাইরা সেই স্থানে আনন্দিত হইয়া প্রায় ভগবান বঙ্গীনারায়ণের নিকটস্থ হইয়া সেই স্থান হইতে পুনর্বার হৃদীকেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ১৩০

অন্তঃলীলায়াং ৭২য় অঃ

যোগী নরেন্দ্র সেই হৃদীকেশ তীর্থে অবস্থান পূর্বক মনকে সংযত  
করতঃ যোগযুক্ত যোগীগণের চিরকাজিকৃত দুর্লভ যোগ যে যোগে  
নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয় সেই যোগ অবলম্বন পূর্বক আনন্দে  
নিমগ্ন হইয়া দেহাত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহ যে একটি ভালবাসার বস্তু  
ইহা ভুলিয়া গিয়া মাথা পত্র বিহীন কৃষ্ণের মত অচল অবস্থায়  
অবস্থিত হইয়াছিলেন। ১৩১।১৩২

তখন নাসারঞ্জে বায়ু ছিল না এবং প্রাণ নাড়ীর স্পন্দন ছিল না।  
সেই সময়ে নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত নরেন্দ্রকে একটি মৃত দেহের  
মত দেখিয়া। ১৩৩

বিহ্বলিতা ঘয়' সর্ব্ব' চ্ছভূম স্তস্য চিন্তয়া ।

পৰ্য্যঙ্কিব্যু ত্খিতৌমুত্বা বদদেব' সুদায়ুতঃ ॥ ১২৪

সমাধে নির্বিকল্পস্য রসাস্লাদঃ শুভৌষমঃ ।

শ্রীগুরোরুপদেশেন বারমিকা' ক্ততৌ ময়া ॥ ১২৫

কৃত্যাস্লাদৌ দ্বিতীয়োঃস্য গুরোরন্তর্হিতৌঃপি ঘ ।

ধন্যৌঃস্মি ক্ততক্স্যৌঃস্মি সফল' জীবন' মম ॥ ১২৬

গুরোর্ঘন্যঃ সত্যমসত্য মন্য

দুর্ঘর্ষদ্বিত্যমনন্য চিন্তঃ ।

প্রচারায়ন্ মন্য ইদা মরাত্মা

বার্ষী' গুরৌ গায়নি যত্র তত্র ॥ ১২৭

এব' ভ্রমন্ ভারতবর্ষ' মূমৌ

কালেন তদে'শমবাণ সাধুঃ ।

যত্রাম্বিকায়া স্তপসা বিশুদ্ধ'

কুমারিকা চৈত্রমতোব পুষ্প' ॥ ১২৮



অন্তালোকার্য ৭২য় অঃ

His condition made us all very uncertain about his being alive. Next day he regained his senses and said. "The divine joy which I have experienced in the trance for the second time has made my life blessed." He also said that the words uttered by his preceptor were the truth and every other thing was false. There after he roamed about like a mad man and preached the Message of his preceptor. He travelled on and on and at last reached Cape Kumarika. 134 to 138

বঙ্গানুবাদ :—

আমরা সকলে সেই নরেন্দ্রের চিন্তার অভ্যস্ত ভীত হইয়াছিলাম। তৎপরে দিব্যরাত্র অতীত হইলে পরদিনে নরেন্দ্র প্রকৃতির হইয়া অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মত আনন্দের সহিত এইরূপ বলিয়াছিলেন।

১৩৪

নির্বিকল্প সমাধির বঙ্গানুবাদ অমৃততুল্য। শ্রীশ্রী ভগবানের উপদেশানুসারে পূর্বে একবার নির্বিকল্প সমাধির বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলাম। ১৩৫

শ্রীশ্রী ভগবান ঠাকুরের লীলা অশ্রুচোরে পর এই নির্বিকল্প সমাধির রস দ্বিতীয়বার আনন্দন করিলাম। আমি ধস্ত হইলাম কৃতকৃত্য হইলাম আমার জীবন সফল হইল। ১৩৬

ওক বাক্যই সত্য তাছাড়া সব মিথ্যা এইরূপ বাক্য উচ্চৈঃস্বরে একান্ত মনে বলিতে বলিতে দেব বিগ্রহ নরেন্দ্র পাগলের মত শ্রীভগবান ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথামত প্রচার করিতে করিতে বেদানে

অন্তঃলীলায়াং ১২য় অঃ

সেখানে অর্থাৎ স্থান অস্থান কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র গান করিতেন বা বলিতেন। ১৩৭

এইরূপভাবে ভারতবর্ষের সর্বত্র ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময়ে সেই দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ যে স্থানে মা ভগবতী দুর্গা অম্বিকার তপশ্য দ্বারা অতি নির্মল বিমল কুমারিকা নামক ক্ষেত্র আছে। ১৩৮

তচ্ছিন্দুদর্শ্যাসি গমৌরস্বিন্যো  
 স্বাবক্শ্চ ভঙ্গায়িত তীরভূমি' ।  
 যুনৌর্যথা নুতম দারকৃত্যে  
 প্রমত্ত ভাবানন্দিতাং বরাহনাম্ ॥ ৭২৮  
 অদৌঃ দেবাঃ প্রচরন্তি নিত্যং  
 সন্ত্যক্ত-নারায়ণ বাসভূমিঃ ।  
 সন্ত্যক্ত ভক্তা বহুবঃ সুসিদ্ধা  
 নারায়ণ ব্রহ্ম চ বিদ্যতেঃ ॥ ৭৪০  
 সধে তদা দক্ষিণ ভারতস্য  
 দণ্ডায়মানো জলধিঃ স্ততীরে ।  
 অনন্ত দুর্হান্তা তরঙ্গ দৃষ্টে  
 রানন্দ সিন্ধাবসিমন্জিতৌঃ ॥ ৭৪৭

Narendra saw the solemn sea and also watched the waves breaking on the shore. The sea troubled the coast like a newly married bridegroom teasing his bride. Here gods always negotiate. Here is also the abode of lord Nara-

অন্যান্যলীলায়াং ৭২য় অঃ

yana, with many of His blessed devotees. Narendra was overwhelmed with joy at the sight of the surging waves of unlimited sea. 139 to 141.

বঙ্গানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে নরেন্দ্র অতি গভীর সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গ  
তীর ভূমি দেখিয়াছিলেন। বেক্সন যুবা পুরুষেরা নূতন বিবাহের পর  
প্রমত্ত ভাব বশতঃ যুবতী পত্নীকে পীড়িত করেন, সেইরূপ সমুদ্র তীর  
ভূমিকে পীড়িত করিয়াছিলেন। ১৩৯

এমন কি এই কুমারিকা ক্ষেত্রে দেবতাগণ নিত্য বাতায়াত  
কবিয়া থাকেন। এবং এই স্থানে ভগবান নারায়ণের বাসভূমি বিস্তারিত  
আছে। এবং সুসিদ্ধ ভক্তবৃন্দের সহিত স্বয়ং ভগবান ও ব্রহ্মা সর্বদা  
বিরাজিত হন। ১৪০

সেই সময়ে জীবগুণ্ড নরেন্দ্র দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান  
হইয়া সমুদ্রের অসংখ্য দুর্দমনীয় তরঙ্গ দর্শনে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন  
হইয়াছিলেন। ১৪১

ভাব স্থাৱা-তস্য হ্রদ স্থাৱামূল

যিনাশ্চির স্থাজ্জলঘৌ নরেন্দ্রঃ ।

অচিন্ত্যযিত্যা স্বতনৌ বিপশি\*

ক্ষম্য' দদৌ হস্ততরঙ্গপূর্ণ' ॥ ১৪২

তীর স্থিতাঃ সর্ব্বজনাঃ সুমীতা

অপ্যেষ ভাবেন বিভাবিতস্য ।

চিত্তস্য চাপ্তব্ধমহৌ ন জাত'

গহ্বা ন জাতা জলমজ্জনাশ্চ ॥ ১৪৩

অমৃতলোলায়া ৭৭শ অঃ

বাহু ধ্রুবেনৈব স্তুততুমিচ্ছন্  
সমুদ্র মধ্য গন্তবান্ মহাত্মা ।  
তত্র প্রবালস্য গিরি বিলোক্য  
কমেন তল্লোপবিবেশ সাধুঃ ॥ ৭৪৪

At that time the convulsion of mind of Narendranath was so great that he jumped into the water of the roaring sea without caring his own safety. Those who were present on the spot were struck with awe. Narendranath, however, had nothing to be afraid of and swam far off from the shore with an idea to cross the sea. He reached a coral rock in the sea and sat on it. 142 to 144.

বঙ্গানুবাদ :-

এবং সেই সময়ে সেই নরেন্দ্রের একটি অপূর্ব মনোভাব উদ্ভূত হইয়াছিল। যদারা নরেন্দ্র অধৈর্য্য হইয়া নিজ শরীরের বিপদ বিষয়ের চিন্তা না করিয়া সেই সমুদ্র জলের মধ্যে ঝুপ্পপ্রদান করিয়াছিলেন। ১৪২

তখন সমুদ্রতীরে অবস্থিত লোকসকল নরেন্দ্রের সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেও স্বাভাবিক অর্থাৎ ভগবৎ প্রেমে প্রেমবান নরেন্দ্রের চিত্ত চাঞ্চলা বা গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কাও হইয়াছিল না। ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। ১৪৩

মহাত্মা নরেন্দ্র তখন এইরূপ ভাবিয়াছিলেন যে আমার এই দুটি

অন্তঃসলীলায়াং ৭২শ অঃ

বাছ দ্বারা হৈ সমুদ্র পার হইয়া যাইবে এইরূপ মনে করিয়া নীতার  
দ্বিতে দ্বিতে প্রায় সমুদ্রের মধ্যে প্রবালের (পলার) পর্বত পরিদর্শন  
করিয়া ক্রমশঃ সেই পর্বতের উপরিভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন।

১৪৪

যি সাধকাঃ সন্তি কুমারিকায়াং  
বদন্তি চৈব' লগদম্বিকা সা।  
শেব ব্রতদ্ব্যম চংকর দেবী  
কুমারিকা মূর্ত্তি পরিঘটন ॥ ১৪৫  
যোগাসনে যোগায়ুতঃ স তত্র  
দ্বীপি প্রবালস্য ঘটীময়' হি  
মন্যে কৃপাং প্রাপ্য গুরোসাদানী'  
তস্মী মহানন্দমগ্না মহাত্মা। ১৪৬  
জ্ঞাত্বা তদা তস্য মহা বিপত্তি'  
কৈবর্ত্তমুখ্যঃ পুরুষ' মহানর্ত্ত'।  
সহ্যবধান' প্লব মধ্যমাগ্নি  
ত' স্থাপয়িত্বা তটমানিনায় ॥ ১৪৭

It was said by the hermits who resided there that Goddess Durga in the shape of that rock was performing penance to have Shiva as her consort. Narendra stayed there in his divine mood for three hours in great joy and felt himself blessed by his preceptor. The fishermen considered that the life of Narendra was in danger

অন্তঃসীমায়া ১২ম অঃ

and so they hastened to rescue him. He was brought back to the shore in a boat, 145 to 147

বদানুবাদ :—

সেই কুমারিকা ক্ষেত্রে বে সকল সিদ্ধ সাধকগণ বিচক্ষণ আছেন। তাঁহার বলেন যে মা দুর্গা এই সমুদ্র মধ্যে প্রবাল গিরিতে কুমারী মূর্তি ধারণ পূর্বক নৈব ত্র্যেব অর্থাৎ পতিভ্রমে শ্রবকে পাইবার জন্য ত্র্যেব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৪৫

তৎপরে সেই নরেন্দ্র প্রবালের ঘাণে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় পর্যন্ত যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিগুণ ঠাকুরের কৃপা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৪৬

সেই সময়ে প্রধান নৌকাচালক বা সর্দার মাকী নরেন্দ্রের ভরত্ব বিপদ মনে করিয়া সেই মহাপুরুষ নরেন্দ্রকে খুব সাবধানের সহিত নৌকার মধ্যদেশে বসাইয়া ধীরে ধীরে তীরে আনয়ন করিয়াছিলেন।

১৪৭

ইতি শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভক্তিতীর্থ বিরচিতী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে পারমহংসা সংহিতায়া নরবতার শ্রীনরেন্দ্রস্বাধির্ভাব সময়ে স্বর্গ পতিত জ্যোতির্ষবাস্য সম্ভব ইতি ঠাকুর সিদ্ধান্তঃ। যাচৌহারী বাবা নামক সাধুরপি ভগবদবতারোদয়মিতি নির্দোষিতবান্। গম্যমেষ্ট শিচ্চা বিভাগীয় সর্বোচ্চ পদ ভূষিত শ্রীমুদেব সুখোপাধ্যায় দেবশর্মণা পণ্ডিত ষর্য়ান্ কাশীক্ষেত্রে নরেন্দ্রায় ভারতরত্ন ইতুপাধিঃ প্রদত্তঃ। কেশব সেনাদি সমাগমঃ। ছপীকেশ চিত্রে নির্ধিকশ্য সমাধিঃ পদমজেন ভারতবর্ষ পর্যটন'। বৈদ্যতদিগি যুগম প্রেতোদারণ'। কুমারিকা ক্ষেত্রে সমুদ্র মধ্যে তপসরণ'। পুনস্তীরাগামিরূপোন্ত্বলীলায়া দ্বাদশোধ্যায়। অঃ ১২ অঃ ২

অন্ত্যলীলায়া ৭২য় অঃ

Here ends the twelveth chapter of Antyalila of Sri Sri Ramakrishna Bhagabatam written by Ramendra Sunder Bhaktitirtha. ॥ ১২ অঃ অন্ত্যঃ ॥

বঙ্গানুবাদ :—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিভীরু বিরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতে নবাবতার নবোন্মেষ অগ্নি সময়ে স্বর্গ হতে পতিত জ্যোতি ধারাই নবোন্মেষ আবির্ভাব হইয়াছিল এই বিষয়টি ঠাকুর নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পাণ্ডহারী বাবা নবোন্মেষকে ভগবদবতার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কানীক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টে উচ্চ শিক্ষা বিভাগীয় অধ্যাপক ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবোন্মেষনাথের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া “ভারতবর্ষ” উপাধিপত্র প্রদান করেন। ব্রহ্মসমাজের আচার্য্য কেশব সেন মহাশয় নরেনের গুণে মুগ্ধ হইয়া বহুতর প্রশংসা করেন। দ্ব্যকোশ ভীর্থে নির্বিকল্প সমাধি হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ পদতলে ভ্রমণ করেন। সেই সময় দাক্ষিণাত্যে দুইটি প্রেক্ষে উদ্ধার করেন বা প্রেক্ষ দুইটি আনন্দে স্বর্গ গমন করেন। কলিকাতার ভীর্থে সমুদ্র মধ্যে প্রবাল পর্বতের উপরিভাগে তপস্যা আচরণাদি এই অন্ত্যলীলার ষাটশ অধ্যায়ে বলা হইল। অঃ ১২ ॥

अन्त्यान्ते अन्यप्रतिपाद्य देवतायाः स्तुत्यध्यायः

स्वर्गद्वार कषाटपाटनपटी वर्षं यदा भारते

माना तर्क कुतर्क युक्ति बहुले पाश्चात्य भावान्विते ।

भक्तिज्ञान विहीन नास्तिक नय धर्मो समग्रं जने

कालेऽस्मिन् कठिने भयङ्कर दिने प्रायेण लुप्ते हर्षे ॥ १

स्तुत्यध्यायः

आर्यैः पूजितं पुण्यं वेदविहितं धर्मं गते ध्वंसनं  
धर्मस्थानि विमोचनाय भगवान् श्रीरामकृष्णः स्वयं ।  
माना वैदिक तान्त्रिकादि द्वित् कृत्वा गे सुसिद्धिं गतो  
जातो ब्रह्मकुले मनातनं वपुर्न ह्यस्य देवो हरिः ॥ २

यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदङ्गणं ।  
नोक्तस्य सद्यो विद्युनोति कल्पयं तस्मै वरेण्याय नमोनमः सदा ॥ ३

It was in the dreadful era when the people of India, who had the power to open the gateway to the Heaven, were, indulging in perverted reasonings under the influence of western civilisation and culture and being wildly initiated with the subversive logic of the atheists who were void of devotion and wisdom, and when the traditional religious rites based on the holy Vedas were fast losing ground that Lord Ramakrishna manifested Himself to revive the glory of religion through the Vedic and Tantric rites and was born in the brahmin family. I bow down with all devotion and obeisance to him by singing whose holy names, by recalling whom in our mind, by beholding whom with our eyes, by worshipping whom, by listening to whose



## সুখ্যচ্ছায়া:

sayings and by paying homage to whom we become purged of our sins instantly. 1 to 3

বঙ্গানুবাদ :—

এস্থ শেবে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্তুতিবিষয় কিছু বলা হইতেছে।

আনন্দময় ধামের রুদ্ধবারোদঘাটনে সম্পূর্ণ সমর্থ এই ভারতবর্ষে যে সময়ে সকল লোক বহুতর কুতর্ক যুক্তি বাহুল্যে পাশ্চাত্য ভাবে বিভাবিত জ্ঞান ভক্তি শূন্য নাস্তিক বুদ্ধিতে মোহিত এইরূপ অতি ভয়ঙ্কর কঠিন সময়ে বিশুদ্ধ ধর্ম প্রায় নষ্ট হইলে। ১

সনাতন ধর্মবাক্যগণের অমুষ্টিত বৈদিক কার্য একপ্রকার ধ্বংশোন্মুখ হইলে সেই সকল দুই ধর্মভাব দূরীকরণের জন্য অসং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহুবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিকাদি হিতকারী সাধনমার্গে সুসিদ্ধি প্রাপ্ত সচ্চিদানন্দময় দেহধারী সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান ব্রহ্মবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২

ভগবানের নাম কীর্তন যাহার স্বরূপের চিত্রন যাহার দর্শন যাহার বন্দন অর্চন ও পূজা সমগ্র নরনারীর উৎকণ্ঠা সর্ব পাপ দূরীভূত করে সেই পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সর্বদা নমস্কার করি। ৩

यदि नित्यं मुञ्चे वाञ्छा यदि वाञ्छा भवन्त्ययम् ।

श्रीरामकृष्णं नामैव वद तर्हि समन्तिका ॥ ৪

সম্পদস্য স্বজনাসম্বলং বিপদস্য বিমুখাঃ সদা ।

সম্পদাপদস্য মিত্রং স্যা দ্রামকৃষ্ণঃ সুনিযিতম্ ॥ ৫

দারাপত্য সুহৃৎ প্রাণ দেহ গৌর সমন্বিতম্ ।

সর্বং বিনাশি সত্যো হি রামকৃষ্ণো ন চা পরঃ ॥ ৬

स्तुत्यध्यायः

योगयोग तपः श्राद्ध स्नानदानादि कर्मणां ।  
सर्वेषां फलमाप्नोति रामकृष्णेति भाषणात् ॥ ७  
न पण्डितः पण्डितोऽपि मानवोऽपि न मानवः ।  
रसनायां न यस्यास्ति रामकृष्णेति नामकम् ॥ ८  
प्राणान्ते नानुगच्छन्ति सर्वे धनजनादयः ।  
जीवने मरणे सहो रामकृष्णो भवेद्ब्रह्म ॥ ९

If you like to be blessed with eternal happiness, or have a desire to get yourselves free from all worldly ties, you should chant the holy name of Sri Ramakrishna with devotion. All present themselves as your friends in the days of your prosperity but they keep themselves aloof from you in the days of adversity. Sri Ramakrishna, however, is sure to remain as your friend for all times. Your wife, children, friends, dwelling house and even your life in your mortal frame are all transitory and evanescent. Nothing but Shri Ramakrishna is eternal. Only by uttering the name of Shri Ramakrishna we can have all the divine merits which are acquired through penance, sacrifice, ceremonial rites, holy bath and religious gifts. The scholar is not a scholar, the man is a not man if they do not chant the holy

## স্তুত্বাখ্যায়ঃ

name of Shri Ramakrishna. All our wealth and relatives do not follow us after our death. On the other hand Ramakrishna keep company with us both in this life and in the life after death. 4 to 9

## বঙ্গানুবাদ :—

ওহে ভাই যদি সর্বদা মূখে থাকিতে ইচ্ছা কর অথবা যদি সংসার দুঃখ দূরীভূত করিতে চাও তবে তুমি ভক্তিপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম কর। ৪

দেখ তোমার যখন মৃত্যুর সময় হয় তখন বহু আত্মীয় স্বজন তোমার নিকটে আসে আর যখন বিগমের সময় হয় তখন কেহ আসে না কিন্তু সম্পদে এবং বিগমে সর্বদা পরম বন্ধু একমাত্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই ইহা গ্রন্থ নিশ্চিত। ৫

পত্নী পুত্র বন্ধুবান্ধব দেহ গেহ এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ দেবই সত্য বা তোমার স্বার্থ অবলম্বন আর অস্ত্র কেহই নয়। ৬

যোগ যোগ তপস্যা শ্রাদ্ধ ভীৰ্ণদান বা দানাদি সৰ্ব্ব কার্যের কল একমাত্র রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে। ৭

সে মনুষ্য মনুষ্য নয় সে পণ্ডিত পণ্ডিত নয় বাহার জিহ্বা রামকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ না করে। মৃত্যুর পর তোমার ধন বা পুত্র পৌত্রাদি কেহই সঙ্গে বাইবে না কিন্তু যদি ভগবান রামকৃষ্ণকে স্মরণ কর তবে তিনি জীবনেও তোমার সঙ্গী এবং মৃত্যুর পরও সঙ্গী হইবেন অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় সর্বদা আনন্দে থাকিবে এবং মৃত্যুর পরও তিনি তোমার সঙ্গী হইয়া দেব লোকে স্থান দিবেন ইহা গ্রন্থ নিশ্চিত।

स्तुत्यध्यायः

दध्नात्तं परमाद्यं हि दृष्ट्वात्तं शीतलं जलम् ।  
 मन्तसे कोमलो वायू रामकृष्णंति नामकम् ॥ १२  
 निःश्वासे नहि विव्हासः कदाखरो भविष्यति ।  
 कौत्सनौय मतो वाङ्मयात् श्रीरामकृष्ण कीर्तनम् ॥ ११  
 नास्ति तास्ति कलो नास्ति रामकृष्ण विना गतिः ।  
 तस्माद् यत्नेन जप्तव्यं रामकृष्णंति नामकं ॥ १२  
 श्रीरामकृष्णाख्यमिदं पुराणं भक्त्या पठेद्दयो भववन्धसुतयै ।  
 वैराग्य विज्ञान समन्वितो हि स्वान्ते ब्रजेद्भागवतं पदन्तत् ॥ १३  
 ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रयापि पठेद् यदि ।  
 सोभाग्यारोग्य सम्पत्तिं धनधान्य सुतान्वितः ॥ १४  
 सर्वकाम समुद्धो हि निश्चितमेष्टिकं सुखं ।  
 प्राप्य निर्बलाय मुक्तिञ्च यात्यन्ते परमं पदम् ॥ १५

The name of Shri Ramakrishna is as sweet and refreshing as rice cooked with sugar and milk to a hungry person, cold water to the thirsty, or soft breeze to a man scorched by the hot rays of the sun. As we cannot continue to live as long as we like and we may fail to breathe at any moment, we should sing the holy name of Shri Ramakrishna from our childhood. In this terrible Kali Yuga none but Ramakrishna can save us. So we should chant the holy name of Shri Ramakrishna with all our devotion. He who reads this holy book on the life of Shri Ramakrishna with devotion to attain salvation, not only

## স্তুত্যাঃশ্রায়াঃ

gains divine wisdom but also attains eternal bliss after death. If a Brahmin, a Khsatriya, a Vaisya or even a Sudra reads this holy book, he becomes happy and prosperous in all respects and enjoys health, wealth and all earthly pleasures in this life and the grace of God after death.

10 to 15

## বঙ্গানুবাদ :—

তবে কুখ্যাত ব্যক্তির উত্তমায় ভোজনের মত তৃপ্তি হয় যদি রামকৃষ্ণ নাম করে তুখ্যাত ব্যক্তির শীতল জল পানের তৃপ্তি হয়। প্রথম সূর্য্য কিরণে উত্তম ব্যক্তির কোমল বায়ু সেবনের মত অমৃতত্ব। ১০

আমাদের নিঃশ্বাস কখন যে বন্ধ হইবে তাহা আমরা কেহই জানি না অতএব শাল্যাবস্থা হইতেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম কীর্তন করা একান্ত কর্তব্য। ১১

এই যৌর কলিয়ুগে জীবনকালের রামকৃষ্ণের নাম ভিন্ন অন্য সঙ্গতির উপায় আর কিছুই নাই। অতএব বহুপূর্বক রামকৃষ্ণ নাম জপ করা কর্তব্য। ১২

এই শ্রীরামকৃষ্ণভাগবত নামক গ্রন্থটি যে ব্যক্তি সংসার বন্ধনের মুক্তির জন্য পাঠ করেন ইহলোকে ভগবৎ স্বরূপের জ্ঞানলাভ এবং এবং বৈরাগ্য বিশিষ্ট হইয়া জীবনান্তে ভাগবতসেহ প্রাপ্ত হন। ১২

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র যদি কেহ এই রামকৃষ্ণ ভাগবত পাঠ করেন তবে তিনি ধন ধান্য সৌভাগ্য আরোগ্য ও পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ হইয়া ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হন এবং নির্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রাণান্তে পরম পদ লাভ করেন।

স্তুত্যাধ্যায়:

krishna, the beloved husband of Sarada, once and again. 16 to 21

বঙ্গানুবাদ :—

আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পদধূলির প্রভাবে এই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত নামক মহাকাব্যটি লিখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তিনি আমাকে তাঁহার লীলা সংকৃত ভাষায় লিখিবার জন্য বাহা আদেশ করিয়াছিলেন আজ আমি সেই আদেশ প্রতিপালনে ধন্য হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার সেবকবৃন্দ ও সেবক গণের সেবক মহারাজ সকলকে পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করিতেছি। ১৬।১৭

এবং আমি অসংখ্য বার যে যে বোনিতে গমন করিব বা জন্মাইব সেই সেই দেহে বেন আমার শ্রীরামকৃষ্ণের পদারবিন্দে ভক্তি থাকে। ১৮

যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণ জীবনকালের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করে এই কথাটি বেদ পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। সেই ভগবান সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষোত্তমের রূপের বর্ণনা করিয়া অস্তায় করিয়াছি অতএব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবিধে আমাকে কৃপাপূর্ব্বক কমা করুন। ১৯।২০

জগন্মাতা সারদা পতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নমস্কার করি পুনঃপুনর্ব্বার নমস্কার করি তৎপরেও নমস্কার করি। ২১

হরি রৌং ৩৭ সৎ

### परिशिष्टाध्यायः

एवं खेताङ्ग प्रदेशे विपाददैनाभ्यां विह्वलिते नरेन्द्रे प्रभुर्भक्त-  
वत्सलो भगवां स्तत्काले तदन्तरे दर्शनं दत्वा प्रोवाच ।

प्रदर्यं स्त स्वरूपं योनरेन्द्राय महात्मने  
प्रोवाच, भगवान् साक्षादेन्यं हि फलसाधनं ॥ १  
दैनेन पीडितो यो हि विपादं नाधिगच्छति ।  
स एव सत्फलं लब्ध्वा शान्तिमेत्यति निश्चितम् ॥ २  
मानोपचारैर् मङ्गलैरर्चितोऽपि मया धुना ।  
त्वदर्थं त्रिदिनं यावदुपवासः कृतो भूवः ॥ ३  
भक्ष्य भोज्यं लेह्यं पेयं वस्त्रानि विविधान्यपि ।  
द्रव्यं बहुविधं वत्स प्राप्स्यस्य यौवनियितं ॥ ४  
मत् प्रसादाच्च वै सर्वान् पाद्यान् पण्डितानपि ।  
मत् कथामृतं संघातैर्जित्वा ख्यातिं मवाप्स्यसि ॥ ५  
स्त स्वरूपं नरेन्द्राय भगवान् भक्त भक्तिमान् ।  
साक्षात् निर्मलं ज्ञानं प्रदायान्तर्हितोऽभवत् ॥ ६

Probably at the behest of Thakur given to Narendra during his penance on the coral rock in the sea and also at the persistent request of the kings of south India to join the Congress of Religion to be held at Chicago in America with their financial assistance for the journey. Narendra went to Chicago,

When Narendra found himself in a very

## परिशिष्टावयः .

miserable and helpless condition in America, Lord Ramakrishna appeared in his mind's eye and said, "He who is not overcome with dejection even in his destitute condition deserves all success and happiness. I have been fasting for last three days even though I have been offered many palatable things by my devotees. Be assured that you will have to-day itself all palatable things to eat and clothes with other requisites. By my grace and by dint of my divine message you will win over the scholars of the Western countries and become famous all over the world." Thus Lord Ramakrishna comforted Narendra with his advice and disappeared. 1 to 6.



পরিমিষ্টাচ্যায়:

সিদ্ধির চেষ্টা করে সেই কাৰ্য্যসিদ্ধি লাভ করিয়া শান্তি পায়, সুখ পায় ইহা প্রবৃত্ত্য । ১।২

দেখ আমার বহুতর সেবকহীন বহুপ্রকার ত্রব্যাদি নিবেদন করিলেও সে সকলের কণামাত্র গ্রহণ না করিয়া তোমার কণ্ঠের লাগবের জন্য আমি তিনদিন উপবাসে আছি । ৩

তুমি আমার আশীর্ব্বাদে ভূরি ভূরি চৰ্ক্যচোস্ত্র লেহ পেয় ষাণ্ডস্রব্য এবং তোমার গাঢ়াবরণাদি বহুবিধ ত্রব্য আচ্ছ এৰনই পাইবে । ৪

এবং আমার অনুগ্রহে আমার উপদেশানুস্তেৰ দ্বারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতবৰ্গকে পরাক্রম করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্মদাতক বলিয়া পৰিগণিত হইবে । ৫

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীশ্রীৱামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিজেরই অদ্বৈতম নৃতি নরেন্দ্রকে আশ্রয় বাক্যে নির্দল জ্ঞান দিয়া অন্তৰ্হিত হইরাছিলেন ।

৬

ততঃ সান্দ্রনয়নঃ শ্রীমহেন্দ্রী যুবক্কাণ্যানাভেনাপারানন্দসমুদ-  
নিমগ্নী যদা তিষ্ঠতি তদ্বিশেষে সময়ে নাথিক বয়াঃ ক্ৰাণ্যকা  
শ্ৰীমহেন্দ্রী সমানোধ্য ভ্রাজমান' নরীশ্বর' ।

ননমা চিন্তয়ামাস তৈজসা তথ্য মৌহিতা ॥ ৬

যদৌ কৃপমদৌ মত্বমদৌ ঘৈর্য্যমদৌ দুষ্টিঃ ।

মাচাৱৈতস্যবপুযি বিদ্যতে চিত্তমৈশ্বরম্ ॥ ৭

দৃষ্টামিতী জমদগ্ন্য মমাদ' পয় মৌচনা ।

চিন্তা' দধুবিধামিত্য' লুত্বা সা বিদুযী তদা ॥ ৮

নথ্য মমাদমোগ্য স্ফটগ্যতি যজ্ঞতঃ !

কী ভবানিহ মংগামঃ কিময়ং নিঃশ্বসত্ মিতঃ ॥ ৯

परिशिष्टाच्छायः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्रयात्तां मनोज्ञा वाच' स्मृत्वा श्रीगुरोद्यापि साधुः ।

चन्द्रोदयदृश्यरूपः प्रदीप्तस्तद्वह्नीतः श्रीनरेन्द्रो वभाषे ॥ ११

उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुद्वज्जनो मे ।

आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्षात् ॥ १२

श्रुत्वा मयाचात्र सभासदस्तै चक्षुः सभां यत्र समग्रं विज्ञात् ।

धर्मप्रवक्तुं खलु धर्मविज्ञाः समागतं धर्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমন সময়ে কোন একটি তদ্দেশবাসিনী প্রৌঢ়া রমণী সেই ভেষজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন । ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি ধৈর্য্য ও দেহকান্তি অত্যশ্চর্য্যময় । এবং এই সাধুর সেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে । ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ ভেষজঃপুঞ্জ ও আকার প্রাকারের ভাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা বিদ্রুবা রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আপনি কে ? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন । এবং কি জন্তই বা কপর্দক-শূন্তের মত অবস্থান করিতেছেন । ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের জল মুছিয়া সেই খেতাপিনীর মনোরম বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া গগনে চন্দ্রদেব যেমত বোড়শকলার পরিপূর্ণ হইয়া অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধ কিরণযুক্ত হইয়েন সেইমত ত্রীনরেন্দ্র সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন যে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে খুচ

## परिशिष्टाष्टादशः

श्रुत्वा तस्याः प्रश्रयात्तां मनोज्ञां वाचं स्मृत्वा श्रीगुरोश्चापि साधुः ।

चन्द्रोदयत्पूर्णरूपः प्रदीप्तस्तद्वद्दीप्तः श्रीनरेन्द्रो धर्मापे ॥ ११

उवाच तां हे भगिनि त्वयाद्य धन्योऽस्मि नात्रास्ति सुदृज्जनो मे ।

आराध्य देवस्यगुरोः प्रसादादिहागतोऽहं ह्यजनाभवर्यात् ॥ १२

श्रुतं मयाचात्र सभासदस्ते चक्रुः सर्वा यत्र समग्रं मिश्रात् ।

धर्मप्रवक्तुं खलु धर्मविज्ञाः समागतां धर्मपरीक्षणाय ॥ १३

Narendra became much delighted to have been so visited and advised by his preceptor and shed tears of joy. Just at that time a middle-aged American lady caught sight of Narendra and became charmed with his divine appearance. She mused in herself that the body of this holy man was wonderfully glowing with divine lustre, power and all signs of godliness. With many such thoughts in her mind that lotus-eyed learned lady came near to him and asked him very politely, "Where do you come from and how is it that you appear to be so destitute?" On hearing these words of the lady and remembering the prediction of his preceptor, Narendra's face glowed with the brilliance of the full moon and said, "My sister, I thank you for your kind words. I am quite a stranger

here. By the grace of my preceptor I have come here from India. I am told that the great leaders of the different religions of the world will meet here in the Congress of Religions to plead for the highest honour for their own religion."

9 to 13

বঙ্গানুবাদ :—

এইরূপভাবে নরেন্দ্র গুরু কৃপালাভে অশ্রুজলে বকঃ ভাসাইয়া আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া আছেন এমন সময়ে কোন একটি তদেশবাসিনী প্রোচা রমণী সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর নরোত্তম নরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যাবিতা হইয়া এইরূপ মনে করিয়াছিলেন । ৭

এই সাধুর বিগ্রহ বল শক্তি বৈর্য ও বেহকাতি অত্যাশ্চর্য্যময় । এবং এই সাধুর সেহে ঈশ্বরের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে । ৮

এইরূপভাবে সাধুর অসাধারণ তেজঃপুঞ্জ ও আকার প্রোকারে ধাব দেখিয়া সেই পদ্মপলাশলোচনী বিদ্রুণী রমণী সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সাধুর সমীপে ধীরে ধীরে গমন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আপনি কে ? কোথা হতে এই স্থানে আসিয়াছেন । এবং কি জন্তই বা কপর্দক-শূন্তের মত অবস্থান করিতেছেন । ৯।১০

তখন নরেন্দ্র চোক্ষের লল মুছিয়া সেই বৈতাগিনীর মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া গগনে চন্দ্রসেব যেমত বোড়শকলার পরিপূর্ণ হইয়া অহুস্মতল শিউরিয়া উঠেন সেইমত ত্রীনয়ন সেইসময়ে পূর্ণানন্দে নিমগ্ন হইয়া সেই রমণীকে বলিয়াছিলেন যে ভগিনী আজ আমি তোমার দর্শনলাভে ধৃত

## परिमिताध्यायः

यतो दुरागा मम चास्ति चित्तं किञ्चिददित्यामि गुरोर्वचामि ।  
 तस्यां सभायां खलु दुर्भगस्य को वा प्रवेगानुमतिं प्रदद्यात् ॥ १४  
 श्रुत्वा मनोभोटकयां सुभाषोः कृत्वादरं वै निजमिहमपि ।  
 प्रवेग्य तं काङ्क्षितं वस्तुदानैः पूजाचकारास्य मनसिनी सा ॥ १५  
 ऐशमातिष्य भक्तुजाराजगारं शाश्वतसमस्तं मदानां मात्रे मेवावगतं  
 वती भयभक्तो भारतीय मङ्गलमन्त्री महर्गयाजक अपरोक्षी  
 कृतस्मर स्वरूपः यस्य धर्मव्याख्या च समत्कारकारिणी श्रवण  
 मात्रेण सर्वेषां मत्मानन्ददायिनी तदाभिनव कृपा च  
 विदित्वैव गेहमुवाच ।  
 मं प्रह्वयामि हृष्टात्वा धर्मवत्तारमोदयम् ।  
 अहमस्मात् शस्येव हृष्टिं प्राप्य वसुधैवा ॥ १६  
 ततः प्रातः समुत्थाय माधोः प्रवेगं हेतवे ।  
 नन्दामभायां सयङ् सख्यया चेष्टिता भवतः ॥ १७  
 स्वकीय वन्धुवर्गंभ्यो विद्वद्भ्योऽज्ञापयन् मुदा ।  
 तुल्येभ्यः साधुवरः सर्वविद्या विचारदः ॥ १८  
 नन्दं गेहं सोम्यतः भाति पूर्वपुण्य वलेन मे ।  
 नयाद्येव सुवत्तारं समगौरव हृदये ॥ १९

परिशिष्टाध्यायः

"I earnestly desire that I should speak something at the message of my preceptor in the Congress of Religion. But I find none who may take pity on me and secure for me the necessary premission to speak in the Congress." On hearing this, the lady took him to her house and entertained him with food, clothes and other requisites. Thereafter in course of discussion with her guest, the lady was convinced that Narendra was a great religious thinker and had attained divine sublimity, and also that the mode of expression of his religious views was wonderfully unique and inspiring. She said, "I have been as much delighted with your speech as the Earth gets delighted by the rains at the time of nourishment of the budding corn." Next morning she tried to secure admission into the Congress for her guest. She informed all her friends and the learned men of her country that a great saint who was a great scholar and religious thinker was staying in her house and was sure to add to the glory of the religious Assembly with his wonderful speech. 14 to 19.

## পরিশিষ্টাচ্যায়:

## বঙ্গানুবাদঃ—

অতএব আপনাদের সেই সভায় আমার গুরুত্ব ধর্মমত বিষয়ে কিছু বলিব আমার মনের এইরূপ আশা পোষণ করি। কিন্তু আমার মত দুর্ভাগ্যের সম্বন্ধে সেই সভায় প্রবেশের অনুমতিই বা কেদিবে। ১৪

তখন সেই প্রশান্তমনা রমণী উত্তম সাধুর অভিলষিত মনের কথা শুনিয়া সাধুকে নিজ গৃহে সমাদরপূর্বক আনয়ন করাইয়া তাঁহার অভিলষিত বস্ত্র ও পাদুকাগি এমনকি উকীষ পর্য্যন্ত দান করিয়া সাধুর পূজা করিয়াছিলেন। ১৫

এইরূপে অতিথি সৎকাণ্ডের পর শান্তসম্মত সদালাপের দ্বারা জানিয়াছিলেন এই সাধু ভারতবর্ষের সর্বম্ব্যাজক মহামনস্বী বোধহয় ইনি ভগবানকে সাক্ষাৎরূপে দর্শন করিয়াছেন। এবং ইঁহার ধর্মবক্তৃত্তা শুনিলেই চমৎকৃত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এবং ইঁহার ধর্মব্যাখ্যা নূতনের মত। এইভাবে অবগত হইয়া নবোদয়কে বলিয়াছিলেন আপনার মত ধর্মবক্তাকে দর্শন করিয়া ধ্যানাদির গর্ভস্থ অস্তাবস্থায় জল পাইলে পৃথিবী যেমত আনন্দিতা হইবে আমিও আপনার বক্তৃত্তা শুনিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইরাছি। ১৫

তৎপরে সেই রমণী প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া সাধুর মহাসভায় প্রবেশের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৭

অর্থাৎ হার্বাট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক মহাপণ্ডিত বন্ধুবর্গকে আনন্দের সহিত জানাইয়াছিলেন যে সর্ববিজ্ঞান পারদর্শী ভগবানের সদৃশ একটি সাধু আমার পূর্বের পুণ্যফলে সম্প্রতি আমার গৃহে উদ্ভূত হইয়াছেন। আপনাদের সভায় গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই



परिशिष्टाध्यायः

उत्तमं वक्तुं शक्नुके भक्तमयो वक्तृतादानेन कञ्च अत्र कञ्च देशे  
प्राप्ता एकांशं अग्रोपेक्ष १०५२

ततो महासभायां वक्तृतां प्रारभ्य गुरुप्रणामाद्यनन्तरं पाद्यात्  
सभ्यसमूहान् समुद्दिश्य सानन्दं सुकृतान् स्वामिनी ।  
भो मम आमेरिकादि वासिनी भ्रातृवर्गा भगिनीवर्गाश्च  
एवं सम्बोधनं वाक्योच्चारणात् परमेव सभास्यं श्रेताङ्गं सभ्याना-  
मन्तरे तद्दिदिवानन्दं प्रवाहं उदितस्याभूत् परन्तु सर्वं श्रोतृवर्गाः  
कियत्क्षणं मुञ्चस्वरेण तं स्वामिनीं समुद्दिश्य साधुवादं

प्रदत्तवन्तः ॥ २०

कामिनीकाञ्चन सेविनां सत्यवर्मा स्वरूपं विज्ञानं मतिभूया  
तदर्थं तत्र सप्ताहकालमध्ये दशपञ्चदश वा वक्तृता अददात् ।  
प्रत्येकं वक्तृतायां स्वगुरोः परमहंसस्य  
साधकानां साधनार्थं मतानि यानि सन्ति वै ।  
मानि सर्वानि धर्मानि भवन्तीति मतं मम ॥ २१

अस्यैव गुरुवाक्यस्य प्रधान्यमवलम्ब्य पौराणिकीं वार्तामपि ।  
तत्र संयोग्यं तत्रैतत् सभायां गुरुसम्मतमतमेवोक्तवान् ॥ २२  
स्वच्छन्दप्रियं श्रेताङ्गं धर्मयाजकाः स्थानान्तरं गमने बहुतरं द्वयं  
जातानि संयुज्जं गमनं पथि चान्तरान्तरा आहारादि व्यवस्थां चक्रुः ॥ २३

Then, in that great Congress of Religions,  
after bowing down with profound veneration  
to his preceptor, Swamiji started his speech  
with the address, "My brothers and sisters of  
America." As soon as he uttered these words the

## পরিষিষ্টাধ্যায়:

whole house became overwhelmingly animated with joy and resounded the hall with shouts of praise to Swamiji unceasingly for some time. He delivered some ten to fifteen speeches to instill holy thoughts in the worldly-minded people. In all his speeches he preached the message of his preceptor. He said that all the ways of worship and penance as enjoined in the different religions of the world lead to the realisation of Divinity. The holy men of western countries carried things with food and drink with them to avoid any inconvenience on their way to far-off destination.

20 to 23

## বঙ্গানুবাদ :—

তৎপরে মহাসভায় বক্তৃতাদানের প্রথমে গুরু প্রণামাদি করিয়া সভাপতি প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যবৃন্দকে উদ্দেশ্যপূর্বক আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন। যে আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশবাসী ভাইসকল ও ভগিনীসকল। এইকপভাবে সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিলে সভাস্থ শ্রেষ্ঠাঙ্গ সভ্যসকলের হৃদয় মধ্যে বিদ্রোহের মত আনন্দপ্রবাহ উদ্ভিত হইয়াছিল। পরন্তু সেই মহাসভার সমস্ত শ্রোতৃবর্গ কিছুক্ষণ স্বামিজীকে উদ্দেশ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

২০

দ্রীলোক এবং ধনসম্পত্তি পাইবার জন্য আহ্বোৎসর্গকারী জনগণের

পরিশিষ্টাচ্যায়:

সত্য ধর্মের স্বরূপজ্ঞানে মতি হউক এইরূপ মনে করিয়া শ্রামিজী সকল ব্যক্তির জন্য সেই স্থানে 'সপ্তাহকালের মধ্যে দশ পনরটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ২০

শ্রামিজীর প্রতি বক্তৃতায় ঠাবুরের উক্তিঃ অর্থাৎ ঠাকুর বলিয়াছেন পৃথিবীতে সাধকসকলের সাধনার জন্য বেসকল ভিন্ন ভিন্ন মত আছে সেই সকল মতই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের পথস্বরূপ ইহাই আমার মত। ২১

এইরূপ গুরুবাক্যের মতানুসারে তাহার মধ্যে পুরাণ শাস্ত্রের সিকান্ত যোগ করিয়া সেই সেই সভায় ঠাবুরের সমস্ত মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ২২

বাহাতে কোনরূপ অসুবিধার পড়িতে না হয় এইরূপ খেতাব ধর্ম-ষাটক সকল অস্ত্র যাইবার সময় নানা প্রকার স্রবাসকল লইয়া বাইবার পথে মধ্যে মধ্যে আহ্বানাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ২৩

কিন্তু বৈরাগ্য বিঘ্নহ স্বামী বিবেকানন্দ স্নাহমাঙ্কস্বরং ন কৃতবান্।  
পরন্তু স্বামি পাটনৌল্ল' গুরী: কৃপয়া পতিষ্টহ' পিতরী তিষ্ঠত:  
কক্ষাদম্ব বজ্রাঘ্যমহমুদ্বিজয়' অম্য ভারতভূমি দৈবত স্বামিপাদ  
বিঘ্নহস্য ত্যাগশীলতা ইম্বর নির্মরতাচ্ছ হৃদা শ্বেতাঙ্ক সাধারণা  
বিস্মিতা: সন্ত: অগ্রযন্। ২৪

অয়ং ভারতীয় সমগ্রাঙ্গী জনাধারণ মানব: ইদম্ মহাপুরুষ  
দেশস্য জনানা সম্মতা সম্বাদনার্থ শ্বেতাঙ্ক ধর্মপ্রচারক প্রেণ  
নিরর্থক' মন্যামহি বয়'। ইতপূর্ষ' মারতবাসিনো পি সম্ব'বিদ্বান:  
পাশ্চাত্য দেশ' মতবন্ত স্তে সম্ব' জড়বিজ্ঞানম্য বাচস্পৌন্দর্য'ণ  
বিনোদিতা: সন্ত: পাশ্চাত্যানামেব দুর্জা হত্যা পুনর্ভারতবর্ষে প্রত্যা-  
গতবন্ত: ২৫

## परिशिष्टाध्यायः

किन्तु एक एव स्वामिणादौ विवेकानन्दः पायात्मानां स्वधर्मो भाव-  
धारी प्रायो वितुमा विधाय खेताङ्गीयोनां सादर पूजां गृह्यत्वा गुरु  
भूत्वा गुरुदक्षिणामपि संगृह्य चत्न भारते प्रत्यागमनं कृत्वा भागोरण्या  
गङ्गाया पश्चिमे तीरे वेनुङ्गाप्यवतने अत्युच्च मठं निर्माय । २६

But Swamiji would not carry such things for safe-  
guarding his convenience and comfort. "By the  
grace of my preceptor," he would say, "I have  
my father and my mother in every house-hold,  
and as such I do not bother about my food and  
clothing". The white people were astonished to  
find so much dis-interestedness in earthly matters  
and reliance on the will of God. They said, "This  
Indian Saint is a Superman. We consider it use-  
less to send to Missionaries to the land of such  
a great personality. Previously, the Indians who  
went to the western countries, were greatly  
amazed to see the advancement of physical  
science and the achievement thereof of the  
people of those countries, and sang all praise to  
them. It was left to Swami Vivekananda alone to  
effect a drastic change in the trend of religious  
thoughts of people of those countries, for which  
they admired him, regarded him as their precep-

পরিশিষ্টাচ্যায়:

tor, and offered huge sums of money in token of their gratitude for his spiritual 'enlightenment. Narendra came back to India and founded the famous Belur Math on the west bank of the Ganga, 24 to 25

বঙ্গানুবাদ :-

কিন্তু যুক্তিমান্ সৰ্ব্বত্র ত্যাগী স্বামী বিবেকানন্দ তাদৃশ আড়ম্বর কিছুই করিতেন না। পরন্তু তিনি বলিতেন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে আমার পিতামাতা আছেন। অতএব আমি কেন অন্নবস্ত্রাদির অভাব জন্ম উদ্ভিগ্ন হইব। এই ভারতবর্ষের দেবতান্বানীর স্বামিপাদেৰ ত্যাগশীলতা এবং ঈশ্বর নির্ভরতা দেখিয়া খেতাবসকল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ২৪

এই ভারতবর্ষীয় সম্যাসী অসাধারণ মানুষ এই প্রকার দেশবাসী নবনারী সকলের সভ্যতা শিক্ষাদিবার জন্ম ঋষ্টীয় ধর্মবাজক প্রেরণ করা নিরর্থক মনে করি। ইহার পূর্বে ভারতবাসি যে সকল পণ্ডিতবর্গ পাশ্চাত্য দেশে যাইরাছিলেন তাঁহারা সকলেই লণ্ডনাদি রাজধানীর জড়-বিজ্ঞানের বাহ্য সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতি সকলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। ২৫

কিন্তু একমাত্র স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশীয় প্রায় সকলেরই নিজ নিজ ধর্মের ভাবধারা প্রায় বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের ভক্তিপূর্ব্বক গুণা গ্রহণ করিয়া এমনকি তাঁহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে গুরুবক্ষিণা সংগ্রহ করিয়া সেইস্থানে মঠস্থাপন

## પરિશિષ્ટાધ્યાયઃ

પૂર્વક એ હે ભારત પ્રત્યાગમન પૂર્વક ભાગીરથી ગંગા પશ્ચિમ ડીરે  
વેલુડ નામક જનપદે અત્યુક્ત મઠ સ્થાપન પૂર્વક—

તત્ત્વ સ્વયં ભગવતઃ ઓગુરોઃ પરમહંસ યોગીરામકૃષ્ણ દેવસ્ય શેલીં  
મૂર્તિં પ્રતિષ્ઠાપ્ય પૃથિવ્યાઃ પરમમદ્દનં ચન્દ્ર દિવાકર સ્થિતિ પર્યન્તં  
સ્મૃતિ મતીં ભારતવર્ષસ્ય ગૌરવ પતાકાં સ્થાપયામાસ સ્વામિપાદઃ । ૧૭

અથ સ્વયં ભગવતઃ યોગીરામકૃષ્ણદેવસ્ય મૂર્તિાન્તરવિશેષ સમગ્ર  
જગતિ સનાતન ધર્મસ્યૈવ શ્રેષ્ઠત્વ પ્રતિપાદક નરાવતાર સ્વામિપાદ  
વિવેકાનન્દસ્ય શ્રેષ્ઠ પરિચયઃ । અતો નરેન્દ્રઃ, સકલાથ સિદ્ધિં ગતો  
મહાત્મા ગુરુશક્તિ લાભાત્ । પાયાત્ય દેશે વિદુષઃ સમાયાં ગુરુત્વમાતો  
ગુરુવાક્ય દાક્ષેઃ । ૧૮

આચાર્ય સુહ્યા વહ્નિઃપ્લજાતા વર્ષેઽજનામે જગતો વરેણ્યાઃ ।

નાન્યસ્ય કસ્યાપિ યયાસ્ય સાધોઃ સૌભાગ્યસૂર્યસ્ય મહોદયઃ સ્યાત્ ॥ ૨૯

અસ્યાવિર્ભવિતઃ પૂર્વં માત્રા યત્સમનુષ્ઠિતં ।

શૈવવ્રતં શિવચત્રે તદ્ભૂદીમહર્ષણમ્ ॥ ૩૦

તદ્ભૂતપલરુપોઽસી નરેન્દ્રઃ શિવશક્તિ ધૃક્ ।

આવિર્ભૂય સ્વસ્ય ગુરોઃ સદ્વાદાપક્ષતાર્થતામ્ ॥ ૩૧

He placed the stony image of Sri Ramakrishna his preceptor, in it and thus erected a memorial which will ever speak of the glory of India so long the Sun and the Moon shine in the sky. So our last word about Swami Vivekanand is that Swami Vivekananda, who established the dominating

পরিগিষ্টাধ্যায়:

greatness of Hindu religion over all other religions of the world, was none but Sri Ramakrishna in another form. Thus, Narendra was crowned with all success in his holy mission by virtue of the divine power bestowed upon him by his preceptor, and he secured the honour in the assembly of great scholars of the world by preaching the message of his preceptor. Many world-renowned scholars, poets and artists were born in India but none of them had the fortune to attain so much glory and honour. As a result of the vow and penance which the mother of Swami Vivekananda performed to have a son by propitiating Lord Shiva, Narendranath was born with the power of Shiva and became blessed by his close touch with his preceptor. 27 to 32

বঙ্গানুবাদ :—

সেই মন্দির মধ্যে জগদগুরু স্বয়ং ভগবান পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিলাময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথিবীর পরম মঙ্গলবিধান করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত স্থিতিবিশিষ্ট ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ গৌরব পতাকা স্বামিজী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। ২৬

অতঃপর স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই অশ্রুতম মূর্তি বিশেষ "স্বামিজী সমগ্র জগতে সনাতন ধর্মের বা বেসান্ত ধর্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন পূর্বক নবাবতার স্বামিপাদ বিবেকানন্দের শেষ পরিচয়।

## পরিশ্রিষ্টাচ্ছায়:

অতএব মহাত্মা নরেন্দ্র ধর্মার্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ  
করিয়া ঠাকুরের নিকট হইতে অলৌকিক শক্তি পাইয়া পাশ্চাত্যদেশে  
পণ্ডিতবর্গের সভায় গুরুবাচ্য দিয়া স্বয়ং তাহাদের গুরু হইয়াছেন । ২৭

এই পবিত্র ভাবতবর্ষে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বহুতর আচার্য্য আবির্ভূত  
হইয়াছেন সত্য কিম্বা স্বামিজী বিবেকানন্দের নৌভাগ্যসূর্য্যের উদয়ের  
মত অর্থাৎ সর্বত্র সাধর সম্মান আর অণু কোন পণ্ডিতের ভাগ্য হয়  
নাই । ২৮

স্বামিজীর আবির্ভাবের পূর্বে মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রলাভের জন্ম  
কালীধামে বিশ্বনাথের প্রীতির জন্ম আশ্চর্য্যজনক যে ভ্রাতের অনুষ্ঠান  
করেন সেই শৈব ভ্রাতের ফলস্বরূপ শিবভূজ্য শক্তিমান নরেন্দ্র আবির্ভূত  
হইয়া গুরু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গবশতঃ কৃতার্থ হইয়াছিলেন ।

২৯।৩০।৩১

‘মন্যমান স্তদ্যোক্তা ভাবধারা যুক্তোজিতা ।

কৃতবান্ শ্রীগুরোঃ প্রীত্যে প্রাপ্যপাতি পরিশ্রমৈঃ ॥ ৩২

শ্রীনরেন্দ্রো নরশ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠ বাচ্যবিজ্ঞঃ প্রমোঃ ।

সত্ত্বা প্রত্যক্ষ্য সম্মানমসমীর্ষ্য সমানবঃ ॥ ৩৩

গৌরবং বহুদেশস্য বর্দযামাস তত্র বৈ ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য মাহাত্ম্যমপ্যলৌকিকং ॥ ৩৪

ভূত্বা বিজ্ঞজযৌচাসৌখিনেন মনসা যদ্যৎ ।

পায়াত্ব শিচয়া সর্ব্বং বয়ং সন্দেহমাগিনঃ ॥ ৩৫

ধর্ম্মস্য বিমলং তত্বং স্বল্পদেন জ্ঞাতুমচমাঃ ।

ময়ামো যেন চিত্তস্য সান্ধিন্যং নায়সর্পতি ॥ ৩৬



परिशिष्टाध्यायः

सरलं ये तसावालो यथा श्रीठाकुरं दत्ता ।

शिक्षाशून्योऽपि जगतो गुरुः साधारणीऽप्यसौ ॥ ३०

ठाकुरेनैकदेवादि श्रीनरेन्द्रो महामतिः ।

स्व स्वल्पं यत्सुहृत्तं ज्ञातुं शक्नो भविष्यति ।

तद्वत् एव देहादीं स्वस्वलोकां गमिष्यति ॥ ३८

Being profoundly convinced of the excellence of the divine thoughts and the ways of penance of Thakur, Narendra infused life into them with utmost endeavour for the satisfaction of his preceptor. Narendra, the greatest preacher of Thakur's message, added to the glory of Bengal as well as Sri Ramakrishna by winning the greatest honour of western countries. In spite of his world-wide fame, he said very sorrowfully, "Owing to the influence of western education and culture, we have become sceptic and as such the divine truth of religion cannot be easily understood, and the purity of mind can hardly be attained. Thakur had no education and erudition and was simple as a child, yet he has become the greatest spiritual guide to the world." Thakur once said, "The very moment when Narendra will have the knowledge of his own real self, he will leave this mortal world". 32 to 38

## পরিষিষ্টাধ্যায়:

নন্দাত্মবাদ :—

ঠাকুরের সেইসকল অলৌকিক ভাবধারা বা তপস্তাদির উপদেশ সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্বক ঠাকুরের বাক্যমূলের জীবনদান করিয়াছিলেন সাধনের দ্বারা সাধ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া-  
ছিলেন। ৩২

ঠাকুরের লীলা মরাল স্বরূপ নবাবতার দেবতা শ্রীনরেন্দ্র পাশ্চাত্য দেশে অসমোদ্ধি অর্থাৎ যে সম্মানের সমান এবং যে সম্মানের অপেক্ষা অধিক সম্মান নাই তাপূন সম্মান লাভ করিয়া সেই পাশ্চাত্য দেশে বঙ্গদেশের গৌরব এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত করিয়াছিলেন। ৩৩।৩৪

এই নরেন্দ্র বিশ্বজয়ী হইয়াও দুঃখাত্তরকরণে বলিয়াছিলেন আমরা পাশ্চাত্য শিকার প্রভাবে অত্যন্ত সন্নিহমনা হইয়াছি অর্থাৎ ধর্মের বিশুদ্ধ তত্ত্ব এককথায় জানিতে পারিতেছি না, বিশ্বাস হয় না যব্বারা মনের মালিন্য দূরীভূত হইতেছে না। ৩৫।৩৬

সবল চিত্ত ঠাকুর সাধারণ শিক্ষা শূন্য হইলেও জ্ঞানগুরু। ঠাকুর এক সময়ে বলিয়াছিলেন মহাজ্ঞানী নরেন্দ্র যে মুহূর্ত্তে নিজের স্বরূপটি অর্থাৎ আমি কে হই। জানিতে পারিবে তৎক্ষণাৎ এই নরেন্দ্র দেহাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে অর্থাৎ মুক্ত হইবে। ৩৭।৩৮

प्रत्यक्षं वै विमल मनसां भूत भव्यादि सर्वं

तस्मान्नस्मिन्नहनि सुमदान् स्वप्रयान् विदित्वा :

सायंकाले गुरुपदमयी चिन्तायित्वा स्वमेव

स्वप्रज्ञायासी भजनमकरोन्मान्द্রি শ্রীনরেন্দ্র: ॥ ৩৮

परिशिष्टाध्यायः

शुद्धं यद्दरणीय रूपममलं यल्लभ्यते योगिमि  
 र्मन्येऽसौ गुरुदत्त मन्त्रमहसा संप्राप्य तद्गुलमम् ।  
 कालं कञ्चन तत्र तन्मयतया स्थित्वानुभूयार्थदं  
 मानन्दं वहिरागतो भगवतः श्रीमन्दिरान्मुक्तिदात् ॥ ४०  
 प्रत्यागत्य पुनः स्त्र मन्दिरमहो संभूज्य तन्निर्मलं  
 गुर्व्येवं विनिविदितं नरसुरः सुखादु भोज्यच्च सः ।  
 द्वारन्तस्य गृहस्य कालकयुतं कृत्वा स्वशय्यान्तरे  
 प्राणायामयुतः समाधिमगमद् योगासने योगिकं ॥ ४१  
 अस्मानप्यवदत् समाधि परमो यास्यामि यस्मिन् चये  
 हित्वा श्रीगुरु पादपद्म सन्निधे भूतोत्थ देहं त्वहं ।  
 नो युस्माभिरनुप्रमाणमपितज् ज्ञातुं सुशक्यं भवेत् ।  
 हा हा भूदधुना त्वदीय वचसो यागार्थमिवविधम् ॥ ४२  
 अस्ये दृक् कठिनः समाधिरभवद् येनास्य देहात्ययो  
 यस्याधो गृहसंस्थिता वयमहो खप्नेऽपि तच्चेष्टितं ।  
 न ज्ञातुं खलु शक्नुमः किमधिकं सर्वस्वनाशं गताः  
 रात्रौ स्त्रापविमोहिताः सुतपसः कालेऽभवन् वञ्चिताः ॥ ४३

Those who have attained knowledge of the Absolute can see the past, the present and the future. Narendra also realised that his last day had come. So he left his residence, went to the temple and worshipped the image of his preceptor. By a yogic process as instructed by his preceptor, he raised himself to a spiritual plane

পরিপিষ্টাচ্যায়

তন্ময়তাবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমার্থ বস্তু অদৃশ্য করিয়া মুক্তিপ্রদ  
ভগবানের ক্রীমন্দির হতে আনন্দের সহিত বহির্গত হইয়া পুনর্বার  
নিজগৃহে প্রত্যগমনপূর্বক ঠাবুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নিশ্চল স্তম্ভাচ্ছ  
ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করিয়া নিজ গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ পূর্বক নিজ  
শয্যামধ্যে যোগাসনে যোগযুক্ত হইয়া বৌগিক সমাধি গ্রাপ্ত হইয়া  
ছিলেন। ৪০৪১

সমাধিই যে মহাপুরুষের চরম অবলম্বন তিনি আমাদেরকে  
অর্থাৎ মহারাজদর্গকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন আমি যে সময়ে  
আমার পার্থিব দেহ ত্যাগ করিয়া গুরু পাদপদ্মের নিকটে যাইব  
তোমরা সে বিষয়ের স্বল্পমাত্রও জানিতে পারিবে না। হায় হায়  
সম্প্রতি সেই মহাপুরুষের বাক্যের সত্যতা এইরূপভাবে উপস্থিত  
হইল। ৪২

এই মহাপুরুষের এইকণ কঠিন সমাধি হইল বাহ্যতে তাঁহার মৃত্যু  
ঘটিল ? আমরা তাঁহার নীচের ঘরে থাকিয়া স্বপ্নেও জানিতে পারিলাম না  
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আর আমাদের সর্বনাশ হইল। উত্তম তপস্তার  
সময় রাত্রিকালে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সব হারাইলাম। ৪৩

মাতঃ কৃত্য সমাপনাত্ পরমহী বাস্তুল্যমাতা বয়'  
নিঃশব্দ' মন্থতী মৃচ্ছ' সমমবত্ কস্মাদ্ধটা দস্য বৈ ।  
মত্বৈ ব' দ্বিতল' গতাঃ করতলৈ হারস্য সম্পীড়নম্  
জ্ঞত্বা প্যস্য ॥ জিহ্বিহুতরমহী লগ্ধা ভবন্ বিস্মিতাঃ ॥ ৪৪  
ততঃ কবাট' কঠিন' বিমেদ্য প্রবিশ্য মৈচ্ছ' তদপূর্বরূপ'  
সীগম্য যুক্ত' যতচন্দ্রশব্দ' সমাধিযুক্ত' ছবলোক্যামঃ । ৪৫

## परिमिटाध्यायः

मध्याह्नागुपधमनं लक्ष्मणो योगामने पुनर्वद  
 दृष्ट्वा तस्य सुखपरममनं गान्तां गिरं गान्तिदं ।  
 नागारम्भं विनिर्गतं कियदहो गोमन्त्रं गङ्गान्विताः  
 सर्व्यायर्ष्यसवप्य देव वसुप. काम्पराभयन् धोविताः ॥ ४६  
 दृष्ट्वैव गतं जीवन् वयमहो सर्व्येऽपि मन्त्रान्ते  
 गृह्णाता वृत्तं संविभेद्य महमा मद्भाष्यरम्भं तदा ।  
 महिषो. परमं पदं सुविमलं मंभ्रातवान् गान्तिदं  
 यदाहो भगवान् न भग्नं महितं योगसूत्रो हृदिः ॥ ४७  
 यद्येवं मन्त्रं विहाय मन्त्रिणान् प्रालोदयत् श्रीगुरोः  
 मेशर्षं निजं जीवन् निजं जनं तत्पादमूलं दितः ।  
 यत् सत्यं सुखमानवादि सज्जनैः कर्तुं न शक्यं मथितुं  
 तत् सत्यं श्रवणीयं गुरुतरं मन्त्रादयस्मान्न भः ॥ ४८

His followers got up in the morning and performed their rites. But they did not find any stir or movement in the upstairs. They came up and knocked the door of the room of Narendra, but there was no response from the inside. They broke open the door and found his lifeless body lying seated on his bed. It was also seen that some blood came out of his nostrils but their fear of any unnatural death subsided at the sight of calm and serene state of his body. They held unanimously that the soul of Narendra had left through his head and reached the heavenly abode

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

of Sri Ramakrishna and his devotees Narendra dedicated himself and his all to serve the feet of Sri Ramakrishna, with the growth of his moral and intellectual capabilities. He performed with ease all those miracles which no man, nor even a god could do. 44 to 48

বঙ্গানুবাদ :—

নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা সকলে প্রাতঃকালের বর্তব্য কৰ্ম সমাপন করিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিয়াছিলাম আজ আমাদের একমাত্র সহায় সম্বল এই মহাপুরুষের গৃহ অকস্মাৎ কেন নিঃশব্দ হইয়া আছে এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঘরের দোতলায় উঠিয়া ঘরের কপাটে হস্তদ্বারা বার বার আঘাত করিলেও কিছুই উত্তর না পাইয়া আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ৪৪

তৎপরে সেই দুর্ভেদ্য কপাট ভাঙিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতঃ শত চন্দ্রের প্রকাশের মত শুভ্র কিরণ বিশিষ্ট উত্তম গন্ধ ও সমাধিযুক্ত স্বামিজীর সেই অপূর্ব রূপ দর্শন করিয়াছিলাম। ৪৫

পূর্বের মত শয্যার উপরিভাগে যোগাসনে বসিয়া আছেন এবিধ তাঁহার বিশুদ্ধ শাস্তিপ্রদ মঙ্গলময় প্রশান্ত সুন্দর মূর্তি এবং নাসিকার ছিদ্র দিয়া কিঞ্চিৎ রক্তবিন্দু নির্গত হইয়াছে দেখিয়া আমরা শঙ্কায়ুক্ত হইয়া সেই সর্ববিশেষ্যময় দেব শরীরের দেহকান্তি দ্বারায় কলসিত হইয়াছিলাম। ৪৬

এইরূপভাবে মহাপুরুষের প্রাণহীন বিগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলে ভাবিয়াছিলাম সমাধিসময়ে ইহার তেজস্বয় বিগ্রহ হঠাৎ তন্দ্রারুদ্ধ ভেদ করিয়া ভগবান শ্রীহরি রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তসুন্দের সহিত যে বৈবুৰ্ণ্য-

## পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

ধামে বিদ্বাজিত আছেন সম্প্রতি এই মহাপুরুষ সেই বিশুদ্ধ বিষ্ণুর পদম  
পদ লাভ করিয়া ঠাকুরের সহিত একত্র মিলিত হইয়াছেন । ৪৭

যে মহাপুরুষ স্তানোদয়ের সময় হইতে ত্রিগুণের সেবার জন্য  
আদীর স্বজন এবং নিজের প্রাণ পর্যন্ত সমস্ত সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র  
গুরুপাদপদ্মকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বেসকল কার্য্য দেবতা  
ও মনুষ্যানিরণ্য অসাধ্য সেই সকল অতীব গুরুতর কার্য্য অবলীলাক্রমে  
অর্থাৎ অনাহুতসে সুসম্পন্ন করিয়াছেন । ৪৮

পতাষ্টক্ পরসোক সত্ত্বতি বিধৌ যত্রঃ ছতঃ স্নেচ্ছয়া

নৌ দৃষ্ট ন চ সংযুত' নরসুরৈঃ কৈয়াপি কুত্রাধুনা ।

অত্যাশ্চর্য্য মিদং মৃতোঃ প্যমরবত্ স্মর্য্য সদা গৌনবত্

তিষ্ঠত্যস্য মনোহ্র মূর্ত্তিমহসা পূর্য্য বমৌ তদৃ গৃহম্ ॥ ৪৯

অহৌ নরেন্দ্রঃ ছপয়া প্রমোঃ স গ্যাতঃ পৃথিব্যাং সুবিশুদ্ধ মূর্ত্তিঃ ।

গাম্ভীর্য্য চাতুৰ্য্য সুবৌর্য্যধৈর্য্য নরেন্দ্রতঃ কৌঃ প্যধিকৌঃ স্তি সৌক্ ॥ ৫০

স সদ্ধিবৈকেন সত্যং গরিষ্ঠৌ গুরোগুণান গায়তি যত্র তত্র ।

জিতারি পড়বর্গং যুবা মছোয়ানুব্রক্রমৌ বহ্নিরিব প্রদৌতঃ ॥ ৫১

যৌঃ স্মদেয় বিদেয় রত্ন পরমঃ শ্রীরামকৃত্যস্য সঃ

দেহস্যে ন্দ্রিয়তুস্য সৌখ্য পরমাধারস্য হার্দীঃ প্রাণ্য' ।

স্বামিজীতি নিতান্ত বানিজজনৈঃ প্রৌক্তোঃ পুত্রয়ো মহান্

ধোরাণাং পরিপত্গুমানবহুনাঃ পাশাত্য দেশে স্বয়' ॥ ৫২

গত্বা শাস্ত্রবিচার যুক্তিনিকরৈ স্তত্র প্রসিদ্ধি' গতো

শ্লেচ্ছানামপিকর্ষকঃ পুনরহৌ প্রাপ্তৌ গুরুত্ব' সুধীঃ ।

কর্ম্মজ্ঞান বিষয় সক্তি নিশ্চনে ব্যাসস্বরূপৌঃ প্রবত্

ধৈর্য্যামৃদু বিপুলৌ মঠৌ ভগবতঃ শ্রীরামকৃত্যস্য সঃ ॥ ৫৩

পরিশিষ্টাধ্যায়ঃ

নরোত্তমঃ শ্রীনারায়ণঃ নরঃ কিময়ংবারঃ ।

নরনারায়ণোবাপি ভগবন্ত্বিষ্যদ্যতাম ॥ ১৪

इति श्रीरामकृष्ण भागवते परिशिष्टाध्यायः समप्तः ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতপ্ৰণয়ক ॥

None has ever heard of an event in which a holy man had tried willfully to pass away to the life beyond death. He is immortal even in his death and exists eternally like a mountain. The entire room was illuminated with the lustre of his body. Narendra, by the grace of Thakur, had been regarded as the greatest of the religious preachers of the world. In fact, in his dominating personality, uncommon abilities, patience and perseverance, he had no parallel. He was endowed with divine wisdom. He had conquered six evil passions or impulses. He would sing in praise of his preceptor often and on. Narendra was the greatest man of the East and the West, the most favourite of Sri Ramakrishna, the object of devotion to the uncultured people, and was crowned with the highest honour in the assembly of scholars in the Western continent, and accepted by the Christians as their preceptor. He was equal to Vyasdev in writing on the subjects of work, knowledge and Devotion. He also established a great temple of Sri Ramakrishna. My readers may decide whether Narendra was a man, the best of men, a god, or God in man. 40 to 54

Here ends Sri Sri Ramakrishna Bhagabalem.

বঙ্গানুবাদ :-

নিজের ইচ্ছায় পরলোক প্রয়াণ বিবরে চেঁচা করিয়াছেন এমন মহাপুরুষ মানুষলোকে বা দেবলোকে আত্ম পর্য্যন্ত কেহ কোথাও



## পরিষ্টিচ্যায়:

দেখে নাই বা কেহ কোথাও শুনে নাই ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয়  
এই যে ইনি মৃত হইলেও অমরতুল্য এবং স্থির বিষয়ে সুমেরু সদৃশ  
অবস্থিত। তৎকালে ইহার অতীব মনোহর মূর্তির প্রভাবে সমস্ত  
গৃহটি পরিপূরিত হইয়াছিল। ৪৯

দেববিগ্রহ নরেন্দ্র ঠাকুরের কৃপায় পৃথিবীতে সর্বোত্তম ধর্মযাজক  
বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নরেন্দ্রের সদৃশ গাভীরো চাটুর্ঘ্য  
অসাধারণ শক্তি ও ধৈর্য্যাদি এই জগতে কেহই নাই। ৫০

সর্বোত্তম জ্ঞানগুণে বিভূষিত সর্বোত্তম সাধু কাম জ্যোত্বাদি ষড়  
রিপু বিজেতা যুবা এবং মহান নরেন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রহ্মার সদৃশ প্রদীপ্ত  
গুরুর গুণানুবাদ যেখানে সেখানে গান করিতেন। ৫১

যিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মাননীয় পরম ব্রত স্বরূপ এবং  
যিনি শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণ ও মনের স্থায় অতি প্রিয় এবং  
নিতান্ত অজ্ঞজনও যে মহাপুরুষকে স্বামিঙ্গী বলিয়া ভক্তি করেন এবং  
অতি পূজ্য যে মহাত্মা পাশ্চাত্য দেশে গমনপূর্বক মহামহা পণ্ডিতবর্গের  
সভায় শাস্ত্রীয় বিচার ও যুক্তি সমূহের দ্বারা বহুতর সম্মান লাভ  
করিয়া বিদেশে পূজিত হইয়া ব্রহ্মদিগকেও আকর্ষণ করিয়া তাঁহা-  
দিগকে মন্ত্র দিয়া গুরু হইয়াছেন। এবং যিনি কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ  
ও ভক্তিযোগ লিখনে সাক্ষাৎ ভগবান বেনবাসের সদৃশ জ্ঞানী বলিয়া  
সর্বত্র পরিচিত এবং যিনি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অত্যুচ্চ ধর্মালয়  
বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ৫২।৫৩

সেই নরোত্তম নরেন্দ্র নর কি দেবতা অথবা নরনারায়ণের অবতার  
স্বরূপ পাঠকবর্গসকলে তাঁহার চরিত্রের অনুশীলন করিয়া আপনাই  
নিশ্চয় করুন তিনি নরাবতার নারায়ণ কি না? ইতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভাগবতে পরিশিষ্টাধ্যায়। এইস্থানেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ  
ভাগবত সমাপ্ত হইল।